ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৩শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাধ্যতামুলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা দেশে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি। গত মাসে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে এই বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য বর্ত্তমান মাসের প্রথম ভাগে বাঙ্গলা সরকার বিহার ও আসাম সরকারের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটী বৈঠক আহ্বান করিবেন। কিন্তু এই বৈঠক সম্বন্ধে এখন আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে গত মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ঢাকাতে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আগামী বৎসরের পাটের চাষ আরম্ভ হইতে আর বেশী দেরী নাই, কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন না। গত মঙ্গলবার টালীগঞ্জে পাটের গবেষণাগার উদ্বোধন কালে বড়লাট যে বক্তৃতা দেন তাহাতে পাট চাষী যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় তৎসম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও বড়লাট বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিষয় কিছু বলেন নাই। এই সমস্তের ফলে বাজারে এখন এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার কোন চেষ্টাই করিবেন না। ফলে পাটের বাজারও কিছু নামিয়া গিয়াছে। বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের হুজুগ যে এই ভাবে অবসান হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলের অস্তিত্ব যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা পরিষদস্থিত শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে ততদিন পাটচাষীকে পাটের জন্য ন্যায্য মূল্য দেওয়ার পক্ষে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা হইবে না-ও হইতে পারে না।

গবর্ণমেণ্টের ধাপ্পাবাজী

বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার যখন শ্রীযুক্ত নব গোপাল দাস আই, সি, এসকে নিয়োজিত করেন সেই সময়ে বাঙ্গলার বেকারদের মনে একটু আশা ভরসার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ এই সমস্যার পূরাপূরি অথবা আংশিক সমাধানের পক্ষে কার্য্যকরী পরামর্শ দিতে শ্রীযুক্ত দাসের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে খুব বেশী নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত দাসের নিয়োগের পর ৬।৭ মাস সময় অতীত হইয়া গেলেও বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে তাঁহার উপর কোন শ্রেণীর কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, তিনি কোন নীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিবেন এবং তাঁহার কাজের গণ্ডী কতদূর তৎবিষয়ে বাঙ্গলা সরকার আজ পর্য্যন্ত কোন কথা প্রকাশ করেন নাই। উহাতে মনে হয় যে বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে বাঙ্গলা সরকারের কোনও প্রকার আন্তরিক আগ্রহ নাই এবং সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীযুক্ত দাসকে আনএমপ্লয়মেণ্ট অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিয়া সেক্রেটারিয়েটের শোভা বর্দ্ধন করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত দাস বিভিন্ন সওদাগরী আফিসে ও কলকারখানাতে কতজন লোক চাকুরীতে নিযুক্ত আছে এবং উহাদের চাকুরীর সর্ত্ত কিরূপ তদ্বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। উহাতে মনে হয় যে চাকুরীর নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার বিষয় চিন্তা না করিয়া শ্রীযুক্ত দাস বর্ত্তমানে দেশে যে চাকুরীর ক্ষেত্র রহিয়াছে তৎপ্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই ভাবে যদি কাজ করা হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাহারা আফিসের বড় বাবুর সুপারিশে সওদাগরী আফিসে অথবা কলকারখানার কাজে ঢুকিতেছে তাহাদের মধ্যে ১০।২০ জন বাঙ্গলা সরকারের সুপারিশে চাকুরী পাইবে বটে। কিন্তু উহা দ্বারা দেশের বেকার

সমস্যার সহস্র ভাগের এক ভাগেরও সমাধান হইবে না। বাঙ্গলা সরকার যদি দেশে চাকুরীর নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি করার বিষয়ে আগ্রহান্বিত না থাকেন তাহা হইলে মিছামিছি একজন আনএমপ্লয়মেণ্ট অফিসার নিয়োগ করিয়া দেশের লোককে ধাপ্পা দেওয়া কেন?

হাইকোর্টের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

ভারত সার্ক্লেটিং সোসাইটী নামক একটী কোম্পানীর পরিচালক রাধাবল্লভ পাল ও অন্য এক ব্যক্তির প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলে হাইকোর্ট তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া যে রায় দিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করিবে। একথা অনেকেই অবগত আছেন যে উক্ত কোম্পানীর পরিচালকগণ সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া একরূপ প্রচার করে যে কোম্পানীতে ৫ টাকা জমা দিয়া একটী পলিসি ক্রয় করিলে পলিসি ক্রয়ের দুই মাস পর হইতে পলিসিগ্রাহক মাসে ৫ টাকা করিয়া ১২ মাসে ৬০ টাকা পাইবে। অন্য দেশ হইলে কোন ব্যক্তি এই ধরনের পলিসি ক্রয়ে অগ্রসর হইত না। কারণ ৫ টাকা দাদন করিয়া উহার আয় হইতে অফিসের পরিচালনা ব্যয় সঙ্কুলান করতঃ ১৪ মাসের মধ্যে পলিসি গ্রাহককে ৬০ টাকা প্রদান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে জনসাধারণের ব্যবসা বুদ্ধি এত কম যে এই ধরনের প্রলোভন দেখাইয়াও ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়। কাযতঃ ভারত সার্ক্লেটিং সোসাইটীর পরিচালকগণ এই ভাবে প্রলোভন দেখাইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে ৯১ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। প্রথম প্রথম উহারা নূতন পলিসিগ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই টাকা হইতে কতক টাকা পলিসি গ্রাহকদিগকে প্রদান করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা প্রতিশ্রুতি মত দাবী পূরণে অক্ষম হয়। তখন অনেক পলিসিগ্রাহক এই কোম্পানী সম্বন্ধে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর কোম্পানীর পরিচালকগণ যথারীতি গ্রেপ্তার হইয়া প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে হাইকোর্টের বিচারপতি বার্টলে ও হেণ্ডারসন এই বলিয়া আসামীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন যে, উহারা প্রতারণার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে অথবা প্রতারণা করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমরা বিচারপতি দ্বয়ের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ৫ টাকা লইয়া ১৪ মাসের মধ্যে যে উহার বদলে ৬০ টাকা দেওয়া অসম্ভব তাহা অজ্ঞ ও কু-সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইলেও কোম্পানীর পরিচালকগণ উহা প্রথম হইতেই খুব ভালরূপে জানিত। উহারা জানিয়া শুনিয়াই কয়েক মাসের মধ্যে সাধারণের নিকট হইতে ৯১ হাজার টাকা আদায় করিয়া তাহা হইতে বহু সহস্র টাকা স্বয় আত্মসাৎ করিয়াছে। উহা যদি প্রতারণা না হয় তাহা হইলে আর কাহাকে প্রতারণা বলা যাইতে পারে? এই মামলায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহাই যুক্তিযুক্ত ছিল এবং হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া অত্যন্ত ভ্রান্ত কাজ করিয়াছেন। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভবিষ্যতে আরও বহু ব্যক্তি অনুরূপ ধরণের কোম্পানী ফাঁদিয়া সাধারণকে প্রতারণা করিবার জন্য প্রলোভিত হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারের এখানেই উপসংহার হওয়া সঙ্গত নহে। এই মামলার পুনর্বিচারের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে একটা আপীল হওয়া আমরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি।

নবেম্বরে ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে গত নবেম্বর মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে এই মাসে অবস্থার একটু উন্নতি দেখা গেলেও সমষ্টিগতভাবে এই মাসে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবনতিই সূচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে বিদেশে গৃহীত ঋণের সুদ, ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সৈনিকদের পেন্সন ইত্যাদিতে প্রত্যেক বৎসর বিদেশে ৭০ কোটী টাকার মত প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিয়াও বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় বিদেশে ৭০ কোটী টাকা বেশী মূল্যের জিনিষ রপ্তানী করিতে সমর্থ হইতেছে না। আলোচ্য নবেম্বর মাসে সেপ্টেম্বরের তুলনায় ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৪১ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইত বিদেশে ৭২ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। সুতরাং এই মাসে পণ্যদ্রব্যের আমদানী যে হারে বাড়িয়াছে তাহর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদিতে গত অক্টোবর মাসে যে স্থলে রপ্তানীর আধিক্য ছিল ১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা সেই স্থলে নবেম্বর মাসে রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৭১ লক্ষ টাকা। কাজেই পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য সমস্ত মিলিয়া অক্টোবর মাসের তুলনায় নবেম্বরে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য অনেক কমিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের বাহিরের দায় মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমানে পাউণ্ড মুদ্রা ক্রয় করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতের রপ্তানীর আধিক্য মাসের পর মাস যে ভাবে কমিতেছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে আইন অনুসারে নির্দ্ধারিত মূল্যে পাউণ্ড মুদ্রা সংগ্রহ করা ক্রমেই আরও কঠিন হইতেছে। এই অবস্থায় নূতন সরকারী বৎসরে ভারতের পক্ষে হইতে ইংলণ্ডে ঋণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়।

ইঙ্গ-ভারত বানিজ্য চুক্তি

বর্ত্তমান সরকারী বৎসর শেষ হইবার পর আর অটোয়া চুক্তি বলবৎ রাখা হইবে না বলিয়া ভারত সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে বটে। কিন্তু এই চুক্তির অবসানের পর ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বানিজ্য সম্পর্ক কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদই জানা যাইতেছে না। বর্ত্তমান সরকারী বৎসর শেষ হইতে আর তিন মাস সময়ও বাকী নাই। কাজেই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বানিজ্য সম্পর্ক কি হইবে তাহার অনিশ্চিয়তার দরুন ব্যবসায়ী মহলে একটা উদ্বিগ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। একরূপ শুনা যাইতেছে যে ভারত সরকার ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে উভয় দেশের বানিজ্য সম্পর্কে একটা চুক্তির সর্ত্ত স্থির হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহার খসড়া রচনা করা হইতেছে। এই সব সর্ত্ত কি তাহা দেশবাসী এখনও কিছু জানে না। এমন কি ইঙ্গ-ভারত বানিজ্য চুক্তির সর্ত্ত সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার যে বেসরকারী কমিটী গঠন করিয়াছিলেন তাহার সদস্যগণকে এই পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কিছু জানান হয় নাই। তবে গুজব এই যে নূতন চুক্তিতে ল্যাঙ্কাশায়ার এবং ভারতবর্ষ উভয়কেই সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উভয় দলের দাবীর মাঝামাঝি একটা রফা করা হইয়াছে। যদি এই গুজব সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতে আমদানী বৃটীশ বস্ত্রের উপর শুল্কের হার যে হ্রাস পাইবে, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কাপড়ের বাজারে যে প্রকার মন্দা দেখা দিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ-জাত বস্ত্রের উপর শুল্কের হার কমাইয়া দিলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের আরও দুরবস্থা ঘটিবে। সুতরাং এই বিষয়ে এখন হইতে দেশবাসীর সতর্ক হওয়া উচিত।

তুলা চাষীর দুরবস্থা

বাঙ্গলা দেশ বর্ত্তমানে তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত নহে। কিন্তু তুলার রপ্তানী এবং উহার মূল্যের উপর ভারতবর্ষের কোটী কোটী কৃষক পরিবারের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তুলার

উপর ভারত সরকারের আয়ও বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। এই অবস্থায় ভারতীয় তুলার অস্বাভাবিকরূপ মূল্য হ্রাস ঘটিলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গলা দেশও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে উহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ভারতীয় তুলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত আশঙ্কাজনক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা এই সব কথা বলিতেছি। ইতিমধ্যে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে মোটমুট ২ কোটী ৭০ লক্ষ বেল তুলা খরচ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই সমগ্র জগতে গত বৎসরের উৎপন্ন তুলার মধ্যে ২ কোটী ৩০ লক্ষ বেল তুলা অবিক্রীত অবস্থায় ছিল। ইহার পর এবার বিভিন্ন দেশে তুলার যেরূপ চাষ হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে ২ কোটী ৮০ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং এবার জগতের বাজারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশী তুলা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এই আশঙ্কার ফলে ইতি-মধ্যেই ভারতীয় তুলার মূল্য প্রতি কেণ্ডিতে (এক কেণ্ডি ২০ মণের সমান) দশ টাকার মত কমিয়া গিয়াছে এবং এজন্য ভারতীয় তুলা চাষীর ৩ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কেহ কেহ ভারতে আমদানী তুলার উপর শুল্ক বসাইতে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী কাপড় ও সূতার উপর শুল্কের হার হারাহারিমত বৃদ্ধি না করিয়া মাত্র বিদেশী তুলার উপর যদি শুল্ক ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। কাজেই বিদেশী তুলার উপর হটাৎ শুল্ক ধার্য্য করিবার কোন উপায় নাই। ভারতীয় তুলাকে মন্দার হাত হইতে রক্ষা করিবার আর একটী পন্থা তুলার উৎপাদন হ্রাস। কিন্তু ভারতবর্ষে ৭।৮টী প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে একসঙ্গে তুলার চাষ কমাইবার পক্ষে কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা একটা সহজ কাজ নহে। কাজেই ভারতীয় তুলার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারময় বলিয়াই মনে হইতেছে।

গুজরাটে স্বর্ণ আবিষ্কার

ভারতবর্ষে এতদিন পর্য্যন্ত একমাত্র মহীশূর অঞ্চলই স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত ছিল। সম্প্রতি গুজরাট অঞ্চলেও স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণ-ব্যবসায়ী মিঃ গোলাম হুসেন সোনাওয়ালা ৫ বৎসর ব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে গুজরাটের পঞ্চমহাল জেলায় ৫॥ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে বালির সহিত মিশ্রিত ভাবে অবস্থিত স্বর্ণের সন্ধান পাইয়াছেন। বোম্বাই সরকার বর্ত্তমানে তাঁহাকে এই অঞ্চলে ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া স্বর্ণ সংগ্রহের অনুমতি দিয়াছেন। মিঃ সোনাওয়ালা আপাততঃ এই অঞ্চলে একটি কারখানা স্থাপন করিবেন এবং উহাতে প্রত্যহ ২০ টন ওজনের স্বর্ণমিশ্রিত বালুকা হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইবে। যদি এই ব্যবস্থা লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে স্বর্ণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটী যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়া উহার মারফতে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কলকব্জা বসাইয়া তাহাতে প্রত্যহ এক হাজার টন ওজনের স্বর্ণমিশ্রিত বালুকা হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইবে। বোম্বাই সরকার ইচ্ছামত এই কোম্পানীর যত অধিক সংখ্যক শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া একটী সর্ত্ত রাখিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ এক সময়ে স্বর্ণের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। শত শত বৎসরের বিদেশী শোষণের ফলে ভারতবর্ষের স্বর্ণের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। মহীশূর অঞ্চলে স্বর্ণের যে সমস্ত খনি রহিয়াছে তাহাও বিদেশীদের অধীকৃত এবং উহার লাভের অধিকাংশ বিদেশীগণই গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় গুজরাটে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং ভারতবাসীর দ্বারা এই স্বর্ণ আহরণের বিলিব্যবস্থা হইতেছে শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। গুজরাটে বর্ত্তমানে যে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা যদি ভারতবাসীর প্রয়োজনে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে উহা ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিতে পারে।

সিন্ধিয়া কোম্পানীর সাফল্য

ইংরাজী নববর্ষের প্রারম্ভে বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর নবনির্ম্মিত প্রাসাদ সিন্ধিয়া হাউসের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সংবাদ পত্রাদিতে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'লয়েলটী' নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া এই কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর ২০।২২ খানা বৃহদাকার জাহাজ কেবল যে ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহেই যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত করিতেছে এরূপ নহে—সিন্ধিয়ার জাহাজ এখন সুদূর জেড্ডা বন্দর পর্য্যন্ত হজ যাত্রী বহন কার্য্যেও নিয়োজিত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এই স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীকে ধ্বংস করিবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে এবং সিন্ধিয়ার পরিচালকগণ কি ভাবে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর অবৈধ প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজ জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার বিচিত্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার উহা স্থান নহে। কিন্তু এই সংগ্রামে সিন্ধিয়ার অংশীদারগণ যে স্বদেশ-প্রেমিকতা দেখাইয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে তাহাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার বিষয়। এমন এক সময় ছিল যখন বিদেশীর প্রতিযোগিতার মুখে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী তলাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। ঐ সময়ে সিন্ধিয়ার শেয়ারে লভ্যাংশ পাওয়া যাইত না এবং উহার বাজারমূল্যও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দ ঐ সময়ে সিন্ধিয়ার অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া উক্ত কোম্পানীকে নিজেদের করতলগত করিবার জন্য চড়া মূল্যে শেয়ার ক্রয় করিতে অগ্রসর হইলেও সিন্ধিয়ার কোন শেয়ারহোল্ডার বিদেশীর নিকট শেয়ার বিক্রয়ে অগ্রসর হন নাই। উঁহাদের স্বদেশ হিতৈষণার জন্যই আজ দেশের লোক সিন্ধিয়াকে একটী স্বদেশী কোম্পানী বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারিতেছে এবং এই কোম্পানীর মারফতে বহু ভারতবাসী জাহাজী বিদ্যায় হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ পাইতেছে। এই স্বদেশ হিতৈষণা একটা অনুকরণের বিষয়।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার তদন্ত

বাঙ্গলা দেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিগত ১৫ই নবেম্বর তারিখে 'আর্থিক জগতে' আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি কিছুদিন হইল এই কমিশন তাঁহাদের তদন্তাধীন বিষয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্নাবলী সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। উক্ত প্রশ্নাবলী পাঠ করিলে একথা স্বতঃই মনে হয় যে কমিশনের তদন্ত ক্ষেত্র মাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাল মন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজ, জোতদার ও কৃষকের অনেক জীবন মরণ সমস্যা সম্পর্কেও কমিশন তদন্ত করিবেন। এজন্য কমিশন যে প্রশ্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

কমিশন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে সর্বাগ্রে বর্গা জমি সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহই দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ ও কৃষকদের মধ্যে বহু ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে বলিয়া মনে হয়। এই সব প্রশ্নে দেশে বর্গাদার, ভাগচাষী, আধিদার ইত্যাদির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, উহার কারণ কি, [illegible] সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও বর্তমানের আর্থিক মন্দা উহার কারণ কি না, বর্তমানে দেশের কত অংশ আবাদী জমি বর্গাদারদের দ্বারা চাষ করা হয়, বর্গাদারদিগকেও জোত স্বত্ব প্রদান করা উচিত কি না, উচিত না হইলে উহাদিগের স্বার্থরক্ষার কি প্রকার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ভবিষ্যতে বর্গাদারী প্রথার আর যাহাতে প্রসার না হয় তজ্জন্য কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, বর্গাদারদিগকে যদি জোত স্বত্ব প্রদান করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে জমিদার ও অন্য শ্রেণীর লোক স্বয়ং চাষাবাদে লিপ্ত হওয়ার দরুণ বর্গাদারগণ জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত হইবে কি না, বর্গাদারের দেয় ফসলের পরিমাণ কি ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ও আইন অনুসারে উহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে কি না ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের নিকট হইতে জবাব চাওয়া হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে জমিদারদের জমিদারী খাস করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত হইবে কি না, উহার পরিমাণ কি ভাবে নির্দ্ধারিত করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্গাদারদিগকে জোত স্বত্ব প্রদান করিলে তজ্জন্য বর্গা জমির মালিকদিগকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত হইবে কি না তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে মধ্যবিত্ত সমাজের বহু ব্যক্তি জীবিকা সংস্থানের অন্য সমস্ত প্রকার উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্গা জমির আয় হইতে কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। কৃষকদের মধ্যেও বহু ব্যক্তি—যাহাদের কৃষিকার্য্য চালাইবার কোন লোকজন নাই অথবা যাহারা একা সমস্ত জমি চাষ করিতে পারে না তাহারা নিজের জমির সম্পূর্ণ অথবা উহার কতকাংশ ভাগচাষী দ্বারা চাষ করাইয়া তাহার আয় দ্বারা জীবিকা সংস্থান করিতেছে। বর্গা জমি যদি জোত জমিতে পরিণত হয় এবং এজন্য ঐ সব জমির মালিকদিগকে যদি কোন ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই শ্রেণীর লোকের অধিকাংশই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সুতরাং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত অবিলম্বে ভূমিরাজস্ব কমিশনের গোচরে আনা উচিত।

জমির ন্যায্য খাজনা কি ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে কমিশন যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। জমির খাজনার ন্যায্য পরিমাণ কি ভাবে নির্দ্ধারিত করা উচিত তদ্বিষয়ে দেশে বিভিন্ন প্রকার মত রহিয়াছে। কেহ বলেন যে জমি চাষ করিতে কৃষকের যে ব্যয় পড়ে (এই ব্যয়ের মধ্যে কৃষকের খাই খোরাকীও ধরিতে হইবে) জমিতে তদতিরিক্ত যে ফসল হইবে তাহার অর্দ্ধেক ন্যায্য খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে। কেহ বলেন যে এই হাঙ্গামায় না গিয়া জমিতে বাজার মূল্য অনুযায়ী যে ফসল হইবে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ খাজানা হিসাবে আদায় করিতে হইবে। অপর কেহ বলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময় পর পর জমি ডাকে চড়াইয়া উহার জন্য সর্ব্বোচ্চ যে খাজনা ডাক হইবে তাহাই জমির ন্যায্য খাজনা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। এই বিষয়ে আর একটী মত রহিয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়া আয়কর ধার্য্য করেন জমির খাজানাও সেই নীতি অবলম্বনে ধার্য্য করিতে হইবে। অর্থাৎ জমি হইতে কৃষকের যে আয় হইবে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে না পৌঁছা পর্য্যন্ত কৃষককে কোন খাজানা দিতে হইবে না। ইহার উপর যে কৃষকের যত বেশী আয় হইবে তাহাকে তত বেশী হারে খাজানা দিতে হইবে। কমিশন এই সমস্ত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে কোন প্রস্তাবটা অধিকতর সমর্থনযোগ্য তাহা সাধারণের নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছেন। এই সঙ্গে আরও প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, জমির একবার যে খাজনা ধার্য্য করা হইবে তাহাই চিরস্থায়ী করা হইবে—না জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও উহার বাজার মূল্য বিবেচনা করিয়া সময় সময় এই খাজানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। কৃষক, মধ্যবিত্ত সমাজ ও জমিদার সকলের দিক হইতেই এই সব প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক। সুতরাং এই সম্বন্ধেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে ভূমিরাজস্ব কমিশনের নিকট তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করা উচিত হইবে। কৃষকের দেয় খাজানার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার পর প্রয়োজন হইলে এই খাজানা সার্টিফিকেট যোগে আদায় করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না এবং যদি না হয় তাহা হইলে খাজনা যাহাতে সহজে আদায় হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা আবশ্যক কমিশন তাহাও সাধারণের নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছেন। এই প্রশ্নটীও দেশের সকলের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের কৃষক সমাজের কি ভাবে আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং কৃষকদিগকে প্রয়োজনের সময়ে টাকা ধার দিবার বিষয়ে কি ব্যবস্থা করা উচিত তৎসম্বন্ধে কমিশন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহাও দেশের বহু ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। এই সব বিষয়ে সাধারণের তরফ হইতে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব কি কমিশন তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। কৃষি ঋণ সম্বন্ধেও কমিশন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বর্তমানে বলা হইতেছে যে কৃষকের আয়ের এক চতুর্থাংশই মহাজনকে সুদ হিসাবে দিতে হয়। উহা সত্য কি না, সমবায় সমিতিগুলি কৃষি ঋণ সরবরাহে কি ভাবে কাজ করিতেছে, ঋণ সালিসী বোর্ড সমূহের কার্য্যকলাপের মধ্যে কোন কটা বিচ্যুতি আছে কি না, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কমিশন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইলে কৃষকের আয়বৃদ্ধি ও কৃষি ঋণ সমস্যা এই দুইটী বিষয়ের প্রতিকারের পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ভূমি রাজস্ব কমিশনের মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কমিশন যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে অনেক আলোচনা হইতেছে বিধায় আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কমিশনের তদন্ত যে মাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে এবং দেশের মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজের জীবন মরণ সমস্যা মূলক আরও অনেক বিষয়েও যে কমিশন তদন্ত করিবেন তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আশা করি বর্তমান প্রবন্ধ পাঠে দেশবাসী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান

ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের ভিতর ক্রমেই একটা সুস্পষ্ট চেতনা দেখা যাইতেছে এবং বর্তমানে এ বিষয়ে আবশ্যকীয় উদ্যোগ আয়োজনও চলিতেছে। এই অবস্থায় ডাঃ নবগোপাল দাস, পি এইচ্ ডি, আই সি এস্ ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা বিষয়ে 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া' (Industrial Enterprise in India—Published by Oxford University Press. Price Rs. 7) নামে যে একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। এই পুস্তকটিতে গ্রন্থকার এদেশে শিল্প কোম্পানী গঠনের রীতি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা, ও দেশে ব্যাপক শিল্পোন্নতি গড়িয়া তোলার বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে শিল্পের ভালরূপ প্রসার হওয়ার পক্ষে বর্তমানে প্রধান অন্তরায় হইতেছে উপযুক্তরূপ মূলধনের অভাব। বিশেষ সুখের বিষয়, ডাঃ দাস তাঁহার বর্তমান পুস্তকটিতে আমেরিকা ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে যে নীতিতে কার্য্য হইতেছে তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে এদেশের অবস্থা অনুযায়ী মূলধন সমস্যা সমাধান বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। জার্ম্মাণীতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে তত্রত্য ব্যাঙ্ক সমূহ নানা প্রণালীতে যে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিয়া থাকে তাহা এদেশবাসীদের নিকট সর্ব্বদা প্রণিধানযোগ্য বলা চলে। আমরা এই প্রবন্ধে ডাঃ দাসের প্রদত্ত বর্ণনা হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহের অনুসৃত কার্য্যপ্রণালীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করিব।

শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া জার্ম্মাণী বর্তমান জগতের বিশেষ উন্নতিশীল দেশগুলির অন্যতম। দেশের সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ ও তাহাদের উৎপন্ন উন্নত ধরণের বিচিত্র শিল্প সম্ভার জার্ম্মাণীর প্রকৃত সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের আকর। আর সেই শিল্পোন্নতি গড়িয়া তোলা বিষয়ে ঐ দেশের ব্যাঙ্কসমূহ যে সাহায্য, উৎসাহ ও তৎপরতা দেখাইয়া আসিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী শিল্পবাণিজ্যের দিক দিয়া অনেকটা পশ্চাদপদ ছিল। প্রয়োজনানুরূপ মূলধন সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা না থাকায় দেশে তখনও বেশী সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে সাধারণের ভিতর দুঃখ দারিদ্র্যও যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজিত ছিল। দেশের লোকের হাতে শিল্পের মূলধন যোগাইবার উপযোগী অর্থ যে বিশেষ ছিল না তাহা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা যেরূপ বিশ্বাস করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহজে অর্থ নিয়োগ করিতে চান না সেইরূপ একটি মনোভাব জার্ম্মাণীতেও অনেকের ভিতরই বর্ত্তমান ছিল। ফলে, দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন বিষয়ে প্রকৃত উদ্যোগীর বিশেষ অভাব না থাকিলেও মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা বশতঃ সে সম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হওয়া অনেকটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অবস্থায় দেশে শিল্প প্রসারের আসন্ন প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা ক্রমেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে নিজেদের সাহায্য তৎপরতা নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। একদিকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা ও অপর দিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ দাদন করিবার উদ্দেশ্যে নূতন ব্যাঙ্কও অনেক গড়িয়া উঠে। আর এই সমস্ত ব্যাঙ্ক দেশে নূতন শিল্প কোম্পানী গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। দেশের লোক তাহাদের সঞ্চিত অর্থ সাক্ষাৎ ভাবে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দাদন করিতে পরাঙ্মুখ বলিয়া ব্যাঙ্ক সমূহ মধ্যবর্ত্তী হিসাবে নানাভাবে তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিয়া তাহা শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করে। ফলে ক্রমেই বেশী পরিমাণে অর্থ শিল্প প্রসারে নিযুক্ত হওয়ায় দ্রুত গতিতে দেশের শিল্পোন্নতি গড়িয়া উঠে। আর তাহাতে দেশের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে জার্ম্মাণীর যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ঐরূপ কার্য্যকরী নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে তাহারা কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বতন্ত্র ধরণের ব্যাঙ্ক নহে। উহারা সমস্তই সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া উহা নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায় লাভজনক ভাবে খাটানোই উহাদের ব্যবসায়। এই প্রসঙ্গে কথা উঠিতে পারে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থনিয়োগ করিয়া ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় রাখে কিরূপে। ইহার উত্তরে জার্ম্মাণীর ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ইহা বলিবার আছে যে তাহাদের ঐ প্রকার কার্য্যনীতি মূলতঃ এমন কতকগুলি সতর্কমূলক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে যাহাতে তাহাদের বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা বেশী কিছুই থাকে না। ব্যাঙ্কের সাহায্যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে বিশেষ শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হইবে তাহার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সম্ভাবনা বর্ণিত করিয়া সুসমঞ্জসভাবে গঠিত একটী পরিকল্পনা ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ প্রথমে উহা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন পরে উহা মনোনীত হইলে তাহারা অন্য কয়েকটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নপর হন। একত্র মিলিত হইয়া কয়েকটি ব্যাঙ্ক একযোগে একটী সিণ্ডিকেট গঠন করিয়া নূতন শিল্প কোম্পানীর আবশ্যকানুরূপ শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকে। আর উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধন নিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুরু হয়। পরে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক সময় বুঝিয়া ঐ প্রকারের ক্রীত শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করে। কোন শিল্প কোম্পানী কার্য্যতঃ গড়িয়া উঠার পূর্ব্বে সাধারণতঃ লোকে বিশ্বাস করিয়া উহার শেয়ার খরিদ করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায়

ব্যাঙ্কগুলি যখন নিজেদের প্রদত্ত অর্থে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া পরে উহার শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে তখন কিছু বেশী মূল্যেও শেয়ার ক্রয় করিতে লোকের বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের প্রভৃতি খাটাইয়া আমানতকারী হিসাবে ও অন্যভাবে ব্যাঙ্কের সহিত জড়িত লোকদের ভিতর সহজেই বেশী পরিমাণে ঐ শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ কয়েকটী ব্যাঙ্ক যুক্তভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করায় ঐরূপ ভাবে লগ্নিকৃত অর্থের ঝুঁকি তাহাদিগকে একক গ্রহণ করিতে হয় না। অধিকন্তু সমবেতভাবে শেয়ার বিক্রয়ে সচেষ্ট হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত খুব কম পরিমাণ শেয়ারের দায়িত্বই ব্যাঙ্ককে গ্রহণ করিতে হয়।

তাহা ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহ এমন ভাবে কর্তৃত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে যাহাতে কোনরূপ অনুপযুক্ত পরিচালনার জন্য ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ফেল পড়িবার বেশী কিছু আশঙ্কা থাকে না। ব্যাঙ্ক সমূহের সাহায্যে গঠিত ও পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডে ব্যাঙ্ক সমূহ তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া থাকে। আর তাহারা অংশীদারদের স্বার্থের দিকে বিশিষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায় পরিচালনা বিষয়ে সহায়তা করে। ঐরূপ ভাবে ব্যাঙ্কের সহিত নিকট সংযোগ রক্ষিত হওয়ায় একদিকে যেরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ যথাযথভাবে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা হয় অপর দিকে তেমনি ঐসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অর্থও অনেক পরিমাণে নিরাপদ থাকে।

শেয়ার মূলধন সরবরাহ করা ছাড়া জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহ সাময়িক ঋণ প্রদান করিয়াও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে ঐ ব্যাঙ্কে প্রথমতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটী চলতি হিসাব বা কারেন্ট একাউন্ট খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের নানারূপ লেনদেনের কার্য্য ঐ হিসাবের মারফতে ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়াই সমাধা হয়। প্রতিষ্ঠানের যাহা কিছু আয় হয় তাহা ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা হইতে থাকে। আর ব্যাঙ্ক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মত অর্থ সরবরাহ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সম্প্রসারিত করিবার জন্য কিংবা নূতন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বেশী পরিমাণ অর্থ আবশ্যক হইলে প্রথমে ব্যাঙ্ক তাহা ঋণ স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে পরে শিল্প কোম্পানীর নামে ডিবেঞ্চার ঋণ বাহির করিয়া অথবা নূতন শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিয়া ঐরূপ প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। পরিচালক বোর্ডে নিজেদের প্রতিনিধি থাকায় ঐসব বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

সাধারণতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহকারী জার্ম্মাণীর ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের আর্থিক সংস্থিতি এত বেশী সুদৃঢ় যে, ঐ প্রকারে অর্থ নিয়োগ করিয়া সামান্য পরিমাণের ঝুঁকি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মজুত তহবিলের সম্বল লইয়াই তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ভারতবর্ষে অনেকেরই ভিতর এমন একটা ধারণা রহিয়াছে যে, জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতকারীদের টাকা দীর্ঘদিনের মিয়াদে আবদ্ধ রাখিয়াই শিল্প বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সাধারণতঃ জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্কগুলি অল্প মিয়াদে আমানত-কৃত অর্থ দীর্ঘ মিয়াদী ঋণে নিয়োজিত করে না। ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ তহবিল ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখিয়া বাহিরে দীর্ঘ দিনের জন্য নিয়োগ করা চলে তাহারা কেবল সেই পরিমাণ অর্থই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক ঐরূপভাবে লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ সাধারণের নিকট হইতে গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করে। ফলে, সর্ব্বসাধারণ এ সমস্ত নিয়া অনিষ্টকরভাবে জল্পনা কল্পনার সুবিধা পায় না। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত লগ্নি কারবার চালাইবার জন্য ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্যপ্রকার ব্যবসায় হইতে অনেকটা আলাদাভাবে একটি শিল্প বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের আর্থিক সম্পত্তি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়া কারবার করিবার ভার ঐ বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক ঐ ধরণের কার্য্য পরিচালনার জন্য এত বেশী পরিমাণ অর্থ মজুত তহবিলে সংরক্ষিত করিয়া রাখে যাহাতে বাস্তবিকপক্ষে লগ্নিকৃত অর্থ সম্বন্ধে নিরাপত্তার হানি ঘটিলেও ব্যাঙ্কের পক্ষে সাধারণ আমানতকারীদের দাবীদাওয়া মিটাইতে বিশেষ কোন বেগই পাইতে হয় না।

দেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহের এইরূপ সুপরিকল্পিত প্রশংসনীয় কার্য্যনীতি আলোচনা করিলে ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে এ দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহের একান্ত নিশ্চেষ্টতার কথাই মনে হয়। শিল্প বিষয়ে এ দেশের বর্ত্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থায় অনেকে যে জার্ম্মাণীর অনুকরণে এ দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মোড় ঘুরাইবার পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন সমস্ত দিক ভাবিয়া দেখিলে বিবেচনা করিলে তাহা সর্ব্বথা বিবেচনার উপযুক্ত বলিয়াই মনে হইবে। ডাঃ দাস তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকে এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও খুবই প্রণিধান-যোগ্য। ডাঃ দাসের মতে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহ যেরূপ অগ্রবর্ত্তী হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন কোন দিক দিয়া উহার অশুভ প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সমন্বিত উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা এত কম যে, বর্ত্তমানে অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষেই জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক সমূহের অনুকরণে শিল্প বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক হইতে পারে। তবে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান তাহাদের পর্য্যাপ্ত মূলধনের কতকাংশ নিয়োজিত করিয়া ঐরূপ প্রণালীতে শিল্পোন্নতি সাধনের কার্য্য-নীতি গ্রহণ করিতে পারে এবং দেশে দ্রুত শিল্প প্রসারের যেরূপ আবশ্যকতা রহিয়াছে তাহাতে অন্ততঃ নূতন ধরণের প্রচেষ্টা হিসাবেও তাহা আরম্ভ করাই সঙ্গত। ডাঃ দাসের এই অভিমত যে খুবই সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের কাঁচ-শিল্প।

[শ্রীসুধীর চন্দ্র সেন গুপ্ত]

কাঁচ মনুষ্য জাতির একটী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। আধুনিক সভ্যতার অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু কাঁচ। ইহা যে উপাদান হইতে প্রস্তুত হয় তাহা ভূ-ত্বকে (মৃত্তিকার কঠিন আবরণে) শতকরা পঁচিশ ভাগ বর্ত্তমান। সিলিকন্ নামক পদার্থ ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। বালি, চকমকি পাথর, স্ফটিক পাথর, কোয়ার্টজ, এগেট প্রভৃতির মধ্যে ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় উহা কখনও পাওয়া যায় না। এই সিলিকাই একদিন চকমকি পাথররূপে আদিম মানুষের আগুনের অভাব দূর করিয়াছিল এবং সৃষ্টির প্রথম যুগের সমাজের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি এবং আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিবার অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। আর আজ সেই সিলিকাই কাঁচ রূপে দূরতম নিভৃত পল্লীর জীর্ণকুটীরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং এই কাঁচ ভিন্ন আজকাল কোন সুষ্ঠু বাসস্থানের কল্পনাই চলিতে পারে না।

এই কাঁচের সহয়তায় মানুষ আজ বহুবিধ সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। এতদ্বারা মানুষ আজ পৃথিবীর সীমারেখার বাহিরের সংবাদ ও সন্ধান আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহাদির প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া সৌরজগতের তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছে। এই কাঁচ অনুবীক্ষণের cell এ জীবনের যত কিছু রহস্য মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়াছে এবং মানুষের চিরন্তন শত্রু রোগের বীজাণুদের আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের কাছে যাহাদের বিচ্ছেদ ব্যথা ক্ষণকালের জন্যও অসহনীয়, আজ এই কাঁচের সাহায্যে মানুষ তার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করিয়া রাখিতে পারে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি-সহায় কাঁচ—আজ যদি মানুষ তাহার সহায়তা না পাইত তাহা হইলে হয়ত মানুষ চক্ষুবিশিষ্ট হইয়াও অন্ধকারে পড়িয়া রহিত। কাঁচের জন্যই মানুষ আজ দ্রুতগতিতে সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানে উন্নতি-সাধন করিয়াছে।

কাঁচশিল্পের জন্মকথা খুবই সামান্য। প্রকাশ, অতীতকালে সিডনের কয়েকজন পথভ্রান্ত পথিক দৈবাৎ কাঁচ আবিষ্কার করে। আগুনের উপর রন্ধন-পাত্র রাখিবার জন্য তাহারা নাইটার এর উচ্চ স্তূপ করিয়া সমুদ্রের বালুময় তীরে ইহা দ্বারা রন্ধন করিবার সময় কাঁচ তৈয়ারী হইয়া পড়ে। তাহারা দেখিল যে ইহার অংশ সমুদয় একেবারে নূতন, কঠিন ও স্বচ্ছ এক প্রকার পদার্থে পরিণত হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী তাহারা এই আবিষ্কার গোপন করিয়া রাখিল এবং কাঁচের ব্যবহার ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে স্পেন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু ইটালী ধীরে ধীরে এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় ভেনিস্ কাঁচ-শিল্পের কেন্দ্র হইয়া পড়িল এবং তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যের বিভিন্ন রকম ও অসাধারণ গুণ পৃথিবীকে চমৎকৃত করিল। ভেনিসিয়ানগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শিল্পকলা গোপন করিয়া রাখিল এবং খুব কঠোরতার সহিত এই গোপনতা রক্ষা করিতে লাগিল। অন্যান্য জাতির নিকট এই তথ্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া যাহাদের উপর সন্দেহ পড়িত তাহারা তাহাদের লক্ষ্য রাখিত এবং পিছু লইয়া হত্যা করিত। ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং তাহার পর পর্য্যন্ত ও ইহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বোহেমিয়ান ও ইংরাজগণের অনুসন্ধিৎসু প্রতিভা স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা অবশেষে কাঁচ তৈয়ারী করিবার সর্ব্ব প্রকার গোপন তথ্য বাহির করিয়া ফেলিল এবং উন্নত প্রকারের কাঁচ তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইল। ভেনিসিয়ানগণ এই শিল্প-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া পড়িল।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কাঁচ-শিল্প কায়িকশ্রমের উপরই নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই স্বয়ং চলক্ষম কল বহুলপরিমাণে কায়িকশ্রমের স্থান অধিকার করিল। অধুনা কাঁচ প্রস্তুত করিবার যত প্রকার কল আছে তাহাদের প্রধান দুইটীর একটীর উৎপাদন পরিমাণ দৈনিক ৪০,০০০ বোতল এবং অন্যটীর ৩৫,০০০ টাম্বলার গ্লাস। অধুনা কাঁচ প্রস্তুত করিবার একটী বিশিষ্ট কারখানায় ৩৫ লক্ষ ইলেকট্রিক বালব এবং ৬৫,০০০ পাউণ্ড কাঁচের নল ও দণ্ড প্রস্তুত হয়।

কাঁচ-শিল্পের উন্নতির যৎসামান্য নমুনা এইস্থলে দেওয়া হইল। এবম্প্রকার উন্নতি একদিনে সম্ভব হয় নাই, শনৈঃ শনৈঃ ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কাঁচ-শিল্পের সর্ব্বপ্রথম উন্নতি ফিনিসিয়ানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা কাঁচা মালের সঙ্গে ম্যানগ্যানিজ মিশ্রিত করিয়া এই উন্নতি সাধন করে। কিন্তু এবম্প্রকার উৎপাদনে বহু প্রকার দোষ ও ত্রুটী ঘটিতে থাকায় ঐ সময়কার শিল্পীগণ উৎপাদনের চারুকলার দিকে নজর দিল। ফলে তাহারা অতি সুন্দর সুন্দর কাঁচের পাত্র তৈয়ার করিতে সক্ষম হইল বটে কিন্তু জানালা প্রভৃতি স্বচ্ছ কাঁচের পাত তৈয়ার করা তাহাদের দ্বারা সম্ভবপর হইল না। ইহার অনেককাল পরে খৃষ্টাব্দ ১৬১০—১৬১৬ সাল পর্য্যন্ত সার উইলিয়াম্ সিঙ্গস্বি প্রমুখ ব্যক্তিগণ কাঁচ উৎপাদনে পটাশ এবং তারপরে সীসা ব্যবহার আরম্ভ করেন। কাঁচ-শিল্পের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মাণ দেশীয় শট্ ও এবে নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক গভর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্যে কাঁচশিল্প সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ইঁহারা যে কাঁচের আবিষ্কার করেন তাহা এখন 'জেনা' কাঁচ নামে অভিহিত। পরে ইহা অধিকতর উন্নত হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাঁচরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং 'ব্যারিয়াম' কাঁচ বলিয়া কথিত হইল।

উপরোক্ত ঘটনা সমুদয় হইতে মনে হয় যে কাঁচ-শিল্প তাহার জন্ম এবং উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারে পাশ্চাত্যের কাছেই ঋণী। কিন্তু ভারতের শিল্পকলার অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের পাতা যদি আমরা উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইতাম তাহা হইলে দেখিতে পারিতাম যে ভারতের দান কাঁচ-শিল্পে যৎসামান্য নয়। ভারতের অতীত কালের অনেক কিছু সম্পদ কালের কুটিল স্পর্শে মানুষের স্মৃতিপট হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের কাঁচ-শিল্পের ইতিকথাও তেমনি গভীর অন্ধকারেই পড়িয়া আছে। ভ্রান্তির অতল তল হইতে যেটুকু জ্ঞান আহরণ করা আমদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে,

তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে যীশু খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতবাসী এই শিল্পকলা জানিত। খৃষ্টাব্দ দুই শতাব্দীতে প্লিনী ভারতের কাঁচকে উন্নততর ধরণের বলিয়াই একস্থানে মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীন ভারতে নানা প্রকার কাঁচের পাত্রাদি প্রস্তুত হইত এবং তখনকার কাচের অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া ভারতবর্ষের মহিলারা গর্ব্ব অনুভব করিত। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়াও মুসলমান রাজত্বের সময়ে মোগল রাজ প্রাসাদে যে আলোর কাঁচ ঝিকমিক করিত, সেও ভারতবাসীরাই তৈয়ারী করিয়াছিল। সেদিনও যে ভারতে কাঁচ-শিল্প বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কিন্তু তাহার পরে ইহা যে কোথায় ডুবিয়া পড়িল তাহা ইতিহাসও বলিতে পারে না, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও তাহার সন্ধান দেয় না। দিল্লীর মসনদ নিয়ে ভারতের বুকে তারপর যে ঝটিকা সুরু হইল হয়ত তাহারই আলোড়নে ভারতের অনেক কিছু সম্পদের মত আমাদের আলোচ্য কাঁচ-শিল্প চিরতরে লুপ্ত হইল। বর্ত্তমানে মুষ্টিমেয় স্বদেশী ব্যবসায়ী এই শিল্প ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিদেশীয়গণ যে ভাবে ভারতের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে তাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। বিংশ শতাব্দীর নব সভ্যতায় ভারতে কাঁচের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু দেশীয় লোকের সহানুভূতির অভাবে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দেশের শিল্প যদি দেশের লোক না রাখে, তবে কে রাখিবে?

স্বদেশী শিল্পের প্রতি আমাদের অবহেলা এবং শিল্প ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের পরাঙ্মুখতার সুযোগে বিদেশীয় বণিকগণ ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ১২ কোটী টাকার অধিক কাঁচের জিনিষ আমদানী করে। আমাদের এ দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা কি কম লজ্জা ও পরিতাপের কথা?

মোট আমদানীতে কাচ-জাত প্রত্যেক প্রকার দ্রব্যের একটা মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট টাকা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	%	%	%
কাঁচের চুড়ী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁচের ফল ও নকল মুক্তা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁচের বোতল ও শিশি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁচের নল, ভূমণ্ডল ইত্যাদি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁচের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পাত্রাদি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁচের পাত ও থালা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কাঁচের টেবিল সরঞ্জাম	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]

বর্ত্তমান ভারতের কাঁচ-উৎপাদনের সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায় না তবু যতদূর ধারণা করা যায় তাহাতে মনে হয় ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিভিন্ন ধরনের কাঁচ-জাত দ্রব্য ভারতে প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে বাংলার মোট তেরটী কারখানায় ১৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য প্রস্তুত করে। সমগ্র ভারতের উৎপাদনের শতকরা ৪১ ভাগ বাংলাদেশেই হয় কারণ বাংলাদেশে কাঁচ-শিল্পের সর্ব্ববিধ সুযোগ ও সুবিধা আছে এবং বাংলাদেশ যে চেষ্টা করিলে কাচ-শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধুমাত্র মজুর খরচা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে বেশী পড়ে এবং আর আর অন্য সব ব্যাপারে বাংলাদেশের খরচ খুব কম পড়ে। নিম্নে মোট খরচের একটি আপেক্ষিক হিসাব দেওয়া হইল—

মোট খরচের শতকরা হিসাব।

	বোম্বে	ইউ. পি.	বাংলা
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০.১৯
বালি এবং রাসায়নিক পদার্থ	১১.৪৮	৬.৮০	৯.৭১
[illegible]	৫.২৬	৫.১৩	৮.৩৩
কয়লা ও জ্বালানি	২৫.০৭	২৬.৮৯	১১.২৭
বিবিধ	[illegible]	৯.৩৯	১০.০৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	৬.৪৮
মজুর ও [illegible]	[illegible]	[illegible]	৪৪.১৯

মজুর যদি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণ তৈয়ার করাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বাংলা অন্যান্য প্রদেশকে হটাইয়া দিয়া কাঁচ শিল্পে প্রশস্ত ক্ষেত্র করিয়া লইতে পারিত। তাছাড়া বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণ কাচ উৎপাদনে যে বালি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে বহু দোষ বর্ত্তমান এবং এইদিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া বাংলার কাঁচ-শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়। বিদেশী প্রতিযোগিতা আমাদের আলোচ্য শিল্পের যদিও অন্তরায় তবুও ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া সহজ। দেশের প্রতি মানুষ যদি স্বদেশীদ্রব্য ক্রয় করিবার প্রতিজ্ঞা লয় এবং জাতি যদি এই শিল্পের অনুকূলে রক্ষাকবচের প্রবর্ত্তন করিতে পারে তাহা হইলে এই অন্তরায় দুদিনেই চলিয়া যাইবে। দেশে যেরূপ দিন দিন কাঁচের চাহিদা বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে যদি দেশীয় ব্যবসায়ীগণ কাঁচ প্রস্তুত প্রণালীকে উন্নত ও ত্রুটীহীন করিতে সচেষ্ট হয়েন এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারেন তাহা হইলে এই বিশাল দেশের সমগ্র চাহিদাই দেশের ব্যবসায়ীগণ মিটাইতে পারিবেন। সামান্য কাঁচের জন্য আমাদের আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মাদক বর্জ্জনের সুফল

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ প্রদেশের সালেম অঞ্চলে মাদক বর্জ্জনের যে কার্য্য চালাইতেছেন সম্প্রতি প্রথম এক বৎসরে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে একটি তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ পি কে টমাস গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ঐরূপ তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। সালেম সহর ও কয়েকটি নির্ব্বাচিত গ্রামের সাধারণ অধিবাসী ও শ্রমিক সাধারণের জীবন যাত্রা ও আয়ব্যয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করিয়া মাদক বর্জ্জনের ফলাফল বুঝিবার চেষ্টা হয়। তদন্তের ফলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে সহরে ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের ভিতর মাদক দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিবর্জ্জিত হওয়ায় সাধারণভাবে তাহাদের জীবন যাত্রা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। মাদকপরিহার হেতু যে অর্থ বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা অন্য ধরণের নেশা ও আমোদপ্রমোদে খরচ করিয়া ফেলিবার কোন অসঙ্গত মনোভাব দেখা না যাওয়ায় শ্রমিকেরা তাহাদের আয় সর্ব্বতোভাবে পরিবার প্রতিপালনে ও অন্য আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে সাধারণভাবে নারী ও শিশুরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে। সরকারী প্রচেষ্টায় বর্ত্তমানে যেভাবে মাদক বর্জ্জনের কার্য্য চালান হইতেছে তাহা যদি বজায় রাখা হয় তবে প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টের এই বাবদ কিছু ব্যয় হইবে। সাধারণের জীবনযাত্রা যথাসম্ভব উন্নত করাই স্থায়ীভাবে মাদক নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।

বোম্বাইয়ে নূতন কর নির্দ্ধারণের পরিকল্পনা

বোম্বাই সরকার কিছুদিন হইল আমেদাবাদে মাদক বর্জ্জনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলেও শীঘ্রই মাদক বর্জ্জনের কার্য্যনীতি প্রসারিত হইবে। আমেদাবাদে মাদক বর্জ্জনের কাজ চালাইবার ফলে ১৯ লক্ষ টাকা পরিমাণ সরকারী রাজস্বের ঘাটতি পড়িবে। অন্যান্য স্থানে ঐ নীতি হইলে ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িবে। এই প্রকারের ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে বোম্বাই সরকার এখন হইতেই বিবেচনা করিতেছেন। এবিষয়ে ইতিমধ্যেই শ্রমিক, মদ্যপায়ী, স্বর্ণকার ও জহুরী প্রভৃতিদের উপর উপযুক্ত পরিমাণ কর নির্দ্ধারণের জন্য প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গ্রামবাসীদের আয় বৃদ্ধির উপায়

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি ওয়ার্দ্ধায় মগন সংগ্রহালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া এক বক্তৃতায় বলেন—চরকা এবং নানা প্রকারের গ্রাম্য শিল্পই বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসীদের মুক্তির উপায় স্বরূপ। উহাদের দ্বারাই দেশের অগণিত জনসাধারণের বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। দেশের কোটি কোটি লোক যদি চরকার সূতা কাটার অভ্যাস আয়ত্ব করিত তবে তাহারা মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও তাহারা জীবিকার উপযুক্ত অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ (অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েসন) এ পর্য্যন্ত চরকা শিল্পের উন্নতির জন্য ৪ কোটি টাকা বিতরণ করিয়াছেন। যদি সহরের শিক্ষিত লোকেরা এই কার্য্যে সহযোগিতা করিত তবে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান কঠিন হইত না। এ দেশের গ্রামবাসীরা বর্ত্তমানে গড়ে প্রত্যেকে দৈনিক দুই পয়সাও রোজগার করিতে পারিতেছে না। তাহারা যাহাতে গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু আট আনা অর্জ্জন করিতে পারে সেজন্যই আমি চেষ্টা করিতেছি।

পাট বিক্রয় সম্পর্কে সুব্যবস্থা

উড়িষ্যা প্রদেশে পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রিয় পাট তদন্ত কমিটীর (ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট এঙ্কোয়ারী কমিটী) একজন অফিসার ও উড়িষ্যা সরকারের কয়েকজন অফিসার মিলিতভাবে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে সমবায় নীতিতে পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আসাম প্রদেশে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা

সম্প্রতি আসাম সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান বিষয়ে আসামে সরকারী ভাবে সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে অনেক যুবক অনেক রকমের ছোট ও মাঝারি শিল্পের কাজ আরম্ভ করিতে সক্ষম হয়। সাবান প্রস্তুত শিক্ষা দিবার জন্য সাময়িক ভাবে যে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় আলোচ্য বর্ষে তাঁহার নিকট ২৬ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করে। তন্মধ্যে ১৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ইহাদের অনধিক পাঁচ জন সাবানের কারখানা খুলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী টেকনিকাল স্কুল তিনটীর ছাত্রসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ২১৮ জন ছিল। কোহিমার ফুলার টেকনিক্যাল স্কুল পাহাড়িয়াদের সূত্রধর, কর্ম্মকার ও রাজমিস্ত্রির কাজ শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। এই
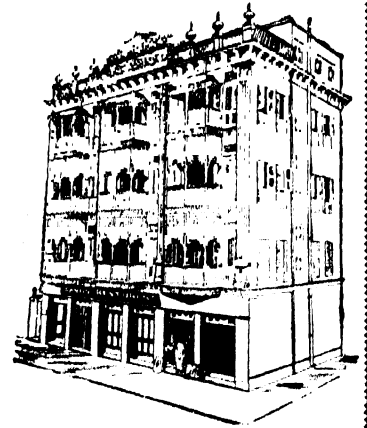
স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ছাত্র পল্লী অঞ্চলে কারুকুশলতার পরিচয় দিয়া জীবিকার্জ্জনে সক্ষম হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অপর দুইটি টেকনিক্যাল স্কুল হইতে যে [illegible] জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে [illegible] জন চাকুরী পাইয়াছে এবং সুরমা উপত্যকার টেকনিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ একটি ছাত্র শহরে কাঠের কাজের দোকান খুলিয়াছে। জোড়হাট স্কুলে মোটর মেরামতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য যে ক্লাস খোলা হইয়াছে তাহা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে।

রাশিয়ায় শ্রমিকদের কার্য্য সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা

সম্প্রতি সোভিয়েট কাউন্সিল অব্ পিপলস্ কমিশনার্স রাশিয়ায় শ্রমিকদের কার্য্যতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশের অধিকাংশ শ্রমিকই তাহাদের আন্তরিক যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে। কিন্তু এমন শ্রমিকও রহিয়াছে যাহারা শৈথিল্য বশতঃ তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পর্কে দৈনিক বহু ঘণ্টা অপচয় করিয়া থাকে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের কার্য্য সম্পর্কে আইন জারী করিয়া অধিক কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রমিকদের জন্য যে সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যাহাতে যথারীতি পালিত হয় সে জন্যই নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে সব শ্রমিক কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিবে তাহাদিগকে নানারূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে।

রেল বনাম মোটর

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত অল্ ইণ্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট ফেডারেশন কংগ্রেসের এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া মিঃ কে এফ্ নরিম্যান বলেন যে, রেলওয়ে যে স্থলে সহরে ও শিল্পকেন্দ্রে অবস্থানকারী দেশের মাত্র কিছু সংখ্যক জনসংখ্যার উপকার সাধন করিতে পারে সেই স্থলে মোটর যান সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সহিত গ্রামাঞ্চলের নিকট সংযোগ সাধন করিতে পারে। আর তাহাতে গ্রামের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু এদেশের আইন পরিষদগুলি অনুপযুক্ত বিধিব্যবস্থায় পরিচালিত মুষ্টিমেয় রেলপথের স্বার্থের জন্য দেশে মোটর সার্ভিস পরিচালনার পথে যাইনানুরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে যেরূপ অত্যধিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন তাহা খুব অশোচনীয় বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গলায় ধান চালের বাজার

কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়া ভারত ও ব্রহ্মদেশের ভিতর একটি নূতন বাণিজ্যচুক্তির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তাঁহাদের মতে বাঙ্গলার ধান চালের মূল্যবৃদ্ধি করা সম্পর্কেই এইরূপ বাণিজ্যচুক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গলা প্রদেশে বৎসরে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, আসলে এই প্রদেশবাসীরা তাহার তুলনায় বেশ চাউল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় এই প্রদেশে ধান চাউলের দর বর্ত্তমানের চেয়ে বেশী থাকারই কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইতেছে না বরং ধান ও চাউলের দর ক্রমেই পড়িয়া যাইতেছে। ইহার মূলে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের ব্যবসায়ীদের কারসাজিই নিহিত রহিয়াছে। কলিকাতার বাজারে যখনই চাউলের দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়, তখনই ব্রহ্মদেশ হইতে সস্তাদরের চাউল বেশী পরিমাণে আমদানী হইতে থাকে, আর তাহার ফলে চাউলের দামও নিচে থাকিয়া যায়। স্থানীয় যে সকল কারণে বাঙ্গলা প্রদেশে ধানের দাম কম রহিয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য বাঙ্গলা সরকার সমুচিত বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের ব্যাপক আমদানী প্রতিরোধ করিবার উপযোগী কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা এদেশের বাজারে ধান চাউলের দর স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়াই চেম্বার মনে করেন।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী

সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশে ১ হাজার ৬৬ বর্গ মাইল পরিমিত পাহাড়িয়া অঞ্চলে তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীকে লাইসেন্স প্রদান করিয়াছেন। এই লাইসেন্স বাবদ প্রথম দুই বৎসরে সিন্ধু সরকারের বার্ষিক ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নিয়মের পরিবর্ত্তন

সম্প্রতি পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম সম্পর্কে যে সংশোধিত নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, তদনুসারে অল্পবয়স্ক বিবাহিতা বালিকা ছাড়া অন্য নাবালক ও নাবালিকাদের নামে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে অনূর্দ্ধ ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জমাকৃত সিকিউরিটী যে কোন হেড পোষ্ট মাষ্টার উক্ত নাবালক বা নাবালিকার পিতা কিংবা পিতার অভাবে মাতাকে বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারিবেন। পিতা ও মাতা ব্যতীত অন্য আইনানুগ অভিভাবকদিগকে এবিষয়ে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

শিল্প সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষা

বোম্বাই সরকার গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে উক্ত প্রদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকগণকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ হিসাবে হাতে কলমে শিল্প কার্য্যে শিক্ষাদানের নীতি অবলম্বন করেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের অনুরোধক্রমে বোম্বাইয়ের ৩[illegible]টী কাপড়ের কল ও ১৯টী অন্যান্য শ্রেণীর কারখানা এবং আমেদাবাদের [illegible]টী কাপড়ের কলের পরিচালকগণ গবর্ণমেণ্ট মনোনীত শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ভাবে বর্ত্তমানে [illegible] শিক্ষিত যুবক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিতেছে।

বিদেশে ইংলণ্ডের দাদন

ইংলণ্ডের বাহিরে বিভিন্ন দেশে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের বহু কোটী টাকা দাদন করা রহিয়াছে। সম্প্রতি গত ১৯৩৭ সালের শেষে এই দাদনের পরিমাণ মোটমাট ৩৭২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে [illegible] কোটি টাকা) ছিল বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কোন শ্রেণীর দাদনে কত টাকা নিয়োজিত আছে তাহার হিসাব এইরূপ :— বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ সমূহের গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটীর নিকট দাদন [illegible] কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশ সমূহ এবং ঐ সব দেশের মিউনিসিপালিটী সমূহের নিকট দাদন ৩২ কোটী [illegible] লক্ষ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে রেজেষ্টারীকৃত যে সব কোম্পানী দেশের বাহিরে

ব্যবসা চালাইতেছে তাহার শেয়ার ৮৪ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, এই সব কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ৩৬ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহে এবং বিদেশে রেজেষ্টরীকৃত বৃটিশ কোম্পানীর শেয়ার ৩৯ কোটী পাউণ্ড, ঐ ডিবেঞ্চার ৩২ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, বিবিধ শ্রেণীর দাদন ৪০ কোটী পাউণ্ড। ইংলণ্ডের বাহিরে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যে টাকা খাটিতেছে তাহার বাবদ গত ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ সুদ লভ্যাংশ ইত্যাদিতে মোট ২০ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়াছিল। মন্দার জন্য ১৯৩৩ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ১৮ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ কোটী ৭৭ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

বিদেশে পাটের চাষ

কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর প্রচার পত্রে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজদূত রেনী ব্রাদার্সের নিকট ৪ টন পাটের বীজ সরবরাহ করিবার জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। রেনী ব্রাদার্স রাজদূতকে এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উক্ত প্রচার পত্রে আরও প্রকাশ যে, ব্রাজিল দেশে হিবিস্কাস বাইফারকেটাস নামে একপ্রকার স্বভাবজাত তন্তুজাতীয় গাছ পাওয়া গিয়াছে যাহা পাটের অনুরূপ। বর্ত্তমানে ব্রাজিলের ৯ ভাগ ভারতীয় পাট ও ১ ভাগ উপরোক্ত গাছের তন্তু মিশাইয়া যে সব থলে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পাটের থলে অপেক্ষা নাকি অনেক বেশী মজবুত হইতেছে। কঙ্গো দেশেও বর্ত্তমানে পাটজাতীয় ২ প্রকার ফসলের চাষ হইতেছে এবং গত ১৯৩৭ সালে কঙ্গো হইতে এই দুই শ্রেণীর ফসল ২১১৭ টন রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩২ সালে কঙ্গো হইতে এই শ্রেণীর ফসল মাত্র ২৬৮ টন রপ্তানী হইয়াছিল।

সিংহলে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়

সিংহল গবর্ণমেণ্টের গেজেটে সম্প্রতি উক্ত দেশে বীমা ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী অর্ডিনান্স প্রকাশিত হইয়াছে। এই অর্ডিনান্স অনুসারে সিংহলে জীবনবীমা ব্যবসায়ে রত প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে ২ লক্ষ টাকা সিংহল গবর্ণমেণ্টের নিকট একাধিক কিস্তিতে জমা দিতে হইবে। এই অর্ডিনান্সে ভারতীয় যে সমস্ত বীমা কোম্পানী সিংহলে ব্যবসায় চালাইতেছে তাহাদিগকে বিদেশী বীমা কোম্পানী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং উহাদিগের কিস্তির দেয় জমার টাকা একসঙ্গে প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানী মহলের তরফ হইতে এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়া ভারত সরকারের নিকট একটী বিবৃতিপত্র প্রেরিত হইয়াছে।

রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারবার

বোম্বাইয়ে সম্প্রতি ২ কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া কেম ডাইজ লিঃ নামে একটী প্রাইভেট কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর জন্য ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন প্রয়োজন হইবে এবং উহার সাকুল্য টাকা কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ সরবরাহ করিয়াছেন। এই কোম্পানী বর্ত্তমান মাস হইতে কাজ আরম্ভ করিবে এবং উহাদের কারখানাতে বিভিন্ন প্রকার রং, রঞ্জন দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সুপ্রসিদ্ধ হেভারো ট্রেডিং কোম্পানী রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের যে বিরাট কারবার চালাইতেছেন নূতন কোম্পানী এই কারবারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন।

ভারতে সিমেণ্টের উৎপাদন

ভারতবর্ষে এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর অধীনে যে সমস্ত সিমেণ্ট কারখানা রহিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টন পরিমাণ সিমেণ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর অধীনে বেজওয়াদা ও পাতিয়ালাতে আর দুইটী সিমেণ্ট কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই দুইটী কারখানায় ৫।৬ মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইলে এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর অধীনস্থ কারখানাগুলিতে বৎসরে ১৭ লক্ষ ৫ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইতে পারিবে। উহা ছাড়া এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর বহির্ভূত ডালমিয়া সিমেণ্ট কারখানা সমূহের বৎসরে ৪ লক্ষ টন ও মহীশূর সিমেণ্ট কারখানায় ২৫ হাজার টন সিমেণ্ট প্রস্তুতের সাজ সরঞ্জাম বসান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্ধ্র দেশ এবং আসামেও সিমেণ্টের কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। উহা হইতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন কারখানায় ২১॥ লক্ষ টন সিমেণ্ট প্রস্তুতের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম হইবে। কিন্তু সকল কারখানাতেই সারা বৎসর পুরা দমে কাজ হইবে সেরূপ আয়োজন নাই। তবে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে উৎপাদিত সিমেণ্টের পরিমাণ ১৬।১৭ লক্ষ টনের কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষে গত ১৯৩৫—৩৬ সালে মাত্র ৯ লক্ষ ২৯ হাজার টন সিমেণ্ট বিক্রয় হইয়াছিল। দেশের প্রায় প্রত্যেক সহরে বাড়ী নির্ম্মাণের কাজের প্রসার হওয়ায় ফলে, ১৯৩৭—৩৮ সালে ১৩॥ লক্ষ টন সিমেণ্ট বিক্রয় হয়। বর্ত্তমান বৎসর এই বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৬।১৭ লক্ষ টনে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়।

মাদ্রাজে ঋণ-সালিশী আইন

মাদ্রাজ সরকারের একটী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত মার্চ্চ মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৬ মাসে মাদ্রাজ ঋণসালিশী আইন অনুসারে বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতে খাতকদের তরফ হইতে মোটমাট ৭৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকার ঋণের মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আবেদন পড়িয়াছিল। এই সব আবেদনমতে দেওয়ানী আদালত সমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইয়া মোট ৬০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন।

মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাস

সম্প্রতি বৃটীশ এক্সচেঞ্জ ইকুয়েলাইজেসন ফাণ্ডের যে চতুর্থ যাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত তহবিলের মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ

সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্যরূপ কমতি দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ও ১৯৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত ফাণ্ডে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। সেস্থলে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ঐরূপ মজুদের পরিমাণ কমিয়া ৬৯ কোটি পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। প্রথমতঃ ডলারের মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্পর্কিত গুজব প্রচার ও দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতার সূচনা হওয়ার ফলে স্বর্ণের যে টান পড়ে তাহাতেই মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ এরূপভাবে হ্রাস পাইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের উন্নতিসাধনে বিজ্ঞান

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর গোরক্ষপুর অধিবেশনের বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডাঃ এন আর ধর তাহার অভিভাষণে বলেন—জাতি হিসাবে উন্নত হইতে হইলে ভারতবাসীকে বিজ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে। কৃষি শিল্প বিষয়ে ইহা প্রয়োগের যাবতীয় কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। জগতের সমস্ত সভ্য দেশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। তথায় ছাত্রদিগকে শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। আমেরিকা, জার্ম্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, ইটালী ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ রহিয়াছে এবং তথায় শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আছে। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ হইলেও দুঃখের বিষয় কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কোন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে স্থাপিত নাই।

ভারতবর্ষের কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অবিলম্বে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ভারতের অধিবাসীদের ভাগে জন প্রতি গড়ে মাত্র তিন চতুর্থাংশ একর জমি রহিয়াছে আর আমেরিকা ও ইউরোপে জন প্রতি ২০ একর জমি আছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশবাসী যে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইবে তাহা আর বিচিত্র কি? ভারতবর্ষে প্রতি দশ বৎসরে লোক সংখ্যা চারি কোটি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাও লক্ষ্যণীয়। যদি জমির উৎপাদিকা শক্তি না হয়, যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জমি চাষ-বাসের ব্যবস্থা না হয় তবে অনাহার আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। সমগ্র জগৎ জুড়িয়া খাদ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বহু স্থানে খাদ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় খাদ্য কি হওয়া উচিৎ আজও তাহা নির্দ্ধারিত হইল না। এ অবস্থায় এদেশবাসীদের খাদ্য সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যাপকরূপ গবেষণার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লেবার ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এ. এইচ. লিকনীর নিকট শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর পক্ষ হইতে মিঃ লিকনী ঐ প্রকারের দাবী অনুসারে কোম্পানীর নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে বৃদ্ধি করিয়া দেন।

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়

গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সামরিক বিভাগের (সৈন্য বিভাগ, রণতরী বিভাগ ও সামরিক বিমানপোত বিভাগ) মোট ১৪ কোটি ১৮ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে উহার পরিমাণ ১৭ কোটি ৯ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে দাড়ায়। বর্ত্তমান ১৯৩৮-৩৯ সালে সামরিক বিভাগের জন্য মোট ৩৭ কোটি ৬১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় ধরা হইয়াছে। লণ্ডনের ব্যাঙ্কার পত্রে একজন প্রবন্ধ লেখক এরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে ইংলণ্ডকে সামরিক বিভাগের জন্য সাড়ে বায়ান্ন লক্ষ পাউণ্ডের মত ব্যয় করিতে হইবে।

শিক্ষিত যুবকদের জন্য কৃষি উপনিবেশ

পাঞ্জাব সরকার এ প্রদেশের উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত যুবককে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করা সম্পর্কে যে কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত মোট ৮ হাজার ৯১০ একর জমি ব্যাপিয়া কৃষি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে ১৬২ জন শিক্ষিত যুবক কাজ করিতেছে। গত ১৯৩২ সালে প্রথম এই সম্পর্কে কার্য্য সুরু করা হয়। ক্যানেল অঞ্চলে দুইটী গ্রামে কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। মোট ৪৮ জন যুবক সেখানে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে। তাহাদের প্রত্যেককে মোট ৫৫ একর পরিমাণ জমি দেওয়া হয়। এইরূপ ভাবে কৃষি জমি প্রদান করিবার সর্ত্ত এই যে উপনিবেশকারীদিগকে স্থায়ীভাবে ঐ জমিতে বসবাস করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে স্বহস্তে জমি চাষ করিতে হইবে। পাঁচ বৎসরকাল যথাযথ চাষবাসের কাজ চালাইবার পর উপনিবেশকারীদিগকে দখলীস্বত্ব প্রদান করা হয়।

ভারতে তুলার চাষ ও উৎপাদন

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তুলার শ্রেণী	আবাদী জমির পরিমাণ	ফসলের উৎপাদন
উমরা	৯৯,৫৪,০০০ একর	১৬,৩৯,০০০ বেল
বেঙ্গল-সিন্ধ	১৯,৬১,০০০ ,,	৯,১৯,০০০ ,,
ঢোলেরা	২১,৭৩,০০০ ,,	৩,৫১,০০০ ,,
কোকোচ	১৬,২১,০০০ ,,	৩,০৬,০০০ ,,
আমেরিকান	২৬,৩৭,০০০ ,,	৮,৪৩,০০০ ,,
অন্যান্য শ্রেণীর	৩৬,০৩,০০০ ,,	৬,৫৯,০০০ ,,

চীনদেশকে ষ্টার্লিং ঋণদান

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি চীনদেশকে ৫ লক্ষ পরিমাণে ষ্টার্লিং ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, এই ঋণের অর্থ দিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে ইউনান পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহাতে বেশী সংখ্যায় লরী চলাচলের বন্দোবস্ত করা হইবে। ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক নূতন লরীর জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া চীন গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে ইউনান পর্য্যন্ত রেলপথটী আরও প্রসারিত করা সম্বন্ধেও ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের রেলপথের সহিত চীনদেশের রেলপথের নিকটতর সংযোগ সাধন করিয়া নানারকম সুযোগ সুবিধার বিস্তার করাই ঐরূপ চেষ্টার উদ্দেশ্য। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট চীনদেশকে ঋণপ্রদানে সম্মত হওয়ায় জাপানী গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যধারার প্রতি তাহাদের বিক্ষোভই প্রকাশ পাইতেছে।
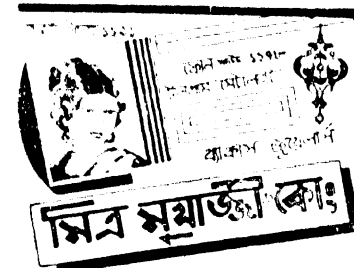
নদী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্লেনিং কমিটীর প্রস্তাব

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে প্লেনিং কমিটীর যে প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষে নদনদীর নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়:—প্লেনিং কমিটীর মতে ভারতে নদনদীর নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের যথাবিহিত উন্নতি সম্পর্কে প্রয়োজনানুরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে প্রাদেশিক কমিশন অথবা দরকার বোধে আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশন গঠন করা উচিত। ঐরূপ কমিশন কৃষি শিল্পের নিমিত্ত জল সরবরাহ, সস্তা যানবাহনের ব্যবস্থা, হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক শক্তি উৎপাদন, নদ-নদীর বন্যা প্রবাহ প্রতিরোধ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রদান করিবে। তাহা ছাড়া কমিশন প্রয়োজনমত নদ-নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও সময়োচিত পরামর্শ প্রদান করিতে পারে।

কৃষিঋণ লাঘব আইনের ধারা সম্পর্কে পরিবর্ত্তন

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার ১৯৩৫ সালের বেঙ্গল এগ্রিকাল্‌চারেল ডেটার্স এ্যাক্টের নিয়মাবলীর ৮৫নং ধারার ১নং উপধারা সম্পর্কে কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে অন্যান্য শ্রেণীর আইনজীবিগণ ব্যতীত মোক্তারগণও উক্ত আইন অনুসারে নিযুক্ত অফিসরদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মহাজন বা খাতকের পক্ষাবলম্বন করিতে পারিবেন।

নানারকম কাঁচামাল হইতে কাগজ তৈয়ার

এদেশে প্রাপ্তব্য নানারকম কাঁচামাল হইতে কাগজ তৈয়ার করা সম্পর্কে বর্ত্তমানে দেরাডুনস্থিত ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে। ঐ প্রকার গবেষণার ফলস্বরূপ বংশমণ্ড হইতে প্রস্তুত ও উলুঘাস হইতে প্রস্তুত কাগজ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের পার্থক্য

ইংলণ্ডে গড়পরতায় প্রতি ৫ জন লোকের মধ্যে এক জনের বার্ষিক আয় ১৫ হাজার টাকা পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে প্রতি ৭ হাজার লোকের মধ্যে এক জনের বার্ষিক আয় ১৫ হাজার টাকা। ভারতবর্ষে শতকরা এক জন মাত্র লোকের আয় মাসে ১০০৲ টাকা। বাঙ্গলা দেশে মাত্র ৮ লক্ষ ১৬ হাজার লোকের আয় বৎসরে ২ হাজার টাকার বেশী বলিয়া উহারা আয়কর দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে যাহাদের বৎসরে আয় ১ হাজার পাউণ্ড সেরূপ ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬২৬ জন লোক আয়কর দিয়া থাকে।

ঊর্দ্ধতন মুল্যের ক্যাস সার্টিফিকেট

এতদিন পর্য্যন্ত ডাক বিভাগের মারফতে এক হাজার টাকার বেশী মূল্যের কোন ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় হইত না। গত ৩রা জানুয়ারী তারিখ হইতে পোষ্টাফিস সমূহে ২, ৩, ৭ ও ৫ হাজার টাকা মূল্যের ক্যাস সার্টিফিকেটও বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। এই সব সার্টিফিকেটের ক্রয় মূল্য, সুদের হার এবং ৫ বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে উহা ভাঙ্গাইলে তজ্জন্য প্রাপ্তব্য টাকার পরিমাণ এক হাজার টাকার ক্যাস সার্টিফিকেটের হার মতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি এক নামে দশ হাজার টাকার বেশী মূল্যের ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে না। ভবিষ্যতেও ক্রয়যোগ্য ক্যাস সার্টিফিকেটের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ এইরূপই থাকিবে।

আসামে ভারতীয় চা বাগান

গত ১৯৩৭ সালের শেষে আসাম প্রদেশে মোট ১১১৯টী চা বাগান ছিল এবং উহার মধ্যে ভারতবাসীর অধিকৃত চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ৩৮৫টী। এই বৎসরে সমস্ত বাগানে মোট ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০১ একর জমিতে চায়ের আবাদ ছিল এবং উহার মধ্যে ৪ লক্ষ ১ হাজার ৬২৬ একর জমি হইতে চা সংগ্রহ করা হয়। এই বৎসরে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৫৮ হাজার ৫৬০ একর জমি ভারতবাসীর অধিকৃত বাগানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ১৯৩৭ সালে আসামে সমস্ত চা বাগানের অধিকৃত জমির পরিমান ছিল ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৮৫ একর এবং উহার মধ্যে ভারতীয় চা'কর দের অধিকৃত জমির পরিমান ছিল ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৩৯ একর। এই বৎসর সমস্ত বাগান হইতে ২৪ কোটী ১৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬১১ পাউণ্ড ব্লাক চা এবং ৬৭ হাজার ৩৭২ পাউণ্ড গ্রীন চা সংগৃহীত হইয়াছিল।

ভারতে যান বাহনের সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান রোডস এণ্ড ট্রান্সপোর্টস ডিভেলপমেণ্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল এইচ সি স্মিথ একটি বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কাঁচা ও পাকা সড়কগুলির উপর দিয়া এক কোটী গরু মহিষ ও উটের গাড়ী এবং ১ লক্ষ ৮০ হাজার মোটর গাড়ী, মোটর বাস, মোটর লরী ইত্যাদি যন্ত্রচালিত যান যাতায়াত করিয়া থাকে।

মহীশূরে মৌমাছির চাষ

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যে উন্নতধরণের মৌমাছির চাষ প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উক্ত রাজ্যের কৃষি বিভাগ দেশের সর্ব্বত্র এই বিষয়ে প্রচার কার্য্য করিতেছেন এবং মৌমাছি পালন বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য সমগ্র রাজ্যকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া মৌমাছি পালন ও মৌমাছি বিষয়ে প্রচার কার্য্যের জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দেশের দরিদ্র ব্যক্তিগণ যাহাতে উন্নততর ধরণের চাকে মৌমাছি পুষিতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নামমাত্র মূল্যে চাক সরবরাহ করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মহীশূর সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৬ই ঝাঁক মৌমাছি আনাইয়া তাহা দেশে প্রবর্ত্তন করেন। উহার মধ্যে এক ঝাঁক মৌমাছি মরিয়া যায়। কিন্তু আর একটি ঝাঁক হইতে বহুসংখ্যক নূতন মৌমাছি জন্মিয়াছে এবং উহার সহায়ে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে মহীশূরে ইটালী হইতেও তিন ঝাঁক মৌমাছি আনা হইয়াছিল। উহার মধ্যেও একটি ঝাঁক উক্ত রাজ্যে উন্নততর ধরণের মৌমাছি বংশ বিস্তার করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের রৌপ্য ক্রয় নীতি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এই মর্ম্মে এক ঘোষনা জারী করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের রৌপ্যমূল্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত কার্য্যনীতি বর্ত্তমানে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হইবে না। গত ১৯৩৮ সালে গভর্ণমেণ্ট যে দরে দেশে রৌপ্য ক্রয় করিয়াছিলেন ১৯৩৯ সালেও সেই দরেই রৌপ্য ক্রয় করা হইবে। রৌপ্য ক্রয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত কার্য্যনীতির মেয়াদও আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি আউন্স ৬৪·৬৪ সেণ্ট হারেই ক্রয় করিতে থাকিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

কলিকাতার ৩৫নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ও জুয়েলারি ফার্ম্ম মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী একটী বিশেষ সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। বিগত ১৮৮৪ সালে এই ফার্ম্মটী প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘ অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া বিশ্বস্ততার সহিত জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার এবং জড়োয়া গহনা সরবরাহ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটী বর্ত্তমানে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং গত কয়েক বৎসরের এই মন্দার মধ্যেও উহার কাজের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারপত্র এতই সুরুচিসম্মত ও ভেজালহীন এবং ক্রেতাদের নিকট হইতে উহারা এত কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমানে স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় বা প্রস্তুতকালে অনেকেই একান্তভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী কেবল একটী জুয়েলারী ফার্ম্ম নহে—এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে উহারা ব্যাঙ্কের ব্যবসাও পরিচালনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যাঙ্কসমূহ আমানতী টাকার উপর যে হারে সুদ দিয়া থাকেন, মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর প্রদত্ত সুদের হার তাহা অপেক্ষা কম। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটীর উপর সাধারণের বিশ্বাস এত বেশী যে, অপেক্ষাকৃত কম সুদেও বর্ত্তমানে উহাতে তাহারা ৫ লক্ষ টাকারও অধিক পরিমাণ টাকা আমানত রাখিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এই টাকা সাধারণতঃ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকে দাদন করিয়া থাকেন; উহারা পাকা সোনার ক্রয়-বিক্রয় এবং সাধারণের মূল্যবান ধনসম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার (Safe-custody) ব্যবসাও পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর মিত্র এই কোম্পানী পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও ভদ্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে। সততাই তাঁহার ব্যবসায়ের মূল আদর্শ। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী যে উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বহরমপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় ৮১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বহরমপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ, কে, এম জেকারিয়া এই শাখা আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কাশীম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। নসিপুরের রাজা বাহাদুর, কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, ক্যাপটেন পি, গাঙ্গুলী, ডাঃ বি, জি, ত্রিবেদী, মিঃ এস, কে মুখার্জ্জি, মিঃ ডি, এন সেন, মিঃ এ, কে, চাটার্জ্জি, রায় বাহাদুর এস এন সিংহ, এম এল সি ও মিঃ আবদুল বারি এম, এল, এ, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এক বক্তৃতায় বহরমপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। অতঃপর মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও মিঃ এ কে এম জেকারিয়া বক্তৃতা করেন। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতায় প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্রমিক উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বর্ত্তমান ব্যাঙ্কটি সম্বন্ধে বলেন বহরমপুর ব্যাঙ্কটি এতদিন গত ১৫ বৎসর যাবৎ একটি মফঃস্বল প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে উহারা কলিকাতায় একটি শাখা স্থাপন করিতে অগ্রসর হওয়ায় সময়োচিতভাবে ব্যাঙ্কটির কার্য্য আরও সম্প্রসারিত করা সম্বন্ধে উহার কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯২৬ সালে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ পরিমাণ ছিল ২১ হাজার টাকা। ১৯৩৮ সালে ঐ আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া সাড়ে এগার লক্ষ টাকা হইয়াছে। ইহা হইতে ব্যাঙ্কটির প্রকৃষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২রা জানুয়ারী সোমবার কাশী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ মেটার সভাপতিত্বে কলিকাতার ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের বারাণসী শাখার উদ্বোধন উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। পণ্ডিত মেটা তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা জ্ঞাপন করেন; তিনি ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সাফল্যে বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া বলেন ভারতীয়দের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি খুবই আস্থাবান। ব্যাঙ্কের উন্নতিতে জাতির উন্নতি। ইহা এদেশবাসীরা যত বেশী উপলব্ধি করিবে দেশও ততই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোঃ লিঃ

সম্প্রতি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী মোট ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫৬৯ টাকার তৈয়ারী বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ আয় হইতে প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৬৬ হাজার ৮০৮ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাস কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ৪৭ হাজার টাকা ছিল। সে হিসাবে এবার কোম্পানীর ১৯ হাজার ৭১৪ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে। কোম্পানীর পূর্ব্ব ছয়মাসের জের ৪৪ হাজার ৬৪০ টাকার সহিত এবারকার নিট লাভ যোগ করিয়া যে টাকা হয় তাহা হইতে কোম্পানী ২০ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিয়াছেন ও প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৭ টাকা হারে এবং অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা ১॥ টাকা হারে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। আর ৪১ হাজার ২১৫ টাকা পরবর্ত্তী ছয়মাসের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

গত ১লা জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নোয়াখালি গমন করেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নোয়াখালি শাখার আফিস পরিদর্শন করেন। নাথ ব্যাঙ্কের স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে ৫০৲ টাকার একটী তোড়া উপহার প্রদান করেন।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

সম্প্রতি নিখিল ভারত লাইসেন্সিয়েট সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ ডি, ভি, ভেনকাপ্পা বরাহনগরস্থ বেঙ্গল ইমিউনিটির লেবরেটরী পরিদর্শন করেন। লেবরেটরীর বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ভাবে কাজ করা হইতেছে তাহা দেখিয়া তিনি প্রীত হন এবং উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন।

মত ও পথ

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

গত [illegible] ডিসেম্বর তারিখের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সম্বন্ধে মেজর জেনারেল স্যার জন মেগ লিখিত একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন :—১৮৭২ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা কোন সময়ে কিরূপ ছিল সে বিষয়ে কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। একজন লেখক অনুমান করেন যে [illegible] সালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল [illegible] কোটি। কিন্তু স্যার [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] গবেষণা হিসাবে অনুসারে জানা যায় ১৬০০ সালে ভারতবর্ষের দশ কোটির বেশী লোক ছিল না। যাহা হউক মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত দেশে মহামারি ও যুদ্ধ বিগ্রহের যেরূপ প্রকোপ ছিল বলিয়া জানা যায় তাহাতে দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই বলা চলে। ইহা খুবই সম্ভব যে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব পর্য্যন্ত দেশের জনসংখ্যা কখনও দশ কোটির ঊর্দ্ধে যায় নাই এবং পরে [illegible] দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া [illegible] লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। স্যার [illegible] বরাদ্দ যদি সত্য বলিয়া ধরা হয় তবে বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৬০০ সালের তুলনায় চারিগুণ বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে বলা চলে। আমার মনে হয় দেশের ধন সম্পদ আহরণ সম্বন্ধে যে উন্নততর বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে রেলপথ প্রসার, খাদ্য বিতরণ সেচ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নতি ও শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যে ক্রমিক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার যে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাই জনসংখ্যার ঐরূপ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। ১৮৭২ সাল হইতে ভারতের জনসংখ্যা অনেকটা অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] সালে তাহা [illegible] কোটির উপর উঠিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশের জন্ম সংখ্যা [illegible] কোটি এবং মৃত্যু সংখ্যা [illegible] লক্ষ দেখা গিয়াছে। এ শতাব্দীর প্রথম [illegible] বৎসরে দেশে হাজার প্রতি গড়ে বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা ছিল [illegible]। গত দশ বৎসরে এই মৃত্যুহার কমিয়া হাজার প্রতি গড়ে বাৎসরিক [illegible] দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জন্মহার সেরূপ তুলনায় কমে নাই। দেশে বর্ত্তমানে যে ধন সম্পদ ও ফসল উৎপন্ন হইতেছে তাহা এই দেশের বর্দ্ধিত জনসংখ্যার সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কাজেই দেশে কৃষির উন্নতির জন্য আরও বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের প্রতিকার হওয়ার সঙ্গে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে।

পাট বিষয়ক গবেষণা

সম্প্রতি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির কর্তৃক পাট সম্বন্ধে গবেষণার নিমিত্ত যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা ও সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র গত [illegible] জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—পাট সম্বন্ধে দুই রকম গবেষণা পরিচালিত হইতে পারে প্রথমতঃ পাট শিল্পের বহুমুখী উন্নতি সম্পর্কে, এবং দ্বিতীয়তঃ কাঁচা পাটের উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বিধান বিষয়ে। বলা বাহুল্য যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর গবেষণার দ্বারা মুখ্যভাবে পাটকলওয়ালারাই উপকৃত হইবে। বর্ত্তমান গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির উপর তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। এই অবস্থায় কেবল পাট শিল্পের উন্নতি বিষয়ক গবেষণায় গবেষণাগারের অর্থ ও সময় ব্যয়িত না হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য। সময় মত কারিকরী পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়া যাহাতে পাটকলওয়ালারা ঐ প্রতিষ্ঠানটির উপর প্রভাব স্থাপন বিস্তার করে ইহা সাধারণের অভিপ্রেত নহে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটীর পক্ষে মুখ্যতঃ এমন সব গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা সঙ্গত যাহার ফলে নানাদিক দিয়া সাধারণ পাটচাষীদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে এত সব কাজ রহিয়াছে যাহাতে কিছুকাল পর্য্যন্ত গবেষণাগারের পক্ষে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিয়োজিত করার সময় কমই থাকিবে। বাঙ্গলার জমিতে একর প্রতি বেশী পরিমাণ পাট উৎপাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করা এবং উৎপন্ন পাটের শ্রেণী আরও উন্নততর করা এসমস্তই প্রধান গবেষণার বিষয়। তাহা ছাড়া উৎপন্ন পাট ভাল রকম শ্রেণী বিভাগ করিয়া কি অবস্থায় তাহা বাজারে উপস্থিত করা হইলে পাট দ্বারা কৃষকের আয় বেশী হইতে পারে সেবিষয়েও উন্নত বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ প্রয়োজন। এসমস্ত বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রকৃত কার্য্যকারিতা দেখাইতে পারেন তবে পাটচাষীদের সমূহ উপকার সাধিত হইবে। পাটচাষীদের হিতকল্পে অন্য একটী বিষয়েও গবেষণা পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাহা হইতেছে পাটের নানা রকম নূতনপ্রণালী ব্যবহার সম্পর্কে। ঐরূপ গবেষণার ফলে যদি নানাদিক দিয়া পাটের নূতন ব্যবহার উদ্ভাবিত হয় তবে তাহার ফলও সর্ব্বদা কল্যাণকর হইবে।

বিনিময়ের জুয়াচুরি

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধর সম্পাদিত 'গণ অভিযান' নামক সাপ্তাহিক পত্রের গত ৩১শে তারিখের সংখ্যায় শ্রীযুত সুধীন্দ্র রায় পাউণ্ডের সহিত টাকার বাটার হার চড়া রাখার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন :—টাকার বিনিময় মূল্য ১৮ পেনীতে ধার্য্য হওয়ায় ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্যের দাম কমিয়া গেল। এখন ১ টাকায় লোকে ১৮ পেনী মূল্যের একটী বৃটিশ পণ্য খরিদ করিতে পারে। এই মূল্য নির্দ্ধারণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহির্ব্বাণিজ্যের ফলাফল দৃষ্টেই মুদ্রা বিনিময় মূল্য স্থির হইত। কিন্তু গত [illegible] অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ দেখা গিয়াছে যে ১৬ পেনীর চারিদিকেই টাকার বিনিময় মূল্য ঘুরিয়াছে। ১৬ পেনীই ছিল টাকার স্বাভাবিক বিনিময় মূল্য। কিন্তু আইনের বলে ইহাকে জোর করিয়া ২ পেনী বৃদ্ধি করার অর্থ হইল বৃটিশ পণ্যের দাম শতকরা প্রায় ১২ ভাগ কমাইয়া দেওয়া। পূর্ব্বে হয়ত আমরা এক শত টাকা দিয়া ১৬০০ শত পেনী মূল্যের বৃটিশ পণ্য পাইতাম কিন্তু এখন একশত টাকা দিয়া আমরা ১৮০০ পেনী মূল্যের পণ্য পাইব কিংবা ৮৮ টাকার মত দিয়া আমরা ১৬০০ পেনী মূল্যের জিনিষ পাইব। বৃটিশ বণিকগণ ভারতে সস্তায় মাল বিকাইয়া ভারতীয় শিল্পকে পঙ্গু করিতে চায় তাই এই কৌশল। বৃটিশ পণ্য আমাদের টাকার হারে সস্তা হওয়ায় বাজারে সে পণ্যের চাহিদা বাড়িবে। ফলে ভারতে বৃটিশ পণ্যের আমদানী বাড়িবে আর বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা সে পণ্যের মূল্য বাবদ ভারত হইতে বিলাতে চলিয়া যাইবে। টাকার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে বিদেশে আমাদের পণ্য মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। এক টাকা দামের যে ভারতীয় পণ্য পূর্ব্বে বিলাতের লোকগণ ১৬ পেনীতে কিনিত এখন বিনিময়ের মারপ্যাচে তাহা তাহাদের ১৮ পেনী দিয়া কিনিতে হইবে। ইহার স্বাভাবিক ফল বিদেশের বাজারে ভারতীয় মালের কাটতি হ্রাস হইয়া যাওয়ায়। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য কমিয়া যাইবে এবং বাহির হইতে কম পরিমাণে ধন ভারতে আসিবে। গত অর্থ সঙ্কটের সময়ে জাপান তাহার বহির্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য ইয়েন মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে। আমেরিকাও ডলারের দাম কমাইয়া দেয়। কিন্তু সেই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে ভারতের টাকার দাম চড়া রাখিয়া ও অপর পক্ষে ইংলণ্ডের মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমাইয়া সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্ট তাহার ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিল।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৬ই জানুয়ারী

গত ১০শে ডিসেম্বর যখন আমরা টাকার বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন কলিকাতার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক সুদের হার ছিল শতকরা দেড় টাকা। বড়দিন ও নববর্ষের অবকাশ উপলক্ষে আনুসঙ্গিক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরে কল টাকার সুদের হার চড়িয়া যায় এবং বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা সুদের হারে বাঙ্কগুলির ভিতর টাকার পারস্পরিক আদান প্রদান চলিতে থাকে। নব বর্ষের প্রথম দুইদিনের ছুটির পর বাজারে পুনরায় কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে ঐ চড়া সুদের হার কিছু অন্ততঃ পড়িয়া যাইবে ইহাই ছিল অনেকের ধারণা। কিন্তু কার্য্যতঃ ঐরূপ কোন পড়তির লক্ষণ আজও দেখা যাইতেছে না। এ সপ্তাহের প্রথম হইতে বাজারে বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা সুদের হইতে কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। আজ ও বাজারে সেই হারই বলবৎ আছে। এবং বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এইরূপ উচ্চহারেও ঋণ-গ্রহীতারা প্রয়োজনানুরূপ ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ঋণপ্রদাতার তুলনায় ঋণগ্রহীতার সংখ্যা খুবই অধিক দেখা যাইতেছে। যতদূর দেখা যাইতেছে বাজারে টাকার দাবী দাওয়া বাস্তবিকই বেশী। কাজেই সুদের হার কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পশ্চিম ভারতে নূতন ফসল ক্রয় বিষয়ে অর্থের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হওয়ায় ব্যবসায়ীদের ভিতর টাকার চাহিদা বাড়িয়াছে। কলিকাতার বাজারে সেজন্য টাকার বেশ টান অনুভূত হইতেছে। বৎসরের এই সময়ে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় সে স্বচ্ছলতা আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার ২৸১০ পাই পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে তাহাই ছিল সর্ব্বোচ্চ হার। এ সপ্তাহে ঐ সুদের হার আরও ৪ পাই বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২৷৴২ পাই দাঁড়াইয়াছে। যদিও অনেকে এ সপ্তাহে আরও বেশী চড়তিই আশা করিয়াছিলেন। গত ৩রা জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ৯৯৷৴৯ পাই দরের ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৴৬ পাই দরের শতকরা ৭১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আগামী ১০ই জানুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ১৩ই জানুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। আগামী ২০শে জানুয়ারী পূর্ব্বক্রীত আড়াই হাজার টাকার ট্রেজারী বিলের টাকা পরিশোধ করা হইবে। ২৭শে জানুয়ারী ও ৩রা ফেব্রুয়ারী ৩ কোটি টাকা করিয়া পরিশোধ করা হইবে। অথচ বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকার নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। উহার ফলে টাকার বাজারের গতি ক্রমিক স্বচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেছেন। কার্য্যতঃ তাহা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাই দেখিবার বিষয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩০শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮০ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টের ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ১২ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

বিনিময় বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্বানুরূপ রহিয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে কোন স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যাও অল্প দেখা যাইতেছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও বিনিময় হারের একটা চড়াভাব সুস্পষ্ট। অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলির হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডি এ ৬ মাস	„	১ শি ৬$\frac{১}{৮}$ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০০
মার্ক	„	৮৫$\frac{১}{৪}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৯৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৵০

গিয়াছে। তবে শেষের দিকে বিনিময় হার সম্পর্কে ষ্টার্লিং এর কিছু উন্নতি হওয়ার সঙ্গে পুনরায় দাম কিছু নামিয়া আছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৯ শিলিং। ৩০শে তারিখ বাড়িয়া ৭ পা ৯ শি ৫¾ পেনী হয়। ৩রা জানুয়ারী তাহা ৭ পা ১০ শি ¾ পেনী দাঁড়ায়। ৪ঠা তারিখ তাহা ৭ পা ১০ শি ৫ পেনী পর্যান্ত উঠে। ৫ই জানুয়ারী তাহা কমিয়া ৭ পা ১০ শি ১ পেনী পর্যান্ত কমিয়া যায়। অদ্য বাজারে তাহা ৭ পা ৯ শি ৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৵৹০ আনা। ৩০শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৩৭।০ আনা। ৩রা জানুয়ারী তাহা বাড়িয়া ৩৭।৵৹০ আনা হয়। ৪ঠা জানুয়ারী তাহা ৩৭॥০ আনা পর্যান্ত উঠে। ৫ই তারিখ তাহা পুনরায় ৩৭।৶ আনা নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩৭।৯ পাই।

কলিকাতার বাজারে গত ২০শে ডিসেম্বর প্রতি ভরি পাকা সোনার ৩৭৵ আনা এবং গিনি ২৩৸৶৩ পাই ছিল। অদ্য তাহা তাহা যথাক্রমে ৩৭।৬ পাই, ৩৭৵৬ পাই এবং ২৩৸৵৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে বিদেশে কোন স্বর্ণ রপ্তানী হয় নাই।

রূপা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের রৌপ্যনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হওয়ায় কিছুকাল যাবৎ রূপার বাজারে একটা অনিশ্চিয়তার ভাব বর্ত্তমান ছিল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, মেক্সিকোর সহিত তাহাদের রৌপ্যচুক্তির বর্ত্তমানে আরও কিছুকাল অন্ততঃ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। অধিকন্তু তাহারা দেশে উৎপন্ন রৌপ্য ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত রৌপ্য পূর্ব্বকার দামেই ক্রয় করিতে থাকিবেন। এই ঘোষণার ফলে রূপার উপর আস্থার ভাব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রূপার দামও খুবই তেজী দেখা যাইতেছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯¹⁵⁄₁₆ পেনী। ৩০শে তারিখ তাহা ২০ পেনী হয়। ৩রা জানুয়ারী তাহা ২১⅛ পেনী পর্যান্ত উঠে। ৪ঠা তারিখ তাহা কমিয়া ২০³⁄₁₆ পেনী হয়। ৫ই জানুয়ারী তাহা হয় ২০⅝ পেনী। অদ্য ২০¾ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৯শে ডিসেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫১৶০ আনা। ৩০শে তারিখ তাহা ৫১।৹০ আনা হয়। ৩রা জানুয়ারী তাহা বাড়িয়া ৫২৵০ আনা। ৪ঠা তারিখ তাহা ৫২।৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ৫ই জানুয়ারী তাহা ৫২।০ আনায় নামিয়া যায়। অদ্য ৫২ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২০শে ডিসেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫১৶০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫১।৶০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৫২।০ আনা ও ৫২॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

(৭৬২ পৃষ্ঠার পর)

কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে একটী শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। উহার উদ্যোক্তাগণ বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহুবিধ স্বদেশী শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীটা পরিদর্শন করিলে আধুনিক রুচি সম্মত বিবিধ প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে এদেশ-বাসীরা কতদূর যত্ন চেষ্টা নিয়োজিত করিতেছে এবং এবিষয়ে তাহাদের কৃতকার্য্যতাই বা কতদূর তাহার একটা সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা যায়। নানাধরণের খেলনা কিংবা বিস্কুট আতর পাউডার ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি ছোট ছোট ধরণের জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া আবশ্যকীয় ধরণের নানা যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত অনেক জিনিষই বর্ত্তমানে আমাদের দেশে তৈয়ার হইতেছে। আর তাহার প্রকৃত নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে রহিয়াছে। এই প্রদর্শনীটীর আর একটী বিশেষত্ব উহাতে বাঙ্গালার মুক্ত রাজ-বন্দীদের প্রস্তুত নানা শিল্পদ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে। কারাপ্রাচীর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত রাজবন্দীদের কেহ কেহ একত্র মিলিয়া নানারূপ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইয়াছেন। অল্পদিনের ভিতর তাহারা তাঁহাদের শ্রম নিয়োজিত করায় অনেক প্রকারের শিল্পদ্রব্যও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে তাঁহাদের তৈয়ারী যেসব দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে তাঁহাদের সাধনা ও সাফল্যের খাটী পরিচয় লাভ করা যায়। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে যেসব আকর্ষণযোগ্য দেশীয় শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—"আমার কুটীর", বল্লভপুর—জুতা মানিবেগ প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ; বিঃ ভিঃ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট—ছাতা ও গেঞ্জি প্রভৃতি আর্টিষ্টীক লেদার; কো-অপারেটিভ লিমিটেডের মনিব্যাগ, লেডিসবেগ, স্যুটকেস্, রিষ্টওয়াচ ব্যাণ্ড ইত্যাদি; বেকার বান্ধব সমিতির স্নো পাউডার সুগন্ধি তৈল ইত্যাদি; মায়া প্রডাক্টস্ ও রুমেলা ওয়ার্কসের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত প্রসাধন সামগ্রী; ন্যাশনাল সোপ এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস লিমিটেডের সাবান, আতর ও সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্য সামগ্রী; মেডিকেল হলের লাইমজুস স্কিসারিণ; বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস ও ড্রাগস কেমিকেল কোম্পানীর প্রসাধন দ্রব্য, মেসার্স এন এল দাস এণ্ড সন্সের পিতলের বাসন ইত্যাদি; মুর্শিদাবাদ ডেয়ারীর রকমারী আচার ও মরোব্বা ইত্যাদি; শান্তিপুর বয়ন শিল্প প্রদর্শনীর তাঁতবস্ত্র; উইমেনস্ কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হোমের সূচীশিল্প, বস্ত্র ও পোষাক ইত্যাদি; স্বর বেকারী, বড়ুয়া বেকারী ও আর্য্য বেকারী প্রভৃতির বিস্কুট ও কেক্ ইত্যাদি; বেঙ্গল ল্যাম্প কোম্পানী ও ভারত ইলেকট্রিক ওয়ার্কসের বাল্ব প্রভৃতি; সুখানপুকুর (বগুড়া) পল্লী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাটের থলে ও আসন ইত্যাদি; বেঙ্গল সেলুলয়েড ওয়ার্কস্ ও ইণ্ডিয়া সেলুলয়েড ওয়ার্কসের সেলুলয়েড দ্রব্য; ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কসের ও ক্লাইভ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর ফ্যান; আর বি এস জৈন রাবার মিলসের রবারের দ্রব্য; দেবেন্দ্রনাথ পাল এণ্ড কোম্পানীর ও ক্যালকাটা এক্সপেণ্ডেড মেটেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর লোহার জাল ইত্যাদি; দাস ব্রাদার্সের খেলনা ইত্যাদি; স্মল মেসিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মোরি টেডল্ মেসিন, হোম প্রিন্টিং প্রেস, গেলি প্রুফ প্রেস্ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি; বোস এণ্ড বোস কোম্পানী সার্জ্জারীর সরঞ্জাম, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর দ্রব্য সম্ভার; যুক্ত প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের হ্যাণ্ডলুম এম্পোরিয়ামের তাঁতবস্ত্র ও খাদিবস্ত্র ইত্যাদি; বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের নারিকেলের ছোবড়া হইতে তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য। চামড়ার তৈয়ারী স্যুটকেস ব্যাগ ইত্যাদি এবং মৃৎশিল্প প্রভৃতি।

আতপ		
মোটা	,,	১৮০-১৮৫৲
সরু	,,	২১০৲-২১৫৲
সুগন্ধি	,,	২১৫৲-২৩৫৲
ফুলকি	,,	২১৫৲-২২০৲
মাওালো	,,	২৯০৲-৩০০৲
ভাঙ্গা	,,	১৫৫৲-১৬৫৲

গত ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ১২ লক্ষ ৬১ হাজার ২৩২ টন চাউল ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমান ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮২২ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলে বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
গাসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২৵১০,২৷১০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২৴১০,২৵১০
দাদশাল	২৵০,২৵১০
চিনি আতপ (পুরাতন)	২৸৶০,৩৲
জুতু (নূতন)	২৵১০,২৶১০
পূবা পাটনাই	১৸৵০,১৸৶০
রূপশাল	২৶১০,২৷১০
সাধারণ পাটনাই	১৸৶১০,২৲
হামাই	২৵১০,২৷০

চাউল	প্রতি মণ
চামরনণি (ঢেকী) (পুরাতন)	৪৲
কামিনী আতপ (নূতন)	৪৵০
কামিনী আতপ (ঢেকী নূতন)	৪৶০
শীতাশাল	৪৲
রূপশাল ঢেকী ,,	৪৷০
রূপশাল ,,	৪৵১০
ইক্ষুগুড় ,,	৫৲,৫৷০

গত ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা হইতে মোট ২ হাজার ৫৭২ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের উক্ত সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩৬৭ টন।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী

বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে চায়ের নীলাম বিক্রয় বন্ধ ছিল। ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী পরবর্ত্তী নিলাম সম্পন্ন হইবে।

গত ৩রা জানুয়ারী লণ্ডনে চায়ের নীলাম বিক্রয়ে ৩০ হাজার ৩ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। মূল্যের স্থিরতা ছিল না।

গত ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা দেশ হইতে নিম্নোক্তরূপ চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

(সহস্র পাউণ্ডের সমষ্টিতে)

	১৯৩৮	১৯৩৭
কলিকাতা হইতে	৭,১১৩	২,৯৩৩
চট্টগ্রাম হইতে	১,৪০৩	২,১৭৯

গত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভারতীয় বাজার সমূহ হইতে কোন দেশে কি পরিমাণ চা রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

(সহস্র পাউণ্ডের সমষ্টিতে)

		আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	জুলাই-অক্টোবর
		১৯৩৮	১৯৩৮	১৯৩৮	১৯৩৮
ইংলণ্ড		৪১,৩৩৪	৪৬,৫৫১	৩৭,৩৬৮	১৬০,০৬৭
উত্তর আমেরিকা		২,৩৫৩	৩,৭৫৩	২,৮৬৮	১০,০৫৬
ইরাক, আরব ও ইরান		৪৯৯	৪৯০	৩৫২	১,৬৩৯
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড		১২২	১৬৮	৪৭৫	৭৯৯
সিংহল		১৭৩	২০৪	৪১৫	১,১৪৭
মিশর		২৬	৪১	২১	১১৬
অন্যান্য দেশ		৬৩৫	৮২৪	৬১২	২,৬১১
অডার ভুক্ত		১,০০৩	১,৫৬৬	১০৯১	৪,৭৬৬
মোট	১৯৩৮	৪৬,১৪৬	৫৩,৫৯৭	৪৩,২০২	১৮১,২০১
,,	১৯৩৭	৪০,১০০	৫২,৭৮৯	৫৩,২৬৬	১৮০,৩১৬
,,	১৯৩৬	৪০,১৪৮	৪০,২৪৯	৪৫,৮৪৩	১৫৬,৪৮৯

ইণ্ডিয়ান রিনেসেন্স এসোসিয়েসন লিঃ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান রিনেসেন্স এসোসিয়েসন লিমিটেড নামে একটী কোম্পানী যুক্ত প্রদেশে রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং সামজিক ও আর্থিক উন্নতি বিষয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিয়া দেশকে অগ্রবর্ত্তী করিবার জন্য বর্ত্তমানে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে এই কোম্পানীটী সে বিষয়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোম্পানী দেশে প্রচার করিবার উপযুক্তরূপ প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত কোম্পানী ভারতের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ছোটবড় নানারূপ গ্রন্থ ও পুস্তিকা ও সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবেন। এদেশের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতিও প্রণীত হইবে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ঐ সকল পুস্তক রচিত হইবে। কোম্পানী ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী স্থাপন করিয়া ঐ সকল পুস্তক বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিবেন। মিঃ অমরেন্দ্র নাথ চাটার্জ্জি এম এল এ, মিঃ এ কে ঘোষ (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর), অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, মিষ্টার এ কে পিলাই বার এট ল, মিঃ বিমল প্রসাদ জৈন, মিঃ বি ভি কর্ণিক, মি বীরেন রায়, মিঃ এস এন পুরী ও মিঃ এম এন রায় এই কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। উহা ২৫ টাকা মূল্যের মোট ২ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ১০ টাকা মূল্যের মোট ৫ হাজার অর্ডিনারি শেয়ারে বিভক্ত। ১৩নং মোহিনী রোড, দেরাদুনে ঐ কোম্পানীর হেড আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী

স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। ভারতীয় চিনির বাজারে মূল্য বৃদ্ধি হেতু জাভা চিনির আড়তদারগণ বাজারের হাল চাল লক্ষ্য করিতেছে মাত্র। বিদেশের বাজার সমূহ হইতে আশানুরূপ সংবাদে বোম্বাই এর বাজারে এই শ্রেণীর চিনির মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে দেশী চিনির বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে উভয় প্রকার চিনির বাজারেই মন্দা দেখা দেয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ভারতীয় চিনির বাজারে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে তাহার স্থিরতা বজায় ছিল না, তবে শেষের দিকে বাজারের নিম্নগতি রুদ্ধ হয়। বাজারের প্রয়োজনানুরূপ চিনি খরিদ ভিন্ন ক্রেতাগণ বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। বাঙ্গলা দেশে গুড়ের মরশুম আরম্ভ হইবার ফলে সাধারণের মধ্যে চিনির কাটতি স্বভাবতঃই হ্রাস পাইয়াছে।

সুগার সিণ্ডিকেটের পরবর্ত্তী অধিবেশনের পূর্ব্বে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। তবে উক্ত সময় নাগাদ গুড়ের মরশুমও শেষ হইয়া যাইবে।

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট সম্প্রতি যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, গত মরশুমের আরম্ভ হইতে বিগত ২৭শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সিণ্ডিকেটের সদস্য শ্রেণীভুক্ত ফ্যাক্টরী সমূহে মোট ৩০ লক্ষ ৯ হাজার ৪০০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়। গত ২৭শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নূতন মরশুমে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৮৫ মণ চিনি বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৯১৬ মণ চিনির এ পর্য্যন্ত ডেলিভারী হয় নাই। উক্ত ফ্যাক্টরী সমূহে নূতন মরশুমের চিনির পরিমাণ ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০৮ মণ বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের মরশুমের ০৪ হাজার ৯০৯ মণ বিক্রীত চিনির ডেলিভারী হয় নাই।

স্থানীয় বাজারে ৯০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে মতিহার ১০॥০, রামপুর ১১, বিয়াম ১০৸০ সাধারণ শ্রেণীর মূল্য ১০॥০ ছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সন্তোষজনক কারবার হইয়াছে। লবণাক্ত ছাগলের চামড়া ও গরুর চামড়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দা পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা চামড়ার বাজারের সামান্য উন্নতি দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার যেরূপ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তদনুরূপ আমদানীও সন্তোষজনক হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত চামড়ার পরিমাণ অত্যাধিক বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বের দুই সপ্তাহে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিহার প্রভৃতি স্থান হইতে চামড়ার আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বাজারে চামড়া উদ্বৃত্ত হইবার ইহাই অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ছাগলের চামড়া

আলোচ্য সপ্তাহে ছাগল ও গরুর চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৮৫, ৭০০	৫৫৲-৬৫৲ হিঃ
ঢাকা-দিনাজপুর	৭৭, ৫০০	৬৫৲-৭৫৲ হিঃ
লবনাক্ত	৩৮, ৯৫০	৬০৲-৯১৲ হিঃ

স্থানীয় বাজারে পাটনা ৩ লক্ষ ১৬ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ৯২ হাজার ৫ শত ও এবং লবনাক্ত ১৭ হাজার ৬ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ আছে।

গরুর চামড়া

আগ্রা আর্সেনিক	১১০০	৮।০
দ্বারভাঙ্গা—পূর্ণিয়া সাধারণ	২২, ৭৫০	৬।০
দ্বারভাঙ্গা—বেনারস—গয়া— রাঁচি আর্সেনিক	৮, ৬৫০	৭৲-৮৸০
নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ	১২০০	৫॥০
ঢাকা—দিনাজপুর লবনাক্ত	১৩৫০০	৪॥০
রাঁচি সাধারণ	৪০০	৬॥০
গোরক্ষপুর—বেনারস, সাধারণ	৩,৪০০	৫৸৵০
বেনারস—দ্বারভাঙ্গা মহিষের চামড়া	২,৯০০	৪॥০-৫।০

স্থানীয় বাজারে ঢাকা—দিনাজপুর লবনাক্ত ২৩ হাজার ২ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৫ হাজার, দ্বারভাঙ্গা, বেনারস গয়া, রাঁচি আর্সেনিক ৭ হাজার ৮ শত দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ১৩ হাজার ৯ শত, নেপাল দার্জ্জিলিং আসাম লবনাক্ত ৩ হাজার ৮ শত এবং বেনারস, গোরক্ষপুর, সাধারণ ৫ হাজার টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ১৩,হাজার ৮ শত ছিল।

লৌহ হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা ৬ই জানুয়ারী

টাটার তৈয়ারী		প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ব্রাণ্ডেড)		৮৲॥০-৯
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন		৭৸০-৮।০
৪" × ৩" কণ্টিনেণ্টাল কড়ি		৮৸০-৯৲
টি আয়রণ বরগা		১০৲-১০॥০
এঙ্গেল আয়রণ		৭৵০ ৯৲
পাটী ও বল্ট	...	৬॥০-৭৲
রিইনফোর্স (কনক্রিটের জন্য)	...	
বড় ।৹০	...	৬॥০-৬৸০
বড় ।০"	...	৭॥৵০-৭৸০
৬০ এঙ্গেল	...	৮॥০-৯৲
কাটা তার	...	১০৲-১১৲ প্রতি বাণ্ডিল
গ্যাঃ করগেট ২৬ গেজী প্রঃ হঃ	...	১২৸০
ঐ ২৪ গেজী		১১।০-১২।০
পাইপ পোষ্ট নূতন ২ ইঃ—৬ ইঃ		।৵০১৫-১৵০

প্রতি ফুট

কাঃ আঃ বোলিং বিঃ ৫ঃ ঢাকা হইতে ৫৸০ হন্দর রেন ওয়াটার পাইপ ৩১০০।১৭ প্রতি ফুট।

মসলার দর

কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১৩॥০, ১৪৲, ১৪॥০
জিরা	১৫॥০, ১৮৲ ২০৲
মরিচ	১৩॥৵০, ১৪৲, ১৪॥০
ধনে	৬।০, ৭৲, ৭॥০
লঙ্কা	১১৸০, ১৩৲, ১৬৲
সরিষা	৪৸০, ৫৲, ৬৲
মেথী	৪৸০, ৫৲, ৫॥০
কালজিরা	৮৸০, ৯, ৯॥০৲
পোস্তদানা	১০৸০, ১১৲, ১১॥০
দেশী সুপারী	১৪৲, ১৬৲, ১৮৲
জাহাজ কাটা সুপারী	১২৲, ১২॥০, ১৩৲
গোটা সুপারী	৯॥০, ১০৲, ১০॥০
পিলাং কেশুয়া	৫।৵০, ৫৸০
পান কেশুয়া	৫॥৵০, ৬৲
জাভা কেশুয়া	৬।০, ৬॥০, ৭৲

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৬ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৪শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসন

বাঙ্গলা দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে গত ১২ই নবেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' একটী প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েসনের নিকট এই সব ব্যাঙ্ক যে প্রকার ব্যবহার পাইতেছে তৎসম্বন্ধেও গত ২১শে নবেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গলার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং নূতন ব্যাঙ্কগুলি একটী সমিতির মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে এই সব অভাব অভিযোগের বহুলাংশে প্রতিকার হইতে পারে বলিয়াও তখন আমরা অভিমত প্রকাশ করি। অত্যন্ত সুখের কথা যে সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশের ৩৪টী ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া "ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসন" নামক একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক সমূহের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য, সাহায্য ও সহযোগিতার ভাব প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্বার্থরক্ষা, চেক বিল প্রভৃতি যাহাতে অল্পব্যয়ে ও সহজে ভাঙ্গান যাইতে পারে তাহার বিলিব্যবস্থা, কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত ভাবে কি উহা হইতে স্বাধীন ভাবে একটী ক্লিয়ারিং হাউস প্রতিষ্ঠা করতঃ তাহার মারফতে পরস্পরের দেনা পাওনা মিটান, এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আন্দোলন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সমিতি যদি তাহাদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য আংশিক ভাবেও সফল করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে বাহিরের এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছেনা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের অনেক বিঘ্ন অপসারিত হইবে। কলিকাতা একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহ কি প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতেছে তাহা বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা অধিক আমানত সংগ্রহ করিবে সেই চেষ্টায় অনেকেই আমানতকারীগণকে অধিক সুদ দিয়া আমানত গ্রহণ করিতেছে এবং অধিক সুদ অর্জ্জনের আগ্রহে অনেকে এই আমানত যাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে সেরূপ দাদন করিতেছে। এই ধরণের প্রতিযোগিতা বেশী দিন চলিলে চরমে সকলেই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের চেষ্টায় এই ধরণের অনিষ্টকর প্রতিযোগিতাও নিবারিত হইতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণকে এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বুঝাইবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা আশা করি বাঙ্গলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকার বহির্ভূত যে সমস্ত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহারা সকলেই এই সমিতিতে যোগদান করিয়া উহাকে একটী শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবে। এই প্রতিষ্ঠানটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিলে উহা ভবিষ্যতে

একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করিয়া—কোন ব্যাঙ্ক বিপদে পতিত হইলে তাহাকে সাময়িকভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

বাঙ্গলার তৈলের কলসমূহের সঙ্কট

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সব তৈলের কল পরিচালিত হইতেছে উপযুক্ত শ্রেণীর সরিষার জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী ঐ প্রকার সরিষা আমদানী সম্বন্ধে ভাড়ার দিক দিয়া কতকটা সুবিধা দান করিতেন। ফলে এতদূর হইতে সরিষা আনাইয়াও বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির পক্ষে কিছু কিছু মুনাফা করা কঠিন হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে এমন একটি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে কারণে তৈলের কল সমূহ আজ বিশেষ বিপন্ন হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের কানপুর, আগ্রা, এটোয়া ও হাতরাস প্রভৃতি স্থান হইতে মালগাড়ীতে যে সরিষা কলিকাতায় আমদানী হইত তাহার উপর ঐ রেল কোম্পানী প্রতি মণ সরিষার জন্য প্রতি মাইলে ১০ পাই হারে ভাড়া নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ঐ ভাড়ার হার শতকরা ৮০ ভাগ চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য বাঙ্গলার তৈলের কলগুলি বেশী দামে সরিষা কিনিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের উৎপাদিত তেলের পড়তাও বেশী পড়িতেছে। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশে যে সব তৈলের কল স্থাপিত রহিয়াছে, তাহাদের উৎপাদিত তেল কলিকাতা তথা বাঙ্গলার হাটবাজারে আমদানী করা সম্বন্ধে ই, আই, রেল কোম্পানী বর্ত্তমানে এমন একটি সুবিধামূলক ভাড়ার হার বলবৎ করিয়াছেন যাহার ফলে যুক্তপ্রদেশের তৈল বাঙ্গলায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভব হইতেছে। যুক্তপ্রদেশে বেশী পরিমাণ উন্নত শ্রেণীর সরিষা উৎপন্ন হওয়ার দরুণ এমনিতেই ঐ প্রদেশের তৈলের কলগুলি সস্তা হারে উহার যোগান পাইতেছে তাহার উপর আবার সুবিধামূলক ভাড়ায় উৎপন্ন তেল বাঙ্গলায় রপ্তানী করার সুযোগ থাকায় তাহাদের পক্ষে বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির সহিত অতি সহজেই প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাড়াইয়াছে যে বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির পক্ষে ব্যবসায়ে আবশ্যকীয় মুনাফা করা দূরে থাকুক তাহাদের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই আজ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যুক্তপ্রদেশ হইতে বোম্বাই এবং করাচীতে যে সরিষা রপ্তানী হয় তাহার জন্য জি আই পি ও এন ডব্লিউ আর প্রভৃতি কোম্পানী ভাড়া সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানী কলিকাতায় সরিষা রপ্তানী বিষয়ে সেরূপ সুবিধাদানের নীতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং অপর দিকে যুক্তপ্রদেশ হইতে সুবিধামূলক ভাড়ায় বাঙ্গলায় তৈল রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ দিতেছেন। ইহাতে বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির নিহিত স্বার্থের প্রতি উক্ত কোম্পানীর অহেতুক প্রতিকূল আচরণই সূচিত হইতেছে। এই অবস্থায় কলিকাতার বেঙ্গল অয়েল মিলস্ এসোসিয়েশন সরিষা ও সরষপ তৈলের ভাড়ার হার সম্পর্কে ই আই রেল কোম্পানীর বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তৎপ্রতিকারের নিমিত্ত ভারত সরকারের নিকট বারংবার আবেদন জানাইয়া আসিতেছেন। আমরা অবগত হইলাম সম্প্রতি ভারত সরকার এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য রেলওয়ে রেটস্ এডভাইসরী কমিটীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বাঙ্গলার তৈলের কল সমূহের বর্ত্তমান সঙ্কট দশায় তাহাদের ন্যায্য অভিযোগ সম্বন্ধে এতদিন পরে যে অন্ততঃ একটী তদন্তের ব্যবস্থা হইল তাহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে বোঝাপড়া

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনৈক বেসরকারী সদস্যের প্রস্তাবে বাঙ্গলা সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন চাকুরী বাঙ্গলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তৎসম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বলেন যে পরিষদস্থিত বিভিন্ন দলপতি-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাগণকে এই বিষয়ে আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অনেকে শ্রীযুক্ত বসুর মনোভাবের প্রতিবাদ করিতেছেন এবং কেহ কেহ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে এই বৈঠক বর্জ্জন করিবার জন্যও পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু যাহারা এই ধরণের উক্তি করিতেছেন বাস্তব অবস্থার সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। এমন এক সময় ছিল যখন বাঙ্গলার সরকারী চাকরীর অধিকাংশ হিন্দুদেরই ভাগে পড়িত। কিন্তু স্বদেশী যুগের সময় হইতে দেশের রাজশক্তি হিন্দুগণকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকুরীয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। উহার ফলে বর্ত্তমানে সমবায় বিভাগ, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ প্রভৃতিতে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান চাকুরীয়ার সংখ্যা বেশী হইয়া দাড়াইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর দেশের শাসনভার মুসলমান সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় বর্ত্তমানে নূতন চাকুরিয়াদের মধ্যে শতকরা ২০।২৫ জনও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইতেছে কিনা সন্দেহ। ভবিষ্যতে বাঙ্গলায় যদি কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলেও শাসন তন্ত্রে মুসলমান সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য থাকিবে। এরূপ অবস্থায় সরকারী চাকরীতে ভবিষ্যতেও মুসলমানদের দাবীই সর্ব্বদা অগ্রগণ্য থাকিবে। সুতরাং যোগ্যতা প্রভৃতির অজুহাত না দিয়া হিন্দু সম্প্রদায় যাহাতে অন্ততঃ উহার জন সংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকুরী লাভ করিতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা বুঝাপড়া করা এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই বুঝাপড়া মত কাজ হয় তজ্জন্য সতর্ক থাকাই হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কাজ হইবে। নচেৎ হিন্দুগণ সরকারী চাকুরী হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবারও আশঙ্কা রহিয়াছে। হিন্দুগণ যদি জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক হারে সরকারী চাকুরী না পায় তাহা হইলে সাময়িক ভাবে তাহাদের—বিশেষ ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুর কিছু অসুবিধা হইবে বটে। কিন্তু স্বয়ং কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষই যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে আসন এবং চাকুরী বণ্টনের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তখন বাঙ্গলা দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পক্ষে কোন যুক্তিই নাই। শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র বসু উহা উপলব্ধি করেন বলিয়াই তিনি ব্যবস্থা পরিষদে উপরোক্ত প্রস্তাবের আলোচনাকালে উহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। আগামী বৈঠকেও তিনি ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতেই

চাকুরীর ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবী পেশ করিবেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই মনোভাবের উপর আমাদের সমর্থন রহিয়াছে।

ভারতে সমবায়ের অবস্থা

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গত ১৯৩৫-৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষের এই দিক দিয়া অনেক উন্নতি হইয়াছে বুঝা যায়। অবশ্য এই রিপোর্ট দুই বৎসরের পুরাতন এবং এই দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের কিছু অবনতি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক ১৯৩৫-৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৬-৩৭ সালে সমষ্টিগতভাবে ভারতে এই আন্দোলনের যে প্রসার দেখা গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবার বিষয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে সমগ্র ভারতে (৯টি বড় বড় দেশীয় রাজ্য সমেত) মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯৫৭টি সমবায় সমিতি ছিল। উহার মধ্যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নের সংখ্যা ৬২৬, সুপারভাইজিং ও গ্যারাণ্টিং ইউনিয়ন ৭৩১, কৃষিসমিতি ৯৪৯৩৩ এবং কৃষি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ক সমিতি ১২১৬৭টি ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা কিছু কমিয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই বৎসরের শেষে ভারতে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৯৬৭টি। সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৫-৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৬-৩৭ সালে সমিতির সভাসংখ্যাও ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার ৭৭৮ জন হইতে ৪৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১৪১ জনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমস্ত সমিতির হস্তস্থিত কার্য্যকরী মূলধনও ১৯৩৬-৩৭ সালে বাড়িয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল মোট ১০০ কোটি ১০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা—১৯৩৬-৩৭ সালে উহা ১০১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশ এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক প্রদেশ এবং অনেক দেশীয় রাজ্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রতি এক লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবে ৯০·৭টী, ভূপালে ১০২·৬টী এবং গোয়ালিয়রে ১১০·৬টী সমিতি ছিল; কিন্তু এই সময়ে বাঙ্গলায় গড়ে এক লক্ষ লোকের মধ্যে ৪৬·৩টী মাত্র সমিতি ছিল। এই সময়ে প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে পাঞ্জাবে গড়ে ৩২·৬ জন, বোম্বাইয়ে ২৯·৭ জন, মান্দ্রাজে ২৮·৩ জন এবং সিন্ধুতে ১৭·৩ জন প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য ছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় হাজার করা মাত্র ১৫·৬ জন ঐ সময়ে সমবায় সমিতির সদস্য ছিল। কার্য্যকরী মূলধনের দিক হইতেও বাঙ্গলার স্থান বহু পশ্চাতে অবস্থিত। ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে সমবায় সমিতিতে সিন্ধুর অধিবাসীদের মধ্যে গড়পড়তায় প্রতি ব্যক্তির ৮৵০ আনা, বোম্বাইয়ের প্রতি ব্যক্তির ৭৸৶০ আনা, পাঞ্জাবের প্রতি ব্যক্তির ৭৵০ আনা মূলধন ছিল; কিন্তু এই সালে বাঙ্গলার সমবায় সমিতিগুলিতে প্রতি ব্যক্তির মাথাপিছু গড়পড়তা মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৷৵০ আনা। বাঙ্গলার সমবায় সমিতি সমূহ কর্ত্তৃক কৃষকদের নিকট প্রদত্ত ঋণ যে ভাবে অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে মাথা পিছু এই ৩৷৶ আনার মধ্যেও বর্ত্তমানে কতটুকু মূলধন অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা সন্দেহের বিষয়। সমবায়ে বাঙ্গলা দেশের এই পশ্চাৎপদতা বাস্তবিকই একটা দুঃখের বিষয়। পাঞ্জাবে সমবায়ের যে উন্নতি হইয়াছে বাঙ্গলায় তাহা সম্ভবপর না হইবার কোন কারণ নাই। আমরা অবগত হইলাম যে বাঙ্গলা সরকারের সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী মল্লিক শীঘ্রই পাঞ্জাবে যাইতেছেন। তিনি যদি এই সময়ে পাঞ্জাবে সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে সরজমিনে একটু বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ ফল বাঙ্গলা দেশে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় সমবায়ের উন্নতি আর একটু দ্রুততর হইতে পারে।

রাজনীতিক ও অর্থনীতিক তথ্য সংগ্রহ

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সৌজন্যে তাঁহার বাস ভবনে মিঃ এলমহারষ্টের একটী অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা শুনিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে পি ই পি (Political & Economic Planning) নামক একটী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফতে দেশের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রের বিবিধ তথ্য কি ভাবে সংগৃহীত হইতেছে তৎসম্বন্ধে মিঃ এলমহার্ষ্ট তাঁহার বক্তৃতায় বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেন। অনেকটা এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্র ও রাজনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ বি এন ব্যানার্জ্জিও গত সপ্তাহে রোটারি ক্লাবে একটী অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়াছেন। তবে অধ্যাপক ব্যানার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ ভাবে কলিকাতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। উঁহাদের উভয়ের বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব খুব অধিক। কিন্তু দেশের মধ্যে এই বিষয়ে এখনও তেমন উৎসাহ উদ্যম পরিলক্ষিত হয় না। আশা করা যায় যে উঁহাদের বক্তৃতার ফলে এই বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি পড়িবে।

পৃথিবীর সভ্যদেশ মাত্রেই দেশের রাজশক্তি জাতীয় জীবনের সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা নিয়মিত ভাবে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকেন। ঐ সব দেশে বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা দেশে প্রকাশ করেন। উহার ফলে দেশবাসী যে প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রবেশ করুক না কেন তাহাদের পক্ষে এই বিষয়ে অতীত ও বর্ত্তমানের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লইয়া কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হয়। এজন্য দেশবাসীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে ব্যর্থতা খুব কম দেখা যায় এবং জাতি দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে সরকারী চেষ্টায় দেশের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রের খুব কম তথ্যই সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং যাহা সংগৃহীত হয় তাহাও বহু বিলম্বে সাধারণের গোচরীভূত হয়। এজন্য এদেশে কোন ব্যক্তি কোন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইলে তাহাকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া পথ চলিতে হয়। সুতরাং অন্য দেশের তুলনায় এদেশে বেসরকারী চেষ্টা দ্বারা নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। কলিকাতা সহরের সামাজিক জীবনে কি ঘটিতেছে, প্রতি বৎসর এই সহরে কতগুলি অসবর্ণ, আন্তঃপ্রাদেশিক, ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ হইতেছে, সহরে বারবণিতার সংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে, যৌন ব্যাধির প্রকোপ ও মাদক দ্রব্যের প্রচলন বাড়িতেছে কিনা, এই সব সংবাদ আমরা কেহই জানি না। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সহরে কতগুলি নূতন পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, বাড়ী নির্ম্মাণের সংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে, কলিকাতায় প্রতি বৎসর বাহির হইতে আমদানী ফল, মাছ, ঘৃত ইত্যাদি জিনিষ কি পরিমাণ বিক্রয় হইতেছে, খুচরা দোকানগুলিতে বিক্রয়ের পরিমাণে কিভাবে হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে ইত্যাদি বহু তথ্য জনসাধারণের অজ্ঞাত। রাজনীতিক ক্ষেত্রে কতগুলি সমিতি কাজ করিতেছে, বৎসরে উহাদের মোট ব্যয় কত, এই সব সমিতির মারফতে বৎসরে কি পরিমাণ কাজ হইতেছে, তাহারও সমষ্টিগত বিবরণ কেহ জানে না। অথচ এই সব বিবরণ সংগ্রহ করা খুব কঠিন নহে এবং এই সব বিবরণ জানিতে পারিলে অনেকের পক্ষেই সমাজ-সেবা, ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি চর্চ্চা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হওয়া সহজতর হইতে পারে। রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে যেমন উহার সম্যক বিবরণ জানা থাকা প্রয়োজন সেইরূপ আমাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনের গলদ দূরীভূত করিতেও এই সব বিষয়ে খুটিনাটী সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই জন্য মিঃ এলমহার্ষ্ট ও অধ্যাপক বি, এন, ব্যানার্জ্জির প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। এই ব্যাপারে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও যদি অগ্রসর হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন তাহা হইলে উহা দেশের মহদুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

ঋণসালিশী আইনের সংশোধন

গত ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় ঋণ সালিশী আইন (Bengal Agricultural Debtors Act) পাশ হয় এবং উহার বলে শত শত ঋণসালিশী বোর্ড কর্ত্তৃক কৃষি-ঋণের মীমাংসার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলা সরকারের তরফ হইতে এই আইনের সংশোধন মূলক আর একটী আইন পাশ করিবার আয়োজন হইতেছে এবং গত ১১ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে নূতন আইনের খসড়াটী প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বলা হইতেছে যে সালিশী বোর্ডে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে মীমাংসা হয়, অ-কৃষকগণ যাহাতে এই আইনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারে এবং মহাজন কর্ত্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত জমি বন্ধক দিয়া কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে সেই শ্রেণীর ঋণ সম্বন্ধেও সালিশী বোর্ড সমস্ত যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে তজ্জন্যই এই নূতন আইন পাশ করা হইতেছে। অধিকন্তু ঋণ সালিশী আইনে নির্দ্ধারিত কিস্তি যাহাতে সহজে আদায় হয়, মহাজনগণ কোন মীমাংসায় সম্মতি না দিলে এই মীমাংসা বলবৎ করিবার পক্ষে বোর্ডের হাতে যাহাতে অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তাহাও নূতন আইনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

নূতন আইনে প্রচলিত আইনের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করা হইতেছে তাহা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রচলিত আইনের ২এর ধারার ৯ম উপধারায় যাহার জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি (whose primary means of livelihood is agriculture) তাহাকেই বর্ত্তমান আইনের আমলে খাতক (debtor) বলিয়া গণ্য করা হইবে বিধান রহিয়াছে। সংশোধিত আইনে যাহার "পেশা (occupation) ও জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি" তাহাকেই এই আইনের আমলাধীন খাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে। প্রচলিত আইনের ৯ম ধারায় বিধান রহিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট কোন বোর্ড উঠাইয়া দিলে এই বোর্ডের ক্ষমতা বিচার বিভাগীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন রাজকর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করিতে পারিবেন। সংশোধন আইনে বলা হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর এই ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারিবেন। প্রচলিত আইনের ১ ধারায় ভূম্যধি-কারীর নিকট বকেয়া খাজনার জন্য একযোগভাবে দায়ী ব্যক্তিগণকে ব্যক্তিগত ভাবে এই খাজনা সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য বোর্ডে দরখাস্ত করিতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সংশোধন আইনে এই ধারার সহিত আর একটী উপধারা (৩ নং উপধারা) যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে বকেয়া খাজানার জন্য অংশতঃ দায়ী যে কোন ব্যক্তি ঋণ সালিশী বোর্ডের অনুমতি ক্রমে তাহাদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সাকুল্য বকেয়া খাজনা দাখিল করিয়া দিয়া শরিকগণের নিকট হইতে তাহার প্রদত্ত অতিরিক্ত খাজানা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীগণ বকেয়া খাজানার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ রুজু করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান আইনের ১৮ ধারার প্রথম উপধারায় মহাজনদের পক্ষে তাহাদের প্রাপ্য টাকার সম্বন্ধে প্রমাণ দিবার জন্য ঋণ সালিশী বোর্ডে দলীলপত্র উপস্থিত করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। সংশোধন আইনে এই উপধারাটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। প্রচলিত আইনের ১৮ ধারার ২ নং উপধারায় বিধান রহিয়াছে যে কোন খাতকের দেয় আসল টাকার পরিমাণ সাব্যস্ত করিতে হইলে সুদের যে টাকা আসলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া যে টাকা থাকিবে তাহাই আসল বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই সম্পর্কে প্রচলিত আইনের ১৯ ধারার ১ উপধারায় বিধান রহিয়াছে যে সালিশী বোর্ড উপরোক্ত ভাবে নির্দ্ধারিত আসল টাকা অপেক্ষাও কম পরিমাণ টাকা যদি ডিক্রী দেন তবে এই ব্যাপারে মোট দেনার অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগের পাওনাদারদের সম্মতি আবশ্যক হইবে। সংশোধন আইনে ১৮ ধারার উপরোক্ত ২ নং উপধারাটী এবং ১৯ ধারার ১ উপধারার যে অংশে শতকরা ৬০ ভাগ দেনার পাওনাদারদের সম্মতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অধিকন্তু ১৮ ধারায় এই মর্ম্মে একটী নূতন সর্ত্ত যোগ করা হইয়াছে যে জমির বন্ধকগ্রহীতাগণ খরচা বাদে যে পরিমাণ মূল্যের ফসল ভোগ করিয়াছেন তাহা সুদের মধ্যে কাটা গিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং বন্ধকগ্রহীতা যদি সুদের অতিরিক্ত পরিমাণ মূল্যের ফসল ভোগ করিয়া থাকেন তবে এই অতিরিক্ত টাকা আসলের মধ্যে কাটা যাইবে। এই সম্পর্কে প্রচলিত আইনের ১৯ ধারায় উক্ত মর্ম্মে একটী ধারা যোগ করা হইয়াছে যে ঋণ-সালিসী বোর্ড বন্ধকী জমির ফসল হইতে মহাজন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত টাকার বিষয় বিবেচনা করিয়া মহাজনের প্রাপ্য বাকী টাকা যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন মহাজনকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে এবং বোর্ডের নির্দ্দেশ মত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষকের জমি কৃষককে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই সময়ের মেয়াদ কোন ক্ষেত্রেই বন্ধকের তারিখ হইতে ১৫ বৎসরের পরবর্ত্তী সময়ে নির্দ্ধারিত হইবে না। প্রচলিত আইনের ১৯ ধারায় এই নূতন সূত্র লিপিবদ্ধ করিবার পর প্রস্তাবিত সংশোধন আইনে ১৯ক নামে একটী নূতন ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মহাজন যদি কৃষককে তাহার জমি ফিরাইয়া না দেয় তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে মহাজন যতদিন জমি ভোগ করিবে ততদিনের জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ এবং এই জন্য কৃষকের মামলা করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। তবে মহাজন ইচ্ছা করিলে বোর্ডের এই সম্পর্কিত নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট আপীল করিতে পারিবে। প্রচলিত আইনের ২১ ধারায় বিধান রহিয়াছে যে খাতক কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং ঋণ-সালিসী বোর্ড কর্ত্তৃক ন্যায্য বলিয়া গণ্য সর্ত্তে ঋণের মীমাংসা করিতে মহাজন যদি রাজী না হয় তাহা হইলে মহাজন তাহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবে বটে। কিন্তু দেওয়ানী আদালত আসল টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ৬ টাকার বেশী সুদ ডিক্রী দিতে পারিবেন না। অধিকন্তু খাতকের অন্যান্য ঋণ সম্বন্ধে সালিসী বোর্ড যে মীমাংসা করিয়া দিবেন সেই মীমাংসা মত সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং বোর্ড যদি অন্য ঋণ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না করেন তাহা হইলে ১০ বৎসর কালের মধ্যে খাতকের উপর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বলবৎ হইবে না। এই ধারায় সুদের সর্ব্বোচ্চ হার সম্বন্ধে যে নিষেধবিধি দেওয়া রহিয়াছে সংশোধন আইনে তাহা উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে।

নূতন সংশোধন আইনে প্রচলিত ঋণ-সালিশী আইনের অন্যান্য ধারার যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আগামী বারে আমরা উল্লেখ করিব।

বাংলার বাজেটের পূর্ব্বাভাস

আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করিবেন। এই বাজেটে সরকারী আয় কি ভাবে নির্দ্ধারিত হইবে, দেশের জাতিগঠন মূলক বিভাগগুলিতে কি ভাবে ব্যয়ের পরিমাণ সাব্যস্ত করা হইবে এবং দেশবাসীর উপর নূতন কোন ট্যাক্স ধরিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে এখন হইতে কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নহে। তবে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের যে পরিমাণ আয় ও ব্যয় হইবে এবং বৎসরের শেষে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত সরকার গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট উপস্থিত করিবার কালে বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহা কতদূর পূরণ হইবে তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা এই বিষয়েই কিছু আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গলা সরকারের তথা অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চলতি বৎসরের বাজেট সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই কিছু অনুমান করিয়া লওয়া ভারত সরকারের বাজেটের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার। উহার কারণ এই যে, ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ, লবণ বিভাগ প্রভৃতি যে সব বিভাগে অধিক আয় হয়, সেই সব বিভাগে প্রত্যেক মাসে কি পরিমাণ আয় হয় তাহা ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। রেল বিভাগেও কি পরিমাণ আয় হয় তাহার বিবরণ প্রত্যেক সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। এই সব বিবরণ হইতে চলতি বৎসরে আয়ের বরাদ্দের তুলনায় গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে আয় বেশী কি কম হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং উহা হইতে চলতি বৎসরের বাজেটে ঘাটতি কি উদ্বৃত্ত হইবে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ভূমি-রাজস্ব বিভাগ, আয়কর বিভাগ, ষ্ট্যাম্প বিভাগ, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ প্রভৃতি যে সব বিভাগে অধিক আয় হয়, বৎসরের মধ্যে সেই সব বিভাগের আয়ের কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় না। কাজেই বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে এই সব বিভাগে আয়ের যে বরাদ্দ দেওয়া হয় পরবর্ত্তী বাজেটে এই সব বরাদ্দের সংশোধিত হিসাব না জানা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দমত বিভিন্ন বিভাগে আয় হইতেছে কিনা তাহা জনসাধারণ জানিতে পারে না। তবে বর্ত্তমানে সার অটো নিমেয়ারের পরিকল্পনামত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের আয়কে অনেকাংশে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয়ের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে। এই কারণে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের আয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া অনেকটা সহজ হইয়াছে। এই দিক দিয়াই বাঙ্গলা সরকারের চলতি বৎসরের আয় সম্বন্ধে বিচার করিতেছি।

সকলেই জানেন যে, শুল্ক বিভাগ ও আয়কর বিভাগের আয় পূর্ব্বে ভারত সরকারের প্রাপ্য ছিল এবং ঐ সময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে ভূমি-রাজস্ব বিভাগ, আবগারী বিভাগ, ষ্ট্যাম্প বিভাগ, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের আয় লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু সার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশমত বর্ত্তমানে শুল্ক বিভাগের আয়ের মধ্যে পাটরপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক এবং আয়কর বিভাগের আয়ের কতকাংশ বাঙ্গলা দেশকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার ফলে বর্ত্তমানে ভূমি রাজস্ব বিভাগ ও ষ্ট্যাম্প বিভাগের পরেই শুল্ক বিভাগে বাঙ্গলা সরকারের সব চেয়ে বেশী আয় হইতেছে। গত বৎসর শ্রীযুত সরকার যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করেন সেই সময়ে ভূমি রাজস্ব বিভাগে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ষ্ট্যাম্প বিভাগে ২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা এবং শুল্ক বিভাগে (পাট রপ্তানী শুল্ক) ২ কোটী ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে শেষোক্ত বিভাগে বাঙ্গলা সরকারের ২ কোটী ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুণ বিদেশে পাট এবং পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী কমিয়া যাইবে আশঙ্কায় শ্রীযুত সরকার চলতি বৎসরে এই বিভাগে আয়ের পরিমাণ ১৭ লক্ষ টাকা কম হইবে বলিয়া বরাদ্দ করেন। শ্রীযুত সরকারের এই আশঙ্কা কার্য্যতঃও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের যে সর্ব্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে কাঁচা পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের ৯৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা এবং পাটজাত থলে ও চটের উপর রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১ কোটী ৫৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর উক্ত ৮ মাসে উভয় শ্রেণীর রপ্তানীশুল্কের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটী ১৪ লক্ষ ৪ হাজার ও ১ কোটী ৬৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। কাজেই এবৎসর আট মাসে গত বৎসর এই ৮ মাসের তুলনায় পাট রপ্তানী-শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের ৩১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা কম আয় হইয়াছে। পাট রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক বাঙ্গলাকে দেওয়া হয়। সুতরাং এই আট মাসে উক্ত দফায় বাঙ্গলা সরকার প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা কম পাইবেন। নবেম্বরের পরবর্ত্তী মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৫ মাসেও যদি পাট ও পাটজাত থলে এবং চটের রপ্তানী পূর্ব্ববৎ কম হয় তাহা হইলে এই ৫ মাসে বাঙ্গলা সরকারের প্রাপ্য আরও ১০।১১ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। তবে বর্ত্তমানে চটকলওয়ালাদের মধ্যে কাজের সময় কমাইয়া একটা চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে বিদেশে কাঁচা পাটের রপ্তানী কিছু বাড়িয়া এই দফায় ভারত সরকারের আয় কিছু বাড়িতে পারে এবং তদনু-পাতে বাঙ্গলা সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে জগতে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে চলতি বৎসরে যে গত বৎসরের তুলনায় সমষ্টিগতভাবে পাট ও পাটজাত থলে এবং চটের রপ্তানী কম হইবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে। উহার ফলে পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের আয়হ্রাস হেতু বাঙ্গলা সরকারের আয়ও কমিবে। মোটের উপর অর্থসচিব চলতি বৎসরে শুল্ক বিভাগের দফায় যে ২ কোটী ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় ধরিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে আয় তাহা অপেক্ষা ৫।৬ লক্ষ টাকা কম হইবে মনে হইতেছে।

পাট রপ্তানী শুল্কের ন্যায় আয়কর বিভাগেও এবার অনুমিত আয় অপেক্ষা কিছু কম আয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। গত বৎসর এই বিভাগে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু চলতি বৎসরে এই বিভাগে ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব বরাদ্দ করেন। সার অটো নিমেয়ারের পরিকল্পনা মত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ কর্ত্তৃক ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য আয়করের পরিমাণ রেল বিভাগ ও আয়কর বিভাগের সমষ্টিগত আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান বৎসরে

(৭৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাটের বৈঠক ও চটকল চুক্তি

পাট সম্পর্কে গত সপ্তাহে দুইটী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমটী হইতেছে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা বিহার ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সম্মেলন এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে চটকলে কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া চটকল সমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তি।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বৈঠকের ফলে এই তিনটী প্রদেশে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা ফলবতী হয় নাই। পূর্ব্বে একপ সংবাদ প্রচারিত করা হইয়াছিল যে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্যই বাঙ্গলা সরকার এই বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বৈঠক সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধি গণ এই বৈঠকে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য জোরের সহিত কোন প্রস্তাব উত্থাপনই করেন নাই। অধিকন্তু তাহারা বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও পাট চাষ কমাইবার জন্য কৃষকের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়াছেন। স্বেচ্ছামূলক পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহার পরেও তাহারা এই প্রস্তাবেই সম্মতি দেওয়াতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে পাটচাষীর দুঃখ দুর্দ্দশা নিরাকরণে তাহাদের আন্তরিক কোন আগ্রহ নাই এবং বাজে অজুহাতে এই সমস্যাটিকে ধামাচাপা দেওয়াই তাহাদের অভিপ্রায়।

খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গলা সরকার এই ব্যাপারে বিহার সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ সৈয়দ মামুদ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার দোহাই দিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষ কমাইবার ব্যাপারে বিহারের অবস্থা বাঙ্গলা হইতে অনেক ভিন্ন। পাটের চাষে বিহার এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। গত বৎসর যে স্থলে বাঙ্গলায় ২৫ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল সেই স্থলে বিহারে মাত্র ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—১৩৪৭ সালের তুলনায় ১৩৪৮ সালে বাঙ্গলায় ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৮ শত একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হইলেও বিহারে ১৩৪৮ সালে ১৩৪৭ সালের তুলনায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। এই অবস্থায় কৃষকের অর্থকরী ফসলের অন্যতম ফসল পাটের চাষ জোর করিয়া কমাইবার প্রস্তাবে বিহার স্বভাবতঃই আপত্তি করিতে পারে। এই আপত্তির মধ্যে দোষাবহও কিছু নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনি ও সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছে। আর কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের কাপড়ের কল সমূহে দেশের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত কাপড়ও উৎপন্ন হইতে থাকিবে। বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলাও উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু এজন্য কেহ যদি বাঙ্গলায় আর চিনির কল, কাপড়ের কল বা সিমেণ্টের কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধাচরণ করেন অথবা বাঙ্গলা দেশে তুলার চাষের প্রসারে বাধা দিতে চাহেন তাহা হইলে আমরা উহাতে কিছুতেই সম্মত হইব না। এই একই কারণে বিহারেও পাটের চাষের সঙ্কোচের জন্য আমরা জোর করিতে পারি না। আসাম সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ আসামের জলবায়ু ও মাটীর গুণাগুণ অনেকটা বাঙ্গলার অনুরূপ হইলেও গত বৎসর ঐ প্রদেশে মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২ শত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। সুতরাং বিহারের মত ঐ প্রদেশেরও পাটের চাষ কমাইবার প্রস্তাবে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে। এই অবস্থায় বিহার ও আসামে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইতেছে ভবিষ্যতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশে তদনুরূপ অথবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী জমিতে পাটের চাষ হইতে পারিবে—এরূপ প্রস্তাবে উহাদিগকে রাজী করাইবার জন্য চেষ্টা করাই বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিদের উচিত ছিল। আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে বিহারে ৪ লক্ষ একর এবং আসামে ২ লক্ষ একরের বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে না—এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে উক্ত দুই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সম্ভবতঃ কোন আপত্তি হইবে না। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি পাইলে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষেও বিহার ও আসাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সহজ হইত। কিন্তু এই দিক দিয়া বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিগণ কোন চেষ্টাই করেন নাই। কারণ বাঙ্গলা সরকার নিজেরাই বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয়দের বিরাগভাজন হইতে সাহসী নহেন। পাট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের এই সম্মেলন যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই কোনরকমের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের সেই আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য যিনি পাট সম্বন্ধে বহু আন্দোলন করিয়া মন্ত্রীত্ব জুটাইয়াছেন সেই সামসুদ্দীন আহম্মদ সাহেব এই সম্পর্কে আর একটি বৈঠক হইবে বলিয়া দেশবাসীকে ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই উক্তিতে কেহই কোন গুরুত্ব প্রদান করিবে না।

চটকল সমূহের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। এই চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে চটকল সমূহে প্রতি সপ্তাহে অন্যূন ৪০ ঘণ্টা এবং অনধিক ৫৪ ঘণ্টা কাজ হইবে। তবে যে সব চটকলে তাঁতের সংখ্যা ২২০ অথবা উহা অপেক্ষা কম তাহাতে সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ চলিতে পারিবে। বর্ত্তমান বৎসরে নূতন পাট বাজারে বাহির হইবার প্রাক্কালে চটকল সমূহের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় অনেক

কমিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী বরাদ্দে যে পরিমাণ পাট উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সত্য না হইলেও গত বৎসরের তুলনায় এবার যে কম পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় বর্ত্তমান বৎসরের অন্ততঃ প্রথম কয়েক মাসে চটকল সমূহে যদি পূরাপুরিভাবে কাজ চলিত তাহা হইলে কাঁচা পাট সংগ্রহের জন্য চটকল সমূহের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত এবং উহার ফলে এবার কাঁচা পাটের মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইত। অবশ্য অতিরিক্ত পরিমাণে থলে ও চট উৎপাদন হেতু উহার মূল্য কমিয়া যাওয়ার দরুণ পরে কাঁচা পাটের মূল্যের উপরও উহার একটা প্রতিক্রিয়া হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য পাট ব্যবসায়ীই ক্ষতিগ্রস্ত হইত—কৃষকের কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু কার্য্যতঃ এবার কৃষকের কোন লাভই হয় নাই। পাটের মরশুম আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই বাঙ্গলা সরকার অর্ডিনান্স জারী করিয়া চটকল গুলিকে কম সময় কাজ করিতে বাধ্য করেন এবং এজন্য চটকলগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম পাটের প্রয়োজন হওয়ায় পাটের মূল্যও পড়িয়া যায়। কাজেই এবারও দেশের কৃষক সমাজ পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পায় নাই। বর্ত্তমানে গবর্ণমেন্টের চাপে পড়িয়া চটকল-ওয়ালারা নিজেই কাজের সময় কমাইয়া একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। উহার ফলে আগামী ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় চটকল গুলিতে কম সময় কাজ হইবে এবং এই কারণে উহাদের অপেক্ষাকৃত অনেক কম পাটের প্রয়োজন হইবে। এই অবস্থায় বিদেশের বাজারে যদি পাটের চাহিদা উল্লেখযোগ্য ভাবে না বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশ ও উহার আশ-পাশের প্রদেশে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত পাটের চাষ হইতে থাকে তাহা হইলে ৫ বৎসরের জন্য বাঙ্গলায় পাট চাষীর পক্ষে পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য পাইবার আশা ভরসা বিলুপ্ত হইল বলিতে হইবে। যাহারা একথা বলিতেছেন যে চটকলের মধ্যে চুক্তির ফলে থলে ও চটের মূল্যবৃদ্ধিহেতু কাঁচা পাটের মূল্যও বাড়িবে তাহারা জানিয়া শুনিয়াই কৃষককে প্রতারণা করিতেছেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখা গিয়াছে যে থলে ও চটের মূল্যবৃদ্ধির সহিত কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক তো নাইই—বরং চটের মূল্য বৃদ্ধির সময়ে কাঁচা পাটের মূল্য কমিয়াছে। সুতরাং চটকল চুক্তির মধ্যে বাঙ্গলার কৃষকের আশা ভরসার কিছুই নাই। বাঙ্গলায় যদি একমাত্র জগতের চাহিদার সম পরিমাণ পাটের অতিরিক্ত পাট চাষ না হয় এবং এই পাট যাহাতে একসঙ্গে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত না হইয়া ধীরে ধীরে সারা বৎসর ধরিয়া বাজারে উপস্থিত হইতে পারে তাহার যদি ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেই পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই জন্য বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ এবং পাট গুদামজাত করিয়া তাহার জামীনে কৃষককে কিছু টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য। বাঙ্গলা সরকার যখন এই সব প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেছেন না এবং এখনও স্বেচ্ছামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের অভিনয় করিয়া কৃষকের ভাগ্য লইয়া ছেলেখেলা খেলিতেছেন তখন পাট চাষীর রক্ষা পাইবার আর কি উপায় আছে?

(৭৭৯ পৃষ্ঠার পর)

গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত আট মাসে ভারত সরকারের রেল বিভাগে আয়ের পরিমাণ গত বৎসর এই আট মাসের তুলনায় ২২ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। এদিকে আয়কর বিভাগেও গত অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সাত মাসে গত বৎসর এই সাত মাসের তুলনায় ৩৭ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। সুতরাং ভারত সরকার আয়কর বিভাগের আয় হইতে অনেক কম পরিমাণ টাকা প্রদেশ সমূহের মধ্যে বিতরণ করিবেন। সেই হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের প্রাপ্য টাকার পরিমাণও কম হইবে। এই বিভাগে চলতি বৎসরে বাঙ্গলার অর্থসচিব যে আয় ধরিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে আয় তাহা অপেক্ষা ৪।৫ লক্ষ টাকা কম হইতে পারে।

শুল্ক বিভাগ ও আয়কর বিভাগে চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় অনুমিত আয় অপেক্ষা কিছু কম হইলেও অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে সেরূপ কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। লবণ বিভাগে চলতি বৎসরে ৬১ হাজার টাকা (গত বৎসরের তুলনায় ২ হাজার টাকা বেশী) আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বিদেশী লবণের আমদানী যে ভাবে বাড়িতেছে তাহতে এই বিভাগের আয় অর্থসচিবের বরাদ্দ মতই হইবে বলিয়া মনে হয়। ভূমি রাজস্ব বিভাগে এবার গত বৎসরের তুলনায় ১৪ লক্ষ টাকা কম আয় ধরা হইয়াছে। উহার কারণ এই যে, গত বৎসর ভূমি রাজস্বের দফায় গবর্ণমেন্টের অনেক বকেয়া পাওনা আদায় হইয়াছিল—এবার সেরূপ পাওনার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান বৎসরে বন্যার ফলে স্থানে স্থানে কৃষকের মধ্যে দারুণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা দেখা দিলেও ঋণ সালিশী আইন, প্রজাস্বত্ব সংশোধক আইন ইত্যাদির জন্য সমষ্টিগত ভাবে দেশের কৃষক সমাজের অবস্থার বহুলাংশে উন্নতি ঘটিয়াছে। এই কারণে ভূমি রাজস্ব বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরে গবর্ণমেন্টের অনুমিত আয় অপেক্ষা কম আয় হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আবগারি বিভাগেও গত বৎসরের তুলনায় এবার ৭ লক্ষ টাকা কম আয় ধরা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে মাদক দ্রব্য বন্ধের কোন আন্দোলন নাই। দেশের কৃষক সমাজের সমষ্টিগত আর্থিক অবস্থাও বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় খারাপ নহে। কাজেই এবার যে দেশে কম পরিমাণ গাঁজা, ভাঙ্গ, তাড়ি, বাঙ্গলা মদ ইত্যাদি বিক্রয় হইবে সেরূপ আশঙ্কা কম। সুতরাং এই বিভাগেও আয় অর্থসচিবের বরাদ্দের তুলনায় কম হইবে—এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় এবারে গত বৎসরের সমান ধরা হইয়াছে। ইদানীং ২।৩ বৎসর ধরিয়া গবর্ণমেন্টের এই বিভাগে আয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কাজেই চলতি বৎসরে এই বিভাগের আয় বরং কিছু বেশী হইতে পারে। ষ্টাম্প বিভাগ, বন বিভাগ ও মোটর যান বিভাগে বরাদ্দ আয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু 'বিভিন্ন ট্যাক্স ও ডিউটীর' দফায় এবার অর্থসচিব যে আয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে আয় যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবসর নাই। গত বৎসর এই সব দফায় বাঙ্গলা সরকারের ৩৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, প্রমোদকর, বিদ্যুৎ ও তামাক

(৭৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একজন শ্রমিককে কাজ দিবার জন্য ২ শত টেকোর প্রয়োজন হয়। অতএব কলে এক ব্যক্তিকে কাজ দিতে হইলে ১২ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়।

ইংলণ্ডে বেকার সমস্যা

সম্প্রতি কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ লসন ইংলণ্ডের নিদারুণ বেকার সমস্যার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তদুত্তরে বৃটিশ সরকারের শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মিঃ আর্নেষ্ট ব্রাউন বলেন—দেশে শিল্পদ্রব্য ও কৃষিদ্রব্যের মূল্য পড়িয়া যাওয়াতেই বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরদিকে জীবন যাত্রার মহার্ঘতা কমিয়া গিয়া গত চারি বৎসরে সাধারণভাবে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও কিছু বাড়িয়াছে। বেকার সমস্যা লাঘব করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বীমার প্রসার, নানারূপ সাহায্যের ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে সমাজ জীবনের উন্নতি বিষয়ক অনেক ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন। ঐ সব দিক দিয়া সরকারীভাবে যে খরচপত্র করা হইতেছে সেরূপ খরচপত্র অন্যান্য দেশে বড় একটা দেখা যায় না।

কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা

কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত যে তদন্ত কমিটী বসান হইয়াছে সম্প্রতি তাঁহাদের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সময় কাপড়ের কলের একদল শ্রমিক জানায় যে বোম্বাইয়ে শ্রমিকেরা সাধারণতঃ অনুপযুক্ত শ্রেণীর বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে তাহা সমীচিন নহে। উন্নত বিধি ব্যবস্থার ভিতর ল্যাঙ্কাশায়ারে ও জাপানে যে শ্রমিক ছয়টী কি আটটী তাঁত চালাইয়া থাকে বোম্বাইয়ের আবহাওয়ায় আসিয়া তাহার পক্ষে সন্তোষজনক ভাবে দুইটি তাঁত চালান সম্ভব পর হইবে কিনা সন্দেহস্থল। বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা অনেকেই বেশী পরিমাণ ঋণগ্রস্ত। বোম্বাইয়ে উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা এবং পণ্যমূল্যের চড়া হারই উহার প্রধান কারণ। বিবাহ করিতে হইলে খুব খরচপত্র করা প্রয়োজন হয় বলিয়া অনেক শ্রমিক বিবাহ করিতে পারে না। যদি প্রত্যেক শ্রমিকের বিবাহ করিবার মত সঙ্গতি থাকিত তবে তাহাদের নৈতিক জীবন সাধারণ ভাবে খুবই উন্নত হইত। বোম্বাইয়ে কোন কোন কাপড়ের কলে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার এখনও মাসে ১২ টাকা ও ১৩ টাকা হারে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। এইপ্রকার নিম্নতম মজুরীর হার মাসিক ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা উচিত। যাহারা বর্ত্তমানে ৩৫ টাকার উপর পাইতেছে তাহাদের নিম্নতম মজুরীর হার ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা দরকার।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এস কে রায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—ভারতে প্রাপ্তব্য সকল শ্রেণীর খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য আজ পর্য্যন্ত ভালরূপ ব্যবস্থা কিছুই অবলম্বিত হইতেছে না। কয়লা বাদ দিলে অন্য অনেক খনিজ সম্পদ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু নাই বলা চলে। ভারতের কোন স্থানে কি পরিমাণের বিবিধ প্রকার খনিজ দ্রব্য ভূগর্ভে সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অনেকটা অজ্ঞাত। ফলে ঐসব সম্পদ দ্বারা আমরা ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতেছি না। আর অপর দিকে কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি যে সকল খনিজ দ্রব্য স্থানে স্থানে উত্তোলিত হইতেছে তাহাও যথাযথ ভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া লাভবান হওয়ার ব্যবস্থা এখনও তেমন হইতেছে না। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি গ্যালন কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে মাত্র ৭ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপযুক্ত রূপ তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া বেশী পরিমাণ ঐ সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা হইলে এদেশে বেশী পরিমাণ কেরোসিনের যোগান পাওয়া যাইতে পারে। উপযুক্ত ভূতত্ত্ববিদের উপর এবিষয়ে ভারাপণ করিলে প্রকৃত উপকার দর্শিবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতবর্ষে যথেষ্ট সংখ্যক অভ্রের খনি রহিয়াছে। বৈদ্যুতিক শিল্প প্রসারণের পক্ষে অভ্র অত্যাবশ্যক। যদি এ দেশে অভ্র উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত করা হয়

বিক্রয় বিষয়ক উপদেষ্টা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালাইয়া গত এক বৎসর কালের মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘি পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধতা অনুসারে তাহাকে 'গব্য', 'ভয়সা', 'বিশেষ' এবং 'সাধারণ' এই চারি প্রকার মার্কা দ্বারা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যেসব ঘৃত-ব্যবসায়ী উপযুক্ত স্থানে সুবিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাগার স্থাপন করিবেন, সরকার হইতে তাহাদিগকে একটা সনদ প্রদান করা হইবে। এই সব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার পর খাঁটি ঘি টিনে প্যাক করা হয়। অতঃপর সরকার হইতে প্রত্যেক টিনের ঘি পরীক্ষা করিয়া উপরোক্তরূপ মার্কা লাগাইয়া দেওয়া হয়। কানপুরস্থ কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগার হইতে ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাগার সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। সরকারী মার্কা টিনের উপর বিশেষ ধরণের কাগজে আঁটিয়া দেওয়া হয়। সাধারণের সুবিধার জন্য এরূপ মার্কার ঘৃত ২ পাউণ্ড, ৫ পাউণ্ড, ১০ পাউণ্ড, ২০ পাউণ্ড ও ৪০ পাউণ্ড টিনে বিক্রীত হয়। বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ সহরে এই মার্কার ঘি এক্ষণে চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত এরূপ সরকারী মার্কার ঘৃত বাজারে প্রায় ১৫ হাজার মণ (মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা) বিক্রী হইয়াছে। বাজার প্রচলিত অন্যবিধ ভাল ঘৃতের তুলনায় সরকারী মার্কা বিশিষ্ট ঘৃতের মূল্য মোটেই বেশী নহে। এ পর্য্যন্ত ভারতে ১১টা সরকার মনোনীত পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশে মাদক বর্জ্জনের পরিকল্পনা

সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত "প্রহিবিশন কমিটী" তাহাদের রিপোর্টে ঐ প্রদেশে মাদক বর্জ্জন সম্পর্কে একটী সপ্তম বার্ষিক পরিকল্পনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রদেশের কোন অংশ বিশেষে মাদক পরিহারের কার্য্য আরম্ভ না করিয়া একযোগে প্রদেশের আটটি জিলায় উক্ত কার্য্য সুরু করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ রিপোর্টটী বিবেচনা করিতেছেন এবং উহা শীঘ্র গৃহীত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। যদি এই পরিকল্পনাটী গৃহীত হইয়া বাস্তবিকপক্ষে কার্য্যকরী হয় তবে অবিলম্বেই গাঁজা ও চরসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ছয় বৎসরের মধ্যে দেশীয় মদ বন্ধ করা হইবে এবং ৭ বৎসর কালের মধ্যে বিদেশী মদ সম্পূর্ণ বন্ধ করার ব্যবস্থা হইবে। পরিকল্পনাটীর মূল ব্যবস্থা অনুসারে প্রথমতঃ প্রদেশের সমস্ত পানশালা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইবে। (প্রথম বৎসর), দ্বিতীয়তঃ মাদক দ্রব্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা হ্রাস করা হইবে। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিগত-ভাবে মাদক দ্রব্য রক্ষার অধিকার হ্রাস করা হইবে এবং পরে শেষ পর্য্যন্ত প্রদেশে সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য চরমভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় মাদক পরিহারের ফলে প্রথম বৎসরে ১৬ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ২৪ লক্ষ টাকা, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে ২২ লক্ষ টাকা, পঞ্চম বৎসরে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ষষ্ঠ বৎসরে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পরিমাণে সরকারী রাজস্বের ঘাটতি হইবে। বর্ত্তমানে আবগারী রাজস্ব বাবদ সিন্ধু সরকারের মোট ৩২ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে। মাদক বর্জ্জনের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিলে বৎসরে ঐ বাবদ সরকারী ভাবে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। রাজস্বের ঘাটতি পরিপূরণের জন্য প্রহিবিশন কমিটী সিন্ধু দেশে আমদানীকৃত তুলার উপর, পেট্রোল ও তৈলের উপর, কেরোসিন, বাড়ী ভাড়া, সিগারেট, সিমেণ্ট ব্যবসা, আমোদপ্রমোদ ও মোটরযানের উপর কর বসাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে মাদক পরিহার করা হইলে প্রতি বৎসরে সিন্ধু প্রদেশের লোকদের মোট ৭৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থ বাঁচিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

বোম্বাইয়ে শিল্পোন্নতি

সম্প্রতি বোম্বে ইকনমিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভে কমিটীর নিকট বোম্বে ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়া জানান যে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে শিল্প বিষয়ে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের ভালরকম ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপযুক্ত আইন প্রণয়ণ করিয়া ম্যানুফ্যাক্চারিং ফার্ম্ম-গুলিকে তাহাদের নিজ যাবতীয় সংখ্যাবিবরণ প্রেরণ করিতে বাধ্য করা এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। শিল্প বিষয়ে মূলধন সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমবায় নীতিতে মূলধন নিয়োগের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এদেশে সরকারী আড়ং বা গুদাম স্থাপন করিয়াও শিল্প প্রসারে সাহায্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

মহারাষ্ট্র চেম্বার অব্ কমার্স তাহাদের প্রেরিত বিবৃতিতে সরকারী ভাবে উৎসাহ দেওয়ার উপযুক্ত অনেকগুলি গ্রাম্য শিল্পের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাহাদের অভিমত এই যে গবর্ণমেণ্টের যথাযথ চেষ্টা যত্ন নিয়োজিত হইলে কাঠের কাজ, খেলনা নির্ম্মাণ, বাঁশ ও বেতের কাজ এবং ছাতা নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্প পল্লী অঞ্চলে ভালরকম গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতি

লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বরোদা কলেজের অধ্যাপক ডাঃ কে, জি নায়ক এক বক্তৃতায় বলেন বিজ্ঞানকে অধিকতর পরিমাণে শিল্প-প্রসারের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াই ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশ তাহাদের বর্ত্তমান শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। আমেরিকায় মেলন ইনষ্টিটিউট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ ও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্য বহু সংখ্যক শিল্প গবেষণাগার শিল্প সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় গবেষণায় নিযুক্ত আছে। সেখানে এ প্রকার গবেষণাগারের বর্ত্তমান সংখ্যা দুই হাজারের উপর। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানই এ দেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে। রাশিয়ার একাডেমী অব সায়েন্স দেশের শিল্পোন্নতির কাজ বিজ্ঞানিক প্রণালীতে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া শিল্প বিষয়ে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সকল দিক

প্রকাশ। ইতিমধ্যেই প্রদর্শনীর যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা সুরু করা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত প্রত্যেক গোমহিষাদির জন্য ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত পদক প্রদান করা হইবে। তাহা ছাড়া উৎকর্ষতার বিচার করিয়া কাপ ও নগদ টাকার পারিতোষিকও প্রদত্ত হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট গোমহিষাদির জন্য তিনটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া স্থির হইয়াছে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পশুর মালিককে ভাইসরয়েস্ কাপ ও নগদ আড়াই শত টাকা প্রদান করা হইবে। সর্ব্বসমেত ১৬ হাজার টাকার পুরস্কার বিতরিত হইবে। প্রদর্শনীতে যে সমস্ত গোমহিষ উপস্থিত করা হইবে তাহাদিগকে সস্তা ভাড়ায় রেলে চলাচল করা যাইবে।

বাঙ্গলা প্রদেশে কৃষি বিষয়ক গবেষণা

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টে প্রকাশ এ বৎসর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ কাউন্সিলের অর্থ সাহায্যে কৃষি বিভাগ বিশেষ শ্রেণীর আটটী রিসার্চ স্কীম পরিচালনা করিয়াছিলেন যথা :—ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণা (ঢাকা) গৃহপালিত পশুর খাদ্য সম্বন্ধে তদন্ত, মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্পর্কে গবেষণা, পশ্চিম বাঙ্গলায় ধান চাউলের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত, উদ্যান বিদ্যা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা (কৃষ্ণনগর), কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে জরীপের ব্যবস্থা, তিসি ও মসিনার গাছ হইতে তন্তু উৎপাদনের পরীক্ষামূলক গবেষণা।

এ সমস্ত ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ও ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে আবশ্যকীয় গবেষণাও পরিচালিত হইয়াছিল। অধ্যাপক পি, সি, মহালনবীশ প্রেসিডেন্সী কলেজে কৃষি সম্বন্ধীয় নানা সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চালাইয়াছিলেন। কর্ণেল আর এন চোপরা ঔষধি বৃক্ষের চাষ এবং ভেজাল খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কলিকাতায় স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনে গবেষণার কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। এ বৎসর পল্লী উন্নয়ন বাবদ প্রদত্ত ভারত সরকারের অর্থ সাহায্য দ্বারা বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন ধরণের বীজ সরবরাহ ও কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রনালী প্রদর্শনার্থ মোট ৪৫০টী কৃষি কাম্প খোলা হয়। কিন্তু পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে ইহাদের অধিকাংশই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলায় তুলার চাষ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের কাজ চালান হইয়াছিল। এই দুই জেলায় মোট দুইশত মণ তুলার বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল। এ বৎসর বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্বন্ধেও কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে ব্যবস্থা

ওয়েজউড কমিটীর সুপারিশ অনুসরণ করিয়া রেলওয়ে বোর্ড সম্প্রতি এদেশের রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে নানারূপ বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে যত্নপর হইয়াছেন। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বসাধারণকে রেল ভ্রমণে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহে জোর প্রচার কার্য্য চালান স্থির হইয়াছে। বিভিন্ন রেলকোম্পানীর যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও তাহাদের চলাচলের গতি দ্রুততর করা কতদূর সম্ভবপর তৎসম্পর্কে বিবেচনার নিমিত্ত অফিসার নিয়োগের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে রাই সরিষা ও তিষির চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে মোট ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে তিসি ও ২৭ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে রাইসরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী ভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে ও ৩০ লক্ষ একর জমিতে উহার চাষ হইয়াছিল।

বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অ-বাঙ্গালী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডে'র (Appointments and Information Board) উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে ২৪টী বক্তৃতা ও বেতারের সাহায্যে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ৯ই জানুয়ারী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 'শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান' সম্বন্ধে উহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যাতায়াতের ও সংবাদ আদান প্রদানের দ্রুত উন্নতির ফলে বাঙ্গালীরা কেবল পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে নহে পরন্তু চীন, জাপান ও ভারতের অবাঙ্গালী জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে পরাজিত হইতে চলিয়াছে। এই দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা গত ২৫ বৎসর যাবৎ আমাকে ব্যথিত করিয়াছে। হুগলী নদীর উভয় তীরে যে সকল জুটমিল রহিয়াছে তাহার ২১টী ছাড়া সবগুলিই অবাঙ্গালীর দখলে আছে। এই ব্যবসায়ে ১৮ কোটী টাকা খাটিতেছে ও জুট মিল শেয়ারের বাজার দর ৩৫ কোটী টাকা, একথা ভাবিলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। কয়লার ব্যবসায়ে বাঙ্গালীদের কোন স্থান নাই বলিলেই চলে। ইউরোপীয়রাই এই ব্যবসায় অগ্রণী কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই খনির কাজ চালাইতেছে।

বাঙ্গলা কৃষি প্রধান স্থান। কিন্তু এ প্রদেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদি যথা ধান, পাট, সরিষা প্রভৃতির ব্যবসায় প্রধানতঃ মারোয়াড়ীগণেরই অধীনে পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের আমদানী ব্যবসায়েরও অনেকখানি মারোয়াড়ীগণের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এমন কি নূতন হাওড়া পুল, উয়েলিংটন ব্রীজ নির্ম্মাণ কার্য্যেও বাঙ্গালীদের কোন স্থান নাই। বাঙ্গালীরা মারোয়াড়ী, গুজরাটি, মাদ্রাজী, পার্শী, বিহারী, যুক্ত প্রদেশবাসী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, কচ্ছ ও সিন্ধী প্রভৃতি অবাঙ্গালীদের নিকটতর সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তাহার পদতল হইতে ভিত্তি সরিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীদের ঠাকুর, চাকর, পাচিকা, কুলী, মুটেমজুর এমন কি মুচি ধোপা ও নাপিত পর্য্যন্ত সমস্তই বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গালীর কার্য্যে নিযুক্ত। আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ও যেমন আজ বাঙ্গালীর হাতে নাই, তেমনি তাহার নিজ প্রদেশের অন্তর্বাণিজ্যও তাহার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এক কথায় জীবিকা উপার্জ্জনের দিক হইতে বাঙ্গালী তাহার নিজ প্রদেশেই হাত ছাড়াইয়া মরিতেছে। উদ্যম ও ব্যবসায়ী বুদ্ধি—ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই দুইটী প্রধানগুণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন; কিন্তু এই দুইটী গুণেরই বাঙ্গালী চরিত্রে অভাব ঘটিয়াছে। বাস্তবতার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালীরা আদর্শবাদেরই অতিরেশী ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রে যে ভাবপ্রবণতার দিক আছে উহা বাঙ্গালীকে কোন এক বিষয়ে আজীবন কর্ম্ম ও সাধনা করার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি তাঁহাদের চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিয়া শিল্প বাণিজ্যের দিকে এ প্রদেশবাসী যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি জানি সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সেখানে সাফল্য সুনিশ্চিত।

দিয়া উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রাশিয়ার শিল্পোন্নতির কাজে এত দ্রুত অগ্রগতি সাধন সম্ভবপর হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশের বিমানপোত

বর্ত্তমান সময়ে জগতের কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশের বিমানপোতের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে :—রাশিয়া ১৭,০০০, জার্ম্মানী ১১,০০০, ইটালী ৫,৭৫০, জাপান ৯,২০০, ইংলণ্ড ৪,০০০ ফ্রান্স ৯,৫০০ চেকোশ্লোভেকিয়া ৬০০, পোলাণ্ড ১,০০০, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২,৭৫০। মিউনিক সিদ্ধান্তের প্রাক্কালে জার্ম্মাণীতে বিমানপোত পরিচালনার কাজে সুদক্ষ লোকের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। রাশিয়া, ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে যথাক্রমে ঐরূপ সুদক্ষ পরিচালকের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ, ৬৭ হাজার, ৬০ হাজার ৫৫ হাজার, ৪০ হাজার এবং ৩০ হাজার। মিউনিক সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে মাসিক ৬ শত, ইংলণ্ডে ১৫৭, ফ্রান্সে ৮০টী বিমানপোত নির্ম্মিত হইতেছিল। বর্ত্তমানে বিমানপোত নির্ম্মাণের কাজ যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে নবেম্বর মাস হইতে ফ্রান্সে মাসিক ১২০টী, ইংলণ্ডে ৪০০টী, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫০টী, ইটালীতে ১৫০টী এবং জার্ম্মাণীতে মাসিক ৫০০টী বিমানপোত নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ফ্রান্সে মাসিক ২০০টী, ইংলণ্ডে ৫০০টী, যুক্তরাষ্ট্রে ৫০০টি, ইটালীতে ২০০টী এবং জার্ম্মাণীতে ৭৫০টী বিমানপোত নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বীমা ব্যবসায়

গত বৎসর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জীবন বীমা কোম্পানী সমূহ বীমার দাবী পূরণ বাবদ মোট ২৪০ কোটি ডলার পরিশোধ করিয়াছে। এই হিসাবে বীমার দাবী বাবদ প্রতি ঘণ্টায় পরিশোধ করা হইয়াছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। এইরূপ ভাবে পরিশোধিত প্রতি তিন ডলারের মধ্যে পলিসি গ্রাহকেরা তাঁহাদের জীবিত অবস্থায় ২ ডলার পাইয়াছে, আর বাকী ১ ডলার পাইয়াছে মৃত পলিসি-গ্রাহকদের উত্তরাধিকারিগণ। এই অর্থ যে সাধারণের ক্রয় শক্তি রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

ইংলণ্ডে অগ্নিবীমা ও মোটর বীমা

গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডের অগ্নি বীমা কোম্পানী সমূহের প্রিমিয়াম বাবদ মোট ৫ কোটি ৭ লক্ষ ৭ হাজার ১০০ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। ঐ বৎসরে মোটর বীমা কোম্পানী সমূহের ঐ প্রকার আয় দাঁড়াইয়াছিল মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০০ পাউণ্ড। অবশ্য এই সময় অগ্নি কোম্পানীগুলির পক্ষে [illegible] চালাইয়াই সম্ভবপর হইয়াছিল।

মহীশূর রাজ্যে উন্নত ধরণের কৃষি

মহীশূর রাজ্যের সরকার ঐ রাজ্যে উন্নত ধরণের কৃষি প্রবর্ত্তন বিষয়ে বর্ত্তমানে খুবই উৎসাহ এবং তৎপরতা দেখাইতেছেন। সরকারী কৃষি বিভাগের চেষ্টায় গত ১৯৩৮ সালে ১ হাজার ৯৩৩ সংখ্যক কৃষি-জমিতে চাষাবাদের উন্নত প্রণালী প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এবং সরকারী ফার্ম্মে যে সব উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেরূপ শ্রেণীর বহু যন্ত্রপাতিও গ্রাম্য পঞ্চায়তের মারফতে যথেষ্ট সংখ্যায় কৃষকদের ভিতর বিতরিত হইয়াছিল। ইক্ষুর চাষ প্রয়োজনানুরূপ হ্রাস করিয়া তৎস্থলে দেশের জমিতে কিছু পরিমাণে অন্য লাভজনক ফসলের আবাদ প্রচলনের জন্য কৃষি বিভাগ তাঁহাদের চেষ্টা যত্ন বিশেষ ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ফলে ১৭ হাজার পরিমাণ আখের জমিতে আবার অন্যান্য শ্রেণীর ফসলের আবাদ করা হইয়াছে। বাঙ্গালোরের একটি ফার্ম্মে বলদ দিয়া চালাইবার উপযুক্ত একটি উৎকৃষ্ট ইক্ষু নিষ্পেষক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্থানীয় প্রচেষ্টায় জমি চাষ করিবার উপযোগী উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রও প্রস্তুত হইয়াছে। আমদানী-কৃত যন্ত্রাদির তুলনায় এই সমস্ত জিনিষ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কৃষকদের ভিতর বর্ত্তমানে এ সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রচলন করা হইতেছে। ১৯৩৩ সালে মহীশূর সেরাম ইনষ্টিটিউটটী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে উহার সাহায্যে গো-মহিষাদিকে রোগমুক্ত রাখিবার জন্য টীকা দেওয়ার প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এপর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ গোমহিষাদিগকে টীকা দেওয়া হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যে হাঁস মুরগী প্রভৃতি পালনের ব্যবসার উন্নতি সাধনের জন্য উহাদের বিবিধ প্রকার রোগ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য সরকার ১৯৩৭-৩৮ সালে একটী স্কীম অনুমোদন করিয়াছেন। এই স্কীম দ্বারা হাঁস মুরগী প্রভৃতিকে রোগমুক্ত রাখিবার জন্য সকলপ্রকার সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

নেদারল্যাণ্ডের মজুদ স্বর্ণ

নেদারল্যাণ্ড ক্রমে ক্রমে তাহার মজুত স্বর্ণ বিদেশে সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে। সম্প্রতি একরূপ একটি রাজকীয় ডিক্রি জারী করা হইয়াছে যাহার ফলে ঐ ব্যাঙ্ক তাহার মজুদ স্বর্ণ কোথায় সংরক্ষিত করা হইয়াছে সে বিষয়ে সাধারণের নিকট স্পষ্টভাবে কোন সংবাদ প্রচার করিতে বাধ্য নহে। গত এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক তাহাদের মজুদ মোট ১৪৮ কোটি ১০ লক্ষ ফ্লোরিন স্বর্ণের মধ্যে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ফ্লোরিন ঐভাবে অন্যত্র চালান দিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে যুদ্ধ বাধিলে ঐ স্বর্ণ লুণ্ঠিত হওয়ার ভয় আছে বলিয়াই যে কেবল উহা বিদেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে হল্যাণ্ড যাহাতে বিদেশ হইতে স্বর্ণের বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করিতে পারে সেজন্যই [illegible] বিদেশে স্বর্ণ মজুদ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

দিল্লীতে গোমহিষাদির প্রদর্শনী

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে ভারতীয় গোমহিষাদির একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী চলিবে। [illegible] সংখ্যক গোমহিষাদি উপস্থিত করা হইবে বলিয়া

প্রকাশ। ইতিমধ্যেই প্রদর্শনীর যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা স্থরু করা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত প্রত্যেক গোমহিষাদির জন্য ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত পদক প্রদান করা হইবে। তাহা ছাড়া উৎকর্ষতার বিচার করিয়া কাপ ও নগদ টাকার পারিতোষিকও প্রদত্ত হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট গোমহিষাদির জন্য তিনটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া স্থির হইয়াছে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পশুর মালিককে ভাইসরয়েস্ কাপ ও নগদ আড়াই শত টাকা প্রদান করা হইবে। সর্ব্বসমেত ১৬ হাজার টাকার পুরস্কার বিতরিত হইবে। প্রদর্শনীতে যে সমস্ত গোমহিষ উপস্থিত করা হইবে তাহাদিগকে সস্তা ভাড়ায় রেলে চলাচল করা যাইবে।

বাঙ্গলা প্রদেশে কৃষি বিষয়ক গবেষণা

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টে প্রকাশ এ বৎসর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের অর্থ সাহায্যে কৃষি বিভাগ বিশেষ শ্রেণীর আটটী রিসার্চ্চ স্কীম পরিচালনা করিয়াছিলেন যথা:—ইক্ষুর চারা সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণা (ঢাকা) গৃহপালিত পশুর খাদ্য সম্বন্ধে তদন্ত, মৃত্তিকার গুনাগুণ সম্পর্কে গবেষণা, পশ্চিম বাঙ্গলায় ধান চাউলের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত, উদ্যান বিদ্যা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা (কৃষ্ণনগর), কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা, তিসি ও মসিনার গাছ হইতে তন্তু উৎপাদনের পরীক্ষামূলক গবেষণা।

এ সমস্ত ছাড়া বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ও ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নানা বিষয়ে আবশ্যকীয় গবেষণাও পরিচালিত হইয়াছিল। অধ্যাপক পি, সি, মহালনবীশ প্রেসিডেন্সী কলেজে কৃষি সম্বন্ধীয় নানা সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চালাইয়াছিলেন। কর্ণেল আর এন চোপরা ঔষধি বৃক্ষের চাষ এবং ভেজাল খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কলিকাতায় স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে গবেষণার কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। এ বৎসর পল্লী উন্নয়ন বাবদ প্রদত্ত ভারত সরকারের অর্থ সাহায্য দ্বারা বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন ধরণের বীজ সরবরাহ ও কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রণালী প্রদর্শনার্থ মোট ৪৫০টী কৃষি ফার্ম্ম খোলা হয়। কিন্তু পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে ইহাদের অধিকাংশই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলায় তুলার চাষ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের কাজ চালান হইয়াছিল। এই দুই জেলায় মোট দুইশত মণ তুলার বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল। এ বৎসর বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্বন্ধেও কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে ব্যবস্থা

ওয়েজউড কমিটীর সুপারিশ অনুসরণ করিয়া রেলওয়ে বোর্ড সম্প্রতি এদেশের রেলওয়ের উন্নতি সম্পর্কে নানারূপ বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে যত্নপর হইয়াছেন। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বসাধারণকে রেল ভ্রমণে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহে জোর প্রচার কার্য্য চালান স্থির হইয়াছে। বিভিন্ন রেলকোম্পানীর যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও তাহাদের চলাচলের গতি দ্রুততর করা কতদূর সম্ভবপর তৎসম্পর্কে বিবেচনার নিমিত্ত অফিসার নিয়োগের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে রাই সরিষা ও তিষির চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে মোট ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমিতে তিষি ও ২৭ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে রাইসরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী ভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে ও ৩০ লক্ষ একর জমিতে উহার চাষ হইয়াছিল।

বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অ-বাঙ্গালী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডে'র (Appointments and Information Board) উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে ২৪টী বক্তৃতা ও বেতারের সাহায্যে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ৯ই জানুয়ারী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 'শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান' সম্বন্ধে উহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যাতায়াতের ও সংবাদ আদান প্রদানের দ্রুত উন্নতির ফলে বাঙ্গালীরা কেবল পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে নহে পরন্তু চীন, জাপান ও ভারতের অবাঙ্গালী জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে পরাজিত হইতে চলিয়াছে। এই দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা গত ২৫ বৎসর যাবৎ আমাকে ব্যথিত করিয়াছে। হুগলী নদীর উভয় তীরে যে সকল জুটমিল রহিয়াছে তাহার ২।১টী ছাড়া সবগুলিই অবাঙ্গালীর দখলে আছে। এই ব্যবসায়ে ১৮ কোটী টাকা খাটিতেছে ও জুট মিল শেয়ারের বাজার দর ৩৫ কোটী টাকা, একথা ভাবিলে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। কয়লার ব্যবসায়ে বাঙ্গালীদের কোন স্থান নাই বলিলেই চলে। ইউরোপীয়রাই এই ব্যবসায় অগ্রণী কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই খনির কাজ চালাইতেছে।

বাঙ্গলা কৃষি প্রধান স্থান। কিন্তু এ প্রদেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদি যথা ধান, পাট, সরিষা প্রভৃতির ব্যবসায় প্রধানতঃ মারোয়াড়ীগণেরই অধীনে পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের আমদানী ব্যবসায়েরও অনেকখানি মারোয়াড়ীগণের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। এমন কি নূতন হাওড়া পুল, উয়েলিংডন ব্রীজ নির্ম্মাণ কার্য্যেও বাঙ্গালীদের কোন স্থান নাই। বাঙ্গালীরা মারোয়াড়ী, গুজরাটী, নাখোদা, পার্শী, বিহারী, যুক্ত প্রদেশবাসী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, কচ্ছ ও সিন্ধী প্রভৃতি অবাঙ্গালীদের নিকটতর সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তাহার পদতল হইতে ভিত্তি সরিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীদের ঠাকুর, চাকর, পাটনী, কুলী, মুটেমজুর এমন কি মুচি ধোপা ও নাপিত পর্য্যন্ত সমস্তই বাহির হইতে আসিয়া বাঙ্গালীর কার্য্যে নিযুক্ত। আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ও যেমন আজ বাঙ্গালীর হাতে নাই, তেমনি তাহার নিজ প্রদেশের অন্তর্বাণিজ্যও তাহার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এক কথায় জীবিকা উপার্জ্জনের দিক হইতে বাঙ্গালী তাহার নিজ প্রদেশেই হাত ছাড়াইয়া মরিতেছে। উদ্যম ও ব্যবসায়ী বুদ্ধি—ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই দুইটী প্রধানগুণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন; কিন্তু এই দুইটী গুণেরই বাঙ্গালী চরিত্রে অভাব ঘটিয়াছে। বাস্তবতার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালীরা আদর্শবাদেরই অতিরেকী ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রে যে ভাবপ্রবণতার দিক আছে উহা বাঙ্গালাকে কোন এক বিষয়ে আজীবন কর্ম্ম ও সাধনা করার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি তাঁহাদের চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিয়া শিল্প বাণিজ্যের দিকে এ প্রদেশবাসী যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি জানি সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সেখানে সাফল্য সুনিশ্চিত।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৭-৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী

পুনার কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের নানা উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। গত ১৯১৮ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে অব্যাহতভাবে উহা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রথম হইতে কতিপয় অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর উহার পরিচালনাভার ন্যস্ত হওয়ায় এই কোম্পানী সহজেই জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদরের আসন লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার ফলে দেশে উহার কার্য্যধারা দ্রুত সম্প্রসারিত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা ঐ প্রকার অগ্রগতিরই পরিচায়ক।

আলোচ্যবর্ষে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী মোট ৫০ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৫০ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ঐ বৎসর মোট ৪০ লক্ষ ১২ হাজার ৭৭৩ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার এই নূতন বীমার পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৭১ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৫০ হাজার ৬২৭ টাকা এবং অন্যান্য দফার আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৭ লক্ষ ২ হাজার ৩৮৬ টাকা। এই প্রকার আয় হইতে মৃত্যু দাবী বাবদ ৫০ হাজার ১১৮ টাকা; দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ায় দাবী বাবদ ১ হাজার টাকা ও প্রত্যার্পণ মূল্য বাবদ ৮ হাজার ৬২১ টাকা নিয়োজিত হয়। তাহা ছাড়া কার্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানী ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০৭ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৪৭৩ টাকা বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৭৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৯৮ হাজার ৫১০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৭৬ টাকা, দাদনী তহবিলের মজুত তহবিল বাবদ ১৭ হাজার ৮৭ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৯১ টাকা। ঐ তারিখে ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর কাগজ ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪২৮ টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ও অন্যান্য ঋণ ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮০ টাকা, কোম্পানীর জমি বাড়ী ২ লক্ষ ৭১ হাজার ১১২ টাকা, আসবাব পত্র ১২ হাজার ৯২৪ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ১ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭১৭ টাকা। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদ মূলক বিধি ব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে বলা যায়।

খ্যাতনামা একচুয়ারী মিঃ জি এস মারাথে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন বৎসরের ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ভেলুয়েসনে ও এম মৃত্যু তালিকার সহিত আজীবন বীমার নকল পাঁচ বৎসর এবং মিয়াদী বীমার নকল চারি বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হয়। দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্য সুদের হার বার্ষিক সাড়ে চারি টাকা হারে বরাদ্দ করা হয়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার লাভ সহ বীমার রিনিওয়েল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ২২ ভাগ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ ধরা হয়। সুদের বিষয় এই ধরণের বিবেচনা সম্মত ব্যবস্থায় ভেলুয়েসন করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরের ভেলুয়েসনে কোম্পাণীর মোট ২ লক্ষ ২১ হাজার ৭১ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত হইতে একচুয়ারী মিঃ জি এস মারাথে কোম্পাণীর ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দিগকে ৫ হাজার ৫০৮০ টাকা, প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে ৯ হাজার টাকা, অর্ডিনারী শেয়ার হোল্ডারগণকে ১৫ হাজার ৪৩৮ টাকা এবং পলিসি গ্রাহকগণকে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৯ টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত সুপারিশ অনুসারে আজীবন বীমার পলিসি গ্রাহকগণ প্রতি হাজারে ১৮ এবং অন্যান্য শ্রেণীর পলিসি গ্রাহকগণ প্রতি হাজারে ১৫ টাকা বোনাস পাইবেন।

কলিকাতার ৬৬ নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পাণীর কলিকাতা শাখা অবস্থিত। উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর এই শাখার কার্য্যভার ন্যস্ত থাকায় বাঙ্গলায় 'কমনওয়েলথে'র কাজ দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে। আমরা এই কোম্পাণীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল লাইফ্‌ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল লাইফ্‌ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ৩০শে জুন ১৯৩৮ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। এবৎসর কোম্পানীর মোট ৩৯ হাজার ২২২ টাকা আয় হইয়াছিল। কোম্পানী এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ২১ হাজার ৮৩৪ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ১১ হাজার ১২৫ টাকা এবং প্রত্যার্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৫০৫ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া কোম্পানীর পরিচালনা বাবদ ৯ হাজার ৩১২ টাকা (প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৫.৩ ভাগ) ব্যয় হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

দ্রুত কার্য্য সম্প্রসারণের সঙ্গে গত ১লা জানুয়ারী হইতে নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হেড অফিস নোয়াখালী হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নাথ ব্যাঙ্কের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে অধিক আমানত সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে আমানতের উপর কে কত অধিক হারে সুদ দিবেন তাহার একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতায় পরিণামে যে সকল ব্যাঙ্কই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে নাথ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে উহার ক্যাস সার্টিফিকেটের জন্য দেয় সুদের হার কমাইয়া দিয়াছেন। নাথ ব্যাঙ্কের এই সংসাহস সর্ব্বত্র অনুকরণযোগ্য। বাঙ্গলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক নাথ ব্যাঙ্কের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে তাঁহাদের আর্থিক ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় হইবে। নাথ ব্যাঙ্ক পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে ক্যাস সার্টিফিকেটের যে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা অন্যত্র বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১০ই জানুয়ারী লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ শচীন বাগচী কলিকাতা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে উক্ত কোম্পানীর বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্‌এর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর লালা বদ্রিদাস ও কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ডাঃ এন, সি, সিক্রিকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। কোম্পানীর হেড্ আফিস ম্যানেজার মিঃ টি, সি, কাপুর এবং মিঃ বাগচী সমবেত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মিঃ টি, সি, গোস্বামী, মিঃসন্তোষকুমার বসু, কলিকাতারমেয়র মিঃ এ কে এম জেকারিয়া, স্যার হরিশঙ্কর পাল, মিঃ এ সি সেন, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, মিঃ এস সি রায়, মিঃ বি সেনগুপ্ত, মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ, কর্ণেল চোপরা, মিঃ এন এল পুরী, মিঃ সি এস রঙ্গস্বামী, মিঃ ডি সান্যাল, মিঃ কে এম নায়ার, মিঃ আই বি সেন, মিঃ জে সি দাস, মিঃ ওয়াই, আর পাটিল, মিঃ এস এল রায়, মিঃ জে এন ভট্টাচার্য্য, মিঃ অনাথগোপাল সেন, মিঃ অমিয় সেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

বোম্বে লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি দিল্লীতে বোম্বে লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর একটী শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে উহার কার্য্য সুরু করা হইয়াছে।

নেপচুন এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১লা জানুয়ারী হইতে বোম্বাইয়ের নেপচুন এসিওরেন্স কোম্পানীর হেড্ অফিস উক্ত কোম্পানীর নিজস্ব নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোম্পানীর হেড অফিসের নূতন ঠিকানা দাঁড়াইয়াছে—নেপচুন বিল্ডিং, ২৭০নং হর্ণবি রোড—ফোর্ট—বোম্বে।

অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন

গত ১০ই জানুয়ারী ৫৭১নং কলেজ ষ্ট্রীটে অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েসনের একটী রেশম ও পশম ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। আসাম সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বার্দ্দলই উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ বার্দ্দলই বলেন যে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত রেশম ও কৃত্রিম সূতার উপর উপযুক্ত ভাবে শুল্ক বসাইলে পুনরায় এদেশের রেশম শিল্পের উন্নতি হইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারনা। মিঃ আনন্দ প্রসাদ চৌধুরী মিঃ বার্দ্দলইকে ভাণ্ডারটী উদ্বোধন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বলেন—আসামের ভিতর দিয়াই প্রথমে চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে রেশমের আমদানী হইয়াছিল। আসামের রেশম, এণ্ডি ও মুগা উক্ত প্রদেশের গত দিনের শিল্প নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ প্রদেশের রেশমশিল্প বাঙ্গলা প্রদেশের রেশম শিল্পের ন্যায়ই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। রেশম শিল্প এইভাবে বিলুপ্ত হইতে চলায় রেশমের কারিকরেরা আজ বেকার হইতে বসিয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৮৯ লক্ষ টাকার বিদেশী রেশম ও ২৫ লক্ষ টাকার উপর বিদেশী রেশম সূত্র আমদানী হইয়াছিল। উহার মোট লাভের শতকরা ৬০ ভাগ বিদেশে গিয়াছিল ও ৭০ ভাগ মাত্র এদেশ বাসীরা পাইয়াছিল।

অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েসন বর্ত্তমানে দেশের মৃতপ্রায় রেশমশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। যদি এদেশের জনসাধারণ প্রকৃত সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা তাহাদের কার্য্যে সহযোগিতা করে তবেই তাহাদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে।

নববর্ষের দেওয়াল-পঞ্জী

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ধন্যবাদের সহিত নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জীর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোরস লিঃ—৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড—২নং ডালহৌসী স্কোয়ার; ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স— লিঃ ১৬৭নং চীনাবাজার ষ্ট্রীট; ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—ক্লাইভ রো; প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড—৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট; বেকন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ—২নং রয়াল একচেঞ্জ প্লেস; সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক—৩নং হেয়ার ষ্ট্রীট; বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—৩নং হেয়ার ষ্ট্রীট; বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারঅব কমার্স; চিটাগাং লোন কোম্পানী—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট; ব্যাঙ্ক অব কমার্স—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট; হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ—চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান সিড্ গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন লিঃ

বীজ ও সারের ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, ২৫২ বি হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সান অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ বি বি মজুমদার। জীবন বীমার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মিডনাপুর কটন মিলস্ লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ শচীন্দ্রনাথ মাইতি। ব্যবসা কাপড়ের কল পরিচালনা অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১২ ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা।

ইন্দো-বৃটিশ টুবেকো কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ উপেন্দ্র চরণ সরকার। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২৭ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা।

হোটেলস্ (১৯৩৮) লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ এস সিংহ বি-এ, এল, এল, বি। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৫এ চৌরঙ্গী কলিকাতা।

স্ক্রীন কর্পোরেশন (১৯৩৮) লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ পি সি নান। সিনেমা হাউস ও থিয়েটার পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৬ বেথন রো কলিকাতা।

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ পি সি নান। ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩৬ বেথন রো কলিকাতা।

রায়স্ মেসিনারী এণ্ড ম্যাচ ইণ্ডাষ্ট্রী করপোরেশন লিঃ

সেক্রেটারী মিঃ কে এস চাটার্জ্জি। দিয়াশলাইয়ের ও চিনির কল নির্ম্মাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ৮৩সি বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রিট কলিকাতা।

এলুমিনিয়াম প্রডাক্সন্ কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ এল, জি, বস। অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২০২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

পাঞ্জাব ক্লথ মিলস্ লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ রাধাকিসেন সওগানেরিয়া। ব্যবসা-কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত করা অনুমোদিত মূলধন—২২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২০নং তাঁরাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মত ও পথ

উপযুক্ত সংখ্যাতত্ত্বের আবশ্যকতা

লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্মিলন (Indian statistical Conference) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্র টাইমস অব ইণ্ডিয়া গত ৭ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে উপযুক্ত সংখ্যাতত্ত্ব পাওয়ার সুবিধা নাই বলিয়া ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্মিলনে অনেক বক্তা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা যে বাস্তবিকই একটা দুঃখ করিবার বিষয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বর্তমান সময়ে ভারতের কয়েকটী প্রধান শিল্প সম্বন্ধে সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু অন্য অনেক দিক দিয়াই এরূপ ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু এ দেশের কৃষি বা কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের সরকারী ব্যবস্থা আজ তেমন কিছু করা হইতেছে না। কৃষি সকল ফসলের মোট উৎপাদন, গড়পড়তা উৎপাদন খরচ, জমির খাজনা, উৎপন্ন ফসলের ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিয়োগ প্রয়োজন। এই সব শ্রেণীর তত্ত্ব সরকারী দপ্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে এবং অর্থনীতিবিদদের নিকট সরবরাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই অবস্থায় সরকারের বেশী পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়া ঐ বিষয়ে একটা ভালরূপ ব্যবস্থা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদগণ ও ছাত্র-সম্প্রদায় স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তাহাদের অবসর সময় নানা বিষয়ে সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহে ব্যয় করিয়া ঐ দেশের সংখ্যা-বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে উন্নত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশেষ করিয়া ছাত্র-সম্প্রদায়ের ভিতর অনুরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা গেলে তাহার ফল খুব শুভ হইবে। ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ গোগরী তাঁহার অভিভাষণে এদেশে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সকল দিক দিয়া উন্নত করিবার বিশেষ আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি এ বিষয়ে একটি আসন্ন সুযোগের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। শীঘ্রই ভারতে আগামী ১৯৪১ সালের আদম সুমারী রিপোর্ট তৈয়ার করিবার কাজ আরম্ভ হইবে। ঐ রিপোর্ট তৈয়ারের সময় তত্ত্ব সংগ্রহকারীদিগের উপর যদি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক যাবতীয় বিষয়ে আবশ্যকীয় বিবরণ সংগ্রহের ভার অর্পণ করা হয় তবে নানা দিক দিয়া ভারতীয় সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া ডাঃ গোগরী মনে করেন। ডাঃ গোগরীর এই নির্দ্দেশ যে খুবই মূল্যবান এবং তাহা যথাযথ কার্য্যে পরিণত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাট-চাষীদের স্বার্থরক্ষার উপায়

চটকলওয়ালাদের ভিতর যে স্বেচ্ছাকৃত চুক্তি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গত ২ই জানুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র লিখিয়াছেন :—বর্তমান চুক্তির ফলে চটকলের কাজের সময় পাকাপাকিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু এদিকে পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত করা সম্বন্ধে কোনদিক দিয়া কোন আশ্বাসই পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় পাটচাষীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। পাটচাষীরাও সাধারণতঃ অজ্ঞ, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অভ্যাস নাই। স্বাভাবিক আর্থিক দুরবস্থার ভিতর ভবিষ্যতে ভালরূপ মূল্য পাওয়ার আশায় অধিকদিন তাহারা ফসল ধরিয়া রাখিতেও অসমর্থ। তাহার উপর দেশে পাট ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা তাহাদের বিহিত স্বার্থের প্রতিকূল। দেশের গভর্ণমেণ্ট যদি আইন করিয়া তাহাদিগকে পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে নিতান্তই অসমর্থ হইয়া থাকেন তবে তাহারা অন্ততঃ এমনি ধরণের উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা কিছু করিতে পারেন যাহাতে চটকলওয়ালারা কিংবা ব্যবসায়ীরা পাটচাষীদের স্বার্থ উপেক্ষা করিবার অহেতুক সুবিধা না পায়। কেন্দ্রীয় পাট কমিটী কর্ত্তৃক সম্প্রতি যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নানা দিক দিয়া পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে কৃষকেরা অধিক দিন পাট ধরিয়া রাখিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা যদি কিছু অবলম্বিত না হয় তবে পাটের চাহিদা বাড়াইবার উপায় হইলেও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত পাট চাষীরা বিশেষ কিছু উপকৃত হইবে সে সম্ভাবনা নাই। পাটের ফাটকা বাজার বর্তমানে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাও সর্বতোভাবে পাট চাষীদের বিহিত স্বার্থের প্রতিকূল। পাটচাষীদের হিত সাধন করিতে হইলে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যবসায়ে ভারতীয়ের কৃতিত্ব

গত ১২ই জানুয়ারী তারিখের 'ক্যাপিটল' পত্রে 'ডিচার' লিখিয়াছেন :—ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বড় বড় ব্যবসা গড়িয়া তোলার দৃষ্টান্ত যে এ যুগেও বিরল নহে, সম্প্রতি তাহা আমরা একটী বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ষাট বৎসর পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশের সাগর সহরে একজন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আইনজীবি ও রাজনীতিকের পেশা অবলম্বন করিয়া দেশে তাঁহার যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তিনি কিছু সুনাম অর্জ্জন করেন। এই ব্যক্তিটীর নাম স্যার হরিসিং গৌর। সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ আমরা তাঁহার নাম বড় একটা শুনি নাই। বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া বর্ত্তমানে কর্ম্মজীবনের শেষ অবস্থায় তিনি নীরব শান্তি ও অবসর ভোগ করিতেছেন ইহাই ছিল আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কিন্তু লণ্ডন হইতে আমি সম্প্রতি এই ব্যক্তিটীর বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টার যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে আমার উক্ত প্রকার ধারণা নিতান্ত ভুল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও স্যার হরিসিং গৌর অলস জীবন যাপনে নিযুক্ত রহেন নাই তিনি তাঁহার নিপুণ কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করিয়া একটী সেফটী রেজর উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সেফটী রেজরের বিশেষত্ব উহা cut proof অর্থাৎ উহার দ্বারা ক্ষৌর-কার্য্য সমাধা করিতে কোনরূপ ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে নাই। স্যার হরিসিং তাঁহার উদ্ভাবিত সেফটী রেজরের নাম দিয়াছেন 'ইউরেকা'। তিনি এই সেফটী রেজরটী উদ্ভাবন করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই, তিনি ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড মূলধন দিয়া ঐ রেজর তৈয়ারের জন্য পেখামে (ইংলণ্ডে) একটী কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। ঐ কোম্পানীর কারখানায় প্রতি বৎসরে ২ কোটী ৮০ লক্ষ সেফটী রেজর প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক রেজরের দাম পড়িবে এক গিনি এবং চলতি বৎসরের প্রথম ভাগেই তাহা ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১৩ই জানুয়ারী

এ সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বেকার মতই উল্লেখযোগ্য রূপ দাবী দাওয়া দেখা গিয়াছে। ফলে এ সপ্তাহেও বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকার সুদের হারে ব্যাঙ্ক সমূহের ভিতর কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) আদান প্রদান হইরাছে। বর্ত্তমানে উচ্চ সুদের হারে বাজারে যেরূপ অগ্রিম বেচাকিনার কাজ হইতেছে তাহাতে আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত টাকার বাজার চড়া থাকিবে বলিয়া ব্যাঙ্কগুলির স্থির বিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বিশ্বাস কতদূর দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই বিবেচ্য। প্রথমতঃ ট্রেজারী বিল খরিদ ও পরিশোধের দিক হইতে বিবেচনা করিলে টাকার বাজারে অদূরভবিষ্যতে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ২০শে জানুয়ারী পূর্ব্বক্রত আড়াই হাজার টাকার ট্রেজারী বিলের টাকা পরিশোধ করা হইবে। ২৭শে জানুয়ারী ও ৩রা ফেব্রুয়ারী ৩ কোটি টাকা করিয়া পরিশোধ করা হইবে। তারপর ফেব্রুয়ারী মাসের বাকী কয়েক সপ্তাহে আড়াই হাজার টাকা করিয়া পরিশোধ করা হইবে। অপর দিকে বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে যে নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে তাহার পরিমাণ মাত্র এক কোটি টাকা। পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ যেখানে সপ্তাহে আড়াই কোটি টাকা ফিরিয়া আসিতেছে সেখানে নূতন ট্রেজারী বিল বাবদ সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকা নিয়োজিত হইতেছে। যদি ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা না হয় তবে এই অবস্থায় বাজারে বেশী পরিমাণে টাকা সঞ্চিত হইয়া যাওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে টাকার স্বচ্ছলতা দেখা যাওয়া অসম্ভব নহে। তবে একটা বিশেষ সুলক্ষণ এই এই যে বর্ত্তমানে নূতন ট্রেজারী বিলে বেশী টাকা নিয়োজিত হওয়ার সুবিধা না থাকিলেও উপযুক্ত পরিমাণে টাকা খাটাইবার সুযোগ সুবিধা এখন অনেক দিক দিয়াই বাড়িয়াছে। বৎসরের এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সেরূপ বর্দ্ধিত চাহিদা বেশ একটু প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পশ্চিম ভারতে নূতন ফসল ক্রয়ের তাগিদে ব্যবসায়ীরা টাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে কারণে তাহাদের দিক হইতে টাকার ক্রমাগত দাবী দাওয়া ব্যাঙ্ক সমূহকে মিটাইতে হইতেছে। এই দাবী দাওয়া কিছুকাল অব্যাহতভাবে চলিবে বলিয়াই মনে হয়। এইরূপভাবে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণই বর্ত্তমানে ট্রেজারী বিল খরিদের জন্য তত বেশী আবেদন পড়িতে দেখা যায় না। কাজেই এই অবস্থায় টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে কিছু বিলম্ব হওয়ার কথা।

গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২॥/২ পাই, এ সপ্তাহে তাহা আরও দশ পাই বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ৯৯।/৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯।/৬ পাই দরের শতকরা ৮৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আগামী ১৭ই জানুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার অহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২০শে জানুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৬ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়া ছিল ১৮১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমান ১৮০ কোটী ২৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ১১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে। অন্য বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :--

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	...	১শি ৫[illegible]পে
ঐ দর্শনী "	...	১শি ৫[illegible]পে
ডি এ ৩ মাস "	...	১শি ৬[illegible]পে
ডি এ ৪ মাস "	...	১শি ৬[illegible]পে
ডি এ ৬ মাস "	...	১শি ৬[illegible]পে
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়)	...	১৩০৫
মার্ক "	...	৮৬[illegible]
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)	...	২৮৮
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে)	...	৭৮॥৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৩ই জানুয়ারী

কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগে কাজকর্ম্মের মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিদেশের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহা মোটামুটী ভাবে নিরুৎসাহ-ব্যঞ্জক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিতে পারে নাই। ফলে ঐ বাজারে কোন উন্নতির সূচনা দেখা যাইতেছে না। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী সমাজ ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ও সিনর মুসোলিনীর আলাপ আলোচনার ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে এই আলোচনা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অনেকেই নূতন ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় কলিকাতার শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা কোন দিক দিয়াই বিশেষ কোন উৎসাহ পাইতেছে না। টাটা কোম্পানী তাহাদের উৎপাদিত জিনিষের দাম কমাইয়া দেওয়ায় বোম্বাইয়ের বাজারে ঐ কোম্পানীর শেয়ার মূল্যের মন্দা সূচিত হইয়াছে। বোম্বাই বাজারের এই অবস্থাও কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটী হতাশার ভাব মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের হার মোটামুটি চড়া ছিল। কিন্তু শেষ ভাগে দাম কিছু নামিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ইটালী গমন করায় ব্যবসায়ীরা সিনর মুসোলিনীর সহিত তাঁহার আলোচনার ফলাফল আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সংবাদে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পুনরায় একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে অদ্য বাজারে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৮।০ আনা হইতে ৯৮/০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। অদ্য বাজারে ২৸০ আনা সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৯৯।০ এবং ৫৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩) ১০৫৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ভাবে বলবৎ ছিল দেখা গিয়াছে। বেচাকিনা হইয়াছে কম। দামের হারও নিম্ন দেখা গিয়াছে। যদি বাজারের অন্যান্য বিভাগে দাম বৃদ্ধি না পায় এবং যদি ম্যাকনীল কোম্পানীর অধীনস্থ কয়লা কোম্পানীর আগামী রিপোর্ট সন্তোষজনক না হয় তবে শীঘ্র কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে বেচাকিনার উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ার আশা কম। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩২৭ টাকা, ইকুইটেবল ৩৫৲ টাকা এবং নিউ বীরভূম ১৭৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাট কল

এ সপ্তাহে বাজারের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় পাট কলের শেয়ারের বাজারে অপেক্ষাকৃত কর্ম্মোৎসাহ দেখা গিয়াছে। পাটকলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চট কলওয়ালাদের ভিতর একটা স্বেচ্ছামূলক চুক্তি স্থির হইয়াছে বলিয়া যে খবর প্রচারিত হইয়াছে তাহাই এই উন্নতির কারণ। গত সপ্তাহ হইতেই এই চুক্তির সমাধা হওয়া সম্বন্ধে আশার ভরসা সঞ্চার হইয়াছিল। ফলে গত সপ্তাহেই পাটকলের শেয়ার মূল্যের কতকটা উন্নতি সাধিত হয়। এই অবস্থায় ঐ চুক্তি পাকাপাকি ভাবে স্থির হওয়ার সংবাদে পাটকলের শেয়ার মূল্যের অতিরিক্ত কিছু বৃদ্ধি লক্ষিত হয় নাই। তবে এই সংবাদে বাজারে প্রকৃত আস্থার ভাব বাড়িয়াছে এবং দামের হারও চড়াহারে বলবৎ আছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাজারের অন্যান্য বিভাগে উন্নতি দেখা গেলে এই বিভাগে দামের হার আরও বাড়িতে পারে। অদ্য বাজারে হাওড়া কোম্পানীর শেয়ার মূল্য ৫২৸৵০ আনা এবং জামাবহাটীর শেয়ার ৭৭৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার দাম এ সপ্তাহে সর্ব্বোচ্চে ২৯।০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ২৮॥৵০ আনার ভিতর উঠানামা করিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিকিকিনিতে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছিল :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)	...	৯৯॥৶০
৩ " ঋণ (১৯৫১)	...	১০২॥৵০
৩ " ঋণ (১৯৫১-৫৪)	...	১০১৸০
৩৲ " নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	...	৯৮/০
৩ " ইউপি বণ্ডস (১৯৬১-৬৬)	...	৯৭৸৵০
৩ " ইউপি ঋণ (১৯৫২)	...	৯৯৸০
৩॥০ " কোম্পানীর কাগজ		৯৮।/০, ৯৭।০, ৯৮।৶, ৯৮৶/০, ৯৮।০, ৯৮।/০, ৯৮।০, ৯৮।৵০, ৯৮।০, ৯৮।৵০, ৯৮।৵০
৩॥০ " ঋণ (১৯৪৭-৫০)	...	১০৫৵০, ১০৪॥৶০
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫)	...	১০৮৶০
৫৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	...	১১১।/০,
৫৲ " ঋণ (১৯৪০-৪৩)		১০৪৸৵৶, ১০৪৸৵০, ১০৫৲, ১০৪৸৶০
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	...	১১৫৸০, ১১৫৸/

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৩৮-৬৩)	৯৬।০,৯৬॥০
৩৲ ” ” ” ” ” (১৯৬৩-৩৮)	৯৬॥০
৩৲ ” ” ” ” ” (১৯৩৭-৫১)	৯৯।৵০
৩৲ ” হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ (১৯৫৬-৬৬) …	১০২৸৵০,১০৩৵০
৩।০ ” রেঙ্গুন মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯৬৬-৭৬) …	৯৯৸০
৪৲ ” কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯১৫-৭৫)	১১০।৵০

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) …	১৪৯৲,১৫০৲
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক …	৩০॥০,৩১৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) …	৩৮৫৲,৩৮৭৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সং আদায়ী)	১,৫৬৬৲, ১,৫৭৪৲, ১,৫৬৬৲, ১৫৭৪৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১৪৲,১১৫॥০,১১৪॥০,১১৫॥০,১১৪॥০,১১৫॥০, ১১৪॥০,১১৫৲,১১৪॥০,১১৫॥০,১১৫৲,১১৬৲

কয়লার খান

বেঙ্গল	৩২৬৲,৩২৭৲,৩২৬৲,৩২৮৲
বোকারো ও রামগড়	১৫৸০,১৫॥৵০,১৫৸৵০,১৫৸৴০
বড় ধেমো	৩।৵০
বরাকর (অডি) …	১৩৸০
বরাকর (প্রেফ)	১৩৬৲,১৩৭৲,১৩৬৲,১৩৭৲
ধেমো মেইন …	১১॥৶০
ইকুইটেবল (প্রেফ) …	১৩৩৲,১৩৪৲
হরিলাদী …	১৫৲,১৪৸৵০
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল …	১॥৵০
নাজিরা …	৮॥৵০
নিউ বীরভূম (অডি) …	১৬।০
নর্থ দামুদা …	৪॥৴০,৪॥৶০,৪৸৴০
পেঞ্চভেলী …	৩১।০, ৩১৲
রাণীগঞ্জ	৩১৲,৩১।৵০,৩১॥৵০,৩১৵০
টালচর …	১৴০
ওয়েষ্ট জামুরিয়া	৩২।৵০,৩২॥৵০,৩২॥০,৩২।০,৩২॥০

কাপড়ের কল

ডানবার (অডি) …	১৫৪৲,১৫৫৲
এলগিন মিলস (অডি) …	১১১৲,১১২৲
কেশোরাম …	৬।৴০,৬।৵০
মোহিনী মিলস (অডি)	১০৵০,১০।৵০,১০॥০,১০৸০
মুইর মিলস (অডি) …	২২৩॥০,২২৪॥০
মুইর মিলস (প্রেফ) …	৭০৲
নিউ ভিক্টোরিয়া (অডি) …	১৲,১৴০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেনারেস ইলেকট্রিক …	১৩।০,১৩॥০
বেঙ্গল টেলিফোন (অডি)	১৭॥৵০,১৭৸০,১৮।০,১৭॥৶০,১৮৲,১৯॥৵০
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) …	১৩৸০ ১৪৲,১৩॥৶০
পাটনা ইলেকট্রিক …	১৫॥০,১৫৸০
আপার গ্যাঞ্জেস …	১০৸০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (অডি) …	২৭০৲
হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অডি) …	৭॥০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৯।০,২৯॥০,২৯৴০,২৮৸৵০,২৮৸৶০,২৯৲, ২৯৵০,২৮।০,২৮৸৵০,২৮৸০,২৯৲,২৮৸৶০,২৮৸৴০, ২৯৴০,২৮৸৵০,২৯৵০,২৮॥৵০,২৮॥৴০,২৮৸৴০, ২৮॥৵০,২৮।৶০,২৮॥০,২৮॥৵০,২৮৸০,২৯৲,২৮॥৶০, ২৮॥০,২৮।৴০,২৮৸০,২৮।৵০,২৮৸৴০
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (প্রেফ) …	১২৬৲,১২৭৲,১২৮৲
মার্সালস …	১৸৵০
ন্যাশ আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল …	৪।৶০
সারন ইঞ্জিনিয়ারিং …	৫৶০,৫।৴০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি)	৯।৴০,৯৸৴০,৯॥০,৯৸০,৯॥৵০,৯।৵০,৯৸০, ৯॥৴০,৯৸৴০,৯॥৵০,৯৸০,৯৸৴০,৯॥০,৯॥৴০,৯৸৴০, ৯৸০,৯।৵০,৯॥০,৯৸০,৯॥৴০,৯৸৴০,৯৸০,৯৸৴০,৯॥০,৯৸০, ৯॥৴০,৯৸৴০
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) …	৯৩॥০,৯৪॥০

পাটকল

আদমজী (অডি) …	৯।৴০,৯॥৵০,৯৸৵০
এ্যালবিয়ন (অডি) …	১৯৪৲,১৯৮৲
এ্যালায়ান্স (অডি) …	২১৫৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি) …	৩১০৲,৩০৯,৩০৯, ৩০৬॥০,৩০৮৲,৩১২৲,৩১৩৲,৩০৭৲,৩০৯৲,৩১০৲,৩১২৲, ৩১২॥০,৩১৮৲,৩২০৲,৩১৩৲,৩১৪৲,৩১৫৲,৩১৬৲,৩১৭৲, ৩১৮৲,৩২০৲,৩১৮৲,৩১৫॥০,৩১৭॥০,৩১৫৲,৩১৭৲

নাম		দর
এ্যাংলোইণ্ডিয়া (প্রেফ)	...	১৬৬৲,১৭৩॥০
বালী (প্রেফ)		১৬৯৲,১৭০৲,১৭১৲,১৭২৲,১৭৩৲,১৭৫৲,১৭৬৲, ১৭৭৲,১৭০৲,১৭৪৲,১৭০৲,১৭৭৲,
বালী (প্রেফ)		১৩৬৲
বরানগর (অডি)		১৩৪॥০,১৩৫॥০,১৩৪৲,১৩৫৲,১৩৬৲,১৩৭৲,১৩৮৲, ১৩৯৲,১৩৭৲,১৩৮॥০,১৪০৲,১৩৭৲,১৩৮৲,১৩৬॥০
বরানগর (প্রেফ)		৫৬৲
বেলভেডিয়ার	...	৩৪৪৲,৩৪৬৲,৩৪৪,৩৪৬৲
বেলভেডিয়ার (প্রেফ)		১৫২৲,১৫৩৲
বিরলা		১৫৲,১৫৵০,১৫।৵০,১৫।৴০,১৫৸৴০,১৫৸০,১৬৲,
বজবজ (অডি)	...	২৭২৲,২৭৩॥০
বজবজ (প্রেফ)		১৫০৲
চাপদানী		১৫০৲,১৫১৲
সিডিয়ট (অডি)		১৬১৲
সিডিয়ট (প্রেফ)	..	১৩৩॥০
ক্লাইভ (অডি)		২২৸০,২২৸৵০,২২৵০,২৩।৵০,২৩।০,২২॥০,২২॥৵০ ১২৸৵০,২২৸০
ক্লাইভ (এ প্রেফ)		১২২৲
ডেল্টা		৩৭৫৲,৩৭৮৲
এম্পায়ার		২৪৵,২৪।৵
গ্যাঞ্জেস (অডি)		২০১॥০
গৌরীপুর (অডি)		৫১৩৲,৫১৫৲,৫১৬৲,৫২০৲,৫২৪৲,৫২৭৲,৫২৮৲,৫২৯৲, ৫৩৮৲,৫৩০৲,৫৩৭৲
গৌরীপুর (প্রেফ)	...	১৩৪৲
হুগলী (অডি)	...	৪৫।০,৪৫॥০
হুগলী (প্রেফ)		১৫৸৵,১৬৵,১৬৲,১৬।০,১৬॥০
হাওড়া (অডি)		৫১॥৵,৫১।৵,৫১॥৵,৫১৵,৫১॥০,৫১॥৵,৫১৸৴,৫১৸৵,৫২৵,৫২৴, ৫২॥৵,৫২৲,৫১৸৵,৫১৸৴,৫১৸৵,৫২৲,৫২।৵,৫১৸৵,৫২৶,৫২।৵, ৫২॥৶,৫২।০,৫২॥০,৫২॥৴,৫২॥৶,৫২৸০,৫০।০,৫২॥৵,৫২॥০,৫২।৵, ৫২।৴,৫২৵,৫২॥৵,৫২৵,৫২৴,৫২॥৵,৫২॥৶
হুকুমচাঁদ	...	৫৸৵,৬৲,৬।৴০
ইণ্ডিয়া		২৭৫৲,২৭৬॥০,২৭৬৲,২৭৭॥০,২৭০৲,২৭৪৲,২৭৪॥০,২৭৬৲,২৭৬॥০,২৮৭॥, ২৮৪॥০,২৮৭৲,২৮৫৲,২৮৫॥০,২৮২॥০
কামার হাটী (অডি)		৪৭০৲,৪৮০৲,৪৭৭৲,৪৮২॥০,৪৮৩৲,৪৪৮॥০, ৪৮৫৲,৪৮১৲,৪৮০৲,৪৮২॥০,৪৭২৲,৪৮৩৲
কাকনারা (অডি)		৩৬৬৲,৩৬৮৲,৩৬৯৲,৩৭০৲,৩৭২৲,৩৭৪৲,৩৭৩৲, ৩৭৫৲,৩৭০৲,৩৭৩৲,৩৭৫৲,৩৬৮৲,৩৭০৲,৩৭২৲
খরদহ (অডি)	...	৩০০৲,৩০২৲
ঐ (প্রেফ)	...	১৩২৲
ল্যান্সডাউন (অডি)		১৪৭॥০,১৫৩৲
ন্যাশনাল		২০।৵,২০।০,২১।০,২১॥০,২১।০, ২১।০,২১৲,২১৵,২১।৵,২১।০
নিউসেন্ট্রাল	...	২৭০৲
নিউসেন্ট্রাল (প্রেফ)	...	১৪৪৲,১৪৫৲
নদীয়া		৩৭৲,৩৯॥০,৪০॥০৲,৪০৲,৩০৸০,৩৯॥০,৪০৲,৪০॥০,৩৯৸০
অরিয়েণ্ট		১৬২৲,১৬৪৲,১৬৮৲,১৬৯৲,১৬৮৲,১৬৯৲,১৬৯॥০,১৭০॥০
রিলায়েন্স (অডি)		৫৮॥০,৫৯৲,৫৮৸৵,৫৯।৵০
রিলায়েন্স (প্রেফ)	...	১৫৬৲,১৫৭৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (অডি)	...	২৬৫৲,২৬৯॥০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (প্রেফ)	...	১১৮৲,১১৯৲
ইউনিয়ান (অডি)		৩৬৩৲,৩৬৫৲,৩৬৭৲,৩৬৮৲,৩৬২৲

খনি

নাম		দর
বার্ম্মা কর্পোরেশন		৬৴০,৬।০,৬৲,৫৸৶০,৬৲,৬।০,৬।৴০,৬৵০,৬৲,৫৸৶০, ৬৴০,৬।৴০,৬৲,৫৸৶০,৬৲,৬৵০,৬।০,৬৲
কনসোলিডেটেড টিন		৬৸০,৭৲,৬৸৴,৭৴০,৬৸০,৬॥৶০,৭৲,৬॥৶০,৬৸৴০,৭৴, ৬৸০,৭৲,৬॥৶০,৬৸০,৬৸৴০,৭৲,৭৴০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন		২৵০,২।০,২৵০,২।০,২।৴০,২৵০,২।০,২৵০,২।০ ২৵০,২।০,২৵০
রোডেসিয়া কপার	...	১॥০
টেভয় টিন		১॥৴০,১।৵০,১।৶০,১॥৴০

চা বাগান

নাম		দর
বানার হাট (প্রেফ)	...	১৩৪৲,১৩৫৲
বড় দীঘি	...	৩৭।০,৩৭॥০
বিশ্ব নাথ	...	২১৸০,২১৸৵০,২২৵০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	...	৮৲
হলদি বাড়ী	...	১৬।০
সাপয়	...	৮৲,৮।০
টুলভার	...	৯৸০,১০৲,১০।০

বিবিধ

নাম		দর
বেঙ্গল পেপার (অডি)	...	৮৮৲,৮৮॥০,৮৯৲
বরুয়া টিম্বার	...	১॥৵০
বৃটিস বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম		৩॥৵০,৩॥০,৩।৶০,৩॥০,৩॥৵০
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)		৩৵০,৩৴০,৩৵,৩৵০,৩।০,৩৶০,৩৵০
বৃটিস ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন (প্রেফ)	...	১৫৫৲,১৫৬৲
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ (অডি)		১৬॥০,১৭৵০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অডি)	..	৯॥০,৯৸০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	...	২৸৵,৩৲
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ (প্রেফার্ডডেফ)	...	১০॥০
ইণ্ডো বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম (অডি)	...	১১০৲
মেদিনীপুর জমিদারী		৭২৲,৭৪৲,৭৩৲,৭৩॥০,৭৪॥০
শ্রীগোপাল পেপার	...	৬৸০
ষ্টার পেপার (অডি)	...	৭॥০,৭।০
টিটাগড় পেপার ('এ' অডি)		১৩॥৴,১৩।৵,১৩৸০,১৪৲,১৩॥৵,১৩॥৶০

পাটের বাজার

কলিকাতা ১৩ই জানুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে দরের খুবই তেজীভাব দেখা গিয়াছিল। এসপ্তাহে সে তুলনায় বাজারে দরের কতকটা মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাটকলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চটকলওয়ালাদের ভিতর যে স্বেচ্ছামূলক চুক্তি স্থির হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে উহাই এই অপেক্ষাকৃত মন্দার কারণ। গত ৭ই জানুয়ারী শনিবার ফাটকা বাজারে দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৩৮৸৹ পর্য্যন্ত চড়িয়া ও সর্ব্বনিম্নে ৩৮।৵৹ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৩৮৷৷৵৹ আনায় বাজার বন্ধ হয়। গত ১০ই জানুয়ারী পাটকলওয়ালাদের ভিতর চুক্তি স্থির হওয়ার সংবাদে দরের হার পড়িয়া গিয়া সর্ব্বোচ্চে ৩৮।৹ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৩৭৷৷৵৹ আনা দাঁড়ায়। পরে এসপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত দামের হার কিছু চড়িয়াছে সত্য কিন্তু এখনও তাহা উচ্চ হারে পৌঁছিতেছে না।

নিম্নে গত ৭ই জানুয়ারী হইতে অদ্য ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পাটকল বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৭ই জানুয়ারী	৩৮৸৹	৩৮।৵৹	৩৮৷৷৵৹
৯ই ,,	৩৮৷৷৵	৩৭৸৵৹	৩৭৸৵৹
১০ ,,	৩৮।৹	৩৬৷৷৵৹	৩৮।৹
১১ই ,,	৩৮।৵৹	৩৮৷৷৵৹	৩৭৸৵৹
১২ই ,,	৩৮।৹	৩৭৸৹	৩৮৵৹
১৩ই ,,	৩৮।৹	৩৭৸৵৹	৩৮৴৹

পাটকলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে চটকলওয়ালাদের ভিতর দীর্ঘকাল যাবৎ একটা স্বেচ্ছামূলক চুক্তির আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। এতদিন পরে গত মঙ্গলবার এই চুক্তি পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়াছে বলিয়া সংবাদ ঘোষিত হয়। এই চুক্তি আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। পাটের নির্ম্মিত থলে ও চটের বাজার সম্পর্কে এইরূপ একটা চুক্তির ফল বিশেষ আশাপ্রদ বিবেচিত হইলেও কাঁচা পাটের দর সম্পর্কে ঐ চুক্তির ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাই বিবেচ্য। বর্ত্তমান চুক্তির ফলে পাটকলের কাজের সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা হারে নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে পাট কলগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম পাট ব্যবহৃত হইবে এবং তাহার মাঝে পাটের দরও পড়িয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা অনেকেই করিতেছেন। নানাকারণে এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছেন যে চুক্তির ফলে পাটের তৈয়ারী জিনিষের দাম ভালরূপ বাড়িলে ঐ বাড়তির সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত কাঁচাপাটের দামও বাড়িবারই কথা। কিন্তু ইহা কার্য্যতঃ কতদূর ফলবতী হইবে তাহা এখনই জানা কঠিন। আমাদের মনে হয় পাটের দর সম্বন্ধে এইরূপ একটি অনিশ্চিয়তার ভাব বজায় থাকিতে না দিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময়ে পাটের নিম্নতর দর বাঁধিয়া দেওয়ার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতেন তবেই সঙ্গত কার্য্য হইত। পাট এ প্রদেশবাসী কৃষকদের অধিকাংশেরই অর্থাগমের প্রধান সম্বল। কিন্তু পাটচাষীদের পক্ষে পাটের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সুব্যবস্থা কিছু বলবৎ না থাকায় তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে পাট শিল্পের উন্নতির জন্য যখন একটী চুক্তি বিধিবদ্ধ হইল তখন দেশের অগণিত কৃষকদের উপকারার্থে পাটের নিম্নতম মূল্য সম্পর্কে একটী পাকাপাকি ব্যবস্থা হইলেই সকল দিক দিয়া সঙ্গতি রক্ষিত হইত। কিন্তু তাহা করিবার ব্যবস্থা না করিয়া পাটকলওয়ালারা থলে ও চট প্রভৃতির বেশী দাম পাইলে পাটের ভালরূপ মূল্য প্রদান করিবেন এই বিশ্বাসের উপর পাটচাষী দিগকে নির্ভর করিয়া থাকিবার পরামর্শ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এবৎসর পাটের যে চাহিদা দেখা যাইতেছে সে তুলনায় পাট মোটেই বেশী উৎপন্ন হয় নাই। এই অবস্থায় এবার পাটের দর চড়িবার আশা হয়ত আছে। কিন্তু উহার উপর নির্ভর না করিয়া পাটের দর নিশ্চিতভাবে চড়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কার্য্যকরী প্রণালী অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে পাটকলওয়ালারা প্রায় দিনই কিছু পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৬৸৵৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে গত সোমবার দিবস ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাটের দর প্রতি বেল ৩৬ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। পরে এ বিষয়ে আবার একটা উন্নতির সূচনা দেখা যায়। অদ্য ফার্ষ্ট পাট প্রতি বেল ৩৬৷৷৹ আনা হইয়াছে।

থলে ও চট

পাট কলের কাজের সময় সম্পর্কে পাটকলওয়ালাদের ভিতর পাকাপাকি ভাবে একটা চুক্তি স্থির হওয়ায় থলে ও চটের বাজারে বিশেষ আস্থার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ৯ পোর্টার (রেডি) চটের দর প্রথম দিকে ৮।৬ পাই পর্য্যন্ত চড়িয়া গিয়াছিল অদ্য তাহা সামান্য কমিয়া ৮৴৹ আনা হইয়াছে। অদ্য বাজারে ১১ পোর্টার (রেডি) চটের দাম ১০৵৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা ১৩ই জানুয়ারী

গত সপ্তাহে পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় মূল্য নিম্ন থাকার দরুণ লণ্ডনে ও বোম্বাইয়ে সোনার দর খুব চড়া ছিল। এসপ্তাহে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ষ্টার্লিং এর মূল্য হ্রাসের গতি বন্ধ করিবার জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে উভয় বাজারেই সোনার দামের একটা পড়তি লক্ষিত হইয়াছে। গত ৬ই জানুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৯ শি ৬ পেনী। গত ৭ই জানুয়ারী তাহা কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৯½ পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৭ পা ৮ শি ১১ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৬ই জানুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭।৯ পাই। গত ৭ই তারিখ তাহা ৩৭৵৩ পাই দাঁড়ায়। ৯ই জানুয়ারী তাহা ৩৭৵৯ পাই হয়। ১০ই তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৩৭৴/৯ পাই দাঁড়ায়। ১১ই জানুয়ারী তাহা হয় ৩৭৴/৬ পাই। ১২ই তারিখ তাহা ৩৭৴/৩ পাই হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৩৭৴/ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে ৬ই জানুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোনার দর ৩৭।৬ পাই, বড়াল বার ৩৭৴/৬ পাই এবং গিনি ২৩৸৴/৩ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৭৵৬ পাই, ৩৭/৬ পাই এবং ২৩৸৴ আনা হইয়াছে।

গত ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে মোট ৬১ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে কোন স্বর্ণ রপ্তানী হয় নাই।

রূপা

এসপ্তাহে রূপার বাজারে দামের হার মোটামুটি রূপ চড়া হাড়েই বলবৎ ছিল। লণ্ডনের বাজারে গত ৭ই জানুয়ারী প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০ ৯/১৬ পেনী, অদ্য বাজারে তাহা ২০¼ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৭ই জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫১৸৵৹ আনা। ৯ই তারিখ তাহা চড়িয়া ৫১৸৵৹ হয়। ১০ই জানুয়ারী তাহা ৫২৵৹ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ১১ই তারিখ তাহা ৫২/৹ আনা হয়। ১২ই জানুয়ারী ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য বাজারে উহা বাড়িয়া ৫২।৹ আনা দাঁড়াইয়াছে ;

কলিকাতার বাজারে গত ৬ই জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২।৹ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২৷৷৹ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৫২৴/৹ আনা ও ৫২।৴/৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে তূলা ফসল সম্পর্কে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় কাঁচা তূলার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। গুজব এই যে, আমেরিকার সরকারী ঋণ হ্রাস বা উহা একেবারেই লোপ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। সরকারী ঋণ অনুসারে যে তূলা মজুদ রাখা হইয়াছে তাহা কাটতি করা সম্বন্ধে একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল কারনে তূলার বাজারের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা নিরুৎসাহভাব দেখা দিয়াছে। গত মঙ্গলবার বোম্বাই-এর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ১৪৭৮৵০ পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। পূর্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫২৷৵০ ছিল। গত বৃহস্পতিবার খোলার সময় বাজার স্থির ছিল। বাজার বন্ধের দিকে উক্ত দর ১৪৬৷৵০ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। জুলাই আগষ্টের দর ১৪৯৲ টাকার কম হয়। ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪৫৲ ও মার্চ্চের দর ১৪৪৲ হয়। বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়ারীর দর ১১ টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ্চের দরও অনুরূপ ছিল।

আমেরিকার সরকারী নীতির অনিশ্চয়তার ফলে মিডলিং স্পট ৮·৯৮ সেণ্ট হইতে ৮·৭৮ সেণ্ট হ্রাস পায়।

মার্চ্চের দর ৮·২৮ সেণ্ট দাঁড়ায়। আমেরিকার সরকারী নীতির অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সর্ব্বশেষ সংবাদে এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, উহার গুরুতর কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না।

নিউইয়র্কের বাজারের মন্দার সংবাদে লিভারপুলের বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। শেষদিকে বাজারের কিছু উন্নতি হয়। মিডলিং স্পট ৫·১৪ পেন্স বন্ধ হয়।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। প্রায় সকল শ্রেণীর সূতার মূল্যই অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে মনে হইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে সূতার বাজারে উন্নতি দেখা দিবে। তবে সূতার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিলাতী সূতা—ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিগণ যেরূপ উচ্চ মূল্য দাবী করিতেছে তাহাতে কাহারও পক্ষে কারবার করা সম্ভব নহে।

জাপানী ও সাংহাই সূতার প্রতিযোগিতার জন্য বিলাতী সূতা কারবার দিন দিন বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে কিছু মন্দা দেখা দেয় কিন্তু পরে এই ভাব কাটিয়া গিয়া বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তাঁতিগণ যেরূপ চড়া মূল্য দাবী করিতেছে তাহাতে এই শ্রেণীর সূতার মূল্য আর হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। মার্সিরাইজ্ড সূতার বাজার অপরিবর্ত্তিত আছে। সামান্য কিছু কারবার হইয়াছে মাত্র, জাপানী তাঁতিগণ অত্যধিক মূল্য দাবী করাতে কোনই অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার বাজারেও কোনরূপ উল্লেখ যোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইটালীর সিণ্ডিকেটের মূল্য অপরিবর্ত্তিত আছে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর সূতার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা ছিল। জাপানী সূতার বাজার চড়া ছিল, তবে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না।

দেশী সূতা—বোম্বাই ইয়ার্ণ এক্সচেঞ্জ লিমিটেডে এই শ্রেণীর সূতার ভাল কারবার হইয়াছে। তবে মূল্যের কোন উন্নতি হয় নাই। ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অগ্রিম কারবারের মূল্য বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বোম্বাইয়ের মিল সমূহে নূতন কোন অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কাপড়

স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না, তবে দেশী কাপড়ের বাজারে কিছু কারবার হয় না। ব্যবসায়ীগণ তাহাদের স্ব স্ব মজুদ কাপড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় অগ্রিম কারবারের প্রতি তাহাদের স্বভাবতই কোন প্রকার আগ্রহ নাই। বিগত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবসায়ীগণ মিলসমূহ কর্ত্তৃক আকর্ষণযোগ্য মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে না। অদূরভবিষ্যতে কাপড়ের বাজারে কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিগত তিন মাস হইল জাপানী কাপড়ের বিস্তর আমদানী হইয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ার কাপড়ের বাজারে খুচরা বিক্রি ভিন্ন কোন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই। ল্যাঙ্কাশায়ার কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বাজারে বিশেষ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীগণ স্বভাবতই কোন অগ্রিম কারবার করার সম্বন্ধে নিরুৎসাহ প্রকাশ করিবে। জানা যায় যে, উক্ত কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা দশ ভাগ হ্রাস করিলেও বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী।

বিভিন্ন কেন্দ্রে সাদা জাভা চিনির দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। কলিকাতার চিনির আড়তদারগণ ভবিষ্যত বাজারের উন্নতির আশায় মজুদ মাল বিক্রয় সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। দেশী চিনির বাজারের অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ আমদানীকারকগণ অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী চিনি ক্রয় সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। বোম্বাইয়ের বাজারে জাভা চিনির মূল্য চড়া ছিল। লণ্ডনের বাজার হইতে আশানুরূপ সংবাদের ফলে এবং স্থানীয় বাজার অপেক্ষা অন্যান্য বন্দরে বেশী দরে উক্ত প্রকার চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াই এই চড়াভাবের মূল কারন বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান বাজার দরের উপর ব্যবসায়ীগণের অনাস্থা আসিবার ফলে দেশী চিনির বাজার স্থির ছিল। সুগার সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক সরাসরিভাবে চিনি বিক্রয় করিবার যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে ব্যবসায়ীগণ তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। এই সকল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যও পরিচালিত হইতেছে। দেশী চিনির দর হ্রাস পাইবার ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া ধরা যায়। তবে এপর্য্যন্ত সিণ্ডিকেটের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং মিলসমূহ যথারীতি সরাসরিভাবেই তাহাদের উৎপন্ন মাল বিক্রয় করিতেছে।

২৭ হাজার হইতে ৩০ হাজার বস্তা চিনি স্থানীয় বাজারে মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রায় সকল প্রকার চিনির মূল্যই অপরিবর্ত্তিত আছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার অভাবে ছাগলের চামড়ার বাজারে কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় না। অপরপক্ষে গরুর চামড়ার বাজার অপেক্ষাকৃত ভাল যায়। এই শ্রেণীর চামড়ার চাহিদা ছিল। শুষ্ক আর্সেনিক গরুর চামড়ার কারবার খুব ভাল হইয়াছে। বিদেশের বাজারে গরুর চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; অপরপক্ষে মাদ্রাজী মুচিগণও কারবার করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর চামড়ার বাজার ভবিষ্যতে তেজী থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	১০৮,৮০০	৪৫৲—৬৫৲
ঢাকা দিনাজপুর	৪৯,৪০০	৫৫৲—৭৫৲
লবণাক্ত	৩৯,৮০০	৫০৲—৯০৲

গরুর চামড়া—

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
দ্বারভাঙ্গা, বেনারস রাঁচি, ও গয়া আর্সেনিক	১০,২০০	৩৸০—৮৸০
দ্বারভাঙ্গা,পূর্ণিয়া সাধারণ আর্সেনিক	১৪,১০০	৬।০—৬৸০
রাঁচি সাধারণ	১৮০০	৬॥০
গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ	৮০০	৫৸০
নেপাল দার্জ্জিলিংসাধারণ	১১০০	৫।৸০
মহিষের চামড়া	২,৮৫০	৪৸০-৫৸০

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে পাটনা ২ লক্ষ ৮১ হাজার, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ১৫ শত ও লবনাক্ত ১১ হাজার ৮ শত ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। অপর পক্ষে ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ২১ হাজার ৫ শত আগা আর্সেনিক ৫ হাজার ৯ শত, দ্বারভাঙ্গা-বেনারস-গয়া-রাচি আর্সেনিক ৯ হাজার ৪ শত দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ৯ শত, রাঁচি সাধারণ ১ শত, নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ২ শত, দার্জ্জিলিং আসাম লবণাক্ত ৫ হাজার এবং বেনারস-গয়া গোরক্ষপুর সাধারণ ১ হাজার ৪ শত গরুর চামড়া বাজারে মজুদ ছিল। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ২ শত।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

ধান (নূতন)

		প্রতি মণ
গোসাবা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	...	২৶/,২।৫
মাঝারি ,,	...	২/১০,২৵১০
দাদশাল	...	২৶/১০,২।১০
চিনি আতপ (পুরাতন)	...	২৸০,৩৲
জুতু	...	২৵০,২৵১০
পূবা পাটনাই	...	১৸৵১৩,১৸৶/১০
রূপশাল	...	২।০,২।১০
সাধারণ পাটনাই	...	১৸৶/০,২/০
হামাই	...	২৵০,২।০
দেউলী পাটনাই	...	১৸৵১০,২৲
কাটারী ভোগ	...	২॥০,২॥/০

চাউল

চামরমণি	(ঢেকী)	(পুরাতন)	...	৪৲
কামিনী আতপ	,,		...	৪৶/০
রূপশাল	,,	,,	...	৪।০
কামিনী আতপ (কল)			...	৪৵০
রূপশাল	,,		...	৪৵১০
শীতাশাল		,,	...	৪৲
ইক্ষুগুড়			...	৫৲,৫।০
গোসাবা ২৩নং পাটনাই			...	৩৵০,৩৸৵০

গত ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে ৩ হাজার ৮৫১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের উক্ত সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৪০৪ টন।

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া ছিল। গত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতা বাজারে ২ লক্ষ ৭০ হাজার ঝুড়ি ধান আমদানী হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্রতি এক শত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

বাটানগরে শ্রমিকদের দাবী

বাটানগরে বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মঘট চলিতেছে তাহার পিছনে শ্রমিকদের নিম্নরূপ দাবী দাওয়া রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে :—(১) চাকুরীর স্থায়ীত্ব বজায় রাখিতে হইবে (২) বৎসরে মাহিয়ানা সহ একমাস কাল ছুটী দিতে হইবে (৩) শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে (৪) পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে (৫) মজুরীর হার বাড়াইতে হইবে (৬) মাসিক হারে বেতন দিতে হইবে (৭) প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড স্থাপন করিতে হইবে (৮) মাহিয়ানা বৃদ্ধির গ্রেড্ করিতে হইবে (৯) গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত ছুটির দিনে ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে (১০) মুসলমানদের জন্য কবরখানা ও হিন্দুদের জন্য শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থা করিতে হইবে (১১) শ্রমিক উপনিবেশে থাকিবার ভাড়া দুই আনা পর্য্যন্ত হ্রাস করিতে হইবে (১২) শুক্রবার দিন বেলা ১২টা হইতে ২॥ টা পর্য্যন্ত কোন কাজ থাকিবে না (১৩) পূজার বন্ধের সময় এক মাসের মাহিয়ানা অগ্রিম দিতে হইবে (১৪) মজুরদের মাহিয়ানা নিম্নতম পক্ষে ৭ টাকা হইবে (১৫) অসুস্থ অবস্থায় শ্রমিকদিগকে মাহিনাসহ ছুটী মঞ্জুর করিতে হইবে (১৬) শ্রমিক উপনিবেশে মজুরদের স্বাধীনতার অধিকার দিতে হইবে (১৭) কারখানায় শ্রমিকদের উপর কোন জোর জুলুম ও অত্যাচার করা চলিবে না (১৮) প্যাককারীদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাহিয়ানা দিতে হইবে (১৯) কাজের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় শ্রমিকদিগকে খাটান যাইবে না (২০) ইদ্রিস মিঞা ও মিঃ সুরীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে হইবে।

ধানানটো—

	(প্রতি এক শত কুড়ি)	মূল্য
জানুয়ারী	"	১৮৯৲
ফেব্রুয়ারী	"	১৯২৲
মার্চ্চ	"	১৯৫৲
এপ্রিল	"	১৯৯৲
চলতি দর	"	১৮৯৲

আতপ—

মোটা	"	১৮৫৲-১৮৭৲
সরু	"	১৯৫৲-১৯৭৲
টেবিষান	"	২০৮৲-২১৭৲
সুগন্ধি	"	২২০৲-২২৭৲
কুইন	"	২১৫৲-২২৯৲
মাণ্ডালো	"	২৯০৲-৩০০৲
ভাঙ্গা	"	১৬৫৲-১৭৫৲

গত ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ২৭ হাজার ৯৭০ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উক্ত সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ২১৭ টন।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী

গত ৯ই ও ১০ জানুয়ারী ৮নং মিশন রো কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের যে ২৮ নং নিলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

রপ্তানীযোগ্য—

আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর চা মোট ২১ হাজার ৭২৬ বাক্স বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ২০ হাজার ৮৮৮ বাক্স। সাধারণ শ্রেণীর চা ভিন্ন গুড়া ও অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূল্য প্রায় প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই চড়া ছিল। টি পি বি ও পি এবং ও এফ শ্রেণীর চায়ের বিশেষ চাহিদা ছিল ও উহা প্রতিযোগীতা মূলক দরে বিক্রয় হয়। এই শ্রেণীর চা প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হইতে দুই আনা চড়া মূল্যে বিক্রয় হয়। পরিষ্কার সাধারণ শ্রেণী ও মাঝারি ফ্যানিংস চায়ের মূল্যও গত নীলাম অপেক্ষা প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত চড়া গিয়াছে।

২৮নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ—

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
বিক্রীত	২১,৭২৬	২০,৮৮৮	১৮,৬৯৬
গড়পড়তা দর	॥৴৮	॥৵৮	॥৵৭

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

আলোচ্য নীলামে ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা মোট ২৮ হাজার ৫ শত বাক্সেরও উপরে বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ২৮ হাজার ৫ শত বাক্স। বালি মিশ্রিত এবং অতিশয় সাধারণ শ্রেণী ব্যতীত গুড়া চায়ের অত্যধিক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। গত নীলাম অপেক্ষা উপরোক্ত চায়ের মূল্য তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত চড়া যায়। খারাপ শ্রেণীর চায়ের মূল্য গড়পড়তায় প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই কম ছিল।

২৮নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	২১,১৯৭	৯,৩২৫	১৪,৩২৫	১৯,২৫৪
গড়পড়তা দর	।৭	।৴১	৵১১	।৪

ভারতীয় কাপড়ের কলে দেশীয় তুলার কাটতি

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের তুলনায় বেশী পরিমাণে তুলার কাটতি হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ঐ দুই মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলে মোট ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৮৭ বেল দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ঐ দুই মাসে দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে মোট ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩২ বেল। এবার দেশীয় রাজ্যের কলগুলিতে ৮৮ হাজার ১৭০ বেল, বোম্বাই প্রদেশের কলগুলিতে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৯০ বেল, যুক্ত প্রদেশের কলগুলিতে ৬১ হাজার ৪১০ বেল, বাঙ্গলা প্রদেশের কলগুলিতে ১৫ হাজার ৬২৬ বেল, মধ্য প্রদেশের কলগুলিতে ২৪ হাজার ৩৪৭ বেল, মাদ্রাজ প্রদেশের কলগুলিতে ৭৭ হাজার ২১৯ বেল এবং পাঞ্জাব প্রদেশের ও দিল্লী প্রদেশের কলগুলিতে ১৯ হাজার ৩৬ বেল পরিমাণ ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভারতের ফিল্ম শিল্প

সম্প্রতি স্যার রহিমতুল্লার চিনয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় ফিল্ম শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের একদল প্রতিনিধি ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁর সহিত দেখা করিয়া তাহাদের দাবী দাওয়া পেশ করেন। প্রতিনিধিদল ভারতীয় ফিল্ম শিল্পের নানাপ্রকার অসুবিধার কথা বাণিজ্য সচিবের নিকট উপস্থাপিত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কি প্রণালীতে এ বিষয়ে কতদূর সহায়তা করিতে পারেন তাহা প্রদর্শন করেন। গত ১৯২৭-২৮ সালে সিনেমাটোগ্রাফ কমিটী ভারতীয় ফিল্ম শিল্পকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিদল ঐ সুপারিশ অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ফিল্ম কোম্পানী সমূহকে মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অনুরূপ বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে ও কাঁচা ফিল্ম আমদানীর নির্দ্ধারিত শুল্ক শতকরা দশ ভাগের বেশী বৃদ্ধি না করিতে অনুরোধ করেন।

এদেশে আমদানীকৃত ফিল্মের উপর কর আদায় করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমানে বাৎসরিক ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মত আয় হইতেছে। এদেশে বিদেশী ফিল্ম প্রদর্শন বাবদ বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ টাকা বিদেশে প্রেরিত হইতেছে।

ডাক ও তার বিভাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বার্ত্তা আদান প্রদানের হার সম্বন্ধে সুবিধাদানের ফলে গত বৎসরে ডাক ও তার বিভাগের মোট ১৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। প্রকাশ ঐরূপ ক্ষতি পরিপূরণের জন্য ডাক ও তার বিভাগ প্রদত্ত সুবিধা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা স্থির করিয়াছেন।

ফোন—কলিকাতা ৭১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৫শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বর্ণের মূল্যের ভবিষ্যৎ

বাঙ্গলা দেশে কোন স্বর্ণখনি নাই এবং স্বর্ণের ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গলার স্থান নগণ্য। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে অনেকেই অলঙ্কার হিসাবেই হউক অথবা গিনি কি পাকা সোনা হিসাবেই হউক ঘরে কিছু স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আগ্রহশীল। কন্যাদায় মিটাইতেও প্রায় প্রত্যেকেরই স্বর্ণের প্রয়োজন হয়। ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতেও দেশে কম স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় না। এই সব কারণে এদেশে প্রায় সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে স্বর্ণের মূল্যে উঠতি পড়তি লক্ষ্য করিয়া থাকে। এজন্য স্বর্ণের মূল্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট প্রতি ১৫২৴ গ্রেণ বিশুদ্ধ (দশভাগের নয়ভাগ) স্বর্ণের মূল্য এক ডলার সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে যে দেশের মুদ্রার হিসাবে আমেরিকার ডলারের মূল্য চড়ে সেই দেশে স্বর্ণের মূল্যও চড়িয়া যায়। গত ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে ডলারের মূল্য কম ছিল বলিয়া এ দেশে স্বর্ণের মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ফলে গত বৎসরের প্রথম তিন মাসে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি পাকা সোনার মূল্য ছিল ৩৪৸০ আনার মত। কিন্তু পরে ইউরোপে রাজনীতিক পরিস্থিতি শঙ্কাজনক হইয়া উঠাতে অনেকে ইউরোপীয় মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাহা ডলারে রূপান্তরিত করতঃ আমেরিকায় প্রেরণ করিতে থাকে। এজন্য ডলারের মূল্য চড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্যও চড়িতে থাকে। এই ভাবে গত সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে পাকা সোনার দাম চড়িয়া প্রতি ভরি ৩৬৷৵১০ আনায় পরিণত হয়। উক্ত মাসে ইউরোপে যুদ্ধের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল তাহা তিরোহিত হওয়ার ফলে উহার পর হইতে ডলারের হিসাবে পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য কিছু চড়িতে থাকে। এই কারণে সেপ্টেম্বরের পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য কমা উচিত ছিল। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসে ও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক মাসে ইংলণ্ড হইতে এত বেশী পরিমাণ স্বর্ণ আমেরিকায় চলিয়া যায় যাহার ফলে ইংলণ্ডে স্বর্ণের অভাব উপস্থিত হয়। এজন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের জন্য স্বর্ণ ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই ঐ সময়ে ভারতে স্বর্ণের মূল্য যতটা কমা উচিত ছিল ততটা কমে নাই। উহার পর ইউরোপে পুনরায় রাজনীতিক ঘনঘটা দেখা যাইতে আরম্ভ হয় এবং ডলারের হিসাবে পুনরায় পাউণ্ডের মূল্য কমিতে থাকে। এই সব কারণে গত নবেম্বর মাসের শেষের দিকে ভারতে স্বর্ণের মূল্য প্রতি ভরি ৩৭৷৵১০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। স্বর্ণের এত চড়া দর ইদানীং আর কখনও দেখা যায় নাই। ইহার পরে অবশ্য স্বর্ণের মূল্য সামান্য কিছু কমিয়াছে এবং গত শুক্রবারে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরির মূল্য ছিল ৩৭৵৩ পাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা দিন দিন যে প্রকার প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে স্বর্ণের মূল্য যে আর কমিবে তাহা মনে হয় না। বরং উহা বাড়িবার সম্ভাবনাই বেশী।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ভারতবাসী

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অধিকাংশ অংশীদার ভারতবাসী হইলেও উহা ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এদেশে যে ১৮টী একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক আছে তাহার সবগুলিই বিদেশীদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। একমাত্র দেশের জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেই অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ভারতবাসীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সুখের বিষয় যে বর্ত্তমানে দেশের একচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে এবং জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে। উহার অর্থ এই যে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্রমেই অধিক পরিমাণে ভারতবাসীর প্রভাবে আসিতেছে। গত ১৯৩৮ সালে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৫ সালের শেষে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ৭২ কোটী ৯ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা। একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহে ১৯৩৫ সালের শেষে মোটমাট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। কাজেই এই উভয় ক্ষেত্রেই এক বৎসরের মধ্যে আমানতের পরিমাণ কিছু কমিয়াছে দেখা যায়। পক্ষান্তরে গত ১৯৩৫ সালের শেষে ভারতবর্ষের যে সমস্ত জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক সেই সব ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৯ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা টাকা। ১৯৩৬ সালের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০৩ কোটী ২২ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এই দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতেও আমানতের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। এই সব হিসাব হইতে মনে হয় যে ভারতবাসী তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ক্রমেই বেশী পরিমাণে ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক সমূহে ন্যস্ত করিতেছে। অবশ্য ১৯৩৬ সালের পরে পুনঃ দুই বৎসরকাল অতীত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সমষ্টিগত অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সমষ্টিগত ভাবে যে ভারতবাসী অনেকদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহের তুলনায় দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহ যে অনেক বেশী উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কোম্পানীর কাগজ সম্বন্ধে নূতন সিদ্ধান্ত

ভারত সচিব বনাম ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মামলায় বোম্বাই হাইকোর্টের দেওয়ানী বিভাগের আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া প্রিভি কাউন্সিল সম্প্রতি যে রায় দিয়াছেন তাহার ফলে কোম্পানীর কাগজে দাদনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে দান বা বিক্রয় সূত্রে কোম্পানীর কাগজ নূতন লোকের নিকট হস্তান্তর হইলে উহার পেছন দিকে মুদ্রিত স্থানে তাহার নাম বসাইয়া দেওয়া হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই কাগজ অন্যের নামে হস্তান্তর হইয়া তাহার নাম তালিকাভুক্ত না হয় ততদিন তালিকার সর্ব্বশেষে যাহার নাম উল্লিখিত থাকে সেই ব্যক্তিই উক্ত কোম্পানীর কাগজের মালিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদের অবগতির জন্য ভারত সরকার সময় সময় যে গাইড বুক প্রকাশ করেন তাহাতেও কোম্পানীর কাগজের পেছন দিকে উল্লিখিত তালিকার সর্ব্বশেষে উল্লিখিত ব্যক্তিকেই গভর্ণমেণ্ট উক্ত কাগজের মালিক বলিয়া গণ্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু সম্প্রতি প্রিভি কাউন্সিল বোম্বাই হাইকোর্টের যে সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে কোন কোম্পানীর কাগজে উল্লিখিত নামের তালিকার মধ্যে কোন একটি নাম যদি জাল বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং অনধিক ৬০ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে যদি এই জাল ধরা পড়ে তাহা হইলে জালের তারিখের পরবর্ত্তী কালে উক্ত কোম্পানীর কাগজে যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কাহারও উক্ত কাগজের উপর কোন দাবীদাওয়া ছিল বা আছে বলিয়া গণ্য হইবে না। কাজেই এখন হইতে কোম্পানীর কাগজের পেছন দিকে উল্লিখিত নামের তালিকার মধ্যে সর্ব্বশেষে উল্লিখিত ব্যক্তির এই কাগজের উপর কতটুকু স্বত্বস্বামীত্ব রহিয়াছে তদ্বিষয়ে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইল। এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন একমাত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ছাড়া কাহারও নিকট হইতে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে অথবা উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে সকলেই ইতস্ততঃ করিবে। কারণ কোম্পানীর কাগজ যে ভাবে অবিরত হস্তান্তর হয় এবং প্রত্যেক কাগজের পেছনে পরপর বহু ব্যক্তির নাম যে ভাবে উল্লিখিত থাকে তাহাতে গত ৬০ বৎসর কালের মধ্যে উহার কোন একটি নাম যে জাল হয় নাই তৎসম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ হইয়া কাজ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে ট্রাষ্টিদের হস্তস্থিত অনেক সম্পত্তি, অনেক দাতব্য সম্পত্তি এবং বিধবা ও স্বল্পমূলধন বিশিষ্ট বহু ব্যক্তির সম্পত্তি কোম্পানীর কাগজে দাদন করা হইয়া থাকে। প্রিভিকাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ফলে এই সব সম্পত্তি বিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে দেশের বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও বিবিধ ষ্টক একচেঞ্জের দালালগণেরই বেশী বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহের তহবিলের বেশীর ভাগ কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে নূতন বীমা আইন বলবৎ হইলে উহার পরিমাণ আরও বাড়িবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি বৎসর দুই বৎসর নূতন কোম্পানীর কাগজ বাজারে বাহির না করেন তাহা হইলে বীমা কোম্পানীসমূহ প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পর কোন সাহসে সাধারণের নিকট হইতে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবে? এই অবস্থায় ষ্টক একচেঞ্জের দালালগণই বা কোন সাহসে কোম্পানীর কাগজ বিকিকিনির দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন? ব্যাঙ্কসমূহের তহবিলেরও একটা মোটা অংশ কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ে অথবা উহার বন্ধক সূত্রে দাদন করা হইয়া থাকে। কিন্তু ৬০ বৎসর কালের মধ্যে কোম্পানীর কাগজের পেছনে উল্লিখিত নামের তালিকায় কোন একটা নাম জাল হয় নাই তৎসম্বন্ধে কেহই নিশ্চিন্ত হইয়া উহাতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে সাহস পাইবে না। সুতরাং প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ফলে কোম্পানীর কাগজ বিকিকিনি ও উহার জামানে টাকা ধার দেওয়া সম্পর্কে এক বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে! ভারত সরকার যদি এই সম্বন্ধে যথাবিহিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে নিরাপদ দাদন হিসাবে কোম্পানীর কাগজের উপর দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস অন্তর্হিত হইবে। আশা করা যায় যে দেশের ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং ষ্টক একচেঞ্জ সমূহের দালালদের তরফ হইতে এই বিষয়ে ভারত সরকারের উপর সমবেতভাবে চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

ঋণ সালিশী বোর্ডের অনাচার

ঋণ সালিশী বোর্ড সমূহে কি প্রকার পক্ষপাতিত্ব চলিতেছে এবং মহাজনকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে কি প্রকার অনাচার অবিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু সম্প্রতি ঋণ সালিশী বোর্ডের অনাচার সম্বন্ধে নোয়াখালী লোন অফিস, নোয়াখালী স্বদেশী ষ্টোর্স ও অন্য একজন মহাজনের তরফ হইতে উক্ত জেলার কালেক্টরের নিকটে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। উক্ত আবেদনের মর্ম্ম এই যে নোয়াখালী জেলার মহম্মদ নগর নামক গ্রামের অধিবাসী মুনসী বসিরুদ্দীন চৌধুরী নামক একজন মোক্তার তাঁহার বাৎসরিক দুই হাজার টাকার সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া দেন। পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়াছেন বলিয়া যখন তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল সেই সময়ে উক্ত বসিরুদ্দীন চৌধুরী তাঁহার ৮ হাজার টাকা পরিমিত ঋণ সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য সিরাজপুর ঋণ সালিশী বোর্ডে আবেদন করেন। উহাতে পাওনাদারগণ আপত্তি তোলেন যে তিনি ঋণ সালিশী আইন মতে একজন 'খাতক' বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সিরাজপুর ঋণ সালিশী বোর্ড পাওনাদারদের সিদ্ধান্তই সমর্থন করিবেন—এই আশঙ্কায় মুন্সী বসিরুদ্দীন তখন মামলা স্থানান্তরের জন্য সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন এবং সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একতরফা ভাবে এই মামলা চরকাকড়া ঋণ সালিশী বোর্ডে স্থানান্তরিত করেন। এই ঋণ সালিশী বোর্ড হইতে পাওনাদারদের উপর কোন নোটীশ দেওয়া হয় নাই। এমন কি উহাদের নিকট যে মামলা স্থানান্তরিত হইয়াছে এই সংবাদ পর্য্যন্ত পাওনাদারদিগকে জানান হয় নাই। পাওনাদারদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনাচক্রে এই সংবাদ অবগত হইয়া মামলার অবস্থা জানিবার জন্য চরকাকড়া সালিশী বোর্ডে আবেদন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কোন সঠিক সংবাদ দেওয়া হয় নাই। অবশেষে পাওনাদারগণ একদিন হঠাৎ জানিতে পারেন যে, তাঁহাদেরই সম্মতিক্রমে চরকাকড়া সালিশী বোর্ড আসল টাকারও কম পরিমাণ টাকা বহু বৎসরের কিস্তীতে আদায়ের সর্ত্তে ডিক্রী দিয়াছেন। পাওনাদারদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা এই মামলার সম্বন্ধে কোন নোটীশ পান নাই এবং মামলায় ডিক্রীপ্রাপ্ত টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সম্মতি দেন নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, মামলার তারিখে যাহাদের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ তারিখে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যত্র ভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই ঐ দিন ঋণ-সালিশী বোর্ডে তাঁহাদের উপস্থিতি একটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আবেদনকারীদের আরও বক্তব্য এই যে চরকাকড়া ঋণ-সালিশী বোর্ড পাওনাদারদের নিকট হইতে মামলার বিষয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম জাল করিয়া খাতকের পক্ষে এই ডিক্রী দিয়াছেন এবং এজন্য তাহারা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য নোয়াখালীর কালেক্টরের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে নোয়াখালীর সরকারী উকিল রায় সুখময় দত্ত বাহাদুর উপরোক্ত মুন্সী বসীরুদ্দীনের একজন পাওনাদার এবং ঋণসালিশী বোর্ডের ডিক্রীতে তাঁহারও সম্পত্তি আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রায় বাহাদুর একটী বিবৃতি দিয়া এরূপ জানাইয়াছেন যে, তিনি চরকাকড়া ঋণসালিশী বোর্ড হইতে কোন নোটীশ পান নাই এবং এই মামলার ডিক্রী সম্বন্ধে কোন সম্মতি দেন নাই। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে উক্ত মুন্সী বসিরুদ্দীন তাঁহার সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া যে দলীল সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আমরা এই বিবরণ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। আবেদনকারী পাওনাদারদের অভিযোগ যদি একাংশেও সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বর্ত্তমানে আইনের নামে চূড়ান্ত রকম জাল জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি যে নোয়াখালীর কালেক্টর বাহাদুর এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা যাহারা দুষ্কৃতকারী বলিয়া প্রকাশিত হইবে তাহাদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিবেন এবং পাওনাদারদের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া আইনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। ঋণসালিশী বোর্ড সমূহ বর্ত্তমানে আইনের নামে যে সমস্ত বেআইনী কাজ করিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আইন ও সরকারী সুবিচার সম্বন্ধে দেশের একটি লোকেরও শ্রদ্ধা থাকিবে না। উহা যে কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই মারাত্মক কথা।

সালিশী বোর্ডের ক্ষমতা

এই প্রসঙ্গে সালিশী বোর্ড সমূহের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারপতি সার এস কে ঘোষ এবং বিজন কুমার মুখার্জ্জি যে রায় দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। নাথ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক উহার দুইজন খাতকের বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তদুপলক্ষেই এই রায় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে ঋণসালিশী আইন বলবৎ আছে তাহার ২নং ধারায় কোন কোন শ্রেণীর ঋণকে বর্ত্তমান আইনের আমলে ঋণ বলিয়া এবং কাহাকে খাতক (debtor) বলিয়া গণ্য করা হইবে তৎসম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঋণসালিশী বোর্ড সমূহ অনেক ক্ষেত্রেই যাহা বর্ত্তমান আইন অনুসারে ঋণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তাহাকে ঋণ বলিয়া ও যাহারা বর্ত্তমান আইনে খাতক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে তাহাদিগকে খাতক বলিয়া গণ্য করিতেছেন এবং দেওয়ানী আদালতের উপর নোটীশ জারী করিয়া এই ধরণের খাতকদের বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত করিয়া দিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালত ঋণসালিশী বোর্ড সমূহের নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য কি না এবং বোর্ডের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া মামলার বিচার করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা আছে কি না তৎসম্বন্ধে নোয়াখালির সবজজ এবং সুধারামের ১ম মুন্সেফ হাইকোর্টের নির্দ্দেশ চাহেন। হাইকোর্টে বিচারপতি ঘোষ এবং মুখার্জ্জি এই সম্বন্ধে রায় দিয়াছেন যে যাহা ঋণসালিশী আইনের আমলাধীন ঋণ নহে তৎসম্বন্ধীয় কোন মামলায় ঋণসালিশী বোর্ড যদি মামলা স্থগিতের জন্য দেওয়ানী আদালতের উপর নির্দ্দেশ দেন তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত এই নির্দ্দেশ মানিয়া মামলা স্থগিত রাখিতে বাধ্য নহেন। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে বর্ত্তমানে পাওনাদারদের পক্ষে ঋণসালিশী বোর্ডের খামখেয়ালীর প্রতিকার করিবার কতকটা পথ হইল। তবে এই মামলার রায়ে জজ বিজন কুমার মুখার্জ্জি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে ঋণসালিশী বোর্ড সমূহ যাহাকেই খাতক বলিয়া গণ্য করুক না কেন দেওয়ানী আদালত সমূহ তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। আমাদের মনে হয় যে ঋণ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালত সমূহকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে খাতক সম্বন্ধেও উহাদিগকে অনুরূপ অধিকার দেওয়া উচিত। সালিশী বোর্ড সমূহ যাহাকে ইচ্ছা খাতক বলিয়া গণ্য করিবে এবং দেওয়ানী আদালত সমূহ অবনতমস্তকে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে তাহা ঋণসালিশী আইনের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। বোর্ড সমূহ মাত্র প্রকৃত খাতক ও প্রকৃত ঋণ সম্বন্ধেই বিচার করিবার অধিকারী। উহারা যদি তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাতে দেওয়ানী আদালত সমূহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

ঋণসালিশী আইনের সংশোধন

বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত ঋণ সালিশী আইনের সংশোধনকল্পে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে যে একটী সংশোধন আইনের খসড়া ১২ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি ধারার বিষয়ে গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমানে নূতন সংশোধন আইনে প্রচলিত আইনের অন্যান্য দিকে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রচলিত আইনের ৮১ ধারায় বিধান রহিয়াছে যে আপীল শুনিবার জন্য নিযুক্ত অফিসার যদি মনে করেন যে, ন্যায় বিচারের খাতিরে এক বোর্ড হইতে অন্য বোর্ডে মামলা স্থানান্তর করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিয়া কোন্ বোর্ডে মামলার বিচার হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন। নূতন সংশোধন আইনে এই ধারাটী বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রচলিত আইনের ৮৮ ধারার বিধান হইতেছে যে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে আবেদন পাইলে ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহ এবং আপীল শুনিবার জন্য নিযুক্ত অফিসার তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আদেশ জারী করিতে পারিবেন। সংশোধন আইনে একরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, বোর্ডসমূহ এবং আপীল শুনিবার জন্য নিযুক্ত অফিসারগণ কোন আবেদন না পাইলেও তাঁহাদের ইচ্ছামত তাঁহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া উহার রদ-বদল করিতে পারিবেন।

নূতন সংশোধন আইনে প্রচলিত আইনের অন্যান্য যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করিবার নাই। কারণ কোন এক ধারার পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে অন্য অন্য ধারাতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন করা দরকার তাহাই এই সব পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। যাহা হউক নূতন আইনের বিভিন্ন ধারা হইতে মোটামুটি এই সমস্ত বিষয় বুঝা যাইতেছে—(১) খাতকের বর্ত্তমান সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইবে (২) কোন বোর্ড উঠিয়া গেলে তাহার ক্ষমতা বিচার বিভাগীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়াও অন্য যে কোন রাজকর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করা যাইবে (৩) ভূম্যধিকারীকে দেয় বকেয়া খাজানা সম্বন্ধে নিষ্পত্তির জন্য এজমালীভাবে দায়ী যে কোন ব্যক্তি বোর্ডে আবেদন করিতে পারিবে (৪) মহাজনগণের পক্ষে সকল সময়ে ঋণসালিশী বোর্ডে দলিলপত্র উপস্থিত করা বাধ্যতামূলক হইবে না (৫) আসল টাকারও কম পরিমাণ টাকা ডিক্রী হইলে তজ্জন্য মোট ঋণের শতকরা ৬০ ভাগের পাওনাদারদের যে সম্মতি লওয়ার বিধান ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে (৬) মহাজনকর্ত্তৃক উপস্বত্ব ভোগের সত্ত্বে বন্ধকী জমিও ভবিষ্যতে সালিশী বোর্ডের আমলে আসিবে এবং বোর্ড এই জমি খাতককে ছাড়িয়া দিবার জন্য মহাজনের উপর আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

এই সব বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে মহাজনগণ যাহাতে তাহাদের ন্যায্য পাওনা। ঋণ সালিশী আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ দ্বারা খাতকের ঋণের পরিমাণ যাহা সাব্যস্ত হইবে তাহাকেই আমরা ন্যায্য পাওনা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি) আদায় করিতে পারে তৎসম্বন্ধে নূতন আইনে কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। ঋণসালিশী আইনের বর্ত্তমানে যে প্রকার চূড়ান্ত রকম অপপ্রয়োগ হইতেছে এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই খাতকের উপর যে প্রকার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে তাহা নিবারণের জন্যও সংশোধন আইনে কোন চেষ্টা দেখা যায় না। অবশ্য সংশোধন আইনে অ-কৃষক খাতকগন যাহাতে এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে না পারে তজ্জন্য খাতকের সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। কিন্তু সংশোধন আইনের occupation শব্দটীর কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে, যাহারা নিজহাতে কৃষিকার্য্য চালায় না—অথচ যাহারা বেতনভুক্ত মজুর দ্বারা জমি চাষ করায় তাহাদেরও occupation কৃষি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কি না ইত্যাদি বিষয় না জানিলে সংশোধন আইনে এই দিক দিয়া মহাজনদের কি সুবিধা হইবে তাহা বলা কঠিন। বিচার বিভাগীয় অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে বোর্ডের ক্ষমতা ন্যস্ত না করিয়া যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে উহা প্রদান করিবার যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহার ফলে ঋণসালিশী আইনের অপপ্রয়োগ বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। বকেয়া খাজানার জন্য এজমালীভাবে দায়ী যে কোন ব্যক্তিকে সালিশী বোর্ডে আবেদন করিয়া উহার নিষ্পত্তি করিবার যে অধিকার দেওয়া হইতেছে তাহাতে ভূম্যধিকারীদের পক্ষে খাজানা আদায় করা আরও কঠিন হইবে। কোন বোর্ড যদি আসল টাকার কম পরিমাণ টাকা ডিগ্রী দেন তাহা হইলে এতদিন তবুও শতকরা ৬০ ভাগ ঋণের পাওনাদারদের পক্ষে সমবেত ভাবে উহার প্রতিবাদ করার আইনতঃ একটু ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সংশোধন আইনে মহাজনদের এই ক্ষমতাও লুপ্ত করা হইতেছে। বন্ধকী জমি সম্বন্ধে নূতন আইনে যে ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা আরও মারাত্মক। জমি বন্ধক গ্রহণ করিবার পর উহা হইতে মহাজন কি ফসল পাইয়াছে, জমি চাষ করাইতে মহাজনের কি ব্যয় পড়িয়াছে, কোন কোন বৎসরে অজন্মার জন্য বন্ধকী জমি হইতে মহাজন কিছুই ফসল পায় নাই ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ঋণসালিশী বোর্ডে যে কোন নিরপেক্ষ বিচার হইবে সেরূপ আশা আমাদের নাই। যে প্রকার মনে হইতেছে তাহাতে নূতন আইন পাশ হইবার পরেই সমস্ত বন্ধকদারকে তাহাদের হস্তস্থিত জমি কৃষককে ফিরাইয়া দিতে হইবে। উহার ফলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহাজন সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে একরূপ নহে—উহাতে কৃষক সমাজের মধ্যেও বহু ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

যাহা হউক, ঋণসালিশী আইনে মহাজনদের পক্ষে তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় বিষয়ে যে সমস্ত অসুবিধা সৃষ্টি করা হইতেছে নূতন আইনে তৎসম্বন্ধে আরও আটঘাট বাঁধা হইলেও এই আইনে যদি মহাজনদের পক্ষে তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় সম্বন্ধে যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থা করা হইত এবং সালিশী বোর্ডগুলি যাহাতে খামখেয়ালীভাবে মহাজনদের উপর অবিচার করিতে না পারে তৎপক্ষে যদি ব্যবস্থা হইত তাহা হইলেও আমরা এই আইনের সমর্থন করিতে পারিতাম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সংশোধন আইনে সেই বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। মূল আইনের ন্যায় সংশোধন আইনটীও একদেশদর্শী ও পক্ষপাত মূলক। উহা পাশ হইলে দেশের মহাজন সমাজের দুরবস্থা যে আরও চরমে উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইক্ষুর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা

বিগত ১৯৩২ সালে বিদেশী চিনির আমদানীর উপর রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে ভারতীয় শর্করা শিল্পের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে ১৫ কোটি টাকার চিনি আমদানী হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষে দেড় শতাধিক চিনির কল চলিতেছে এবং তাহাতে দেশেই প্রতিবৎসর দশ লক্ষ টন পরিমিত চিনি উৎপন্ন হইতেছে। ফলে বাহির হইতে চিনির আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভারতে গত কয় বৎসরে শর্করা শিল্পের এই প্রকার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি আভ্যন্তরিণ গলদ ও অব্যবস্থার জন্য এই শিল্পের অগ্রগতি এখনও দেশের পক্ষে সর্ব্বথা কল্যাণকরভাবে নিয়োজিত হইতেছে না। সংরক্ষণ শিল্পের সুবিধা গ্রহণ করিয়া দেশের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসায়ী অধিক সংখ্যায় চিনির কল পরিচালনা করিতেছেন এবং সেই বাবদ অতিরিক্ত হারে মুনাফা পাইতেছেন। কিন্তু এই বর্দ্ধিষ্ণু শিল্প দ্বারা দেশের জনসাধারণ এখনও আশানুরূপভাবে উপকৃত হইতেছে না। বিদেশী চিনির উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক বসাইবার পর হইতে দেশবাসীকে বেশী মূল্য দিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য চিনি খরিদ করিতে হইতেছে। এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে যাইয়া তাহারা প্রথমতঃ এই আশাই করিয়াছিল যে ভারতে শর্করা শিল্পের উন্নতি হইলে এদেশের আখ-চাষীরা উৎপন্ন আখের জন্য ন্যায্য মূল্য পাইয়া উপকৃত হইবে। দ্বিতীয়তঃ এ ধারণাও করিয়াছিল যে দেশের চিনির কলওয়ালারা প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন কাটিয়া উঠিয়া কালক্রমে বিদেশী চিনির অনুরূপ কম দামে উৎপন্ন চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন। আর তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ন্যায্য দরেই সাধারণের পক্ষে চিনি ক্রয় করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু দীর্ঘ কতিপয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরও ঐরূপ সুফল কার্য্যতঃ বিশেষ পাওয়া গেল না। নিজেদের অপরিমিত লাভ বজায় রাখিবার জন্য দেশের চিনির কলের মালিকরা আখচাষীদিগকে ইক্ষুর ন্যায্য মূল্য প্রদানে বিরত রহিলেন। আর কম দামে ইক্ষু ক্রয় করিয়াও তাহারা চিনি উৎপাদনের অত্যধিক গড়পড়তা খরচের অজুহাতে চড়াহারে উৎপন্ন চিনি বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৯৩৭ সালে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে শর্করা শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং প্রথমতঃ ঐ শিল্পের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও দ্বিতীয়তঃ দেশের আখচাষীদের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রণয়নে যত্নপর হন। এইরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বনের ফলে অন্যান্য বিধানের সঙ্গে ১৯৩৭-৩৮ সালের মরশুম আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে সরকারীভাবে ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য মণপ্রতি ।/৩ পাই হারে স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৭-৩৮ সালের মরশুমের প্রারম্ভে যুক্তপ্রদেশে দেশীয় কলের উৎপন্ন চিনির দাম ছিল মণ প্রতি ৭৷৵০ আনা। এই গড় পড়তা দামের আনুপাতিক হার ধরিয়াই যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য মণপ্রতি ।/৩ পাই হিসাবে স্থির করিয়া দেন। কিন্তু গত জুলাই মাস হইতে চিনির মূল্য বাড়িতে আরম্ভ করে এবং আগষ্ট মাসে তাহা মণপ্রতি ৯ টাকার-মত দাঁড়ায়। এই অবস্থা দৃষ্টে যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্যের হার বাড়াইয়া তাহা ।/৩ পাই হারে নির্দ্ধারিত করেন। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে দেশে চিনির মূল্য পুনরায় বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর তাহার ফলে বর্ত্তমানে যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর বিভাগে চিনির মূল্য মণ করা ৯৷৷০ আনা, রোহিলখণ্ড বিভাগে ৯৸০ আনা এবং মিরাট বিভাগে ১০৷৷০ আনা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় সকল দিক বিবেচনা করিয়া যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট গত ১৫ই জানুয়ারী হইতে ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য পুনরায় বাড়াইয়া তাহা মিরাট বিভাগে ও বিজনোর জিলায় ।/৩ পাই, গোরকপুর বিভাগ ও জৈনপুর জিলায় ।/৬ পাই এবং বাকী অঞ্চলে ।/৯ পাই হারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

উপরের বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে যে যুক্তপ্রদেশের চিনির দর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে আখচাষীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐ বর্দ্ধিত দরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্যের হারও বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেন্টের এই কার্য্য কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট তথা ইণ্ডিয়ান সুগার মিল এসোসিয়েসনের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহাদের মতে ইক্ষুর পূর্ব্বকার নির্দ্ধারিত মূল্যের হারই অত্যধিক ছিল—এক্ষণে তাহা আরও বর্দ্ধিত করা খুবই অসঙ্গত হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের শর্করা শিল্প ও চিনির ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়াই তাঁহারা ইহার জোর প্রতিবাদও করিয়াছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট তথা ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েসনের এই প্রকার প্রতিবাদ তাহাদের স্বার্থবুদ্ধিজনিত সাময়িক আস্ফালন ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিনির মূল্য অতিরিক্ত হারে বাড়িতে থাকিলে তাঁহাদের দিক হইতে আপত্তি করিবার কিছু থাকে না কিন্তু আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হইলেই তাঁহাদের আপত্তির কারণ উপস্থিত হয় ইহা তাঁহাদের অনুচিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়াই আমরা মনে করি। গত কয়েকমাস যাবৎ চিনির মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহাদের কার্য্যনীতি স্মরণ করিলেই অনেকেরই যে অনুরূপ ধারণা হইবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

দুনিয়ার হাট বাজারে প্রচলিত দরের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া ভারতবর্ষে গত কয়েক মাস যাবৎ দেশীয় কলে উৎপন্ন চিনির মূল্য অতিরিক্ত হারে বাড়াইয়া দেওয়ার একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে। কিন্তু চিনির ঐরূপ দর বৃদ্ধি সাক্ষাৎ ভাবে দেশের চিনি ব্যবহারকারীদের পক্ষেত বটেই—পরোক্ষ ভাবেও দেশের শর্করা শিল্পের পক্ষেও বিশেষ অনিষ্টকর। ক্রমাগত ভাবে বেশী দামে চিনি খরিদ করিতে হইলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর ইহার ফলে লোকের মনে ক্রমে যে বিক্ষোভ দেখা দিবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় জাভা প্রভৃতি দেশের অপেক্ষাকৃত সস্তাদামের চিনি পুনরায় বেশী পরিমাণে এ দেশে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হওয়াও বিচিত্র নহে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চিনির মূল্য খুব বেশী থাকার দরুণ দেশের হাট বাজারে যাভা চিনির আমদানী বৃদ্ধি করিবার একটা সুস্পষ্ট চেষ্টাও যে না দেখা গিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু দেশের চিনির কলওয়ালারা তথা ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট এইরূপ অবস্থার শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত আছেন বলিয়া মনে হয় না। এ বৎসর ইক্ষুর উৎপাদন কম হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে দেশে উৎপন্ন চিনির দামও কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা বাস্তবিকই ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইতিমধ্যেই উহা মণ করা ১০ টাকা হারে কিংবা তাহারও বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গত কারণ কিছু ছিল না। কেবল ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের কারসাজির ফলে এতদূর মূল্য বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সিণ্ডিকেট দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ চিনির কলের উৎপন্ন চিনির মূল্যের হার ও বিক্রয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এই অবস্থায় উহারা চেষ্টা করিলে চিনির মূল্য একটা সমুচিৎ

(৮০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধাচরণ

ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে তৎপর হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কয়েকটী প্রদেশে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা এবং নূতন নূতন শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য শিল্পজরীপ কমিটী গঠিত হইয়াছে। শিল্পের উন্নতি এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের নিমিত্ত বোম্বাই, সংযুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়, শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ব্যাপারেও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। এদিকে কংগ্রেসের তরফ হইতেও ভারতবর্ষে কোটী কোটী টাকা মূলধন সাপেক্ষ বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তোড়জোড় হইতেছে এবং একটী জাতীয় প্ল্যানিং কমিটী এই বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছেন। মোটের উপর নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে দেশে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে মনে হইতেছে যে আগামী ৫।৭ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে একটা শিল্পবিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং শিল্পজাত যে সব জিনিষের জন্য বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল সেই সব জিনিষের ব্যাপারে দেশ অনেকটা স্বাবলম্বী হইবে।

ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির এই ব্যাপক চেষ্টা দেখিয়া ইংরাজ জাতির মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। কারণ উঁহারা বর্ত্তমানে একথা বুঝিতে পারিতেছেন যে, নূতন শাসনতন্ত্রে দেশের মুদ্রানীতি, যানবাহননীতি, বাট্টানীতি, ব্যাঙ্কনীতি প্রভৃতি বৃটীশ শাসকগণের হাতের মুঠার মধ্যে রাখা হইলেও এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈষম্যমূলক নীতির দোহাই দিয়া শত বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হইলেও ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে বাধা দেওয়া ইংরাজ শাসকগণের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কাজেই এখন অনেকে খোলাখুলিভাবে ভারতে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ ও সিংহলস্থিত ইংলণ্ডের প্রধান বাণিজ্যদূত সার টমাস এইন্সকাফ তাঁহার ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সার টমাস এইন্সকাফ বলেন "ভারতবর্ষে চূড়ান্তরকম ভাবে শিল্পোন্নতির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে দেশের কৃষক সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে। দ্বিতীয়তঃ ভারত সরকারকে প্রধানতঃ শুল্ক বিভাগের আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতে শিল্পোন্নতির ফলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে শিল্পদ্রব্যের আমদানী যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে শুল্ক বিভাগে আয় হ্রাসের ফলে ভারত সরকারের রাজস্বের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইবে। তৃতীয়তঃ ভারতীয় বাট্টার হার স্থির রাখিবার জন্য এবং ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে যে টাকা পাঠাইতে হয় তজ্জন্য বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অনেক বেশী টাকার মালপত্র রপ্তানী করা আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল বিক্রয় করা অসম্ভব হইবে। উহার ফলে ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর ইংলণ্ডকে দেয় টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না। সার টমাস এইন্সকাফের এই সব উক্তি ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান প্রমুখ সংবাদপত্রও বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। মানুষ যখন স্বার্থহানীর ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠে তখন তাহার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়। সার টমাস এইন্সকাফের উক্তি এবং 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' কর্ত্তৃক তাহার সমর্থন দেখিয়া আমাদের উহাই মনে হইতেছে। উঁহারা ভারতে শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে ধরণের যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত বালকোচিত। এই ধরণের যুক্তিতর্কের দ্বারা ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইবে বলিয়া যদি উঁহারা মনে করেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বর্ত্তমানে ইংরাজ জাতির বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ ভারতে শিল্পোন্নতির ফলে কৃষকের স্বার্থহানী হইবে বলিয়া সার টমাস এইন্সকাফ যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহাই বিচার করা যাক। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে তুলা, পাট, তিসি, চীনাবাদাম, রেড়ী প্রভৃতি তৈলবীজ, চাউল গম প্রভৃতি শস্য, তামাক, গালা, চামড়া, পশম এই কয়টী জিনিষই প্রধান। বর্ত্তমানে এই সমস্ত জিনিষের রপ্তানী অনেকটা অনিশ্চিত। কারণ বিভিন্ন দেশের মর্জ্জি, আর্থিক অবস্থা ও রাজনীতিক পরিস্থিতির উপর এই সব জিনিষের রপ্তানী নির্ভর করে। ভারতবর্ষে যদি শিল্পের প্রসার হয় তাহা হইলে ভারতীয় কৃষক সমাজকে এই সব জিনিষ বিক্রয়ের জন্য বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না। কারণ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহই এই সব কাঁচা মালের অধিকাংশ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এই বিষয়ে দেশে সুযোগ সুবিধাও রহিয়াছে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটের প্রায় অর্দ্ধেক বিদেশে রপ্তানী হইয়া থলে ও চটে রূপান্তরিত হয়। ভারতবর্ষে চটশিল্পের উন্নতি ঘটিলে ভারতে উৎপন্ন সমস্ত পাট দেশের ভিতরেই থলে ও চটে রূপান্তরিত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে। এদেশে এখনও প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ১৫।১৬ কোটী টাকা মূল্যের কাপাস বস্ত্র ও সূতা আমদানী হয়। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হইলে ভারতে উৎপন্ন তুলার আরও বেশী অংশ ভারতের কাপড়ের কলগুলিতেই বিক্রয় হইবে। আমরা প্রত্যেক বৎসর বিদেশে ১৪।১৫ কোটী টাকার তৈল বীজ রপ্তানী করি—কিন্তু বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ১৯ কোটী টাকা মূল্যের তৈল আমদানী করি। ভারতে তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাষণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কল-কারখানা স্থাপিত হইলে ভারতীয় তৈলবীজ বিক্রয়ের জন্য বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটী টাকার মত তামাক রপ্তানী হয়—অথচ প্রতি বৎসর বিদেশ

হইতে প্রায় এক কোটী টাকা মূল্যের সিগারেট ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে যে চামড়া রপ্তানী হয় তাহা বিদেশে পরিশ্রুত ও শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া চতুর্গুণ মূল্যে ভারতবর্ষেই ফিরিয়া আসে। চর্ম্মশিল্পে এদেশ উন্নত হইলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চামড়া রপ্তানীর কোন প্রয়োজনই হইবে না। পশম, গালা, চাউল প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই ধরণের মন্তব্য করা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি হইলে বিদেশে ভারতীয় কাঁচা মালের বিক্রয় বন্ধ হইয়া ভারতীয় কৃষকের ক্ষতি হইবে বলিয়া যে আতঙ্ক উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার মূলে কোন সত্য নাই। বরং উহাতে কৃষকের আর এক দিয়া সুবিধা এই হইবে যে দেশে শিল্পোন্নতির জন্য কল-কারখানার মজুর হিসাবে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ জুটিবে এবং তজ্জন্য জমির উপর চাপ কমিবে। ইংরাজগণ যখনই তাহাদের স্বার্থহানীর আশঙ্কা দেখেন তখনই তাহারা দেশের জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার অজুহাত উত্থাপন করেন। রাজনৈতিক অধিকার লাভের দাবীতে দেশের "কোটী কোটী মূক অধিবাসীর" (Dumb millions) স্বার্থরক্ষা, সংরক্ষণনীতির দাবীতে "শিল্পদ্রব্য ব্যবহারকারীদের" (Consumers) স্বার্থরক্ষা, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জব্দ করিবার জন্য শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা, প্রভৃতি অনেক অজুহাতই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্ত্তমানে দেশের কৃষকের স্বার্থহানীর ভয় দেখাইয়া দেশের শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টাতে যে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে তাহা সেই পুরাতন ও মামুলী কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

অবশ্য ভারতে শিল্পোন্নতি ঘটিলে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যে এদেশে উৎপন্ন কাঁচা মালের সাকুল্য অংশ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এবং তখন ভারতীয় কাঁচামালের কোন অংশ বিক্রয়ের জন্য যে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আমরা সার টমাস এইন্সকাফের তৃতীয় আপত্তির বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। ভারতবর্ষকে বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয়, ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের সুদ ইত্যাদি পরিশোধের জন্য বৎসর বৎসর ৭০ কোটী টাকার মত ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয় বটে। কিন্তু ইংলণ্ডের নিকট ভারতের দায় চিরদিনই যে বৎসরে ৭০ কোটী টাকা থাকিবে তাহার কোন অর্থ নাই। ভারতবর্ষ যতই অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবে ততই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পেন্সন ইত্যাদি বাবদ ইংলণ্ডে প্রেরিতব্য ব্যয়ের পরিমান হ্রাস পাইবে। তারপর ভারতবর্ষের তরফ হইতে ইংলণ্ডে যে ঋণ গ্রহন করা হইয়াছে তাহার বহুলাংশ ইংলণ্ডের প্রয়োজনেই গৃহীত হইয়াছিল। উহা পরিশোধের জন্য ভারতবর্ষ ন্যায়তঃ দায়ী নহে। ভারতবর্ষ আত্ম-নিয়ন্ত্রনের অধিকার লাভ করিলে এই ঋণের বহুলাংশ হইতে ভারতবর্ষ নিষ্কৃতি পাইবে এবং তদনুপাতে সুদ বাবদ ভারতবর্ষের দেনা হ্রাস পাইবে। উহার পরেও ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের যে দেনা থাকিবে তাহা ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া ইংলণ্ড আদায় করিবে এরূপ ভারতবর্ষ দাবী করিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ইংলণ্ডের যে দেনা আছে তাহাও আমেরিকাকে ইংলণ্ড হইতে পণ্যদ্রব্য নিয়া আদায় করিতে হইবে বলিয়া ইংলণ্ড বরাবর দাবী করিতেছে। ভারতবর্ষও ন্যায়সঙ্গতভাবে ইংলণ্ডের নিকট এই দাবী করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ভারতীয় কাঁচামাল দ্বারাই বৎসর বৎসর ইংলণ্ডের দেনা শোধ করিতে পারিবে। সুতরাং ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ড বা অন্য দেশ হইতে এক পয়সারও শিল্পদ্রব্য ক্রয় না করে তাহা হইলেও ভারতীয় কাঁচামালের যে অংশ বৎসর বৎসর উদ্বৃত্ত হইবে তাহা বিক্রয়ের কোন অসুবিধা হইতে পারে না। অধিকন্তু ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি কাঁচামাল উৎপন্ন হয় যাহা সচরাচর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। এই ধরণের জিনিষ রপ্তানী করিয়াও ভারতবর্ষ তাহার বিদেশী দেনা শোধ করিতে পারে। সুতরাং এদেশে শিল্পোন্নতির ফলে বিদেশ হইতে এদেশে শিল্পদ্রব্য আমদানী বন্ধ হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে তাহার দেয় ঋণ শোধ করিতে পারিবে না এবং উহার ফলে বাট্টার হার স্থির রাখা কঠিন হইবে বলিয়া সার টমাস এইন্সকাফ যে আতঙ্ক তুলিয়াছেন তাহার মূলেও কোন সত্য নাই।

ভারতে শিল্পোন্নতির ফলে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় কমিয়া গিয়া তাহাদের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইবে বলিয়া সার টমাস এইন্সকাফ যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মত হাস্যাস্পদ যুক্তি আর কিছু হইতে পারে না। ভারতে শিল্পোন্নতি ঘটিলে বিদেশ হইতে এদেশে শিল্পদ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইবে এবং তদনুপাতে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় কমিবে বটে। কিন্তু উহার ফলে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধির অধিকতর সুযোগ পাইবেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শিল্পের তেমন কোন উন্নতি হয় নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত সরকার উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৮ কোটী টাকা পাইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই শুল্কের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। তারপর দেশে যতই শিল্পের প্রসার হইবে ততই দেশের ধন সম্পদ দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হইবে, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক চাকুরী পাইবে এবং সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। উহার ফলে ভারত সরকারের আয়কর বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, রেল বিভাগ প্রভৃতির আয় উল্লেখ-যোগ্যভাবে বর্দ্ধিত হইবে। এই সম্বন্ধে সার টমাস এইন্সকাফ যদি তাঁহার স্বদেশের বিষয় চিন্তা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার যুক্তি কত অসাড় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্টের গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট আয় হয় ৯৪ কোটী ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড। উহার মধ্যে শুল্ক বিভাগের আয় ছিল মাত্র ২২ কোটী ১৬ লক্ষ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে এই বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের আয়কর, সারটেক্স ও এষ্টেট ডিউটীর দফায় আয় হইয়াছিল ৪৪ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড—অর্থাৎ শুল্ক বিভাগের আয়ের দ্বিগুণ। পক্ষান্তরে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে ভারত সরকারের প্রধান প্রধান বিভাগগুলিতে মোট আয় হয় ৭৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকা এবং উহার মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদই ৪৪ কোটী টাকার মত আয় হয়। এই বৎসরে আয়কর বিভাগে আয় হয় মাত্র ১৩৷৷০ কোটী টাকা। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের এই পার্থক্যের কারণ হইতেছে যে ইংলণ্ড শিল্পে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিজাত সামান্য আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং দরিদ্র। যাহা ইংলণ্ডে সম্ভবপর হইতেছে ভারতবর্ষেও তাহা ঘটিতে পারে। ভারতবর্ষ যদি শিল্পে

(৮০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইটালীতে জমি সংস্কারের আন্দোলন

দশ বৎসর পূর্ব্বে ইটালীতে জমি সংস্কারের (Land reclamation) যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহার ফলে অনেক অনাকর্ষিত পতিত জমির আবাদ হইয়াছে ও দেশের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৮ সালে ইটালী সরকার ল্যাণ্ড রিক্লেমেশন এ্যাক্টটী পাশ করেন ও সে অনুসারে নূতন জমির আবাদ ও সাধারণভাবে জমির উন্নতি বিধানের জন্য সরকারী ভাবে ১৮ বৎসরের জন্য ৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ইহা সুখের বিষয় যে এই প্রকারের প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়ার ফলে ইটালীর মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৬০ লক্ষ একর পরিমাণ বাড়িয়াছে। অধিকন্তু তাহাতে ইটালীতে গম উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ কুইণ্টেল পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কমিশন

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএ বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ঐ তিন প্রদেশের একটি যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে বাঙ্গলা বিহার ও যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের মনোনীত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি গোরেসম রিভার কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থায়ীভাবে এই কমিশন স্থাপন করা হইবে। ঐ কমিশন উক্ত তিন প্রদেশের বন্যার প্রকোপ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিবেন। ভবিষ্যতে আর কোন নদীর তীরে কোনরূপ বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে না বলিয়া উক্ত বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হায়দারাবাদ রাজ্যের কার্পেট শিল্প

হায়দারাবাদ রাজ্যের কার্পেট তৈয়ারের শিল্প এককালে খুব উন্নত ছিল। ঐ রাজ্যে পারস্য দেশীয় ঔপনিবেশিকেরা এই শিল্প পরিচালনা করিত এবং প্রতিবৎসর রাজ্যে বহু টাকার কার্পেট উৎপন্ন হইত। কিন্তু পরে কালক্রমে ঐ শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সূচনা দেখা যায়। এই অবস্থায় নিজাম সরকার গত ১৯২৯ সালে ওয়ারঙ্গল নামক স্থানের কার্পেট কেন্দ্রে ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি কার্পেট ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ঐ ফ্যাক্টরীতে রাজ্যের অধিবাসীদিগকে কার্পেট শিল্প শিক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়। অমৃতসরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কার্পেট কোম্পানী কার্পেট তৈয়ারের কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া ও কার্পেট নির্ম্মাণ শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিয়া নিজাম সরকারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেন। ফলে আজ উক্ত রাজ্যে কার্পেট শিল্পের পুনঃ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে কার্পেট ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবার পূর্ব্বে মাত্র ৮৭টী তাঁতে কার্পেট বুনা হইত। বর্ত্তমানে সেই স্থলে ৪০০টী তাঁতে কার্পেট প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৯২৯ সালে ওয়ারঙ্গল কেন্দ্র হইতে মাত্র ৩০ হাজার টাকা মূল্যের কার্পেট রপ্তানী হইয়াছিল। সেই স্থলে ওয়ারঙ্গল হইতে বর্ত্তমানে বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কার্পেট রপ্তানী হইতেছে।

ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে আমদানী ও রপ্তানী উভয়েরই পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এ বৎসর মোট ২৯ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পণ্য ইংলণ্ডে আমদানী হইয়াছিল। অপরদিকে এবার ইংলণ্ড হইতে মোট ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর ৫২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর আমদানী যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে রপ্তানী তাহার তুলনায় কম। ফলে এ বৎসর বাণিজ্যের পরিমাণ গত বৎসরের কিছু কম প্রতিকূল দাঁড়াইয়াছে।

আসামের সমবায় সমিতি

আসামের সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার আর্থিক দুরবস্থার জন্য গোয়ালপাড়ার বনগালদোরা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং শিবসাগরের গাজিপুরিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক দুইটীর কারবার গুটাইয়া দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন। অপর দিকে এবার ডারাঙ্গে দুইটী এবং শিহটে দুইটী নূতন সমবায় সমিতি রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে নূতন শিল্প বিদ্যালয়

সোলসিয়ান মিশনারী সোসাইটী কর্ত্তৃক শীঘ্রই বোম্বাইয়ে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে মতুঙ্গায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০ হাজার বর্গগজ জমি ক্রয় করা হইয়াছে। বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইলে উহাতে ৮০০ ছাত্রের শিক্ষালাভের উপযোগী ব্যবস্থা থাকিবে। সোলসিয়ান সোসাইটী শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে বর্ত্তমানে আড়াই শত

(ভারতে শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধাচরণ)

উন্নত হয় তাহা হইলে ভারত সরকারের রাজস্বে ঘাটতি তো হইবেই না বরং উহা শুল্ক বিভাগের অনির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর নির্ভরশীল না হইয়া দেশের জনসাধারণের উন্নততর আর্থিক অবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহার ফলে বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে ভারত সরকারের অনেক বেশী আয় হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতে শিল্পোন্নতির চেষ্টার বিরুদ্ধে সার টমাস এইন্সকাফ যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন তাহা নিতান্ত ছেলে ভুলানো যুক্তি মাত্র। ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষার উৎকট আগ্রহ বশেই যে তিনি এই সমস্ত বাজে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসী যে কিছুতেই এই ধরণের যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হইবেনা সেই বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। এই সোসাইটী আসাম, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে ইতিমধ্যেই কতকগুলি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে তাঁহারা যে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

লিবিয়ায় ইতালীয় ঔপনিবেশিক

গত ১৯৩৮ সালে ২০ হাজার ইতালীয়কে আফ্রিকার লিবিয়া দেশে বসবাস করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, ইটালী সরকার এ বৎসর আরও ২০ হাজার ইতালীয়কে ঐ দেশে প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আর সেজন্য শীঘ্রই লিবিয়াতে নূতন ঔপনিবেশিকদের বসবাসের জন্য ২ হাজার কৃষিফার্ম্মযুক্ত ১১টা গ্রাম নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থা হইবে।

ভারতে সিভিলিয়ানের সংখ্যা

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে সিভিলিয়ানদের জন্য কয়টি পদ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	সিনিয়র	জুনিয়র	মোট
কেন্দ্রিয় গবর্ণমেণ্ট	৪৫	১৭	৬২
যুক্তপ্রদেশ	১০২	৩৮	১৪০
বাঙ্গলা	৯২	৩১	১২৩
মাদ্রাজ	৮৫	৩১	১১৬
পাঞ্জাব	৮২	২৫	১০৭
বোম্বাই ও সিন্ধু	৭০	২৪	৯৪
বিহার	৪৯	১৮	৬৭
মধ্যপ্রদেশ	৪৩	১৫	৫৮
আসাম	২২	৮	৩০
উড়িষ্যা	১৩	৪	১৭

বন্যার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা

যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতি বৎসর বন্যার যে প্রকোপ দেখা যাইতেছে যুক্তপ্রদেশের সরকার সম্প্রতি তাহার কারণ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বনবিভাগের চীফ কনজারভেটরের অভিমত এই যে নেপাল রাজ্যে বনভূমি ধ্বংস করার কার্য্য চলিতে থাকায় তথা হইতে প্রবাহিত সরযূ, গোগরা ও রাপ্তি নদীর জলপ্রবাহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। আর তাহার ফলেই বন্যার এত প্রকোপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গানদী ও অন্যান্য কয়েকটী নদীর স্থান বিশেষ পলিমাটিতে অনেকটা ভরাট হইয়া যাওয়ার ফলেও বাঙ্গলা বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে।

কলিকাতায় দুগ্ধের আমদানী

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কলিকাতায় প্রত্যহ ৫১৬ হাজার মণ দুগ্ধের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে সহর ও সহরের উপকণ্ঠে ১ হাজার মণ উৎপন্ন হয় এবং শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশন হইতে যথাক্রমে ৭৫০ মণ ও ২৫০ মণ দুগ্ধ আমদানী হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দুগ্ধ কলিকাতার বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে আসে। গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের মধ্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দুগ্ধ আমদানীকারকদিগের নিকট হইতে ৫৯ প্রকার দুগ্ধের নমুনা সংগ্রহ করিয়া তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে ৫৫টী নমুনার দুগ্ধই জলমিশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ এই দুগ্ধের শতকরা ৯৩ ভাগই জলমিশ্রিত। কর্পোরেশনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৭ সালে পরীক্ষার জন্য ১৫৯২ প্রকার নমুনার দুগ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়। তন্মধ্যে ৬১৮টী নমুনাই ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনার শতকরা ৪০ ভাগই খাঁটি নহে।

ইণ্ডিয়ান রোড্‌স কংগ্রেস
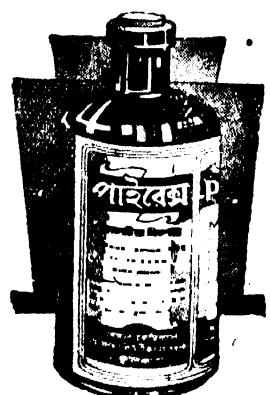
আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ৮নং গোখেল রোডস্থ ইন্‌ষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স হলে ইণ্ডিয়ান রোড্‌স কংগ্রেসের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন। উক্ত কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ সম্পর্কে যাবতীয় যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী হইবে। বাঙ্গলা সরকারের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সহকারী মিঃ এস, সি চাটার্জ্জি উক্ত কংগ্রেসের স্থানীয় সেক্রেটারী।

বাটা কোম্পানীতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

সম্প্রতি বাটা কোম্পানীর কারখানায় যে শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিতেছিল তাহার সন্তোষজনক মিমাংসা হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। বাটা কোম্পানীর শ্রমিকদের কতিপয় প্রতিনিধি মিঃ এম, এল, খৈতান ও কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ বাটোসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে মিঃ

(ইক্ষুর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা)

গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালের মরশুমে ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পর হইতে কলওয়ালাদের অপরিমিত লাভের অন্য কোন পথ না দেখিয়া তাঁহারা চিনির দর ক্রমে বাড়াইয়া দেওয়ার নীতিই কার্য্যতঃ অনুসরণ করিতেছেন। আর সে জন্যই কল সমূহের বিক্রিত চিনির পড়তা হার বারবার বৃদ্ধি করিয়া ও বাজারে চিনির দাম বাড়িবার মুখে হঠাৎ চিনির যোগান বন্ধ রাখিয়া চিনির দর মণ প্রতি ১০ টাকা ও তদূর্দ্ধ সীমায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিনির দর এইভাবে বাড়িতে থাকায় দেশের আখ-চাষীরা ইক্ষুর দাম বাড়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করিতে থাকে। দেশের চিনি ব্যবসায়ীদের ভিতরও অনেকে চিনির চড়া দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। এই অবস্থায় যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটকে চিনির মূল্য কমাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে সিণ্ডিকেট চিনির মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার পরিবর্ত্তে উহা নানাভাবে বাড়াইয়া দেওয়ারই সাহায্য করিতেছেন যখন চিনির বর্দ্ধিত মূল্য দ্বারা দেশের আখচাষীরা অন্ততঃ যাহাতে ন্যায্য পরিমাণে উপকৃত হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্ট ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে দেশের স্বার্থের দিকে চাহিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ইস্তাহারে সুগার সিণ্ডিকেটকে চিনির দর অন্ততঃ মণ প্রতি ৯ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে চিনির দাম কমান হইলে ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্যও তাঁহারা তদনুপাতে হ্রাস করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের এইরূপ কার্য্যনীতি যে সর্ব্বথা সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। আখচাষীদিগকে বঞ্চিত করিয়া কেবলমাত্র চিনির কলওয়ালাদের অপরিমিত মুনাফা বজায় রাখিতে যত্নপর না থাকিয়া ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট যদি এখন হইতে চিনির দর প্রয়োজনানুরূপ কম রাখিবার ব্যবস্থা করেন তবেই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত কার্য্য করা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

মিঃ কে, সি গুপ্তের উপস্থিতিতে আপোষ মিমাংসার সর্ত্ত সম্পর্কে আলোচনা হয়। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদিগের কাহাকেও বরখাস্ত করা হইবে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর উভয়পক্ষ আপোষ মিমাংসার সর্ত্ত সম্বলিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

আসাম কংগ্রেস কোয়ালিশন দলের প্রস্তাব

আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন পার্টির কার্য্যকরী সমিতি আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কার্য্য সম্পর্কে একটি কর্ম্ম তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। পল্লী উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রকার শিল্পের সম্প্রসারণ, প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয়ও উক্ত কার্য্যতালিকা ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

উক্ত সমিতির অভিপ্রায় এই যে, গবর্ণমেণ্ট কুটীর শিল্প, বিশেষতঃ কাগজ প্রস্তুত, চামড়া ট্যান করার কাজ এবং রেশম শিল্প, সিমেণ্ট ও লাক্ষা চাষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের কাজে যে সকল কাপড় প্রয়োজন হয় তাহার জন্য খদ্দর ক্রয় করিবেন। বৃহৎ শিল্প গঠন সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালনা এবং পাশ্ব বর্ত্তী ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি বিষয়েও সমিতি পরামর্শ দান করিয়াছেন। গ্রামাঞ্চলের বিবিধ প্রকার উন্নতি সাধন এবং যথেষ্ট গোচারণ ভূমির ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। সমিতি প্রতি গ্যালন পেট্রোলের উপর দুই আনা করিয়া শুল্ক ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। বিদেশী মদ বিক্রয় এবং ভেজিটেবল ঘিয়ের উপর কর ধার্য্য সম্পর্কেও প্রস্তাব করা হইয়াছে। এডমিনিষ্ট্রেটিভ ব্যয় সঙ্কোচ ও রাজস্ব সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের চা করদের এবং চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া মিঃ দাসের চা-বাগানের শ্রমিক সম্পর্কিত (Mr. Dass' Tea Estates Labourers Freedom of Movement Bill) বিলের বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করিবার জন্য সমিতি গবর্ণমেণ্টের নিকট অপর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের মোটর শিল্প

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের মোটর তৈয়ারের শিল্প ঐ দেশের একটী প্রধান শিল্প-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মোটর নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর ৫ লক্ষ মোটরযান তৈয়ার হইতেছে। উহার মধ্যে ৯ লক্ষই প্রাইভেট মোটর কার। গত ২০ বৎসরের মধ্যে মোটর নির্ম্মাণের কারখানাগুলির উৎপাদন ২০ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং ঐ শিল্পে বর্ত্তমানে ১৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। ইংলণ্ডে মোটর নির্ম্মাণ বাবদ বৎসরে ১০ লক্ষ টন পরিমাণ ইস্পাত, ২৭ হাজার ৯৫০ টন পরিমাণ লোহা ছাড়া অন্য ধাতব জিনিষ, ১১ হাজার মাইল পরিমেয় বস্ত্র, ৫ হাজার ৫০০ টন পরিমাণ কাচ, ২৬ লক্ষ ১০ হাজার গ্যালন রং ব্যবহৃত হইতেছে। ইংলণ্ড বর্ত্তমানে ২৮ লক্ষ মোটর যান রহিয়াছে। মোটর ও পেট্রোল ট্যাক্স বাবদ বৃটিশ সরকারের বার্ষিক ৮ কোটি পাউণ্ড আয় হইতেছে। মোটর যান চালনা বাবদ ইংলণ্ডে বাৎসরিক ১৪২ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার গ্যালন পেট্রল ব্যবহৃত হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন

গত ১৯৩৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার অধীনস্থ দেশ সমূহের খনি হইতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৬ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। গত অনেক বৎসরের মধ্যে এত বেশী পরিমাণ স্বর্ণ আর কখনও উত্তোলিত হয় নাই। তবে ঐ বৎসর উৎপন্ন রৌপ্যের পরিমাণ ৬ কোটি আউন্স পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

যৌথ-প্রণালীর চাষাবাদ প্রচলনের চেষ্টা

যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী যুক্তপ্রদেশের জেলা কংগ্রেস কমিটী সমূহের নিকট ঐ প্রদেশে যৌথ প্রণালীর চাষাবাদ প্রচলন সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে কংগ্রেস সেক্রেটারী বলিয়াছেন—অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কৃষকদের উপকারার্থে জমি চাষাবাদ বিষয়ে যৌথ প্রণালী প্রবর্ত্তনের একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ণের জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের কৃষকেরা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ। যৌথ প্রণালীর চাষাবাদ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাও বিশেষ কিছু নাই। অথচ সরকারী অর্থে সম্প্রতি নানারূপ ফসলের জন্য যে চারিশত বীজ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে যৌথ প্রণালীর চাষাবাদের প্রবর্ত্তন না হইলে তাহা দ্বারা কৃষকদের পক্ষে বিশেষরূপ উপকৃত হওয়ার আশা কম। এই অবস্থায় এখন হইতে যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের ভিতর যৌথ প্রণালীর চাষাবাদ সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করা এবং তাহারা যাহাতে এখন হইতে যৌত সংযোগের কার্য্যনীতি গ্রহণ করে তদ্বিষয়ে আন্দোলন সুরু করা প্রয়োজন। আর সে বিষয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটী সমূহ অবিলম্বে তাহাদের চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিবেন ইহাই যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী আশা করেন।

ভারতে ধানের চাষ ও চাউলের উৎপাদন

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি	চাউলের উৎপাদন
বাঙ্গলা	২,১৪,৬১,০০০ একর	৭৩,২৭,০০০ টন
মাদ্রাজ	৮৯,৮০,০০০ "	—

বিহার	৯৫,৫০,০০০	,,	২৬,৯৯,০০০	,,
মধ্যপ্রদেশ	৭৮,২২,০০০	,,	২২,৬৩,০০০	,,
যুক্তপ্রদেশ	৭৫,৭৫,০০০	,,	—	
উড়িষ্যা	৫০,৮৫,০০০	,,	১৪,৭৩,০০০	,,
আসাম	৪৮,১০,০০০	,,	১৫.৩৬,০০০	,,
বোম্বাই	২৩,২২,০০০	,,	৯,৪২,০০০	,,
সিন্ধু	১১,৯৩,০০০	,,	৪,৮৪,০০০	,,
হায়দারাবাদ	৮,১২,০০০	,,	—	
বরোদা	১,৯৭,০০০	,,	—	
ভূপাল	৩০,০০০	,,	—	
মোট	৬,৯৮,৩৭,০০০ একর			

পল্লী সমূহে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয়

বাঙ্গলা প্রদেশের পল্লী সমূহের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ৭৪ হাজার ৯৭০ জন দফাদার ও চৌকিদার নিযুক্ত ছিল। উহাদের জন্য ৫৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৭৫ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রত্যেক চৌকিদারের জন্য আলাদাভাবে খরচ হইয়াছিল মাসিক ৬৮ পাই।

ভারত সরকারের আয়

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই নয় মাসে ভারত সরকারে শুল্ক ও আবগারী বিভাগের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ৩৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই সময়ে মোট ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এবার আমদানী শুল্ক বাবদ ২৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৬ লক্ষ, আবগারী শুল্ক বাবদ ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ও দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক বাবদ ৪১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের তুলনায় ১৯৩৮ সালের ৯ মাসে কৃত্রিম রেশমবস্ত্র, কৃত্রিম রেশম সূতা, মোটরকার, লোহা ও ইস্পাত, মদ, চিনি, রূপা, কাগজ, ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব, খেলনা, খেলার সামগ্রী, চা, কাঁচা রেশম, জুতা প্রভৃতির আমদানী শুল্ক এবং পাট ও পাটের জিনিসের আদায়ী রপ্তানী শুল্ক হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে এবার যন্ত্রপাতি, কার্পাস বস্ত্র, তামাক, তুলা, সূতা, সুপারী মসলা, দিয়াশলাই প্রভৃতির আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তুলার উৎপাদন

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমির পরিমাণ		ফসলের উৎপাদন	
বোম্বাই	৫৫,৯৯,০০০ একর		১১,০৫,০০০ পাউণ্ড	
মধ্যপ্রদেশ	৩৬,৭৫,০০০	,,	১০,৮২,০০০	,,
মাদ্রাজ	১৫,০৫,০০০	,,	২,৯৪,০০০	,,
যুক্তপ্রদেশ	৬,৬৬,০০০	,,	১,৮১,০০০	,,
সিন্ধু	৯,৭৯,০০০	,,	৩,৭৪,০০০	,,
বাঙ্গলা	৮৮,০০০	,,	২৮,০০০	,,
আসাম	৩৮,০০০	,,	১৪,০০০	,,
আজমীর	২৭,০০০	,,	৮,০০০	,,
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২০,০০০	,,	৪,০০০	,,
উড়িষ্যা	৮,০০০	,,	১,০০০	,,
দিল্লী	২,০০০	,,	—	
হায়দারাবাদ	৩২,২১,০০০	,,	৪,৫৯,০০০	,,
মধ্যভারত	১২,৩৩,০০০	,,	১,৭৪,০০০	,,
বরোদা	৮,৬৫,০০০	,,	১,৯৭,০০০	,,
গোয়ালিয়র	৬,৩৩,০০০	,,	১,০৭,০০০	,,
রাজপুতনা	৪,৭৩,০০০	,,	১,০২,০০০	,,
মহীশূর	৮৪,০০০	,,	১১,০০০	,,

বিদেশে ভারতীয়দের বাণিজ্য

সম্প্রতি সর্দ্দার পি, এস, শোধবংশ লাহোরে ওয়াই, এম, সি-এতে বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন যে, ভারত সরকার ভারতীয় বণিকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ইংলণ্ড, হামবুর্গ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং ইটালীতে ট্রেড্ কমিশনার নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নিউইয়র্ক, টোকিও ও পূর্ব্ব-আফ্রিকার মোম্বাসাতেও এই প্রকার ট্রেড্ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, এই সকল ট্রেড্ কমিশনার কেবলমাত্র আমদানী রপ্তানীর সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভারত সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তাঁহারা আর কিছু করিতে সমর্থ নহেন। স্ব স্ব এলাকা ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় বণিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার পক্ষে উক্ত কমিশনারগণের অর্থ ও কর্ম্মচারী নিয়োগের উপযুক্ত ক্ষমতা বা ব্যবস্থা নাই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের অবস্থার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আমেরিকায় প্রবেশ সম্পর্কে এসিয়াবাসী বিরোধী আইন সমূহ এবং আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির অভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে উক্ত দেশে কোন অফিস খোলা বা তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হয় না। বর্ত্তমানে ভারতীয় রপ্তানী কারকগণকে সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার আমদানী কারক-গণের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়। আমেরিকায় প্রবেশ সম্পর্কিত আইন যদিও সমস্ত এসিয়াবাসীগণের পক্ষেই প্রযোজ্য তথাপি চীন ও জাপানের সহিত আমেরিকা সরকার চুক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং জাপান ও চীনবাসীগণ অবাধে উক্ত দেশে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে। আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের যে বাণিজ্যগত সম্পর্ক আছে তাহা ১৮১৫ সালের সেই মান্ধাতা আমলের তিন আইন অনুসারেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর মিঃ শোধবংশ বলেন যে, তিনি সমগ্র ইউরোপ ও মিশর ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও একটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক কিংবা বীমা কোম্পানী দেখিতে পান নাই অথচ ভারতবর্ষে বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওর কোম্পানীর ইয়ত্তা নাই। বিদেশের বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রকৃত কোন প্রকার ক্ষমতা নাই ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। তবে ইহা সত্য যে, ইউরোপীয় আমদানী কারকগণের নিকট ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতীয় রপ্তানী কারকগণের সততার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহারা তাহাদের রপ্তানীযোগ্য কাঁচা মাল বা তৈয়ারী মালের উন্নতি সাধন করিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অধিকতর সততার পরিচয় দিতে পারেন। ইহা কেবলমাত্র তাহাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য নহে সমগ্র ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্যই করা উচিত।

আফগানিস্থানের সহিত ভারতের বানিজ্য সম্পর্কে মিঃ শোধবংশ বলেন

যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের প্রতি নানা প্রকার বাধা নিষেধ প্রয়োগ করা হয় অথচ ভারতবর্ষে কাবলীওয়ালার অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ না করিলেও চলে। ইহাসত্বেও ভারত সরকার আফগানিস্থানের সহিত পারস্পরিক বানিজ্য চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে আদৌ সচেষ্ট নহেন। তবে ভারতবাসীগণ বর্ত্তমানে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। ফলের ব্যবসা সম্পর্কে আফগান সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ও সরব সক্রিয় আন্দোলনের ফলে এখন এদিক সকলেরই চোখ ফুটিবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেলওয়ে ও জনস্বাস্থ্য

সম্প্রতি পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—পাবনায় কতিপয় অভিনন্দন পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে বর্ত্তমানে বাংলাদেশ এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে অতঃপর জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রেলওয়ের বিস্তার সাধন সম্পর্কে আদৌ কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন পূর্ব্বে যথেচ্ছ রেলপথ বিস্তার করিবার ফলে জন স্বাস্থ্য সঙ্কটাপন্ন ও নদ নদীসমূহ হাজিয়া মজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন রেলওয়ে বিস্তার সম্পর্কে নূতন কোন প্রস্তাব উত্থাপনে পূর্ব্বে ইহার প্রত্যেকটি দিক পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এতৎসম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত অভিনন্দন পত্র সমূহের প্রত্যেকখানিতেই পাবনা হইয়া ঈশ্বরদি-সাধুগঞ্জ রেলপথ নির্ম্মাণের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

সরকারী চাকুরীর বণ্টণ

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী চাকুরী বণ্টনের হার সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সম্প্রতি চট্টগ্রামে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের দলপতিগণকে লইয়া তিনি একটী সম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছা করেন। যদি উক্ত সম্মেলনে কোন প্রকার চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবেন। যদি উহা ব্যর্থ হয় তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট দ্বিধা করিবেন না।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স মিঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লোক্যাল এ্যাডভাইসরী কমিটীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। মিঃ জে. এন. লাহিড়ী শিল্প বিভাগের বোর্ড অব সায়েন্টিফিক রিসার্চের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রতিবাদ

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট সম্প্রতি ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি করিবার নীতি শর্করা শিল্প তো দূরের কথা, কোন প্রকার শিল্পের পক্ষেই অনুকূল নহে। বিদেশী চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইবার যেখানে সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে সেস্থলে যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের এই নীতি কখনই সমর্থন লাভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া শর্করা শিল্প সম্পর্কে যে সংরক্ষণ মূলক ব্যবস্থা করিয়াছেন উহা তাহার পরিপন্থী বলিয়াই গণ্য হইবে। সিণ্ডিকেট উক্ত গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের নীতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ উক্ত নীতি মারাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে দেশের এই বৃহৎ শিল্পটি বিপদগ্রস্থ হইবে। এই সম্পর্কে ভারতবাসীর মূলধনে ৩০ কোটি টাকা খাটিতেছে।

সিণ্ডিকেট উক্ত গবর্ণমেণ্টের নীতির সমালোচনা করিয়া নিম্নোক্ত প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি করিবার ফলে ইক্ষু চাষীদের মধ্যে উক্ত ফসল অত্যধিক পরিমাণে চাষ করিবার উৎসাহ দেখা যাইবে এবং ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। এই সম্পর্কে সিণ্ডিকেট গত ১৯৩৬-৩৭ সালের অভিজ্ঞতার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন।

রেলওয়ে বোর্ডের কর্ম্ম তালিকা

ওয়েজউড কমিটির সুপারিশ অনুসারে রেলওয়ে বোর্ড রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে সংবাদ পত্রের মারফৎ প্রচারকার্য্য, রেলকর্ম্মচারীদের অভদ্র ব্যবহার দমন সম্পর্কে অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন, অধিক সংখ্যা অভিযোগ বহি রাখিবার ব্যবস্থা; রেল ভ্রমণ জনপ্রিয় করিয়া তুলা, যানবাহন চলাচল সম্পর্কে রেল ও মোটরের মধ্যে সমতা রক্ষা, বিভিন্ন ওয়ার্কসপের একত্রীকরণ, ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে নিয়ত প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

গমের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি লণ্ডনে আন্তর্জাতিক গম কমিটীর একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এ সভায় পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি পোল্যাণ্ডে গম হইতে সুরাসার (alcohol) প্রস্তুতের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা হইতে জানা যায় উক্ত দেশে গম হইতে উৎকৃষ্ট সুরাসার প্রস্তুত করিয়া তাহা মোটর চালনার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। ফ্রান্স দেশের প্রতিনিধি উক্ত দেশেও গম হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানান।

আন্তর্জাতিক গম কমিটীর বৈঠকে গমের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটী আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ কানাডা, আর্জেণ্টাইন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গারী, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স দেশের প্রতিনিধি নিয়া এ বিষয়ে একটী পরিকল্পনা গঠন কমিটী স্থাপন করা স্থির হইয়াছে।

কলিকাতায় চায়ের ব্যবহার

কলিকাতা সহরে কি পরিমাণ চা ব্যবহৃত হইতেছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং এই সহরে চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি কল্পে প্রচার কার্য্য চালাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপান্সন বোর্ড শীঘ্রই তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ উক্ত বোর্ডের নির্দ্দেশে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল লেবরেটরীর সেক্রেটারী মিঃ পি সি মহলানবীশ ইতিমধ্যেই তদন্ত কার্য্যের উপযোগী একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

পৃথিবীর উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ

"ইউনিয়ন কর্পোরেশনের" মতে ১৯৩৮ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় সমস্ত পৃথিবীতে যে স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিমান শতকরা ৫·৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৩৭ সাল ও ১৯৩৬ সালের অপেক্ষা শতকরা সাড়ে সাত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত কর্পোরেশনের মতে ১৯৩৮ সালে ৩৬ কোটি ৭ লক্ষ আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ৩৪ কোটি ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার আউন্স বলিয়া সংশোধিত হিসাব পাওয়া গিয়াছে। উপরোক্ত উভয় হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপন্ন স্বর্ণের আনুমানিক পরিমান ৫০ লক্ষ আউন্স বলিয়া ধরা হইয়াছে।

নারীর জীবন বীমা

গত ১৪ই জানুয়ারী ডাঃ মিসেস স্বরণ মিত্র এম-বি ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটে নারীর জীবন বীমা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—সাধারণতঃ পুরুষদের তুলনায় ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীদের ভিতর বেশী মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়। তবে ৪৫ বৎসরের বেশী বয়স্কা নারী ৪৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক পুরুষের তুলনায় দীর্ঘজিবী হয়। ইংলণ্ডের ৭৩টী জীবন বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম হার আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৪৪টী কোম্পানী নারীর জীবন বীমার জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করেন না। কিন্তু অন্য সমস্ত কোম্পানীই নারীর জীবন বীমার জন্য প্রতি ১০০ পাউণ্ডের বীমার উপর বাৎসরিক ৫ শিলিং হইতে ২০ শিলিং পরিমাণ বেশী প্রিমিয়াম দাবী করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় নারীর জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। এজন্য নারীর জীবন গ্রহণ করা বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বেশী পরিমাণ সতর্কনীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রায় সমস্ত কোম্পানীই নারীর জীবন বীমার জন্য বাৎসরিক ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করে। ডিরেক্টর জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় ভারতবর্ষে একমাত্র প্রসবকালীন গোলযোগে বাৎসরিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই অবস্থায় নারীদের জীবন বীমা গ্রহণ করিতে গিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে তাহাদের প্রসবকালীন মৃত্যু সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করাই সমুচিৎ বলা যাইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিউটের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, সি, রায় এম-এ, বি-এল ঐ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ইংলণ্ডে জীবন বীমাকারী নারীদের মৃত্যুর হার সম্পর্কে একবার ১৮৬৩-৯৩ সালে ও আর একবার ১৯২০-৩০ সালে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করা হয়। ঐ তদন্তের ফলে প্রসব কালে নারীদের মৃত্যু সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরে ঐ মৃত্যুহার ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

ভারতে কেরোসন তৈলের উৎপাদন

সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের (Geological survey of India) রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ সহ ভারতবর্ষে ১৯৩৬ সালের তুলনায় বেশী পরিমাণে কেরোসিন তৈল উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ১১ হাজার ৬০৪ গ্যালন পরিমাণ কেরোসিন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে ঐ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে ৩৫ কোটি ৩ লক্ষ ২২ হাজার ২২২ গ্যালন। আর কোন বৎসর এত বেশী পরিমাণ তৈল উত্তোলিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সিং খুর খনি হইতে ২ কোটি গ্যালন, এটকের খনি হইতে ৫৫ লক্ষ গ্যালন আয়েটমের খনি হইতে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন এবং ডিগবয়ের খনি হইতে ১০ লক্ষ গ্যালন বেশী তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। অপর দিকে এবার গতবারের তুলনায় ইয়ানন গিয়াঙ্গ ও ইয়ানবাগিয়াটের খনি হইতে যথাক্রমে ৯৫ লক্ষ গ্যালন ও ২০ লক্ষ গ্যালন পরিমাণ তৈল কম উত্তোলিত হইয়াছে।

ভারতীয় চা শিল্পের ইতিহাস

গত ১৭ই জানুয়ারী আশুতোষ হলে মিঃ জোনস ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে এক বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে উহার উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহার অবস্থার বিশ্লেষন করিয়া বলেন যে ভারতীয় চা শিল্প এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। মিঃ জোনস্ বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ বোটানিষ্ট ভারতবর্ষে চা উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হন। অতঃপর ৫০ বৎসর যাবৎ এই শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে সবিশেষ চেষ্টা করা হয়। ১৮২৩ সালে মিঃ রবার্ট ব্রুস নামক জনৈক ইংরাজ আসামের মাটি চায়ের চাড়া রোপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া আবিষ্কার করেন। অতঃপর আসামে চায়ের বীজ প্রেরিত হয়। এইরূপে আসামজাত চায়ের ক্রমোন্নতি হইয়া উহা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পূর্ব্বে চীন হইতে চা আমদানী হইত তাহাই সকলের নিকট আদরনীয় ছিল। বহু চেষ্টায় ভারতীয় চায়ের শ্রেষ্ঠতা প্রমান করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে আসামে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৬৪ একর, বাঙ্গলা দেশে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৪৩৩ একর, বিহারে ৩ হাজার ২৬২ একর, যুক্ত প্রদেশে ৬ হাজার ৪৬৩, পাঞ্জাবে ৯ হাজার একর, মাদ্রাজে ৭৭ হাজার ৭৮৮ একর, কুর্গে ৪১৫ একর, ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ হাজার ৩৬৪ একর, মণ্ডীরাজ্যে ১ হাজার ৫৯ একর, নেপালে ৩ শত একর, মহীসূরে ৪ হাজার ২০৮ একর, কোচিনে ১ হাজার ৬৭৮ একর ত্রিবাঙ্কুরে ৭৮ হাজার ৯৫৮ একর লইয়া ভারতবর্ষে মোট ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ১৫ একর জমিতে চায়ের চাষ হইতেছে। প্রায় দশ লক্ষ লোক এতৎসম্পর্কে কাজ করিতেছে।

বীরভুমের কথা

বীরভূম জেলা হইতে "বীরভূমের কথা" নামে একটি নূতন জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা আগামী সরস্বতী পুজার দিন (২৫শে জানুয়ারী) প্রকাশিত হইবে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদনা করিবেন। বীরভূমে একটীও জাতীয়তা-বাদী পত্রিকা নাই। "বীরভূমের কথা" সে অভাব পূর্ণ করিবে। মূল্য নামমাত্র ৵১০ দুই পয়সা হইবে বলিয়া প্রকাশ। পত্রিকার declaration লওয়া হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক তুলা নিয়ন্ত্রণ ও ভারত

নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ তুলা ব্যবসায়ী মেসার্স ই. জে স্কব্যাক এণ্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার মিঃ স্কব্যাক তুলার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারতের সহযোগীতা লাভের উদ্দেশ্যে বোম্বায়ে আগমন করিয়াছেন। তিনি এ সম্পর্কে আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেলহালের নিকট হইতে এক পত্র লইয়া আসিয়াছেন। শীঘ্রই বড়লাটের সঙ্গে বোম্বায়ে তাঁহার এবিষয়ে আলোচনা হইবে বলিয়া প্রকাশ। মিঃ স্কব্যাক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে তুলার বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, চীন ও ব্রেজিলের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন। এবং তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় তুলার উচ্চমূল্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। গত দুই বৎসর যাবৎ আমেরিকা তুলা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালাইতেছে তাহার কতকটা সুফল দেখা গেলেও অপরাপর দেশ সমূহের সহযোগীতা ব্যতীত উহার সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হইবে না। এই কাজে তুলা উৎপাদণ কারী দেশ সমূহের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের একত্র ভাবে পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। এবং প্রত্যেক দেশের অবস্থা অনুসারে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। সম্মিলিত ভাবে তুলা উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হইলে তুলার বাজার সম্পর্কে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিবে না।

ভারতের মজুদ তুলার পরিমাণ

ভারতীয় সেণ্ট্রাল কটন কমিটির বিবৃতিতে প্রকাশ যে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতে ৪৭৩ পাউণ্ড ওজনের মোট ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার গাট তুলা মজুদ ছিল। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় উহা ৬ লক্ষ ৫২ হাজার গাট অধিক।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ

১৯৩৭-৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী

ভারতবর্ষের বৃহদাকার স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী হিসাবে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী আজ দেশের ভিতর এক বিশেষ গৌরবোজ্জল স্থান অধিকার করিয়াছে। জাহাজী ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানী সমূহের অনেক দিনের এক চেটিয়া প্রভুত্ব ও বর্ত্তমান প্রভাব প্রতিপত্তির কথা যাঁহারা জানেন তাঁহাদের নিকট 'সিন্ধিয়া' কোম্পানীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও অগ্রযাত্রার ইতিহাস যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে সন্দেহ নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় বিশিষ্ট স্বদেশ প্রেমিক ব্যবসায়ীর চেষ্টা যত্নে বোম্বাইয়ে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'লয়েলটী' নামক একটী ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়া এই কোম্পানীর কার্য্যের সুরু হয়। তদবধি বিদেশী জাহাজ কোম্পানী সমূহ নানা-প্রকারের অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া ও অন্য ধরণের হানিকর প্রচেষ্টা চালাইয়া এই দেশীয় কোম্পানীটিকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ও অংশীদারগণ দৃঢ় ও একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা এই প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াও উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর জাহাজের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৩টি। ঐসব জাহাজ যে কেবল ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহের ভিতরই যাত্রী ও মাল চলাচলের কাজে নিয়োজিত আছে তাহা নহে—এখন সুদূর ইউরোপ বন্দর পর্য্যন্ত ও যাত্রী বহন কার্য্যেও ঐ কোম্পানীর জাহাজ চলাচল করিতেছে। ফলে কি কার্য্য সম্প্রসারণের দিক দিয়া কি আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির দিক দিয়া 'সিন্ধিয়ার' ক্রমিক সাফল্য আজ সর্ব্বপ্রকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা ঐ প্রকার অগ্রগতিরই পরিচায়ক।

আলোচ্য বিবরণীতে গত ৩০শে জুন তারিখে আমদানীকৃত মূলধন বাবদ ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৫১৩ টাকা, ক্ষয় পূরণ তহবিল বাবদ ৭২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের সংরক্ষণী তহবিল বাবদ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, নৌ বীমার মজুদ তহবিল বাবদ ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩৩০ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া 'সিন্ধিয়ার' কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৮৮ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর জাহাজ ইত্যাদি ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৬৮ টাকা, বাড়ীঘর ৫ লক্ষ ১ হাজার ১১১ টাকা, আসবাব পত্র ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১৭০ টাকা, ষ্টোরে রক্ষিত জিনিষ পত্র ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৩৪ টাকা, বেঙ্গল বার্ম্মা কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান কোপারেটিভ নেভিগেশন এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীকে প্রদত্ত ঋণ ২৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৪২ টাকা, কোম্পানীর কাগজে দাদন ৩২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শেয়ার ৬ হাজার ২৭৭ টাকা, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৪৬ টাকা, বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর শেয়ার ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৩০৬ টাকা, ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ নেভিগেশন এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর শেয়ার ৩৫ হাজার টাকা নরোত্তম লিমিটেডের শেয়ার ১০ লক্ষ টাকা, ইষ্টার্ণ বাঙ্কার্স লিমিটেডের শেয়ার ১লক্ষ ৮৫ হাজার ৯০০ টাকা, নরোত্তম এণ্ড পেরেইরা লিমিটেডের শেয়ার ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, সিন্ধিয়া ষ্টীম সিপস্ (বার্ম্মা) লিমিটেডের শেয়ার ৫ লক্ষ টাকা, সিন্ধিয়া ষ্টীম সিপস্ (লণ্ডন) লিমিটেডের শেয়ার ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০৬ টাকা, বঙ্গর ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিমিটেডের শেয়ার ১০ লক্ষ টাকা, ন্যাশন্যাল সিপিং এজেন্সী লিমিটেডের শেয়ার ৮ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৯৭ টাকা। এই হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদ শ্রেণীর দাদনে ও সম্প্রসারণের কাজে সর্ব্বপ্রকার বিবেচনা সম্মত বিধি ব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৎসরের জাহাজে মাল ও যাত্রী বহন করিয়া ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৭ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ১ লক্ষ ৮২ হাজার ১৪৫ টাকা, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের উপর প্রাপ্য লভ্যাংশ বাবদ ২ লক্ষ ১৭ হাজার ২৬৮ টাকা, এবং অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৩৪ টাকা। এই আয় হইতে যাবতীয় খরচ পত্র নির্ব্বাহ করিয়া ও ১০ লক্ষ টাকা ক্ষয় পূরণ তহবিলে নিয়োগ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে নিট লাভ দাঁড়ায় ১৬লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৪৫ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের জের ৮৩ হাজার ১১৫ টাকা যোগ করিয়া যে ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৬০ টাকা হয় তাহা কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নিম্নরূপ ভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন:—প্রতি শেয়ারে ১ টাকা হারে কোম্পানীর ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৭৮ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ—৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৭৮ টাকা, নৌ-বীমার মজুদ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা, দাদনী টাকার সংরক্ষণী তহবিলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ইনকাম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স ২ লক্ষ টাকা, কর্ম্মচারীদের বোনাস ৫০ হাজার টাকা, আগামী বৎসরের জন্য জের ৪৭ হাজার ৮৮২ টাকা। আমরা সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ১৬ই জানুয়ারী লক্ষ্ণৌতে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের একটী শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদের স্পীকার মিঃ পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন এই আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে একটী সময়োচিত বক্তৃতায় তিনি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, মিঃ অজিত কুমার হালদার মিঃ বি গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার এন এন সরকার উক্ত ব্যাঙ্কের ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ শাখা পরিদর্শন করেন। ডেপুটী এজেণ্ট মিঃ এন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বিভাগ দেখান। স্যার এন এন সরকার ব্যাঙ্কটীর ক্রমোন্নতি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা ব্যাঙ্কের নিজস্ব বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে কমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনই প্রথম নিজস্ব বাড়ী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া স্যার এন এন সরকার বিশেষ প্রীত হন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার এন এন সরকার গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হেড আফিস পরিদর্শন করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল তাঁহাকে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যান। স্যার এন এন সরকার ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতিতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নাথ ব্যাঙ্কের সাব একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুত রামপদ গুপ্ত বি-কম আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন। তিনি সেখানে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবেন।

ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ যে বর্ষ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার অধিক নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ

'আর্থিক জগতের' গত সংখ্যায় কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর সমালোচনায় কলিকাতার শাখার ঠিকানা ৪৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড বলিয়া ছাপা হইয়াছিল। আমরা অবগত হইলাম এই কোম্পানী কলিকাতা শাখার আফিস বর্ত্তমানে ২৯ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা পরিচালনা করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্তসহ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মোট ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। ডিরেক্টরগণ ঐ নিট লাভ হইতে ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ছয় মাসের হিসাবে অংশিদারগণকে প্রতি শেয়ারে ১ টাকা হারে লভ্যাংশ এবং প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে বোনাস দেওয়া স্থির করিয়াছেন। বাকী ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৭৩ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে।

মোহিনী মিলের নূতন নিয়োগ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে ময়মনসিংহ জেলার পাতুয়াইর গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মোহিনী মিলের জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বস্ত্রশিল্পে শ্রীযুত মজুমদারের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে খুব কমই আছেন। বিগত ৩২ বৎসর কাল তিনি মধ্যপ্রদেশ, কালিয়াকট, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক কাপড়ের কলে উইভিং মাষ্টার ও ম্যানেজার পদে অত্যন্ত সুনামের সহিত কাজ করিয়াছেন। তিনি ঐ সব অঞ্চলে বহু কাপড়ের কলে উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন। বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কলমালিকদের মধ্যে শ্রীযুত মজুমদার একজন বিশেষ খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। বাঙ্গলা দেশ এতদিন পর্য্যন্ত এই ধরণের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল। তাঁহার ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এতদিন পরে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে এই প্রদেশ বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে বিশেষ সমুন্নত হইয়া উঠিবে—উহাই আমরা আশা করিতেছি। আমরা মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক্ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং

আসাম সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জি এন বারদলুই সম্প্রতি কলিকাতা পরিভ্রমণকালে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করেন। তাঁহাকে কারখানার সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখান হইলে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন—এই কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। এদেশে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান তৈয়ার করিবার ও এই ধরণের অন্য সব উপকরণ তৈয়ার করিবার যে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। বিদেশ হইতে ফ্যান আমদানী করা এখন বন্ধ করা যাইতে পারে। 'ওরিয়েণ্ট ফ্যান' তৈয়ার করিয়া ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী প্রকৃত কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করিতেছি।

নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী

আমরা ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জীর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—লিলি বিস্কুট কোম্পানী—কলিকাতা, অক্ষয়কুমার লাহা—১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, 'মীরা'—কলিকাতা, বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

কমরেড্ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ আতাউর রহমান। প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়—অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—চট্টগ্রাম।

হিন্দুস্থান হোসিয়ারি মিলস্ লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ কেশবনাথ চক্রবর্ত্তী। গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৫নং নর্থব্রুক হল রোড—ঢাকা।

ডালমিয়া সিমেণ্ট এজেন্সী লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ মোহনলাল জাজুদিয়া। কমিশন এজেন্সী ও আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০৯ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—কলিকাতা।

ইষ্ট বেঙ্গল সুয়িং ম্যাসিন কোং লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ হরলাল মুখার্জ্জি। সেলায়ের কল বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—ফরিদপুর।

ইউরেকা ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ কালীপদ বিশ্বাস। চামড়ার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মিনারেল কনসার্ণ লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ চিত্তরঞ্জন উপাধ্যায়। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসা অনুমোদিত মূলধন—৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২ নং মিশন রো—কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাকচারার্স ইউনিয়ন লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস—ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লিঃ। প্রদর্শনী সংগঠন ও পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট—

এক্সপ্রেস প্রভিডেণ্ট এসিওরেন্স কোং লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ সুধীন্দ্রনাথ সরকার। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মত ও পথ

তুলা চাষীদের অবস্থার উন্নতি

সম্প্রতি তুলার বাজার মন্দা দেখা যাওয়ায় ভারতীয় তুলা চাষীদের সম্মুখে যে অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়াছে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্র 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' গত ১৪ জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—তুলার বাজার পড়িয়া যাওয়ার জন্য ভারতীয় তুলা চাষীরা উৎপন্ন তুলার ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না। বরোচ জেলায় তুলার দাম প্রতি গাঁইট ৬৮ টাকা। বেরারে ৭৫ টাকা এবং পাঞ্জাবে তথাকার তুলার দাম প্রতি বেল ৮০ টাকা। এই দাম হইতে উৎপাদন খরচ বাদ দিলে কৃষকদের যে নিট আয় দাঁড়ায় তাহা যে খবই সামান্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশের জমিতে তুলার একর প্রতি গড়পড়তা উৎপাদন অল্প, কাজেই যে দিক দিয়াও লাভের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। গত ১৯৩১-৩২ সালে এদেশের জমিতে তুলার উৎপাদন একর প্রতি মাত্র ৯৮ পাউণ্ড ছিল। গত দশ বৎসরে জমির উন্নতি সাধনের কিছু কিছু চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বোচ্চে প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ডের বেশী তুলা উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ এবৎসরও আমেরিকার জমিতে গড়ে প্রতি একরে ২২৫ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। এই অবস্থায় বর্তমানে কিভাবে ভারতীয় তুলাচাষীদিগের উপকার সাধন করা যায় তাহাই বিবেচ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েসনের গত বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে উক্ত এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে তুলা চলাচলের রেল ভাড়া হ্রাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। স্যার পুরুষোত্তম তাঁহার বক্তৃতায় এদেশ হইতে ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে জাহাজে তুলা পাঠাইতে যে বেশী হারে ভাড়া দিতে হয় তৎপ্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় তুলা ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে তুলার রেল ভাড়া ও জাহাজ ভাড়া হ্রাস করিবার আবশ্যকতা যে খুব রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে বর্তমান সময়ে তুলাচাষীদের হিত কল্পে আর একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় হইতেছে বেশী পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যবস্থা। সেণ্ট্রাল কটন কমিটি এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতেছেন। এই চেষ্টার পিছনে প্রয়োজনানুরূপ সরকারী অর্থ নিয়োজিত হইলে তাহাতে কৃষকদের কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

মহাজনী প্রথা ও তাহার সংস্কার

'বণিক' নামক মাসিক পত্র গত মাঘ সংখ্যায় ব্যাঙ্কিং ও কৃষিঋণ সমস্যা শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—মহাজনেরা আবহমান কাল হইতে গ্রাম্য অঞ্চলের আর্থিক আদান প্রদানের ব্যাপারে যে সমাজ দেহের কিরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে ও ঋণদান সংক্রান্ত ব্যাপারে ইঁহাদের অভিজ্ঞতা অপরিসীম। সাধারণতঃ কঠোর প্রকৃতি হইলেও মহাজনগণ দরিদ্র কৃষকদিগের আপদ বিপদে ও দুঃখ দুর্দ্দশায় সহানুভূতি পরবশ হইয়া তাহাদিগকে ঋণদান পূর্ব্বক অসময়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্তমান ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির সহিত তাহাদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞ ব্যাঙ্কও স্বীকার করিয়াছেন। কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি বশতঃ এবং তাহাদিগকে মহাজনের অত্যাচার ও ঋণদায় হইতে রক্ষা করার জন্য ভূমি হস্তান্তর বিষয়ক আইন, মহাজনী আইন এবং সর্ব্বোপরি ঋণশালিশী আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় মহাজন-দিগেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এসময়ে মহাজনদিগের সহিত সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পল্লী অঞ্চলে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগ গ্রহণ করা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কর্তব্য। যেসকল স্থানে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করার বিশেষ সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য মহাজনগণকে ব্যাঙ্কের এজেণ্ট স্বরূপ নিযুক্ত করিলে ব্যাঙ্কের সুবিধা হইবে। ইহারা স্থানীয় অবস্থার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত এবং ইহাদের দায়িত্বও সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং ইহারা আমাণত গ্রহণ, টাকা, নোট, চেক ও ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি ব্যাঙ্কের হেড্ আফিসে বা স্থানান্তরে প্রেরণ, অর্থের আদান-প্রদান এবং বিলের টাকা সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য ব্যাঙ্কের পক্ষে নির্ব্বাহ করিতে পারে। অথবা ব্যাঙ্কগুলি গ্রাম্য মহাজনদিগকে উপযুক্ত জামিন লইয়া গ্রামে লগ্নি করার জন্য অল্প সুদে টাকা ধার দিতে পারে। সুতরাং গ্রাম্য ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন না করিয়াও মহাজনদের মধ্যবর্তিতায় ব্যাঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করা যাইতে পারে।

বাংলার ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস

বাঙ্গলার জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার মিঃ এন, কে মজুমদার সম্প্রতি ময়মনসিংহ গিয়া তথাকার ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সমূহের পরিচালকদের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,—বাঙ্গলায় যত ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস স্থাপিত হইয়াছে সংখ্যার দিয়া এতগুলি ব্যাঙ্ক বা লোন অফিস ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই। কিন্তু বাঙ্গলার লোন আফিস বা ব্যাঙ্কের আজ যে দুরবস্থা কোন প্রদেশের ব্যাঙ্কের অবস্থা সেরকম নয়। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস সমূহের বর্তমান দুরবস্থার মূলে উহাদের কর্ম্মপদ্ধতির গলদই নিহিত রহিয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান জমি বন্ধকে টাকা দাদন করিয়াই বিপদে পড়িয়াছে। অন্য কোন প্রদেশের জমির সিকিউরিটির উপর নির্ভর করিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় নাই। জমির সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নি করিলে তাহার আদায় ফসলের উপর নির্ভর করে। এই দেশে জমির ফসল সব বৎসর সমান হয় না। সুতরাং দাদনী টাকাও নিয়মিত আদায় হয় না। তারপর ফসলের দাম বিশেষভাবে পড়িয়া যাওয়ায় স্বল্প মিয়াদী আমানতী টাকা আটক পড়িয়া যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল ব্যাঙ্কগুলি আমানতকারীদিগের টাকা পরিশোধ করা সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সুতরাং এই অবস্থায় বাধ্য হইয়াই জমির সিকিউরিটিতে টাকার দাদন বন্ধ করিতে হইল। কথা উঠিবে তবে চাষীর কি হইবে? চাষীর ভাবনা এই সকল ব্যাঙ্ক ভাবিতে গেলে চাষীরও লাভ হইবে না, ব্যাঙ্কও টিকিবে না। চাষীদের হিতের জন্য অন্যপ্রকার ব্যাঙ্ক দরকার। যাহারা ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দীর্ঘ দিনের মিয়াদে টাকা ধার করিবে, আর দীর্ঘদিনের মিয়াদে চাষীদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবে, এই সকলের একমাত্র কর্তব্য শিল্পজাত দ্রব্যের সিকিউরিটিতে টাকা নিয়োগ করা। তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই টাকা ফিরিয়া আসে, বৎসরে দুই তিনবার একই টাকা খাটান যায়। টাকা কোন সময়ই পড়িয়া থাকে না। ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হয় লগ্নির নিরাপত্তা আর দ্বিতীয়তঃ টাকা এমনভাবে নিয়োগ করিতে হয় যাহাতে টাকা সকাল সকাল হাতে ফিরিয়া আসে। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলির অধিকাংশ লগ্নির তথাকথিত নিরাপত্তাই দেখিয়াছেন, কিন্তু অন্য দিকে দৃষ্টি দেন নাই। তাই এই দুরবস্থা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২০শে জানুয়ারী

নূতন বৎসরের প্রারম্ভে কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার যে বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া অনুভূত হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহা সমভাবেই বলবৎ আছে। বার্ষিক শতকরা ২৷৷০ আনা সুদের হারে এখনও ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইতেছে। বাজারে টাকার চাহিদা বেশী থাকার দরুণ প্রতি সপ্তাহেই ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ঋণ প্রদাতার তুলনায় অধিক থাকিয়া যাইতেছে। টাকার বাজারের এইরূপ বেশী চড়া অবস্থা খুব কম বৎসরই দেখা গিয়া থাকে। এখন বাজারের এই চড়া ভাব কতদিন পর্য্যন্ত বজায় রহিবে তাহাই বিবেচ্য। প্রতি বৎসর এই সময়ে নূতন ফসল ক্রয়ের প্রয়োজনে ব্যবসায়ীগণ বেশী পরিমাণ টাকা তুলিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন। আর আর তাহার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বাজারে টাকার কিছু টান দেখা যায়। এ বৎসর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা এখন কিছু প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু ঐরূপ চাহিদা টাকার বাজার চড়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রিজার্ভব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলির আমানতী জমা এসপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে কোন দিকে বেশী পরিমাণে তাহারা অগ্রিম অর্থও নিয়োজিত করে নাই। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা এখন পর্য্যন্ত যে তত বৃদ্ধি পায় নাই ইহাতে তাহাই প্রমানিত হয়। বর্ত্তমানে দুইটি বিশেষ কারণে টাকার বাজারে কল টাকার সুদের হার এত বেশী চড়া থাকিয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্ট যে কিছুকাল যাবৎ তাঁহাদের বিক্রিত ট্রেজারী বিলের হার বাড়তি অবস্থায় বলবৎ রাখিয়াছেন তাহাতে সাধারণভাবে বাজারে কল টাকার সুদের হারও উচ্চ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গত তিন চারি সপ্তাহ যাবৎ বোম্বাইয়ে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানীর জন্য মজুত রাখিয়াও তাহা কার্য্যতঃ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানী না করায় ঐ বাবদ বহু টাকা আটক পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ সমস্ত স্বর্ণ রপ্তানী করা হইলে তৎবাবদ নিয়োজিত টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিত এবং তাহাতে বাজারে টাকার টানও কতকাংশে হ্রাস পাইত। গভর্ণমেণ্ট যে ট্রেজারী বিলের সুদের এখনও বেশী কিছু হ্রাস করিতেছেন না তাহাতে টাকার বাজার চড়া রাখিবার দিকে তাঁহাদের চেষ্টা এবং আগ্রহই সূচিত হয়। এই প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে তাহার ফলে কল টাকার সুদের হারও কিছু পরিমাণে নামিয়া আসিতে পারে।

গত ১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদন গুলির মধ্যে ৯৯৷৵৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৵৬ পাই দরের শতকরা মোট ৭৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে গৃহীত টেণ্ডারের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৷৷৵০ আনা। এবার তাহা দুই পাই পরিমাণে কমিয়া মোট ২৷৷৵১০ পাই দাঁড়াইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ট্রেজারী বিলের সুদের হার বাড়িয়া যাইতেছিল। এসপ্তাহে সে সম্বন্ধে এই কমতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্‌তি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দিতে হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্কের আমানত ও গভর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ১১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ছিল।

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে। অদ্য বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২পে
ঐ দর্শনী	"	১শি ৫৩১/৩২পে
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬১/৩২পে
ডি এ ৪ মাস	"	১শি ৬১/১৬পে
ডি এ ৬ মাস	"	১শি ৬১/৮পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	"	৮৬[illegible]
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলার)	২৮৭৷৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৷৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২০শে জানুয়ারী

সাধারণভাবে সকল বিভাগে না হইলেও কোন কোন বিভাগের দিক দিয়া এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কিছু উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে। আর মূলতঃ স্থানীয় কারণেই সে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এসপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগেই বাজারের প্রধান আকর্ষণ ছিল। এই বিভাগে এসপ্তাহে যে কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে দামের হারও তেমনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিসূচক নানারূপ জনরবের অনুপাতেই তাহার কারণ। প্রথমতঃ শুনা যায় যে স্বেচ্ছামূলক চুক্তি অনুসারে চটকলওয়ালারা শীঘ্রই পাটকলের শতকরা ২৫ ভাগ তাঁত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ একরূপ একটি খবর ও প্রচারিত হয় যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সমরায়োজন কল্পে ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণ পাটের থলে ক্রয় করার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এজন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকেও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই সব সংবাদ রটিত হওয়ার ফলে এসপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের উপর সাধারণের আস্থা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে পাটকলের শেয়ারের মূল্যও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগেও এসপ্তাহে ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার মূল্যের হার বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। এসময় ষ্টীল কর্পোরেশন অনেকটা শীঘ্র শীঘ্র কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থায় কোম্পানীর হিসাবে ভবিষ্যতে লাভরূপ লাভ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিষয়ে বাজারে একটা বিশেষ আগ্রহ বর্তমান। এ অবস্থায় বাহিরের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে এসপ্তাহে তেমন কোন উৎসাহ-ব্যঞ্জক সংবাদ পাওয়া না গেলেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে মোটামুটিভাবে একটা কর্ম্মোৎসাহের ভাব বলবৎ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে একটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে টাকার বাজারে সুদের হার বেশ চড়া দেখা যায়। ইহার প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানীর কাগজের দামের একটু পড়তি দেখা যাইতেছে। ইউরোপের রাজনীতির অবস্থা সম্বন্ধে এখনও আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। লণ্ডনের বাজারে ঐকারণে সরকারী সিকিউরিটির দাম কিছু নিম্নে আছে। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের উন্নতি বিশেষ কিছুই আশা করা যায় না। অদ্য বাজারে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৮ টাকা। ৪ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১১১/০ আনা। ৪॥০ আনা সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১৮৵০ আনা। ৫ টাকা সুদের ঋণ (১৯৩৯-৪৪) ১০১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এসপ্তাহে বিশেষ নিরুৎসাহভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। বেচাকিনা মোটেই তেমন কিছু হয় নাই। দামের হার পক্ষের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩২৫ টাকা, বরাকর (প্রেফ) ১৩৫॥০ আনা, চুরুলিয়া ১৷৵০ আনা, ইকুইটেবল ৩৪ টাকা ও আসানসোল ১৷৵০ আনা হইয়াছে।

পাটকল

এসপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে একটী বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এসপ্তাহের প্রথমদিকে পাটের তৈয়ারী জিনিষের দাম নিম্ন ছিল কিন্তু পরে পাটকলের কার্যারত তাঁতের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ অনুপাতে হ্রাস করা হইবে বলিয়া এক জনরব প্রচারিত হওয়ায় আর তাহাতে পাটের তৈয়ারী জিনিষের মূল্যও বাড়িয়া যায়। পাটের তৈয়ারী জিনিষের দাম বাড়িবার সঙ্গে পাটকলের শেয়ারের দামও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত সপ্তাহে (শুক্রবার) হাওড়া কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ৫২।৵০ আনা, গতকল্য বৃহস্পতিবার তাহা ৫৫॥৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। গত সপ্তাহে (শুক্রবার) কামারহাটী কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ৪৭৭ টাকা, গতকল্য বাজারে তাহা ৫০৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫৫ টাকা ও ৫০৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার সর্ব্বোচ্চে ৩১।০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ২৮।৵০ আনার ভিতর উঠানামা করিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিকিকিনিতে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছিল :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ..	৯৯।০,৯৯/০,৯৯।০
৩৲ " ঋণ (১৯৪১)	১০২॥/০,১০১৸৵০,১০২।৵০,১০২৶০
৩৲ " নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৭৸৶/০,৯৮৲
৩।০ " কোম্পানীর কাগজ	৯৮।/০,৯৮।০,৯৭৸৶০,৯৮৲,৯৮/০,৯৮৵০, ৯৮৴০,৯৮৶০,৯৮/০,৯৮৵০,৯৮৴০,৯৮।/০, ৯৮৵০,৯৮৵০,৯৮।৬,৯৮।/৬,৯৮।০,৯৮।৵০, ৯৮।০
৩।০ " ঋণ (১৯৪৭)	১০৪৸/০,১০৪॥৵৬,১০৪॥৵০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০) ...	১০৭৸৵০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	১১১।০,১১১।৵০,১১১৶০,১১১।/০,১১১।০
৫৲ " ঋণ (১৯৪০-৪৩)	১০৪৸০
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	১১৫৶০,১১৫।৵০
৫॥০ " ঋণ (১৯৪০-৫০)	১০৪॥৵০,১০৪৸০,১০৪৸/০

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ (১৯৪৬-৬৬)	১০৩/০,১০২॥০
৩।০ " রেঙ্গুন মিউনিপাল ডিবেঃ (১৯৬৬-৭৬)	১০০৸/০
৫॥০ " কলিকাতা মিউনিসিপল ডিবেঃ (১৯৬২)	১২৬৲

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩০।০,৩০৸০,৩১।০,৩১॥০,৩২।৵০,৩২॥০,৩৩৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সং আদায়ী)	১,৫৭৮৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১৪৸০,১১৫৸০,১১৪।০,১১৪৲,১১৪॥০,১১৪॥০

কয়লার খনি

আমালি ...	৪॥৵০,৪৸০
বেঙ্গল	৩২৬৲,৩২৮৲,৩২৭৲,৩২৪॥০,৩২৬॥০
বেঙ্গল গিরিডি ...	২॥৵০

ভালগোরা ... ৩৸৵, ৩৸৶, ৪/০
বরাকর (অডি) ১৩॥০, ১৩॥৵, ১৩।/০, ১৩।৵০
বরাকর (প্রেফ) ১৩৬৲, ১৩৭৲, ১৩৫॥০, ১৩৬॥০
দেউলী ৭৲, ৭॥০
ধেমোমেইন ১২।৵০, ১২॥৵, ১২॥৶, ১২।০; ১২।০, ১২॥৵, ১২॥৶, ১২৶, ১২॥৶০, ১২॥০
ইকুইটেবল (অডি) ... ৩৫৲, ৩৪॥৵
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ... ১॥৶, ১৸/, ১॥৵, ১৸০
খাস কাজোরা (প্রেফ) ... ৯৸৵, ১০৵
মুণ্ডলপুর ... ৮৸৶, ৮৸৵
নাজিরা ... ৮॥৵, ৮।৵, ৮॥৵
নিউ বীরভূম (অডি) ১৬।০, ১৬৸০, ১৬৸৵, ১৬।০, ১৬॥০, ১৬।০, ১৬॥০, ১৬।০
নিউ মানভূম ... ৩১।০
নর্থ দামুদা ৪৸০, ৪৸৵০
পেঞ্চভেলী ... ৩২।০, ৩২॥০
সামলা ... ১।/০
শিবপুর ... ১৯।০
সেণ্ডা ... ৯।০
সাউথ কারানপুরা ... ৪॥৵, ৪৸০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড .. ২৫৲
টালচর .. ১/০, ১৵০, ১/০
ইউনিয়ন ... ২৫॥৵০, ২৫৸০
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩২৵. ৩২।০, ৩২॥৵, ৩২।৵, ৩২॥৵, ৩২।০, ৩২৲

কাপড়ের কল

এলগিন মিলস (অডি) ... ১১১৲, ১১২৲
কেশোরাম ৬৶০, ৬।০, ৬॥০, ৬।০, ৬॥০
মোহিনী মিলস (অডি) ... ১০৸০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (অডি) ... ১৮৵
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ... ১৩৸০, ১৩॥৵
কটক ইলেকট্রিক ... ৮৲, ৮।০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (অডি) ... ২৬৬॥০
ঐ (৬৲ সুদের (প্রেফ) ... ১২৯৲
হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অডি) ৭৸০, ৮৲, ৭॥৵০, ৭৸৶০, ৭॥৵০
ঐ (প্রেফ) ... ১৸৵০, ২৲, ১৸৵০, ২৲
ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ... ১০॥০, ১৯।০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ২৯॥/০, ২৮॥৵০, ২৮॥৵০, ২৮৸০, ২৮৸৵০, ২৯৵, ২৮৸৶০, ২৮৸/০, ২৮৸৵০, ২৮৸০, ২৮॥৶০, ২৮।৶০, ২৮।/০, ২৯/০, ২৮৸৵০, ২৯৵০, ২৮॥৵০, ২৮॥/০, ২৮৸/০, ২৮॥/০, ২৮৸/০, ২৮।৶০, ২৮॥০, ২৮৸৵০, ২৯৶, ২৮৸০, ২৮৸৶০, ২৮৵০, ২৯৲, ২৯৵০, ২৮৸৵০, ২৮৸/০, ২৯৵০, ২৯।৵০, ১৯।৵০, ২৮৸০, ২৮৸/০
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ ... ১২৭৲, ১২৮৲
মার্সালস ... ১৸০
সারন ইঞ্জিনিয়ারিং ... ৫৵০, ৫।৵০, ৫৵০, ৫।৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি) ৯৸/০, ১০৲, ১০।০, ৯৸৵০, ১০৵০, ৯৸৶০, ১০৶০, ১০৲, ১০;০, ১০॥০, ১০।/০, ১০॥৵০, ১০।০, ১০॥৵০, ১০।৶০, ১০॥/০, ১১০৵০, ১০॥৵০, ১০৸০, ১০॥৶০, ১০৸/০, ১০৸/০, ১০॥৵০, ১০৸০, ১১৲, ১১৸/০, ১১/০, ১১৵০, ১১॥০, ১০॥০, ১০॥/০, ১০॥৵০, ১০।৵০, ১০।৶০, ১০৸/০, ১০৸৵০, ১০॥৵০, ১০॥০, ১০।৶০, ১০৸০, ১০।৵০, ১০॥৵০, ১০৸০, ১০।৵০, ১০॥৵০, ১০।৶০, ১০॥০, ১০৸০, ১০॥/০, ১০৸/০, ১০॥৵০, ১০॥৵০, ১০৸৵০, ১০৸৶০, ১১৵০, ১১৲, ১১।০, ১১/০, ১১।/০, ১১৵০, ১১।৵০, ১১॥৵০, ১২৲, ১২/০, ১১॥৶০, ১১॥৶০, ১১॥০, ১১॥৵০, ১১৸০, ১১৸৵০, ১১৸৵০, ১১॥/০, ১১॥৵০, ১১॥৶০, ১১৸৵০, ১১৸০, ১২৲, ১১৸৵০, ১২৵০, ১১৸৶০, ১২॥০, ১১॥০, ১১৸০, ১১।৵, ১১॥৵০, ১১৸০, ১২৲, ১১৸৶০, ১২৶০, ১১৸/০, ১২/০, ১১॥৵০, ১১॥৶০, ১১৸৶০, ১২৵০, ১১॥৵০, ১১৸৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯৪৲, ৯৫৲, ৯৪৲, ৯৬৲, ৯৪৲, ৯৩॥০, ৯৩॥০, ৯৪॥০, ৯৫৲, ০৫॥০, ৯৫৲, ৯৬৲, ৯৫॥০, ৯৬॥০, ৯৫৲, ৯৬৲, ৯৭৲, ৯৭॥০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের অপ্রত্যাশিতরূপ উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত ১৩ই জানুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৩৮৷৹ আনা এবং সর্ব্বনিম্ন ৩৭৸৶৹ আনা ছিল। তারপর ঐ দর বাড়িয়া ১৭ই তারিখ সর্ব্বোচ্চে ৩৮৷৷৶৹ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৩৮৷৹ আনা হয়। পরে ১৮ই তারিখ হইতে পাটের দর হঠাৎ বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। আর তাহার ফলে অদ্য তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪২৲ টাকা ও সর্ব্বনিম্নে ৪০৷৷৶৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৪ই জানুয়ারী	৩৮৷৷৹	৩৮৹	৩৮৷৹
১৬ই "	৩৮৸৶৹	৩৮৷৶৹	৩৮৷৷৶৹
১৭ই "	৩৮৷৷৶৹	৩৮৷৹	৩৮৷৹
১৮ই "	৩৯৷৹	৩৮৷৶৹	৩৯৶৹
১৯ই "	৪০৸৶৹	৩৯৷৶৹	৪০৸৶৹
২০ই "	৪২৲	৪০৷৷৶৹	৪১৸৹

এসপ্তাহে পাটের দর যে এত বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে থলে ও চটের বর্ত্তমান চড়া মূল্যই তাহার কারণ। পাটকলওয়ালাদের ভিতর পাকাপাকি ভাবে একটা চুক্তি স্থির হওয়ায় প্রথমতঃ পাটের তৈয়ারী জিনিষের বাজার দর কিছু চড়িতে পারে। কিন্তু পাটকলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কার্য্যতঃ কোনরূপ ঘোষণা যখন করা হইল না তখন থলে ও চটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুনরায় একটা হতাশার ভাব সৃষ্টি হয়। আর তাহাতে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহের প্রথম দিকে থলে ও চটের মূল্য কিছু পড়িয়া যায়। কিন্তু পরে বাজারে কতকগুলি উৎসাহব্যঞ্জক জনরব প্রচারিত হইতে থাকে যাহার ফলে অচিরেই থলে ও চটের দাম উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ শুনা যায় যে পাটকলওয়ালারা তাহাদের নূতন চুক্তি অনুসারে অচিরেই একদিকে পাটকলের কাজের সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন অপরদিকে তাহারা পাটকলগুলির বর্ত্তমান তাঁতের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে হ্রাস করিবেন। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ একটা জোর গুজব প্রচারিত হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সমরায়োজনের যে কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন সে অনুসারে তাঁহাদের বহু লক্ষ পরিমাণে থলে ও চটের প্রয়োজন হইবে এবং তাঁহারা ভারত সরকারকে ভারত হইতে ঐ সমস্ত ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এইসব জনরবের ফলে সহজেই থলে ও চটের বাজারে একটা বিশেষ উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হয় আর তাহাতে ১৭ই জানুয়ারী হইতে উহাদের দামও বিশেষ চড়িয়া যায়। একদিকে ঐ সব গুজবের প্রচার ও অপরদিকে থলে ও চটের উল্লেখযোগ্যরূপ দর বৃদ্ধি এই দুই কারণে কাঁচা পাটের বাজারেও সহজেই একটা কম্মোৎসাহের সূচনা হয় এবং তাহাতে দামের হারও বাড়িতে থাকে। এখন পাটের দরের এই বৃদ্ধির মূলে কতদূর সঙ্গতি রহিয়াছে এবং এই চড়াহার অদূর ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকিবে কিনা তাহাই বিবেচ্য। পাটকলওয়ালারা শীঘ্রই পাটকলের চলতি তাঁতের পরিমাণ হ্রাস করিবেন এবং অধিকন্তু কাজের সময়ও সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস করিবেন বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হইয়াছে তাহা পাটের দর বৃদ্ধির অনুকূল নহে। কেননা ঐরূপভাবে পাটের কলের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হইলে তাহার ফলে কাঁচা পাটের ব্যবহার কমিয়া গিয়া পাটের কাটতি এবং দামের হার হ্রাস পাইবে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হওয়ার সঙ্গে থলে ও চটের দর বাড়িয়া উহার প্রতিক্রিয়ায় কাঁচা পাটের দামও শেষ পর্য্যন্ত কিছু বাড়িতে পারে কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন আশা করা যায় না। এ অবস্থায় কার্য্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন জনরব প্রচারিত হইলে তাহাতে সাধারণভাবে পাটের দাম বাড়িবার কথা নাই। তবে ইংলণ্ডে সমরায়োজনের কার্য্য নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে প্রভূত পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে থলে ক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে এদেশে থলে ও চটের সঙ্গে কাঁচা পাটের দামও ভালরকম বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা। কেন না সামরিক প্রয়োজনে থলের চাহিদা বাড়িলে ঐ বাবদ কাঁচা পাটের ব্যবহার বাড়িবার সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে। এই জনরব সত্য কিনা তাহাই প্রতীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়।

আলাগা পাটের বাজারে প্রথম দিকে চটকলওয়ালার বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছিল। তবে শেষের দিকে দাম বাড়িবার সঙ্গে তাহারাও ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছে। বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাট ৭৶৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ফাটকা বাজারের সঙ্গে এ সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগেও দামের হার উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদ্য বাজারে ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল (রেডি) ৩৯৷৷৹ আনা হইয়াছে।

থলে ও চট

পাটকলওয়ালাদের ভিতর একটা চুক্তি পাকাপাকিভাবে স্থির হওয়ার পরও পাটকলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন ঘোষণা প্রকাশিত হইতেছে না দেখিয়া এসপ্তাহের প্রথম দিক থলে ও চটের বাজারে একটা নিরাশার ভাব সঞ্চারিত হয়। ফলে ৯ পোর্টার চটের দাম ৮৶৹ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। পরে নানরূপ অনুকূল গুজব (উপরে বর্ণিত) প্রচারিত হওয়ার ফলে ১৮ই জানুয়ারী হইতে দামের হার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এখন পর্য্যন্ত বাজারে দরের ঐ তেজী ভাবই বলবৎ আছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৮৷৷৶৬ পাই এবং ১১ পোর্টার চটের দর ১০৷৷৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

এ সপ্তাহের প্রথমদিকে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দর অনেকটা পূর্ব্বকার হারেই স্থির ছিল। পরে পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় হার কিছু চড়িয়া যাওয়ায় সোনার দামের হারও কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৪ই জানুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৯½ পেনী। ১৬ই তারিখ তাহা ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৮½ পেনী হয়। ১৭ই জানুয়ারী তাহা ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৮½ পেনী দাঁড়ায়। ১৮ই তারিখ তাহা ৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং ৭½ পেনী হয়। ১৯শে জানুয়ারী তাহা দাঁড়ায় ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৫½ পেনী। অদ্য তাহা ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৭ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৪ই জানুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৶৩ পাই, ১৬ই তারিখ তাহা ৩৭৶৬ পাই হয়। ১৭ই জানুয়ারী বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৮ই তারিখ তাহা ৩৭৶৹ আনা হয়। ১৯শে জানুয়ারী তাহা ৩৭৶৹ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে উহা ৩৭/৯ পাই হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৩ই জানুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোনার দর ৩৭৷৶৬ পাই, বড়াল বার ৩৭৸৬ পাই এবং গিনি ২৩৸৶০ ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৭৸৬ পাই, ৩৭৷৬ পাই এবং ২৩৸৶৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে এসপ্তাহের প্রথমদিকে রূপার দর অনেকটা চড়া হারেই বলবৎ ছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে উহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। গত ১৪ই জানুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০১/৪ পেনী। ১৬ই তাহা ২০৩/৮ পেনী দাঁড়ায়। ১৭ই জানুয়ারী তাহা কমিয়া ২০৫/১৬ পেনী হয়। ১৮ই তারিখ তাহা দাঁড়ায় ২০১/৪ পেনী। অদ্য তাহা ২০৩/১৬ পেনী হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৪ই জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸০ আনা। ১৬ই তারিখ তাহা ৫২৷৶ আনা হয়। ১৭ই জানুয়ারী তাহা ৫২৶ আনা পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। ১৮ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৯শে জানুয়ারী তাহা ৫২/০ আনা হয়। অদ্য বাজারে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৫২৶০ আনা।

কলিকাতার বাজারে গত ১৩ই জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৶ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২৷৶ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৫২৷৶ আনা ও ৫২৷৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

আমেরিকার সরকারী ঋণ অনুসারে যে তূলা মজুদ আছে তাহা হইতে বহু পরিমাণ তূলা পোলাণ্ডে রপ্তানী হইয়াছে সংবাদে বোম্বাইএর বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পরে কেবল মাত্র কারবার ভাল হইবার ফলে মূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সম্পর্কিত সরকারী নীতির বিশেষ অনিশ্চয়তার ফলে বাজারে আশা উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আগামী দুই তিন মাসের পূর্ব্বে এতৎসম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত জানা যাইবে না বলিয়া মনে হয়। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর বাজার বন্ধের সময় ১৭৫৲ টাকা ছিল। জুলাই আগষ্টের দর ১৭৭৸৶০ ছিল। ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১২১৲ টাকার দরে বন্ধ হয়। বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দর ১৫৪৸০ ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

তারিখ		বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা ডিসে-জানু	বেঙ্গল ডিসে-জানু
জানুয়ারী	১৩	১৭৭৸৶০	১৪৫৸০	১২০৷০
"	১৪	১৭৭৷০	১৪৫৸৶০	১২০৷০
"	১৬	১৭৭৷০	১৪৬৲	১২১৶০
"	১৭	১৭৬৸৶০	১৪৫৷৶০	১২১৲
"	১৮	১৭৭৲	১৪৫৷০	১২১৷০
"	১৯	১৭৭৷০	১৪৫৶০	১২১৸৶০
এক বৎসর পূর্ব্বে		১৭০৸০	১৫৩৲	১৩৬৸০
দুই বৎসর পূর্ব্বে		২২৭৸০	২০৫৲	১৭৬৷০

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজার স্থির ছিল। তূলার মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য সূতার বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণ সন্তোষজনক নহে। সূতার বর্ত্তমান মূল্য বিশেষ আকর্ষণযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে সূতার কলওয়ালাদের হাতে মজুদ সূতার পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি না পাইলে উক্ত মিল সমূহে রাত্রির কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস। উত্তর ভারতের বাজারের অবস্থা ভাল; তাঁতিগণ কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য সস্তা মূল্যের সূতা ক্রয়ের প্রতিই বিশেষ আগ্রহশীল। রপ্তানী বাণিজ্যও বিশেষ সুবিধাজনক নহে। ভবিষ্যত খুবই অনিশ্চিত।

বিলাতী সূতা—উচ্চমূল্যের জন্য এই শ্রেণীর সূতার কোন প্রকার বড় কারবার সম্ভব হয় না।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানী সূতার মজুদ পরিমাণ স্থানীয় বাজারে বা বিভিন্ন কেন্দ্রে বেশী নহে। জাপানী তাঁতিগণ বর্ত্তমানে কিছু কম মূল্য দাবী করিতেছে এইজন্য মনে হয় অগ্রিম কারবারের উন্নতি হইবে।

ভারতীয় সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই ইয়ার্ণ এক্সচেঞ্জে এই শ্রেণীর সূতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান দরে ক্রেতাগণ বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। সাড়ে দশ নং সূতার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার সূতার মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

সূতার দর

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

মাদুরা	২০নং	৪৶১০
"	২২নং	৪৷৶১০
"	৪০নং	৬৶১০
রাজলক্ষ্মী	৪০নং	৬৶
লক্ষ্মী	৬০নং	৬৶১০
কমলা	৪০নং	৬৶১০
রংবিলাস	৪০নং	৬৲
কামদেব	৪০নং	৬৲
সারদা	৪০নং	৬৴১০
লোটাস	৬০নং	৬৲
কাম্বোডিয়া	৪০নং	৬৴১০
"	৩৪নং	৬৷৶০
জাপানী	৪০নং	৪৷৶০
"	২/৪২নং	৬৷০

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

গত ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য ও ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের যে ২২নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

রপ্তানীযোগ্য

আলোচ্য নীলামে ২০ হাজার ৬৫৩ বাক্স চা বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ৩৩১ বাক্স। ১৯৩৮ সালের ৷৶৯ পাই দরের তুলনায় বর্ত্তমান নীলামে চায়ের গড়পড়তা দর ৷৴১০ পাই ছিল। কিছু ভাল চা এবং বাকী সবই খারাপ ধরণের চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। সকল প্রকার চায়েরই চাহিদা ছিল; সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি পায়। টি, পি চায়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। মূল্যও আশানুরূপ গিয়াছে।

২২নং নিলামের বিবরণ

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
বিক্রীত	২০,৬৫৩	১৭,৩৩১	১৪,০৯৪
গড়পড়তা দর	৷৴১০	৷৶৯	৷৶৪

ভারতে ব্যবহারোপযোগী

আলোচ্য নীলামে ভারতে ব্যবহারোপযোগী ১০ হাজার ৮৭৬ বাক্স গুড়া চা বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৮৪৬ বাক্স। সব চাইতে খারাপ ধরনের চা ভিন্ন সকল শ্রেণীর চায়েরই বিশেষ চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। দরও প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই বেশী আছে। গুড়া চা ভিন্ন ১৯ হাজার ২২২ বাক্স অন্যান্য শ্রেণীর চা বিক্রয় হয়।

এই সময় ...

৬৩৭ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছিল। পরিষ্কার ধরণের চায়ের চাহিদা ও মূল্যে ভাল গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর পাতা চাহিদা মরও:

২৯নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ—

	গুড়া		অন্যান্যশ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	১০,৮৭৬	৯,৮৪৬	১৪,৯৭৫	২১,৫৫৪
গড়পড়তা দর	।১১	।/৩	।০	।৫

আগামী ৩০শে জানুয়ারী রপ্তানী ও ২৪শে জানুয়ারী ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের পরবর্ত্তী নীলাম হইবে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা স্বাভাবিকের নিম্নে। ফ্যাক্টরী সমূহ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চিনি বিক্রয়ের আগ্রহের ফলে অদূর ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। খুচরা বিক্রেতাগণ তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ চিনি ক্রয় করিতেছে মাত্র।

সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে এইরূপ গুজব রটিয়াছিল যে যুক্তপ্রাদেশিক ও বিহার গবর্ণমেণ্ট চিনির মূল্য হ্রাস করিয়া বিহারের জন্য প্রতি মণ ইক্ষুর মূল্য তিন পাই, মধ্য ও যুক্তপ্রদেশের জন্য ছয় পাই ও যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য এক আনা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের উপর চাপ দিয়াছেন। ইহার ফলে কানপুরের চিনির বাজারে অগ্রিম কারবারের মূল্য প্রতি মণে তিন আনা পর্য্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি পায়।

কলিকাতার বাজারে ২৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। গৌরী বাজার ১০।৬ পাই; নিউ সাবান ১০।৹ রোটাস ১০।৶৹ এবং মতিপুরের ১০৸৶৹ দর গিয়াছে।

বিভিন্ন বন্দরে জাভা চিনির মূল্যের সামান্যই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। কলিকাতার বাজারে এই শ্রেণীর চিনির পরিমাণ ১৮ শত বস্তা বলিয়া অনুমান করা যায়। বিক্রেতাগণ এই শ্রেণীর চিনি উচ্চ মূল্যে বিক্রয়ের আশায় আছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২০ জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে চামড়ার বাজারে কারবার বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর চামড়ার দর চড়া গিয়াছে। আমদানীর পরিমাণ মোটামুটি ভাল ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	১,১১,৫০০	৫৫৲-৬৫৲
ঢাকা-দিনাজপুর	১৬,০০০	৬০৲-৭৫৲
লবণাক্ত	৩৪,৬০০	৬৫৲-৯৫৲

গরুর চামড়া

দ্বারভাঙ্গা বেনারাস রাঁচি—গয়া আর্সেনিক	১৮,০০০	৬৸৶০-৮৸০
দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ আর্সেনিক	১০,৫৫০	৬৷৷০-৬৸০
রাঁচি সাধারণ	৬০০	৬৸৶০
গোরক্ষপুর বেনারেস	১,৪৫০	৫৸৶০-৬।০
নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ	১২,৫০০	৪৸০-৫৷৷০
ঢাকা দিনাজপুর	২,৪০০	৪৸০-৬৲

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে পাটনা ২ লক্ষ ২৬ হাজার। ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৮ হাজার ৯ শত, লবনাক্ত ২১ হাজার ৮ শত টুকরা ছাগলের চামড়া এবং ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত ২০ হাজার ৯ শত, আগ্রা-আর্শেনিক ৭ হাজার ৪ শত দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস গয়া রাঁচি আর্শেনিক ৫ হাজার ৩ শত, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া ৬ হাজার ৫ শত, রাঁচি সাধারণ ৩ হাজার ১৫০, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৫ শত, দার্জ্জিলিং আসাম লবনাক্ত ২ হাজার ৮ শত ও বেনারেস গোরক্ষপুর সাধারণ ৩ হাজার ৫ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। এতদ্ব্যতীত ২ হাজার ৬ শত টুকরা মহিষের চামড়া ছিল।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২১শে জানুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া ছিল। গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা বন্দরে মোট ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩ শত ঝুড়ি চাউল আমদানী হয়। বিভিন্ন প্রকার চাউলে (প্রতি ১ শত ঝুড়ি) দর নিম্নরূপ ছিল।

থানানটো

		প্রতি ১ শত ঝুড়ি
জানুয়ারী	...	১৯১৲
ফেব্রুয়ারী	...	১৯৩৷৷০
মার্চ্চ	...	১৯৭৷৷০
এপ্রিল	...	২০২৷৷০
চলতি দর	...	১৯০৲

আতপ

মোটা	...	১৮৬৷৷০
সরু	...	১৯৩৲-১৯৫৲
সুগন্ধি	...	২১৮৲-২২৫৲
কুইন	...	২১০৲-২১৭
মাতালো	...	২৪৫৲-২৫০৲
ভাঙ্গা	..	১৬৫৲-১৭৫৲

গত ১৫ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ২৯ হাজার ৮৫৬ টন চাউল ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৯০ টন।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল।

বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

গত ১৪ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা হইতে মোট ১ হাজার ১০৯ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ হইল ১৬ টন মাত্র।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
গোসাবা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	১৸৵০-২।০
মাঝারি পাঃ ধান্য	১৷৵১০-১৸৵১০
দাদখান	১৸৵১০-২।১০
চিনি আতপ (পুরাতন)	২৸০-৩৲
পদ্মা পাটনাই	১৸৶০-১৸৶১০
রূপশাল	২।০-২।১০
সাধারণ পাটনাই	১৸৵১০-২৵১০
সেউলী পাটনাই	১৸৵১০-২৵১০
কাটারী ভোগ	২॥৵১০-২৸৵১০
চামাই	২৷৵১০-২৸৵১০
হোগলা	১৸৶১০-১৸৵১০

চাউল	প্রতি মণ
চামরমণি (ঢেঁকী) (পুরাতন)	৪৲
কামিনী আতপ (কল)	৪৶০
কামিনী আতপ (ঢেঁকী)	২৵০
রূপশাল ঢেঁকী "	৪।০
রূপশাল (কল)	৪৷১০
ইন্দ্রশাল	৪৷।।০
গোসাবা ১নং পাটনাই	৩৸০-৩৸৶০

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

(মিলের প্রতি মণের দাম থলির দামসহ)

পেটেন্ট ময়দা	৫।৵০-৫৸০
সুপারফাইন	৫।৵০-৫।০
চাউস-হোম	৫৲-৫৷৵০
সুজী	৫।৵০-৫॥০
আটা (বি)	৫৷০-৫।০
আটা (২নং)	৪৸০-৪৸৵০
আটা এস	৪৵০-৪৸০
আটা কে	৪৲-৪৷০
আটা ৩নং	৩৵০-৩৸০
পোলার্ড	২৷০-২৸৵০
ব্রান	২।০-২।৵০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

জয়েষ্ট বে-মার্কা (৫ × ৩) (৬ × ৩) ইঞ্চি ৭।৵০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫ × ৩) ইঞ্চি	৭৸০	হন্দর
(৬ × ৩) "	৮৸০	"
(৭ × ৪) "	৮৸০	"
(৮ × ৪) "	৮৸০	"
(৯ × ৪) "	৮৸০	"
(১০ × ৫) "	৮৸০	"
(১২ × ৫) "	৮৸০	"

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—

(১ × ১ × ।০) ইঞ্চি নাঃ (৩ × ৩ × ।০) ইঞ্চি ৭৲ হন্দর

(৩॥০ × ৩॥০।৵০) নাঃ (৪ × ৪ × ।০) ইঞ্চি ৯।০ হন্দর

গ্যালভানাইজড্ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১।০	হন্দর
বিঃ—২৪ গেজ	"	১২।০	"
আর পি ২৪ গেজ	"	১৩॥০	"
টাটা—২২ গেজ	"	১৫৲	"
বি—২২ গেজ	"	১৫।০	"

বিবিধ

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী

		প্রতিমন
হরিতকী		
জব্বলপুর ১নং		১॥৵০
ঐ মিশাল		১॥/০
তেতুল		
উৎকৃষ্ট কাল (৫০/০ বীচি সমেত)		৪৲
ঐ (১০০/০ ")		৩।০
হলুদ		
পাটনাই	...	৯৲
দেশী	...	৮॥৵—৯৲
কুচিলা		
কটক মিশাল	...	২।৶০
কলাই		
সাদা	...	৪৸০
সবুজ	...	৪৲
অরহর	...	৫৲
শিমুল তুলা		
কল ধোলাই বীচি ছাড়ান	...	১৯৲

ভারতের স্বর্ণের উৎপাদন হ্রাস

ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগের সংখ্যা বিবরণী হইতে, জানা যায় যে, ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে স্বর্ণের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালে উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ০৮৫'৬ আউন্স, ১৯৩৭ সালে উহা ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৬৮'২ দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার আগে ১৯৩৬ সালে ২ কোটি ৩ লক্ষ ৯৩৩ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। নিম্নে ১৯৩১ সাল হইতে ৭ বৎসরে ভারতবর্ষে উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ ও উহার মূল্য উদ্ধৃত হইল :—

বৎসর	পরিমাণ (আউন্স)	মূল্য (পাউণ্ড)
১৯৩১	৩৩০,৪৮৮'৮	১,৫৪০,৮৮৫
১৯৩২	৩১৮,৬৮১'৭	১,৯৮৬,১২৩
১৯৩৩	৩৩৬,১০৮'৩	২,০৭৮,২০১
১৯৩৪	৩২৩,১৪২'৯	২,২০০,৮৩৬
১৯৩৫	৩২৭,৩৫২'৫	২,২৮৫,৮৪৮
১৯৩৬	৩৩৩,০৮৫'৬	২,৩০০,৯৩৩
১৯৩৭	৩৩১,৭৬৮'২	২,২৯১,৭৩৭

উপরোক্ত সংখ্যাবিবরণ হইতে দেখা যায় যে ১৯৩৩ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে স্বর্ণের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্বেও মূল্যের উন্নতি হয়। স্বর্ণের উচ্চমূল্যই ইহার কারণ।

সিডনী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের ভাইসচান্সেলারদিগকে জানাইয়াছেন যে, সিডনী বিশ্ব-বিদ্যালয় কৃষি, অর্থনীতি, পশুচিকিৎসা বিদ্যা, জীবতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতবর্ষ হইতে গ্রেজুয়েট ছাত্র গ্রহণে সম্মত আছেন। বর্তমানে তাঁহারা প্রতি বৎসর তিনজন ভারতীয় ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী উপযুক্ত ছাত্র ঐরূপ বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে পারেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার খরচ এবং সেখানে থাকিবার খরচ যোগাড় করিতে হইবে। সিডনী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে রত অবস্থায় প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রের প্রতি সপ্তাহে ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইতে ৩ পাউণ্ড ব্যয় পড়িবে।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৬শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে রীতিমত একটা ঘরোয়া যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। দেশের পক্ষে উহা নিতান্ত দুঃখ ও বেদনাদায়ক ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে উভয় পক্ষই যে ভাবে প্রচার কার্য্যের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা আরও অধিক বেদনাদায়ক। যাহারা সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী তাঁহারা সভাপতিনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ডেলিগেটদের অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন চাহেন না তাঁহারা বলিতেছেন যে উহার মধ্যে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের কোন সমস্যা জড়িত নাই। উহাদের উভয় পক্ষেরই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। কংগ্রেস একটী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী সভাপতি নির্ব্বাচনে ডেলিগেটদেরই স্বাধীন মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে কোন দিনই ডেলিগেটদের মতের উপর নির্ভর করিয়া কাজ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে বিশেষ ধরণের উদ্দেশ্যসাধন এবং সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ ধরণের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তরফ হইতে ডেলিগেটদের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ডেলিগেটগণও সেই নির্দ্দেশ মান্য করিয়া তদনুযায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ঐ সময়ে কখনও ডেলিগেটদের অধিকার না গণতন্ত্রের আদর্শের কথা উত্থাপিত হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরেও এরূপ প্রশ্ন উঠিবার কোন হেতু হইতে পারে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদীদের কার্য্যকলাপের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া উহাদের তরফ হইতে যে কথা বলা হইতেছে তাহাও সত্য বলিয়া আমরা মনে করি না। লণ্ডনে পণ্ডিত জওহরলালের সহিত বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ও অন্যান্য রাজপুরুষদের আলাপ আলোচনার পর হইতে এই পর্য্যন্ত এরূপ বহু আভাষ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে মনে হয় যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা রফা করিয়া কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় একটা বড় দল যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার আপোষ আলোচনা চালাইতে পর্য্যন্ত নারাজ। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে একটা ঘরোয়া যুদ্ধ হইবে বলিয়া পর্য্যন্ত ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের জন্যই যে তাঁহাকে সভাপতি পদ হইতে অপসৃত করা হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব যে প্রকার তীব্র তাহাতে সভাপতিপদ হইতে তাঁহাকে অপসৃত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে তাঁহারই মত বিরুদ্ধমনোভাব সম্পন্ন অন্য কাহাকেও সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত না করার প্রস্তাবে স্বভাবতঃই তিনি আপত্তি করিবেন। এ ক্ষেত্রে আপত্তি না জানাইলে প্রকারান্তরে তাঁহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের পথ প্রশস্ত করিয়াই দেওয়া হইত।

সুতরাং সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন না বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা বুঝা-পড়ার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে আমরা সুখীই হইব। নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের বার্ষিক প্রায় ৮০ কোটী টাকার রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে আসিয়াছে। এই ক্ষমতা হাতে পাইয়া কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট সমূহ অল্প সময়ের মধ্যে দেশের আর্থিক উন্নতি, শিক্ষা বিস্তার, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অবস্থায় কংগ্রেস যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়া এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহা দেশের পক্ষে ভালই হইবে। এই ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিধিনিষেধ সমূহ যে দেশের অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না তাহা বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট সমূহের কার্য্য নীতির মধ্য দিয়া বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে কোন প্রকার গোঁড়ামীর আমরা সমর্থক নহি। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যদি কোন বুঝাপড়া না হয় তাহা হইলে দেশকে পুনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু এই বুঝাপড়ার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়াই অযথা শক্তিক্ষয় করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমান বৎসরে এমন একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক যিনি পুরোভাগে থাকিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতবাসীর দাবী সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়ার চেষ্টা করিবেন। সুভাষচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বারম্বার যে ভাবে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে আপোষ রফার প্রস্তাবে বিরোধিতা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে পুরোভাগে রাখিয়া কোন প্রকার আলোচনা চালান যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

বাঙ্গলা দেশে দাদনী কারবার সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ হয় তাহার সংশোধন কল্পে আর একটী আইনের খসড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ হয়। এই খসড়াটী বিবেচনার জন্য একটী সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশ যে সিলেক্ট কমিটি বিলটীর আলোচনা শেষ করিয়াছেন। তবে উহার বিভিন্ন ধারা লইয়া সদস্যদের মধ্যে নাকি তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে। আমরা এই বিলটী যখন ব্যবস্থা পরিষদে পেশ হয় তখনই বলিয়াছিলাম যে উহা আইনে পরিণত হইলে বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা দেশে কৃষকদের প্রয়োজনের সময়ে ঋণ পাইবার যে সামান্য একটু সুবিধা রহিয়াছে তাহাও বিলুপ্ত হইবে। সিলেক্ট কমিটীর সিদ্ধান্তের পরে উহার কোন কোন সদস্য নাকি ঠিক এই প্রকার অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক এজন্য আমাদের কোন দুঃখ নাই। নূতন আইনের ফলে বাঙ্গলায় কৃষকদের মধ্যে দাদনী ব্যবসা যদি একেবারে উঠিয়া যায় তাহা হইলে এক হিসাবে উহা ভালই হইবে। কারণ এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের সঞ্চিত যে কোটী কোটী টাকা কৃষকদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত তাহা এখন দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হইবে। উহাতে মধ্যবিত্ত সমাজের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না।

গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী সভায় উহার অধ্যক্ষ মিঃ এস গুহ-ঠাকুরতা উক্ত ইনষ্টিটিউটের বহুমুখী কার্য্যধারা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা শুনিয়া দেশে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যাপারে উক্ত ইনষ্টিটিউট যে বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে সর্ব্বত্রই একটা উৎসাহ উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু অন্য দশ প্রকার কাজের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইলেও তজ্জন্য প্রথমে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ প্রয়োজন। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের ন্যায় একটী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু এই ইনষ্টিটিউটটীকে যে ভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সেরূপ কোন সাহায্যই পাওয়া যাইতেছে না। অধ্যক্ষ গুহ-ঠাকুরতা তাঁহার বক্তৃতায় এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। সুখের বিষয় যে উক্ত পুরস্কার বিতরনী সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার তাঁহার অভিভাষনে এরূপ ঘোষনা করিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের পুনর্গঠন ও উন্নতি বিধান সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহার এই ঘোষনায় সকলেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি বাঙ্গলা সরকারের আগামী বাজেটেই এই প্রতিষ্ঠানটীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার ও পুনর্গঠনের জন্য উপযুক্তমত অর্থের সংস্থান করা হইবে।

ফাটকা বাজারের গুজব

পাটের ফাটকা বাজারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অন্যত্র একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ফাটকা বাজারে যে বিপর্য্যয় দেখা গিয়াছে তাহা না বলিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ফাটকা বাজারে এরূপ গুজব রটে যে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় চটকল সমূহের নিকট হইতে থলে নির্ম্মানের উপযোগী ৩ কোটী গজ চট ক্রয়ের জন্য অর্ডার দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফাটকা বাজারে পাটের দর চড়িয়া যায়। কিন্তু উহার পরেই বাজারে গুজব রটে যে ৩ কোটী গজ নহে—৪৪ কোটী গজ চটের জন্য অর্ডার আসিয়াছে। উহার ফলে গত ১৯ই জানুয়ারী তারিখে যে স্থলে ফাটকা বাজার বন্ধ হইবার সময় দর ছিল ৩৮।০ আনা সেই স্থলে ২১শে তারিখে দর ৪২৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২৩শে তারিখ সোমবারে দর আরও চড়িয়া ৪৩ টাকায় দাঁড়ায়। উহার পরেই বাজারের ধারণা জন্মিতে থাকে যে উপরোক্ত গুজবের মূলে কোন সত্য নাই। ফলে বাজারও পড়িতে থাকে। বর্ত্তমানেও গুজবের সীমা নাই। কেহ বলিতেছেন যে ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরের জন্য ভারত সরকার বিপুল পরিমাণে থলে ক্রয়ের অর্ডার দিবেন। কেহ বলিতেছেন যে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে খুব বেশী পরিমাণে থলের জন্য অর্ডার আসিতেছে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে অনেক থলের অর্ডার দিবেন একথাও কেহ কেহ বলিতেছেন। তবে এই শ্রেণীর গুজবে আর কেহ বড় একটা

আস্থা স্থাপন করিতেছে না। যাহা হউক গত দুই সপ্তাহে পাটের বাজারে যে বিপর্য্যয় দেখা গেল তাহার ফলে ফাটকা বাজারে বহু লোক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে এবং বহু লোক বিপুল ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এই সময়ে পাট বিক্রেতাগণও কিছু লাভ করিয়াছে বটে—কিন্তু কৃষক উহাতে উপকৃত হয় নাই। বরং উহাতে কৃষকের অপকারই বেশী হইবে। কারণ পাট চাষের প্রাক্কালে এইভাবে দর চড়িয়া যাওয়াতে আগামী বৎসরে ভাল দর হইবে আশায় কৃষক হয়তঃ গত বৎসরের তুলনায় এবার অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ করিয়া বসিবে। পূর্ব্বে পাটের চাষের প্রাক্কালে অনেকবার বাজে গুজবের সৃষ্টি করিয়া এরূপ ভাবে পাটের দর চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ফলে কৃষকসমাজ প্রতারিত হইয়া এরূপ বেশী জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে যাহাতে এবারও কৃষককে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই ফাটকা বাজারে বাজে গুজবের সৃষ্টি করিয়া এইভাবে হঠাৎ পাটের দর চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়! কৃষকের ভাগ্য লইয়া ফাটকা বাজার আর কতদিন এইভাবে ছিনিমিনি খেলিবে?

ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য সংগ্রহ

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে খুটিনাটী তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। উহার ফলে দেশের লোক প্রত্যেক ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ব্যবসাক্ষেত্রে নূতন প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই তথ্য সংগ্রহ কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমান উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহও এই কার্য্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তেমন কোন উদ্যম দেখা যায় না। এদেশে এই কার্য্যে বেসরকারী ভাবেও কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। দেশের ব্যবসায়ী সমাজও তথ্য সরবরাহে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে উহারা টেরিফ বোর্ডের কাছে পর্য্যন্ত কোন তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন দেখা গিয়াছে। এই সব কারণে বিগত ১৯৩১ সালে রাজকীয় শ্রমিক কমিশন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহকে তথ্য সরবরাহে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার এই বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন কাজ করেন নাই। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গবর্ণমেণ্ট ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের সৌকর্য্যার্থ একটি আইন প্রণয়নে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই আইন পাশ হইলে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য দ্রব্যের মূল্য, মজুরদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়, বাড়ী ভাড়া, মজুরীর হার, মজুরীর সময়, শ্রমিকদের হিতজনক ব্যবস্থা, নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা, বেকার মজুরের সংখ্যা, ধর্ম্মঘট ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহের জন্য আদেশ জারী করিতে পারিবেন এবং এই সব তথ্য সংগ্রহের জন্য শিল্প বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কলকারখানায় প্রবেশ করিয়া খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। যদি কোন কল-কারখানার মালিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই তথ্য সরবরাহ না করেন অথবা শিল্প বিভাগের কর্ম্মচারীদের কাজে কোন প্রকার বাধা দেন তবে প্রস্তাবিত আইন অনুসারে তাঁহার ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। তবে কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ভিতরের খবর প্রকাশিত হইয়া উহার যাহাতে কোনও প্রকার ক্ষতি না হয় তজ্জন্য এই আইনে উহাও বিধান দেওয়া হইয়াছে যে শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সম্মতি ভিন্ন তাঁহাদের প্রদত্ত সংবাদ এরূপভাবে প্রকাশ করা হইবে না যাহাতে দেশের লোক কোন্ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। এই আইনে শিল্প বিভাগের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী যদি কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য সাধারণে প্রকাশ করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারও কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। আমরা মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ এবং বিশেষভাবে শিল্প তদন্ত কমিটী ইদানীং দেশের বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের যতদূর বিশ্বাস তাহাতে তাঁহারা এই ব্যাপারে দেশের ব্যবসায়ী সমাজের নিকট হইতে স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা আশানুরূপ ভাবে পাইতেছেন না। এই অবস্থায় বাঙ্গলায় মধ্য প্রদেশের অনুকরণে একটী আইন পাশ করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। এই ধরণের আইন পাশ হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সমষ্টিগত অবস্থা এবং ইহার কি ভাবে উন্নতি বা অবনতি ঘটিতেছে তাহা বুঝা দেশের লোকের পক্ষে সহজ হইবে। এই ধরণের আইনে ব্যবসায়ী সমাজেরও ভয় পাইবার কোন হেতু নাই। কারণ কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহাতে জনসমক্ষে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য এই আইনে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

রেলের ফ্রী পাস

ভারতবর্ষে রেলপথসমূহে রেল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে বিনামূল্যে পাশ দেওয়ার রীতি রহিয়াছে। এই বিষয়ে কোন আপত্তি উঠিলে রেলওয়ে বোর্ড বলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই নিয়ম আছে এবং ভারতীয় রেলপথসমূহ এই ব্যাপারে অন্যান্য দেশেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কিন্তু বিনামূল্যে পাশ দিবার ফলে প্রতি বৎসর রেল বিভাগের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গত ১৯৩৭ সালে পাব্লিক একাউণ্টস কমিটীতে একটী প্রশ্নের উত্তরে রেলওয়ে বোর্ড হইতে জানান হয় যে ১৯৩২-৩৩ সালে রেল বিভাগ হইতে মোট ১৬৬৫টী প্রথম শ্রেণীর, ১৩৯৪০৫টী দ্বিতীয় শ্রেণীর, ৩৫৯০৬৩টী মধ্যম শ্রেণীর এবং ২৫২০৫০টী তৃতীয় শ্রেণীর পাস বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। এই সব পাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সঙ্গে কয়জন করিয়া লোক লইয়াছিলেন এবং কতদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার কোন হিসাব জানা নাই। তবে 'ক্যাপিটাল' পত্র হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, এই সব পাসের জন্য ১৯৩২-৩৩ সালে রেল বিভাগের ৫০ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পাস প্রদানের ব্যাপারে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কড়াকড়ি অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও বিনামূল্যে পাস দিবার ফলে সরকারী রেলপথগুলিতে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টাকা কম আয় হইতেছে বলিয়া 'ক্যাপিটালে'র ধারণা। এই সব মন্তব্য করিয়া 'ক্যাপিটাল' পত্র বলিতেছেন যে, পাস দেওয়ার ব্যাপারে রেল বিভাগের বিশেষ চিন্তা ভাবনা করা দরকার। উক্ত পত্রের এই মন্তব্য দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু রেল বিভাগ যদি রেল বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বিনামূল্যে পাস দিবার রীতি অব্যাহত রাখিয়া স্বল্প বেতনের কর্ম্মচারীগণের অনুরূপ অধিকারের বিলোপ করেন তাহা হইলে উহা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হইবে।

বাঙ্গলায় ট্রাষ্ট ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন

গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ৩১ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ'র জন্য পরিকল্পিত ভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে উহা একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কারণ ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ'র পরিচালকবর্গ যে ধরনের ব্যবসায়ে হাত দিয়াছেন তাহা বাঙ্গলায় নূতন এবং এই প্রদেশে উক্ত ব্যবসায়ের বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের জন সাধারণ ট্রাষ্টের ব্যবসায়ের সহিত বিশেষ পরিচিত না থাকিলেও ট্রাষ্টি শব্দটা অনেকের নিকটই সুপরিচিত। এই প্রদেশে অনেক ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহার বিলিব্যবস্থার ভার ট্রাষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। বহু দেবোত্তর সম্পত্তি, জনহিতের জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি, আফিসাদিতে সঞ্চিত প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সম্পত্তিও ট্রাষ্টিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। গভর্ণমেণ্ট নিজেও অনেক সময়ে অনেক সম্পত্তির ট্রাষ্টির কাজ করিয়া থাকেন। বিগত ১৮৮২ সালে ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান ট্রাষ্টস এ্যাক্ট নামে যে আইন পাশ করেন তাহা দ্বারাই এই সব সম্পত্তির ট্রাষ্টিগণ পরিচালিত হন এবং এই আইনে কি ভাবে ট্রাষ্ট গঠন করিতে হয়, ট্রাষ্টিদের কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার কিরূপ, কিরূপ কাজ করিতে ট্রাষ্টিগণ অধিকারী নহেন, ট্রাষ্ট সম্পত্তি যাহাদের উপকারার্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব কিরূপ, ট্রাষ্টিদের হস্তস্থিত সম্পত্তি কি ভাবে দাদন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া রহিয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে নিজের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অথবা সাধারণের উপকারার্থ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার ভার কতিপয় ট্রাষ্টির হাতে নির্ভয়ে ছাড়িয়া দিতে পারে এবং এই সম্পত্তির আয় যাহাতে উহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কাজে ব্যয়িত না হয় তাহাই উক্ত আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনের আমলাধীন বাঙ্গলায় বহু ট্রাষ্ট সম্পত্তি রহিয়াছে। কিন্তু ব্যবসা হিসাবে ট্রাষ্টের কাজ করার চেষ্টা এই প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় নাই বলিলেই চলে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বর্ত্তমানে ট্রাষ্টের ব্যবসা খুব ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং আধুনিক কালে উহা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সব দেশে ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহ নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক লইয়া মানুষের সর্ব্বপ্রকার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা, মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা, সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে তহবিল দাদন, বাড়ীভাড়া আদায়, নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ, মূল্যবান হীরাজহরৎ ও দলীলপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ, উইলের প্রবেট গ্রহণ, বীমার দাবীর টাকা আদায়, পেন্সন আদায় ইত্যাদি এমন কোন কাজ নাই যাহা এই সব ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহের মারফতে নিষ্পন্ন না হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা চলিতেছে তাহাও এক প্রকার ট্রাষ্টেরই ব্যবসা। কারণ ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণের সঞ্চিত অর্থ কেবল নিরাপদ-ভাবে সংরক্ষিত করে না—উহারা এই অর্থ নিরাপদ উপায়ে দাদন করিয়া যে আয় করে তাহা হইতে তাহারা আমানতকারীগণকে সুদ হিসাবে কতকাংশ প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্যাঙ্কসমূহ বিবিধ প্রকার ট্রাষ্টের কাজও করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে অধুনা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ও ফিক্সড ট্রাষ্ট নামে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং গত ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সমূহ সাধারণের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রায় ৭০ কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। সাধারণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহা নিরাপদ ও লাভ-জনক শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে দাদন করিয়া দেওয়াই এই সব ট্রাষ্টের প্রধান কাজ। অধুনা পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অনুকরণে ভারতবর্ষেও কতকগুলি সেফ ডিপজিট কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফির বিনিময়ে সাধারণের মূল্যবান সম্পত্তি ও দলিল-পত্র নিরাপদভাবে সংরক্ষিত করাই এই সব কোম্পানীর প্রধান কাজ। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কাজের জন্য বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন ট্রাষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে দেশের লোকের কোটী কোটী টাকা মূলধন হিসাবে খাটিতেছে এবং উহাদের সাহায্য লইয়া দেশের বহু ব্যক্তি অযথা ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে।

বাঙ্গালা দেশে অল্পবিস্তর ভাবে সকল প্রকার ট্রাষ্টের ব্যবসাই চলিতে পারে এবং যোগ্য লোক যদি এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতঃ সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে এই ব্যবসায়ের বহুল প্রসারেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ের দিকে দেশবাসীর কোন দৃষ্টি পড়ে নাই। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বাঙ্গলার ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃই এই ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হন। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া এই কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এতদিন পর্য্যন্ত উহার কর্ম্মক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তথাপি উহার পরিচালকবর্গ এই কোম্পানীর অংশীদারগণকে গত ১৯৩২ সাল হইতে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহার পরিচালকবর্গ চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে ৫৬ হাজার টাকা মূল্যে আট কাঠা জমি ক্রয় করিয়া উহার উপর যে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে তাঁহারা সকল প্রকার ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ, জমি ও বাড়ী ক্রয় বিক্রয়, জমি বা বাড়ীর ভাড়া আদায়, জমি ও বাড়ীর ভাড়া বিলির ব্যবস্থা, বাড়ী ও জমি ক্রয় বিক্রয়ে প্রতিভূর কাজ, অর্দ্ধসম্পন্ন বাড়ীর নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করা, মালিকের পক্ষ হইতে জমির উন্নতি বিধান, ক্রেতার রুচি অনুযায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সহজসাধ্য কিস্তিতে টাকা আদায়, পুরাতন বাড়ীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন, বিবদমান মালিকদের পক্ষ হইতে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাদের এই চেষ্টা যদি আংশিক ভাবেও সফল হয় তাহা হইলে একটি নূতন ব্যবসার দিকে দেশের লোকের চক্ষু খুলিবে এবং উহার মারফতে দেশের বহু-সংখ্যক লোক জীবিকা সংস্থানের উপায় করিতে পারিবে।

এই কারণেই কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাষ্টের নূতন উদ্যমকে আমরা বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখার্জ্জি এই কোম্পানীর কর্ণধার। তিনি একজন নীরব কর্ম্মী। ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর্স লিমিটেডকে তিনি যে প্রকার সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিয়া অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ দিতেছেন তাহাতে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার পরিচালনাধীনে ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃও যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া দেশে একটী নূতন ব্যবসার ব্যাপক প্রসারের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে সেই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। একথা বলাই বাহুল্য যে আমরা এই নূতন ধরণের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। উহা সাফল্য মণ্ডিত হইলে বাঙ্গলায় ট্রাষ্ট ব্যবসার গোড়া পত্তন হইবে।

ভারতীয় তুলার ভবিষ্যৎ

তুলা ভারতের একটী প্রধান কৃষিপণ্য। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, সিন্ধু, মধ্যভারত, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে প্রতি বৎসর ব্যাপক ভাবে তুলার চাষ হয়। উৎপন্ন তুলা বিক্রয় করিয়া যে অর্থাগম হয় তাহাই ঐ সব অঞ্চলের কৃষকদের সম্বৎসরের প্রধান সম্বল। পূর্ব্বে বিদেশে বেশী পরিমাণে ভারতীয় তুলা বিক্রয়ের সুবিধা ছিল,—তুলার দামও চড়া ছিল। ফলে এদেশের তুলা যাঁহারা তুলা উৎপন্ন করিয়া বিশেষ লাভবান হইত। কিন্তু নানা কারণে বর্ত্তমানে দুনিয়ার হাটে ভারতীয় তুলার কাটতি কমিয়া যাওয়ায় সে বিষয়ে এক সঙ্কটজনক অবস্থার সূচনা হইয়াছে। ১৯২৮-২৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৬৬ কোটি টাকার তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু জগদ্ব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা যাওয়ার ফলে ১৯৩২-৩৩ সালে রপ্তানীকৃত তুলার পরিমাণ বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়—রপ্তানী মূল্যও ২০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। পরে গত ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত রপ্তানীকৃত তুলার মূল্য কথঞ্চিৎ বাড়িয়া ৪৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৩৭-৩৮ সালে অর্থাৎ গত বৎসর তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে পুনরায় মন্দার সূচনা হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে যেখানে ভারত হইতে মোট ৩৮ লক্ষ ৩ হাজার বেল (প্রতি বেল ৪০০ পাউণ্ড) তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৩৭-৩৮ সালে সেখানে মাত্র ২০ লক্ষ ৬ হাজার বেল তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ফলে রপ্তানী মূল্যও কমিয়া ৪৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার স্থলে ২১ কোটি ২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। দুনিয়ার তুলার বাজারে একটা মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় এবং সর্ব্বোপরি ভারতীয় তুলার উপযুক্তরূপ কাটতির সুবিধা না থাকায় ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতীয় তুলার দামও খুব নিম্ন ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্রোচ তুলা যে স্থলে প্রতি কেণ্ডি (১ কেণ্ডি ২০ মণের সমান) গড়ে ২২৩ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সে স্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রোচ তুলার বাৎসরিক গড়পড়তা মূল্য ১৫৮ টাকার বেশী উঠে নাই। তুলার বাজারের এই অবস্থা দৃষ্টে ভারতীয় তুলা চাষীদের অর্থকষ্ট ও দুঃখ দুর্দ্দশা সহজেই অনুমান করা যায়।

বর্ত্তমান ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু কম পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। সে হিসাবে ১৯৩৭-৩৮ সালে যেস্থলে এদেশে ৫৬ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল সেস্থলে এবার ৪৭ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তাহা ছাড়া আমেরিকা, মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি প্রধান উৎপাদনকারী দেশ সমূহেও এবার কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাতে অনেকেই মনে করিতেছিলেন যে, এবার ভারতীয় তুলা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ কাটতির সুবিধা হইবে এবং তুলার দামও বেশী পাওয়া যাইবে। কিন্তু সকলদিক যথাযথ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐরূপ আশা-ভরসার সঙ্গত কারণ বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে করা যায় না। বর্ত্তমান বৎসর আরম্ভ হওয়ার সময়ে সমগ্র জগতে গত বৎসরের উৎপন্ন তুলার মধ্যে ২ কোটী ২৬ লক্ষ বেল তুলা অবিক্রীত অবস্থায় ছিল। অপর দিকে এ বৎসর বিভিন্ন দেশে মোট ২ কোটী ৮০ লক্ষ বেল পরিমাণ নূতন তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মজুদ তুলার সহিত নূতন ফসল যোগ করিলে এ বৎসর সমগ্র জগতে মোট বিক্রয়যোগ্য তুলার পরিমাণ ৫ কোটী বেলেরও কিছু উপর দাঁড়াইবে। কিন্তু এ বৎসর এত বেশী পরিমাণ তুলা কাটতি হওয়ার বিশেষ সুলক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। গত বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে মোটমাট ২ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা বিক্রয় হইয়াছিল। এ বৎসর দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত যে একটা অনিশ্চিত গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় এবার বেশী পরিমাণে তুলার কাটতি হইবে সেরূপ আশা কোথায়? কাজেই এ বৎসরও তুলার বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হওয়ার এবং উহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত তুলার দাম নিম্ন থাকিয়া যাওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে।

গত কতিপয় বৎসর যাবৎ দুনিয়ার প্রধান প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহে অতিরিক্ত পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে যে সব দেশে তুলা বিশেষ কিছু উৎপন্ন হইতনা তাহারাও গত কয়েক বৎসর যাবৎ আবশ্যকানুরূপ তুলার চাষ বিষয়ে যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর তাহাতেই চাহিদার তুলনায় বেশী তুলা উৎপাদিত হইয়া সর্ব্বত্রই তুলার বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। তবে এইরূপ অতি-উৎপাদনের স্বাভাবিক হেতু ছাড়া ভারতীয় তুলা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান সঙ্কটের মূলে দুইটী বিশেষ কারণও নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর প্রভৃতি দেশ তাহাদের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সস্তা তুলার যোগান নিয়া দুনিয়ার হাটে ভারতীয় তুলার সহিত এরূপ মারাত্মক প্রতিযোগিতা উপস্থিত করিয়াছে যাহার ফলে সর্ব্বত্রই আজ ভারতীয় তুলার কাটতির সুবিধা ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ভারতের উৎপন্ন অধিকাংশ তুলাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কম বলিয়া উহার গড়পড়তা মূল্যও কিছু বেশী। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হয়। ঐ দেশের গবর্ণমেন্ট তুলার উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যও করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় কি উৎকৃষ্টতা ও কি মূল্যের দিক দিয়া ভারতের তুলা আজ আমেরিকার সহিত সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছেনা। গত বৎসর আবার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলার উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতীয় তুলার বদলে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা সহজেই দুনিয়ার হাট দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৪ সালে জাপানের সহিত ভারতবর্ষের একটী বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে জাপান ভারতবর্ষ হইতে গড়ে বৎসরে যে ১০ লক্ষ বেল ও তদূর্দ্ধ পরিমাণ তুলা খরিদ করিতেছিল, এক্ষণে নানা

(৮৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফাটকা বাজার ও পাটচাষীর স্বার্থ

পাটের উপযুক্তমত মূল্য না হওয়ার দরুণ বাঙ্গলা দেশে পাট চাষী এবং উহাদের উপর নির্ভরশীল অন্য সকল শ্রেণীর লোকের কি প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সর্ব্বজন বিদিত কথা। গবর্ণমেণ্টের ধারনা যে, চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণে পাট উৎপাদিত হওয়ার ফলেই পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হয় না এবং এজন্য তাঁহারা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃষকের মধ্যে প্রচার কার্য্য দ্বারা পাটের চাষ কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদন পাটের মূল্য কমিয়া যাইবার কতকটা কারণ হইলেও উহাই একমাত্র কারণ নহে। বাঙ্গলার কৃষক যে পাট উৎপন্ন করে তাহা যদি ধীরে ধীরে সারা বৎসর ধরিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইত তাহা হইলে বর্ত্তমানের এই অতিরিক্ত উৎপাদনের মধ্যেও কৃষক পাটের জন্য অধিক মূল্য পাইত। কিন্তু পাট চাষীর আর্থিক অনটন এত বেশী যে সে পাট উৎপন্ন হওয়া মাত্র সমগ্র ফসল বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। কয়েক মাস পর্য্যন্ত পাট গুদামজাত করিবার মত সামর্থ্য তাহার নাই। এই কারণে প্রত্যেক বৎসর পাট উৎপন্ন হইবার পর দুই মাসের মধ্যে কৃষকের হস্তস্থিত প্রায় সমস্ত পাট বিক্রয় হইয়া যায়। একসঙ্গে সমগ্র ফসল বাজারে উপস্থিত হওয়ার দরুন পাটের মরশুমের মুখে পাটের মূল্যও খুব কম থাকে এবং এজন্য যে ক্ষতি হয় তাহার প্রায় সমগ্র অংশ কৃষকের ঘাড়েই নিপতিত হয়। পরে অবশ্য অনেক সময়ে পাটের মূল্য চড়ে। কিন্তু কৃষক তাহার কোন সুফল ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং কিছুদিন পর্য্যন্ত পাট ধরিয়া রাখিয়া পরে তাহা বিক্রয় করিবার পক্ষে কৃষকের যে অক্ষমতা রহিয়াছে তাহাও যে তাহার ক্ষতির অন্যতম কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গলা দেশে এখনও চাহিদার তুলনায় খুব বেশী পরিমাণ অতিরিক্ত পাটের উৎপাদন হইতেছে না। পাট ধরিয়া না রাখিবার পক্ষে কৃষকের যে অক্ষমতা রহিয়াছে তাহাকেও তাঁহারা পাটের মূল্যহ্রাসের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ বলিয়া মনে করেন না। উঁহাদের মতে পাটের ফাটকা বাজারের কার্য্যনীতিই কৃষকের ক্ষতির জন্য দায়ী। উঁহারা বলেন যে ফাটকা বাজার যদি নানাপ্রকার কারসাজি করিয়া সর্ব্বদা পাটের দর দাবাইয়া না রাখিত তাহা হইলে বাঙ্গলার পাটচাষী কৃষক পাটের জন্য আরও অনেক বেশী মূল্য পাইত। এই অভিযোগ খুব গুরুতর হইলেও আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত হয় নাই। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ফাটকা বাজারের কার্য্যনীতির প্রতিবাদ করিয়া এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই বাজার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দাবী জানাইয়া তদানীন্তন লাট সার জন এণ্ডারসনের নিকট একটী আবেদন পড়িয়াছিল। উহার প্রতিবাদে ফাটকা বাজারের তরফ হইতেও আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া লাট সাহেবের নিকট বিবৃতি পেশ করা হয়। এই লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বাদ-বিতর্কের পরে বিষয়টী ধামাচাপা পড়ে। ইদানীং পুনরায় এই ব্যাপার লইয়া কিছু আন্দোলন হইতেছে। এই সব আন্দোলনের ফলে গত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা এই মর্ম্মে একটী বিবৃতি প্রকাশ করেন যে, "ফাটকা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে বিধিব্যবস্থা করিবেন আশা করা যায়।" কিন্তু উহার পরে আর এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। অথচ বিষয়টী যে প্রকার গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার সহিত পাট চাষীর কোটী কোটী টাকার স্বার্থ যে ভাবে জড়িত তাহাতে বহুদিন পূর্ব্বেই এই বিষয়ে একটী প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল।

যাহা হউক, এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সকাশে আমাদের বক্তব্য পেশ করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। পাটের ফাটকা বাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের জন্য ফাটকা বাজার রহিয়াছে। এই সব বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ ইচ্ছামত পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে। এই সব বাজারে সব সময়ে একদল বিশেষজ্ঞ লোক বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা ও জোগান এবং মজুদ মালের বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে বলিয়া বৎসরের কোন সময়েই পণ্যদ্রব্যের মূল্যে হঠাৎ উঠতি পড়তি হইয়া বাজারে একটা বিশৃঙ্খলা আনিতে সমর্থ হয় না। তারপর যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ও ব্যবহার করে তাহারাও এই সব বাজারে পূর্ব্ব হইতে মাল ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া রাখিয়া আকস্মিক ক্ষতির হস্ত হইতে অনেকটা রক্ষা পাইতে পারে। এই জন্য অন্যান্য শ্রেণীর পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত ফাটকা বাজারের ন্যায় পাটের ফাটকা বাজারেরও আমরা সমর্থক। কিন্তু কলিকাতায় পাটের যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহার কার্য্যপ্রণালী নানাদিক দিয়া দোষদুষ্ট। এজন্য উহার সংস্কার অত্যাবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

কলিকাতায় পাটের যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহার সর্ব্বপ্রধান গলদ এই যে উহাতে পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি হয় বলিয়া পাটচাষী কৃষক অথবা তাহার প্রতি-নিধিস্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান এই বাজারে কাজ করিবার কোন সুযোগ পায় না। উহার ফলে ফাটকা বাজারে যদি পাটের মূল্য চড়া থাকে তাহা হইলে পাটচাষী কৃষক তাহার কোন সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ফাটকা বাজার যদি পাটের মূল্য অযথা নামাইয়া দেয় তাহা হইলে উহার প্রতিকার করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কলিকাতায় যে পাট আমদানী হয় তাহার প্রধান ক্রেতা চটকলসমূহ এবং যাহারা পাট বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজযোগে উহা বিদেশে রপ্তানী করে সেই সব শিপার। কিন্তু ফাটকা

বাজারে পাটের দর বাজার প্রচলিত দরের তুলনায় সব সময়েই বেশী থাকে বলিয়া চটকলসমূহ তাহাদের প্রয়োজনীয় পাট কখনও এই বাজার হইতে ক্রয় করে না। এই একই কারণে শিপারগণও উহা হইতে পাট ক্রয় করে না। কারণ, শিপারদের মধ্যে অধিকাংশই স্বয়ং পাট বস্তাবন্দীর কাজ করে এবং প্রয়োজন হইলে উহারা বাজারে বেলারদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম দরে বস্তাবন্দী পাট ক্রয় করিতে পারে। কাজেই পাটের যাহারা প্রকৃত ক্রেতা ফাটকা বাজারের সহিত তাহাদের কোন্ সম্পর্ক নাই। পাটের প্রকৃত বিক্রেতাদেরও এই বাজারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। কারণ কৃষক বা তাহার প্রতিনিধি-স্থানীয় পাট ব্যবসায়ী ইচ্ছা করিলেই কলকব্জা বসাইয়া তাহার পাট বস্তাবন্দী করিয়া লইতে পারে না। অথচ ফাটকা বাজারে একমাত্র বস্তাবন্দী পাটের ভিত্তিতেই ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইয়া থাকে। এই বাজারে বস্তাবন্দী হিসাবে পাট বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া তৎপর কৃষক বা তাহার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়ীকে যদি কাঁচা পাটকে বস্তাবন্দী করিয়া তৎপর উহার ডেলিভারি দিতে হয় তাহা হইলে তাহার ক্ষতি অনিবার্য্য। সুতরাং বাজারে পাটের যাহারা প্রকৃত ক্রেতা অথবা প্রকৃত বিক্রেতা তাহাদের কাহারও ফাটকা বাজারে কোন স্থান নাই। পাটের মূল্যের উঠতি পড়তির সুযোগে যাহারা কিছু লাভ করিয়া লইবার অভিলাষী তাহারাই এই বাজারে কাজ করিয়া থাকে। উহার ফলে এই বাজারে পাটচাষীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কাজ করেনা এবং পাটচাষীও নিজে অথবা প্রতিনিধি-স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের মারফতে এই বাজারে কাজ করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার কোন সুযোগ পায় না। ফাটকা বাজারে বিকিকিনি বাজারের প্রকৃত বিকিকিনির সহিত কত সম্পর্কশূন্য তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই বাজারে প্রত্যহ প্রায় এক লক্ষ বেল পাট বিকিকিনি হয় এবং বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে মোট যত পাট উৎপন্ন হয় তাহার তিন গুণ পাট এই বাজারে প্রতি বৎসর বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু বৎসরের শেষে যখন ডেলিভারি দিবার সময় আসে সেই সময়ে কোন বৎসরই ২৫।৩০ হাজার বেলের বেশী পাট ডেলিভারি হইয়াছে বলিয়া দেখান হয় না।

পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি না করিয়া ফাটকা বাজারে যদি মিডলিং শ্রেণীর আলগা পাট মণ হিসাবে বিকিকিনির ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে উহার উপরোক্ত গলদ বহুলাংশে নিবারিত হইতে পারে। টপ ও বটম শ্রেণীর পাটের কথা না বলিয়া মিডলিং শ্রেণীর পাটের কথা এই জন্য বলিলাম যে, এই শ্রেণীর পাট সারা বৎসর ধরিয়া বেশী পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। ফাটকা বাজারে যদি পাকা বেলের পরিবর্ত্তে মণ হিসাবে মিডলিং শ্রেণীর পাটের বিকিকিনির ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে পাটের যাহারা প্রকৃত বিক্রেতা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পাট যাহারা খরচ করে তাহারা সকলেই এই বাজারে বিকিকিনির সুযোগ পাইবে এবং উহার ফলে চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী পাটের যেরূপ মূল্য হওয়া উচিত ফাটকা বাজারে সেরূপ মূল্য বলবৎ হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ফাটকা বাজারে যাহারা কারসাজি করিয়া পাটের মূল্য দাবাইয়া রাখে তাহাদের পক্ষে সেরূপ করা সম্ভবপর হইবে না। অধিকন্তু এরূপ ব্যবস্থার ফলে দেশের বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইবে। কারণ বর্ত্তমানে পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনির দরুণ ব্যবসায় হিসাবে যাহারা এই বাজারে বিকিকিনিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহারা সুদূর মফঃস্বল হইতে পাট চালান দিয়া এই বাজারে বিকিকিনি করিবার সুযোগ পাইবে।

কাঁচা পাটের ভিত্তিতে ফাটকা বাজারে বিকিকিনির প্রস্তাবে প্রধান আপত্তি এই যে বর্ত্তমানে উহার কোন সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ নাই। উহা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একটা বাজে অজুহাত মাত্র। বর্ত্তমানে বাজারে পাটের যে প্রকৃত বেচা কিনা হয় তাহাতে মণ দরে কাঁচা পাটের বিকিকিনিই হইয়া থাকে। প্রকৃত বেচাকেনার মধ্যে পাটের সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ নাই বলিয়া যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ফাটকা বাজারেই তাহা অলঙ্ঘ্য বাধা বলিয়া পরিগণিত হইবে কেন? আসল কথা এই যে ফাটকা বাজারে পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনির দরুণ ফাটকাওয়ালারা পাটের মূল্য দাবাইয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে এবং এজন্য চটকলওয়ালা ও শিপারগণ মোটা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই জন্য ফাটকা বাজারের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে চটকলওয়ালারা বা শিপারদের তরফ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় না।

কিন্তু বাঙ্গলা সরকার দেশবাসীর এই দাবীতে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন কেন? যখন দেখা যাইতেছে যে ফাটকা বাজারের বর্ত্তমান কার্য্যনীতির ফলে বাঙ্গলার কৃষক বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তখন অবিলম্বে এই ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ফাটকা বাজারে যদি পাকা বেলের পরিবর্ত্তে মণ হিসাবে আলগা পাটের ভিত্তিতে বিকিকিনির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে উহার ফলে পাটের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে চড়িবে। অন্ততঃ পরীক্ষামূলক হিসাবে এই ব্যবস্থা একবার প্রবর্ত্তন করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আফগানিস্থানে ভারতীয় চিনির রপ্তানী

বর্তমানে ভারতে অধিক সংখ্যায় চিনির কল স্থাপিত হওয়ায় দেশে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু শীঘ্রই এদেশে ব্যবহার্য্য চিনির চেয়ে বেশী পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমানে যে আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি বিধিবদ্ধ আছে তাহাতে ৫ বৎসর কাল ভারতের বিদেশে চিনি রপ্তানী করিবার কোন সুবিধা নাই। এই অবস্থায় সম্প্রতি চিনির কলওয়ালারা আফগানিস্থানে ভারতীয় চিনি রপ্তানীর সুযোগ সুবিধা দেখিতেছেন। আফগানিস্থানে বাৎসরিক প্রায় ২০ হাজার টন চিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ব্যবহার্য্য চিনির পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। আফগানিস্থানের লোকেরা তাহাদের ব্যবহার্য্য চিনি যাভা ও রাশিয়া হইতে ক্রয় করিয়া থাকে। এই অবস্থায় আফগানিস্থানে ভারতীয় চিনি রপ্তানীর সুযোগ খুবই রহিয়াছে। সম্প্রতি আফগান সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় আব্দুল মজিদ ভারত সরকারের সহিত আলোচনার্থ দিল্লী আগমন করিলে তাহার নিকট ঐ বিষয়ে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রকাশ আফগান সরকারের বাণিজ্য সচিব আফগান সরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয় চিনির খরিদ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আফগানিস্থানে ভারতীয় চিনি আমদানী সম্বন্ধে তিনি কিছু সুবিধা দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

। ভারতীয় তুলার ভবিষ্যৎ।

কারণে তাহাও শোচনীয় পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। চীনের সহিত সংগ্রামে মত্ত হওয়ার পর জাপান তাহার আমদানী বাণিজ্য বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করিয়াছে। ফলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত হইতে জাপান মাত্র ৮ লক্ষ ১৫ হাজার বেল তুলা খরিদ করিয়াছে। চীনের সহিত তাহার বর্তমান সংগ্রামের অবসান ঘটিলেও যে জাপান অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় বেশী পরিমাণে ভারতীয় তুলা খরিদ করিতে আরম্ভ করিবে সে আশাও বর্তমানে বিশেষ কিছু করা যায় না। কেন না জাপান ইতিমধ্যেই মাঞ্চুকুতে তুলা উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে চীনের অধিকৃত অঞ্চল হইতে তুলার যোগান পাওয়ার যে সুবিধা করিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে তুলার জন্য ভারতের উপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজনীয়তাই হয়ত থাকিবে না।

এই অবস্থায় ভারতীয় তুলাচাষীদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে কেবলমাত্র বিদেশের বাজারে তুলা কাটতির অনিশ্চিত সুযোগ সুবিধার দিকে না তাকাইয়া আভ্যন্তরীন সংগঠনের দিকেই দৃষ্টি নিয়োজিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে ভারতীয় তুলার কাটতি বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার বদলে বেশী পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন, তুলা ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রেল ও জাহাজ ভাড়া হ্রাস, এ দেশের জমিতে একর প্রতি বেশী পরিমাণ তুলার উৎপাদন ও সর্ব্বোপরি আবশ্যকানুরূপ পরিমাণে তুলার চাষ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। দেশের তুলাচাষী, তুলা ব্যবসায়ী এবং দেশের গবর্ণমেণ্টের মিলিত প্রচেষ্টায় সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ঐসব দিকে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে ভারতীয় তুলার বর্তমান সঙ্কট কাটিবার কোন উপায় নাই। এই জন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে তুলা উৎপাদন সঙ্কোচের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহার পরিণতি সকলেই আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিবে।

হরিপুর মেলা ও কৃষি শিল্প প্রদর্শনী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও দিনাজপুর জিলায় হরিপুরে হরিপুর রাসের মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। হরিপুর কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস এষ্টেট এ বিষয়ে যথাসম্ভব আয়োজন উদ্যোগ করিতেছেন। আগামী ৫ই মার্চ্চ হইতে ঐ মেলা আরম্ভ হইয়া একমাস কাল চলিবে। ঐ মেলা উপলক্ষে একটী কৃষি শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। উহাতে নানাবিধ কুটীর শিল্প, শীতবস্ত্র, তাঁতে ও পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, মনোহারী দ্রব্য, ফার্নিচারস, লৌহ, পিত্তল এবং কাঁসার বাসন ইত্যাদি এবং নানাপ্রকারের কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শনার্থ উপস্থিত করা হইবে। তাহা ছাড়া একটী পশু মেলাও অনুষ্ঠিত হইবে। পশু মেলার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে গরু, মহিষ ইত্যাদি আমদানী হইবে। উৎকৃষ্ট পশুর আমদানী কারকদিগকে পুরষ্কার দেওয়া হইবে। পশু মেলাটি ১০ দিন স্থায়ী হইবে। মেলা সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় জানিবার ঠিকানা—জেনারেল ম্যানেজার, হরিপুর কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস এষ্টেট—পোঃ জীবনপুর, জিঃ দিনাজপুর।

বরোদা রাজ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক

বরোদার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যোপলক্ষে ১৯৩৩ সালে বরোদা কোঅপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কটী রেজিষ্টীকৃত হয়। তদবধি উহা বরোদা জিলার কৃষকদিগকে ঋণ প্রদানের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। উহার শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এই ব্যাঙ্কটী শতকরা ৩ টাকা সুদে ৩ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার পত্র বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছিল। এপর্য্যন্ত বরোদা গভর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার টাকার ডিবেঞ্চার এবং সর্ব্ব সাধারণ ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭০০ টাকার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়াছে। ডিবেঞ্চারের টাকা সময় মত পরিশোধ করা সম্বন্ধে এবং উহার সুদ দেওয়ার সম্বন্ধে বরোদা গভর্ণমেণ্ট গ্যারাণ্টি প্রদান করিয়াছেন। বর্তমানে ব্যাঙ্কটীর মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৪৬ টাকা। ব্যাঙ্ক প্রয়োজন মত ও সুবিধা মত কৃষকদিগকে ঊর্দ্ধ ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে।

কলিকাতায় মাংস সরবরাহের ব্যবস্থা

গত ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতা রোটারী ক্লাবে মাংস সরবরাহ ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে এক বক্তৃতায় ডাঃ এইচ্ ঘোষ বলেন :—আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের মতে মাংস শরীরের পক্ষে একটী প্রয়োজনীয় খাদ্য। সুতরাং সস্তা দামে ভাল মাংস সরবরাহের ব্যবস্থা নাগরিকদের পক্ষে অপরিহার্য্য। মাংস জাতীয় খাদ্যের অভাব বশতঃ ভারতীয়দের শরীর পুষ্ট হইতে পারে না। সুখের

বিষয় বর্ত্তমানে বহু নিরামিষ ভোজীও স্বাস্থ্যের খাতিরে সন্তানগণকে মাংস ভক্ষণ করিতে দিতেছেন। কিন্তু কলিকাতায় যে সকল মাংস পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় গো-মাংস ও মহিষ মাংস অতি নিম্নস্তরের। মেষ ও ছাগ মাংস অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ গ্রাম অঞ্চল হইতে আমদানী করা হয় বলিয়া ইহাদের শরীর পুষ্ট থাকে। সহরের মাংস বিক্রেতারা অনেক সময় কর্পোরেশনের শীলের নকল করিয়া খারাপ মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল অব্যবস্থা প্রতিরোধ করা দরকার।

নৌশিক্ষায় ভারতীয়

'ডাফরিন' জাহাজে ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে নৌশিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা আছে সে অনুসারে এবৎসর মোট ৫০ জন ছাত্র লওয়া স্থির হইয়াছে। ঐ জাহাজে নৌশিক্ষা লাভের জন্য এবৎসর মোট ১৫০ জন প্রার্থী ছিল। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থীদিগের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ঐ পরীক্ষায় ৫১ জন ছাত্র নৌশিক্ষা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ঐরূপ উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে বোম্বাই কেন্দ্রের ১৪ জন, কলিকাতা কেন্দ্রের নয় জন, লাহোর কেন্দ্রের নয় জন, লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের আট জন, মাদ্রাজ কেন্দ্রের সাত জন, করাচী কেন্দ্রের তিন জন ও দিল্লী কেন্দ্রের বিশ জন ছাত্র আছে। উহাদিগকে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে শীঘ্রই শেষ পরীক্ষা লওয়া হইবে।

বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণের শিল্প

যুক্ত প্রদেশের শিল্প উন্নয়ন সম্বন্ধে নিযুক্ত প্রাদেশিক কমিটী সম্প্রতি সোডা অ্যাস তৈয়ারের ও মৃৎশিল্প প্রস্তুতের জন্য উপস্থাপিত কয়েকটী পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া উহাদিগকে যথোপযুক্তভাবে সাহায্য করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। সম্প্রতি বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনাও কমিটীর বিবেচনাধীনে আছে। ঐ পরিকল্পনায় আড়াই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া যুক্ত প্রদেশে একটী বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে একমাত্র ভাল্ভ্ (valves) ছাড়া বেতার যন্ত্রের যাবতীয় অংশই বর্ত্তমানে এদেশে তৈয়ার করা সম্ভবপর। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যারম্ভ করা হইলে বৎসরে উপরোক্তরূপ মূলধন নিয়া পরিচালিত একটী কারখানায় ৬০০টী বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ ও ঐরূপ বেতারযন্ত্র প্রত্যেকটী ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করা যাইবে।

ভারতে ঔষধ তৈয়ারের শিল্প প্রতিষ্ঠা

সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকারের শ্রম ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ভি ভি গিরি এক বক্তৃতায় বলেন—ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে বিদেশ হইতে বাৎসরিক প্রায় ২ কোটী টাকার ঔষধপত্র আমদানী হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া অল্ ইণ্ডিয়া প্ল্যানিং কমিটী ভারতবর্ষে ঔষধ তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলার বিষয়ও বিবেচনা করিতেছেন। এদেশে ঔষধ প্রস্তুতের যে স্বাভাবিক সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে ব্যাপক আকারে ঐ দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা আরম্ভ করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ দেশবাসীর ব্যবহার্য্য ঔষধের দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে, অধিকন্তু এদেশ হইতে বিদেশেও কিছু পরিমাণ ঔষধ রপ্তানী করা যাইবে।

গয়া জিলায় নূতন অভ্রের খনি আবিষ্কার

গয়া জিলায় বড়চাটি থানার কেওলা গ্রামে সম্প্রতি নূতন একটি অভ্রের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের তদন্তের ফলেই ঐ খনির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকাশ, গয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া শীঘ্রই খনি হইতে অভ্র উত্তোলনের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

জাপানের রপ্তানী বাণিজ্যে মন্দা

গত ১৯৩৮ সালে জানুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্যন্ত এই এগার মাসে জাপান হইতে ২ কোটী ৭ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মোট ১৮৭ কোটী ৮৭ লক্ষ ২৭ হাজার গজ কার্পাস বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের প্রথম

১১ মাসের তুলনায় এই রপ্তানী পরিমাণের দিক দিয়া ৭২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৭ হাজার বর্গ গজ এবং মূল্যের দিক দিয়া ১ কোটি ২ লক্ষ পাউণ্ড কম হইয়াছে।

ভারতে তিষির চাষ

গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ তিষির চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রাথমিক সরকারী পূর্ব্বাভাস নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
মধ্যপ্রদেশ	১৩,৮৭,০০০ একর	১৩,০১,০০০ একর
যুক্তপ্রদেশ	৩,০৯,০০০ "	২,৯৬,০০০ "
বিহার	৫,৭১,০০০ "	৪,৮৮,০০০ "
বোম্বাই	১,০২,০০০ "	৯১,০০০ "
বাঙ্গলা	১,৬৯,০০০ "	১,৩৭,০০০ "
পাঞ্জাব	২৭,০০০ "	৩০,০০০ "
উড়িষ্যা	৮,০০০ "	৮,০০০ "
হায়দরাবাদ	৩,৬২,০০০ "	৩,৬৬,০০০ "
কোটা (রাজপুতনা)	৯৩,০০০ "	৭৭,০০০ "
ভূপাল	৬৮,০০০ "	৪০,০০০ "
মোট—	৩০,৯০,০০০ একর	২৯,৪৮,০০০ একর

আমেরিকার বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৩৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ছয়টী কোম্পানী নিম্নরূপ নূতন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছে :—

	কোটি	লক্ষ	হাজার	ডলার
মেট্রোপলিটন—	৩ কোটি	৮৯ লক্ষ	৭২ হাজার	৭৩০ ডলার
প্রুডেনসিয়াল—	১ "	৬৭ "	৭৩ "	২৭১ "
জন হ্যান্কক—	১ "	৪১ "	৮৪ "	— "
ট্রেভলারস—		৮০ "	২৭ "	৯৬৬ "
ফিনিক্স মিউচুয়েল—		৭৬ "	৩৮ "	১৭০ "
কানেক্টিকাট জেনারেল—		৭৬ "	৩১ "	৪৮৭ "

আলোচ্য বৎসরের শেষে প্রধান ছয়টী বীমা কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল :—

	কোটি	লক্ষ	হাজার	ডলার
মেট্রোপলিটন—	৩৩ কোটি	৬৩ লক্ষ	২৮ হাজার	৬৪৭ ডলার
প্রুডেনসিয়াল—	১৫ "	৫ "	৮৮ "	১৭৩ "
ট্রেভলারস—	১০ "	২১ "	১৮ "	৬৬ "
জন হ্যান্কক—	"	৯ "	২৭ "	৫৮ "
কানেক্টিকাট জেনারেল—	৮ "	১৬ "	৯৯ "	৯২২ "
এটনা—	৬ "	৭২ "	৭২ "	৩৪৮ "

আফগানিস্থানে শিল্পোন্নতির আয়োজন

সম্প্রতি নবগঠিত একটা পরিকল্পনা অনুসারে আফগানিস্থানে ব্যাপকভাবে শিল্পোন্নতির কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চলে বেশী পরিমাণে তুলা উৎপাদনের জন্য ও উপযুক্ত সংখ্যক কাপড়ের কল স্থাপন করিবার নিমিত্ত ও শিল্প স্থাপনের জন্য সময়োচিত বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩ কোটি আফগানি মুদ্রা মূলধন লইয়া ব্যাপকভাবে তুলা উৎপাদনের নিমিত্ত একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তুলা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে প্রভূত পরিমাণে কার্পাস বীজও আমদানী করা হইয়াছে। উত্তর আফগানিস্থানে ৫ কোটি ১০ লক্ষ আফগানি মুদ্রা মূলধন লইয়া একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিল বাটী ও যন্ত্রপাতির জন্য ইতিমধ্যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করাও হইয়াছে।

উত্তর আফগানিস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তামা, সীসা, কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের প্রচুর যোগান রহিয়াছে। পাঞ্জশর উপত্যকায় রৌপ্যের খনিও আছে। উপরোক্ত পরিকল্পনায় ঐরূপ খনিজ শিল্প যথোপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলার জন্যও বিধি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে।

রাস্তা চলাচলে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মোটর সাইকেল ছাড়া অন্য ধরণের মোটর যানের দুর্ঘটনার ফলে কোন দেশে প্রতি ১০ হাজার মোটর যানে গড়ে বাৎসরিক কত সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার সংখ্যা বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

দেশ		প্রতি ১০ হাজার মোটরে মৃত্যুসংখ্যা
নিউজিলাণ্ড	...	৭.৫
কানাডা	...	১০.৫
নরওয়ে	...	১২.৮
যুক্তরাষ্ট্র	...	১৩.০
অষ্ট্রেলিয়া	...	১৬.৮
ফ্রান্স	...	২১.৯
আয়ার	...	২৬.০
ইংলণ্ড	...	২৯.১
নেদারল্যাণ্ড	...	৫১.১
বেলজিয়াম	...	৪৩.০
জার্ম্মানী	...	৪২.৪
সুইজারল্যাণ্ড	...	৪৯.১
ইটালী		৬১.৪

বিহার সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়

বিহার প্রদেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১২.৭৯। কিন্তু এই সংখ্যাল্পতার অনুপাতে বিহার সরকার নানা বিষয়ে তাহাদিগকে যে সুযোগ সুবিধা দিতেছেন তাহা কোন দিক দিয়াই বেশী ছাড়া

কম নহে। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিহার সরকার মুসলমানদের জন্য ১১ লক্ষ ৩ হাজার ২৪ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অর্থাৎ সংখ্যানুপাতে যত টাকা ব্যয় করা উচিৎ ছিল উহা তদপেক্ষা প্রায় পৌনে ২ লক্ষ টাকা বেশী। ইহা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে মোমিন ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা, হস্তলিখিত পারসী ও আরবী পুঁথি সংস্কার, উর্দ্দু পুস্তকাগারের গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্যও ৩৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। মুসলমানদের জনসংখ্যা শতকরা ১২.৭৯ জন হইলেও সরকারের মাত্র দুইটি বিভাগেই মুসলমান চাকুরিয়ার সংখ্যা শতকরা ১৬ জন। অন্য সকল বিভাগেই শতকরা হার কোথাও ২০, কোথাও ৪০, কোথাও ৫০, কোথাও বা ৬৬ জনেরও উপর। এমন অনেক বিভাগ আছে যেখানে ১ জন মাত্র কর্ম্মচারী, সেখানে সেই ১ জনই মুসলমান।

বাঙ্গলা হইতে পাট রপ্তানী

গত ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে মোট ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৭৬ গাঁইট (৪০০ পাউণ্ডে ১ গাঁইট হিসাবে) পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৬ সাল ও ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২৯ গাঁইট ও ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮৫৪ গাঁইট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

প্যারিস আন্তর্জাতিক মেলা

আগামী ১৩ই মে হইতে ২৯শে মে পর্য্যন্ত প্যারিসে একটী আন্তর্জাতিক মেলা বসিবে। এই মেলায় জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে নানারকম পণ্য সামগ্রী প্রদর্শনার্থ উপস্থিত করা হইবে। প্রকাশ দূরদেশ হইতে ঐ ভাবে মেলায় উপস্থাপিত পণ্যের যান বাহন ভাড়া সম্বন্ধে কিছু সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতবর্ষের যে সব ফার্ম্ম ঐ মেলায় দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা ১২নং হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ ফরাসী ট্রেড্ কমিশনারের অফিস হইতে এ বিষয়ে যাবতীয় খবর পাইতে পারেন।

গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য

বরোদা রাজ্যের সহরগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে নিজস্ব বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে পারে তৎপক্ষে সাহায্যের জন্য উক্ত রাজ্যের সমবায় বিভাগে রেজেষ্টরীকৃত ২৮টী হাউসিং সোসাইটি রহিয়াছে। বরোদা সরকার এই সব সোসাইটির জন্য জমি খাস করিয়া দেন এবং উক্ত রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ বিনাব্যয়ে বাড়ীর প্লান তৈয়ার করিয়া দিয়া থাকেন। অধিকন্তু হাউসিং সোসাইটিগুলি বাড়ী নির্ম্মাণে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে যে টাকা ধার দেন তাহাও বরোদা সরকারই সরবরাহ করেন। বরোদা রাজ্যের হাউসিং সোসাইটীগুলির চেষ্টায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে উক্ত রাজ্যে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোটমাট ১১০টী বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার মধ্যে হাউসিং সোসাইটীগুলির মারফতে বরোদা সরকার দেড় লক্ষ টাকা ঋণ সরবরাহ করিয়াছেন।

শর্করা শুল্ক বৃদ্ধি হইবে না

ইদানীং সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারের গবর্ণমেণ্ট আঁখের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনির মূল্য বর্দ্ধিত হওয়াতে ভারতের বাজারে জাভার চিনি আমদানীর পথ অনেকটা সহজ হইয়াছে। এই জন্য ইতিমধ্যে গুজব রটিয়াছিল যে আগামী সরকারী বৎসরের প্রথম হইতে ভারত সরকার বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক বর্দ্ধিত করিবেন। কিন্তু 'কমার্স' পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, এই গুজবের মূলে কোন সত্য নাই।

ল্যাঙ্কাশায়ারের উন্নতি

সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের ১২৮টী কাপড়ের কল গড়ে শতকরা বার্ষিক ৪.২৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে এই লভ্যাংশের পরিমাণ গড়ে শতকরা বার্ষিক ৫.৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অধিকন্তু ১৯৩৭ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলির মধ্যে ৬৪টী কল অংশীদারগণকে কোন লভ্যাংশ দিতে পারে নাই—১৯৩৮ সালে এরূপ কলের সংখ্যা ছিল ৪২টী।

চায়ের সেস্ বৃদ্ধির প্রস্তাব

ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে যে চা বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার প্রতি ১০০ পাউণ্ডের উপর গবর্ণমেণ্ট এক টাকা চার আনা হিসাবে সেস আদায় করিয়া থাকেন। এই টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে চায়ের জন্য প্রচার কার্য্যে ব্যয়িত হয়। প্রকাশ যে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড সম্প্রতি এই সেসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এক টাকা ছয় আনায় পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে দেশের বিভিন্ন বণিক সমিতির মতামত গ্রহণ করিতেছেন। যদি এই ভাবে অতিরিক্ত হারে সেস বসান হয় তাহা হইলে টি মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড প্রচার কার্য্যের জন্য অধিকতর অর্থ হাতে পাইবেন।

পরলোকে ডাঃ রামচন্দ্র রাও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্র ও বাণিজ্য বিষয়ক লেকচারার ডাঃ বি রামচন্দ্র রাও সামান্য কয়েকদিন অসুখে ভুগিয়া ভিজাগাপট্টমে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ২টী ছেলে ও ৩টী মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ১২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

বর-পণ বন্ধের আইন

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত প্রদেশে বরপণ বন্ধ করিবার জন্য একটী আইনের খসড়া লইয়া আলোচনা হইতেছে। এই আইন পাশ হইলে যদি কেহ বিবাহের সময়ে কোন পণ গ্রহণ করে তবে তাহার ছয় মাসের জেল হইবে। উক্ত আইনের ফলে বরপণ প্রদান কারীরও তিন মাস জেলের বিধান দেওয়া হইবে।

বোম্বাইয়ে নূতন ট্যাক্স

বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশে মাদক দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের আয় খুব কমিয়া যাইবে। এই ক্ষতি পূরণার্থ তাঁহারা বিদ্যুতের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতে এবং পেট্রোল বিক্রয়ের উপর একটা ট্যাক্স ধার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ধারণা যে পেট্রোল ট্যাক্স বাবদ তাঁহাদের বৎসরে ১০ লক্ষ হইতে ১২ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুতের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বাবদ বৎসরে ৫ লক্ষ টাকার মত পাইবেন।

কলিকাতা ও লণ্ডনে বিমান চলাচল

প্রকাশ যে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানী ভারতবর্ষে টাটা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ কোম্পানীর সাহায্য লইয়া শীঘ্রই কলিকাতা হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত নূতনভাবে যাত্রী ও ডাকবাহী বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে বিমানযোগে লণ্ডন পৌঁছিতে ৫।০ দিন সময় লাগে। নূতন ব্যবস্থায় কলিকাতা হইতে ২ দিনের মধ্যে লণ্ডনে পৌঁছা যাইবে।

মোটর বীমার ব্যয়

ভারতবর্ষে মোটর চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে যে আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর মালিকের পক্ষে দুর্ঘটনার জন্য বীমা করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। অবশ্য নূতন আইনের এই ধারা ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের পূর্ব্বে বলবৎ হইবে না। সম্প্রতি কাউন্সিল অব ষ্টেটে এই আইনের আলোচনা কালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরযানের মালিকের পক্ষে নূতন আইন মতে বীমা করিতে বৎসরে নিম্নলিখিত মত প্রিমিয়াম দিতে হইবে—প্রাইভেট মোটরগাড়ী ৭৬৮০ আনা, ট্যাক্সি ১১০ টাকা, ২০ জন আরোহী বসিবার উপযুক্ত বাস ১৮৩৮০ আনা, ২ টনের কম মাল বহিবার উপযুক্ত লরী ৭৬৮০ আনা, ২ টনের বেশী মাল বহিবার উপযুক্ত লরী ৮৩৮০ আনা।

প্রধান মন্ত্রীর ধমক

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক চট্টগ্রামে একটী বক্তৃতায় এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মুসলমান সদস্যগণ একজোট না থাকাতেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছেন না। তিনি বলেন যে মুসলমান সদস্যদিগকে একতা বদ্ধ করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা যদি সফল না হয় তাহা হইলে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এরূপ ভয় দেখাইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে-যে সম্প্রদায় একতার মূল্য বোঝেনা তাহার উপকারের জন্য চেষ্টা করা বৃথা।

আমেরিকার জাতীয় আয়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী ডেনিয়েল রোপার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে গত ১৯৩৮ সালে উক্ত রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ সমষ্টিগত ভাবে মোট সাড়ে ছয় হাজার কোটী ডলার মূল্যের ধন সম্পদ উৎপাদন করিয়াছে। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ ছিল ছয় হাজার নয় শত কোটী ডলার।

ভারতে লবঙ্গের চাষ

বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের উদ্যোগে মহীশূর, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও অন্য অঞ্চলে লবঙ্গের চাষ বিষয়ে গবেষণা হইতেছে। প্রকাশ যে মহীশূরে লবঙ্গের বীজ হইতে চারা উৎপাদন এবং এই চারা যাহাতে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিনষ্ট না হয় তাহার উপায় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তবে এক একটা লবঙ্গ গাছে ফসল উৎপন্ন হইতে ১০ বৎসর সময় লাগে। এই দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত চারা গাছকে রক্ষা করার সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয় নাই।

সরিষা ও রাইয়ের চাষ

সরকারী রিপোর্ট মতে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যত একর জমিতে সরিষা ও রাইয়ের চাষ হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। তুলনা মূলক বিচারের জন্য এই সঙ্গে গত বৎসরের হিসাব প্রদত্ত হইল—

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
যুক্ত প্রদেশ	১৯১০০০	২৬৬০০০
পাঞ্জাব	৫৩৯০০০	৭৬৮০০০
বাঙ্গলা	৭৬৪০০০	৭৫২০০০
বিহার	৪৯৯০০০	৫১৭০০০
আসাম	৪৬৪০০০	৪৫৫০০০
সিন্ধু	১২৮০০০	১৩৮০০০
উঃ পঃ সীঃ প্রদেশ	৬৭০০০	৫৬০০০
বোম্বাই	১০০০০	১৩০০০
উড়িষ্যা	২৬০০০	২৪০০০
দিল্লী	২০০০	৪০০০
আলোয়ার	২০০০০	৪৫০০০
বরোদা	৫০০০	৩০০০
হায়দরাবাদ	৭০০০	৮০০০
মোট—	২৭২২০০০	৩০৪৯০০০

এই হিসাবে দেখা যায় যে গত বৎসরের তুলনায় এবার ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই সরিষা ও রাইয়ের চাষ কম হইয়াছে এবং এবার সমষ্টিগত ভাবে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার একর কম জমিতে সরিষা ও রাইয়ের চাষ হইয়াছে।

বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

বঙ্গীয় পাট তদন্ত কমিটীর সদস্যরা সম্প্রতি ময়মনসিংহ গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী, বার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও পাট চাষীদের প্রতিনিধিদের সহিত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধিকাংশ প্রতিনিধিই বাধ্যকরী ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জোর দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পাট চাষীদের প্রতিনিধিরা কমিটীর সভ্যগণকে ইহা বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাধ্যকরী নিয়ম প্রবর্ত্তন না করিয়া পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের গতানুগতিক প্রচারকার্য্য চালাইয়া কিছুই লাভ হইবে না। পাটচাষী ও পাট ব্যবসায়ীদের অনেক প্রতিনিধি ন্যায্য মূল্যে পাট বিক্রয়ের সুবিধার জন্য একটি সেলিং সিণ্ডিকেট স্থাপনের জন্যও একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহারা বলেন বর্ত্তমানে পাটচাষীরা বেশীদিন পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া তাহাদের পক্ষে পাটের ন্যায্য
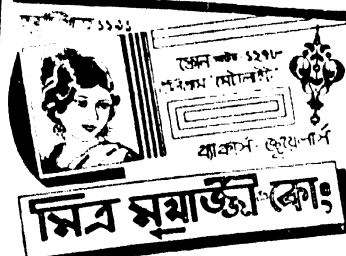
মূল্য পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এই অবস্থায় পাটচাষীদের অনুকূলে পাট বেশীদিন ধরিয়া রাখিয়া তাহা সময়মত বিক্রয় করিবার জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে একটি সেলিং সিণ্ডিকেট স্থাপন করা প্রয়োজন। এইরূপ সিণ্ডিকেট গঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণের ভিতর শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যদি আসল টাকা সম্বন্ধে ও সুদ সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ গ্যারাণ্টি প্রদান করেন তবে উক্ত প্রকারের ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে।

কংগ্রেস ও শ্রমিক সাধারণ

অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বানার্জি সম্প্রতি ঢাকা সহরে 'কংগ্রেস ও শ্রমিক সাধারণ' সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেন—শ্রমিক বলিতে ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস সেই শ্রেণীর লোকদিগকে বোঝেন, যাহারা নিজে কলকারখানা কিংবা জমির স্বত্বাধিকারী নহে এবং যাহারা অন্য মালিকের কলকারখানা কিংবা জমিতে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সংজ্ঞা অনুসারে ভারতবর্ষের মোট জন সংখ্যার প্রায় ৭০ জনই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রমিক দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাঁহাদের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আর ১৯২১ সালে প্রথম স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই উহা সমাজতন্ত্রবাদীক রাষ্ট্র গঠনের চরম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে। দুনিয়ার সমস্ত স্থানের ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্যই হইতেছে সমাজতন্ত্রবাদীক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেসের লক্ষ্য অন্যরূপ।

সমাজতন্ত্রবাদীক রাষ্ট্র স্থাপনের লক্ষ্য হইতেছে একটী জাতীয় রাষ্ট্র যাহাতে পরবশ্যতা থাকিবে না কিন্তু শাসন ব্যবস্থা ও ধনোৎপাদন ব্যবস্থা বর্ত্তমানের ন্যায় থাকিবে।

ভারতে তিলের চাষ

সরকারী বরাদ্দ হইতে জানা যায়, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮সালে ৪২ লক্ষ ১ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভারতের কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	নভেম্বর	ডিসেম্বর
আসাম	২১,২৮৬ টন	২২,৫৭৫ টন
বেলুচিস্থান	৭২১ "	৫৩৬ "
বাঙ্গলা	৬,২৩,৭১৮ "	৭,২২,৮৩৩ "
বিহার	১১,৩৭,৬৩৬ "	১২,৯৮,৩৯০ "
উড়িষ্যা	৪,০৫৪ "	৪,৮৫০ "
মধ্যপ্রদেশ	১,৩০,১০১ "	১,৫৭,৭৯৯ "
পাঞ্জাব	১৭,৪৮২ "	১৮,৬৯৬ "
মোট—	১৯,৩৪,৬৯৯ টন	২২,২৫,৬২৯ টন

হাঁস ও মুরগী পালন

বাঙ্গলার সরকারী কৃষি বিভাগের গত ১৯৩৭—৩৮ সালের রিপোর্টে ঐ বৎসরে বাঙ্গালার হাঁস ও মুরগী পালনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রকাশ যে উক্ত বিভাগ নানাদিক দিয়া উন্নতিমূলক বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বৎসরে প্রায় ১৮০টী মোরগ এবং ১৬৭ ডজন ডিম বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠান হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, হুগলী, রাজসাহী এবং আরও বহুস্থানে প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ঐ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া দেখা গিয়াছে যে চাষী সম্প্রদায় উন্নত ধরণের পক্ষী পালনের সার্থকতা এখন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। এবার রাজসাহীর অন্তর্গত সেনিকুণ্ড নামক স্থানের একটী প্রদর্শনীতে উন্নত ধরণের ১৫০টী পাখী প্রদর্শিত হইয়াছিল। হুগলীর ৩৫টী গ্রামে, বাকুড়ায় ২০টী পল্লীতে, রাজসাহীর ২০ ২০টী গ্রামে এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বহু জায়গায় উন্নত ধরণের বহু হাঁস ও মুরগী পালন করা হইতেছে। হাঁসের প্রজনন উন্নত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে এই উদ্দেশ্যে ছয়টী হংসী এবং দুইটি হংস ইংলণ্ড হইতে আনীত হইয়াছে। ইহাদের সহিত দেশী হাঁস ও হংসীর প্রজনন যাহাতে সম্পাদিত হয় সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়

প্রিণ্টার্স গাইড—মিঃ জি বি দে প্রণীত। কলিকাতা ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥৵০ আনা।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে প্রিণ্টিং ও ছাপাখানা পরিচালনার ব্যবসায় বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। ছাপাখানা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকিয়া বর্ত্তমানে বহু লোক জীবিকা সংস্থান করিতেছেন। ভবিষ্যতে এই ব্যবসায়ের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইলে আরও অনেক লোক এদিক দিয়া অন্নসংস্থানের সুযোগ পাইবে—এরূপ আশাও যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রিণ্টিং ও ছাপাখানা পরিচালনার যাবতীয় জ্ঞাতব্য খুটিনাটী সম্বন্ধে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা এতদিন অনেকেই উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়াকস্ ও ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি বি দে 'প্রিণ্টার্স গাইড' নামক পুস্তকটী প্রকাশ করিয়া এতদিনের একটী বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই পুস্তকটী মোট বত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ সকল অধ্যায়ে গ্রন্থকার হ্যাণ্ডপ্রেস, ট্রেডল্ মেসিন ও ফ্লাট মেসিনের ইম্পোজিং শিক্ষা, ফর্ম্মা আঁটা বা লকিং-আপ শিক্ষা, কি উপায়ে প্রেসে ভাল ছাপা যায় তাহার কৌশল প্রণালী, হাফ্‌টোন লাইন, ষ্টিরিও ও ইলেকট্রো ব্লক এবং কম্পোজ ম্যাটার পরিষ্কার করিবার উপায়, বিভিন্ন কালির মিশণে নানারঙের কালি প্রস্তুত প্রকরণ; ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দি কেসের ঘর শেখা; জব ও বুক কম্পোজ করিবার আধুনিক উপায়, প্রুফ সংশোধন করিবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন, টাইপ ম্যাটার ডিষ্টিবিউট করিবার প্রণালী; পেজের মার্জ্জিন দিবার নিয়ম; মেসিনের ছাপার রু ও চেপ রুল ঢালাইয়ের প্রকরণ ইত্যাদি, প্রেসম্যান ও কম্পোজিটরদের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে কম্পোজিং কাজের নানারকম ডিজাইন ও ডিসপ্লের পদ্ধতি হইতে পেপার কাটিং, পারফোরেটিং রুলিং, নাম্বারিং, ষ্টিচিং, পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দীর্ঘদিনের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা নিয়া গ্রন্থকার সহজবোধ্য সরল বাঙ্গলাভাষায় উপযুক্ত সংখ্যক চিত্রাদি সহযোগে যেরূপ কুশলতার সহিত ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে প্রিণ্টিং কিংবা ছাপাখানা পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষা লাভেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রই যে পুস্তকটি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাতৃভূমি—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত। বার্ষিক মূল্য—৩॥ আনা। কার্য্যালয়—৩২নং আমহার্ষ্ট রো—কলিকাতা।

সুপরিচিত ব্যবসায়ী ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুকাল পূর্ব্বে ময়মনসিংহবাসী নামক একখানা মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি সেই পত্রিকাখানা 'মাতৃভূমি' নাম নিয়া নবকলেবরে একটী উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বর্ত্তমানে উহার মাঘ সংখ্যাটী আমরা উপহার পাইয়াছি। বাঙ্গলার কতিপয় জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারে উহা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কৃতি লেখকগণের নানাবিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ উহাতে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুত রামপদ মুখোপাধ্যায় উহাতে একটী গল্প লিখিয়াছেন। স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের একটী উপন্যাসও ইহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অধিকন্তু 'সঞ্চয়ন' বিভাগে বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে কতকগুলি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ ও গল্প উহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের নিপুন সম্পাদনায় 'মাতৃভূমি' বাঙ্গলার সাহিত্যানুরাগী পাঠক সমাজে প্রকৃত সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রথম ভেলুয়েসন রিপোর্ট

আমরা আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভেলুয়েসন রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। একচুয়ারী মিঃ এইচ. কে সেন এই ভেলুয়েসন রিপোর্টটী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ভেলুয়েসনে ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার সহিত ৫ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হইয়াছে। দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্য সুদের হার শতকরা বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা হারে বরাদ্দ করা হইয়াছে। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩১·৭ ভাগ ধরা হইয়াছে। একটী তরুণ কোম্পানীর ভেলুয়েসন সম্পর্কে উপরোক্ত বিধিব্যবস্থা যথেষ্ট কড়া বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু খুবই সুখের বিষয় যে ঐরূপ কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থায় ভেলুয়েসন করিয়াও গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর ২১ হাজার ১২৩ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। একচুয়ারী মিঃ এইচ. কে সেন উহা হইতে আজীবন বীমার উপর প্রতি হাজারে ১৫ টাকা হারে ও অন্যান্য শ্রেণীর বীমার উপর প্রতি হাজারে ১২ টাকা হারে বোনাস দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। উহাতে মোট ৪ হাজার ৭২০ টাকা ব্যয় হইবে। বাকী ১৬ হাজার ৪০৩ টাকার ভিতর ১০ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া ব্যালান্স সীটে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত অর্গেনাইজেসন ব্যয়ের অর্দ্ধেক ভাগ কাটিয়া দেওয়া হইবে। আর বাকী ৬ হাজার ৪০৩ টাকা পলিসি গ্রাহকদের অনুকূলে জের টানা হইবে।

আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রথম ভেলুয়েশনে এইরূপ উল্লেখযোগ্য সাফল্য খুব সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা এজন্য এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কর্ম্মকুশলতা ও সুপরিচালনার প্রশংসা করিতেছি।

কণ্টিনেণ্টেল ব্যাঙ্ক অব এসিয়া লিঃ

সম্প্রতি লৌহজঙ্গে কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিমিটেডের একটী শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় উক্ত শাখা আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা কুমিল্লার ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৩ই এপ্রিল ১৯৩৮ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বর্ষে শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, বরিশাল, শিলচর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কলিকাতায় ঐ ব্যাঙ্কের কয়েকটী নূতন শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ পরিচালক বর্গের কর্ম্মকুশলতায় এই ব্যাঙ্কটী একটী বিশেষ উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে উহার কর্ম্মধারা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন শাখা আফিস সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহা দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিয়াছে—ইহা খুবই সুখের বিষয়।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৯৮ হাজার ১২৫ টাকা, মজুত তহবিল বাবদ ৪০ হাজার টাকা, আমানতী জমা বাবদ ১৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬১৫ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৫৩ টাকা। এ প্রকার দায়ের বদলে বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিভিন্ন দফাগুলি এইরূপ :—

কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৫২৪ টাকা, বিবিধ কোম্পানীর শেয়ারে ২৫ হাজার ২১০ টাকা, জামীনে ও বন্ধকী ইত্যাদিতে ঋণ ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৮৭ টাকা, বিল ইত্যাদি ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯২২ টাকা, হাতে নগদ ২ লক্ষ ৬৮ টাকা, অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও যৌথ কোম্পানীতে আমানত ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২৫ টাকা। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল বিভিন্ন দিক দিয়া সুসংরক্ষিত রহিয়াছে বলা চলে।

এ বৎসর ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া প্রদত্ত ঋণের সুদ বাবদ ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৬২ টাকা, কমিশন বাবদ ১৮ হাজার ৫৬৩ টাকা, ক্রীত শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ৮৬ টাকা প্রভৃতি লইয়া ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কের মোট আয় দাঁড়ায় ২ লক্ষ ২ হাজার ৭ টাকা। এই আয় হইতে কোম্পানীর আমানতী জমার সুদ, কর্ম্ম পরিচালনা বাবদ ব্যয় প্রভৃতিতে মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৭৬ টাকা খরচ হয়। আর তাহার ফলে বৎসর শেষে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৭৩০ টাকা। উহা হইতে ৫ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হইবে। আর বাকী টাকা শতকরা ৭৷৷০ আনা হারে অংশীদারদের ভিতর লভ্যাংশ হিসাবে বিতরিত হইবে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

নিউ ইন্সিওরেন্স লিঃ

নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ এস, বি সেনগুপ্ত সম্প্রতি ঐ শাখার ১০২।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ আফিসে উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এল এস কপিলকে এক প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। এই অনুষ্ঠানে কোম্পানীর স্থানীয় কর্ম্মচারী ও কর্ম্মীগণ ছাড়া অনেক ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

নাগ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সম্প্রতি নাগপুরের 'আইডিয়াল ডেমোক্রেটিক এসিওরেন্স এণ্ড মর্টগেজ লোনস্ লিমিটেড' কোম্পানীর নাম 'দি নাগ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে' পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই কোম্পানীর হেড আফিসের বর্ত্তমান ঠিকানা—তিলক তালাও-পরাঞ্জপে বিল্ডিং—নাগপুর সিটি।

ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ

গত ২৫শে জানুয়ারী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলিকাতা ৩২নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেডের নূতন ভবন 'ট্রাষ্ট হাউস' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষ হইতে মিঃ জে সি মুখার্জ্জি সংক্ষেপে ট্রাষ্টের ইতিহাস বর্ণনা করেন। কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্সের ইঞ্জিনিয়ারগণের তত্ত্বাবধানে যেখানে ভিত্তি প্রস্তরখানা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল মিঃ মুখার্জ্জি আচার্য্যদেবকে সেখানে লইয়া গেলে তিনি তাহা যথাস্থানে স্থাপন করেন। আচার্য্যদেব একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক মিঃ মুখার্জ্জি বহুদিন যাবং আমার নিকট পরিচিত। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনি এক সঙ্গে বহু কাজে হাত দেন না। তাহার অপর প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্স লিমিটেড দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি স্বকীয় অর্থে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে যদি উহা লাভজনক মনে করেন তখন তিনি সাধারণকে উক্ত ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপ পরিকল্পনা অতি উত্তম। আমি বিশ্বাস করি তাঁহার ট্রাষ্ট গঠনের উদ্দেশ্য ফলমণ্ডিত হইবে। যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—মাননীয় মিঃ এস সি মিত্র, মিঃ জে এম দত্ত, মিঃ এন কে মজুমদার, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, শ্রীযুত বিজয়ভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ আচার্য্য, রায় বাহাদুর আর এম দাস, মিঃ জে কে বিশ্বাস, মিঃ এস সি তালুকদার, কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মিঃ এইচ কে সরকার, মিঃ বি এম সেন, মৌলভী আমরুদ্দ উদ্দিন চৌধুরী, মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি, মিঃ জে এন লাহিড়ী, মিঃ এস পি সেন, মিঃ রামচন্দ্র শেঠ, মিঃ আই বি সেন, মিঃ আশুতোষ গাঙ্গুলী, মিঃ মনোমোহন সেনগুপ্ত, মিঃ সি কে মজুমদার, মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন।

ক্যানারা পাল্প এণ্ড পেপার মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ক্যানারা পাল্প এণ্ড পেপার মিলস্ লিমিটেড নামে একটী কোম্পানী রেজিষ্টীকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীটী বোম্বাইয়ের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের কারওয়ার জিলার সুপ্রাপ্য বাঁশ হইতে মণ্ড তৈয়ার করিয়া তাহা দ্বারা ব্যাপকভাবে কাগজ প্রস্তুত করিবে। প্রকাশ বোম্বাই সরকার এই কোম্পানীটিকে নানা রকমে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বোম্বাই সরকার এই কোম্পানীর কারখানা স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করিবেন। সেজন্য কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে দুই জন প্রতিনিধি নিয়োগের এবং কোম্পানীর হিসাব পত্র পরীক্ষার জন্য অডিটর নিয়োগ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীকে বিনা খরচায় নদীর জল ব্যবহার করিতে দিবেন আর তাহার বিনিময়ে কোম্পানী হইতে প্রতি টন বাঁশ ব্যবহার বাবদ আট আনা হারে রয়ালটী পাইবেন।

বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ এ এস এম আনিসর রহমান বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানীর আফিস সম্প্রতি ২।সি হায়ত খান লেন হইতে ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ২৩শে জানুয়ারী হইতে মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের ১নং ৪ বি কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বোম্বে মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী

গত বৎসরের হিসাবে বোম্বে মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। আমরা এই কৃতকার্য্যতার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের দক্ষতার প্রশংসা করিতেছি।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গত বৎসরের জের ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৭ টাকা সহ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মোট ২৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৩৫ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। উহা হইতে চলতি বৎসরের হিসাবে ইনকম্ ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও পূর্ব্ব ঘোষিত মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা নিয়োগ করিয়া ব্যাঙ্কের মোট বণ্টনযোগ্য লাভ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ ৭১ হাজার ২৩৫ টাকা। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ঐ টাকা হইতে গত ১লা জুলাই হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৩ টাকা হারে মোট ৬ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া, ব্যাঙ্কের সম্পত্তির হিসাবে ৩ লক্ষ টাকা ও মজুদ তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করা এবং ৯লক্ষ ২১ হাজার ২৩৫ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা স্থির করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা লিঃ

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে গত বৎসরের জের ৬৮ হাজার ৫০৫ টাকা সহ ব্যাঙ্কের মোট বণ্টন যোগ্য লাভ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪১ টাকা। গত ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অংশিদারদিগকে শতকরা ২০ টাকা হিসাবে একটী মধ্যবর্ত্তী বোনাস দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়োজিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ডিরেক্টরগণ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবেও ঐরূপ হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাছাড়া ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মজুত তহবিল নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে।

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মোট ৩৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা লাভ দাঁড়ায়। উহার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের জের ৩০ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯০০ টাকা যোগ করিয়া ব্যাঙ্কের মোট বণ্টনযোগ্য লাভ দাঁড়ায় ৬৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ড ঐ টাকা নিম্নরূপ ভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন:—শতকরা ১২ টাকা হিসাবে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ মোট ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, মজুত তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, পেন্সন ফাণ্ডে ৭০ হাজার টাকা, বাড়ী ঘরের তহবিলে ২লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং আগামী ছয় মাসের হিসাবে জের ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৩শে জানুয়ারী সোমবার ৫নং ক্লাইভ রোতে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের একটী শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ঐ ব্যাঙ্কের ১৩টী ব্রাঞ্চ আফিস ও ৪টী সাব আফিস রহিয়াছে। কলিকাতায় ঐ ব্যাঙ্কের অনেক পৃষ্ঠপোষক ও আমানতকারী রহিয়াছেন। নূতন ব্রাঞ্চটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নানাদিক দিয়া তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইল। এডিসন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ্ স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল শ্রীপরেশনাথ সোম মহাশয়ের পুত্র শ্রীপরিমল সোম যথাক্রমে এই শাখার এজেণ্ট ও ডিপুটী এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কের অনেক পৃষ্ঠপোষক যোগদান করিয়াছিলেন।

খুলনা লোন কোং লিঃ

সম্প্রতি যশোহরে খুলনা লোন কোং লিমিটেডের একটী শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় টাউন হলে একটী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যশোহরের উকীল শ্রীযুত চন্দ্রকুমার বানার্জ্জি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় মহেন্দ্র কুমার ঘোষ বাহাদুর ব্যাঙ্কের ঐ নূতন শাখার ভবিষ্যৎ কার্য্যনীতি বর্ণনা করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। খুলনার জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া স্থানীয় জনসাধারণকে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রায় কে এন রায় চৌধুরী বাহাদুর এবং প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

মত ও পথ

প্রদেশ সমূহের আগামী বাজেট

'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্র গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় একটী সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিতেছেন—আগামী কয়েক মাস মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টসমূহ তাহাদের আগামী বাজেট উপস্থিত করিবেন। কংগ্রেসী প্রদেশ সমূহের মন্ত্রীসভা যথাসম্ভব বিনা ঘাটতিতেই বাজেট রচনা করিতে যত্নপর হইয়াছেন। তবে যতদূর বুঝা যাইতেছে তাহারা নূতন কর নির্দ্ধারণের বিষয় এবার বিশেষরূপ বিবেচনা করিবেন। নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহকে কোন কোন দিক দিয়া নূতন কর নির্দ্ধারণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু জিনিষ বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করা সম্পর্কে তাহাদের ক্ষমতা ফেডারেল কোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এবিষয়ে সুযোগ আরও বাড়িয়াছে। বোম্বাই হইতে সম্প্রতি এরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে যে বোম্বাই সরকার সর্দ্দার পেটেলের সহিত পরামর্শ করিয়া ছব্বিশটী পণ্যের বিক্রয়ের উপর আগামী বৎসর হইতে কর নির্দ্ধারণ ইতিমধ্যেই একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই কর দ্বারা বৎসরে বোম্বাই সরকারের রাজস্ব ৭৫ লক্ষ টাকা অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। অপর দিকে মাদক বর্জ্জন বাবদ বোম্বাই সরকারের ২৫ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি হইবে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে জিনিষ পত্রের বিক্রয়ের উপর কর নির্দ্ধারণ সম্পর্কে এবার সমস্ত কংগ্রেস সমূহই একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। চেকোশ্লোভেকিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটী দেশে ঐ কর আদায়ের রীতি প্রচলিত আছে। চেকো-শ্লোভেকিয়ার গবর্ণমেণ্ট মোট যে রাজস্ব পান তাহার শতকরা ৮৫ ভাগই সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে জিনিষপত্রের ক্রেতাদের নিকট হইতে কর বাবদ আদায় হইয়া থাকে। কাজেই অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের আর্থিক অবস্থা সেরূপ খারাপ দাঁড়াইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যদিও আগামী বৎসর হইতে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট হইতে কোন অর্থ পাওয়া যাইবে বলিয়া নির্ভর করা এখনও কঠিন। আয়করের যে অংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়ার কথা আছে তাহা আয়করের উপযুক্তরূপ আয় এবং রেলওয়ের উদ্বৃত্ত আয়ের উপরই নির্ভরশীল। গত এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রেলওয়ের যে আয় দাঁড়াইয়াছে তাহা গত বৎসরের প্রকৃত আয়ের তুলনায় মাত্র ৭ লক্ষ টাকা কম। আশা করা যাইতেছে এই সামান্য কমতি পূরণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কিছু পাওয়া সম্ভবপর হইবে।

দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি

'ইন্সিওরেন্স এণ্ড্ ফিনান্স' পত্র গত ২০শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা ও তাহাদের সমূহ উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—ব্যাঙ্কের উন্নতির পক্ষে প্রকৃত আর্থিক দৃঢ়তা ও ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে সহরাঞ্চলে বেশী সংখ্যায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া যেরূপভাবে একই ধরণের ব্যবসায়ে তাহাদের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহাতে অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রকৃত উন্নতি সাধন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় নূতন ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবলমাত্র গতানুগতিক পন্থায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পরিচালনা করিয়া নূতন ধরনের কার্য্যধারা অবলম্বনই সর্ব্বথা শ্রেয়। এ বিষয়ে গুদামজাত মালের রসিদের উপর কৃষকদিগের ঋণপ্রদান, ট্রাষ্টের ব্যবসায়, জীবন বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধের কার্য্য, ব্যাঙ্কের মক্কেলদের পক্ষে আয়কর প্রদানের কার্য্যভার গ্রহণ প্রভৃতি সম্ভবপর কার্য্যধারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু তাহারা গতানুগতিক ভাবে দুপুর বেলা আফিস খোলা রাখার পরিবর্ত্তে সকাল ও সন্ধ্যায় আফিস খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াও ব্যবসায়ের কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারে। যদি তাহা না করা হয় তবে এমন সময় আসিবে যখন কতকগুলি ছোট ব্যাঙ্ককে একত্রীকরণ ছাড়া বা কোন কোন বড় ব্যাঙ্কের সহিত কোন কোন ছোট ব্যাঙ্ককে জুড়িয়া দেওয়া ছাড়া হয়ত গত্যন্তর থাকিবে না। একত্রীকরণ নীতির একটা বিশেষ সুফল এই যে উহাতে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। কোন একটী ব্যাঙ্কের পক্ষে একদা কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বেশী পরিমাণে অর্থ নিয়োগ করা সব সময় নিরাপদমূলক নহে। অন্য কোন ব্যাঙ্কের সহিত মিলিয়া যুগপৎভাবে এরূপ অর্থ নিয়োগ করিলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যন্ত্রপাতি ক্রয়, শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই সমভাবে এত বেশী অর্থ নিয়োগের উপস্থিত প্রয়োজন হয় যাহাতে কোন ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষেই তাহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করার সঙ্গতি থাকে না। এজন্য এক দিক দিয়া ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার জন্য ও অপর দিকে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান যাহাতে ভালরূপ সাহায্য করিতে পারে সেজন্য একত্রীকরণ নীতির একটি বিশেষ সার্থকতাও রহিয়াছে। একত্রীকরণ নীতিতে কয়েকটী ছোট ব্যাঙ্ক মিলিয়া একটী বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিলে অনেক দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভবপর। তাহা ছাড়া ছোট ব্যাঙ্কগুলি আলাদা ভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্য শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ম্মী ও শিক্ষার্থীদিগকে যে সকল সুযোগ দিতে পারে না কয়েকটী ছোট ব্যাঙ্ক একত্র মিলিত হইলে কিংবা একটী বড় ব্যাঙ্কের সহিত কোন ছোট ব্যাঙ্ক মিলিত হইলে সে সুযোগ বেশী পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতের রাজস্বনীতি

অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন 'জয়শ্রী' নামক মাসিক পত্রের গত মাঘ সংখ্যায় 'ভারতের রাজস্বনীতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—১৯১৯ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড বিধানে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক,' আয়কর, লবণকর, অহিফেন, রেলওয়ে, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস্ ও সৈন্য বিভাগের আয় সম্পূর্ণ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ও ভূমিরাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, আবগারি, পূর্ত্ত ও বন বিভাগের আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্যরূপে স্থির হয়। জাতিগঠন মূলক কর্ত্তব্যের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর রহিল; কিন্তু এই গুরু কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য তাহার হাতে যে অর্থ তুলিয়া দেওয়া হইল তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। অন্যদিকে মোট রাজস্বের সারাংশই কেন্দ্রিয় গবর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষার নামে ব্যয়বহুল সৈন্য বিভাগের জন্য নিজে গ্রহণ করিলেন। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অনুমিত আয় শতকরা মাত্র ৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই সময় মধ্যে প্রাদেশিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২২ ভাগ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্যয়বহুল শাসন বিভাগের জন্য। ফলে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির বাজেটে মোট ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ২৩ কোটি টাকার উর্দ্ধে এবং অর্থাভাবে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও হিতকর কার্য্যের সূচনা সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৩ সালে ১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। একদিকে ভারত গবর্ণমেণ্টের এরূপ আপেক্ষিক আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আনুসঙ্গিক অপব্যয়, অন্যদিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একটানা অর্থাভাব ও চারিদিকে দেশবাসীর অসহায় অবস্থা। তারপর আসিয়াছে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বাণী লইয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনমূলে নূতন প্রদেশ সৃষ্টি ও তাহাদের জন্য ব্যয়বহুল নূতন শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে একদিকে ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে অধিক সংখ্যক প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হইয়া আয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। নিমেয়ারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদেশগুলিকে যে টাকা দিবেন তাহার দ্বারা অতিরিক্ত শাসন ব্যয়ের বাজেট-ঘাটতিই শুধু পূরণ হইবে এবং উচ্চ বেতনভোগী আমলাতন্ত্রেরই পেট ভরিবে। দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানের সুবিধা অতি সামান্যই তাহা হইতে পাওয়া যাইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৭শে জানুয়ারী

এসপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বকার মত টাকার বিশেষ টান অনুভূত হইয়াছিল। ফলে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সুদের হার বার্ষিক শতকরা ২॥ আনা হারেই বলবৎ আছে। বর্ত্তমানে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাজারে টাকার দাবী দাওয়া কতকটা বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু কেবলমাত্র তাহাই টাকার বাজার এত চড়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আসলে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতিই টাকার বাজার চড়া রাখিবার পক্ষে সাহায্য করিতেছে। প্রথমতঃ ট্রেজারী বিলের সুদের হার হ্রাস করার সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট উহা চড়াহারে বলবৎ রাখিতেছেন। গত সপ্তাহে সুদের হার সামান্য কিছু নামাইয়া ২॥৴১০ পাই করা হইয়াছিল। এসপ্তাহে তাহা ২॥৴১০ পাই হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপ সুদের হার যে যথেষ্ট পরিমাণ উচ্চ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে যে পরিমাণ ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে এবং তাহার তুলনায় যে পরিমাণে পূর্ব্বকৃত ট্রেজারী বিল পরিশোধ করা হইতেছে তাহার পরিমাণ খুবই বেশী। এসপ্তাহে ৩ মাসের মিয়াদী মোট এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহেও মাত্র ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গ্রহণ করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অপর দিকে অদ্য ২৭শে জানুয়ারী পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ ৩ কোটি টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখেও ঐরূপ ৩ কোটি টাকা পরিশোধিত হইবে। এই প্রকারে পরিশোধিত টাকার তুলনায় যেরূপ কম পরিমাণ টাকা নূতন ট্রেজারী বিল খরিদ বাবদ নিয়োজিত হইতেছে তাহাতে বাজারে নিষ্ক্রিয় টাকার প্রাচুর্য্য কমিয়া অদূর ভবিষ্যতে টাকার বাজারে একটা স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠা বিচিত্র নহে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এমন একটা কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন যাহার ফলে ঐরূপ স্বচ্ছলতার ভাব সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিলের বেশী পরিমাণ টাকা যেরূপ বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে গভর্ণমেণ্টও সেইরূপ ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। এসপ্তাহে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। আপাততঃ আগামী ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৯৯৷৴৯ পাই দরে তাহার বিক্রয় চলিতে থাকিবে। যদিও গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ইচ্ছামত ট্রেজারী বিল বিক্রয় যে কোন সময় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে। অদূর ভবিষ্যতে যদি প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকারই ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতে থাকে এবং ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় যদি বন্ধ হইয়া যায় তবে টাকার বাজারে বর্ত্তমানের তুলনায় একটা ক্রমিক স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠা খুবই সম্ভবপর।

গত ২০শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৴৯ পাই এবং তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন এবং ৯৮৷৴৬ পাই দরের শতকরা ৭৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার স্থির হইয়াছিল ২॥৴১০ পাই। এবার তাহা ২॥৴৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৩১শে জানুয়ারীতে ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮০ কোটী ৬৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮২ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহ গভর্ণমেণ্টকে ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্কের ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ছিল।

এ সপ্তাহের বিনিময় বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে : অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি, ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে,
ঐ দর্শনী	,,	১ শি, ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে,
ডি এ, ৩ মাস	,,	১ শি, ৬$\frac{১}{৩২}$ পে,
ডি, এ, ৪ মাস	,,	১ শি, ৬$\frac{১}{১৬}$ পে,
ডি, এ, ৬ মাস	,,	১ শি, ৬$\frac{১}{৮}$ পে,
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	,,	৮৬$\frac{৩}{৪}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

এসপ্তাহে শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে ২৫শে জানুয়ারী এবং ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতা শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। সেহিসাবে এপর্য্যন্ত মাত্র ৩ দিন বাজারে কাজকর্ম্ম হইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ আশঙ্কাজনক ভাব বলবৎ থাকায় সপ্তাহের প্রথম দুইদিন বাজারে কতকটা নিরুৎসাহ ভাব প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক বার্সিলোনা অধিকৃত হওয়ার সংবাদে অদ্য শ্রীপঞ্চমীর পর বাজার খোলার সঙ্গে বাজারে সাধারণভাবে একটা বিশেষ আস্থাহীনতার ভাব সূচিত হইয়াছে। বার্সিলোনার পতনের সঙ্গে ইউরোপে একটা বড় যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার পথ প্রশস্ত হইল বলিয়াই অনেকের ধারণা আর তাহাই এই হতাশার কারণ। একথা কাহারও অবিদিত নাই জার্ম্মানী ও ইতালী স্পেন বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে হীন ভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। গত দুই বৎসরেরও বেশী কাল যাবৎ জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া বর্ত্তমানে বার্সিলোনা সহর পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বার্সিলোনা স্পেন গণতন্ত্রের একটী প্রধান সহর ও সমরঘাঁটী ছিল। উহার পতন হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত স্পেনই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর করতলগত হওয়ার একরূপ নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিজয়লাভ প্রকারান্তরে ফ্যাসিষ্টপন্থী জার্ম্মানী ও ইটালীরই শক্তিবৃদ্ধি করিবে। এই বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া জার্ম্মানী এবং ইটালী সদম্ভে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদীক দাবীদাওয়া বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহার ফলে ইউরোপে একটা যে বড় রকম সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা খুবই সম্ভবপর। এই অবস্থায় বার্সিলোনার পতনের সঙ্গে লণ্ডন ও নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে স্বভাবতঃ একটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলিকাতার বাজারেও তাহার জের সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। স্থানীয় কারণে পাটকলের শেয়ার বিভাগে একটা কর্ম্মোৎসাহের ভাব বলবৎ আছে কিন্তু অন্যান্য বিভাগে অবসাদের ভাবই বিরাজ করিতেছে। সকলেই অধীরভাবে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই এসপ্তাহে বেশী পরিমাণ মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডনে সরকারী সিকিউরিটির দাম পড়িয়া যাইতেছে। আর সেই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে এখানের বাজারেও কোম্পানীর কাগজের দাম নামিয়া আসিতেছে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আতঙ্কের ভাব সূচিত হওয়ার ফলে বেশী পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে অনেকেরই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। তাহাতেই ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ অদ্য ৯৬।০ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। গত শনিবার ঐ কাগজের দাম ছিল ৯৮।৵০ আনা। সে তুলনায় অদ্যকার দামের হার খুবই নামিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার সুদের হার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারেই বলবৎ রহিয়াছে। ট্রেজারী বিলের সুদের হার সামান্য কমিয়া ২॥৵৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

এসপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে বেচাকিনা হইয়াছে খুবই কম। শেয়ারের মূল্যের হারও নিম্ন দেখা যাইতেছে। অদ্য বাজারে বরাকর (প্রেফ) ১৩৭ টাকা, জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ১৮৵০ আনা, নাজিরা ৮॥০ আনা এবং রাণীগঞ্জ ৩০॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

গত সপ্তাহে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রভূত পরিমাণ পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া জনরব প্রচারিত হওয়ায় পাটকলের শেয়ারের দাম ৫৬৮৵০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহে তাহা সামান্য পড়িয়া গিয়াছে। তবে পাটকলের শেয়ার বাজারে একটা তেজীভাব এখনও বর্ত্তমান। ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার যে আশঙ্কা হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ পাটের থলে কাটতি হওয়ার আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন। এই অবস্থায় পাটকলের শেয়ারের দামের হার চড়া থাকিবারই কথা। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫২॥৵০ আনা এবং কামারহাটী ৫২০॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য এবার নিম্নস্তরে উঠানামা করিয়াছে। অদ্য ঐ শেয়ার সর্ব্বোচ্চে ২৮॥৵০ ও সর্ব্বনিম্ন ২৮৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)		...	৯৯।০
৩৲	„ ঋণ (১৯৪১)	...	১০২।০
৩৲	„ নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	...	৯৮৴০,৯৭৸৵০
৩॥০	„ কোম্পানীর কাগজ		৯৮।৶০,৯৮।৵০,৯৮।০,৯৮৵০,৯৭৸৶০,৯৮৲, ৯৮।০,৯৮।৴০,৯৮৲,৯৮৴০,৯৮৲
৩॥০	„ ঋণ (১৯৪৭-৫০)	...	১০৪॥৴০,১০৪॥৶০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ... ১১১৶০,১১১৷০

৪৷৷০ „ ঋণ (১৯৫৫-৬০) ... ১১৮৸৵০

৫৲ „ ঋণ (১৯৩৯-৪৪) ... ১০১৷০

৫৲ „ ঋণ (১৯৪০-৪৩) ... ১০৪৸০,১০৪৸৶০

৫৲ „ ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১৫৲,১১৫৷৴৬,১১৫৷৶০,১১৫৷৴৬,১১৫৷০

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৬৩-৬৮) ৯৬৷৷০,৯৬৸০

৩৷০ সুদের হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ (১৯৬৬-৭৬) ১০০৷৷৵০,১০০৷৵০

৫৷৷০ „ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ (১৯৫৫) ৯৯৲,৯৯৷০

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ... ৩২৷৷০

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ... ৩৮৩৲

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১৫৷৷০,১১৫৲,১১৫৷৷০,১১৬৷৷০,১১৪৷০,১১৪৷৷০

কয়লার খনি

আলদি ... ৪৷৷৴০,৪৷৷৶০,৪৷৷০

এ্যামালগ্যামেটেড ২৪৷০,২৪৲,২৪৷০,২৪৷৷০

বেঙ্গল ৩২৩৲,৩২৪৲,৩২০৲,৩২২৲,৩২১৷৷০৩২৪৷৷০,৩২৫৲,৩২৪৲,৩২৬৲

বরাকর (অডি) ... ১৩৷৷৴০,১৪৲

বরাকর (প্রেফ) ১৩৬৲,১৩৫৷৷০,১৩৬৲,১৩৭৲,১৩৬৲,১৩৭৲

চুরুলিয়া ১৷৵০,১৷৷০,১৷৵০,১৷৷০

দেমোমেইন ১২৲,১২৵০,১২৷৵০,১২৶০,১২৷৵০

ইকুইটেবল (অডি) ৩৪৲,৩৪৷৷০,৩৩৸৵০,৩৪৵০,৩৪৲

ভরিলাদী ১৪৷০,১৪৷৷০,১৪৷৷৴০,১৪৷৷৵০,১৪৵০,১৪৷৶০,১৪৷৷৴০

কাটাসবারিয়া ... ২৫৷০,২৫৷৷০

নিউ বীরভূম (অডি) ... ১৬৷৷০,১৬৸০

রাণীগঞ্জ ... ৩১৷০

সাউথ কারানপুরা ... ৪৷৷০,৪৷৷৵

টালচর .. ১৲,১৴০,১৵০,১৲

ইউনিয়ন ... ২৫৷৷০

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইলস ... ৩৸৵০,৩৸০

ডানবার ... ১৪৮৲

জীবজীরাও কটন ... ১৪৷৷০,১৪৷৷৵০

কেশোরাম ... ৬৷০,৬৷৵০

মূইর মিলস্ (অডি) ... ২২০৲,২২১৷৷০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ... ১৩৷৷৵

কটক ইলেকট্রিক ... ৭৸০,৮৷০,৮৲

ইউ, পি, ইলেকট্রিক ... ১৭৮৲,১৭৯৲

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অডি) ৮৵০,৭৷৷৵০৭৸৶০

ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ৩১৷৷৵০,৩১৸৵০,৩১৷৵০,৩১৷৷৴০,৩১৷০,৩১৵০, ৩০৸৴০৩১৴০,৩১৲,৩০৸৵০,৩১৲,৩১৷০,৩০৸৵০,৩০৴০,৩০৷৴০,৩০৲,২৯৸৵০, ৩০৵০,৩০৷৵০,৩০৷০,৩০৷৷৴০,৩০৷৵০,৩০৷৶০,৩০৷৴০,২৯৸৶০,২৯৸৵০,৩০৵০, ৩০৷৴০,৩০৷৷৴০,৩০৷৵০,৩০৷৷৵০,৩০৷০,৩০৲,২৯৸৵০

ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ... ৪৸০

সারন ইঞ্জিনিয়ারিং ... ৫৶০

ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি) ১২৷৴০,১২৷৷৴০,১১৸৵০,১১৸৴০,১২৴০,১১৸৵০, ১২৵০,১২৶০,১১৸৴০,১২৴০,১১৸৵০,১২৵০,১১৸০,১১৷৵০,১১৷৶০,১১৷৷০,১১৶০, ১১৷৷৶০,১১৷৵০,১১৷৴০,১১৸০,১২৲,১১৸৵০,১১৷৵০,১১৷৷৵০,১১৷৷৶০,১১৷৷৵০, ১১৸৴০,১১৷৶০,১১৷৷০,১১৸০,১১৸৴০,১১৷৶০,১১৷৷৶০,১১৷৷০,১১৷৵০,১১৷৷০, ১১৸০,১১৸৴০,১১৷৶০,১১৷৷৶০,১১৷৷০,১১৷৵০,১১৷৷০,১১৷৶০,১১৷৷৶০,১১৸০, ১১৷৷৴০,১১৷৶,১১৶০,১১৷৴০,১১৷৵০,১১৷৷৵০,১১৷০,১১৷৴০,১১৵০

ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯৬৲,৯৭৲,৯৮৲,৯৬৲,৯৭৲,৯৬৷৷০

পাটকল

আগরপাড়া (অডি) ১৬৸৶০,১৬৷৷০,১৭৷০,১৭৷৷০,১৬৸০,১৭৸০

এ্যালবিয়ন (অডি) ২০৫৲,২১০৲,২১১৷৷০,২১৮৲,২১৫৷৷০,২১৭৲,২২০৲,২২৭৲

এ্যালায়েন্স (অডি) ... ২৩২৲

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি) ৩৩৪৲,৩৩৫৲,৩৩১৲,৩২৮৲,৩২৭৲,৩২৪৲,৩২৩৲, ৩৪৫৲,৩৪৬৲,৩৪৮৲,৩৪৭৲,৩৫৫৲,৩৫৭৲,৩৫৩৲,৩৫২৲

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ... ১৪৮৲

অকল্যাণ্ড ১৮৫৲,১৮৭৲,১৮৯৲,১৯০,১৮৮৲,১৯১৲,১৯০৲,১৯৪৲,১৯৮৲, ১৯৯৲,১৯৩৲

বালি (অডি) ১৯১৲,১৮৮৲,১৮৩৲,১৮৪৲,১৮৫৲,১৮৬৲,১৬৮৷৷০,১৮৫৲,১৮৩৷৷০, ১৮৪৲,১৮৫৲,১৮৭৲,১৮৯৷৷০,১৯০৲,১৯১৲,১৯২৲,১৯৩৲,১৯৫৲,১৯০৲,১৯১৲, ১৯৩৲,১৯৪৷৷০,১৯৬৲,১৯৭৲,১৯৫৲

বরানগর ১৪৫৲,১৪৬৲,১৪৮৲,১৪৯৲,১৪৩৲,১৪৫৲,১৪৬৷৷০,১৪৭৲,১৪৮৲, ১৪৩৲,১৪৪৲,১৪৮৲,১৪৬৲,১৪৮৲,১৪৯৲,১৫০৲,১৫১৲,১৫২৲,১৫৩৲,১৫১৲, ১৫২৲,১৫৩৲,১৫৪৲,১৫৩৷৷০,১৫৫৷৷০,১৫৫৲,১৫৬৲,১৫৭৲,১৫৯৲

বরানগর (প্রেফ) ... ৫৮৷৷০

বেলভেডিয়ার ৩৫৮৲,৩৫৯৲,৩৬৪৲,৩৬৩৲,৩৬৫৲,৩৬৭৲,৩৬৮৲,৩৭০৲, ৩৭২৲,৩৭৭৲

বিরলা ১৬৸০,১৭৷০,১৭৲,১৭৵০,১৭৷৵০,১৭৵০,১৭৷০,১৭৷৷০,১৭৸০,১৭৲,১৭৷০, ১৮৲,১৭৷৷০

বজবজ (অডি) ২৭২৲,২৭০৲,২৭৬৲,২৭৭৲,২৭৮৲,২৮৫৲,২৯০৲,২৯৫৲,২৯৬৷৷০

চাঁপদানী ১৫৫৲,১৫৭৲,১৬০৲,১৫৮৲,১৬১৲,১৬২৷৷০,১৬২৲

সিভিয়ট (অডি) ১৮৫৲,১৮২৲,১৮৫৷৷০,১৮৫৲

চিতাভালসা ১২৸০,১২৸৵০,১৩৷০,১৩৷৷০,১৩৸০,১৪৷০,১৩৸৵০,১৫৲,১৫৷০,১৪৸০ ,১৪৷০,১৪৷৷৶০,১৪৸০,১৫৲,১৫৷০

ক্লাইভ (অডি) ২৩৸৵০,২৪৲,২৪৷০,২৩৷৷৵০,২৩৸৵০,২৪৲,২৪৷৷৵০,২৪৷০, ২৪৷৷০,২৪৸০,২৫৷৴০,২৫৲,২৫৷০,২৫৲,২৫৷০,২৫৵০,২৫৷৷৵০,২৫৷৷০,২৫৸০, ২৫৷৷৵০,২৬৷৷৵০২৬৸০,২৬৸৵০,২৭৵০,২৭৷৵০,২৭৲,২৭৷০,২৭৷৷০,২৬৷৷৵০, ২৬৸০

ক্রেগ (অডি) ৷৷৵০,৸০,৸৴০,৷৷৵০,৸৴০,৸০,৸৵০

পাটের বাজার

কলিকাতা ২৮শে জানুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের অপ্রত্যাশিত রূপ উন্নতির সূচনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং এ সপ্তাহে মোটামুটীভাবে দামের হার আরও তেজী দেখা গিয়াছে। তবে সপ্তাহের প্রথমভাগে দামের হার যেরূপ বেশী চড়া ছিল শেষ দিকে তাহা তত চড়াহারে বলবৎ রহে নাই। গত ২১শে জানুয়ারী ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চ ৪২৸০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪১৷৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। গত ২৩শে তারিখ তাহা বাড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৪৩ টাকা ও সর্ব্বোনিম্নে ৪১৷৷৵০ আনা হয়। অদ্য তাহা পুনরায় কিছু নামিয়া গিয়া সর্ব্বোচ্চে ৪১৷৷৶০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২১শে জানুয়ারী	৪২৸০	৪১৷৷৵০	৪২৷৷০
২৩ „ „	৪৩৲	৪১৷৷৵০	৪৩৲
২৪ „ „	৪১৷৷৵০	৪০৷৷৵০	৪০৸০
২৬ „ „	৪১৷৵০	৪০৷৷৵০	৪১৷০
২৭ „ „	৪২৷৷০	৪১৵০	৪১৷৷৵০
২৮ „ „	৪১৷৷৶০	৪১৵০	৪১৷৶০

গত সপ্তাহে এইরূপ একটা জোর গুজব প্রচারিত হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে সমরায়োজনের যে কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন সে অনুসারে তাঁহাদের বহু লক্ষ পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজন হইবে এবং তাঁহারা সে অনুসারে ভারত সরকারকে ভারত হইতে ঐ সমস্ত ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ভারত সরকারও ঐ নির্দ্দেশ অনুসারে পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন। এইরূপ জনরবের জন্য প্রথমতঃ থলে ও চটের বাজারে বিশেষ একটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হয়। ফলে থলে ও চটের সঙ্গে ১৭ই জানুয়ারী হইতে কাঁচা পাটের দামও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চড়িয়া যাইতে থাকে। এ সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ গত সোমবার পর্য্যন্ত এই চড়তির ভাব অনেকটা অব্যাহত ভাবে বলবৎ ছিল। ঐ তারিখে ৯ পোর্টার চটের দর ৮৸৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় আর ঐ সঙ্গে ফাটকা বাজারে পাটের দরও সর্ব্বোচ্চে ৪৩ টাকা পর্য্যন্ত পৌছে। কিন্তু কেবলমাত্র জনরবের উপর নির্ভর করিয়া দরের হার আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রভূত পরিমাণ পাটের থলের জন্য বাস্তবিকই অর্ডার দিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে যখন অনেক চেষ্টায়ও সঠিক খবর কিছু পাওয়া গেল না তখন ব্যবসায়ীরা ক্রমে একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। ফলে প্রথমতঃ থলে ও চটের দর এবং পরে তৎসঙ্গে কাঁচা পাটের দরও কিছু নামিয়া আসিল। বর্ত্তমানে অনেকটা অনিশ্চিতকর অবস্থার মধ্যে ঐ সামান্য পড়তি হারই মোটামুটীরূপ বলবৎ আছে।

যে জনরবের উপর ভিত্তি করিয়া দুই সপ্তাহ যাবৎ পাটের দর চড়া রহিয়াছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এখনও সঠিক প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইতেছে না। কেহ বলিতেছেন ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছু পরিমাণ পাটের থলের জন্য বাস্তবিক পক্ষেই অর্ডার দিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন তাহারা কোন অর্ডার আসলে দেন নাই তবে অদূর ভবিষ্যতে পাটের থলের প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া পাটের থলের সম্ভবপর যোগান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন মাত্র। সমস্ত বিষয় যেরূপ গোপনতার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাতে কোন জনরব যে সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তাহা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপের অবস্থা যেরূপ জটিল দেখা যাইতেছে এবং বিভিন্ন দেশে সমরায়োজনের যেরূপ তোড়জোড় পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে প্রভূত পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজন হওয়া এবং ইতিমধ্যে অর্ডার না আসিয়া থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে কোনদিক হইতে বেশী পরিমাণ থলের জন্য অর্ডার আসা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এ বৎসর দেশে স্বভাবতঃই কিছু কম পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকেরই ধারনা। এই অবস্থায় যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইলে পাটের থলের জন্য ভালরকম অর্ডার পাওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে পাটের দর বর্ত্তমানে কমবেশী পরিমাণ চড়া থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। পাটচাষীরা ইতিমধ্যেই তাহাদের উৎপন্ন অধিকাংশ পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। পাটের বর্ত্তমান চড়ামূল্য এবৎসর অন্ততঃ তাহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে না। ইহাই দুঃখের বিষয়।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা অধিক পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। ফলে দামের হারও বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭৷৷৴ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা কিছু বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছে। দামের হারও গত সপ্তাহের তুলনায় বেশী চড়াহারেই বলবৎ ছিল। অদ্য বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দাম দাঁড়াইয়াছে প্রতি বেল ৪০৷৷০ আনা।

থলে ও চট

গত ২৩শে তারিখ সোমবার বাজারে থলে ও চটের দর বেশ চড়া দেখা গিয়াছিল। ফলে নয় পোর্টার চট ৮৸৵০ আনা এবং ১১ পোর্টার চট ১০৷৷৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অদ্য ৯ পোর্টার চট ৮৸০ আনা এবং ১১ পোর্টার চট ১০৷৷৴৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের সোনার বাজারে একটা অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় হার এ সপ্তাহে বেশীকিছু উঠানামা করে নাই। ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ আতঙ্কের ভাবও সোনার বাজারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে নাই। ফলে সোনার দামের হার অনেক পরিমাণে গত সপ্তাহের হারেই স্থির আছে। গত ২১শে জানুয়ারী লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পাঃ ৮শিঃ ৮½পেন্সী। গত ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ ছিল। ২৬শে তারিখ তাহা সামান্য কমিয়া ৭পাঃ ৮শিঃ ৮পেনী হয়। অদ্য বাজারে তাহা পুনরায় ৭পাঃ ৮শি ৮½পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২১শে জানুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল ৩৭৵০ আনা। ২৩শে তারিখ তাহা ৩৭৶৩ পাই দাঁড়ায়। ২৪শে জানুয়ারী তাহা ৩৭৵০ আনা হয়। ২৫শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৩৭৵৩ পাই। ২৬শে জানুয়ারী বাজার বন্ধ ছিল। অদ্য বাজারে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩৭৵০ আনা।

গত ২১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে মোট ২৭ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

কলিকাতার বাজারে গত ২০শে জানুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৭৵৬ পাই, বড়াল বার ৩৭৴৬ পাই এবং গিনি ২৩৷৷৵৬ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ২৭৴০ আনা, ৩৭ টাকা এবং ২৩৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে রৌপ্য মূল্যের হার অনেকটা গত সপ্তাহের হারেই বলবৎ ছিল। তবে বোম্বাইয়ের বাজারে উহা কতকটা চড়াভাব ধারণ করিয়াছে। গত ২০শে জানুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স রূপার দাম ছিল ২০ ৫/১৬ পেনী। ২৩শে তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ২৪শে জানুয়ারী তাহা সামান্য বাড়িয়া ২০ ৩/৮ পেনী হয়। ২৫শে জানুয়ারী তাহা পুনরায় ২০ ৫/১৬ পেনী দাঁড়ায়। ২৬শে তারিখ তাহা হয় ২০ ১/৮ পেনী। অদ্য বাজারে তাহা পড়িয়া গিয়া ১৯ ১৫/১৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২০শে জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸৹ আনা ২১শে তারিখ তাহা ৫২।৹ আনা হয়। ২৪শে জানুয়ারী তাহা বাড়িয়া ৫২।৴৹ আনা দাঁড়ায়। ২৫শে তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ২৬শে তারিখ বাজার বন্ধ ছিল। অদ্য তাহা ৫২॥ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২০শে জানুয়ারী প্রতি ভরি রূপার দাম ৫২।৵ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২॥৵ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২।৵ আনা ও ৫২॥৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তূলার বাজারে মন্দার ভাব বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে এবং মূল্যও হ্রাসের দিকে যাইতেছে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে নিউইয়র্কের বাজারের চড়া ভাবেও বোম্বাইএর বাজারে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে তূলাচাষ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে কোন প্রকার চুক্তি সম্ভব না হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার তূলার রপ্তানী বানিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিবেন বলিয়া গুজবে এবং উহার ফলে স্বভাবতঃই ভারতীয় তূলার বাজারে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে আশঙ্কায় বোম্বায়ের বাজারে বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। আমেরিকার কৃষি আইন সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। আমেরিকার সরকারী ঋণ অনুসারে যে তূলা মজুদ রাখা হইয়াছে তাহার কাটতি কার্য্যতঃ সম্ভব হয় নাই। বোম্বাইএর বাজারে কাপড়ের কারবার ভাল হইয়াছে। বাজার বন্ধের দিকে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য উহা কিছু হ্রাস পায়। বহু পরিমাণ তূলা আমদানী হওয়াই বোম্বাইএর তূলার বাজারের মন্দার প্রধান কারণ। দরের অল্পতার জন্য কিছু কারবার হয়। বাজার বন্ধের দিকে কিছু চড়া ভাব বজায় ছিল। বোরোচ এপ্রিল-মে বাজার বন্ধের সময় ১৫৮॥০ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৭ টাকা ছিল। জুলাই-আগষ্টের দর ১৫৫॥০ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৭॥৵০ ছিল। বেঙ্গল মার্চ্চের দর ১১৮।০, মে ১১৯৲ ও ওমরা মার্চ্চ এবং মের দর যথাক্রমে ১৪১৲ ও ১৪২৲ ছিল।

নিউ ইয়র্কের মেসার্স ই, জি, সোয়াবাক এণ্ড কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার মিঃ ই, জি, সোয়াবাক সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতা অবস্থান কালে পৃথিবীর প্রধান প্রধান তূলা উৎপাদনকারী দেশ সমূহের পক্ষে একটা সম্মিলিত চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন উপরোক্ত প্রণালীর একটা চুক্তির ফলে পৃথিবীর তূলাচাষ নিয়ন্ত্রন সম্ভব হইবে। মিঃ সোয়াবাক তাঁহার এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বড়লাটের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে বাজারে নিম্নরূপ বিকি কিনি হইয়াছে।

তারিখ		বরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা ডিসে-জানু	বেঙ্গল জানু-মার্চ্চ
জানুয়ারী	২০	১৫৬॥৵	১৪৪॥৵	১২১৵০
,,	২১	১৫৭॥০	১৪৫।৵০	১২২৲
,,	২৩	১৫৫॥৵০	১৪৪৲	১২০॥৵০
,,	২৪	১৫৪।০	১৪৩৲	১১৯॥০
,,	২৫	১৫৪॥৵০	১৪০৲	১১৮।০
,,	২৬	...	...	...
একবৎসর পূর্ব্বে		১৭০॥৵০	১৫৩৲	১৩৬৸০
দুই বৎসর পূর্ব্বে		২২৪।০	২০৩৸০	১৭৫॥৹

কাপড়

স্থানীয় কাপড়ের বাজারে একাধিক ক্রমে মন্দা যাইবার পর আলোচ্য সপ্তাহে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে কারবার খুব যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে। দেশী কাপড়ের বাজারে কিছু অর্ডার বৃদ্ধি পাইবার ফলেই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মূল্যের দিক দিয়া সামান্য চড়াভাব বজায় ছিল। বিগত কয়েক মাসের যে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অগ্রিম কারবারের প্রতি আগ্রহশীল হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বর্ত্তমানে চড়াভাব এই দিকে সামান্য উৎসাহব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়। দেশী কাপড়ের বাজারে মোটামুটি কারবার ভাল হয়। অন্যান্য কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই।

কয়েক প্রকার জাপানী কাপড়ের মজুদ পরিমাণ অপেক্ষা চাহিদা বেশী আছে বলিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। সূতার মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র। কারবার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণ মোটেই সন্তোষজনক নহে। বোম্বাইএর বাজারে সূতার মূল্য অপেক্ষাকৃত চড়া। উত্তর ভারতের বাজারের অবস্থা সামান্য ভাল বলিয়া জানা যায়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মিলই আমেদাবাদের সূতা ক্রয় করিতেছে। দক্ষিণ ভারতের বাজারে সূতার চাহিদা অল্প। কলিকাতার বাজারে সূতার চাহিদা আশানুরূপ। তবে অগ্রিম কারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। রপ্তানী বাণিজ্যের কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় নাই।

বিলাতী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত আছে।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী ও সাংহাই উভয় শ্রেণীর সূতার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার অভাবই উহার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। মার্সিরাইজ সূতার মূল্য বিশেষ ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অত্যধিক আমদানীই উহার প্রধান কারণ। জাপানী তাঁতিগণ সঠিক দর না দেওয়ার ফলে অগ্রিম কারবার মোটেই সম্ভব হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—ইটালীয় সিণ্ডিকেটের দর অপরিবর্ত্তিত আছে। উত্তর ভারতের বাজারে এই শ্রেণীর সূতার চাহিদা ভাল ছিল। তাঁত বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে অন্যান্য কেন্দ্রের তাঁতিগণের হাতে সূতা মজুদ পড়িয়া আছে। কয়েক প্রকার আমদানী সূতার মজুদ পরিমাণ অল্পতাহেতু এই শ্রেণীর সূতার বাজার চড়া ছিল। মোটের উপর সূতার বাজারের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

গত ২৪শে জানুয়ারী ৮নং মিশন রো কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৩০ নং নীলাম সম্পন্ন হয়। প্রয়োজনানুরূপ আমদানীর অভাবে আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোন নীলাম বিক্রয় হয় নাই। ৯ হাজার

৭৯৭ বাক্স ভারতে. ব্যবহারোপযোগী গুড়া চা বিক্রয় হয়। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৭ হাজার ৮ শত ও ৫ হাজার ৭৬৩ শত বাক্স ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে গুড়া চায়ের বিশেষ চাহিদা ছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের চড়া দরই বজায় ছিল। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের এই সময়ের গড়পড়তা দর অপেক্ষা আলোচ্য নীলামে চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ।৯ পাই কম ছিল। গুড়া চা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের ও চাহিদা ভাল ছিল। এই শ্রেণী সমূহের মোট ১৪ হাজার ৪২৩ বাক্স চা বিক্রয় হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ১৫ হাজার ৯২৩ বাক্স। খারাপ ধরণের চায়ের আমদানী অনেক পরিমাণে হইয়াছিল। এই প্রকারেও চা ভিন্ন আলোচ্য নীলামে সাধারণ দর এক পাই হইতে তিন পাই পর্য্যন্ত চড়া গিয়াছে।

নিম্নে ভারতে ব্যবহারোপযোগী ৩০ নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল—

	গুড়া		অন্যান্যশ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	৯,৭৯৭	৭,৮০০	১৪,৪২৩	১৫৯২৩
গড়পড়তাদর	।৯	।√৪	।০	৶৪

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীর বাজার মন্দা গিয়াছে। ব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমানে প্রয়োজনানুসারেই চিনির ক্রয় করে মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য চড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সিণ্ডিকেটের দর বজায় থাকিবে কিনা জানা মাত্র চিনির বাজারে কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। স্থানীয় বাজারে ২৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার চিনির নিম্নরূপ দর ছিল। রায়াম ১০॥৶০ মারহোড়া ১০৸৵; পাচরুখী ১০৸৵, তামকোহি ১০॥৬ পাই।

বোম্বাই

বোম্বাই এর বাজারে চিনির মূল্য হ্রাসের দিকে পরিলক্ষিত হয়। চাহিদার অভাব ও যে সকল আড়তদার মজুদ চিনি ধরিয়া রাখিতে সাহসী নহে, চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহাতিশয্যই উহার প্রধান কারণ। ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া কানপুর হইতে সংবাদ পাইবার ফলে বাজার বন্ধের দিকে কিছু চড়া ভাব দেখা দেয়। বোম্বাই এর বাজারে ১৩ হাজার বস্তা চিনি আমদানী হইয়াছে; মজুদ পরিমাণ ৩৫ হাজার বস্তার কাছাকাছি।

করাচি

করাচির বাজার স্থির ছিলল। সামান্য কারবার হয় মাত্র। ক্রেতাগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে আগ্রহশীল নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ স্থানীয় চিনি ভিন্ন বাহিরের চিনির জন্য অগ্রিম কারবার করিতে ইচ্ছুক নহে।

সিণ্ডিকেটের নীতি জানিবার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছে। স্থানীয় বাজারে ১০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজের বাজারেও ব্যবসায়ীগণ সিণ্ডিকেটের সংবাদ জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। মজুদ চিনির পরিমাণ ৮ হাজার বস্তা, আলোচ্য সপ্তাহে সাড়ে তিন হাজার বস্তা চিনি বিক্রয় হইয়াছে। নূতন কোন আমদানী হয় নাই।

দিল্লী ও লাহোর

স্বাভাবিক অপেক্ষাও চাহিদার পরিমাণ অল্প। কল সমূহ তাহাদের বিক্রয় যোগ্য ধার্য্য চিনি বিক্রয় করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল-মাত্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনি হাত বদল হইয়াছে। ক্রেতাগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এরূপ অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধির আশা সুদূর পরাহত বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে।

কাণপুর

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজারে সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইক্ষুর মূল্য সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা পত্রের আশায় এবং বিগত ১৫ই জানুয়ারী হইতে ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি করিতে যুক্ত প্রাদেশিক সরকার যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহাতে স্থানীয় বাজারে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। চিনির চলতি দরের বিশেষ কোন হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না তবে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্য প্রতি মণে প্রায় দুই আনা বৃদ্ধি পায়। প্রকাশ লক্ষ্ণৌএ শীঘ্রই সিণ্ডিকেটের সদস্যগণের এক সভা হইবে। উক্ত সভায় যুক্ত প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। এতৎসম্পর্কে বিহার সরকারের কার্য্যক্রম এ পর্য্যন্তও জানা যায় নাই।

জাভা চিনি

প্রকাশ জাভা হইতে ভারতীয় বাজারে আমদানীকৃত চিনির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে। কলিকাতার বাজারে এই শ্রেণীর চিনির মূল্য অপরি-বর্ত্তিত আছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে চামড়ার বাজারে চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত ছিল। ফলে মূল্য চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া

	টুকরা	মূল্য
পাটনা	১০৬,৭০০	৫০৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৬০,১০০	৬০৲-৮০
লবণাক্ত	৩৬,৮০০	৬৫৲-৯৫৲

গরুর চামড়া

আগ্রা আর্সেনিক	১০০	১০॥০
দ্বারভাঙ্গা বেনারেস		
গয়া রাঁচি আর্সেনিক	৭,২০০২	৭৲-৮॥০
দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া		
সাধারণ আর্সেনিক	৬,৩০০	৬৸০-৭॥০
রাঁচি সাধারণ	৫০০	৬৸৵০
গোরক্ষপুর বেনারেস	৫০০	৬॥০
সাধারণ		
নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ	১,৪০০	৬৲

ঢাকা দিনাজপুর আসাম	৭,০০০	৩৮০-৭।০
লবণাক্ত—	১০০০	৩॥৶০
মহিষের চামড়া	১১০০	৪॥০-৫।০

স্থানীয় বাজারে ঢাকা—দিনাজপুর ১৩ হাজার ৩ শত ; আগ্রা আর্সেনিক ৭ হাজার ৭ শত ; দ্বারভাঙ্গা বেনারেস গয়া বাঁচি আর্সেনিক ২ হাজার ১ শত দ্বারভাঙ্গা দরিয়া সাধারণ ৬ হাজার ; বাঁচি সাধারণ ২ শত নেপাল দার্জিলিং আসাম লবণাক্ত ১ হাজার ২ শত , বেনারেস গোরক্ষপুর সাধারণ ৭ শত ; এবং লবণাক্ত ৭ হাজার ৩ শত উক্ত গরুর চামড়া মজুদ আছে। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ৭ হাজার ৩ শত।

অপর দিকে পাটনা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭ শত , ঢাকা দিনাজপুর ৫৮ হাজার ও লবণাক্ত ১৩ হাজার ৬ শত ছাগলের চামড়া মজুদ আছে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে আরও চড়াভাব পরিলক্ষিত হয়। গত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতা বন্দরে মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শত ঝুড়ি ধান আমদানী হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের বাজারে বিভিন্ন প্রকার একশত ঝুড়ি চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

খানানটো

		মূল্য
জানুয়ারী	...	১২৬॥০
ফেব্রুয়ারী	...	১২৮॥০
মার্চ	...	২০২॥০
এপ্রিল	...	২০৬৲
চলতি দর	...	১২৫৲
আতপ		
মোটা	...	১২৩॥০
সরু	...	১২৭৲-১২৮৲
সুগন্ধি	...	২২০৲-২২৭৲
কুইন	...	২১৫৲-২২০৲
মাড়ালো	...	২৪৫৲-২৫৫৲
ভাঙ্গা	...	১৭০৲-২১৮৲
কেম্বা	...	২২৭৲-২৩২৲
মিলচর	...	২২০৲-২২৫৲
ভাঙ্গা	...	১৭০৲ ১৭৫৲

গত ২১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৪৮ হাজার ২২৬ শত টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৫২২ টন।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল। মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায় মাত্র।

গত ২১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা হইতে মোট ২ হাজার ২০৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮০১ টন মাত্র।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

(মিলের প্রতি মণের দাম থলির দামসহ)

পেটেন্ট ময়দা	৫।৶০-৫৸০
সুপারফাইন	৫।৶০-৫॥০
হাউস-হোল্ড	৫৲-৫৶০
সুজী	৫।৶০-৫॥০
আটা (বি)	৫৶০-৫।০
আটা (২নং)	৪৸০-৪৸৶০
আটা এম	৪॥৶০-৪৸
আটা কে	৪৵০-৪/০
আটা ৩নং	৩॥৶০-৩৸০
পোলার্ড	২/০ ২।৶০
ব্রান	২।০-২।/০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

জয়েষ্ট বে-মার্কা (৫ × ৩) (৬ × ৩) ইঞ্চি ৭।৶০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫ × ৩) ইঞ্চি	৭৶০	হন্দর
(৬ × ৩) "	৮৶০	"
(৭ × ৪) "	৮৶০	"
(৮ × ৪) "	৮৶০	"
(৯ × ৪) "	৮৵০	"
(১০ × ৫) "	৮৶০	"
(১২ × ৫) "	৮৵০	"

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—

(১ × ১ × ।০) ইঞ্চি নাঃ (৩ × ৩ × ।০) ইঞ্চি ৭৲ হন্দর

(৩॥০ × ৩॥০।৶০) নাঃ (৪ × ৪ × ॥০) ইঞ্চি ৯।০ হন্দর

গ্যালভানাইজড্ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১।/০	হন্দর
বি—২৪ গেজ	"	১২।০	"
আর পি ২৪ গেজ	"	১৩॥০	"
টাটা—২২ গেজ	"	১৫৲	"
বি—২২ গেজ	"	১৫।০	"

ধাতু দ্রব্য

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দ্রব্যের নিম্নরূপ দর গিয়াছে :—

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭৩॥০,১৭৩৸০,১৩৭।/০,১৭০৸০
তামার বাট	৬৬৸/০,৬৬৸০,৬৬॥৶০
সীসার বাট বি, এম ছাপ	১৫৸০,১৫॥৵০,১৫॥৶০,১৫॥০
ঐ দেশী	১৩॥৵০,১৩॥/০,১৩॥০,১৩।৵০
এ্যান্টিমণি বিলাতী	১১২৵০,১১২।/০
ঐ চীন বা জাপান	৪১॥০,৪০॥০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪৸০,১০৪॥৶০,১০৪॥৵০
ঐ চাদর	১২৫।০,১২৫।৶০
পিতলের চাদর	৪৩৸০,৪৩॥৶০
পিতলের ছড়	৪২।৶০,৪২॥৶০,৪২॥০,৪২॥/০
তামার চাদর	৫৮৸৶০
তামার ছড়	৬৭৸৵০,৬৭।০
সীসার চাদর	২৪৶০,২৪৵০
দস্তার টালি আমদানী	১৪।৵০,১৪॥০,১৪।০
ঐ দেশী	১২।/০,১২।৶০,১২॥০,১১৸০
দস্তার চাদর	২৬৶০,২৬।০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮॥৶০,৭৮॥০,৭৮।৶০
ঐ চাদর	১৪৩।৶০,১৪৩।/০
নিকেল চাদর	২৬২৶০,২৬২।০,২৬২৲

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৭শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঋণসালিশী আইন ও কৃষিঋণ

ঋণসালিশী আইনের ফলে বাঙ্গলায় কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থার ভিত্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মাণিকগঞ্জে একটী বক্তৃতাতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের একটু চৈতন্য হইবে কিনা জানিনা। কিন্তু এই অভিমত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী কোন সংবাদপত্র অথবা দায়িত্বজ্ঞানহীন কোন ব্যক্তির অভিমত নহে। বাঙ্গলা সরকারেরই একটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার যদি একথা মনে করেন যে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ ও মহাজনসমাজ কৃষকগণকে এক পয়সাও ঋণ দান না করিলে কৃষকের কোন অনিষ্ট হইবে না তাহা হইলে শ্রীযুক্ত সরকারের এই সাবধানবাণী তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অজন্মা, জলপ্লাবন, গোমড়ক, রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতির সময়ে কৃষকের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে এবং কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য কৃষকের পক্ষে ঋণের প্রয়োজন রহিয়াছে একথা যদি গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন তাহা হইলে শ্রীযুক্ত সরকারের এই উক্তিকে উপেক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে চূড়ান্ত রকম নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। শ্রীযুক্ত সরকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে দেশে কৃষিঋণ সরবরাহের জন্য নূতন ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন এবং বাঙ্গলা সরকার সেই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান কল্পে কিছুদিন পূর্ব্বে মন্ত্রীসভার বিবেচনার্থ শ্রীযুক্ত সরকার যে ব্যাপক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন এবং যাহার সম্বন্ধে বিগত ১২ই ও ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি খুব সম্ভবতঃ তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াই এই মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার যে প্রকার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন তাহাতে শ্রীযুক্ত সরকারের পরিকল্পনা তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক শ্রীযুক্ত সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ভবিষ্যতে তাঁহারা কোন পন্থায় কাজ করিতে চাহেন তাহা কি দেশবাসী জানিবার জন্য আশা করিতে পারে? ব্যবস্থা পরিষদের কোন সদস্য পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ে যদি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

পাটচাষী সাবধান!

বাঙ্গলা দেশের যে সব জেলাতে পাটের চাষ হয় আর এক মাসের মধ্যেই সেই সব জেলার চর অঞ্চলে এবং অন্যান্য নীচু জমিতে পাটের চাষ আরম্ভ হইবে। অন্যান্য বৎসর বাঙ্গলা সরকার এই সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কত কম জমিতে পাটের চাষ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে পাটচাষীকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু এবার আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে কোন নির্দ্দেশ প্রকাশিত হয় নাই। পাটের চাষ

কমাইবার জন্য গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে প্রচার কার্য্যের৫ এখন পর্য্যন্ত কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় বাঙ্গলার পাট চাষীকে পাট সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য জানাইয়া দেওয়া আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি। গত জুলাই মাসে যখন নূতন পাটের মরশুম আরম্ভ হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষের চটকল সমূহের হাতে ২৯ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। কিন্তু জুলাই হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৭ মাসে চটকল সমূহ ৫১ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়াছে এবং উহার মধ্যে ৩৮ লক্ষ বেল পাট খরচ হইয়াছে। কাজেই গত জানুয়ারী মাসের শেষ তারিখে চটকল সমূহের হাতে মজুদ পাটের পারিমাণ ১৩ লক্ষ বেল বাড়িয়া ৪২ লক্ষ বেলে পরিণত হইয়াছে। উহা দ্বারা চটকল সমূহের ৮ মাসের কাজ চলিতে পারে। কিন্তু পাটের বৎসর শেষ হইতে এখনও ৫ মাস বাকী আছে এবং বর্ত্তমানে যে ভাবে মফঃস্বল হইতে কলিকাতা ও চট্টগ্রামে পাট আমদানী হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে বর্ত্তমান বৎসরের ১২ মাসে মোট আমদানীর পরিমাণ ৯০ হইতে ৯৫ লক্ষ বেল হইবে। এদিকে চটকল অর্ডিনান্স ও পরবর্ত্তী কালের চটকল চুক্তির জন্য চটকল সমূহে কম পাট খরচ হইতেছে। কাজেই আগামী জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে সেই সময়ে চটকল সমূহের হাতে পুরা এক বৎসরের খরচের সমপরিমাণ পাট মজুদ হওয়া বিচিত্র নয়। বর্ত্তমান বৎসরে বিদেশী চটকল সমূহের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণও কিছু বাড়িবে। অধিকন্তু গত বৎসরের তুলনায় এবার চটকল সমূহের হাতে মজুদ থলে ও চটের পরিমাণও অনেক বেশী রহিয়াছে। পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যে বর্ত্তমানে যে মন্দা দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন দেশে থলে ও চটের কাটতি যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইবে সেই আশাও কম। যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বহুল পরিমাণে থলে ও চট ক্রয় করিবেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল তাহারও কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই। তারপর ব্রাজিল, মিশর, ফরমোজা প্রভৃতি দেশে পাট ও পাটজাতীয় ফসলের উৎপাদনের জন্য ব্যাপক ভাবে যে চেষ্টা হইতেছে তাহার ফলে গত বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে ঐ সব দেশে অধিকতর পরিমাণে পাট ও পাটজাতীয় ফসল উৎপন্ন হইবে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় আগামী বৎসরে পাটের মূল্য বর্ত্তমান বৎসরের তুলনাতেও অনেক কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার মধ্যে কৃষক যদি এখন গত বৎসরের তুলনায় বেশী জমিতে পাটের চাষ করিয়া বসে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহা হইলে আগামী জুলাই মাস ও পরবর্ত্তী ২।৩ মাসে পাটের মূল্য প্রতি মণ তিন টাকাও হইবে কিনা সন্দেহ। অনেকে মনে করেন যে ইউরোপে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাটের মূল্য চড়িবে। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে পাট চালান দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং উহার ফলে পাটের মূল্য আরও কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়েও পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক বরং তাহা কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এবার পাটচাষীকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। গত বৎসরের তুলনায় এবার অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে পাটের চাষ করা কৃষকের পক্ষে কিছুতেই উচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গলায় লবণ-শিল্প

বাঙ্গলা দেশে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে লবণ শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের লবণ বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপাতঃদৃষ্টিতে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনে হইলেও উহাতে বাঙ্গলায় এই শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবার কারণ নাই। এই বৎসরে বাঙ্গলা দেশে যে ১৪টি লবণ কোম্পানীকে এবং ব্যক্তিগতভাবে যে ৭ জনকে লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে মেদিনীপুরের ২টি কোম্পানী ৪।।০ হাজার মণ, ২৪ পরগণার ২টি কোম্পানী ৭৮০ মণ এবং চট্টগ্রামের একটি কোম্পানী ৫০ মণ মাত্র লবণ প্রস্তুত করে। কিন্তু উক্ত বৎসরে বাঙ্গলার বাহির হইতে বাঙ্গলায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয় এবং উহার মধ্যে ১ কোটি ৪২ লক্ষ মণ লবণ সাধারণের মধ্যে বিক্রয় হয়। সুতরাং ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলার চাহিদার তুলনায় বাঙ্গলা দেশে সহস্র ভাগের এক ভাগ লবণও প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের লবণ কোম্পানীগুলিকে সরকারী জঙ্গল হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জ্বালানী কাঠ কাটিবার অধিকার দেওয়া ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আর কিছুই সাহায্য করেন নাই। এই সব লবণ কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে লবণ প্রস্তুতের উপযোগী সাজ সরঞ্জাম বসাইতে কি প্রকার বেগ পাইতে হইতেছে তাহা বাঙ্গলা দেশে কাহারও অবিদিত নাই। উহা সত্ত্বেও বাঙ্গলার কয়েকটি কোম্পানী যে লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীসমূহ ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে অনেক বেশী পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে উহার পরিমাণ আরও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই শিল্পকে বাঙ্গলা সরকার যদি প্রথম অবস্থায় কিছু অর্থ সাহায্য করেন এবং লবণ গুদামজাত ও রপ্তানীর ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ লবণের ব্যাপারে সম্পুর্ণভাবে না হউক উহার বহুলাংশের জন্য স্বাবলম্বী হইতে পারে। কাজেই লবণ শিল্পে বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে আমরা আর একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। এই ব্যাপারে দেশের জনসাধারণেরও বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি লবণ কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহায্য না করেন, তাহা হইলে এই সব কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া দেশের একটি লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার করতঃ দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা কি দেশবাসীর একটা বড় কর্ত্তব্য নহে?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে উহার শেয়ার যখন বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশের জন সাধারণ এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ যাহাতে এই শেয়ার ক্রয়ে অগ্রসর হয় তজ্জন্য সংবাদপত্রে একটা আন্দোলন হইয়াছিল। উহার ফলে বাঙ্গলার বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের

মধ্যে অনেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উহা ক্রয় করিবার অব্যবহিত পরেই উহার বাজার মূল্য এক তৃতীয়াংশের মত বাড়িয়া যাওয়াতে বাঙ্গলা দেশের অনেকেই শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এই সব কারণে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও শেয়ার গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে এবং এই সব শেয়ার বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালের শেষে বাঙ্গলা কেন্দ্রে ১৪৫২৫ জন শেয়ার হোল্ডারের নিকট মোট ১ কোটী ২৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকার শেয়ার ছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালের শেষে বাঙ্গলায় শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ১৩৮০১ এবং শেয়ারের পরিমাণ ১ কোটী ২২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই উভয় বৎসরের শেষে বোম্বাই কেন্দ্রে শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ২১৪৬৭ হইতে কমিয়া ২০৭৬৫ হইলেও শেয়ারের পরিমাণ ২ কোটী ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া ২ কোটী ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাঁড়ায়। উহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৯৩৮ সালেও বাঙ্গলা কেন্দ্রের অনেক শেয়ার বোম্বাই কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে। উহাতে আরও বুঝা যায় যে বোম্বাই কেন্দ্রে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ক্রমেই বেশী পরিমাণে শেয়ার করায়ত্ত করিতেছে। অবশ্য ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে দিল্লী, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুণ কেন্দ্রে অবস্থিত শেয়ার হোল্ডার ও শেয়ারের সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে বাঙ্গলার শেয়ার ও শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা যে ভাবে কমিয়াছে সেরূপ আর কোন অঞ্চলে কমে নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার যদি এই ভাবে ভারতের একটী মাত্র প্রদেশে ক্রমেই অধিকতর ভাবে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির করায়ত্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে এই ব্যাঙ্ক কখনও সমগ্র ভারতের জন সাধারণের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতে সমর্থ হইবে না। এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার একটী আইন প্রণয়ন কবিবেন কথা ছিল। কিন্তু তাহাও চাপা পড়িয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ এবং সম্ভবতঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের হস্তস্থিত শেয়ার যে ক্রমেই বোম্বাই অঞ্চলের অধিবাসীদের কুক্ষিগত হইতেছে তজ্জন্যই আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রলোভনে পড়িয়া বাঙ্গলা দেশ যদি উহার হস্তস্থিত সমস্ত শেয়ার এইভাবে বিক্রয় করিয়া দেয় তাহা হইলে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রভাবিত করিবার বাঙ্গলা দেশের কোন উপায় থাকিবে না। বাঙ্গলার ব্যবসায়ী সমাজ কি এই অনর্থের কোন প্রতিকারপন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন না ?

ইংলণ্ডে প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি

গত কয়েক বৎসরে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে মৃত্যুহার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাওয়াতে ঐ দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে প্রিমিয়ামের হার হ্রাস করিবার একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং কয়েক বৎসর যাবত বীমা তহবিল নিরাপদ ভাবে দাদন করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত সুদের হার কমিয়া যাওয়াতে ঐ সুযোগ কেবল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই বরং বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে প্রিমিয়ামের হার বাড়াইয়া দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই কারণে গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের কোন কোন বীমা কোম্পানী ব্যক্তিগত ভাবে বীমার প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের নেতৃস্থানীয় অনেকগুলি বীমা কোম্পানী একযোগে তাহাদের প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে তাহা বলবৎ করিয়াছেন। তবে যে সব পলিসি গ্রাহক লাভহীন বীমাপত্র গ্রহণ করে মাত্র তাহাদেরই দেয় প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং কোন ক্ষেত্রেই এই হার শতকরা ৫ টাকার বেশী বাড়ান হয় নাই। লাভসহ বীমাকারীদের দেয় প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করা বীমা কোম্পানী সমূহ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কারণ এই ধরণের পলিসিগ্রাহকদের নিকট হইতে লাভহীন পলিসি গ্রাহকদের তুলনায় বেশী প্রিমিয়াম গ্রহন করা হয় এবং দাদনী তহবিলের আয় হ্রাস হেতু বীমা কোম্পানীর যে ক্ষতি হইতেছে তাহা উহাদের বোনাসের হার কমাইয়া দিয়া তাহা হইতে পূরণ করা বীমা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে একটা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও নিরাপদ দাদনে প্রাপ্তব্য সুদের হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মৃত্যু হারের যে ভাবে উন্নতি হইয়াছে ভারতবর্ষে সেরূপ উন্নতি হয় নাই। অধিকন্তু নূতন বীমা আইনে বীমা অফিসের ব্যয়-বাহুল্য হ্রাসের জন্য কিছু বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও উহার তহবিল দাদন সম্বন্ধে যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বহু বীমা কোম্পানীর সুদ বাবদ আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইবে। তার পর ভারতীয় আয়কর আইন বর্ত্তমানে যে ভাবে সংশোধিত হইয়াছে তাহার ফলেও বীমা কোম্পানী সমূহের ব্যয় কিছু বাড়িতে পারে। এই অবস্থায় পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষে লাভহীন বীমার পলিসির জন্য দেয় প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করা উচিত কিনা তাহা একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ইদানীং ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ বোনাসের হার হ্রাস করা, ব্যয়বাহুল্য কমান এবং নূতন কাজের ঝোঁক কমাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রশংসনীয় উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু সমবেত ভাবে এই সব বিষয়ে কাজ না করিলে অদূরভবিষ্যতে পুনরায় পূর্ব্বেকার মত ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতার ভাব ফিরিয়া আসিতে পারে। আমাদের মনে হয় যে প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করা উচিত কিনা তদ্বিষয়ে ভারতের নেতৃস্থানীয় বীমা কোম্পানী সমূহের সমবেত ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক।

বিদেশী কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধি

যে সময়ে বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কাপড়ের কল সমূহ তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্র বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে না এবং ঐ সব কলের হাতে মজুদ কাপড় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষে বিদেশী কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধি ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষে একটা বিশেষ চিন্তার কথা। বর্ত্তমান বৎসরে এপ্রিল হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসেই গত বৎসর ঐ সব মাসের তুলনায় ভারতে বিদেশী কাপড়ের আমদানী বেশী হইয়াছে এবং এই কয় মাসে গত বৎসরের তুলনায় ৪ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বেশী কাপড় ভারতে আমদানী হইয়া মোট আমদানীর পরিমাণ ৪৩ কোটী গজে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের ডিসেম্বর মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এবার ডিসেম্বর মাসে গত বৎসরের ডিসেম্বরের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে রঙ্গীন কাপড়ের আমদানী ৩ লক্ষ গজ কমিলেও এবং ধোলাই কাপড়ের আমদানী প্রায় একরূপ থাকিলেও কোরা কাপড়ের আমদানী ৭৬ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে জাপান হইতে খুব কম মূল্যে ভারতবর্ষে কাপড় আমদানী হইতে থাকাতেই ভারতে বিদেশী কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপান যদি এই ভাবে পড়তা অপেক্ষা কম দরে ভারতবর্ষে কাপড় বিক্রয় করিতে থাকে তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের সংরক্ষণের জন্য জাপানী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত করা আবশ্যক হইবে।

সভাপতি নির্ব্বাচনের জের

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের ফল দেশবাসীর সমক্ষে ঘোষিত হইয়াছে। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের তেত্রিশ শতের মত ডেলিগেটের মধ্যে তিন হাজারের মত ডেলিগেট ভোট দেন। উহার মধ্যে কতক ভোট নাকচ হয় এবং বাকী ভোটের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ১৫৮০ ভোট ও ডাঃ সীতারামিয়া ১৩৭৭ ভোট পাওয়াতে সুভাষ চন্দ্রই জয়লাভ করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনফল দেশবাসীর নিকট নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। কারণ ওয়ার্কিং কমিটীর কতিপয় প্রবীণ ও সর্ব্বজনমান্য সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডেলিগেটগণ যে সুভাষ চন্দ্রকেই সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন তাহা নির্ব্বাচন ফল ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে কাহারও ধারণায় আসে নাই।

এই নির্ব্বাচন লইয়া দেশের মধ্যে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা উহাকে ওয়ার্দ্ধা অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধির অনুসৃত নীতির একটা পরাজয় বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। মহাত্মাজি নিজেও এই নির্ব্বাচনফল দেখিয়া উহাকে তাঁহার একটা ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সুভাষ চন্দ্রের নির্ব্বাচনে সেরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিনা। মহাত্মা গান্ধী ক্ষোভ বশতঃ যাহাই বলুন না কেন তিনি এই নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া যদি কোন বিবৃতি প্রদান করিতেন তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেন যে দেশবাসী এখনও তাঁহাকেই সমর্থন করে। কিন্তু মহাত্মাজি তাঁহার স্বভাবসুলভ ত্যাগবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এই নির্ব্বাচনে ডেলিগেটগণকে প্রভাবান্বিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বিশেষতঃ এত অল্প সময়ের মধ্যে এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব পাকিয়া উঠিয়াছিল যে কংগ্রেসের বামপন্থী ও দক্ষিনপন্থী মতামত বিবেচনা করিয়া ডেলিগেটগণ সভাপতি নির্ব্বাচনে ভোট দেন নাই। এই নির্ব্বাচনে কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শকে সমর্থন বা প্রতিবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভোট দেওয়া হয় নাই। প্যাটেল প্রমুখ জননায়কদের প্রতি ব্যক্তিগত কারণে বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত শক্তি কংগ্রেসের বামপন্থীদের শক্তির সহিত মিলিত হওয়াতেই বর্ত্তমান দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ এবং ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয় ঘটিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে কংগ্রেসের ২০টি প্রদেশে যে ভোট হয় তাহাতে সমষ্টিগত ভাবে সুভাষচন্দ্র ডাঃ সীতারামিয়া অপেক্ষা ১২২টী কম ভোট পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলায় ৪৮৩টী ভোটের মধ্যে ডাঃ সীতারামিয়া ৭৯টী এবং সুভাষচন্দ্র ৪০৪টী ভোট অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র ডাঃ সীতারামিয়া অপেক্ষা ৩২৫টি ভোট বেশী পান। উহার ফলেই তাঁহার পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের সমষ্টিগত ভোটে ২০৩টি ভোট বেশী পাইয়া জয়লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

সুতরাং বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে ভারতবর্ষে গান্ধীনীতির পরাজয় সূচিত হইয়াছে উহা বলিলে বিষম ভুল করা হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই নির্ব্বাচনে মহাত্মাজী যদি প্রকাশ্যভাবে ডাঃ সীতারামিয়ার পক্ষ সমর্থন করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পরাজয় ঘটিত না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এখনও যদি নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতিতে কি আগামী কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে মহাত্মাজীর অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে কোন ভোট লওয়া হয় তাহা হইলে অধিক সংখ্যক সদস্য তাঁহাকেই সমর্থন করিবেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে মহাত্মাজির সহিত কোন বুঝাপড়ার ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আর অগ্রসর হইবেন না। এই আশঙ্কাকে আমরা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া মনে করি। মহাত্মাজী বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং পুষ্পের ন্যায় কোমল। দেশের পক্ষ হইতে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহাতে তাঁহার ন্যায় বড় যোদ্ধা কেহ নাই। কিন্তু সংগ্রামের জন্যই তিনি সংগ্রামে উন্মুখ নহেন। যদি আপোষ আলোচনার দ্বারা ভারতীয় সমস্যার সমধান হওয়ার তিনি কোন আশা দেখেন তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের তরফ হইতে না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে উহাতে অগ্রসর হইতে পশ্চাদপদ হইবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বৃটীশ গভর্ণমেন্ট যদি দূরদর্শিতা মূলক নীতি অবলম্বন করেন এবং ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবী পুরণের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে রাজী হন তাহা হইলে মহাত্মাজী অকুণ্ঠচিত্তে তাহা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবেন। সেরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশন আহুত হওয়া বিচিত্র নহে। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা অথবা প্রাদেশিকতার মোহে অন্ধ হইয়া মহাত্মাজীর নীতি ও কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিবেন না তদ্বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টও এই কথা বেশ ভালরূপেই জানেন। কাজেই ভারতবর্ষকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা যদি বৃটীশ গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহারা মহাত্মাজীরই শরণাপন্ন হইবেন। রাজনীতিক ব্যাপারে কোন চুক্তি করিয়া তাহা দেশবাসীকে গ্রহণ করাইতে একমাত্র মহাত্মাজীরই ক্ষমতা রহিয়াছে এবং এই ক্ষমতা দেশের অন্য কোন জন-নায়ক দাবী করিতে পারেন না।

উপসংহারে আমরা সুভাষচন্দ্রকে বিনীতভাবে ২।১ কথা জানাইতে চাহি। তাঁহার ত্যাগ, স্বদেশ প্রেমিকতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে রাজপুত সুলভ শৌর্য্যবীর্য্য সব সময়ে কার্য্যকরী নহে। সময় বিশেষে অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসারণ অধিকতর দূরদৃষ্টিপ্রসূত বলিয়া গণ্য হয়। দেশের এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে মহাত্মাজিকে পুরোভাগে রাখিয়া সংগ্রাম চালানই তাঁহার পক্ষে অধিকতর দূরদর্শিতা মূলক কাজ হইবে। তাহা না করিয়া তিনি যদি স্বাধীন ভাবে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে অগ্রসর হন তাহা হইলে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দেশের সমূহ অনিষ্টেরই কারণ হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, খান আবদুল গফুর খান, পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতিকে বাদ দিয়া তিনি যদি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে উহা কখনও দেশের আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহার উহাও স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহার সমর্থকগণ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত নহেন। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে উদ্বুদ্ধ। উঁহাদের লইয়া কাজ করা কোন কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমরা সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহার কোন কার্য্যনীতির জন্য কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং কংগ্রেসের শত্রুপক্ষীয়দের কাছে মহাত্মা গান্ধী হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন উহা আমরা একেবারেই ইচ্ছা করিনা। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা ঐ সব কথা বলিতেছি। আশা করি আমরা যে প্রকার মনোভাব লইয়া এই সব কথা বলিলাম তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

শিল্পের সাহায্যে বীমা কোম্পানী

গত সপ্তাহে "ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড" পত্রের যে বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশের শিল্পোন্নতিতে বীমা কোম্পানীসমূহের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী অতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আচার্য্যদেব উক্ত প্রবন্ধে বলেন যে পলিসিগ্রাহকদের প্রদত্ত অর্থ নিরাপদভাবে দাদন করিয়া তাহাদের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করাই বীমা কোম্পানীসমূহের মুখ্য কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু এদেশে শিল্পপ্রচেষ্টা এখনও শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অবস্থায় শিল্পোন্নতির ব্যাপারেও বীমা কোম্পানীসমূহের কর্ত্তব্যের কথা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। এজন্য তিনি বীমা কোম্পানীসমূহের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে তাহার "আরও বেশী অংশ" যাহাতে দেশের শিল্পোন্নতির কাজে নিয়োজিত হইতে পারে তজ্জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সংগ্রহ যে প্রকার কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আচার্য্যদেবের এই প্রস্তাব স্বভাবতঃই দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। বাঙ্গলাদেশে তাঁহার এই প্রস্তাবের গুরুত্ব আরও অধিক। কারণ ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশ অধিকতর ঘনবসতিপূর্ণ বলিয়া এই প্রদেশে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা বেশী এবং অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সংগ্রহ অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার।

শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে মূলধন দিয়া সাহায্যের ব্যাপারে বীমা কোম্পানী সমূহ যে বিশেষভাবে কাজ করিতে পারে এ বিষয়ে দেশে কোন দ্বিমত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক সমূহের তুলনায় বীমা কোম্পানী সমূহের সুবিধা অনেক বেশী। কারণ ব্যাঙ্ক সমূহ দাবী মাত্র এবং স্বল্প সময় অন্তে টাকা প্রদানের সর্ত্তে সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে। যে কোন বাজার গুজবে সন্ত্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্কের আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইলে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিও নাই। এই অবস্থায় ব্যাঙ্ক সমূহ সর্ব্বদা উহার নিকট আমানতী টাকার অধিকাংশ নগদ অথবা অতি সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই অর্থ বিনিয়োগ করিলে তাহা বহু দিনের জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সেই হিসাবে ব্যাঙ্ক সমূহের আকস্মিক দাবী মিটাইবার ক্ষমতা বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। বীমা কোম্পানীতে বীমাকারীদের যে তহবিল সঞ্চিত হয় বীমাকারী যদি তাহা অসময়ে দাবী করিয়া বসে তাহা হইলে বীমা কোম্পানী তাহার সাকুল্য অংশ প্রদান করিতে বাধ্য নহে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যর্পণ মূল্য হিসাবে বীমাকারীর যে টাকা পাওনা হয় মাত্র তাহাই বীমা কোম্পানী পরিশোধ করিয়া থাকে। এই দাবী পরিশোধের ব্যাপারেও বীমা কোম্পানী ব্যাঙ্কের তুলনায় অনেক বেশী সময় পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে প্রত্যর্পণ মূল্য লইয়া কোম্পানীর উপর দাবী-দাওয়া শেষ করিয়া দিলে পলিসি গ্রাহকের অযথা ক্ষতি হয় বলিয়া পলিসি গ্রাহকগণও ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের ন্যায় বাজে গুজবে বিভ্রান্ত হইয়া বীমা কোম্পানী হইতে টাকা গ্রহণ করিতে চায় না। এই সব কারণে ব্যাঙ্ক সমূহের তুলনায় বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করা অনেক বেশী সহজ।

এই বিষয়ে বৃটিশ বীমা কোম্পানী সমূহের দৃষ্টান্ত হইতে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বৃটিশ বীমা কোম্পানী সমূহের হস্তে মজুদ তহবিলের শতকরা ৩৭.৪ ভাগ কল কারখানার ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্স শেয়ার, গ্যারাণ্টিড শেয়ার, ও অর্ডিনারী শেয়ারে দাদন করা রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। গত ১৯৩৩ সালে বৃটিশ কোম্পানী সমূহের এই শ্রেণীর দাদনের পরিমাণ শতকরা ২৮.৮ ভাগ মাত্র ছিল—উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৯৩৭ সালে উপরোক্ত ৩৭.৪ ভাগে পরিণত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বীমা কোম্পানী সমূহের হাতে গত ১৯৩৬ সালের শেষে (উহার পরবর্ত্তী সমষ্টিগত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই) যে সোয়া চল্লিশ কোটী টাকা জীবনবীমা তহবিল হিসাবে সঞ্চিত ছিল তাহার মধ্যে মাত্র ৩ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার এবং ১৪ লক্ষ টাকা শেয়ারের জামানে দাদনে নিয়োজিত ছিল। এই উভয় দফা মিলিয়া মোট তহবিলের শতকরা ৯ ভাগেরও কম হয়। সুতরাং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের তুলনায় ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ যে অনেক বেশী পশ্চাৎপদ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

বীমা তহবিল দাদন তথা শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ চক্ষু মুদিয়া বৃটিশ বীমা কোম্পানী সমূহের অনুকরণ করুক আমরা তাহা বলিতে চাহি না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও সেরূপ কোন প্রস্তাব করেন নাই। ইংলণ্ড, ও ভারতবর্ষের অবস্থার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। ইংলণ্ডে এরূপ বহু সুপ্রসিদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহার শেয়ার কোম্পানীর কাগজের মতই নিরাপদ—অথচ কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষা অনেক বেশী লাভজনক। ঐ দেশের জনসাধারণ এরূপ অভিজ্ঞতা ও অর্থবল লইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হয় এবং প্রথম হইতেই দেশের রাজশক্তি ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন যে ইংলণ্ডে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী নিরাপদ। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানী সমূহের তহবিলের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী যে কল-কারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে নিয়োজিত হইবে তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক কম। এই সব প্রতিষ্ঠানও যে শুল্ক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কবে বিপন্ন হইয়া পড়ে তাহার কোন স্থিরতা নাই। শিল্পক্ষেত্রে যে নূতন প্রচেষ্টা দেখা যায়

(৮৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির (Bengal millowners' Association) পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ তথা এ প্রদেশের বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। আর কেবলমাত্র বাঙ্গলা প্রদেশেই পূর্ব্ব বৎসরের প্রথম ১১ মাসের (জানুয়ারী হইতে নভেম্বর) তুলনায় এবার ৮ কোটি ৩০ লক্ষ গজ অধিক বস্ত্র অধিক কাটতি হইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় ইঙ্গভারত-বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু না হওয়ায় এবং সর্ব্বোপরি অর্থনৈতিক কারণে জনসাধারণের অবস্থা ভাল না থাকায় একেইত এবার একটা বিশেষ দুর্বৎসর গিয়াছে তাহার উপর আবার সস্তা বিদেশী কাপড়ের আমদানী বাড়িয়া যাওয়ায় বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির শ্রীবৃদ্ধির পথে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত ঐরূপ অন্তরায় কাটিয়া যাওয়া ও এপ্রদেশীয় কাপড়ের কলগুলির আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হওয়ার কোন সুলক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না। —শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরোক্ত মন্তব্য বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কোন দিক দিয়া একটা অহেতুক হতাশার ভাব সৃষ্টি করিতে পারে। সেজন্য এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি।

এ বৎসর কেবল বাঙ্গলায় নহে সমস্ত ভারতেই বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মন্দা দেখা গিয়াছে। সে হিসাবে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দিন সাধারণ ভাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশারই অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে মোট ৭৬ কোটি গজ বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা কমিয়া ৫৯ কোটি গজ দাঁড়ায়। পূর্ব্বে জাপান প্রতি বৎসর অধিক পরিমাণে এদেশে তাহার সস্তা বস্ত্র চালান করিত। কিন্তু চীনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার পর হইতে এদেশে জাপানী বস্ত্রের আমদানী কমিয়া আসিতে থাকে। এই ভাবে ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় দেশে দেশীয় কাপড়ের কলের উৎপন্ন বস্ত্রের কাটতি বাড়িয়া যাওয়ার সুবিধা হয়। তাহার উপর তূলার দাম নিম্ন থাকায় কলগুলির পক্ষে প্রথমতঃ কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইয়া দেওয়া ও দ্বিতীয়তঃ তাহা বেশী পরিমাণে এদেশের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। অপরদিকে জাপান চীনের সহিত সমরে ব্যাপৃত থাকায় এদেশের উৎপন্ন বস্ত্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে বেশী পরিমাণে রপ্তানী করার সুবিধা হয়। ফলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের বস্ত্রশিল্প সকল বিষয়েই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ১৯৩৮-৩৯ সালে নানাদিক দিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সমক্ষে একটা মন্দার ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ ১৯৩৭-৩৮ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই আট মাসে ভারতে বিদেশী বস্ত্রের মোট আমদানীর পরিমাণ যেখানে ছিল মাত্র ৩৮ কোটি ১৯ লক্ষ গজ ১৯৩৮-৩৯ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রথম আট মাসে ঐরূপ আমদানী বাড়িয়া ৪২. কোটি ৯৯ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছে। চীনের সহিত সমরে ব্যাপৃত থাকায় জাপান গত বৎসর রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতে পারে নাই। কিন্তু এবার জাপান সেই অবস্থা অনেক পরিমাণে কাটিয়া উঠিয়াছে এবং এক্ষণে জাপান হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের প্রথম এগার মাসের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে জাপান হইতে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ গজ অধিক বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের বাহিরে ভারতের উৎপন্ন বস্ত্রের কাটতির সুবিধা এ বৎসর বিশেষ ভাবে খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর একটা শোচনীয় লক্ষণ এই তূলা পাট ও অন্যান্য ফসলের দাম নিম্ন বলিয়া কৃষকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় এবার তাহাদের তরপ হইতে মোটেই আশানুরূপ পরিমাণে কাপড়ের চাহিদা হইতেছে না। সকল দিক দিয়া এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। আর তাহার ফলে একদিকে কাপড়ের দাম পড়িয়া ও অপরদিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবিক্রিত কাপড় জমিয়া গিয়া চলতি বৎসরে ভারতের কাপড়ের কল সমূহ তথা বস্ত্রশিল্পের বিশেষ দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

এইরূপ মন্দার বাজারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাপড়ের কলগুলির সঙ্গে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিও সাধারণভাবে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। ভারতের বস্ত্রশিল্পের এই দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিকারের জন্য ইতিমধ্যেই অনেকে তাহাদের চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণ-শুল্কের ব্যবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন টেরিফ বোর্ড নিয়োগ করিয়াছেন। এই টেরিফ বোর্ড দেশবাসীর দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া দেশীয় বস্ত্র শিল্পের অনুকূলে বিদেশী বস্ত্রের অত্যধিক আমদানী প্রতিরোধ করিবার বিষয় বিবেচনা করিবেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। অপর দিকে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকল দিক দিয়া কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন তাহার ফলে ক্রমে তাহাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে এবং এদেশে বেশী পরিমাণে কাপড় কাটতি হওয়ার সুবিধা হইবে এরূপ আশা আমরা করিতে পারি। সুতরাং এসব দিক দিয়া দেখিলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ও তৎসঙ্গে বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই ভরসাজনক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কাপড়ের বাজারের সাময়িক মন্দাই বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থার একমাত্র কারণ নহে। উহার পিছনে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ কারণও নিহিত রহিয়াছে। কার্য্যকরী ব্যবসাবুদ্ধি নিয়োগ করিয়া উপযুক্ত সংখ্যক কাপড়ের কল স্থাপন বিষয়ে এ প্রদেশে আজও বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না। যেসব কল ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অনেকগুলির সম্বন্ধেও যথোপযুক্ত মূলধন ও সুপরিচালনার খুবই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ এইরূপ গলদের জন্যই বস্ত্র শিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলা আজও তেমন কিছু উন্নতি করিতে পারিতেছে না। নতুবা এ প্রদেশে লাভজনকভাবে কাপড়ের কল পরিচালনার যে সুযোগ সুবিধা ছিল তাহাতে বর্ত্তমান কাপড়ের কলগুলি ত বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিতই অধিকন্তু এ প্রদেশে আরও কিছু সংখ্যক নূতন কল স্থাপন করিয়া তাহাদিগেরও যথোপযুক্ত উন্নতির ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইত। গত ৩০ বৎসরে ভারতের লোক মাথাপিছু গড়ে ১৩·১ গজ কলের তৈয়ারী বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। এই হিসাবে বরাদ্দ করিলে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৭০ কোটি গজের মত কলের তৈয়ারী বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে বলা চলে। কিন্তু এ প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে গড়ে বাৎসরিক বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে মাত্র ১২ কোটি গজ। কাজেই বর্ত্তমানেও বাঙ্গলাদেশের লোককে ৫৮ কোটি গজ পরিমাণ ব্যবহৃত বস্ত্রের জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে। অথচ এপ্রদেশে বর্ত্তমানে কেবল উপযুক্ত তূলার যোগান ছাড়া কাপড়ের কল পরিচালনার উপযোগী সুলভ মজুরীতে শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কল চালাইবার মত পর্য্যাপ্ত কয়লা সরবরাহের সুযোগ যথেষ্টই রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এপ্রদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর তূলার চাষ হয় না বলিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলের পক্ষে বেশী রেল ভাড়া দিয়া বাহির হইতে তূলা আনিবার দরুণ যে বেগ পাইতে হয় এক্ষণে সে অসুবিধাও কাটিয়া উঠিবার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তূলা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং তাহা দ্বারা মসলিন ও অন্যান্য শ্রেণীর সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদিত হইত। অনেকেরই বিশ্বাস চেষ্টা করিলে বাঙ্গালার মাটিতে মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকার অনুরূপ লম্বা আঁশ বিশিষ্ট তূলা এদেশে বিস্তর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এবং বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির সমবেত প্রচেষ্টায় এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা সুরু করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলায় লম্বা আঁশযুক্ত তূলার চাষ করিয়া তাহার সুফলও লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত ব্যবসাবুদ্ধি নিয়োগ করিয়া বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপন ও তাহা লাভজনকভাবে পরিচালিত করিবার স্বাভাবিক সুযোগ যথেষ্টই দেখা যাইতেছে। সারা ভারতে বর্ত্তমানে ৩৮০টী কল চলিতেছে। উহার মধ্যে ২২২টিই একা বোম্বাই প্রদেশের সম্পদ। বাঙ্গলায় চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা বর্ত্তমানে ২৮।২৯টীর বেশী নহে। অথচ ইহা খুবই সত্য যে সর্ব্বপ্রকার উন্নত বিধি-ব্যবস্থায় কল পরিচালনা করিয়া বাহিরের আমদানীকৃত বস্ত্রের অনুরূপ মূল্যে উপযুক্ত শ্রেণীর বস্ত্র এ প্রদেশের কলে তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত করা হইলে কেবলমাত্র এ প্রদেশের ব্যবহার্য্য ৭০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়াও আরও বহু সংখ্যক কাপড়ের কল চলিতে পারে। আর সেরূপ করা হইলে ঐ সঙ্গে এক দিকে এ প্রদেশের তূলাচাষী এবং অপর দিকে বহু সংখ্যক বেকারের উপকার হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কতকগুলি আভ্যন্তরীণ কারণেই এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহ আশানুরূপ উন্নতি দেখাইতে পারিতেছে না। এই সব কারণগুলির মধ্যে একটী হইতেছে—উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধন নিয়োগ করিয়া কল চালাইবার উপযোগী ভাল রকম উদ্যোগের অভাব। আর অন্য একটী কারণ হইতেছে কল স্থাপন করিয়া উন্নত বিধি ব্যবস্থায় তাহা পরিচালনা করার অক্ষমতা। বাঙ্গলা দেশের লোকদের ভিতর যাঁহাদের অর্থসঙ্গতি রহিয়াছে তাঁহারাও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহজে বড় একটা অর্থনিয়োগ করিতে চাহেন না। এই কারণে এদেশে বেশী সংখ্যক উপযুক্ত শ্রেণীর কাপড়ের কল স্থাপিত হইতেছে না। যেগুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই কার্য্যকরী মূল ধনের পরিমাণ আশাতীতরূপ কম। কম শেয়ার মূলধন নিয়া কল স্থাপিত হয় বলিয়া যথারীতিভাবে উহাদের কার্য্য পরিচালনা কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া ঐ সুদ ও আসলের টাকা পরিশোধ করিতে গিয়াই অনেক কলের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই জন্যই আমরা দেখিতেছি সেস্থলে ভাল রকম মূলধন নিয়া কার্য্য সুরু করিয়া ও কার্য্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড্ ও বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড্ প্রভৃতি কয়েকটী কোম্পানী উল্লেখযোগ্য রূপ লাভ দেখাইয়া আংশিদারদিগকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন সেস্থলে অনেক কোম্পানী আর্থিক অসচ্ছলতার আজও তেমন কিছু অগ্রগতি দেখাইতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে এবং ঐ শিল্প দ্বারা লাভবান হইতে হইলে আজ দেশে উপযুক্ত শ্রেণীর কাপড়ের কল গড়িয়া তোলার জন্য অধিকতর মূলধন ও ব্যাপক যত্ন চেষ্টা নিয়োগের প্রকৃত উদ্যোগ উৎসাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। আর তাহা যদি কার্য্যতঃ প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয় তবে বাঙ্গলার কাপড়ের কল-সমূহ তথা বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সর্ব্বথা উজ্জ্বল বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বে-সরকারী বিল সমূহের আলোচনার জন্য ১০ই ফেব্রুয়ারী দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বস্ত্র শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি প্রস্তাবের দাবী করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের সহিত বানিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্পর্কেও অপর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি উক্ত দিবস আলোচনার্থ উত্থাপিত হইতে পারে। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, মিঃ রঘুবীর নারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, এন, চৌধুরী ও স্বামী ভেঙ্কটাচালাম চেট্টি উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন।

মিঃ হাটি্র মুক্তিলাভ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মিঃ ক্লেরেন্স হাটি্ সম্প্রতি মেইডষ্টোন জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মিঃ হাটি্ কোন এক প্রতারণার মামলা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করিবার ফলে ১৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

জাপানে বিভিন্ন প্রকার কর বৃদ্ধি

জাপানের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী চীনে সামরিক ব্যয়ের জন্য কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কয়টি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ২০ কোটি ইয়েন রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আয় বৃদ্ধির এই কার্য্যপন্থার মধ্যে বিভিন্ন রেঁস্তোরায় মূল্যবান খাদ্যের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে। এতদ্ব্যতীত নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে গৃহ নির্ম্মানের ব্যয়ের উপর, অতিরিক্ত লাভের উপর এবং কাফি, চা, ফল ইত্যাদির উপর ও নূতন কর ধার্য্য করা হইবে। রাজস্ব বিভাগ সমগ্র জাপানে কি পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহৃত হয় তাহার একটা সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের নিমিত্ত ক্ষমতা লাভের জন্যও সচেষ্ট আছেন। কারণ প্রয়োজন হইলে উক্ত স্বর্ণালঙ্কার সমূহ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসায়ীগণের আতঙ্ক

সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কসায়ার ও চেশায়ারের প্রায় ৬০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সমিতি সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের এক সভা হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় অনুকূল ব্যবস্থায় ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্প দ্রব্য সমূহ বিশেষতঃ বস্ত্র-শিল্পের রপ্তানী বাণিজ্যে ল্যাঙ্কাশায়ার যাহাতে দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয় তজ্জন্য সরকারী সাহায্যের দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ল্যাঙ্কাশায়ারের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির আমূল পরিবর্ত্তন ও ভবিষ্যত চুক্তি সম্পর্কে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের অনুরোধ করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

বর-পণ নিবারণের প্রচেষ্টা

সম্প্রতি সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ হেমানদাস ওয়াধোয়ানীর বর-পণ নিরোধ বিলের আলোচনা হয়। ডাঃ হেমান দাস উক্ত বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, হিন্দু আইনে কন্যার পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত হইবার ফলেই বর-পণ প্রথার উদ্ভব হয়। তবে পূর্ব্বে কন্যার বিবাহের সময় পিতা ইচ্ছা মত দান স্বরূপ যাহা দিতেন তাহাই পরবর্ত্তীকালে ক্রমশঃ বরের পিতার নিকট অবশ্য প্রাপ্য বিষয় বলিয়া গন্য হয়। প্রস্তাবটির নীতি সম্বন্ধে সকলেই একমত হন তবে বর্ত্তমানে সময়াভাবে উহা পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

আসামে কৃষি আয়-কর আইন

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত আসাম কৃষি আয়-কর বিলের প্রধান প্রধান কতিপয় বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও

(শিল্পের সাহায্যে বীমা কোম্পানী)

তাহাও সাধারণের উপযুক্তরূপ সহানুভূতি পাইবে কিনা এবং শেষ পর্য্যন্ত উহার কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে যে ভয় পাইবে এবং অধিকাংশ অর্থ যে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটীতে দাদন করিবে তাহা খুব স্বাভাবিক। সুতরাং ভারতীয় বীমা কোম্পানী-সমূহ ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহকে তহবিল দাদনের ব্যাপারে হুবহু নকল করিতে পারে না। কিন্তু মোট তহবিলের শতকরা ৯ ভাগের কম অংশও যদি দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে একথা বলা যায় যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে যথোচিত সচেতন নহে। বর্ত্তমানে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের হাতে সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ প্রত্যেক বৎসর ৫ কোটী টাকার মত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই তহবিলের কতকাংশ দেশের শিল্পোন্নতির কাজে অনায়াসে নিয়োজিত হইতে পারে।

সুতরাং আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের হস্তস্থিত তহবিলের আরও বেশী অংশ (to a larger extent) দেশের শিল্পোন্নতির কাজে নিয়োজিত করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষভাবে সমর্থন করি। অবশ্য বীমাতহবিল যাহাতে নিরাপদ থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বীমাকোম্পানীসমূহকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলেন যে যাঁহারা দেশের ভিতরে এতগুলি বীমা কোম্পানী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি ভাবে তহবিল নিরাপদ রাখিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করা যায় তাহাও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ। আমরা আচার্য্যদেবের এই অভিমতের সহিতও একমত।

সংশোধন সম্পর্কে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া যে সম্মেলন আহ্বান হইয়াছিল তাহার অধিবেশন সম্প্রতি শেষ হইয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত সম্মেলনে এই পরামর্শ হয় যে কর ধার্য্য করিবার পূর্ব্ব বৎসর যাহাদের কৃষিজাত আয় অন্যূন দুই হাজার টাকার উপর বলিয়া গণ্য হইবে তাহাদিগকেই এই কর দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর রাজস্ব বিল উত্থাপনের সময় এই করের হার ধার্য্য করা হইবে; তবে বর্ত্তমানে আয়-করের যে হার আছে উহা তাহার অতিরিক্ত হইবে না।

কৃষি ঋণ লাঘবের কুফল

সম্প্রতি বাঙ্গলার অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মানিকগঞ্জে তাঁহার প্রতি প্রদত্ত কতিপয় অভিনন্দন পত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গীয় কৃষি ঋণ লাঘব আইনের ফলে কৃষি ঋণ দানের ভিত্তি পর্য্যন্ত যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা সাধারণ ভাবে সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং কৃষক ঋণের একটা নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি বলেন উপযুক্ত কৃষি ঋণ সরবরাহের জন্য নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে কতিপয় পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

রেলের যাত্রী সংখ্যা

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে কোন এক প্রশ্নোত্তরে স্যার গুথরী রাসেল বলেন যে, ১৯৩৫-৩৬ সালের ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষের তুলনায় ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ বাদে ভারতীয় রেল সমূহের যাত্রী সংখ্যা মোট ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৫২ কোটি ১০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। স্যার রাসেল আরও বলেন যে, রেল কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রয়োজন হইলে ট্রেণের সংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত টিকিট ঘর, বিশ্রামাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

আমেরিকার বাণিজ্য

সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩৮ সালের বাণিজ্য সম্পর্কে উক্ত বিভাগের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য সময়ে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০৯ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। অপর পক্ষে আলোচ্য বৎসরে আমেরিকায় ১৯৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের বিভিন্ন জিনিষ আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৩০৮ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার।

আলোচ্য বৎসরে রপ্তানী বাণিজ্যে যে হ্রাসের ভাব দেখা যায় তাহার কারণ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যাপকর্ষতা। আসলে রপ্তানী কৃত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পায় নাই।

সমগ্র পৃথিবীতে গমের উৎপাদন

আমেরিকার কৃষি বিভাগের বরাদ্দ অনুসারে জানা যায় যে, আগামী মরশুমে রাশিয়া ও চীন ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৪৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল গম উৎপন্ন হইবে। বিগত মরশুমের উদ্বৃত্ত ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল সহ আগামী মরশুমে গমের পরিমাণ ৫০৫ কোটি বুশেল দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী ১লা জুলাই পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত গমের পরিমাণ ১২৩ কোটি বুশেল হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ই, আই ও ই, বি, রেলের জেনারেল ম্যানেজার

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এ, এফ হার্ভে গত জানুয়ারী মাসের শেষে অবসর গ্রহণকালীন বিদায় গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বর্ত্তমান অস্থায়ী সদস্য মিঃ এন, কে মিশ্র অস্থায়ীভাবে জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ মিশ্র উক্ত পদে যোগদান না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সালমণ্ড জেনারেল ম্যানেজারের কাজ করিতে থাকিবেন।
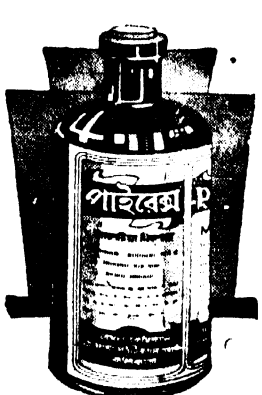
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, এ বেল আগামী মার্চ্চ মাসে বিদায় গ্রহণ করিবেন। উক্ত রেলওয়ের বর্ত্তমান চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর, ই, ম্যারিয়ট অস্থায়ীভাবে মিঃ বেলের স্থলে জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়

সম্প্রতি বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ বি দাস গুপ্ত ঢাকা রোটারী ক্লাবে "ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ও উহার ভবিষ্যত" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ জন্য কৃষকগণের উন্নতি বিধান কল্পেই উহার অর্থ নিয়োজিত করা উচিত বলিয়া যে প্রাচীন নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা বহুদিন হইল বর্জ্জিত হইয়াছে। মিঃ দাসগুপ্ত বলেন যে তাঁহার মতে ভারতের আর্থিক উন্নতি কল্পে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি তিনলক্ষ লোক পিছু একটি মাত্র ব্যাঙ্ক আছে এবং প্রত্যেকের মাথাপিছু আমানতের পরিমাণ মাত্র ৭৲ টাকা। ইংলণ্ডে মাথা পিছু প্রত্যেকের আমানতের পরিমাণ ৬০ পাউণ্ড। ভারতবর্ষের আমানতী টাকার মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে শতকরা ৩৮ ভাগ, বিদেশী একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহে ৩০ ভাগ এবং বাদবাকী মাত্র ৩২ ভাগ ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহে আমানত আছে। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং মহাজনের হাতে আমানতী টাকা উক্ত হিসাবের বাহিরে। এতদ্ব্যতীত বহুলোকের হাতে অগণিত মজুদ অর্থ পড়িয়া আছে। এই সকল অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

বাঙ্গালী যুবকদিগকে শিল্প বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপয়েণ্টমেণ্টস্ এ্যাণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের উদ্যোগে গত ৩১শে জানুয়ারী আশুতোষ হলে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল "ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ" সম্পর্কে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তাহা বিশদভাবে

বিবৃত করেন। উহা এইরূপ :—প্রথমতঃ 'যে কোন প্রকারে' কাজ শেষ করিবার মনোবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। একাগ্রমনে কাজ করাই ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়; ২। নিজকে অপরের বিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। নিজের সুনাম ও সততা যাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে; ৩। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। অপর সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা কিরূপভাবে উন্নতি করিতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজের ব্যবসায়ে উহা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; ৪। নিজের মনের সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিজের কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে; ৫। মনে মনে উচ্চাশা পোষণ করা উচিত; তবে উহা যাহাতে দুরাশা না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ৬। ব্যবসায়ীগণের মানসিক বিচার বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নিজ ব্যবসা বাণিজ্যের দুর্দ্দিনে ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া—সুদিনের জন্য অপেক্ষা করিবার ন্যায় ধৈর্য্য ও সাবধানতা অবলম্বন করার তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি লাভ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে; ৭। স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে। কর্ম্মরত থাকিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া যন্ত্রে পরিণত হইলে চলিবে না; দায়িত্ব গ্রহণ ও উহা অধ্যাত্মভাবে পালন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে; ৮। জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। দৈনন্দিন জীবনে যাহা কিছু ভাল ও সঙ্গত তাহা নিজের বিচার বুদ্ধি দ্বারা লক্ষ্য করিয়া উহা কার্য্যকরী করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ৯। ব্যবসায়ীগণের পক্ষে সহযোগিতা করায় ও পরস্পরের প্রতি অনুগত থাকার শুভ বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির অন্যতম প্রধান অন্তরায়। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ভাজন হইবার প্রচেষ্টাই প্রীতি স্থাপনের সোপান। ১০। জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য যেরূপ মূল্য দিতে হয় ব্যবসা বাণিজ্যের সাফল্যের জন্যও সেইরূপ মূল্যের প্রয়োজন। এই মূল্য হইতেছে দায়িত্ব গ্রহণ এবং উহা প্রকৃতপক্ষে পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। পরিশেষে বক্তা উল্লেখ করেন—সাফল্যের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতে হইবে এবং প্রকৃত সাফল্য লাভে যাহাতে অধৈর্য্য বা আত্মহারা হইয়া না পড়িতে হয় তৎপ্রতি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর বক্তা বলেন যে, যে ব্যক্তি ব্যবসা ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে তাহার অভিজ্ঞতার মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক অপেক্ষা বহুগুণে বেশী।

ভারতীয় তুলার কাটতি

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি ১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতের তুলা ফসল সম্পর্কে যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মিল সমূহে ভারতীয় তুলার কাটতি উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার পরিমাণ ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৩৯ গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৪ শত পাউণ্ড), দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের মিল সমূহে কাটতি ধরিয়া উহার পরিমাণ ছিল ২৬ লক্ষ ৩১ হাজার ২৯৬ গাঁইট। তুলার মূল্য হ্রাস ও জাপান চীনের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবার জন্য এইরূপ কাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই শতকরা ৬২ ভাগ ভারতীয় তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয় রাজ্য সমূহে এইরূপ তুলা ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ২৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইন্টার ন্যাসনাল ফেডারেশন অব মাষ্টার কটন স্পিনার্স এণ্ড ম্যানু-ফাকচারারস্ এসোসিয়েসনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মিলসমূহে মোট ৫৮ লক্ষ ৬৩ হাজার গাঁইট ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ২২ হাজার গাঁইট। আলোচ্য বৎসরে ২১ লক্ষ ৯৫ গাঁইট তুলা রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৬৭ গাঁইট।

চাকুরিয়াদিগের উপর ট্যাক্স

মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রী বলেন যে শিক্ষিত বেকারদিগের সাহায্যার্থ প্রত্যেক শিক্ষিত চাকুরিয়ার উপর বার্ষিক এক টাকা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

পাটের মূল্য বৃদ্ধি

নেত্রকোণার এক সংবাদে জানা যায় যে, উক্ত মহকুমায় পাটের দর বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে উহা প্রতি মন ৬৷৷০ হইতে ৭৷৶০ পর্য্যন্ত বিক্রী হইতেছে। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত অঞ্চলে পাটের এত উচ্চ মূল্য হয় নাই। পাট চাষে কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণ পাটচাষ করা সম্পর্কে উৎসাহদানই এই উচ্চ মূল্যের অন্তর্নিহিত কারণ বলিয়া উক্ত অঞ্চলে সকলের ধারণা।

বিজ্ঞাপনের উপকারিতা

সম্প্রতি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে কলিকাতা রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভোজ সভায় মেসার্স এল, এ, ষ্টোনাক এ্যাণ্ড কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ এর মিঃ ভি, জি বেল 'বিজ্ঞাপনের উপকারিতা' সম্বন্ধে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যবসার অধিকতর প্রসারই বিজ্ঞাপন দানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মিঃ বেল রোম সভ্যতার সুপ্রাচীন সময় হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া উল্লেখ করেন যে ব্যবসায়ীগণ এতদ্বিষয় অবহিত হইয়াছেন যে, তাহাদের বিশেষ বিশেষ মহলে বিজ্ঞাপনের মারফৎ তাহাদের কারবার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

ই, বি, রেলওয়ের আয়বৃদ্ধি

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের লোক্যাল এ্যাডভাইসরী কমিটির অধিবেশনে উক্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল

হইতে ১৯৩৯ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময়ের তুলনায় উহা ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বেশী।

যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার্থ ব্যয় বরাদ্দ

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন সদর হাঁসপাতাল সমূহে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার্থ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে চিকিৎসা কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট একযোগে ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। বিভিন্ন সদর হাঁসপাতালের রোগীর অনুপাতে উক্ত অর্থ বিতরিত হইবে এবং উহার পরিমাণ এক শত টাকার কম হইবে না। নিম্নোক্তভাবে উক্ত অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বরিশাল একশত টাকা, রাজসাহী ৩ শত টাকা, ফরিদপুর এক শত টাকা, হাওড়া ২ হাজার ৭ শত টাকা, দার্জ্জিলিং ২ হাজার ২ শত, খুলনা এক শত, কুমিল্লা এক শত, মুর্শিদাবাদ ১ শত ৩৫ টাকা, রঙ্গপুর একশত ৭০ টাকা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এক শত টাকা, নোয়াখালী এক শত, ঢাকা ২ হাজার ৬ শত, মেদিনীপুর ১ শত ৬৫ টাকা, বীরভূম এক শত, বগুড়া এক শত, পাবনা ৫ শত, জলপাইগুড়ী ১ হাজার ৪ শত, নদীয়া ১ হাজার টাকা, দিনাজপুর ১ শত ৪০ টাকা, ২৪ পরগণা এক শত, বাঁকুড়া ২ শত, মালদহে এক শত, ময়মনসিংহ ৬ শত ৯০ টাকা, বর্দ্ধমান ১ হাজার ৩ শত, চট্টগ্রাম ৩ শত, যশোহর এক শত ও হুগলী এক শত—মোট ১৫ হাজার টাকা।

সুগার সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কিত আদেশ সম্বন্ধে সংযুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা স্থির করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সিণ্ডিকেটের অনুরোধ অনুসারে ইক্ষুর পূর্ব্ব মূল্য বজায় রাখিতে সম্মত না হইলে সিণ্ডিকেট চিনির মূল্য প্রতি মণে আরও চারি আনা বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে কিংবা কয়েক দিনের জন্য সমস্ত চিনির কলের কাজও বন্ধ করিয়া দিতে পারে বলিয়া প্রকাশ। শর্করা শিল্পের নেতাগণের মতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের অভাবে ইক্ষু চাষীদের পক্ষীয় সদস্যগণের চাপে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইক্ষু চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে ইক্ষুর মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া ইক্ষু পেষণের সময় উহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া পরে মরশুমের শেষে ইক্ষু চাষীদিগকে চিনির কল সমূহের আয় হইতে একটা বোনাস দিবার ব্যবস্থা করার নিমিত্ত অনেকে অভিমত পোষণ করেন। অষ্ট্রেলিয়া ও কুইবেক দেশে এইরূপ বোনাসের ব্যবস্থা আছে। সুগার সিণ্ডিকেট এইরূপ একটা পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন কিনা সঠিক জানা যায় নাই; তবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌএ এতৎসম্পর্কে সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সাধারণ সভার যে অধিবেশন হইতেছে তাহাতে যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইবে বলিয়া জানা যায়।

জমিদারীর ব্যাখ্যা

সম্প্রতি অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মানিকগঞ্জে কাঞ্চনপুর ও বালিয়াটির জমিদারগণের পক্ষে অভিনন্দন পত্রের উত্তরে বলেন যে, জমিদারগণ বিগত বহু শতাব্দী হইতে যে সকল সুখ ও সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন তাহা যে চিরদিন বজায় থাকিবে ইহা আশা করা তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। জমিদারী প্রথাও এক প্রকার ব্যবসা ভিন্ন কিছু নহে এবং প্রত্যেক ব্যবসাতেই কোন না কোন সময় লাভ বা লোকসান আছেই। কোম্পানীর কাগজে যাহারা অর্থ দাদন করিয়াছিলেন যুদ্ধের সময় তাহাদের শতকরা ৫০্ টাকা লোকসান হয়। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অর্থ দাদনেও এরূপ ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় জমিদারদের পক্ষেও তাহাদের জমিদারী ব্যবসা সম্পর্কে লাভ লোকসান অনিবার্য্য।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটী

সম্প্রতি মাদ্রাজের শ্রম ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভি, ভি, গিরি কতিপয় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিবার পর মাদ্রাজ পৌঁছিলে তিনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটীর কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রেরণের জন্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটী প্রশ্নাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নাবলীর উত্তর এবং মতামত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ১৬।১৭টি কমিটী গঠন করা হইবে। প্ল্যানিং কমিটীর রিপোর্ট দাখিল করিতে আরও ৮।৯ মাস সময় লাগিবে বলিয়া শ্রীযুক্ত গিরি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কমিটীর মতে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের স্ব-স্ব প্রদেশের শিল্পোন্নতির জন্য পৃথক পৃথক কমিটী গঠন করা উচিত।

অতঃপর মিঃ গিরি বলেন প্ল্যানিং কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিবার পর বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ্, ও ব্যবসায়ীগণকে লইয়া একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন গঠন করা হইবে। উহারা প্ল্যানিং কমিটীর শিল্পোন্নতি সম্পর্কিত সুপারিশ সমূহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজনানুরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ দিবেন।

মিঃ গিরি শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা সম্পর্কে পঞ্চম কিংবা দশম বার্ষিক একটি পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষপাতী। কমিটীর সাফল্য সম্পর্কে তিনি আস্থাবান। মিঃ গিরি ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন নিয়োগের সমর্থন করেন না।

কৃষকদের আর্থিক উন্নতি

বোম্বাই প্রদেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বোম্বাই সরকার শীঘ্রই বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে কতকগুলি বিল উপস্থিত করা বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি বোম্বাই সরকারের অর্থসচিব মিঃ এ, বি, লাথে এক বক্তৃতায় ঐরূপ পরিকল্পিত বিল সম্বন্ধে বলেন যে বোম্বাই সরকার বর্ত্তমানে কৃষকদের ঋণ লাঘব সম্বন্ধে, তাহাদের ভিতর যৌথ চাষাবাদ প্রণালী প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে, কৃষি পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে এবং কৃষকদের অবসর সময়োপযোগী পেশা সম্বন্ধে কয়েকটী আবশ্যকীয় বিল প্রণয়ণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কৃষিঋণ লাঘব আইনের বিলটীতে কৃষকদের ঋণভার তাহার আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী হ্রাস করা হইবে। অধিকন্তু তাহাদিগকে ঐ ঋণ কিস্তিবন্দি হারে ২০ বৎসর কালের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। কৃষকদের ঋণ মোচন বিষয়ে দেশের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। মহাজনের নিকট দেয় কৃষকের ঋণ উপযুক্তরূপ হ্রাস করা হইলে ঐ সকল ব্যাঙ্ক প্রথমতঃ খাতকের পক্ষে তাহা মহাজনদিগকে পরিশোধ করিয়া দিবে। পরে তাহারা ক্রমে ক্রমে ঐরূপ প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লইবে। বর্ত্তমানে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদিগকে উর্দ্ধপক্ষে সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। ভবিষ্যতে উহারা যাহাতে বেশী পরিমাণ ঋণ প্রদান করে সেজন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নির্দ্দেশ দিতে পারেন। কৃষিঋণ লাঘব আইন বলবৎ

হইলে উহাদ্বারা আপাততঃ দেড় হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি বিশিষ্ট কৃষকদিগকে উহার যাবতীয় সুবিধা সুযোগ প্রদান করা হইবে। ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিতে গিয়া সাধারণ ঋণ, সমবায় ঋণ এবং সরকারী ঋণ প্রভৃতি সমস্ত ধরণের ঋণই বিবেচনা করা হইবে। অন্যান্য ঋণের ন্যায় সমবায় ঋণ উপযুক্ত পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারকে নির্দ্দেশ দিবেন। ঋণভার প্রয়োজন মত হ্রাস করিয়া দেবার জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নিয়োগ করা হইবে।

ইক্ষু ও কার্পাস উৎপাদনের ব্যয়

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ এবং ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী সম্প্রতি যুক্তভাবে ভারতে ইক্ষু ও কার্পাস উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ঐ তদন্তের ফল বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করা হইতেছে। প্রথম খণ্ডে পাঞ্জাব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বোম্বাইয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মাদ্রাজ সম্পর্কে সম্প্রতি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

কাশ্মীর রাজ্যে সরকারী বীমা

সম্প্রতি কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যে একটী সরকারী বীমা স্কীম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্কীম অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বীমা বিষয়ে নানারূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে। প্রকাশ, এই স্কীমে বীমার দেয় প্রিমিয়াম অন্যান্য ভারতীয় কোম্পানীর তুলনায় কম করিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। তাহা ছাড়া দাবীর টাকা সহজে পরিশোধ করা সম্বন্ধে বিশেষ রকম সুব্যবস্থা হইবে।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইকনমিকস্

গত ২৭শে জানুয়ারী বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের আফিস ভবনে মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ ইকনমিক্সের বার্ষিক সভার অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়া ইনষ্টিটিউটের আগামী বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।—প্রেসিডেণ্ট—মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, ভাইস প্রেসিডেণ্ট—মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ জি ডব্লিউ টাইসন, ডাঃ এন এন লাহা, ডাঃ এইচ এল দে, ডাঃ এল মিমেনী। সদস্যগণ—মিঃ জি এল মেটা, ডাঃ এন সান্যাল, মিঃ জে এল পণ্ডিত, অধ্যাপক এন সি ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক মিহির সেন, মিঃ জে এন সেনগুপ্ত, মিঃ এস আর ঢাড্ডা, মিঃ এস আর বিশ্বাস, মিঃ অনাথ গোপাল সেন, মিঃ জে এন ভট্টাচার্য্য, মিঃ বি আর বিশ্বাস, মিঃ শচীন সেন, মিঃ বি সি ঘোষ (সেক্রেটারী), মিঃ হরিশ চন্দ্র সরকার (ট্রেজারার) মিঃ ডি এন গুহ (অডিটর)

কয়লা শিল্প ও কয়লার ব্যবসা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডে'র উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ এম এন মুখার্জ্জি উহার চতুর্থ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল কয়লা শিল্প ও কয়লার ব্যবসায়। মিঃ মুখার্জ্জি তাহার বক্তৃতায় বলেন—দেড় শত বৎসর যাবৎ আমরা কয়লা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। অন্যান্য বাণিজ্য ও শিল্পে ইহার প্রয়োগ আমরা শিখিয়াছি মাত্র ৫০ বৎসর যাবৎ। এই শিল্পের দিকে দেশের গবর্ণমেণ্ট এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ঔদাসিন্য এখন পর্য্যন্ত খুবই বেশী। তাহাছাড়া খনি পরিচালনার কাজে আমাদের কর্ম্মকুশলতারও অভাব রহিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের কয়লা শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল নহে। দেশের কৃষকদের মতই কয়লাখনির কর্ম্মচারীদের আর্থিক দুরবস্থা অবর্ণনীয়। ১৯১২ সালে বিহার, বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে পরিগণিত হয়। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কয়লা শিল্প কেবল বাঙ্গলাদেশেই নিবদ্ধ ছিল। অন্যান্য অনেক শিল্পের ন্যায় কয়লা শিল্পেও ইউরোপীয়গণেই প্রথমে আত্মনিয়োগ করে। বাঙ্গালীদের ভিতর যাহাদের ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তির অভাব ছিল না তাহারাও মূলধনের অভাবে কয়লা শিল্পে বিশেষ উদ্যোগ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অনেকে কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহা অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের হস্তে তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ঝরিয়া কয়লার খনিসমূহের মালিক পূর্ব্বে বাঙ্গালীরাই ছিল। পরে ইহাদের অধিকাংশই অবাঙ্গালীর হস্তে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা ২৫টী খনির মালিকই ছিল বাঙ্গালী। এখন মাত্র ৫টী খনির মালিক বাঙ্গালী। আমার বিশ্বাস কয়লা শিল্পের মারফতে কিছু পরিমাণ আমাদের দেশের যুবকদের অর্থ উপার্জ্জনের সংস্থান হইতে পারে। কয়লা খনির বৈদ্যুতিক বিভাগে, ইঞ্জিনীয়ার বিভাগে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে উচ্চ পদ লাভের সুযোগ আছে। ইহা ব্যতীত বহু কেরাণীরও আবশ্যক। কয়লার দালাল, কয়লার ব্যবসায়ী এবং কয়লার আড়ৎদার হিসাবে বর্ত্তমানে অনেক লোক অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। বর্ত্তমানে আরও লোক ঐসব ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনোপায়ের বিধান করিতে পারে।

বিভিন্ন দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ

ভারত গভর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল মার্কেটিং বিভাগের রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগ ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৪০ টাকা মূল্যের ১ কোটি ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ২৫২টি ডিম, ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৭১ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৬০ টুকরা চামড়া, ৮১ হাজার টাকা মূল্যের ১৩৩ গাঁইট তামাক এবং ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪০২ টাকা মূল্যের ২৮ হাজার ৬৩২ টন ঘিএর শ্রেণী বিভাগ ও মার্কেটিং করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার ফলের রস ও অন্যান্য দ্রব্যের গুণের সমতা রক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য দিল্লীতে শীঘ্রই একটি সম্মেলন হইবে বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০-৪১ সাল হইতে একটি মার্কেটিং বিভাগ গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাঙ্গলায় চিনির কলের সম্ভাবনা

বাঙ্গলা সরকারের সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এম, বি, মল্লিক ও রেজিষ্ট্রার মিঃ আরসাদ আলী সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ পরিদর্শন কালে সংযুক্ত প্রদেশের সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও কেইন কমিশনার মিঃ বিষ্ণু সহায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইক্ষু চাষীগণের স্বার্থরক্ষা কল্পে উক্ত প্রদেশের সমবায় সমিতসমূহের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে অবহিত হন।

প্রকাশ, বাঙ্গালা দেশে অদূর ভবিষ্যতে আরও কতিপয় চিনির কল স্থাপিত হইতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট এতৎসম্পর্কে পূর্ব্বেই সমবায় সমিতির জন্য ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে এই দিকে সংযুক্ত প্রাদেশিক সমবায় সমিতি সমূহের অভিজ্ঞতার বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

কুইলন ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন

সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দ্দেশ অনুসারে ত্রিবাঙ্কুর কুইলন ব্যাঙ্কের পাওনাদারদের এক সভায় উক্ত ব্যাঙ্কের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা আলোচিত হয়। পরিকল্পনাটি সম্পর্কে যে সকল সংশোধনের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে তাহা
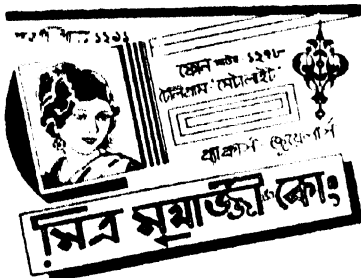
বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি অফিসিয়াল লিকুইডেটারের মারফৎ হাই কোর্টে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

'ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশন'

কলিকাতা ২৪নং রীচি রোড, বালীগঞ্জ হইতে মিঃ ডি, কে লাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি প্রেরণ করিয়াছেন :—

"ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশন" শীর্ষক আপনার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। অনেকের ধারণা এই প্রতিষ্ঠানটী কেবলমাত্র "ক্লিয়ারিং" বন্দোবস্তের জন্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাহা নহে। যখন উহার আইন কানুন তৈয়ারীর ভার আমার উপর ন্যস্ত হয় তখন যাহাতে উহা বাঙ্গলাদেশে একটী শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান হইয়া দেশীয় ছোট ছোট ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলির স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে সেই বিষয়ে আমার সম্যক্ দৃষ্টি ছিল। তাহা ছাড়া, আপনি যে ভাবে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খুলিবার আভাস দিয়াছেন তদনুরূপ একটী যৌথ অনুষ্ঠান গঠনে আমি ইতিমধ্যেই লিপ্ত হইয়াছি এবং আশা করা যায় যে উহা শীঘ্রই খোলা হইবে। শুনা যাইতেছে যে ভারত গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটা কড়া ব্যাঙ্কিং আইন পেশ করিবেন। সুতরাং যাহাতে আমাদের দেশীয় অনুষ্ঠান ভাল রীতিমত স্থায়ী হইয়া দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে সক্ষম হয় এবিষয়ে দেশবাসীমাত্রেই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আপনাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে আমি যে এই ধরণের কার্য্যে সফলকাম হইব তাহা আমার বিশ্বাস আছে।

বাঙ্গালা দেশের যে সমস্ত ব্যাঙ্কিং বা লোন কোম্পানী অথবা ব্যক্তিগত মালিকান কারবার বা ধনী এই যুক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া নিজেদের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় দেখা করিলে বা পত্রদ্বারা জানাইলে আমি বিশেষ সুখী হইব। বলা বাহুল্য, আমি এবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং আমার প্রেরিত স্কীম গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলে এই সমিতির সভ্য ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুযোগগুলি পাইতে সক্ষম হইবে।"

ইন্সিউরেন্স হেরাল্ড অফিসে প্রীতি সম্মেলন

গত ২৬শে জানুয়ারী ইনসিউরেন্স হেরাল্ড পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর মিঃ আশুতোষ ব্যানার্জ্জি মার্কেনটাইল এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব লণ্ডন-এর এ্যাকচুয়ারী মিঃ ডব্লিউ, এইচ, ক্লাউকে উক্ত পত্রিকা কার্য্যালয়ে এক প্রীতি সম্মেলনে অভ্যর্থনা করেন। মিঃ ক্লাউ পুনর্বীমা ব্যবসায় ও নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং পরিশেষে নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এন, কে, মজুমদার ও উক্ত আইন সম্বন্ধে বলেন।

মিঃ কে,এম, নায়ক, মিঃ এন, দত্ত, মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি, মিঃ এইচ, কে, সেন, মিঃ এন, কে, মজুমদার, মিঃ জি, বসু, মিঃ এস, সেন, মিঃ ই, ককর্যাম, মিঃ এস, বি, রায় চৌধুরী, মিঃ এস, আর, বিশ্বাস, মিঃ এস, এস, নাজির, মিঃ এন, কে, রায় এবং মিঃ এম, এন, দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বৃহৎ শিল্প ও ও মহাত্মা গান্ধী

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের ডেলিগেটগণ সেবা গ্রামে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে ডাঃ নারায়ণ স্বামী নাইডুর কোন এক প্রশ্নোত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বৃহৎশিল্পের উন্নতি বিধানের বিরোধী নহেন; তবে উহা কুটীর শিল্পের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না করে এতদসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। গান্ধীজী বলেন যে, বৃহৎ শিল্প সম্পর্কে তাঁহার অভিমত সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। কুটীর শিল্পের অধিকতর উন্নতি সাধন সম্পর্কে তিনি অর্থনীতিবিদ্‌গণের পরামর্শ লাভ করিতে চাহেন।

পুস্তক-পরিচয়

ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড্—নবম বার্ষিক সংখ্যা। সম্পাদক মিঃ এস সি রায় এম এ, বি এল। এই সংখ্যার মূল্য—এক টাকা। (সডাক বাৎসরিক—পাঁচ টাকা) আফিস ১।১ ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা।

বর্ত্তমানে এদেশে বীমা ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে বীমার যাবতীয় তত্ত্ব ও খুঁটিনাটী জানিবার প্রয়োজনীয়তা যেমন বাড়িয়াছে ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর সেবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার যথেষ্ট আগ্রহও দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় সম্পাদিত ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড্ নামক ইংরাজী মাসিক পত্রটী গত আট নয় বৎসর যাবৎ এদেশে বীমার বাণী প্রচারে যে সহায়তা করিতেছে তাহা আমরা অতীব উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির পথ সহজ করিয়া তোলাই হইয়াছে প্রথম হইতে উহার সুমহান ব্রত। আর জনসেবার সেই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে উহার কৃতকার্য্যতা অসামান্য রকমেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি আমরা ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লডের ১৯৩৯ সালের যে বার্ষিক সংখ্যাটী উপহার পাইয়াছি তাহা উহার প্রভূত উন্নতি ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট সমন্বিত ও প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠাযুক্ত এই বার্ষিক সংখ্যাটী বীমা বিষয়ক অনেক উপাদেয় রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে। আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মিঃ এল এস বৈদ্যনাথন, এফ আই এ, মিঃ এস সি মিত্র, ডাঃ জে জে কারসেটজী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকবর্গ উহাতে বীমার বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়া দেন। মিরর্ অব্ ন্যাশনাল প্রসপারিটী শীর্ষক অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ছোট বড় ৭৬টী বীমা কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা ও আর্থিক সংস্থিতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া নানা বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ সমূহ উহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের নিপুন সম্পাদনা ও কর্ম্ম কুশলতায় 'ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড' ইতিমধ্যেই দেশের শিক্ষিত পাঠক সমাজে স্থায়ী সমাদরের আসন লাভ করিয়াছে। এই বার্ষিক সংখ্যাটীও যে সকলে বিশেষ আগ্রহ ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লডের জয়যাত্রার পথে আমরা উহাকে আমাদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ফিনান্সিয়েল টাইমস্—অর্থনৈতিক বিষয়ক ইংরাজী মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীনীহার রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা। আফিস ১৬এ সেণ্ট্ জেমস্ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সম্প্রতি আমরা ফিনান্সিয়েল টাইমস্ নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের গত পঞ্চম বার্ষিকী সংখ্যাটী উপহার পাইয়াছি। এদেশে অর্থনৈতিক বিষয়ে একটী ইংরেজী উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের এতদিন খুবই অভাব ছিল। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ উল্লেখ যোগ্য নিপুণতার সহিত এই পত্রটী পরিচালিত হইতে থাকায় সে অভাব পূরণ হইতে চলিয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। প্রথম হইতে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতী লেখকদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ও সম্পাদকীয় রচনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া 'ফিনান্সিয়েল টাইমস্' সুধী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান 'পঞ্চম বার্ষিকী সংখ্যাটী উহার সে খ্যাতি আরও বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। এই সংখ্যায় গত ১৯৩৮ সালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটী সুচিন্তিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রহিয়াছে। তাহাছাড়া অধ্যাপক বি, মুখার্জ্জি ভারতে মৃত্যুহার সম্বন্ধে, ডাঃ বি কে মদন মাদক বর্জ্জন বিষয়ে, অধ্যাপক এম কে মুনিস্বামী প্রাদেশীক শিল্প পরিকল্পনা সম্বন্ধে, ডাঃ সুকুমার দাস পোষ্টাল ইন্সিওরেন্স বিষয়ে, মিঃ শচীন সেন কৃষিঋণ লাঘব আইন সম্বন্ধে ও অধ্যাপক এইচ ডি ঘোষ আধুনিক যান-বাহন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। ফলে কি রচনাসম্পদে, কি সম্পাদকীয় আলোচনা সকল দিক দিয়াই উহা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্বকীয় ঐকান্তিক চেষ্টায় 'ফিনান্সিয়েল টাইমস্' পত্রটীকে উন্নতির পথে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। আমরা তাহাকে এই কৃতকার্য্যতার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ভারতের নূতন উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে কলিকাতার এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। গত ১৯৩১ সালে একটি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। তারপর ক্রমোন্নতির সঙ্গে ১৯৩৬ সালে উহাকে একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। একদিকে পলিসি গ্রাহকদের বিহিত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা ও অপর দিকে কোম্পানীর আর্থিক সংস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই হইতেছে প্রথম হইতে এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ও কর্ম্ম কর্ত্তাদের লক্ষ্য। সেজন্য বীমা পত্র প্রদান বিষয়ে, কোম্পানীর অর্থ দাদন বিষয়ে এবং অন্য সকল প্রকারের আবশ্যকীয় বিষয়ে কোম্পানী সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ফলে এই কোম্পানীটির উপর জনসাধারণের আস্থা দিন দিন খুবই বাড়িতেছে আর তৎসম্বন্ধে কার্য্য-সম্প্রসারণের দিক দিয়া উহার উল্লেখযোগ্য উন্নতিও সাধিত হইতেছে।

সম্প্রতি আমরা এসিয়া মিউচুয়াল কোম্পানীর গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায়যে আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১ হাজার ৩৮২টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। ঐ প্রস্তাব গুলির মধ্যে ১ হাজার ২৩৪টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ২২৬ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন। নূতন বীমা সহ বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৭১ টাকা।

এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৭৯ হাজার ২৪৮ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ হাজার ৮৩৬ টাকা এবং অন্যান্য দফায় কোম্পানীর আরও ১ হাজার ২৯১ টাকা আয় হয়। এই আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৩ হাজার ৬৯৬ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৪৮০ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৬ হাজার ৪৩৮ টাকা ব্যয় করেন। বাকী টাকা বিভিন্ন তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭৬ হাজার ৪১৪ টাকা বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৮০ হাজার ৯০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বীমা ব্যবসায়ে বিভিন্ন কোম্পানীর ভিতর প্রতিযোগিতার ভাব বলবৎ থাকা সত্বেও কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই তাহারা অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা খুবই সুখের বিষয়।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে বিভিন্ন দিক দিয়া বৎসরের শেষে এসিয়া মিউচুয়াল কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৩১ টাকা। ঐ দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—পলিসি বন্ধকে দাদন ৪ হাজার ৩১০ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৪৮ হাজার ২৯৩ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫০০ টাকা, লক্ষীনারায়ণ কটন মিলস্ লিমিটেডের শেয়ার ১ হাজার টাকা, বাড়ী ঘর ২৮ হাজার ৫৮৩ টাকা, ব্যক্তিগত জামিনে ও বাড়ীঘর বন্ধকে ঋণ ৬ হাজার ৯৮৪ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ হাজার ৮৯৬ টাকা। ঐ সমস্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। বীমা তহবিলের প্রায় ৭০ ভাগই সরকারি সিকিউরিটিতে দাদন থাকায় কোম্পানীটিকে বিশেষ নির্ভর যোগ্য বলা যাইতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জ্জি ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে এবং মিঃ জে এল সাহা ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। কোম্পানী বর্ত্তমান সাফল্যের জন্য কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড এবং বিশেষভাবে মিঃ জে এল সাহার কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করিতেছি। কলিকাতা ৭নং রাধাবাজার লেনে 'এসিয়া মিউচুয়ালের' হেড্ অফিস অবস্থিত।

বোম্বে মিউচুয়ালের নূতন বাড়ী

আমরা অবগত হইলাম যে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানী কলিকাতায় তাঁহাদের নিজস্ব একটী বাড়ী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে নূতন হাওড়া পুল নির্ম্মিত হইতেছে তাহার গোড়া হইতে একশত ফুট চওড়া একটী রাস্তা ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত গির্জ্জার পাশ দিয়া ডালহৌসী স্কোয়ারের সহিত মিলিত হইবে। বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানী উক্ত গির্জ্জার নিকটে প্রস্তাবিত নূতন রাস্তার উপরে প্রায় ২৫ কাঠা পরিমিত জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই জমির চারদিক দিয়াই রাস্তা হইবে। উহার উপর বোম্বে মিউচুয়ালের কর্ত্তৃপক্ষ ৮ হইতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী ছয়তালা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবেন। প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই একটী সুপ্রসিদ্ধ বিদেশী ব্যাঙ্ক উপরোক্ত বাড়ীর একতলা ভাড়া নিবার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। স্থানটী সরকারী ও বে-সরকারী বড় বড় অফিসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইবে বলিয়া উহার উপর নির্ম্মিত বাড়ীতে বেশ ভালরূপ ভাড়া পাওয়া যাইবে বলিয়া বোম্বে মিউচুয়ালের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন। তাঁহাদের ধারণা যে উপরোক্ত বাড়ী নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইবে তাহার উপর তাঁহারা শতকরা বার্ষিক ৫ টাকারও অধিক আয় করিতে পারিবেন।

বোম্বে মিউচুয়াল ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নিরাপদ বীমা কোম্পানীর অন্যতম। বাঙ্গলা দেশেও এই কোম্পানীর খুব ভালরূপ কাজ হইতেছে। উহাদের এই নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে বাঙ্গলায় কোম্পানীর মর্য্যাদা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্পোরেটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার টালীগঞ্জস্থ ২৩ নং রসা রোডে (সাউথ) কর্পোরেটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মিঃ এ কে এম জ্যাকারিয়ার সভাপতিত্বে একটি নূতন শাখা অফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন বসু চৌধুরী নূতন শাখা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবৃত করিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে মিঃ জ্যাকারিয়া জগতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প প্রসারের সহায়তায় ব্যাঙ্কের উপযোগিতা অপরিহার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ সি কে চাটার্জ্জি এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের তত্ত্বাবধানে উদ্বোধন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। সমবেত অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

এই ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৫শে জানুয়ারী রাজকুমার পি এন মালিয়া নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের রাণীগঞ্জ শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কলিকাতা হইতে আগত কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি ঢাকা ও বরিশালে এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দুইটী শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয় ঢাকা আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বরিশাল ব্যাঙ্কটীর উদ্বোধন করেন বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মিঃ শরৎ চন্দ্র গুহ এম-এ, বি-এল মহোদয়। এই দুই স্থানের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন

করিয়া ব্যাঙ্কের প্রভিন্সিয়াল ম্যানেজার মিঃ এন এন গুহ চৌধুরী সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ্ ইন্সিওরেন্স্ কোং লিঃ

বেঙ্গালোরের এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ভি, রঙ্গস্বামী গত ২১শে জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৯৭ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে মাদ্রাজে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বি-এ, ও এল-এল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ এডভোকেটরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। অতঃপর ১৯২৫ সালে তিনি 'এসিয়াটিক' কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় 'এসিয়াটিক' কোম্পানীর দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ঐ কোম্পানীর একটী প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এক দিকে 'এসিয়াটিক' কোম্পানী ও অপর দিকে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। আমরা পরলোকগত এই কৃতী পুরুষের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করিতেছি।

বোস গ্লাস ওয়ার্কস্

গত ১৮ই জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জ লক্ষ্মণখোলাস্থ বোস্ গ্লাস ওয়ার্কস কারখানার শুভ উদ্বোধন উৎসব আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিমিটেডের অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু মহাশয় এই গ্লাস ওয়ার্কসটী কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন—তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুনীলকুমার আর পড়াশুনা না করিয়া ব্যবসায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। সূর্য্য বাবু তাহাকে নিরুৎসাহিত না করিয়া নিজে চেষ্টা উদ্যম দ্বারা তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সম্মতি দেন। শ্রীমান সুনীলের উপার্জ্জিত টাকা এবং সূর্য্য বাবুর আর্থিক সাহায্যেই এই প্রতিষ্ঠানটী অল্প দিনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য স্যার পি, সি, রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের যুবক সম্প্রদায়কে সুনীল কুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শ্রীযুত নলিনীকিশোর গুহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৫শে জানুয়ারী যুক্ত প্রদেশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত সম্পূর্ণানন্দ ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের বারাণসী শাখার আফিস উদ্বোধন করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের মাণিকতলা (কলিকাতা) শাখার আফিস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীযুত কালীচরণ সেন ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও উক্ত ব্যাঙ্কটী বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সুপরিচালনায় কিরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় এজেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রণয়ভূষণ বসু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে জানুয়ারী ২৮১ নং অপার চীৎপুর রোডে কুমিল্লার পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হাটখোলা শাখা স্যার হরিশঙ্কর পালের সভাপতিত্বে উদ্বোধিত হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত এম এল এ (কেম্ব্রিজ) তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। স্যার হরিশঙ্কর পাল এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যার কথা আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি পাওনিয়ার ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বলেন 'পাওনিয়ার ব্যাঙ্কের কাগজপত্র দেখিয়া আমি খুবই প্রীত হইলাম। একটী ছোটখাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য্য সুরু করিয়া এই ব্যাঙ্কটী উল্লেখযোগ্য ভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া চলিয়াছে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। মিঃ অখিল চন্দ্র দত্তের মত খ্যাতনামা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচালনায়ই ব্যাঙ্কটীর এত দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। আমার বিশ্বাস আছে তাঁহার এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য পরিচালক বর্গের সুনির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়া ব্যাঙ্কটী সর্ব্বথা নিরাপদ মূলক কার্য্য নীতি অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাহা ছাড়া আমি আশা করি ব্যাঙ্কটী কোন দিকদিয়া জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

হিন্দুস্থান বীমা কোং লিঃ

লাহোরের হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ঐ কোম্পানী গুটাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়া তৎসম্পর্কে অনুমতি প্রদানের জন্য লাহোর হাইকোর্টে একটি আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স্ কোং লিঃ

'বিশ্বভারতীর' ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ নেপালচন্দ্র রায় এম-এ সম্প্রতি এসোসিয়েটেড্ ইণ্ডিয়া (প্রভিডেণ্ট) ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী
নিউ ইণ্ডিয়া মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ শ্রীকিশন বক্স। সাধারণ ব্যবসায়ী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১নং সুস্তি বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া মাইনিং কর্পোরেশন লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ বি কাহুড়িয়া। খনি ক্রয় ও পরিচালনার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্ কলিকাতা।

ব্রহ্মপুত্র ম্যাচ ওয়ার্কস্ লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ মোহন লাল নাথ। দিয়াশলাই নির্ম্মাণের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২৬ বড়তলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ ভবন লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ আশুতোষ আচার্য্য। আয়ুর্ব্বেদীয়, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস পুরাণ বাজার, ত্রিপুরা।

আর এম দাস এণ্ড সন্স লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ আর এম দাস। জমি বাড়ী ও সম্পত্তি খরিদ ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩০ এলগিন রোড—কলিকাতা।

মডার্ণ এজেন্‌সী লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ সাগরচাঁদ উয়াডেরা। এজেন্সীর ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা।

কৃষি ঋণ মোচনের উপায়

'ফিনান্সিয়েল টাইমস' নামক মাসিক পত্রের গত জানুয়ারী সংখ্যায় মিঃ শচীন সেন এম, এ বি-এল 'স্টেট লেজিসলেসন' নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—ঋণ পরিশোধ করা বিষয়ে আমাদের দেশের কৃষকদের বর্ত্তমান অক্ষমতাই তাহাদের ঋণভার মোচনের প্রধান প্রতিবন্ধক। কৃষকদের পক্ষে টাকা কর্জ্জ করা নানাকারণে খুবই স্বাভাবিক। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ এরূপ যে দৈনন্দিন আহার্য্য সংস্থান করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের হাতে সম্বল কিছুই থাকে না। সেজন্য ফসল বুনিবার সময় ও ক্ষেতের ফসল না পাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ই তাহারা টাকার অভাব বোধ করিয়া থাকে ও ঋণ করিতে বাধ্য হয়। যদি ফসলের উৎপাদন ও উহার প্রাপ্য মূল্য যথেষ্ট না হয় তবে ঐ ঋণ পরিশোধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কৃষকদিগের ঋণভার মোচন করিতে হইলে আজ একদিকে যেমন কৃষকদের অল্প সুদে ও উপযুক্ত সর্ত্তে সময়োচিত ঋণ পাওয়ার সুব্যবস্থা করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনই তাহাদের যাহাতে বেশী ফসল উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহারা যাহাতে উৎপন্ন ফসলের ভালরূপ মূল্য পায় সে সম্বন্ধেও উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে। মোট কথা একদিকে ঋণ প্রদানের সুবন্দোবস্ত এবং অপরদিকে কৃষকদের অর্থাগমের উপায় বৃদ্ধিই হইতেছে কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার একমাত্র সদুপায়। এই অবস্থায় কৃষকদের প্রকৃত উপকারার্থ কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে হইলে তাহা নিম্নলিখিত দিকে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন—(১) কৃষকদিগকে অল্প সুদে সময়োচিত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা (২) উৎপন্ন কৃষি পণ্যের বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত (৩) প্রয়োজন মত সরকারী অর্থ সাহায্য ও রক্ষণ শুল্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা (৪) যানবাহনের আবশ্যকানুরূপ উন্নতি (৫) জন-স্বাস্থের উৎকর্ষতা বিধান (৬) কৃষকদের ভিতর আবশ্যকীয় শিক্ষার প্রসার (৭) চাষ প্রণালীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন (৮) কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের অবসর সময় লাভজনক কার্য্য ও ব্যবসায় নিয়োগ করে তাহার ব্যবস্থা (৯) সমবায় নীতির প্রচলন (১০) কৃষকেরা যাহাতে সঞ্চয়শীল হয় ও তাহারা যাহাতে ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক উৎসবাদিতে অমিতব্যয়িতার পরিচয় না দেয় তদপোযোগী মনোবৃত্তি গঠন।

জাপানের আর্থিক অবস্থা

চীনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার পর হইতে জাপানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ আতঙ্ক জনক খবর প্রচারিত হইতেছে। সম্প্রতি জাপানীদের পরিচালিত (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত) ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্র গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় এসম্বন্ধে লিখিতেছেন—জাপান সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ নানাজনে নানারূপ অবাস্তর ভবিষ্যৎবাণী করিয়া আসিতেছেন। যাট বৎসর পূর্ব্বে যখন জাপান বাহিরে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য অভিযান সুরু করে তখন বিদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ এরূপ ঘোষণা করেন যে জাপানের উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক ধনসম্পদের পরিমাণ যেরূপ কম তাহাতে তাহার রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য কখনও ১০ কোটি ইয়েনের উপর যাইতে পারে না। কিন্তু ১৯৩৭ সালে জাপানের রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য উহার ৩০ গুণ পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৩০০ কোটি ইয়েন দাঁড়াইয়াছে। ১৯০৪ সালে রাশিয়ার সহিত যখন জাপানের যুদ্ধ বাঁধে তখন কেহ কেহ এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের উন্নত সমরোপকরনের সমক্ষে অনভিজ্ঞ জাপান চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু ফল দাঁড়াইয়াছিল অন্যরূপ। তারপর যখন ১৯৩২ সালে জাপান মাঞ্চুকোতে তাহাদের আধিপত্য সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই বলিয়াছিলেন যে মাঞ্চুকো করায়ত্ব রাখিতে গিয়া জাপানের কেবল ব্যয় বহরই বৃদ্ধি পাইবে—আসলে উহা তাহার কোনরূপ উপকারে আসিবে না। কিন্তু ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৩১ সালের মাঞ্চুরিয়া ঘটনার পর জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে যখন চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় তখন সকলদিক দিয়া জাপানের প্রাচুর্য্য বজায় ছিল। রপ্তানী বাণিজ্যও ছিল সর্ব্বথা অনুকূল। পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য মন্দার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে উহা কিছু হ্রাস পায়। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া যায়। কিন্তু অপরদিকে জাপানের আমদানী বাণিজ্যও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ অনুপাতে নামিয়া আসে। ফলে শেষ পর্য্যন্ত জাপানের বাণিজ্যপাল্লা প্রকারান্তরে পূর্ব্বের তুলনায় তাহার অনুকূলই হয়। ১৯০৪ সালে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইবার সময় জাপানকে বিদেশ হইতে ঋণ করিতে হইয়াছিল। এবার চীনের সহিত যুদ্ধ চালাইতে গিয়া জাপানকে কোন ঋণ করিতে হইতেছে না। ইহা জাপানের আর্থিক সঙ্গতিরই পরিচায়ক।

পাটচাষী ও গবর্ণমেণ্ট

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ও অন্যান্য দিক দিয়া পাটচাষীদিগকে সাহায্য করা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদাসীন নিষ্ক্রিয় নীতির উল্লেখ করিয়া 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যা লিখিতেছেন :—আগামী মরশুমের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। সম্প্রতি পাটের দর ভালরূপ চড়িতে আরম্ভ করিয়াও বর্ত্তমানে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহার অন্য কারণ যাহাই থাকুক না কেন আগামী বৎসরে বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া পাটকলওয়ালারা কম পাট মজুদ থাকা সত্ত্বেও পাট ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছে এবং তাহাতে পাটের দামের চড়তি যে বন্ধ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। নূতন ফসল আবাদের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচারকার্য্য আরম্ভ করা হইতেছে না। ইহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে প্রভাবশীল পাটকলওয়ালাদের চাপে পড়িয়া গবর্ণমেণ্টও ঐ সম্বন্ধে কিছু করিতে সম্মত নহেন। গবর্ণমেণ্ট হয়ত এই অজুহাতই দিতে চেষ্টা করিবেন যে, যে পর্য্যন্ত পাট তদন্ত কমিটীর তদন্তের ফল না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু পাট তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা করিতে হয় তবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই নূতন মরশুমের পাট বুনা হইয়া যাইবে। এ বৎসর পাটের দর চড়িয়াছে অনেক বিলম্বে। অনেক পাটচাষী পূর্ব্বেই পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই তাহারা চড়া দামের সুবিধা বিশেষ কিছুই পায় নাই। আগামী বৎসর যদি চাহিদার অনুপাতে বেশী পাট উৎপাদন হয় তবে তাহাদিগকে পুনরায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। অপর দিকে পাটের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে এবং কৃষকেরা যাহাতে বেশী সময় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এখনও কিছু করিতেছেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ শুনা গিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট পাটচাষীদের হিতকল্পে পাটের ফাটকা বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবিষয়েও এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতৎপরতার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছেন না।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহেও পূর্ব্বের মত টাকার বিশেষ টান অনুভূত হইয়াছিল। কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সুদের হারও ২।০ আনা হারে বলবৎ ছিল। তবে অদূর ভবিষ্যতে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠার আভাষ এখন কতকটা পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে ১ কোটি টাকার নূতন বিল বিক্রয় করা হইতেছে। অপর দিকে এক্ষণে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতিসপ্তাহে আড়াই কোটি টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বক্রীত ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বাবদ এসপ্তাহে ১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহে ৫৫ লক্ষ টাকা ও পরবর্ত্তী সপ্তাহে ঐ বাবদ ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হইবে। কাজেই দেখা যায় বাজারে যে পরিমাণে টাকা ফিরিয়া আসিতেছে আসলে সে তুলনায় টাকা নিয়োজিত হইতেছে কম। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেও টাকার বেশী পরিমাণ চাহিদা কিছু দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় টাকার বাজারে বেশী পরিমাণ টাকা জমিয়া যাইতে থাকিলে তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত টাকার বাজারে স্বচ্ছলতা আসিবার কথা। গভর্ণমেণ্ট নানাভাবে সেই স্বচ্ছলতা প্রকাশ পাইতে দিতেছেন না। কিন্তু আর বেশী দিন যে টাকার বাজার চড়া রাখা সম্ভবপর হইবে নানাদিক বিবেচনা করিয়া আমাদের পক্ষে তাহা মনে করা কঠিন।

গত ৩১শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯।/৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯।/৬ পাই দরের শতকরা ৯২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২।/৯ পাই। এ সপ্তাহে তাহা সামান্য কিছু বাড়াইয়া মোট ২।/০ আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে ১৯৩৮ সালে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য ও টাকার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত ভাবে তাহাদের বার্ষিক সুদের হার শতকরা ৩ টাকা হারেই বলবৎ রাখিয়াছিলেন। টাকার বাজারে টাকার সুদের হার বৎসরের অধিকাংশ সময়ই অনেকটা স্থির হারে বলবৎ ছিল। তবে বৎসরের শেষে তাহা ২॥ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। ১৯৩৭ সালে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল শতকরা ৮/৪ পাই। ১৯৩৮ সালে উহার গড় হার দাঁড়ায় ১১০ পাই। প্রথমে লণ্ডনে ট্রেজারী বিলের হার বৃদ্ধির সঙ্গেই ভারতবর্ষে ট্রেজারী বিলের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে যদিও তাহার সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়াই উহা চড়া হারে বলবৎ রহিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে তাহা কমিয়া ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষের অনুকূল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮ সালে তাহা কমিয়া ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা হয়। গত ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং খরিদ করেন। ১৯৩৮ সালে তাহাদের ষ্টার্লিং খরিদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৭শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮০ কোটি ৬৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহেই তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ১১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ছিল।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে। অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{২৯}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডি এ ৪ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{১৬}$ পে
ডি এ ৬ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৮}$ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	,,	৮৬$\frac{১}{৪}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭॥০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৩রা ফেব্রুয়ারী

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কার ভাব বজায় থাকায় গত সপ্তাহে লণ্ডন ও নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে একটা মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। তাহার ফলে কলিকাতার শেয়ার বাজারেও গত সপ্তাহে একটা নিরুৎসাহভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্বকার উদ্বেগ আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলার তাহার বক্তৃতায় নূতন ভাবে কতকগুলি পুরানো দাবী দাওয়া করিবেন বলিয়া যাহারা আশঙ্কা করিতেছিলেন হের হিটলারের বক্তৃতার পর তাহারা পুনরায় অনেকটা আশান্বিত হইয়াছেন। হের হিটলার তাহার বক্তৃতায় উপনিবেশ দাবীর কথা তুলিয়াছেন সত্য কিন্তু অবিলম্বেই এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হইবে তাহার বক্তৃতায় এরূপ কোন আভাষ নাই। কাজেই ইউরোপে অতি শীঘ্রই কোন যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া অনেকেই এক্ষণে আশ্বাস বোধ করিতেছেন। নূতন ভাবে এইরূপ আশা-ভরসার ভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে পুনরায় একটা উৎসাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহাতে এ সব বাজারে শেয়ার মূল্যের হারও কিছু চড়িয়াছে। বাহিরের বাজারের এই উন্নতি লক্ষ্য করিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরাও অনেকটা উৎসাহিত হইয়াছে। আর তাহার ফলে বাজারে বেচা-কিনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—বিভিন্ন বিভাগে দামের হারও অপেক্ষাকৃত চড়া দেখা গিয়াছে। এ সপ্তাহে ইতুজ্জুহা উপলক্ষে বাজার দুই দিন বন্ধ ছিল। সেই হিসাবে এ পর্য্যন্ত মাত্র তিন দিন বাজারে কাজ-কর্ম্ম হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কার ভাব বলবৎ থাকায় কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের হার পড়িয়া যায়। ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম নিম্নে ৯৬।০ আনা পর্য্যন্ত পৌছে। এসপ্তাহে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আশা ভরসার ভাব সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে কোম্পানীর কাগজের দামের হার পুনরায় চড়িতে আরম্ভ করে। লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটীর দাম যেরূপ চড়া দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐ বাজারের অনুকরণে কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের চড়া ভাব বজায় থাকিবে বলিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। অদ্য বাজারে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭॥০ আনা ৩ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৯৭৮/০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এসপ্তাহে সামান্য কিছু উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি কয়লার টেণ্ডারের যে ফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মোটামুটি ভাবে সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। কাজেই কয়লা শিল্প ও ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে আশা ভরসা পোষণ করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিতে হইবে। তবে বাজারে কয়লার খনির শেয়ার মূল্য এখনও চড়িতেছে না তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩২৬ টাকা, বরাকর ১৩৮ টাকা ও ইকুইটেবল্ ১৩৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

সমরায়োজনের জন্য বিস্তর পরিমাণ পাটের থলের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে জনরব চলিতেছিল এ সপ্তাহে কম বেশী পরিমাণ বলবৎ আছে। ফলে পাটকলের শেয়ার বাজারও শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা চড়াই রহিয়াছে। এই বিভাগের ব্যবসায়ীরা পাটকলের শেয়ার বিষয়ে বর্ত্তমানে একটা আস্থার ভাবই পোষণ করিতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৫॥৮/০ আনা ও কামার হাটি ৫১৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ষ্টীল কর্পোরেশন ও ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে বাহিরে বাজারে যে উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহাই দাম এইরূপ চড়িবার কারণ। বোম্বাই বাজারে ইস্পাত কোম্পানীর শেয়ার মূল্য যদি বাড়িয়া যায় তবে তাহার সঙ্গে এখানকার কোম্পানী সমূহের মূল্যও কিছু চড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৯৷৮/০ আনা এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম ১১॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিকিকিনিতে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲	সুদের কোম্পানীর কাগজ	...	৮৭॥/০,৮৮॥০
৩৲	,, নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)		৯৭৸৵০,৯৭।/৬,৯৭৸/০,৯৭৸০
৩॥০	,, কোম্পানীর কাগজ		৯৭।/০,৯৬॥৶/০,৯৬৸/০,৯৬।৸০,৯৬।০,৯৬॥০, ৯৭॥০,৯৭।/০,৯৭।০,৯৬।৵০,৯৬॥৵০,৯৭৲,৯৭/০,৯৭৵০,৯৭৲
৩॥০	,, ঋণ (১৯৪৭-৫০)	...	১০৪॥/
৪৲	,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	...	১১০৸০,১১০৸৵০
৫৲	,, ঋণ (১৯৪০-৪৩)	...	১০৪॥৶৬
৫৲	,, ঋণ (১৯৪৫-৫৫)		১১৫।০,১১৫৲,১১৪৸০,১১৪৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী) ... ১,৫৪৯৲,১,৫৪০৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ... ৩৭৫৲,৩৭৬৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ... ১১১৷৷০,১১২৲

কয়লার খান

বরাকর (প্রেফ) ... ১৩৬৲,১৩৭৲,১৩৮৲
ধেমোমেইন ... ১২৵০১২।৵০,১২৷৷৵০
ইকুইটেবল (অডি) ... ৩৪৸৶০
ঘুসিক ও মুশ্লিয়া ... ২৷৷০
হরিলাদী ... ১৪।০১৪।৵০,১৪৷৷৵০
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ... ১৷৷৶০,১৸৴০
মুগুলপুর ... ৮৸০,৯৲,৯।০
নাজিরা ... ৮।০,৮৷৷০,৮।০
নিউ বীরভূম (অডি) ... ১৬৷৷০,১৬৸৵০
নিউ বীরভূম (প্রেফ) ... ১৪৵০
সাউথ কারানপুরা ... ৪৷৷০,৪৷৷৵০

কাপড়ের কল

জীবজীরাও কটন ... ১৪৷৷০,১৪৸০
মোহিনী মিলস (অডি) ... ১০৸০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বৃটেনিয়া বিল্ডিং এ্যাণ্ড আয়রণ ... ৮৲
হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (প্রেফ) ... ২৴০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ২৮।০,২৮৷৷০,২৭৸৵০,২৮৵০,২৮।৵০,২৮।৴০,
২৭৸৶০,২৭৸০,২৮৲,২৮৵০,২৮৸০,২৮৸৴০,২৮।৶০,২৮।৵০,২৮।৶০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৯৶০,২৯।৴০,২৯।৵০,২৯৷৷৵০,২৯৵০,২৯৷৷৴০,
২৯৶০,২৯।০,২৯৵০
মার্শালস ... ১৷৷৶০,১৸৴০,১৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি) ১০৶০,১০।৶০,১০৷৷০,১০৵০,১০।৵০,৯৸৶০,১০৲,
১০।৶০,১০।৵০,১০৷৷০,১ ৴০,১০।৴০,১০৵০,১০৲,১০।০,
১০।৵০,১০।৶০,১০৷৷৶০,১০৷৷৴০,১০৸৴০,১০৷৷০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি) ১১৷৷০,১১৸০,১১৷৷৴০,১১৷৷৵০,১১৸৵০,
১১৷৷৶০,১১৷৷০,১১৷৷৴০
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯৫৲,৯৩৸০,৯৪৸০,৯৪৷৷০,৯৪৲,৯৫৲,৯৩৲,৯৪৷৷০
ষ্টীল প্রডাক্টস ... ১৸০

পাটকল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি) ৩৪৬৲,৩৫০৲,৩৪২৲
অকল্যাণ্ড ১৮৭৲
বরানগর (অডি) ১৫০৷৷০,১৪৫৲
বেলভেডিয়ার ৩৬১৲,৩৬২৲,৩৬০৲,৩৫৭৲,৩৬২৲,৩৬৪৲,৩৫৮৲,৩৬০৲
ক্যালেডোনিয়া (অডি) ... ৩৬৬৲
চাপদানী ... ১৫৪৲,১৫৫৲
ক্লাইভ (অডি) ২৬।৴০,২৯৷৷৴০,২৬৸৴০,২৬।৵০,২৬৷৷০,২৬৸০,২৫৸০,
২৫৸৵০,২৫৸০,২৫৸৵০,২৬৴০,২৬।৴০
ক্লাইভ (৬৲ সুদের প্রেফ) ... ১৪৫৲
ডেল্টা ... ৩৭৬৲,৩৭৭৲

কোর্ট উইলিয়াম	...	১৪৯৲,২৫১৲,২৫২॥০
গৌরীপুর (অর্ডি)	...	১৭।০,১৭॥০
হাওড়া (অর্ডি)		৫৪৸৶০,৫৫।০,৫৫॥০,৫৫৸০,৫৫॥৵০,৫৫।৵০,৫৫।০,৫৪৸৵০, ৫৪৸৶০,৫৫।৶০,৫৫/০,৫৫।০,৫৫।/০
হুকুমচাদ	...	৬।৶০,৬৸০,৭৲
ইণ্ডিয়া	...	৩১৪৲
কামারহাটী (অর্ডি)		৫১৮৲,৫১৮॥০,৫২১॥০,৫১৭॥০,৫২০॥০,৫১৬৲,৫১৫৲, ৫১১৲,৫০৯৲,৫০৬৲,৫১০৲
কাঁকনাড়া (অর্ডি)	...	৩৮৫৲
খরদহ (প্রেফ)	...	১৩২৲
ল্যান্সডাউন (অর্ডি)	...	১৬০৲
ন্যাশনাল		২২॥০,২২।৵০,২২॥৵০, ২২॥০
নিউ সেণ্ট্রাল	...	৩০১৲, ২৯৮॥০
নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ)		১৪৪৲
নর্থ ব্রুক	...	৩৫॥০ ৩৫৸০ ৩৬৲
নদীয়া	...	৪৬॥০
ওরিয়েণ্ট	...	১৮৯॥০,১৮৫৲,১৮২৲
প্রেসিডেন্সী	...	৩৸/০,৩৸৵০
রামেশ্বর (অর্ডি)	...	৬॥০
রিলায়ান্স (অর্ডি)	...	৬৩৲,৬৩॥০
রিলায়ান্স (প্রেফ)	...	১৫৪৲
ওয়েভারলি	...	১।০

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন		৫৸০,৫৸৵০,৫॥৶০,৫৸৶০,৫॥/০,৫॥৵০,৫৸/০,৫৸০ ৬৲,৫॥৶০,৫৸০,৬৵০
কনসোলিডেট টিন	...	৬।০,৬৵০,৬।৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন		২/০,২৶০,২৵০,২।০,২/০,২৶০,২/০,২/০
টেভয় টীন	...	১।৵০,১॥/০

চিনির কল

বলরামপুর	...	৯।৵০
বুল্যাণ্ড	...	১২৸৵০
রেঙ্গা	...	১৩॥০
রিয়াম	...	১৫৲

চা বাগান

সেণ্ট্রাল কাছাড়	...	৬৮৲,৬৯৲

পাটের বাজার

কলিকাতা ৩রা ফেব্রুয়ারী

এ সপ্তাহে ঈতুজ্জুহা উপলক্ষে গত ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী পাটের বাজার বন্ধ ছিল। সে হিসাবে এ পর্য্যন্ত মাত্র তিন দিন বাজারে বিকিকিনির কাজ হইয়াছে। এই তিন দিন সামান্য কমবেশী পরিমাণে গত সপ্তাহের মতই বাজারে পাটের দরের তেজীভাব বলবৎ ছিল। গত ২৫শে জানুয়ারী ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৪১॥৶০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ৪১৵০ আনা দাঁড়ায়। ৩০শে জানুয়ারী তাহা যথাক্রমে ৪১৵০ আনা ও ৪০॥৵০ আনায় নামিয়া আসে। ৩১শে তারিখ দামের হার পুনরায় কিছু বৃদ্ধি পায়। ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী বাজার বন্ধ থাকে। ৩রা ফেব্রুয়ারী দামের হার আরও বাড়িয়া গিয়া সর্ব্বোচ্চে ৪২॥০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪১॥৵০ আনা হয়। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ ৳	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দব	বাজার বন্ধের দর
২৮শে জানুয়ারী	৪১॥৵	৪১৵০	৪১॥০
৩০ " "	৪১৵	৪০॥৵০	৪১৲
৩১ " "	৪১॥৵০	৪১৸৵০	৪১৸৵০
৩রা ফেব্রুয়ারী	৪২॥০	৪১॥৵০	৪২।০

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ একটা জোর গুজব প্রচারিত হয় যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সমরায়োজনের কার্য্যনীতি অনুসারে ভারত সরকারকে ভারতে প্রভূত পরিমাণ পাটের থলে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ভারত সরকারও ঐ নির্দ্দেশ অনুসারে পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন। এইরূপ অর্ডার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত সঠিক কিছু জানা যায় নাই। কিন্তু ঐ জনরবের জন্য পাটের থলের বাজার ও তৎসঙ্গে কাঁচা পাটের বাজার এখনও বেশ চড়াই রহিয়াছে। পাটের থলের অর্ডার সম্বন্ধে প্রচারিত গুজব যদি সত্য হয় তবে তাহাতে পাটের দর অদূর ভবিষ্যতে আরও চড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু আসলে যদি অর্ডার পাওয়ার সংবাদ মিথ্যা বলিয়াও প্রমাণিত হয় তথাপি বর্ত্তমানে পাটের দর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা নানা কারণে যেরূপ অশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে এবং ফ্যাসিষ্ট শক্তি ও ডেমোক্রেসী পন্থীদের ভিতর উগ্র রেষারেষির ভাব ক্রমেই যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে একটা যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা সহজে বিদূরিত হইবার নাই। যুদ্ধ বাধিলে যখন পাটের থলের প্রয়োজনীতা হওয়ার কথা আছে তখন এই অবস্থায় ইউরোপীয়

শক্তিপুঞ্জ পূর্ব্ব হইতেই পাটের থলে কিনিয়া মজুদ রাখিবার আবশ্যকতা বোধ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। কাজেই এই জন্য চটকলে থলে নির্ম্মাণের কাজ বাড়িবার ও তৎসঙ্গে পাটের দাম চড়িবার সম্ভবনা বাস্তবিক পক্ষেই রহিয়াছে। অপর দিকে পাটের থলে ও চটের বাজার ক্রমেই যেরূপ চড়া দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐ হেতু অন্ততঃ বিদেশী খরিদ্দারেরা এখন বেশী পাট ক্রয় করিতে যত্নবান হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এ বৎসর চাহিদার অনুপাতে পাটের যোগান বেশী হয় নাই। কাজেই এই অবস্থায় পাটের দরের তেজীভাব বলবৎ থাকিবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। তবে ঐসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সকল দিক দিয়া দাম চড়া থাকিবার সুলক্ষণ বজায় থাকিলেও আগামী মরশুমের পাট ফসলের উপরই পাটের দরের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। আগামী মরশুমের জন্য যদি বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় এবং যদি অতিরিক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে পাটকলওয়ালারা এখন হইতে বেশী দামে পাট ক্রয় করিয়া মজুদ রাখিতে মোটেই কোন আগ্রহ দেখাইবে না। চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে স্বাভাবিক ভাবেও পাটের দর কমিয়া আসিতে পারে। কাজেই পাটের দর চড়া রাখিতে হইলে আগামী মরশুমে কৃষকেরা যাহাতে জমিতে অত্যধিক পরিমাণ পাট চাষ করিয়া না বসে তাহা দেখা দরকার।

আলগা পাটের বাজারে বেচাকিনা তেমন বেশী হয় নাই তবে দামের হার চড়া আছে। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে দামের হার কিছু পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে পাটের থলে ও চটের দাম বাড়িবার সঙ্গে এই বিভাগেও দাম চড়িয়াছে। অদ্য বাজারে ফাষ্ট পাটের দাম দাঁড়াইয়াছে প্রতি বেল ৪১৵০ আনা।

থলে ও চট

এ সপ্তাহের প্রথম দুই দিন থলে ও চটেরবাজারে কিছু নিরুৎসাহ ভাব দেখা যায়। ফলে ৯ পোটার চট ৮।৵০ আনা এবং ১১ পোটার চট ১০।৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। অদ্য বাজারের ভাব পুনঃ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। দামের হারও যথাক্রমে ৮৸০ আনা ও ১০॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হার অনেকটা পূর্ব্ব সপ্তাহের হারেই বলবৎ ছিল। প্রথমতঃ এরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে হের হিটলার তাহার বক্তৃতায় জোড়ালো ধরনের নূতন দাবী দাওয়া উপস্থিত করিবেন এবং তাহার ফলে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া সোনার দাম চড়িতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু হিটলারের বক্তৃতায় কোন উগ্র মনোবৃত্তি প্রকাশ না পাওয়ায় লণ্ডনের বাজারে এ সপ্তাহে সোনার দাম সম্বন্ধে কোন প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয় নাই। লণ্ডনের অনুকরণে বোম্বাইয়ের বাজারেও সোনার দর মোটামুটি পূর্ব্ব হারেই স্থির আছে।

গত ৩০শে জানুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৭½ পেনী। ৩১শে তারিখ তাহা ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী তাহা পুনরায় ৭ পা ৮ শি ৭½ পেনী দাঁড়ায়। ২রা তারিখ তাহা হয় ৭ পা ৮ শি ও ৮ পেনী। অদ্য বাজারে তাহা ৭ পা ৮শি ৭½ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৮শে জানুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল ৩৭/৯ পাই। ৩০শে তারিখ বাজারে ঐ হার বলবৎ থাকে। ৩১শে তারিখ তাহা ৩৭/৩ পাই দাঁড়ায়। ২রা ফেব্রুয়ারী বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য বাজারে তাহা ৩৭৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৭শে জানুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৭৴০ আনা, বড়াল বার ৩৭ টাকা এবং গিণি ২৩৸৵০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৭ টাকা, ৩৬৸৵০ আনা ও ২৩৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

গত ২৮শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে মোট ২৪ হাজার টাকার সোণা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ঐরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার টাকা।

রূপা

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দাম কিছু পড়িয়া গিয়াছে। গত ২৮শে জানুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০$\frac{3}{16}$ পেনী। ৩০শে তারিখ তাহা কমিয়া ২০$\frac{1}{16}$ পেনী ও ১লা ফেব্রুয়ারী ২০ পেনী ও ১লা ফেব্রুয়ারী তাহা ১৯$\frac{15}{16}$ পেনী পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। অদ্য তাহা ২০ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৮শে জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২।৵০ আনা। ৩০শে তারিখ তাহা ৫২।৵০ আনা হয়। ৩১শে জানুয়ারী তাহা ৫২।০ আনা দাঁড়ায়। ২রা ফেব্রুয়ারী তাহা ৫২।৴০ আনা হয়। অদ্য বাজারে ঐ হারেই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৭শে জানুয়ারী প্রতি ভরি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২।৵০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২॥৵০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২।৵০ ও ৫২॥৴০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ফার্ম প্রোগ্রামের অনিশ্চিয়তার দরুণ বোম্বাইএর বাজারের উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। তুলার রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস এবং ১৯৩৯ সালের তুলা চাষ সম্পর্কে সম্মিলিত পরিকল্পনার অভাব এরূপ নিরুৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। বাজার বন্ধের দিকে ১৯৩৯ সালে আমেরিকা সরকারের কৃষিঋণ সম্পর্কিত কার্য্য-পন্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া সংবাদের ফলে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে বোম্বাইএর বাজারে মোটামুটি মূল্যের হার অল্প ছিল।

আমেরিকায় তুলার বাজারে—স্পট দর বৃদ্ধির দিকে। চাহিদা কিছু বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে চড়াভাব দেখা দিবে; কিন্তু বর্ত্তমানে কারবার সন্তোষজনক নহে বলিয়াই উহা বিলম্বিত হইতেছে। অগ্রিম কারবারও তেমন সুবিধাজনক নহে। বর্ত্তমানে সকলের ধারণা এই যে তুলার বাজারের ভবিষ্যত যেরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা দাঁড়াইবে না। সুতরাং অগ্রিম কারবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে পরামর্শ দিতেছে।

বোম্বাই এর বাজারে তুলার মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি হয়। বোরোচ এপ্রিল মে ১৫২।৵০ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। বাজার বন্ধের দিকে ১৫৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জুলাই-আগষ্টের দর ১৫৪৸০ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৫॥০ ছিল। ওমরা মার্চ্চের দর ১৪০৵০ এবং মের দর ১৫০।৵০ ছিল। বেঙ্গল মার্চ্চের দর ১১৫৸৵০ ও মের দর ১১৬॥৵০ গিয়াছে।

নিউইয়র্ক এবং লিভারপুল উভয় বাজারেই মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাইবার ফলেই বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা যায়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং ষ্টট ৫·১৩ সেণ্ট দাঁড়ায়। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট ৮·৯০ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৯·১৪ সেণ্ট ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে বাজারে নিম্নরূপ বিকি কিনি হইয়াছে।

তারিখ		বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ
জানুয়ারী	২৭	১৫১৸০	১৩৯৵	১১৫৸০
„	২৮	১৫২॥৵	১৩৯৷০	১১৫৸৵
„	৩০	১৫৩।৵০	১৪০৵	১১২৸৵০
„	৩১	১৫৩।৵০	১৪০৵	১১৬।০
„	১	...	...	...
„	২	...	...	...
একবৎসর পূর্ব্বে		১৭১৸৵০	১৫৪।০	১৩৬৸০
দুই বৎসর পূর্ব্বে		২২৬৸০	২০৮৸০	১৮২॥০

লণ্ডনের বাজার

গত ৩০শে জানুয়ারী লণ্ডনে ভারতীয় চায়ের যে নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে ৩২ হাজার বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। চাহিদার পরিমাণ স্থির ছিল। সাধারণ পিকো শ্রেণীর চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১১ পেন্স গিয়াছে; গত নীলামে উহা ১১½ পেন্স ছিল। সাধারণ ব্রোকেন পিকোর মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১১½ পেন্সতেই স্থির ছিল।

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে চাহিদার পরিমাণ অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয় কিন্তু কার্য্যতঃ তেমন কারবার বৃদ্ধি পায় নাই; নূতন কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের আতঙ্ক এখনও বিদূরিত হয় নাই। কেবলমাত্র নিয়মিত যে সকল শ্রেণীর কাপড় বিক্রয় হইতেছে উহা ক্রয়ের দিকেই তাহাদের আগ্রহ বেশী। মাল আমদানী সম্পর্কে কেহই আগ্রহশীল নহে। কাপড়ের কল সমূহের পক্ষে নূতন অর্ডার পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে কারণ ব্যবসায়ীগণ বাজারের বর্ত্তমান চলতি দরের পড়তায় যে সকল মূল্য দিতে রাজী আছে তাহা অতিশয় কম বলিয়া বিবেচিত হয়। ইতি মধ্যে কাচা তুলার বাজারের মন্দার সংবাদে কাপড়ের বাজারের উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। জাপানী কাপড়ের চাহিদা বেশী এবং কিছু বেশী দরেও উহার ক্রয় বিক্রয় সম্ভব হয়। ল্যাঙ্কেশায়ার কাপড়ের বিশেষ কোন কারবার হয় নাই। এই শ্রেণীর কাপড়ের যেরূপ চড়া মূল্য দাবী করিতেছে তাহাতে ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মোটেই উৎসাহী নহে।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর সূতার মূল্যই অপরিবর্ত্তিত ছিল। বাজারের মূল গতি স্থির ছিল। কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হয়। প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণই সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক স্থলেই কেবল মাত্র দর যাচাই করিবার মনোভাব প্রকাশ পায়। উত্তর ভারতের বাজারের অবস্থা ভাল নহে; এই অঞ্চলে ক্রমশঃ মজুদ সূতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিন ভারতের সূতার বাজার অল্পবিস্তর অপরিবর্ত্তিত ছিল। মিল সমূহের দর কম বেশী স্থির ছিল। ব্যবসায়ীগণ আশঙ্কা করেন যে, বর্ত্তমানের এই অবস্থা স্থায়ী হইলে মিল সমূহ সূতার মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। কলিকাতার সূতার বাজারের অবস্থা উৎসাহ জনক নহে। তবে বর্ত্তমানে মূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশের বাজারে ব্যবসায়ীগণের হাতে যথেষ্ট সূতা মজুদ আছে; সুতরাং তাহাদের নূতন কারবার সম্পর্কে স্বভাবতঃই কোন আগ্রহ নাই।

বিলাতী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার বাজারের উল্লেখ যোগ্য কোন সংবাদ নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের সূতার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া আশু অগ্রিম কারবার অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ জাপানী ও সাংহাই সূতার বাজার ক্রমাগত হ্রাস পাইবার পর বর্ত্তমানে উহা কিছু তেজী বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান মূল্যের হার হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। কোরা এবং এক বা দ্বিগুণ সূতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; মূল্যও চড়া আছে। মাসিরাইজ সূতার মজুদ পরিমাণ অধিক হওয়া সত্ত্বেও উহার মূল্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের আস্থা আছে; ফলে কাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানের সহিত এই শ্রেণীর সূতার অগ্রিম কারবারের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। জাপানের বাজারের ভবিষ্যৎ গতির নিশ্চয়তার অভাবেই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিম্ন-শ্রেণীর ইটালীয় সূতার চাহিদা সন্তোষজনক। প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রের তাঁতিগণের মধ্যেই এই শ্রেণীর সূতার চাহিদা বেশী। অপর পক্ষে ভাল শ্রেণীর সূতার চাহিদা মিল সমূহে বিস্তর হ্রাস পাইয়াছে। ব্যবসায়ীগণ ও মিল সমূহের হাতে বহু পরিমাণ সূতা মজুদ থাকিবার ফলেই এইরূপ চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। জাপানী সূতার মজুদ পরিমাণ অল্প। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই শ্রেণীর সূতা আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সূতার বাজারের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

গত ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী ৮নং মিশন রো কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানী যোগ্য চায়ের যে ৩১ নং নীলাম হয় নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

রপ্তানীযোগ্য

আলোচ্য নীলামে মোট ২২ হাজার ৯ শত ৬৮ বাক্স চা বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমান ছিল ১২ হাজার ৫ শত ৪৬ কম। বর্ত্তমান সময় মরশুমের শেষ বলিয়া খারাপ ধরনের চায়ের আমদানীই অত্যধিক দাঁড়ায়। আসামের বাছাই চা আলোচ্য নীলামে আমদানী হয়। ব্রোকেন চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। উহা প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই চড়া মূল্যে বিক্রয় হয়। টি পি চায়ের চাহিদাও ভাল গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নোক্ত রূপ বিকি কিনি হইয়াছে।

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭
বিক্রীত	২২,৯৬৮	১২,৫৪৬	১১,৩৩৩
গড়পড়তাহার	॥/১১	॥৵৫	॥৵০

ভারতে ব্যবহারোপযোগী

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নীলামে উৎকৃষ্ট শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য প্রকার গুড়া চায়ের জন্য বিশেষ চাহিদা ছিল না এবং ফলে উহার মূল্য প্রতি

পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। ভাল শ্রেণীর এই জাতীয় চায়ের মূল্য চড়া গিয়াছে। আলোচ্য নীলামে ৯ হাজার ৬১৮ বাক্স চা বিক্রয় হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের এই সময় উহার পরিমাণ ৭ হাজার ৭৫৮ বাক্স এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের এই সময়ে উহা ৭ হাজার ১০৮ বাক্স ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর যে সকল চা বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়াছিল, তাহা খারাপ ধরণের ছিল। বাজার মোটের উপর মন্দা গিয়াছে এবং মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত কম গিয়াছে। এই নীলামে চায়ের নিম্নোক্তরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত—	৯৬১৮	৭,৭৫৮	১২,৪৫৫	১৩,৯২৪
গড়পড়তা দর—	।৭	।৵৫	৶৮	।৪

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে ভারতীয় চিনির বাজারে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না তবে সিণ্ডিকেট চিনির মূল্য হ্রাস করিবে না বলিয়া আশায় বাজারে সম্পূর্ণ আস্থার ভাব বজায় ছিল। গুড়ের মরশুম প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমতাবস্থায় চিনির চাহিদা এবং মূল্যের যে উন্নতি শীঘ্র দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বোম্বাই—বোম্বাইএর বাজারে ভারতীয় চিনির মূল্যে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি পায়। চলতি কারবার ভাল হইয়াছে; অগ্রিম কারবারের কোন উন্নতি হয় নাই। বাজারে চড়া ভাব বজায় আছে। সুগার সিণ্ডিকেট চিনির বর্ত্তমান মূল্য বজায় রাখিবে কিনা সঠিক ভাবে জানিতে পারিলেই আশানুরূপ কারবার হইবে বলিয়া মনে হয়। মজুদ চিনির পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক হাজার টন চিনি আমদানী হইয়াছে। মজুদ চিনির পরিমাণ ২ হাজার ৬ শত টন বলিয়া অনুমিত হয়; উহা গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় খুবই অল্প।

করাচী—আলোচ্য সপ্তাহে করাচির বাজারে চড়া ভাব বজায় ছিল। কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ছিল। চিনি ক্রয় সম্পর্কে সাধারণের বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। শর্করার উপর উৎপাদন শুল্ক ও আমদানী শুল্ক ধার্য্য সম্পর্কে বাজারে নানারূপ গুজব শুনা যাইতেছে। মোটের উপর বাজেট ঘোষণা না করা পর্য্যন্ত কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

মান্দ্রাজ—মান্দ্রাজের বাজারে যে পরিমাণ চিনি মজুদ আছে তাহা মাত্র দুই সপ্তাহের প্রয়োজনানুরূপ বলিয়া জানা যায়। চিনির বাজার চড়া আছে। বাহ্যতঃ চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হইলেও চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ভিন্ন যে হ্রাস পাইবে না তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বাজেট ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাজারে বর্ত্তমানে যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যাইতেছে তাহা দূর হইবে না।

দিল্লী ও লাহোর—দিল্লী এবং উহার পারিপার্শ্বিক বাজার সমূহে চিনির বাজার স্থির আছে। বাজেট ঘোষণার অনিশ্চয়তার ফলে প্রত্যেক প্রদেশেই একটা নিরুৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তবে সকলের বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলতি মূল্যেই বাজার স্থির থাকিবে। ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণে কারবার করিতে আগ্রহশীল নহে; ফলে বিকিকিনি কেবলমাত্র দৈনন্দিন প্রয়োজনানুরূপ হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার চিনির মূল্য প্রতি মণে ১১৵০ হইতে ১১৷৵০ পর্য্যন্ত ছিল।

কানপুর :—আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের বাজারে চিনিরমূল্য এবং চাহিদা উভয়ই বিশেষ ভাল গিয়াছে। মূল্য প্রায় মনপ্রতি তিন আনা বৃদ্ধি পায় এবং বর্ত্তমানে সিণ্ডিকেটের ধার্য্য ন্যূনতম মূল্য অপেক্ষা উহা পাচ আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুগার সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সকলেরই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুজব এই যে সিণ্ডিকেটের নীতি সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে।

জাভাচিনি :—কলিকাতার বাজারে এই শ্রেণীর চিনির বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত আছে। বোম্বাইয়ের বাজারে আজ চিনির মূল্য প্রতি মনে দুই আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্যের পরিমাণ দেড় আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। চিনি ক্রয় সম্পর্কে আগ্রহের অভাবই মূল্য হ্রাসের কারণ বলা যাইতে পারে। বাহিরের বাজার হইতে চাহিদার অভাব ও অন্যতম কারণ। জাভা হইতে চড়া দর দাবী করা হইতেছে বলিয়া জানা যায়; তবে অন্য সংবাদ এই যে উক্ত দেশের ন্যূনতম মূল্যের কমেও কারবার করিবার আগ্রহ আছে। মান্দ্রাজের বাজারে এই শ্রেণীর চিনির আমদানী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। করাচির বাজারে জাভা চিনির চাহিদা নাই।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। মাদ্রাজী মুচিগণ চামড়া ক্রয় করা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হয় :—

ছাগলের চামড়া

	টুকরা	মূল্য
পাটনা	২২৬,৬০০	৫০৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৩০,০৬০	৬০৲-৮৫
লবণাক্ত	৪৫,২০০	৬০৲-৯৫৲

গরুর চামড়া

	টুকরা	মূল্য
দ্বারভাঙ্গা—বেনারেস		
রাঁচি আর্সেনিক	১৪০০	৭৲-১০॥০
ঢাকা-দিনাজপুর		
আসাম লবণাক্ত	৪,৭৫০	৩॥০-৪।০
লবণাক্ত	২,০০০	৩॥৵০-৫৲
দ্বারভাঙ্গা—বেনারেস		
আর্সেনিক মহিষের চামড়া	৯০০	৫॥৵০

আলোচ্য সপ্তাহে পাটনা ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৫ শত, ঢাকা-দিনাজপুর ৮৯ হাজার, লবণাক্ত ২০ হাজার ৬ শত ছাগলের চামড়া স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল। মজুদ গরুর চামড়া পরিমাণ ছিল ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১৬ হাজার টুকরা, আগ্রা আর্সেনিক ৮ হাজার ২ শত, দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস গয়া-রাঁচি আর্সেনিক ১০ হাজার ৬ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৯ হাজার ৪ শত, রাঁচি সাধারণ ৫ হাজার, নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ দেড় হাজার টুকরা, দার্জ্জিলিং-আসাম ১৬ শত টুকরা, বেনারেস-গোরক্ষপুর সাধারণ ১ হাজার টুকরা এবং লবণাক্ত ৪ হাজার টুকরা। ১৫ হাজার টুকরা মহিষের চামড়া মজুদ ছিল।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার আরও চড়া গিয়াছে। বাজারের গতি ক্রমশঃই উন্নতির দিকে। অদ্য কলিকাতা বাজারে মোট ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ঝুড়ি ধান আমদানী হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

খানানটো

		মূল্য
মার্চ্চ	...	১২২॥০
এপ্রিল	...	১২৫৲

মে	...	১৯৯৲
চলতি দর	...	১৯০৲

আতপ

মোটা	...	১৮৭৲-১৮৯৲
সরু	...	১৯২৲-১৯৫৲
টেবিয়ণ	..	২১৫৲-২২০৲
সুগন্ধি	...	২২০৲-২২৫৲
কুইন	...	২১৭৲-২২০৲
মাওালো	...	২৪০৲-২৫০৲
ভাঙ্গা	...	১৭০৲-১৭৫৲

সিদ্ধ চাউল

লম্বা	...	২২৫৲-২৩০৲
মিলচর	...	২১৭৲-২২২৲
সম্পূর্ণ সিদ্ধ	...	২০০৲-২০৫৲
ভাঙ্গা	...	১৭০৲-১৭৫৲

ধান

নাসিন শ্রেণী	...	৭৭৲-৭৯৲
মাঝারি	...	৮৪৲-৮৬৲

গত ২৮শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে মোট ৩৩ হাজার ৫০২ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২২ হাজার ৪৯২ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বজায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ গিয়াছে।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা ধান্য	২/১০
গোসাবা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২।০-২১০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২৵১০-২৶/০
দাদশাল	২।১০-।/৭
চিনি আতপ	২৸০-৩৲
পুবা পাটনাই	২৲১০-২।০
রূপশাল	২।/০১০
দেউলী পাটনাই	২/০-২/১০
কাটারী ভোগ	২৷৵০-২৶/০
হামাই	২৵০-২৶/০
হোগলা	২/৫-২/১৫
চাউল	প্রতি মণ
পুঃ কামিনী আতপ (কল)	৪৲-৪৶/০
„ কামিনী আতপ (ঢেকী)	৪৶/০
„ রূপশাল (কল)	৫৶/০
নূতন গোসাবা ২৩নং পাটনাই	৩৸০-৩৸১০
„ ঐ ঐ	৩৸০
বাকতুলসী (ঢেকী)	৪৵১০
ইক্ষুগুড়	৫৲,৫।০

গত ২৮শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়া তাহাতে কলিকাতা হইতে মোট ২২১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৩৮১ টন।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

(মিলের প্রতি মণের দাম থলির দামসহ)

পেটেণ্ট ময়দা	৫।৵০-৫৸০
সুপারফাইন	৫।৵০-৫৷০
হাউস-হোল্ড	৫৲-৫৵০
সুজী	৫।৵০-৫৷০
আটা (বি)	৫৵০-৫।০
আটা (২নং)	৪৸০-৪৸৵০
আটা এস	৪৷৵০-৪৸০
আটা কে	৪৶/০-৪/০
আটা ৩নং	৩৷৵০-৩৸০
পোলাড	২/০-২।৵০
ব্রান	২।০-২।/০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

জয়েষ্ট বে-মার্কা (৫×৩) (৬×৩) ইঞ্চি ৭।৵০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫×৩) ইঞ্চি	৭৵০	হন্দর
(৬×৩) „	৮৵০	„
(৭×৪) „	৮৵০	„
(৮×৪) „	৮৵০	„
(৯×৪) „	৮৶/০	„
(১০×৫) „	৮৵০	„
(১২×৫) „	৮৶/০	„

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—

(১×১×।০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×।০) ইঞ্চি ৭৲ হন্দর

(৩৷০×৩৷০।৵০) নাং (৪×৪×৷০) ইঞ্চি ৯।০ হন্দর

গ্যালভানাইজড্ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১।/০	হন্দর
বিঃ—২৪ গেজ	„	১২।০	„
আর পি ২৪ গেজ	„	১৩৷০	„
টাটা—২২ গেজ	„	১৫৲	„
বি—২২ গেজ	„	১৫।০	„

ধাতু দ্রব্য

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দ্রব্যের নিম্নরূপ দর গিয়াছে :—

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭৩৷০,১৭৩৸০,১৩৭।/০,১৭০৸০
তামার বাট	৬৬৸/০,৬৬৸০,৬৬৷৵০
সীসার বাট বি, এম ছাপ	১৫৸০,১৫৷৶/০,১৫৷৵০,১৫৷০
ঐ দেশী	১৩৷৶/০,১৩৷/০,১৩৷০,১৩।৶/০
এ্যাণ্টিমণি বিলাতী	১১২৶/০,১১২।/০
ঐ চীন বা জাপান	৪১৷০,৪০৷০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪৸০,১০৪৷৵০,১০৪৷৶/০
ঐ চাদর	১২৫।০,১২৫।৵০
পিতলের চাদর	৪৩৸০,৪৩৷৵০
পিতলের ছড়	৪২।৵০,৪২৷৵০,৪২৷০,৪২৷/০
তামার চাদর	৫৮৸৵০
তামার ছড়	৬৭৸৶/০,৬৭।০
সীসার চাদর	২৪৵০,২৫৶/০
দস্তার টালি আমদানী	১৪।৶/০,১৪৷০,১৪।০
ঐ দেশী	১২।/০,১২।৵০,১২৷০,১১৸০
দস্তার চাদর	২৬৵০,২৬।০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮৷৵০,৭৮৷০,৭৮।৵০
ঐ চাদর	১৪৩৷৵০,১৪৩।/০
নিকেল চাদর	২৬২৵০,২৬২।০,২৬২৲

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৮শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা যে মন্তব্য করি তাহা প্রকাশিত হইবার পুর্ব্বেই সুভাষচন্দ্রের একটী বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"মহাত্মাজির বিশ্বাস অর্জ্জন করা সর্ব্বদাই আমার উদ্দেশ্য থাকিবে। কেননা আমি যদি অন্য সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়াও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে না পারি তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে একটা তুঃখাবহ ব্যাপার হইবে।" সুভাষচন্দ্রের এই উক্তি শুনিয়া আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রকে প্রতিযোগিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য মহাত্মাজি তারযোগে মিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মহাত্মাজির কথা রক্ষা করেন নাই। আরও জানা গিয়াছে যে সুভাষচন্দ্র প্রতিযোগিতা হইতে নিবৃত্ত হইতে রাজী নহেন বলিয়াই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি পদের জন্য দণ্ডায়মান হইতে রাজী হন নাই। এই সব কথা এবং সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি পরস্পরবিরোধী। নির্ব্বাচনফল ঘোষিত হইয়ার পরে তিনি কলিকাতায় তাঁহার সমর্থকদের যে বৈঠক আহ্বান করেন তাহাতেও মনে হয় না যে তিনি মহাত্মাজির সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। যাহা হউক এই বিষয়ে দেশবাসী কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে চাহে না। সুভাষচন্দ্র কেন মৌলানা আজাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইলেন, কেনই বা তিনি মহাত্মাজির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন তাহা দেশবাসীকে তাঁহার খুলিয়া বলা আবশ্যক। কেননা সুভাষচন্দ্রের সমর্থন এবং মহাত্মাজির বিরুদ্ধাচরণ একই কথা কিনা তাহা ভালরূপ জানিয়া তৎপর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অনেকেই উৎসুক আছেন।

নুতন ব্যাঙ্ক সমুহের ভবিষ্যৎ

বাঙ্গলা দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সব নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সব ব্যাঙ্কের সমস্যা সম্বন্ধে গত ১৪ই নবেম্বর তারিখের "আর্থিক জগতে" একটী প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় উহার গবর্ণর সার জেমস টেইলার ভারতবর্ষের নানা স্থানে বর্ত্তমানে যে সমস্ত নূতন ও ক্ষুদ্রকায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী পৃথক আইন প্রণয়নের জন্য বিবেচনা করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সার জেমস টেইলারের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির নিকট হইতে যখন এই প্রস্তাব আসিয়াছে তখন ভারত সরকার যে উহা উপেক্ষা করিবেন না এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে একটী আইন প্রণীত হইবে তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এই ধরণের আইনের প্রয়োজনীয়তা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু নূতন ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দেশে যে একটা বিরুদ্ধ জনমতের

সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার সংস্কারের নামে নূতন ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ক্ষতিজনক কোন বিধান প্রণীত না হইলেই মঙ্গল। আমরা আশা করি যে ভারতীয় বীমা আইনে নূতন অথচ ক্ষুদ্রাকার বীমা কোম্পানীগুলিকে যে সমস্ত সুবিধা সুযোগ দেওয়া হইয়াছে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনেও নূতন ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরূপ সুবিধা সুযোগ দেওয়া হইবে। গবর্ণমেন্ট যদি সেরূপ বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসার সংস্কারের নামে উহার ক্ষতিই করা হইবে। এই বিষয়ে নূতন ব্যাঙ্ক সমূহের পরিচালকগণের পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

পাটের নূতন পরিস্থিতি

গত সপ্তাহে বর্ত্তমান বৎসরের পাটের জোগান, চটকল সমূহে মজুদ পাট ও পাটজাত জিনিষ এবং সমগ্র পৃথিবীতে পাট ও পাটজাত জিনিষের সম্ভাবিত চাহিদা ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম যে আগামী জুলাই মাসে যখন নূতন পাট বাজারে বাহির হইবে সেই সময়ে চাহিদার অতিরিক্ত অনেক বেশী পরিমাণে পাট ও পাটজাত জিনিষ মজুত থাকার দরুণ নূতন পাটের মূল্য বর্ত্তমান বৎসরের তুলনাতেও অনেক কমিয়া যাইবে। এই জন্য আমরা পাটচাষী কৃষককে এবার গত বৎসরের তুলনায় অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করি। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য লিখিত হওয়ার পরে পাট সম্পর্কে একটী নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। গত সপ্তাহে এরূপ একটি সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে যে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় চটকল সমূহের নিকট ২০ কোটী থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন। উহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে বেলজিয়াম গবর্ণমেন্টও ৫০ লক্ষ থলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন। এই সমস্ত সংবাদে কলিকাতা ও মফঃস্বলে পাটের বাজার তেজী হইয়াছে এবং চটকল সমূহের শেয়ারের মূল্যও উল্লেখযোগ্য ভাবে চড়িয়াছে। কিন্তু এই নূতন পরিস্থিতির জন্য আগামী বৎসরে নূতন পাটের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। কেননা থলের জন্য যে নূতন অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মাত্র ১ লক্ষ বেলের কিছু বেশী পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হইবে। অথচ গত জানুয়ারী মাসের শেষে ভারতীয় চটকল সমূহের হাতে ৪২ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। বিশেষতঃ জানুয়ারীর শেষে চটকল সমূহের হাতে ৪৮ কোটী ২০ লক্ষ গজ মিহি চট এবং ১৪ কোটী ৮২ লক্ষ গজ মোটা চট মজুদ ছিল। এই অবস্থায় বর্ত্তমান বৎসরে মিল সমূহের হাতে এবং বাজারে যে পাট ও চট রহিয়াছে তাহা হইতে অনায়াসে উপরোক্ত ২০ কোটী ৫০ লক্ষ থলে সরবরাহ হইয়াও বাজারে বহুল পরিমাণে পাট ও পাটজাত জিনিষ মজুদ থাকিবে। সুতরাং এই নূতন অর্ডার পাওয়ার জন্য আগামী বৎসরে পাটচাষীর আশাভরসার কিছুই নাই। বর্ত্তমানে ফাটকাওয়ালাদের কার্য্যনীতির ফলে কাঁচা পাটের দর উল্লেখ-যোগ্য ভাবে চড়িয়াছে বলিয়া পাটচাষী যদি মনে করে যে আগামী বৎসরে পাটের ভালরূপ দর হইবে এবং এই বিশ্বাসে কৃষক যদি বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়া বসে তাহা হইলে তাহারা বিষম প্রতারিত হইবে। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও বলিতেছি যে এবার কৃষকের পক্ষে গত বৎসরের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে পাটের চাষ করা সমীচীন হইবে না।

মিহি সুতার জন্য দেশী তুলা

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে পূর্ব্বে মিহি সূতা ও কাপড় বড় একটা তৈয়ার হইত না বলিয়া উহার অধিকাংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। ইদানীং দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ৩০ নম্বরের উপরের মিহি সূতার উৎপাদন প্রায় ৪ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং দেশীয় কল সমূহে দেশী সূতার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে মিহি কাপড় উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু উহার একটী কুফলও দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা মিহি সূতা বুনা সম্ভব নহে মনে করিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ বিদেশ হইতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে তুলা আমদানী করিতেছে। গত ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলা আমদানী হয় সেই স্থলে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে বিদেশ হইতে ১১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলা আমদানী হইয়াছে। যে সময়ে বিদেশে ভারতীয় তুলা বিক্রয় করার ব্যাপারে চূড়ান্তরকম অসুবিধা হইতেছে সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় সওয়া বার কোটি টাকার তুলা আমদানী হওয়া একটা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যাহা হউক সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটী হইতে প্রকাশিত একটি বুলেটিনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতীয় তুলা দ্বারা মিহি সূতা বুনা যায় না বলিয়া ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহের চালকদের যে ধারণা রহিয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক। সেন্ট্রাল কটন কমিটী উহার বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষা করাইয়া তৎপর উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদের মত এই যে ভারতীয় তুলা দ্বারাও বিদেশী তুলার ন্যায় মিহি সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। সেন্ট্রাল কটন কমিটীর এই অভিমত যদি ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ গ্রহণ করে এবং এই সব কলে যদি দেশীয় তুলার দ্বারা মিহি সূতা বুনার জন্য উপযুক্তরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প পুরাদস্তুর ভাবে স্বদেশী হইবে, তুলার মারফতে দেশ হইতে যে সওয়া বার কোটি টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে তাহার পথ রুদ্ধ হইবে এবং ভারতীয় তুলার বিক্রয়ের জন্য বর্ত্তমানের ন্যায় বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে সেন্ট্রাল কটন কমিটীর এই ঘোষণা আরও আশাপ্রদ ব্যাপার। কারণ এই প্রদেশে এখন পর্য্যন্ত বিদেশী তুলার অনুরূপ লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের প্রায় কিছুই ব্যবস্থা হয় নাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সতর্কবাণী

কৃষিঋণ সম্বন্ধে ইদানীং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত আইন পাশ হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে নিত্যনূতন যে সমস্ত আইন পাশ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে তৎসম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া একটী বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের বক্তব্য এই যে কৃষকগণকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থাগুলি দেশের যৌথ ব্যাঙ্কগুলির উপরও প্রয়োগ করা হইতেছে বলিয়া দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। উহারা বলেন যে মহাজনদের অনাচার হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি বিধি নিষেধের প্রয়োজন রহিয়াছে বটে। কিন্তু দেশের ব্যাঙ্কসমূহ

আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং আইনের নির্দ্দেশমত উহারা হিসাবপত্র রাখিয়া থাকে। কাজেই উহাদিগকেও সাধারণ মহাজনের সমশ্রেণীয় বলিয়া গণ্য করিয়া উহাদের উপর অযথা কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিবার কোন হেতু নাই। এই সব ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে অনেক ব্যাঙ্ক কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে এখন আর কোন অর্থ বিনিয়োগ করিতে সাহস পাইতেছে না এবং অনেক ব্যাঙ্কের—বিশেষভাবে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের অনেক গুলি ব্যাঙ্কের দাদনী টাকা বহুদিনের জন্য অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াও উক্ত বিবৃতিতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে দেশের যৌথ ব্যাঙ্ক সমূহকে যেন কৃষিঋণ সম্পর্কিত আইনের আমলে ফেলা না হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের এই অভিমত সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন আশা করা যায়। অবশ্য দেশের যে সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের দাদনীকৃত টাকা অনাদায়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহা আদায় করিবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলিকে অবাধ অধিকার দিলেই উহারা উহাদের পাওনা টাকা সাকুল্য আদায় করিতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ও লোন অফিস সমূহের পক্ষে হারাহারিভাবে উহাদের দেয় টাকার পরিমাণ হ্রাস করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠান যাহাতে কৃষিঋণ সম্পর্কিত বিবিধ আইনে নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা একসঙ্গে আদায় করিতে পারে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই সব ব্যাঙ্ক দেশে প্রচলিত আইনের উপর নির্ভর করিয়া স্বল্প সময় অন্তে পরিশোধের সর্ত্তে গৃহীত আমানতী টাকা কৃষকের মধ্যে দাদন করিয়াছিল। এখন কৃষিঋণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনের জন্য উহাদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর এই টাকা যদি উহাদিগকে ১৫।২০ বৎসরের কিস্তিতে আদায় করিতে হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে টিকিয়া থাকাই কঠিন। গবর্ণমেণ্ট কৃষকের রক্ষার জন্য আইন পাশ করুন তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগে দেশের ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপরই পতিত হইবে। সুতরাং জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে সমবায় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলি যাহাতে তাহাদের প্রাপ্য টাকা সাকুল্য একসঙ্গে পাইতে পারে তাহা দেখা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সতর্কবাণী শুনিয়া এই বিষয়ে তাহাদের একটু চৈতন্য হওয়া উচিত।

রেলওয়ে বাজেট

অদ্য সোমবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্র পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেশ করা হইবে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরে রেল বিভাগের আয়ব্যয় সম্বন্ধে যে বরাদ্দ পেশ করা হয় তাহাতে চলতি বৎসরে সরকারী রেলপথ সমূহে মোট আয় ৯৯ কোটী ৪৩ লক্ষ এবং মোট ব্যয় ৯৬ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা ধরিয়া এই বিভাগে মোট ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম হইতে গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত (উহার পরের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই) সরকারী রেলপথ সমূহে মোট ৭৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। সুতরাং গত বৎসর চলতি বৎসরে রেল বিভাগে যে আয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু গত বৎসর চলতি বৎসরের এই সময় পর্য্যন্ত রেলপথ সমূহের পরিচালনা বাবদ যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার তুলনায় এবার এই সময় পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমান ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। অথচ চলতি বৎসরে রেলপথ সমূহের পরিচালনা বাবদ গত বৎসরের তুলনায় কম ব্যয় হইবে ধরিয়াই বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমান স্থির করা হইয়াছিল। উহা হইতে মনে হয় চলতি বৎসরে রেল বিভাগে যে পরিমান উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পরিমান উদ্বৃত্ত হইবে না। অদ্য রেলওয়ে বাজেট পেশ হইলে এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানা যাইবে। আমরা আগামী সপ্তাহে রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিব।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

গত শুক্রবারে কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে ঐ বৎসরে কর্পোরেশনের আয় ২ কোটী ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং ব্যয় ২ কোটী ৬৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ধরিয়া বৎসরের শেষে কর্পোরেশনের তহবিলে ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে সংশোধিত হিসাব অনুসারে কর্পোরেশনের ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। কাজেই আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ চলতি বৎসর অপেক্ষা অনেক কম হইবে। কিন্তু উহা অনুমান মাত্র। কার্য্যতঃ ঘাটতির পরিমাণ আগামী বৎসরে বেশীও হইতে পারে। কর্পোরেশনের এই ঘাটতি নূতন নহে। কারণ গত ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৩৪-৩৫ সাল ছাড়া প্রত্যেক বৎসরেই কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে এবং উহার ফলে যে স্থলে গত ১৯৩০—৩১ সালের শেষে কর্পোরেশনের হাতে প্রায় এক কোটী টাকা মজুদ ছিল তাহা ক্রমশঃ কমিয়া ১৯৩৯—৪০ সালের শেষে মাত্র ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকায় পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এই ভাবে ক্রমাগত ঘাটতি সহরের অধিবাসী মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বাজেট উপস্থিত করিবার কালে উহা নিবারণের জন্য কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির উপর খুব জোর দিয়াছেন এবং সহরে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর্পোরেশন বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর যে সাড়ে পনর লক্ষ টাকার মত ব্যয় করিতেছেন তাহা একটী শিক্ষাকর বসাইয়া সহরবাসীর নিকট হইতে আদায় করা হইবে বলিয়া আভাষ দিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সহরবাসীর উপর কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ধার্য্য ট্যাক্সের পরিমাণ বারম্বার যে ভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে তাহাতে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাবে সহরবাসীর যে প্রবল আপত্তি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আয়বৃদ্ধি অপেক্ষা ব্যয়সঙ্কোচের দিকেই কর্পোরেশনের অধিকতর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সহরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষা, সহরে জল সরবরাহ, রাস্তাঘাটের সংস্কার, রাস্তায় আলো প্রদান, সহরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার, পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে অপরিহার্য্য হিসাবে কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু এই সব কাজ যত কম ব্যয়ে সাধিত হইতে পারে এবং জনহিতকর হইলেও যে সব কাজে কর্পোরেশনের আয়বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই সেই ধরণের কাজে ব্যয় যত কম হয় তৎপ্রতি বিশেষভাবে অবহিত হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে কর্পোরেশনকে দেউলিয়া দশায় উপনীত হইতে হইবে। আমরা এই জন্য উহা বলিতেছি যে কর্পোরেশনের ঋণভার এখনই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে—ইহার উপর আর নূতন ঋণ করিয়া কর্পোরেশনের চলতিখরচ নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের পক্ষে বেশী দিন সম্ভবপর হইবে না।

টাকার বাজার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ, দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহ, সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ এবং মহাজনগণ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই ধরণের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সকলের হাতে অর্থসঙ্গতি সমান নহে এবং উহারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যে মূলধন সরবরাহ করে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগসূত্রও নাই। এই সব কারণে দেশের ভিতরে বিভিন্ন প্রয়োজনে গৃহীত সুদের হারে খুব বেশী পরিমাণে তারতম্য হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকবার দেখা গিয়াছে। সহর অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাঙ্কগুলি উহাদের হস্তস্থিত তহবিল শতকরা বার্ষিক আট আনা সুদেও দাদন করিবার কোন সুযোগ পাইতেছে না— অথচ পল্লী অঞ্চলে অনেক ব্যক্তি ভূসম্পত্তি বন্ধক দিয়া শতকরা বার্ষিক ২৫।৩০ টাকা সুদেও টাকা কর্জ্জ পাইতেছে না। দেশের অর্থ যদি এই ভাবে একস্থানে একত্রীভূত হইয়া একপ্রকার অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং অন্য স্থানে কৃষি শিল্প বা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশের লোক যদি অত্যধিক চড়া সুদেও অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারে তাহা হইলে উহা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথা।

ভারতবর্ষে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তখন দেশের ভিতরে সুদের হারে এই বিপুল অসামঞ্জস্য দূরীভূত করিয়া কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে দেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণ যাহাতে অল্পবিস্তর একই প্রকার সুদে টাকা ধার করিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা উহার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। দেশের ভিতরে মূলধন সরবরাহক যত প্রকার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার সকলগুলিকে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করা হইত এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে উপযুক্ত-রূপ ক্ষমতা অর্পিত হইত তাহা হইলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইত। কিন্তু দেশের যে সমস্ত যৌথ ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল মিলিয়া ৫ লক্ষ টাকা হয় মাত্র সেই সব ব্যাঙ্ককেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করা হয়। কেবল তাহাই নহে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি দাদন-নীতি কিরূপ হইবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিরূপ ভাবে উহাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবে, এই সব ব্যাঙ্ক কোন কারণে বিপন্ন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে কি ভাবে সাহায্য করিবে তৎসম্বন্ধেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। উহার ফলে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও দাদনী ব্যবসার প্রায় ষোল আনা এখন পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাবের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে এবং দেশের ভিতরে সুদের হারের সমীকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল গত ৪ বৎসরের মধ্যে তাহা এক প্রকার কিছুই সফল হয় নাই।

সুখের বিষয় সম্প্রতি এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটু উৎসাহ উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশন্যাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্কটিকে রক্ষা করিবার জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য করে নাই বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয়ে অনেক চিঠি পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে। এই বিষয়ে যদিও এখন পর্য্যন্ত কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই তথাপি অদূরভবিষ্যতে এই আলোচনার অনেক সুফল হইবে আশা করা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে অগণিত ব্যাঙ্কের মধ্যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৫৭টি। ভারতবর্ষের যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল মিলিয়া ৫০ হাজার টাকা হয় এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যাই ৩ শত। ৫০ হাজার টাকার কম মূলধন বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের সংখ্যা উহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী। সমষ্টিগত ভাবে উহাদের কাজের পরিমাণ সামান্য নহে। সুতরাং উহারা উপেক্ষনীয় নহে। সুখের বিষয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি এই সব ব্যাঙ্কের সহিতও একটা যোগসূত্র স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছে এবং এই সব ব্যাঙ্কের মধ্যে যে সব ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার বেশী তাহার মধ্যে অনেক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য-তালিকা সরবরাহ করিয়া প্রয়োজনের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে উহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে তাহার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে যতদিন পর্য্যন্ত আইনের সহায়ে দেশের প্রত্যেকটি যৌথ ব্যাঙ্ককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাবে আনা না হইবে ততদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল হইবে না।

দেশের যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সম্বন্ধে যাহা বলা হইল দেশের অভ্যন্তরস্থ কুঠি, নিধি, চিৎফণ্ড প্রভৃতি নামীয় দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহ এবং মহাজনশ্রেণী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহ এখনও দেশের ভিতরে টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ ব্যবসার মালিক। সুতরাং উহাদিগকে উপেক্ষা করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বহুলাংশে পণ্ড হইতে পারে। সুখের বিষয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিষয়েও উহার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন নহে। এই সব ব্যাঙ্ক যাহাতে আধুনিক প্রণালীতে হিসাব পত্র রাখে এবং ফাটকা মূলক কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত না হয় তজ্জন্য গত বৎসর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে উহাদের নিকট একটী বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাইয়ে মিঃ চুনীলাল মেটা এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত গ্রথিত করার প্রস্তাব বাতিল হইয়া গিয়াছে। উহা সত্য হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক মিঃ মেটা যাহাই বলুন না কেন দেশের স্বার্থের খাতিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যখন অপরিহার্য্য এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন এই বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত তখন এই প্রস্তাব কিছুতেই একেবারে বাতিল হইতে পারে না। আমরা আশা করিতেছি যে অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পুনরায় আলোচনা সুরু হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ ও দেশের মহাজন শ্রেণীর যোগাযোগের সমস্যা দেশের কৃষিঋণ সমস্যার সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্কের উপর সুনির্দ্দিষ্টভাবে দায়িত্বও অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারেও এখন পর্য্যন্ত কাজ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র কৃষিজাত পণ্য গুদামজাত করিবার জন্য লাইসেন্স করা গুদাম প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং কৃষিঋণ ব্যাপারে প্রচলিত আইনের সংশোধন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা মহাজন শ্রেণীর মারফতে কৃষিঋণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের নয় মাস

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের বাণিজ্যের হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়াতে চলতি সরকারী বৎসরের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা জানা গিয়াছে। উহা হইতে চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করাও সহজ হইয়াছে। আমরা নিম্নে এই বিষয়ে মোটামুটি বিবরণ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান বৎসরে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই যে বিষয়টি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহা হইতেছে গত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী উভয়েরই পরিমাণ হ্রাস। গত বৎসর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১২৯ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার মাল পত্র আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু এবার এই নয় মাসে আমদানীর পরিমাণ ২০ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা কমিয়া ১০৯ কোটী ৬১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। পক্ষান্তরে গত বৎসর এই নয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৪৭ কোটী ২০ লক্ষ টাকার মাল-পত্র রপ্তানী হইয়াছিল। এবার নয় মাসে তাহা ২১ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা কমিয়া ১২৬ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এবার স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমাণও গত বৎসরের তুলনায় কমিয়াছে। গত বৎসর নয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল—এবার ১০ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে চাউল, বিভিন্ন শ্রেণীর তৈল, তূলা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ, লৌহ নিৰ্ম্মিত কলকব্জা ও অন্যান্য জিনিষ, লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতু দ্রব্য, মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যান এবং কার্পাস বস্ত্র ও সূতা—এই কয়টীই প্রধান। আলোচ্য বৎসরের নয় মাসে গত বৎসর নয় মাসের তুলনায় এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে একমাত্র কল-কব্জার আমদানী ছাড়া আর সকল প্রকার জিনিষের আমদানীই কমিয়াছে। গত বৎসর নয় মাসের তুলনায় এবার নয় মাসে চাউলের আমদানী ১ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা, তৈলের আমদানী ২ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা, তূলার আমদানী ১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের আমদানী ৩৩ লক্ষ টাকা, লৌহ নিৰ্ম্মিত বিবিধ জিনিষের আমদানী ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যানের আমদানী ২ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কল-কব্জার আমদানী এবার এই নয় মাসে ১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার বাড়িয়াছে। তৈল জাতীয় জিনিষের আমদানীর মধ্যে কেরোসিন তেলের আমদানীই প্রধান। গত বৎসর নয় মাসের তুলনায় এবার নয় মাসে ভারতবর্ষে কেরোসিন তৈলের আমদানী ৭১ লক্ষ টাকার কমিয়াছে। বিবিধ শ্রেণীর যানের মধ্যে মোটর গাড়ী ও ট্যাক্সিই প্রধান। এই সব জিনিষের আমদানী গত বৎসরের তুলনায় এবার ৬৯ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে যে তূলা আমদানী হয় তাহার মধ্যে মিশর, কেনিয়া ও সুদানের তূলাই প্রধান। এবার নয় মাসে কেনিয়া হইতে আমদানী তূলার পরিমাণ প্রায় এক কোটী টাকার বাড়িয়া গেলেও অন্যান্য সকল স্থান হইতেই আমদানী তূলার পরিমাণ কমিয়াছে এবং এই কারণেই সমষ্টিগত ভাবে তূলার আমদানী ১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কার্পাস বস্ত্র ও সূতার মধ্যে এবার নয় মাসে সূতার আমদানী ১৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের আমদানী ৭৫ লক্ষ টাকার কমিয়াছে। তবে বস্ত্রের মধ্যে এবার ধোলাই, ছাপা ও রঙ্গীন বস্ত্রের আমদানী কমিলেও কোরা কাপড়ের আমদানী এক কোটী আট লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। কল-কব্জার মধ্যে গ্যাস, তৈল ও বাষ্প চালিত বিবিধ প্রকার ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর ও অন্যান্য কল-কব্জা, চিনির কল, কাপড়ের কল ও চটকল এই কয়টীই প্রধান। আলোচ্য নয় মাসে গত বৎসর নয় মাসের তুলনায় এই সমস্ত শ্রেণীর কল-কব্জার আমদানীই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সব জিনিষ বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে শস্য ডাল ও ময়দা, চা, বিবিধ প্রকার বীজ শস্য, তূলা, পাট, পাটজাত থলে ও চট, চামড়া এবং কার্পাস বস্ত্র ও সূতা এই কয়টী জিনিষই প্রধান। গত বৎসর নয় মাসের তুলনায় এবার নয় মাসে এই সব জিনিষের মধ্যে একমাত্র বীজশস্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্য সমস্ত প্রকার জিনিষের রপ্তানীই হ্রাস পাইয়াছে। এবার শস্য ডাল ও ময়দার দফায় রপ্তানী ১ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকার কমিয়াছে এবং উহার মধ্যে ধান চাউলের রপ্তানী ৩৬ লক্ষ টাকার বাড়িলেও গমের রপ্তানী ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার কমিয়াছে। এই বৎসরে যবের রপ্তানীও ২৮ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৭ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের নয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২০ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার চা রপ্তানী হইয়াছিল—বর্ত্তমান বৎসরে উহার পরিমান ৮০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। তূলার রপ্তানী ২২ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা হইতে ১৬ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকায় এবং পাটের রপ্তানী ১১ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা হইতে ৯ কোটী ২০ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত বৎসর এই নয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৪ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া এবং ৫ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকার ট্যানকরা চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল। এবার এই রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২ কোটী ৭২ লক্ষ ও ৩ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস জাত সূতা ও বস্ত্রের রপ্তানীও ৬ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে পাট জাত থলে ও চটের রপ্তানী কার্পাস বস্ত্র ও সূতা অপেক্ষাও বেশী হ্রাস পাইয়াছে। গত বৎসর ও বর্ত্তমান বৎসরে এই জাতীয় জিনিষের রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২২ কোটী ৮৭ লক্ষ এবং ১৯ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা। তবে এবার বিবিধ শ্রেণীর তৈলবীজের রপ্তানী গত বৎসরের তুলনায় বাড়িয়াছে উহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গত বৎসর এই শ্রেণীর জিনিষ ৯ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছিল—এবার উহার পরিমান দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে চীনা বাদামের রপ্তানী ৫ কোটী ৫৩ লক্ষ

(৮৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোনও প্রকার সাহায্য করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই বিষয়ে অনেক প্রাথমিক বিলি ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের দায়িত্ব খুব বেশী। তবে দেশের আবহাওয়া যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে বলিয়া মনে হয়।

এক কথায় দেশের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। উহা একদিনের কাজও নহে। তবে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক যে অবহিত আছে তাহা উহার গত বৎসরের কার্য্যাবলী হইতে বেশ ভালরূপে বুঝা যায়। আপাততঃ উহাই দেশবাসীর পক্ষে সান্ত্বনার কথা।

গৃহনির্ম্মাণ সমস্যার সমাধানে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সহর ও সহরতলীতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্ব বাস ভবন নির্ম্মাণ করার ব্যাপারে বিল্ডিং সোসাইটী সমূহ কি প্রকার প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করিতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই সব সোসাইটীর জন্য মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে দেশের রাজশক্তি নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং উহাদের কাজের সৌকর্য্যার্থ তৎপরতার সহিত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ণ করিয়া থাকেন। দেশের জনসাধারণও এই সব সোসাইটীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া এবং উহাতে স্থায়ী ভাবে টাকা আমানত করিয়া উহাদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই সব সাহায্য পাইয়া বিল্ডিং সোসাইটী সমূহ বাড়ী নির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অধিকাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাকুল্য অংশ নিজেদের হাত হইতে প্রদান করিয়া দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং তৎপর উহাদের নিকট হইতে সহজ কিস্তিতে ১০, ১৫ বা ২০ বৎসরের মধ্যে এই টাকা সুদে আসলে আদায় করিয়া লয়। এই ব্যবস্থায় কাজ করিয়া বিল্ডিং সোসাইটী-গুলিকে কোন ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয় না। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত বাড়ীর জন্য ব্যয়িত সম্পূর্ণ টাকা সুদে আসলে আদায় না হইয়া আসে ততদিন পর্য্যন্ত ঐ বাড়ী সোসাইটীর নিকট বন্ধক থাকে। উহাতে বাড়ী নির্ম্মাতারও সুবিধা। কারণ বাড়ী নির্ম্মাণে এক সঙ্গে যে মোটা টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় তাহা তাহাদিগকে দিতে হয় না এবং অনেকের পক্ষে বাড়ী ভাড়া হিসাবে মাসে মাসে প্রদত্ত টাকা দ্বারাই ১০, ১৫ কি ২০ বৎসরের মধ্যে সহর বা সহরতলীতে নিজস্ব একটি বাড়ীর মালিক হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে।

কলিকাতা সহরে চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরূপ অসংখ্য লোক রহিয়াছেন যাহাদিগকে কলিকাতাতেই কাটাইতে হইতেছে এবং যাহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকেও এই সহরে থাকিয়াই জীবিকা সংস্থান করিতে হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। উহাদের মধ্যে অনেকেই এই পর্য্যন্ত বাড়ীভাড়া হিসাবে এত অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন যাহা দ্বারা অনায়াসে উহাদের রুচিমত এক একখানা নিজস্ব বাড়ী প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশই স্বল্প বেতনভোগী ও স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই এক সঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য ইচ্ছা ও অর্থসঙ্গতি থাকা সত্বেও উহারা নিজস্ব বাড়ী তৈয়ার করিতে পারিতেছেন না। বিল্ডিং সোসাইটীর সহায়তা পাইলে উহারা অনায়াসে নিজের এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য এক একখানা নিজস্ব বাড়ী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন। সুতরাং কলিকাতায় বিল্ডিং সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা এবং এই ধরণের ব্যবসার সুযোগ সুবিধা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবসার প্রতি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সমাজের তেমন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তবে ইদানীং এই ব্যবসার দিকে অনেকেরই কিছু কিছু দৃষ্টি পড়িতেছে।

এই প্রসঙ্গে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃর প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করিতে চাই। কলিকাতা ও সহরতলীতে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে বাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী জমি সংগ্রহ এবং এই জমির উপর বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গত ১৯৩৩ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কটী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ৫ বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কটী কলিকাতার গৃহ নির্ম্মাণ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্কের সহায়তায় কলিকাতা ও সহরতলীতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি উহাদের নিজস্ব বাসভবন নির্ম্মাণে এবং বাসভবন নির্ম্মাণের উপযোগী জমি সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা সম্প্রতি উক্ত ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে বালীগঞ্জ ও ঢাকুরিয়া অঞ্চলে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সব জমিতে পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া উহার উন্নতি বিধান করতঃ উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস ভবন নির্ম্মাণ করিতে পারিলে উহা দ্বারা যে আরও শত শত লোকের বাসগৃহের সমস্যার সমাধান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে এই ব্যাপারে কলিকাতাবাসীর ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সাহায্যের আবশ্যক। বিল্ডিং সোসাইটির ব্যবসাতে অগ্রে হাত হইতে টাকা খরচ করিয়া তৎপর ১০।১৫ বৎসরে তাহা আদায় করিয়া লইতে হয়। কাজেই এই ব্যবসাতে প্রচুর পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন। বিশেষতঃ আমাদের মত দরিদ্র দেশে—যেখানে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রথমে একসঙ্গে ২।৪ হাজার টাকা প্রদান করিতেও অসমর্থ সেখানে এই মূলধনের প্রয়োজন আরও বেশী। সুতরাং বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের কার্য্যের দ্রুততর প্রসার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসভবন সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন এই ব্যাঙ্কে সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নের সহিত জড়িত। ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে উৰ্দ্ধতন শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেছেন এবং গত বৎসরের শেষে এই পন্থায় উহাদের হাতে সাধারণের পৌণে বার লক্ষ টাকার মত আমানত ছিল। তবে আদায়ী মূলধন ও বিভিন্ন শ্রেণীর মজুদ তহবিল লইয়া গত বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে পৌণে ষোল লক্ষ টাকার মত সংস্থান ছিল। কিন্তু কলিকাতার মত স্থানে বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসার ন্যায় একটী মূলধনসাপেক্ষ ব্যবসাতে পৌণে ষোল লক্ষ টাকা কিছুই নহে। বিশেষতঃ বাড়ী নির্ম্মাণে সহরের অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত ভাবে সাহায্য করিতে হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে ১০, ১৫ কি ২০ বৎসরের মধ্যে সাকুল্য টাকা আদায়ের সর্ত্তে অর্থ বিনিয়োগ করা অপরিহার্য্য। অথচ ব্যাঙ্ককে তিন কি পাঁচ বৎসর অন্তে সুদে আসলে সকল টাকা পরিশোধের সর্ত্তে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে উহার হস্তস্থিত মূলধনের সমগ্র অংশও মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিদিগের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণের কাজে নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং এই ব্যাঙ্ককে উহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল করিবার ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইলে উহার হাতে শেয়ার হিসাবে অথবা দীর্ঘ দিন অন্তে পরিশোধনীয় আমানত হিসাবে জনসাধারণকে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে।

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কে এই ভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতে সাধারণের কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উহার অংশীদারগণকে নিয়মিত ভাবে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া

আসিতেছেন। গত বৎসরও উহারা ২৭ হাজার টাকার উপর লাভ করিয়াছেন এবং উহা হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিয়াও অংশীদারগণকে পূর্ব্বের ন্যায় শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত জমির মূল্য দিন দিন যে ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং দিন দিন ব্যাঙ্কের কাজের যে প্রকার প্রসার হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে উহার শেয়ারের বাজারমূল্য বৃদ্ধি এবং শেয়ারে প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি এই উভয় দিক দিয়াই অংশীদারগণ লাভবান হইবেন আশা করা যায়। সুতরাং যাহারা শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে আগ্রহশীল তাঁহারা নির্ভয়ে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা শেয়ার হিসাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহেন না তাঁহাদের জন্যও বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ হোম এণ্ডাউমেণ্ট ডিপজিট নামে একটী অভিনব ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা বর্ত্তমান বৎসর হইতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানত ও বীমা—উভয়েরই সুবিধা বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরিকল্পনাটী ৫টী তালিকায় বিভক্ত এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি যে কোন তালিকা অনুযায়ী উহাতে যোগদান করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—কোন ব্যক্তি যদি ৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দেন তাহা হইলে তিনি দশ বৎসর অন্তে ৮২০ টাকা, ১৫ বৎসর অন্তে ১০৫০ টাকা, ২০ বৎসর অন্তে ১৩৫০ টাকা এবং ২৫ বৎসর অন্তে ১৭৩০ টাকা পাইবেন। ১০ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য বৎসরেও আমানতকারী তাঁহার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী তাঁহার প্রাপ্যের পরিমাণ কম বেশী হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কিছুদিন টাকা দিয়া তৎপর আর উহা প্রদান করিতে সমর্থ না হন অথবা তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও তাঁহার অথবা তাঁহার ওয়ারিশদের কোন ক্ষতি নাই। কারণ একরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক আমানতকারী বা তাঁহার ওয়ারিশগণকে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা সুদে আমানতী সাকুল্য টাকা ফেরত দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন। এই ধরণের আমানত দিতে কোন প্রকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন নাই এবং সাধারণতঃ বীমা কোম্পানী সমূহ উহার পলিসি গ্রাহকগণকে প্রিমিয়াম দিবার গ্রেস পিরিয়ড, পলিসি বাতিল হইলে উহার পুনরুজ্জীবন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের জামীনে ঋণদান প্রভৃতি যে সমস্ত সুবিধা প্রদান করিয়া থাকেন বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কও উহার হোম এণ্ডাউমেণ্ট ডিপজিট স্কিমে আমানতকারীগণকে তদনুরূপ সুবিধা প্রদান করিবেন। আমরা বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনাটীর প্রতি স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং বয়াধিক্য ও রোগপ্রবণতার জন্য যাহাদের পক্ষে বীমা করিবার কোন সুযোগ নাই বিশেষভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। কারণ অল্প অল্প করিয়া ভবিষ্যতের জন্য মোটা টাকার সংস্থান করিবার পক্ষে উহা একটী প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমরা মনে করি। দেশবাসী যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে তবে কোন প্রকার ক্ষতির ঝুঁকি না লইয়া তাহাদের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য কেবল মোটা টাকা সংস্থান করাই সম্ভবপর হইবে না উহার ফলে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কও বাড়ী নির্ম্মাণের কাজে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিনের জন্য তাঁহাদের তহবিল আবদ্ধ করিয়া দেশবাসীর পক্ষে গৃহ নির্ম্মাণের সমস্যার সমাধান করিবার সুযোগ পাইবেন।

আমরা বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও নবোদ্ভাবিত পরিকল্পনায় আমানতে অর্থ বিনিয়োগের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। উহার কারণ এই যে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যেধরণের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাকে আমরা ব্যবসা অপেক্ষা একটা জনহিতকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করি। এই ধরণের অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাঙ্কের শেয়ার বা আমানতে অর্থ বিনিয়োগের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত অর্থ যে ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা রহিয়াছে তাহাতে উহার প্রত্যেকটী পয়সা নিরাপদ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইলে আমরা কিছুতেই উহাতে অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে কাহাকেও পরামর্শ দিতাম না। কলিকাতা ষ্টক একচেঞ্জের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন দত্ত বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহারা সামান্য কিছু জানেন তাঁহারাই বলিতে পারেন যে এই ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তিনি কিছুতেই উহার সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না। সম্প্রতি স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ লাহার পুত্র এবং বাঙ্গলার অন্যতম ধনকুবের ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র লাহার মত ব্যক্তিও এই ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে উহাতে যোগদান করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার দিক হইতে উহাও একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। তৃতীয়তঃ এই ব্যাঙ্কের শেয়ার ও আমানত বিশেষতঃ নব পরিকল্পিত হোম এণ্ডাউমেণ্ট ডিপজিট স্কিমে আমানত যে বিশেষ লাভজনক তাহা আমরা উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং কি একটী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে উহার কার্য্যের প্রসারে সাহায্য, কি নিরাপদ ও লাভজনক দাদন—সকল দিক হইতেই বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা করা আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিয়াই এই সব কথা বলিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিভিন্ন শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের আয়

গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দশমাসে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট ৪৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৪৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ছিল। উহার মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ ৩২ কোটি ৫২ লক্ষ রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ও অন্যান্য বাবদে ৪৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। আবগারী শুল্ক বাবদ আয় হইয়াছে ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

অবিচ্ছিন্ন রেল

রেলের যে বর্ত্তমান ব্যবস্থা আছে তাহাতে গাড়ী যাইবার সময় উহার প্রত্যেকটি সংযোগ স্থলে ঝাঁকুনি দিয়া থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্ত্তমানে চেষ্টা করা হইতেছে। দুইটি রেলের সংযোগ স্থল গালাইয়া মিশান সম্পর্কেই এই প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে গাড়ীর চাকা সমভাবে গড়াইয়া যাইবে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন রেলপথে এই প্রকার ঝাঁকুনির হাত হইতে রেহাই পাইবার উদ্দেশ্যে দুইটি রেলের সংযোগস্থল একত্রে মিলাইয়া উহা অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতৎসম্পর্কে ভারতীয় রেলপথ সমূহে পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্য পরিচালনার জন্য সম্প্রতি ফ্রান্স হইতে জনৈক বিশেষজ্ঞ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। আমেরিকাতে এক মাইল ব্যাপী অবিচ্ছিন্নভাবে রেল স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন রেলপথে তিনশত হইতে চারিশত ফিট দীর্ঘ রেল যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ১২০ ফিট দীর্ঘ রেল স্থাপনের প্রচেষ্টা হইবে। গত ৫ই জানুয়ারী হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে ইহার পরীক্ষা মূলক ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে সমূহের রেলের মোট এক হাজার সংযোগ স্থল গালাইয়া যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

জে, এন, টাটার জন্ম শতবার্ষিকী

নাগপুর হইতে মিঃ হরমাসজী আর, এইচ, টাটা জানাইতেছেন যে আগামী ৩রা ফাল্গুন স্বর্গীয় জামসেদজী এন টাটার প্রথম শতবার্ষিক জন্মতিথি। এতদুপলক্ষে তিনি আশা করেন স্বর্গীয় জামসেদজী টাটার ন্যায় দূরদৃষ্টিপূর্ণ একজন স্বদেশ প্রেমিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ সমস্ত দেশ বিশেষতঃ নাগপুর, আমেদাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও জামসেদপুর প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র উক্ত তিথি প্রতিপালন করিবেন।

শিল্প তদন্ত কমিটি

কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় জানা যায় যে, ডাঃ মহম্মদ কুদরত-ই-খোদা মিঃ আই, বি, এইচ আবিদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের একজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এর একজন প্রতিনিধি শিল্পতদন্ত কমিটির অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ নূর আমেদের প্রশ্নের উত্তরে অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সরকারী বিভাগে যে ব্যয় সঙ্কোচ করা করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ২১২ টাকা।

ইংলণ্ডে দেউলিয়া কোম্পানীর সংখ্যা

১৯৩৯ সালের ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ে ইংলণ্ডে ৯৮টি যৌথ কোম্পানী দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এই সময়ে এইরূপ কোম্পানীর সংখ্যা ৫৪টি ছিল।

• গত ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে যৌথ কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য প্রকার মোট ৬৬টি কারবার দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে এই প্রকার কোম্পানীর সংখ্যা ৮৬টি এবং ১৯৩৭ সালে ৮৭টি। স্কটল্যাণ্ডের দেউলিয়া কোম্পানীর সংখ্যা উক্ত সময়ে ১৯৩৯, ১৯৩৮, ১৯৩৭ এ যথাক্রমে ১৪, ১০, এবং ৫ দাঁড়াইয়াছে।

জগতের বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৩৭ সালে জগতের বিভিন্ন দেশের মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৫ হাজার ৫৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। চলতি বীমার দিক দিয়া উত্তর আমেরিকা জগতের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ক্যানাডা ও জাপান যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই সমস্ত দেশের চলতি বীমার পরিমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :— উত্তর আমেরিকা—১১ হাজার কোটি ডলার, ইংলণ্ড—১ হাজার ৪৫০ কোটি ডলার, জার্ম্মানী ৭২৪ কোটি ডলার, ক্যানাডা—৬৪০ কোটি ডলার ও জাপান—৩৫৬ কোটি ডলার।

রাস্তার উন্নতি সাধনে ব্যয়

যুক্তপ্রদেশে রাস্তা ঘাটের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যুক্তপ্রদেশ সরকার মিউনিসিপালিটী সমূহের হাতে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সমূহের হাতে ১৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা স্থির করিয়াছেন।

আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদ

গত ১৯৩৮ সালে আমেরিকার বিভিন্ন কোর্ট কর্ত্তৃক কোর্ট ২ লক্ষ ২ হাজার ৪৬৮টী বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত হইয়াছিল। এইরূপ বিচ্ছেদের ফলে মোট ১০ লক্ষ নারী পুরুষ ও শিশুর জীবনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় আমেরিকায় বর্ত্তমানে শতকরা ১৮টী বিবাহ বিচ্ছেদ হইতেছে। এইরূপ বিচ্ছেদের মধ্যে শতকরা ১'৮ ভাগ ব্যভিচারের জন্য, শতকরা ৭০ ভাগ মতানৈক্যের জন্য (Incompatability of temparament), শতকরা ১৬ ভাগ উপেক্ষা প্রভৃতির জন্য (Neglect and desertion), শতকরা ৪'৪ ভাগ দুর্ব্যবহারের জন্য, শতকরা ৪ ভাগ ভরণপোষণের অক্ষমতার জন্য এবং শতকরা ৩'৮ ভাগ অন্যান্য কারণে সংঘটিত হইতেছে। বিবাহিত হওয়ার পর ১ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৩০ জন, ১ বৎসর হইতে ২ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৫'২ জন এবং ২ বৎসর হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২০'৪ জন পুরুষ আবার বিবাহ করে। বিবাহিতা নারীদের মধ্যে ১ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১৯'৪ জন, ১ বৎসর হইতে ২ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৮'২ জন, ২ বৎসর হইতে

৩ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১৬·২ জন এবং ৩ বৎসর পরে শতকরা ৩৫·৮ জন নারী আবার বিবাহ করে।

ডিট্রয়ের বুরো অব্ ডমেষ্টিক রিলেসনস্ এর ডিরেক্টর প্যাষ্ট রেল্ল ফেরিস ২০ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উহার নিম্নোক্ত কারণগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন :—(১) কেবল চেহারাগত বাহিক আকর্ষণে ভুলিয়া বিবাহ করা (২) পারিবারিক জীবনে ধর্ম্ম ও নীতিগত আচরণের অভাব (৩) মদ্যপায়ীতা (৪) স্বভাব, মনোবৃত্তি ও ভাবের দিক দিয়া অনৈক্য।

ভারতে তিলের চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন্ স্থানে কি পরিমাণ তিল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি	ফসলের উৎপাদন
যুক্তপ্রদেশ	১৩,০১,০০০ একর	১,০১,০০০ টন
মাদ্রাজ	৫,৭৫,০০০ „	৬৫,০০০ „
বোম্বাই	৫,৪১,০০০ „	৫৪,০০০ „
মধ্যপ্রদেশ	৪,৪৮,০০০ „	৩৪,০০০ „
বাঙ্গলা	১,৮৮,০০০ „	৩১,০০০ „
বিহার	১,১৪,০০০ „	১৭,০০০ „
উড়িষ্যা	১,০৫,০০০ „	১৩,০০০ „
পাঞ্জাব	৯৬,০০০ „	৮,০০০ „
সিন্ধু	১৬,০০০ „	১,০০০ „
আজমীর	২৫,০০০ „	
হায়দরাবাদ	৪,৫১,০০০ „	২৯,০০০ „
ভূপাল	৪৪,০০০ „	৪,০০০ „
বরোদা	৫১,০০০ „	৩,০০০ „
কোটা (রাজপুতনা)	৫০,০০০ „	৫,০০০ „
মোট—	৪০,১৫,০০০ একর	৩,৬৪,০০০ টন

চায়ের সেস বৃদ্ধি সমর্থন

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড ও ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসন ১৯৩৯-৪০ সালে চায়ের প্রচার প্রসারের নিমিত্ত চায়ের উপর সেসের বর্ত্তমান হার বৃদ্ধি করিয়া উহা এক টাকা ছয় আনায় পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট উক্ত এসোসিয়েশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে টি সেস এ্যাক্ট সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে। সেস বৃদ্ধির প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে ইণ্টার ন্যাশনাল টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডের বাৎসরিক ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়; তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রচার কার্য্যের জন্য ২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। উহা বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ টাকা অধিক।

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ড এতৎসম্পর্কে ভারতবর্ষে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিকট সার্কুলার প্রেরণ করেন। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র শতকরা ৯·১২ ভাগ অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের চা-কর গণের অধিকাংশ উহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

বাঙ্গলার লবণ শিল্প

বাঙ্গলা সরকারের লবণ শিল্প বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৪টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও সাত জনকে ব্যক্তিগতভাবে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫টি স্থলে মাত্র লবণ প্রস্তুতের কাজ পরিচালিত হয়। মেদিনীপুরে ২টি, ২৪ পরগণায় ২টি এবং চট্টগ্রামে ১টি। মেদিনীপুরের দুইটি কারখানার মধ্যে ১টিতে

৩ হাজার মন ও অপরটিতে দেড় হাজার মনের অল্পাধিক লবণ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে যথাক্রমে ২ হাজার ৪ শত মণ ও ১ হাজার ৩ শত মণ ও ১ হাজার ৩ শত মণ বিক্রয় হয়। চট্টগ্রামের কারখানায় মাত্র ৫০ মণ লবণ উৎপন্ন হইবার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইতে সমর্থ হয় নাই।

বাঙ্গলা দেশে আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৪ লক্ষ মণ। উপরোক্ত পরিমাণ লবণের মধ্যে কলিকাতায় প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মণ অথবা শতকরা ৯২·১৭ ভাগ আমদানী হয়। বাদ বাকী ১২ লক্ষ মণ অথবা শতকরা ৭·৮৩ ভাগ চট্টগ্রামে আমদানী হয়। কলিকাতার আমদানী-কৃত লবণের মধ্যে ১৯·৭৭ ভাগ শালকিয়া গোলায় মজুদ রাখা হয়। আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৪২ লক্ষ মণ লবণ কলিকাতা ও চট্টগ্রামে বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮০ হাজার মণ।

উক্ত রিপোর্টে আরও জানা যায় যে সুন্দরবনে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য পরিচালনা ও রিপোর্ট দানের জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দুই জন বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট শেষ হইয়াছে এবং উহা বর্ত্তমানে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন

আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা যায়। ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত অধিবেশনে স্থায়ী হইবে। ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ১২টি সরকারী বিল উত্থাপিত হইবে। ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাজেটের সাধারণ আলোচনা হইবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারীও অসমাপ্ত কার্য্যাবলী পুনরায় ২৪শে ফেব্রুয়ারী উত্থাপিত হইবে। ৬ই মার্চ্চ অতিরিক্ত বাজেট দাখিল করা হইবে। ৮ই মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চের মধ্যে সাধারণ বাজেট সম্পর্কে ভোট গৃহীত হইবে; অতিরিক্ত বাজেটের ভোট গৃহীত হইবে ২৭শে মার্চ্চ। ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী বে-সরকারী প্রস্তাব সমূহের আলোচনা হইবে। এইরূপ প্রস্তাবের সংখ্যা প্রায় ১ একশত। ২৮শে ও ২৯শে মার্চ্চ বেসরকারী বিল সমূহ উত্থাপিত হইবে।

সিনকোনার ইতিহাস

সিনকোনার ব্যবহার কিরূপে প্রথম ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হয় তৎসম্পর্কে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে কলিকাতা মিউজিয়ামের মিঃ এস, এন, বল বলেন ১৬৩৯ সালে কাকণ্টেস সিনকোন প্রথম উহা আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেস অঞ্চলে এই ঔষধির জন্মস্থান ছিল। পেরুর স্পেনীয় ইহুদীগণ ষোড়ষ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিনকোনা বৃক্ষের বঙ্কল হইতে এই প্রতিষেধক উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হয়। এই বঙ্কল প্রথমে 'পেরুভিয়ান' বা 'জেসুটস বার্ক' বলিয়া পরিচিত ছিল। "কাউণ্টেস" পাউডার বলিয়াও অভিহিত হইত। লিনেস নামক জনৈক বোটানিষ্ট সিনকোনা বলিয়া উহার নামান্তর করেন। ১৮৫২ সালে ওলন্দাজগণ জাভায় এই ঔষধ প্রবর্ত্তন করেন। তাহারা উক্ত দেশে উহার চাষ আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে ৯০ হাজার একর জমিতে সিনকোনার চাষ হইতেছে। ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে নিলগিরি ও সিকিমের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই বৃক্ষের চাষ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ৫ হাজার একর জমিতে উহার চাষ হইয়া থাকে। নিলগিরি ও দার্জ্জিলিং জেলাতেই কেবলমাত্র ইহার চাষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। সিনকোনা বৃক্ষ অতিশয় হালকা। শীতপ্রধান অঞ্চলেই ইহা ভাল জন্মিয়া থাকে। সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজনানুরূপ সিনকোনা বৃক্ষের বঙ্কলের শতকরা ৯০ ভাগ জাভাতে উৎপন্ন হয়; ভারতবর্ষে উৎপন্ন এইরূপ বঙ্কলের পরিমাণ মাত্র ৫ ভাগ। ভারতের প্রয়োজনীয় সিনকোনা বঙ্কলের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ভারতে উৎপন্ন হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৫৫ টাকার কুইনাইন ও কুইনাইন হইতে প্রস্তুত অন্যান্য ঔষধ আমদানী হয়। সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচার ভারতবর্ষে সিনকোনা চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক সমূহের মজুদ সোণা

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক সমূহে গত ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে কি পরিমাণ স্বর্ণ, মজুত ছিল তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

	১৯৩৭	১৯৩৮
ইংলণ্ড	৭,৬৮,৪৩,০০০ আউন্স	৭,৭০,৮৫,০০০ আউন্স
যুক্তরাষ্ট্র	৩৬,৪৫,৭১,০০০ ,,	৪১,৩০,০০,০০০ ,,
ফ্রান্স	৭,৩৩,২৬,০০০ ,,	৬,৯৪,৩৯,০০০ ,,
হলাণ্ড	২,৬৫,৫৮,০০০ ,,	২,৮৪,১৩,০০০ ,,
সুইজারলাণ্ড	১,৮৫,২০,০০০ ,,	২,০১,০০,০০০ ,,
বেলজিয়াম	১,৭০,৭১,০০০ ,,	১,৬১,০৯,০০০ ,,
জার্ম্মাণী	৮,২২,০০০ ,,	৮,২৪,০০০ ,,

সরকারী কর্ম্মচারীদের ফ্রি-পাশ বন্ধ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সংযুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীগণ সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদির ফ্রি পাশ গ্রহণ করিতে বা চাহিতে পারিবেন না। এতদনুসারে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

সিন্ধু প্রদেশে কাপড়ের কল

সিন্ধু প্রদেশে শীঘ্রই একটি বড় রকম কাপড়ের কল স্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত মিলটি হায়দরাবাদে স্থাপন করা হইবে। এতৎসম্পর্কে জমি সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে এবং মিল স্থাপনের কাজ খুব শীঘ্র আরম্ভ হইবে। করাচির একজন লক্ষপতি পার্শী তাঁহার অপর কয়েকজন স্বধর্ম্মীর সহায়তায় এই মিল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ৪০ লক্ষ টাকা মূলধনসহ যৌথ কোম্পানী হিসাবে উহার কার্য্য পরিচালনা করা হইবে।

সরকারী ব্যয়ে বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ

জার্ম্মাণ সরকার দেশের লোকের জন্য বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণের যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন সে অনুসারে গত ১৯৩৩ সাল হইতে সরকারী ব্যয়ে গড়ে বৎসরে ৩ লক্ষ বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

যক্ষ্মা নিবারণী ভাণ্ডার

সম্রাটের যক্ষ্মানিবারণী ভাণ্ডারের যে অষ্টবিংশ তালিকা প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫৮ হাজার ৪১৩৷৶৩ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫৯ টাকা ১০ পাই।

ভৈরব নদের সংস্কার

বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি একটী পরিকল্পনা অনুসারে, যশোহর জিলার ভৈরব নদের সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে—কুমার নদ হইতে একটী খাল কাটিয়া কালীগঞ্জ বিলের মধ্য দিয়া নবগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে এবং অতঃপর নবগঙ্গার তীরবর্ত্তী রাধাকান্তপুর নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বলরামপুর খাল দিয়া চিত্রা নদীর তীরবর্ত্তী ফরিদকাটি পর্য্যন্ত এবং অবশেষে সেখান হইতে মাজদিয়া কাউডের মধ্য দিয়া ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী হয়বৎপুর পর্য্যন্ত সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে মোট ২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। ঐ বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে যশোহর জেলা বোর্ড ৪০ হাজার টাকা এবং যশোহর মিউনিসিপ্যালিটি ২ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহোদয় বলেন যে এই খাল খননের ফলে কুমার নদী হইতে যে জলধারা এই পথে প্রবাহিত হইবে তাহার কতকাংশ পথিমধ্যে নবগঙ্গা ও চিত্রা নদীতে যাইয়া মিলিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা ভিতরের জলধার বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী স্রোত প্রবাহিত হইবে।

কলিকাতা সহরে পশু বধ

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ডাঃ এল এম বিশ্বাসের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় খাদ্য মাংস সরবরাহের জন্য কলিকাতা সহরে বাৎসরিক গড়ে ৪ লক্ষ পশু বধ করা হইয়া থাকে। উহার মধ্যে বিভিন্ন পশুর সংখ্যা এইরূপ :—ছাগ ১ লক্ষ ৫২ হাজার, মেষ ১ লক্ষ ২৩ হাজার, গরু ৮৩ হাজারের উপর, মহিষ ১০ হাজার, শূকর ৬ হাজার এবং বাছুর ২ হাজার ৫০০।

নূতন ধরণের রবার

জার্ম্মানীতে সম্প্রতি নূতন উপকরণে রবার তৈয়ারীর এক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ঐদেশে উপরোক্ত শ্রেণীর রবার দিয়াই মোটরযানের টায়ার নির্ম্মিত হইবে। দুইটী বড় কারখানায় নূতন প্রণালীতে রবার তৈয়ারের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের দরুণ তৈয়ারী রবারের গড়পড়তা দাম খুব কম পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইংলণ্ডের বীমা ব্যবসায়

গত ১৯৩৭ সাল ও গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের প্রধান ১০টী কোম্পানীর জীবন বীমার কাজের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

কোম্পানী	১৯৩৮ সাল	১৯৩৭ সাল
প্রুডেনসিয়াল	২,৮২,৫০,০০০ পাউণ্ড	২,৯৭,০৯,০০০ পাউণ্ড
নরউইচ্ ইউনিয়ন	১,১৭,০০,০০০ ,,	১,১৫,৩০,০০০ ,,
ঈগল্ ষ্টার	১,০৩,১৩,০০০ ,,	১,০৪,৬৫,০০০ ,,
পার্ল	৮২,৩১,০০০ ,,	৮৬,৬৪,০০০ ,,
লিগেল এণ্ড জেনারেল	৭২,০৬,০০০ ,,	৭২,৮৩,০০০ ,,
কমার্শিয়াল ইউনিয়ন	৫৯,৯১,০০০ ,,	৬০,৭৬,০০০ ,,

(ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের নয় মাস)

টাকা হইতে ৭ কোটী ৫২ লক্ষ টাকায় এবং তিসির রপ্তানী ৩ কোটী টাকা হইতে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এই বৎসরে রেড়ীর রপ্তানী ৬০ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে নয় মাসে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের উহাই মোটামুটি বিবরণ। এবার বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্র ও সূতা, লৌহ নির্ম্মিত বিবিধ জিনিষ ইত্যাদির আমদানী কমিয়াছে উহা সুখের বিষয়। ভারতবর্ষে এবার বিদেশ হইতে কলকব্জার আমদানী বৃদ্ধি পাওয়াতে উহাই সূচিত হয় যে, এদেশে শিল্পের প্রসার দ্রুততর হইতেছে। কিন্তু এবার বিদেশে হইতে কেরোসিন কম আমদানী হওয়াতে উহাই সূচিত হইতেছে যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। বিদেশ হইতে তূলার আমদানী হ্রাসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে কাজের পরিমাণ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে ভারতীয় কলগুলি যদি বর্ত্তমান বৎসরে বিদেশী তূলার উপর নির্ভর না করিয়া অধিকতর পরিমাণে দেশীয় তূলা দ্বারা কাজ চালাইয়া থাকে তাহা হইলে উহা সুখের বিষয়। এবার ৯ মাসে চাউলের আমদানী কমিয়াছে বটে। কিন্তু এ বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধান ফসল ভালরূপ না হওয়াতে ডিসেম্বর মাসে চাউলের আমদানী অনেক বাড়িয়াছে। আগামী ২।৩ মাসেও যদি এই অবস্থা বলবৎ থাকে তাহা হইলে পূরা বৎসরে চাউলের আমদানী হয়তঃ গত বৎসর অপেক্ষা কম হইবে না। এবার মোটর গাড়ী, ট্যাক্সি ইত্যাদির আমদানীও কম হইয়াছে। উহা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি সূচনা করিতেছে।

রপ্তানীর মধ্যে এবার গমের রপ্তানী হ্রাস পাইবার প্রধান কারণ বিদেশী গমের প্রতিযোগিতা। চায়ের রপ্তানী হ্রাস পাইবার প্রধান কারণ ইংলণ্ডে চায়ের উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি। তবে চায়ের রপ্তানী যে বেশী পরিমাণে হ্রাস পায় নাই উহাই সান্ত্বনার কথা। কিন্তু এবার ভারতবর্ষ হইতে তূলা, পাট ও চামড়ার রপ্তানী যে উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইয়াছে—উহাই নিতান্ত দুঃখের কথা। কারণ উহা দ্বারা দেশের কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রমাণিত হইতেছে। পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী হ্রাস বাঙ্গলার কৃষকের দুঃখদুর্দ্দশা বৃদ্ধির পরোক্ষ কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কার্পাসজাত সূতা ও বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাসে উহাই মনে হয় যে বিদেশের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা বর্ত্তমানে ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

মোটের উপর বর্ত্তমান বৎসরে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহা ভারতীয় শিল্প ও ভারতীয় কৃষিজীবীদের স্বার্থের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে। অবশ্য বিবিধ প্রকার মালপত্র এবং স্বর্ণ রৌপ্য মিলিয়া এবার নয় মাসে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য গত বৎসরের প্রায় সমানই আছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ২৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। এবার উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৬ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিদেশী বাণিজ্যের মারফতে ভারতবর্ষের বাৎসরিক দায় মিটান অপেক্ষা দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কৃষক সমাজের উপর উহার প্রভাবই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেই দিক দিয়া এবার ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য যে ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতিকূল পথে ধাবিত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নর্থ ব্রিটিশ	৫৩,২৭,০০০	„	৫৬,২০,০০০	„
স্কটিস্ ইউডোস্	৫২,৪০,০০০	„	৫০,৪৭,০০০	„
রয়েল	৫১,৭৩,০০০	„	৫১,৫৪,০০০	„
ইউনাইটেড কিংডম	৫১,১৬,০০০	„	৫০,২৩,০০০	„

গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডের মোট ৪৪ টী বীমা কোম্পানীর মোট নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসর তাহা ৪৮লক্ষ ২৮ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মোট ১৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

২০ কোটি থলের অর্ডার

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ২০ কোটি থলের অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া কলিকাতায় যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে ডাণ্ডী হইতে তাহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। ডাণ্ডির চটকল সমূহ জুন মাসের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ থলে সরবরাহের অর্ডার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান ডাণ্ডির চটকল সমূহ সপ্তাহে ৩০ লক্ষ থলে সরবরাহ করিতেছে। ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। উক্ত কল সমূহ সাধারণ ভাবে সপ্তাহে ৫০ লক্ষ থলে সরবরাহ করিতে পারে।

বেলজিয়াম হইতেও ৫০ লক্ষ থলের জন্য টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

টেলিগ্রামের চার্জ্জ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বি, এন, চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকার ইচ্ছা নাই। গবর্ণমেণ্টের মতে এইরূপ মাশুল বৃদ্ধি দ্বারা রাজস্বের কোন নিট আয় হইবার সম্ভাবনা নাই। স্যার টমাস আরও বলেন যে, এই বিভাগে যে ক্ষতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার জন্য কোন সুদ দিতে হয় না। এইরূপ ক্ষতির পরিমাণ ৪৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

পৃথিবীর রৌপ্য ব্যবসায়

গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন রৌপ্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ৪৭ লক্ষ আউন্স। ১৯৩৮ সালে তাহা কমিয়া ২৬ কোটি ৪৮ লক্ষ আউন্স দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চীন, মেক্সিকো স্পেন এবং শ্যামদেশ তাহাদের রৌপ্য মুদ্রা গলাইয়া যথাক্রমে ঐরূপ ২৩ কোটি ৪৩ লক্ষ আউন্স ৩ কোটি ৫০ লক্ষ আউন্স, ৪ কোটী আউন্স ও ২ কোটি ২০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করায় ১৯৩৮ সালে জগতের মোট রৌপ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ আউন্স দাঁড়ায়। ঐরূপ রূপার শতকরা ৬৭ ভাগের রূপাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আয়ত্ব করিয়া লয়। ১৯৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র মোট ৩১ কোটি ২২ লক্ষ আউন্স রৌপ্য ক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে তাহার ক্রীত রৌপ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটি ৩২ লক্ষ আউন্স। এরূপ বেশী রূপা ক্রয় সত্ত্বেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী টেজারীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট রৌপ্যের পরিমাণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা ১৬৫ কোটি আউন্স পরিমাণ কম ছিল। ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মোট ১০০ কোটি ডলারের রৌপ্য ক্রয় করে। উহার শতকরা ৮২ ভাগ রৌপ্য ছিল বিদেশের এবং ১৮ ভাগ ছিল দেশের।

ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের রপ্তানী

পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যে বস্ত্রের স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রগণ্য। কিন্তু ১৯৩৮ সালে বস্ত্রের পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড হইতে উল্লেখযোগ্যরূপ কম পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে. ১৮৫০ সালের পর এপর্য্যন্ত বস্ত্রের এরূপ কম রপ্তানী আর দেখা যায় নাই। ১৮৫০ সালে ইংলণ্ড হইতে ১৩৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৩ হাজার গজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯১৩ সালে ও ১৯৩৭ সালে তাহা যথাক্রমে দাঁড়ায় ৭০৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৫২ হাজার গজ ও ২০২ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৫ হাজার গজ। ১৯৩৮ সালে সেই স্থানে মোট বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ ১৪৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১৭ হাজার গজ দাঁড়াইয়াছে।

হজযাত্রীদের জন্য জাহাজ কোম্পানী

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর পরিচালনাধীনে সম্প্রতি বোম্বাইয়ে হজ লাইন লিমিটেড নামে একটী কোম্পানী রেজিষ্টীকৃত হইয়াছে। এই দেশীয় হজ লাইন কোম্পানীর সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মাননীয় আগা খাঁন সম্প্রতি ভারতের মুসলমান সমাজের নিকট এক আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। এই আবেদনে মাননীয় আগা খাঁন বলিতেছেন দেশীয় জাহাজ ব্যবসায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির একটি প্রধান অবলম্বন স্বরূপ এবং সে হিসাবে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমি জানিতে পারিলাম সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে জেড্ডা পর্য্যন্ত হজযাত্রী বহনের কার্য্য করিবার জন্য বোম্বাইয়ে হজ লাইন লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বিশেষ সুখের বিষয় স্বনামখ্যাত দেশীয় জাহাজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিন্ধিয়া কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আমি আশা করি আমার স্বধর্ম্মী হজযাত্রীগণ সর্ব্বপ্রকারে এই নূতন কোম্পানীর পরিপোষকতা করিবেন।

জলপাইগুড়ি সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব

সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :— (১) সর্ব্বসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বজন স্বীকৃত নীতি। বৃটিশ পার্লামেণ্ট রচিত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে এই নীতি উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে যে কেবল ভারতবাসীর হাতে কোন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয় নাই এমন নহে, পরন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা প্রবলতর করা হইয়াছে। আমরা ইতিহাসের এমন একটি স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি যখন এই অবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বর্জ্জন ঘোষণা করাই যথেষ্ট নহে। ভারতীয় জনসাধারণকে তাহাদের স্বরচিত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী অভ্রান্তভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে। (২) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এবং রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র যে সমস্ত সর্ত্ত দিয়াছিলেন তাহা গ্রহণ না করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলী যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন এই সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং দেশবাসীকে রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্ত করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন চালাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে (৩) এই সম্মেলন নিপীড়িত ও দরিদ্র কৃষকগণের দাবী দাওয়া ও অভিযোগ দূর করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা এবং সর্ব্বপ্রকার জমিদারী প্রথা রহিত করার দাবী করিতেছে। (৪) এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে (ক) বাধ্যতামূলক ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হউক (খ) পাটের নিম্নতম মূল্য মণ প্রতি ১০্ বাঁধিয়া দেওয়া হউক (গ) সমবায় প্রথায় পাট ক্রয় বিক্রয় করা হউক (গভর্ণমেণ্টকে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে হইবে এবং ইহা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।) (ঘ) পাট অর্ডিনান্সের ফলে মজুরদের চাকুরী গিয়া কিংবা আয় কমিয়া যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা হউক (৫) এই
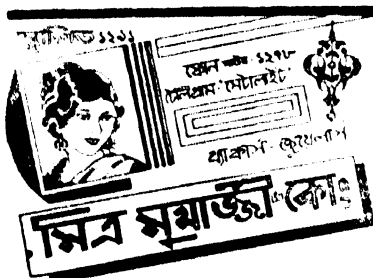
সম্মেলন দাবী করিতেছে যে দার্জ্জিলিং, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ জেলার অংশ বিশেষকে রাজনৈতিক হিসাবে যে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা রহিত করিয়া উক্ত স্থানসমূহকে অবশিষ্ট বাঙ্গলার সহিত সমতুল্যভাবে দায়িত্বশীল শাসন-সংস্কার দান করা হউক (৬) হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী বলিতে ও বুঝিতে পারে বলিয়া কংগ্রেসের অধিকাংশ বক্তৃতা ও আলোচনা হিন্দুস্থানী ভাষায় হইয়া থাকে। এই জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য বাঙ্গালীর ঐ ভাষা শিক্ষা করার জন্য যত্নশীল হওয়া এই সম্মেলন প্রয়োজন মনে করেন (৭) বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে মত প্রকাশের অধিকার সকল মানুষ ও সম্প্রদায়ের অচ্ছেদ্য গণতান্ত্রিক অধিকার বলিয়া গণ্য। ভারতীয় ও প্রাদেশিক সরকার ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাহার কমিটী গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া জনসাধারণের এই গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে অবিলম্বে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হউক। ৮ (ক) বাঙ্গালার কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা ও তাহাদের যন্ত্র সম্বন্ধীয় চেতনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগের জন্য এবং তৎকল্পে কৃষিক্ষেত্র সমূহের আবশ্যক পুনর্ব্বণ্টন করিবার জন্য কার্য্যকরী উপায় ও পথ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার সমগ্র কৃষিভূমির একটী বিস্তৃত জরীপের ব্যবস্থা করা (খ) বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে কৃষিজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের অর্থে অতি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা (গ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন ও উহাদের উপযুক্ত বণ্টনের উপায় ও পন্থা নির্দ্ধারণ এবং (ঘ) কেন্দ্রিয় কৃষি সংগঠন সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য সভ্য মনোনয়ন পূর্ব্বক বিভিন্ন জেলা উপসমিতি সমূহ গঠন এই সম্মেলন প্রয়োজন মনে করিতেছে।

রাজবন্দীদের শিল্প কারখানা

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কলিকাতায় বেঙ্গল ডেটিনিউস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেটের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত সরকার শিল্পোন্নতির উপায় সম্পর্কে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশে ছাতা শিল্পের সম্ভাবনা রহিয়াছে। উন্নত ধরণের জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এদিক দিয়া উহা সামান্য অগ্রসর হইলেও এই শিল্পের উন্নতি আশা করা যায়; কারণ আমাদের দেশে কি রৌদ্রে, কি বৃষ্টিতে সকলেই ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। ছাতা শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজবন্দীগণ সরকারী সাহায্য দ্বারা ছাতা নির্ম্মাণের কতিপয় কারখানা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি কারখানার কাজ ভাল হয়, অপরপক্ষে কয়েকটির কাজ সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। বর্ত্তমানে এই সকল কারখানা একত্রে কাজ করিয়া অধিকতর উন্নতি করিতে পারিবে আশায় এই সিণ্ডিকেট গঠন করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি

বিগত তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ডে বেকার সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যা ২০ লক্ষ ৩৯ হাজার। গত ডিসেম্বর মাস হইতে উহার পরিমাণ ২ লক্ষ ৮ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলিপুরে টেলিফোন যন্ত্রের কারখানা

আলিপুরে সরকারী টেলিগ্রাফ ওয়ার্কসএ ভারতের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া টেলিফোন যন্ত্র প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের এইরূপ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। উহা প্রস্তুতের জন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা মাল আমদানী করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে বিদেশ হইতে কোন টেলিফোন ক্রয় করা হয় নাই। এই কারখানায় টেলিফোন সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইক্ষুর উপর ধার্য্য কর

যুক্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে কোন এক প্রশ্নোত্তরে ডাঃ কে এন, কাটজু বলেন যে, ইক্ষুর উপর ধার্য্য কর হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেসন ও এ্যাপয়েনমেণ্ট বোর্ডের উদ্যোগে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে মিঃ দেবেশচন্দ্র ঘোষ বলেন চা শিল্প ও চায়ের ব্যবসায় জীবিকা নির্ব্বাহের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নূতন কৃষি বিভাগে, এতৎসম্পর্কে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মিঃ ঘোষ বলেন, ভারতবর্ষের কংগ্রেস শাসিত কতিপয় প্রদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিবার ফলে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের বাজারে চায়ের কাটতি বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, মিঃ ঘোষ শিক্ষিত যুবকদিগকে চা শিল্প ও চা ব্যবসায় সম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষালাভ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে উপদেশ প্রদান করেন।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নোত্তরে বানিজ্য-সচিব স্যার মহাম্মদ জাফরুল্লা বলেন যে, পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য-চুক্তি উত্থাপন করা হইবে। পরিষদে উক্ত চুক্তির খসড়া সম্পর্কে আলোচনা হইবার পরেই উহা স্বাক্ষরিত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে কিনা ইহার উত্তরে বাণিজ্য সচিব বলেন যে গবর্ণমেণ্টের উহাই ইচ্ছা ছিল কিন্তু এতৎ সম্পর্কে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি উহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়া মেসিনারি কোং লিঃ

প্রথম বৎসরেই লভ্যাংশ প্রদান

ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যে সমস্ত কলকব্জা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রস্তুতের উপযোগী লৌহ ও অন্যান্য জিনিষ দেশের ভিতরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও আজ পর্য্যন্ত এদেশে কলকব্জা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উহার ফলে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ২০ কোটী টাকারও অধিক মূল্যের কলকব্জা আমদানী হইতেছে এবং দেশে শিল্পের প্রসার হেতু বৎসরের পর বৎসর উহার আমদানী বাড়িতেছে। দেশের ভিতরে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকাতে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে উচ্চ মূল্যের কলকব্জা আনিতে হয় বলিয়া দেশে শিল্পের প্রসারও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। এই অবস্থায় দেশের ভিতরে কলকব্জা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়া যে অত্যাবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। বড়ই সুখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশে কলকব্জা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে এক বৎসর হইল ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোং লিঃ নামে একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার উদ্যোক্তা স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুত আলামোহন দাস এবং উহার হেড অফিস ৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতাতে অবস্থিত। বাঙ্গলা দেশে কেন ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেও এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান আর নাই। কলকব্জা প্রস্তুতের শিল্পের ন্যায় একটী শিল্পে বাঙ্গালীই যে প্রথম 'অগ্রসর' হইল উহা বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা গৌরবের কথা।

আমরা সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর প্রথম বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি এবং কলকব্জা প্রস্তুতের ন্যায় একটী জটিল শিল্পে এক বৎসরের মধ্যেই উক্ত কোম্পানী যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আলামোহনের ন্যায় করিৎকর্ম্মা ও অভিজ্ঞ শিল্পীর যাদুদণ্ড স্পর্শেই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানীর কারখানায় দুই লক্ষ ১৯ হাজার টাকা মূল্যের কলকব্জা প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা মূল্যের কলকব্জা বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসর এই কারখানাতে প্রধানতঃ চটকলে ব্যবহার্য্য কলকব্জা, ওজন করিবার যন্ত্র, মুদ্রণযন্ত্র, চামড়া টান করিবার কলকব্জা ও অন্যান্য কতিপয় শ্রেণীর কলকব্জা প্রস্তুত হইয়াছিল। সম্প্রতি কোম্পানীর পরিচালকবর্গ হাওড়ার অন্তর্গত দাসনগরে (মিঃ আলামোহন দাসের নামে অভিহিত) একটি বিরাট জমি সংগ্রহ করিয়া উহাতে কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য বিবিধ প্রকার আধুনিকতম কলকব্জা বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহা সফল হইলে কোম্পানীর কারখানাতে দেশের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কলকব্জা প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং দাসনগর ভারতের শিল্প প্রচেষ্টার একটী তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। আলামোহনের ধারণা যে তিনি যদি তাঁহার পরিকল্পনা পূর্ণভাবে সফল করিতে পারেন তাহা হইলে দাসনগরে অন্ততঃ ৬০ হাজার বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান হইবে।

ইণ্ডিয়া মেসিনারি কোম্পানী গত বৎসর ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কার্য্যারম্ভের অনুমতি পায়। কাজেই ১৯৩৮ সালে উহার কারখানাতে পুরা ১২ মাসও কাজ হয় নাই। উহা সত্ত্বেও প্রথম বৎসরেই কোম্পানী সমস্ত খাইখরচা বাদে এবং প্রাথমিক ব্যয় ও শেয়ার বিক্রয়ের কমিশনের দফায় ১১ হাজার টাকার মত খরচ লিখিয়াও প্রায় ২৪ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে এবং উহা হইতে উহার অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক আড়াই টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে। কোম্পানী স্থাপিত হইবার প্রথম বৎসরেই এইভাবে অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করা বাস্তবিকই একটা প্রশংসার বিষয়। বাঙ্গলার শিল্পক্ষেত্রে আলামোহনই সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ সাফল্য প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার স্থাপিত ভারত জুটমিলও প্রথম বৎসর হইতে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। উহা যে ধরণের শিল্প প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহার পেছনে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি যে ভাবে নিয়োজিত হইয়াছে তাহাতে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বলিয়া আমরা মনে করি। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিলে দেশবাসী কেবল যে লাভবান হইবেন এরূপ নহে—তাঁহারা দেশে শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিবার গৌরবও অর্জ্জন করিবেন।

মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতার মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ভারতের তরুণ উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। গত ১৯৩৬ সালে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে উহা অব্যাহতভাবে দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রথম হইতে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর উহার পরিচালনা ভার ন্যস্ত হওয়ায় এবং অভিনব ধরণের কতিপয় আকর্ষণযোগ্য বীমার স্কীম নিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়ায় এই কোম্পানী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইয়াছে। আর সেজন্য উল্লেখযোগ্যরূপ দ্রুতগতিতে উহার কার্য্যধারা সম্প্রসারিত হইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা ঐ প্রকার অগ্রগতির পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য ৫৫১টী বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪১০টি প্রস্তাবে এবার মোট ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসর কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ১২২ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩ বৎসরের একটি কোম্পানীর পক্ষে এই বৃদ্ধির হার খুবই উৎসাহজনক সন্দেহ নাই।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৬৭ হাজার ৪৭৪ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১২ হাজার ৪১০ টাকা এবং অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৮০ হাজার ৬৮ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১০ হাজার টাকা, কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৩৬ হাজার ৩৫০ টাকা ব্যয় করেন। তাহাছাড়া অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৭১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৫৭ হাজার ৪৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে মে তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার ৩৫০ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৫৭ হাজার

৪৩ টাকা, এবং অন্যান্য দায় লইয়া মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১২৬ টাকা দায় দেখান হইয়াছে। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ৭৯ হাজার ১৫৮ টাকা, বিবিধ যৌথ কোম্পানীর ডিবেঞ্চার১৯ হাজার ৪৮৭ টাকা, কোম্পানীর জমিবাড়ী ৫০ হাজার ৮৫৯ টাকা, আসবাবপত্র ৩ হাজার ৭৭৭ টাকা। হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩১ হাজার ১৩৯ টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে। আমরা এই উন্নতিশীল কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

লালা করমচাঁদ থাপ্পর এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাহার কর্ম্মকুশলতায় মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্যধারা সর্ব্বপ্রকার বিবেচনা সম্মত উপায়ে পরিচালিত হইতেছে। ৫ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড্ অফিস অবস্থিত।

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানী মোট ২০ লক্ষ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য গত ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীযুক্ত পরিমল সোমের ১২।৩ হিন্দুস্থান রোড্, বালীগঞ্জস্থিত বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। ৫নং ক্লাইভ রোতে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতার শাখা আফিস অবস্থিত।

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা ও সহরতলীতে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে বাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী জমি সংগ্রহ এবং এই জমির উপর বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া গত ১৯৩৩ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট এবং বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ জে এম দত্ত বার্ষিক সভার সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন—১৯৩৮ সালের শেষে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭ টাকা। বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে উদ্দেশ্য নিয়া কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কার্য্যে উহা যেরূপ লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আমি আশা করি ঐ ব্যাঙ্কের প্রতি সর্ব্ব সাধারণ আরও বেশী সমাদর দেখাইবে এবং আরও বেশী টাকা ঐ ব্যাঙ্কে লগ্নি করিবে বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম। যদি সাধারণে সে আগ্রহ প্রদর্শন করিত তবে ব্যাঙ্কটী ইতিমধ্যেই তাহার কার্য্য দশগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিত। বর্ত্তমানে যখন সরকারী সিকিউরিটীতে টাকা দাদন করিয়া গড়ে নীট ২৵০ আনার বেশী পাওয়া যায় না এবং নানা কারণে ঐ ধরণের লগ্নি কারবারের লাভের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যেস্থলে জটিল হইয়া উঠিয়াছে সে স্থলে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের মত নিরাপদমূলক প্রতিষ্ঠানে বেশী সুদে টাকা দাদন করার দিকে লগ্নিকারকদের দৃষ্টি অধিকতর নিয়োজিত হওয়া সঙ্গত। নানা অব্যবস্থা ও রোগ শোকের জন্য এবং জীবিকা সংস্থানের প্রয়োজনে বাঙ্গলার বহু পল্লীবাসী আজ সহরে বাস করিবার জন্য আকৃষ্ট হইতেছে। অনেকেই বাসোপযোগী বাড়ী পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কাজেই বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিবার এবং বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে লাভবান হওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা বিস্তরই রহিয়াছে। এই সব সুযোগ সম্ভাবনা দেখিয়া লগ্নিকারকরা বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করা ও ঐ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখা সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমি আশা করি।

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং লিঃ

সম্প্রতি টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসে আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদে কারবার চালাইয়া কোম্পানীর ১০ লক্ষ ৯ হাজার ৬৬২ টাকা লাভ দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ক্ষয়পূরণ তহবিলে, ১ লক্ষ টাকা ডিবেঞ্চার পরিশোধ তহবিলে, ৭৫ হাজার টাকা মজুত তহবিলে এবং ৩৫ হাজার ৫৩০ টাকা ঋণ আদায় তহবিলে এবং ৩০ হাজার টাকা পেন্সন তহবিলে নিয়োগ করিয়া ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ১৩২ টাকা থাকে। উহার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের জের ৮০ হাজার ৮৩৯ টাকা যোগ করিয়া বণ্টনযোগ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ২১ টাকা। এই টাকা হইতে প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৮ টাকা হারে মোট ৪৬ হাজার টাকা লভ্যাংশ, দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে মোট ৩৭ হাজার টাকা লভ্যাংশ, প্রেফারড্ অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে মোট ২১ হাজার ৮৭৫ টাকা লভ্যাংশ, এ ও বি অর্ডিনারী শেয়ারের উপর শেয়ার প্রতি ৸৵০ আনা হিসাবে মোট ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৯৭ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী ৭৩ হাজার ১৪৯ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১লা ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি সাব্ আফিস স্থাপিত হইয়াছে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম এম ষ্টুয়ার্ট আই সি এস্ এই সাব আফিসটী উদ্বোধন করেন। সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মিঃ এস সি মৌলিক ও ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ আর এন গাগর ও আরও অনেকে বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিঃ এন চৌধুরী, মিঃ বি এন চেটলাঙ্গিয়া, মিঃ বি সি চাটার্জ্জি, মিঃ কে এন সেন, ডাঃ সুধাময় বানার্জ্জি, ডাঃ এস পি চাটার্জ্জি মিঃ এস ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর সাব্ অফিসের মিঃ অমরেশ ভট্টাচার্য্য সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ন্যাসকো লিঃ

ডিরেক্টর—মিঃ রতন বিহারী দত্ত। সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রসাদন সামগ্রীর প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। অফিস ১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ

ডিরেক্টর মিঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড—আফিস ১২নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেনারেল ইকুইটিজ্ ট্রাষ্ট লিঃ

ডিরেক্টর মিঃ পি জি এব্রাহাম। শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—পি ৩৩ নং মিশন রো, কলিকাতা।

মত ও পথ

বাঙ্গলাদেশে চলতি বীমার পরিমাণ

'ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স জার্ণালে'র গত ডিসেম্বর সংখ্যায় 'পলিসি প্রগ্রেস এণ্ড স্কোপ অব্ ইন্সিওরেন্স ইন বেঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধে মিঃ এস্ এল্ রায় লিখিতেছেন—ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বাৎসরিক কি পরিমাণ নূতন বীমার কাজ হইতেছে তাহার কোন সংখ্যা বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন প্রদেশ প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক কত টাকা প্রদান করিতেছে, বিভিন্ন বীমা কোম্পানী বীমার দাবী বাবদ কোন প্রদেশের লোককে বাৎসরিক কি পরিমান টাকা দিতেছে তাহাও নির্ণয় করার সুবিধা নাই। বিভিন্ন কোম্পানী এই সমস্ত বিবরণ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে দ্বিধা বোধ করে বলিয়াই মনে হয়। আমার মনে হয় তাহারা এই সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেই ভাল করিতেন। যাহা হউক বীমা বিষয়ক সরকারী ইয়ার বুক দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৫ সালে বাঙ্গলার ২৪টী বীমা কোম্পানীর (ইয়ার বুকে উল্লিখিত) মোট চলতি বীমার পরিমাণ ২৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ১১ হাজার, চলতি পলিসির সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭২০ এবং বাৎসরিক আদায়ী প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ছিল। যেহেতু অনেক বাঙ্গালী বীমা কোম্পানী বাঙ্গালার বাহিরেও বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়া থাকে সেই হেতু বাঙ্গালী কোম্পানী সমূহের বীমা পলিসি কোনদিক দিয়া কেবল বাঙ্গলার সম্পদ বলা চলে না। অপর দিকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালী কোম্পানী সমূহ বাঙ্গলার বাহিরে যে বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়া থাকে অবাঙ্গালী কোম্পানী সমূহ বাঙ্গালায় বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৩৫ সালে সমস্ত ভারতীয় বীমা কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি টাকা এবং চলতি পলিসির সংখ্যা ছিল ৮ হইতে ৯ লক্ষ। অভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের এদেশে যে চলতি বীমা রহিয়াছে তাহা ঐ হিসাবে নাই। তাহা যে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের চলতি বীমার সমান হইবে তাহা বলা যাইতে পারে। কাজেই ভারতবর্ষের চলতি বীমার পরিমাণ ১৮০ কোটি টাকা ও পলিসির সংখ্যা ১৮ লক্ষ হইতে ১৯ লক্ষ বলিয়া মনে হয়। উক্ত পরিমাণ বীমার মধ্যে এক চতুর্থাংশই যে বাঙ্গালার তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় বাঙ্গালার লোক বর্ত্তমানে ৪০ কোটি টাকার বীমা চালাইতেছে এবং ঐ বাবদ বাৎসরিক প্রায় ২ কোটি টাকার প্রিমিয়াম দিতেছে বলা যায়।

শেয়ার বাজারে দরের উঠা নামা

'ব্যবসা বাণিজ্য' নামক মাসিক পত্র গত মাঘ সংখ্যায় শেয়ার বাজার ও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি' সম্বন্ধে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—শেয়ার বাজারে শেয়ারের দরের কি করে উঠা নামা হয় সে সম্পর্কে সাধারণ লোকের একটা খট্‌কা আছে। এই দর উঠানামার ব্যাপারটা একটা বিচিত্র কিছু নয়। সাধারণ বাজারে মালের যোগান ও খরিদ্দারের চাহিদার সামঞ্জস্যের উপরই দরের নিশ্চিন্ততা নির্ভর করে। শেয়ার বাজারেও তাই। শেয়ার বিক্রয়েচ্ছুর সংখ্যা যদি বেশী হয় ও ক্রেতার সংখ্যা যদি কম থাকে তাহলে শেয়ারের দর ক্রমশঃ প'ড়ে যায়। পক্ষান্তরে, বিক্রেতার সংখ্যা যদি কম হয় ও ক্রেতার সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে চাহিদা বেশী থাকার দরুণ শেয়ারের দর চড়ে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দরের রীতিমত উঠানামা ঘটে। যুদ্ধের মত একটা ভয়াবহ ব্যাপারে কারবার জগতের অবস্থা ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত আকার ধারণ করে। সে ক্ষেত্রে লোকসানের আশঙ্কায় সবাই শেয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় (অবশ্য লাভজনক কারবার ছাড়া) আবার যুদ্ধের সম্ভাবনায় যদি কোন শিল্প চালু হওয়ার আশা থাকে; সেক্ষেত্রে শেয়ারের দর চ'ড়ে যায়। ধরুণ কোন খাস্ ইউরোপীয় কোম্পানী বা ইউরোপে সংগঠিত এদেশে কারবারকারী কোন কোম্পানীর আপনি শেয়ার কিনেছেন, যদি যুদ্ধ বাধে বা যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সে শেয়ার বেচে দেবার জন্য ব্যগ্র হবেন। কেননা যুদ্ধ লাগলে সে দেশ বা কোম্পানীর কি অবস্থা হবে তা আপনি বলতে পারেন না, এমনও হয়ে থাকে যে কোম্পানীর কারবার বন্ধ হয়ে গেল। তবে মজা হচ্ছে এই যে তখন কেহই কিনিতে চায় না, অথচ সবাই ঝড়তি পড়তি য় থাকে বেচে দিতে ব্যগ্র হয় আর দামও নেমে যায়। সুতরাং সেক্ষেত্রে যারাই পূর্ব্বে শেয়ার ছেড়ে দিতে পারে তারাই বেঁচে যায় নইলে আর সবাই মরে। আবার উল্টোটিও ঘটতে পারে। যুদ্ধ লাগলেই গোটাকতক জিনিষের অসম্ভব চাহিদা বাড়ে এবং সেই জন্যই সেই সেই দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানী সমূহ প্রচুর লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে ঐ সকল কোম্পানীর শেয়ারের দর ভয়ঙ্কর চ'ড়ে যায়।

স্বাস্থ্য-প্রগতি ও খাদ্য

'কমার্শিয়াল গেজেট' পত্রের গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় ডাঃ ডব্লিউ আর আইকরয়েডের একটা প্রবন্ধ উদ্ধৃত রহিয়াছে, ঐ প্রবন্ধে ডাঃ আইকরয়েড বলিয়াছেন—খাদ্যের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। কম পরিমাণ খাদ্য এবং কম পুষ্টিকর খাদ্য মানুষের জীবনে খুব খারাপ। প্রথমতঃ উহা শরীরের ভালরকম পুষ্টি হইতে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ উহা কতকগুলি ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। ঐসকল রোগের মধ্যে বেরিবেরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খাদ্যের ভিতর 'বি' ভাইটামিনের অভাব থাকার দরুণ এবং বিশেষতঃ মিলের প্রস্তুত চাউলের ভাত খাওয়ার দরুণ এই রোগ হয়। মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর পূর্ব্ব জেলা সমূহে লোকে সাধারণতঃ মিলের চাউলই বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। অপরদিকে তাহারা তরিতরকারি ব্যবহার করে কম। এজন্য ঐসব অঞ্চলে বেরিবেরির খুব প্রকোপ দেখা যায়। ভাল অবস্থায় সকলেরই ভাল খাদ্য গ্রহণ করার উপরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কনোরের পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাল অবস্থায় রাখিয়া ও ভালখাদ্য যোগাইয়া যে পশু পালন করা হইতেছে উহাদের ভিতর রোগের প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। খাদ্যাভাবের সহিত রোগের সংক্রমতার যোগাযোগ রহিয়াছে। সেজন্য দুর্ভিক্ষ কালে রোগের খুব প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কলেরা জ্বর এবং উদরাময় রোগ দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। খাদ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে আজ দেশের সরকারী কৃষিনীতির সহিত খাদ্য সরবরাহের প্রশ্ন জড়িত রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে লোকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় না সেই সব অঞ্চলে বেশী পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনের উপর জোর দিতে হইবে। তাহা ছাড়া দেশে পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে দুধ তরিতরকারী এবং ফলফলারির যোগান যাহাতে বাড়ে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১০ই ফেব্রুয়ারী

এসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে হালচাল পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতে টাকার বাজারে বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। এসপ্তাহেও টাকার সেইরূপ বেশী পরিমাণ চাহিদাই কার্য্যতঃ বলবৎ দেখা গিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির ভিতর এখনও শতকরা বার্ষিক আড়াই টাকা সুদে কল টাকার আদান প্রদান হইতেছে। টাকার অতিরিক্ত-রূপ চাহিদার দরুণ প্রতি সপ্তাহেই ঋণপ্রদাতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকার পরিমাণে নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে। অপর দিকে পূর্ব্ব ক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে যে টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে তাহার পরিমাণ কোন সপ্তাহেই আড়াই কোটি টাকার কম নহে। পূর্ব্ব ক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ বাজারে যে টাকা ফিরিয়া আসিতেছে সে তুলনায় নূতন ট্রেজারী বিল বাবদ যে টাকা নিয়োজিত হইতেছে তাহার পরিমাণ কম। এই অবস্থায় অনেকে মনে করিতেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে টাকার বাজারে অন্ততঃ কতক পরিমাণ স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে টাকার বাজারের চড়া ভাব কিছু সময় বজায় থাকাই সম্ভব। বৎসরের এই সময়ে ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা স্বভাবতঃই কিছু বাড়িয়া যায়। এবৎসর নানা কারণে তাহা এতদিন তেমন বাড়িতে পারে নাই। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার আশঙ্কাভাবক ছিল বলিয়া এবং স্থানীয় অবস্থা বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক না থাকায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ব্যবসায়ীরা সকল দিক দিয়া কাজ কর্ম্মে হতাশাই বোধ করিয়াছে। এক্ষণে হের হিটলারের বক্তৃতার পর ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আশা ভরসার ভাব সৃষ্টি হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাধারণের আস্থার ভাব অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে ২০ কোটি পরিমাণ পাটের থলের অর্ডার দেওয়ায় কলিকাতার পাটের বাজার চড়িয়া গিয়াছে। ঐসঙ্গে শেয়ার বাজারে বিশেষতঃ পাটকল বিভাগে বেশী পরিমাণে কর্ম্ম চাঞ্চল্যও দেখা দিয়াছে। এই সব কারণে টাকার ব্যবসায়িক প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় কলিকাতার টাকার বাজার আরও কিছুকাল চড়া থাকিবারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯।/৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯।/৬ পাই দরের শতকরা ৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২॥৵০ আনা। এসপ্তাহে তাহা ৩।১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ১৬ই তারিখ ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচাল পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে। অদ্য বিনিময় বাজারে বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{২৩}{৩২}$পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫$\frac{২৩}{৩২}$পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬$\frac{১}{১৬}$পে
ডি এ ৬ মাস	„	১ শি ৬$\frac{১}{৮}$পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	„	৮৬$\frac{১}{২}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১০ই ফেব্রুয়ারী

এ সপ্তাহে প্রধানতঃ পাটকলের শেয়ার বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা কর্ম্মোৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমরায়োজনের কার্য্যনীতি অনুসারে ভারতে বিস্তর পরিমাণ পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া এতদিন একটা গুজব শুনা যাইতেছিল ফলে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পাটকলের শেয়ার মূল্যও খুব বেশ চড়া দেখা যাইতেছিল। গত শনিবার এই গুজব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে ২০ কোটি পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশের গভর্ণমেণ্টও অদূর ভবিষ্যতে পাটের থলের জন্য অর্ডার প্রদান করিবেন এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ অবস্থায় ঐ দিন হইতে পাটকলের শেয়ারের বেচা কিনা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়া যায়। দামের হারও বেশ চড়িতে থাকে। আজ পর্য্যন্ত বাজারে পাটকল শেয়ারের মূল্যের ঐ তেজীভাবই বলবৎ দেখা যাইতেছে। পাটকল শেয়ার বিভাগ ব্যতীত বাজারের অন্যান্য বিভাগে এ সপ্তাহে কোন কর্ম্মোৎসাহের ভাব লক্ষিত হয় নাই। কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ও কয়লার খনি বিভাগে পূর্ব্বাপর একটা মন্দার ভাবই জোর ছিল। বিদেশের শেয়ার বাজারে শেয়ার মূল্যের গতি অনিশ্চিত মনে হওয়া এবং নূতন বাজেট সম্বন্ধে নানারূপ হতাশ-ব্যঞ্জক গুজবের দরুণ বোম্বাইয়ের বাজারে দামের পড়তি লক্ষিত হওয়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর দামের হারও কিছু নামিয়া গিয়াছে। যে রূপ দেখা যাইতেছে পাটকলের শেয়ার বিভাগে দামের হার বর্ত্তমানে চড়াই থাকিবে তবে আগামী বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য বিভাগে মূল্যের হার বাড়িবার সম্ভাবনা কম।

কোম্পানীর কাগজ

গত সপ্তাহে হের হিটলারের বক্তৃতায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে ইউরোপে নানারূপ আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনায় কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িয়া যায়। পরে হিটলারের বক্তৃতা বিশেষ আশাপ্রদ মনে হওয়ায় ইউরোপে কোন আসন্ন সঙ্কট বাঁধিবে না বলিয়া অনেকেই মনে করিতে থাকেন। ফলে কোম্পানীর কাগজের দামও পুনরায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসপ্তাহে তাহা আবার নামিয়া গিয়াছে। লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দামের এসপ্তাহে চড়াহারেই বলবৎ আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজ সম্বন্ধে ক্রেতাদার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। দামের গতিও নিম্ন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বাজারে ৩।০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৭৷৹ আনা। অদ্য তাহা ৯৬৷৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

শেয়ার বাজারে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবে পাটকল শেয়ারের দিকেই কেন্দ্রিভূত রহিয়াছে। ফলে কয়লার খনির শেয়ারের দিকে তাহাদের তেমন কিছু আগ্রহ নাই। এ সপ্তাহে সে কারণে ঐ বিভাগে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। সম্প্রতি ১৯৩৯-৪০ সালের রেলওয়ে টেণ্ডারের যে ফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইউরোপীয়দের পরিচালিত কয়লা কোম্পানীগুলি সরকারী রেলওয়ে হইতে কিছু কম পরিমাণ এবং কোম্পানী পরিচালিত রেলওয়ে হইতে কিছু বেশী পরিমাণ টেণ্ডার পাইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের দামের হার এবার অপেক্ষাকৃত কম। অদ্য বাজারে ইকুইটেবল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৩৪৸০ আনা এবং বরাকর কোম্পানীর শেয়ারের দাম ১৩৷৶০ দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ২০ কোটি পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট খবর প্রচারিত হওয়ায় গত শনিবার দিন হাওড়ার দর ৫৭৷০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। অদ্য বাজারে তাহা ৫৮৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কামারহাটী গত শনিবার ৫২২ টাকা হইয়াছিল। অদ্য তাহা ৫৪০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্ডার ছাড়া শীঘ্রই ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও থলের জন্য নূতন অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে পাটকলের শেয়ারের দর চড়া হারেই বলবৎ থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য এসপ্তাহের প্রথমদিকে মোটামুটি গত সপ্তাহের হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা কোম্পানীর শেয়ার মূল্য পড়িয়া যাওয়ার সংবাদে অদ্য তাহা ২৮৸৵০ আনা নামিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিকিকিনিতে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ	…	৮৮৵০,৮৮।৴০
৩৲ " ঋণ (১৯৫১-৫৪)	…	১০০৸০,১০০৷৵০
৩৲ " নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)		৯৭৸৴০,৯৭৸০,৯৭৷৶০,৯৭৸০

৩৷৹ „ কোম্পানীর কাগজ ৯৭৷৶৬(রেডি), ৯৭৷৹,৯৭৷৴৹(রেডি), ৯৭৷৵৹, ৯৭৷৵৹(রেডি), ৯৷৴৹(ত্রৈ), ৯৭৷৹,৯৭৲,৯৭৴৹,৯৭৷৵৹(রেডি), ৯৭৴৹,৯৭৵৹,৯৭৷৹,৯৬৸৵৹,৯৭৵৹

৩৷৹ „ ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০৪৷৴৹,১০৪৷৶৹,১০৪৷৹,১০৪৷৶৹

৫৲ „ ঋণ (১৯৩৯-৪৪) … ১০১৲

৫৲ „ ঋণ (১৯৪০-৪৩) … ১০৪৷৵৬

৫৲ „ ঋণ (১৯৪৫-৫৫) … ১১৫৷৹

৫৲ „ ইউ, পি ঋণ (১৯৪৪) … ১১১৷৵৹

ডিবেঞ্চর

৩৷৹ স্থদের হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ (১৯৫৬-৬৬) … ১০২৸৹

৩৸৹ স্থদের রেঙ্গুন মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯৬৬-৭৬) ১০০৷৵৹

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) … ১৪৯৲,১৫০৲

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক … ১০৫৲,১০৬৲

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক … ৩২৸৹

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী) … ১,৫৪৯৲

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল্টি) … ৩৭৭৲

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক … ১১১৷৹,১১২৲

কয়লার খনি

বেঙ্গল … ৩২৬৲

ভালগোরা … ৩৷৵৹

বড় ধেমো … ৩৷৹,৩৷৴৹,৩৵৹

বরাকর (অর্ডি) ১৪৲,১৪৵৹,১৩৸৹,১৩৸৴৹,১৩৸৹,১৪৲

বরাকর (প্রেফ) … ১৩৭৲,১৩৮৲

সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ ১১৷৵৹,১১৷৵৹,১১৷৹,১১৸৹

চুরুলিয়া … ১৷৴৹,১৷৶৹,১৷৹

ধেমোমেইন ১২৴৹,১২৶৹১২৷৵,১২৷৵৹

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান .. ২৩৷৹

ইকুইটেবল (অডি) … ৩৪৷৶

ইকুইটেবল (প্রেফ) … ১৩৬৲,১৩৭৲

ঘুসিক ও মুশ্লিয়া … ২৷৹,২৷৵

হরিলাদী … ১৪৷৵,১৪৷৵,১৪৷৹

মুণ্ডলপুর … ৯৷৹

নাঞ্জিরা … ৮৷৹

নিউ বীরভূম (অডি) … ১৬৷৶৹

পেঞ্চভেলী … ৩২৷৹

রাণীগঞ্জ … ৩১৷৹, ৩১৲, ৩১;৹

টালচর … ১৵৹, ১৴৹

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন (৬৷৹ স্থদের প্রেফ) ১০৷৹, ১০৷৵৹, ১০৷৹, ১০৷৵৹

বেনারেস কটন এ্যাণ্ড সিল্ক ১৵৹

ডানবার (অর্ডি) ১৫৫৲, ১৫৬৲, ১৬৩৲, ১৬৪৲, ১৬৫৲, ১৭৫৲, ১৭৬৲, ১৭২৲

এলগিন মিলস্ (অডি) ১২২৲, ১১৩৷৹

জীবজীরাও কটন ১৪৷৹

মুইর মিল্স (অর্ডি) ২২০৲, ২২২৲, ২২০৲

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি) ১৮৵৹, ১৭৸৵৹

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ১৩৷৹

আপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্রিক ১০৷৹, ১০৷৶৹, ১০৸৵৹

আপার যমুনা ইলেট্রিক ১০৷৹

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (অর্ডি) ২৬৫৷৹, ২৭০৲, ২৬৫৷৹, ২৬৭৲, ২৬৮৲, ২৭০৲

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (প্রেফ) ২৲, ২৶৹, ২৴৹

হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অডি) ৮৲, ৮৴৹, ৭৷৹

ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ২৯৶৹,২৯৷৴৹,২৯৷৵৹,২৯৷৵৹,২৯৵৹,২৯৷৴৹, ২৯৶৹,২৯৷৹,২৯৲,২৯৵৹,২৯৷৴৹,২৮৸৴৹,২৯৴৹,২৯৶৹,২৯৸৹,২৯৷৵৹, ২৯৷৶৹,২৯৸৹,২৯৸৴৹,৩০৲,৩০৴৹,২৯৷৴৹

সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৴৹,৫৷৴৹,৫৷৴৹,৫৶৹,৫৷৶৹

ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১১৷৹,১১৸৹,১১৷৴৹,১১৷৵৹,১১৸৵৹,১১৷৶, ১১৸৶৹,১২৲,১২৴৹,১১৷৴৹,১১৷৵৹,১১৷৶৹,১১৷৹,১১৷৴৹,১১৷৹,১১৸৹, ১১৷৵৹,১১৷৶,১১৷৹,১১৷৵৹,১১৶৹,১১৷৹,১১৷৹,১১৷৴৹,১১৷৴৹,১১৷৵৹, ১১৷৵৹১১৷৵৹,১১৷৴৹,১১৷৹,১১৸৹,১১৷৵৹,১১৷৵৹,১১৸৵৹,১১৷৴৹, ১১৷৵৹,১১৷৹,১১৷৴৹,১১৸৴৹,১১৷৶৹১১৸৹,১১৷৵৹,১১৷৶৹

ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯২৸৹,৯৫৲,৯৩৸৹,৯৪৸৹,৯৪৷৹,৯৫৲,৯৬৲,৯৪৷৹, ৯৫৷৹,৯৩৷৹,৯৪৲ ।

পাটকল

আদমজী (অডি) ১২৲,১২৷৹,১১৸৵৹,১২৵৹,১২৲১২৷৵৹,১২৷৹

আগরপাড়া ১৭৸৹১৮৲১৭৸৵৹,১৮৲

আলবিয়ন ২৩১৷৹

এ্যালায়ান্স (অডি) ২৩১৷৹,২৫৫৲,২৫৯৲

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি) ৩৪০৲,৩৪২৲,৩৪২৷৹,৩৪৩৷৹,৩৪৮৲,৩৫০৲,৩৪৭৲, ৩৫৪৲,৩৫৫৲,৩৫৩৲,৩৫৪৲,৩৫৬৲,৩৫৮৲,৩৬০৲,৩৬৪,৩৬৫৲,৩৫৮৲,৩৬০৲,৩৬৩৲

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি) … ১৪৮৲,১৪৯৲,১৪৯॥০
অকল্যাণ্ড ১৮২৲,১৮৩॥০,১৮৪॥০,১৮৬৲,১৯১॥০,১৯৪৲,১৯০৲,১৯১৲,
১৯৬৲,১৯৭৲,১৯৮৲,১৯৫৲,১৯৬৲,১৯৮৲
বালী (অডি) ১৮৪৲,১৮৪॥০,১৮৬৲,১৯৩৲,১৯৪৲,১৯১৲,১৯২৲,১৯৩৲
১৯৪৲,১৯৬৲,১৯৯৲,২০০৲,২০১৲,১৯৮৲,২০২৲,২০৩৲,২০৪৲,
২০৬॥০,২০৫৲,২০৬৲,২০৮৲,২০৩॥০,২০৫৲,২০৪৲,২০৫॥০,২০৬॥০,২০৭৲
বরানগর (অডি) ১৪৮৲,১৪৬৲,১৪৭৲,১৫০৲,১৫৩৲,১৫৫৲,১৫৬৲,১৫৪॥০
১৫৬৲,১৫৯৲,১৬০৲,১৫৮৲,১৫৭৲,১৫৬॥০,১৫৭॥০,১৬২॥০,১৫৪৲
১৫৫৲,১৬০৲,১৬১॥০,১৬১৲,১৬২৲,১৫৯৲,১৫৯॥০,১৫৮৲
বেঙ্গলভেডিয়ার ৩৬০৲,৩৬৭৲,৩৭৫৲,৩৭৮৲
বিরলা ১৮৲,১৮।০,১৭৸৴০,১৮৶০,১৮৴০,১৭॥০,১৭৸০,১৮৲,১৮৵০
বঙ্গবস্ত্র … ২৯০৲
ক্যালকাটা … ১৯৲,১৯।০
ক্যালেডোনিয়ান (অডি) ৩৮৫৲,৩৯৪৲,৩৯৫৲,৪০০৲,৩৯৮৲,৪০০৲
চাপদানী ১৬২৲,১৬৫৲,১৬৬৲,১৬৭৲,১৬৮৲,১৭১৲,১৭২৲
সিভিয়ট (অডি) ১৮০৲,১৮১৲,১৮৯৲,১৯০৲,১৯২৲,১৯৪৲,১৯১৲,১৯৩৲
চিতাভালশা … ১৪৲
ক্লাইভ (অডি) ২৬৲,২৬॥০,২৫৸৵০,২৭৲,২৬॥৶০,২৬৸৶০,২৭৶০,২৭৲,
২৭॥০,২৬৸০,২৭৲,২৭॥০,২৭॥৵০,২৭৸৵০,২৭৷৴০,২৭৸০,২৮৲,২৮।০,
২৮॥০,২৮।৵০,২৭৸৶০,২৮৴০,২৮৲,২৮।০,২৮।৵০,২৮॥০,২৮॥৵০,২৮৸৵০
ক্লাইভ (৬৲ সুদের প্রেফ) … ১২০৲
ডালহৌসী ৩৫৩৲,৩৫৫৲
ডেল্টা … ৩৯৮৲,৩৯২৲,৩৯৫৲,৩৯৬৲
এম্পায়ার ২৭৵০,২৭।৵০,২৬॥৵০,২৮৲,২৭।০,২৮।৵০,২৮।০,২৮॥০,২৮৸০,
২৯৲,২৯।০,২৯॥০,২৯৷৴০
ফোর্ট উইলিয়াম ২৫০৲,২৫২৲,২৫৭॥০,২৫৬৲,২৫৯৲,২৬১॥০,২৬৩০॥,
২৬৪৲,২৬০৲
গৌরীপুর (অডি) ৫৭৮৲,৫৮১৲,৫৮৩৲,৫৮৭৲,৫৯০৲,৫৯৮৲,৬০১৲
হুগলী (অডি) … ৫১।০,৫২৲
হুগলী (প্রেফ) … ১৬॥০,১৬৸০,১৭৲
হাওড়া (অডি) ৫৫।৵০,৫৫৷৴০,৫৫।৵০,৫৫৸৵০,৫৫৸৶০,৫৫॥৶০,৫৫।৶০,
৫৫৷৴০,৫৫৸০,৫৫॥৵০,৫৭৶০,৫৭৲,৫৭॥০,৫৬৸৴০,৫৬৸০,৫৭॥৶০,৫৮৶০
৫৭॥৵০,৫৭॥০,৫৭৷৴০,৫৭।০,৫৭৸৵০,৫৮৶০,৫৮।৶০,৫৮।০,৫৮৸০,৫৮৲
৫৮৶০,৫৮৷৴০,৫৭॥৶০,৫৭॥৵০,৫৭।৶০,৫৭৸৶০,৫৮।৶০,৫৮।৵০,৫৮॥০
৫৭৸৴০,৫৮৵০,৫৮।০,৫৮৵০
হুকুমচাদ ৬॥০,৬৸০,৬৸৵০,৭৵০,৭৲,৭।০,৬৸৵০,৭৸০,৭৲,৭৴০,৭৷৴০
৭৶০,৭।৶০,৭।০,৭॥০

ইণ্ডিয়া ৩০৭৲,৩১৭৲,৩২৭,৩২৮৲,৩১৮॥০,৩২০৲,৩২২৲,৩২৬৲,৩৩৫৲,৩৩৭৲
৩২৭৲,৩৪০৲,৩৪২,৩৪১,৩৩৩৲,৩৩৪৲,৩৩৮৲,৩৩৬৲,৩৩৭৲,৩৩৯৲,৩৪২৲
কামার হাটী (অডি) ৫১১॥০,৫১১৲,৫১৫৲,৫২২৲,৫২৪॥০,৫২০৲,৫৩০৲,৫৩২৲
৫৩৭৲,৫৩৯॥০,৫৩৪৲,৫৩৮,৫৩৩৲,৫৩৪৲,৫৪৫৲,৫৪৬৲
কামার হাটী (প্রেফ) ১৩৯৲
কাঁকনারা (অডি) ৪০৩৲,৪০৫॥০,৪০৪৲,৪০৬॥০,৪০৫৲,৪০৮৲
কিনিসন ৬০৭॥০,৬১১৲
ল্যান্সডাউন (অডি) ১৬৮৲,১৭২,১৬৯,১৭১,১৭০৲
লরেন্স ৩৭২৲,৩৭৫৲,৩৮৯,৩৯৫,৪০০,
মেঘনা ২৮॥০,২৯৲,২৮৲,২৮॥০,২৯।০
নৌহাটী ৩৫২৲
ন্যাশন্যাল ২২৸০,২৩৲,২২॥৵০,২২৸৵০,২২৸৶০,২২॥৴০,২২॥০,২৩।০,২৩॥০,
২৪৵০,২৩৲,২৩৵০,২৩॥০,২৩৸০,২৩॥৵০,২৩৸৵০,২৩৸৶০,২৪৲,২৪।০,
২৪।৵০,২৪৲,২৪।০,২৪৶০,২৪।৶০
২৩৸৵০,২৪৵০,২৪।০,২৪॥০,২৪।৵০
নিউ সেণ্ট্রাল ২৯৩৲,২৯৫৲,৩১০৲,৩১২৲,৩১৮৲,৩২০৲,৩১৬৲,৩১৭৲
নর্থব্রুক ৩৪৸০,৩৫৲,৩৫।০,৩৬।০,৩৬॥০,৩৭৲,৩৭।০,৩৭॥০,৩৭॥৵০,৩৮৲,৩৮।০
নর্থব্রুক (প্রেফ) … ১২৯॥০,১৩০॥০
নদীয়া ৪৫॥০,৪৫।০,৪৬।০,৪৮॥০,৫১৲,৪৯॥০,৫০৲
ওরিয়েণ্ট ১৮২৲,১৮৭৲,১৮৮৲,১৮৯৲,১৯৬৲,১৯০৲,১৯১৲,১৯২৲,১৯৪৲,১৯৫৲
প্রেসিডেন্সী ৩॥৵০,৩৸৴০,৩৸৵০,৩৸৵০,৪৲,৪৵,৪।০,৪৵০,৪৲,৪৵০,৪৴০,
৪৵০,৪৵০,৪।০,৪৵০,৪৷৴০,৪।০,৪।৵০
রিলায়ান্স (অডি) … ৬৪৲,৬৫॥০,৬৫৸০,৬৬৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড … ২৮১॥০,২৮৩৲
ইউনিয়ন … ৩৬১৲,৩৬৮৲

খনি

বর্মা কর্পোরেশন ৬৵০,৫৸৶০,৬৲,৬।০,৬।৶০,৬৵০,৬।৵০,৬৲,৬।০,৫৸৶০,৬৲
৫৸৶০,৬৲,৬।০,৬৴০,৬৷৴০,৬৴০,৬৲
কনসোলিডেটেড্ টীন … ৬৵০,৬।৵০,৬৶০,৬।৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ২৴০,২৵০,২৵০,২৵০,২৴০,২৶০,২৴০

চা বাগান

ভাটকাওয়া … ৪০৲
ইষ্টইণ্ডিয়া … ৭॥০
টেলিয়াপারা … ৩৭২৲ ৩৭৪৲
তেজপুর … ৬॥৵০
তেজপুর (প্রেফ) … ১০৸০
টাকভার … ১০।০১০॥০

বিবিধ

আলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) … ১১৮৲১১৯৲১১৯॥০
এসোসিয়েটেড্ হোটেলস্ (প্রেফ) … ৭৮৲
বেঙ্গল টিম্বার (অডি) … ১৪০৲
বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রোল … ৩।৵০৩॥০
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি) ৩৴০৩৶০৩৲৩৵০৩৲৩৴০৩৶০৩৵০৩৲৩৲৩৴০
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ) … ১৫৩॥০১৫৪॥০১৫৩৲১৫৪॥০
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট … ৮৲৮।০৮৴০৮৵০৮।৵০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) … ৯৩৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফ) … ২৸৵০২৸৶০৩৴০৩৲২৸৴০
ডানলপ রবার (অডি) ১৫৸৵০১৬৵০১৫৸৵০১৬৵০১৫৸৵০১৬৵০১৫৸০
ইণ্ডো বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম (অডি) ১০৪৲ … ১০৪৲
ঐ (প্রেফ) … ১২৩॥০
মেদিনীপুর জমিদারী … ৭৩৲৭৪৲৭৫৲৭৪৲৭৫৲
ওরিয়েণ্ট পেপার (অডি) … ৭।০
ওরিয়েণ্ট পেপার (প্রেফ) … ৮৫৲৮৬৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অডি) ২৫।০২৫॥০২৫৲২৫৶০২৫।৶০
টিটাগড় পেপার ('এ' অডি) … ১৩॥৵০
টিটাগড় পেপার (প্রেকাড ডেফ) … ৪৲
টিটাগড় পেপার (প্রথম প্রেফ) … ১৬৮৲
ইউনাইটেড্ ফ্লাওয়ার … ৫।০৫॥০

পাটের বাজার

কলিকাতা ১১ই ফেব্রুয়ারী

এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাটের দরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে বিস্তর পরিমাণ পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া একটা জনরব চলিতে থাকায় গত ২।৩ সপ্তাহ যাবৎ একদিকে থলে ও চটের বাজারে ও অপরদিকে ফাটকা বাজারে দরের একটা তেজীভাব দেখা যাইতেছিল। গত শনিবার দিবস সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায় যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাস্তবিক পক্ষেই ২০ কোটি পরিমাণ থলের জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে ঐ গভর্ণমেণ্ট এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট আরও অর্ডার দিতে পারেন এরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই প্রথমতঃ থলে ও চটের বাজারে এবং দ্বিতীয়তঃ কাঁচা পাটের বাজারে দামের হার বিশেষ ভাবে বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিতেছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪২॥০ আনা আর সর্ব্বনিম্ন দর ছিল ৪১।৶ আনা। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪৩৷৶ আনা এবং ৪২৷০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গত কল্য ১০ই ফেব্রুয়ারী এই দরের হার ক্রমে বাড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৪৭॥ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪৬।৶ আনা পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য দরের হার গতকল্যকার তুলনায় সামান্য একটু কম দেখা গেলেও বাজারের ভাব এখনও তেজীই বলা যাইতে পারে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৬ ই ফেব্রুয়ারী	৪৫৲	৪৩৷৶	৪৪॥০
৭ " "	৪৫৲	৪৪৶	৪৪৷০
৮ " "	৪৫॥৶	৪৪॥০	৪৫৶০
৯ " "	৪৬॥০	৪৫৲	৪৬॥০
১০ " "	৪৭॥০	৪৬।৶	৪৬॥০
১১ " "	৪৭।৴	৪৬৲	——

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টে পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া গুজব উঠার সঙ্গে কলিকাতায় পাটের দর বাড়িয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় বর্ত্তমানে যখন ঐ অর্ডারের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অর্ডার পাওয়া যাইতে পারে এরূপ সম্ভাবনাও যখন রহিয়াছে তখন পাটের দরের উপরোক্ত রূপ বৃদ্ধি যে সর্ব্বদা স্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যে অর্ডার কার্য্যতঃ পাওয়া গিয়াছে, মজুদ থলে ও চটের দিক দিয়া দেখা যায় যে বর্ত্তমান অর্ডারের ফলে পাটকলের মজুত চট বিক্রি হইয়া যাওয়ার কিংবা ঐ জন্য পাটকলগুলির পক্ষে উৎপাদন বাড়াইয়া দেওয়ার বাস্তবিক পক্ষে তেমন কোন আসন্ন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। আমরা অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কাঁচা পাটের বাজারের দিক দিয়া বর্ত্তমান অর্ডারের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে দেখা যায় এ বৎসর সরকারী বরাদ্দে মোট ৬৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা মোট উৎপাদনের অনেক কম বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। সরকারী বরাদ্দের ভ্রম সংশোধন করিয়া ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি এবার ১ কোটি ১১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এক নূতন বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসর সারা দুনিয়ায় সর্ব্ব সাকুল্যে মোট ১ কোটি ১২ লক্ষ বেল পাট কাটতি হইয়াছিল। এবৎসর কাজের সময় সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হওয়ায় গত বারের তুলনায় শেষ পর্য্যন্ত কিছু কম পরিমাণ পাটের কাটতি হওয়ার কথা। কাজেই অর্ডার প্রাপ্ত থলের জন্য যে ২ লক্ষ বেল পাট প্রয়োজন হইবে তাহা লইয়াও সেণ্ট্রাল জুট কমিটীর বরাদ্দকৃত এবারকার উৎপন্ন মোট ১ কোটি ১১ লক্ষ বেল পাটের বেশী পাট যে প্রয়োজন হইবে না তাহা বলা যায়। সুতরাং এবৎসর কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় পাটকলগুলি যে ২৮ লক্ষ বেল পরিমাণ মজুত পাট নিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল আগামী মরশুমেও যে তাহাদিগকে অন্ততঃ ঐ পরিমাণ মজুত নিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমান অর্ডারের ফলে সাময়িক ভাবে পাটের দর চড়িবার কারণ থাকিলেও উহার জন্য এখন হইতেই আগামী বৎসরের পাট ফসলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কিছু দেখা যাইতেছে না। সুতরাং পাটের এখনকার চড়া মূল্যে প্রলোভিত হইয়া কৃষকেরা আগামী মরশুমের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ জমিতে পাট বুনিতে আরম্ভ করিবে তাহা কোনরূপেই অভিপ্রেত নহে। কাজেই ফাটকা বাজারে দরের বর্ত্তমান চড়া হার ঐদিক দিয়া কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার না করে তাহা দেখা দরকার।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে চটকলওয়ালারা তাহাদের প্রয়োজনমত কমবেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ৭।৶ আনা হইতে চড়িয়া এ সপ্তাহে ৮।৶ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে দামের হার বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। গত ৩রা জানুয়ারী প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দর ছিল ৪১৶ আনা। অদ্য তাহা বাড়িয়া ৪৫॥ আনা হইয়াছে।

থলে ও চট

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বাজারে ৮ পোর্টার চটের দর ৮৸ আনা ও ১১ পোর্টার চট ১০॥৶ আনা ছিল। গতকল্য তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৯।৶ আনা ও ১১৸৶ পাই দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে মজুদ চিনি বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহাতিশয্যে এবং চাহিদার অভাবে চিনির স্থানীয় বাজার স্থির ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ প্রয়োজনানুরূপ ইক্ষুর অভাবে চিনির কলের কাজ যথাসময়ের পূর্ব্বে বন্ধ করিয়া দিবার সংবাদে শেষের দিকে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভবিষ্যতেও মূল্য বৃদ্ধি বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কারবার হয় নাই। ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট সম্প্রতি নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন :—১৯৩৮—৩৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সিণ্ডিকেটের সদস্য শ্রেণীভুক্ত কল সমূহে মরশুম আরম্ভ হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৮৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৭৪ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে উক্ত সময়ে ২৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯০৯ মণ নূতন

চিনি বিক্রয় হইয়াছে। বিক্রীত চিনির মধ্যে ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৯৭ মণ চিনি ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই। সদস্য শ্রেণীভুক্ত চিনির কল সমূহের হাতে বিক্রয় যোগ্য ৫৮ লক্ষ ৮ হাজার ২২২ মণ চিনি মজুদ আছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৭—৩৮ সালের মরশুমের ৭ হাজার ১৩৭ মণ চিনি উক্ত কল সমূহে উদ্বৃত্ত আছে। সিণ্ডিকেটের ডিরেক্টরগণ আরও ৪৬ লক্ষ মণ চিনি বিক্রয়ার্থ ছাড়িবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার তেজী হইয়াছে। কারবার মোটামুটিভাবে হয়। মাদ্রাজী মুচিগণ আর্সেনিক গরুর চামড়া ক্রয় বন্ধ করিয়াছে। বাজারে চামড়ার মজুদ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বিভিন্ন প্রকারের নিম্নোক্ত পরিমাণ চামড়ার ক্রয় বিক্রয় হয়:—

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৭০,৬০০	৫৫৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৩০,০০০	৬০৲-৮৫৲
লবণাক্ত	৩৮,৫০০	৫৫৲-৯৫৲

গরুর চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
আগ্রা আর্সেনিক	১,৫৫০	৯৷৹
দ্বারভাঙ্গা—বেনারেস ও		
রাঁচি আর্সেনিক	৪,১৫০	৭৷৹-৮৷৴৹
রাঁচি সাধারণ	৯০	৬।৹
ঢাকা, দিনাজপুর		
আসাম লবণাক্ত	৪,৬৫০	৪৷৴৹-৫।৹
দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া		
সাধারণ মহিষের চামড়া	৬০০	৩৷৴৹

আলোচ্য সপ্তাহে পাটনা ১ লক্ষ ৯৫ হাজার, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩ শত এবং লবণাক্ত ১৯ হাজার ৩ শত ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২১ হাজার ৮ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৭ হাজার ১ শত, দ্বারভাঙ্গা বেনারেস গয়া রাঁচি আর্সেনিক ১৬ হাজার ৫ শত, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৩০ হাজার ৬ শত, দার্জ্জিলিং আসাম লবণাক্ত ৫ হাজার ৮ শত, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৭ শত এবং ৯ শত লবণাক্ত গরুর চামড়া বাজারে মজুদ আছে। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ১৩ হাজার ৯ শত।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে তূলার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তূলা ফসলের অনিষ্টের সংবাদ সত্ত্বেও বিদেশের বাজারে মন্দার সংবাদে বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। আমেরিকার ফার্ম্ম বিলের আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ উৎকণ্ঠা দেখা যায়। ১৯৩৯ সালে আমেরিকার তূলা ফসল সম্পর্কে নীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বোম্বাই-এর বাজারে বোরোচ এপ্রিল—মের দর ১৫৩৷৴৹ পর্যন্ত হ্রাস পায়। সপ্তাহের শেষের দিকে উহা ১৫১৷৴৹ আনা হয়। নিম্ন দরে কিছু কারবার হয়। বাজার বন্ধের সময় দর ১৫৩৲ পর্যন্ত উঠে। অগ্রিম কারবার ভাল হইয়াছে। বোরোচ জুলাই—আগষ্টের দর বাজার বন্ধের সময় ১৫৪৷৴৹ ছিল।

বিদেশের তূলার বাজার স্থির ছিল। লিভারপুলের বাজারে চাহিদার পরিমাণ খুব অল্প ছিল। সপ্তাহের প্রথম দিকে তূলা বিক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহাতিশয্যে মূল্য হ্রাস পায়। মিডলিং স্পট ৫·১২ পেনী যায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহা ৫·১৩ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট ৯·১ সেণ্ট ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহা ৮·৯ সেণ্ট ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এর বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়:—

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ
ফেব্রুয়ারী ৩	১৫২৲	১৩৯৶৹	১১৫৷৴৹
„ ৪	...	...	..
„ ৬	১৫২।৶৹	১৪০।৹	১১৬৴৹
„ ৭	...	...	...
„ ৮	১৫৩৲	১৪০৷৶৹	১১৬৷৴৹
„ ৯	১৫২৷৹	১৪০৶৹	১১৬।৹
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৭১৷৹	১৫৩৷৶৹	১৩২৷৴৹
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২২৬।৹	২০৭৲	১৭৭৷৹

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কোন উন্নতি দেখা দেয় নাই। কাঁচা তূলার বাজারে নিরুৎসাহভাবেও কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। খুব সামান্য কারবার হয়। জাপানী কাপড়ের ক্রয় বিক্রয় ভাল হইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এই শ্রেণীর কাপড়ের মূল্যও বৃদ্ধির দিকে। জাপানী কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। দেশী কাপড়ের বাজারে চাহিদা সন্তোষজনক নহে। মরশুম অনুযায়ী এ পর্যন্ত এই বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মিলসমূহ সামান্য অর্ডার পাইতে সক্ষম হইয়াছে।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। মূল্য সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। সূতার বাজারের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। মূল্যের বর্ত্তমান হার অতিশয় অল্প এবং ব্যবসায়ীগনের পক্ষে আকর্ষনমূলক। মূল্যের হার আর হ্রাস পাইবে না বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় মিল সমূহ লাভজনক কোন প্রকার কারবার করিতে সক্ষম নহে। জাপানী ও সাংহাই সূতার প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বেশী। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের পক্ষে লাভ রাখিয়া মাল বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষ বাধা জন্মিয়াছে। মজুদ সূতা এবং কাপড়ের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে অপর দিকে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমান মোটেই সন্তোষজনক নহে। রপ্তানী বাণিজ্যেও সুবিধা দেখা যাইতেছে না। হংকং বন্দরে সামান্য পরিমান সূতা রপ্তানী হইয়াছে মাত্র। উত্তর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রয়োজনারূপ সূতা স্থানীয় কল সমূহ হইতেই সরবরাহ হইতেছে। বোম্বাই এর দর অপেক্ষাও ঐ সকল কেন্দ্রের উৎপন্ন সূতার মূল্যের হার কম। আমাদেবাদের মিল সমূহ সূতার

মূল্য আরও হ্রাস করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে পাঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশের বাজারে প্রায় ৩ হাজার গাঁইট সূতা বিক্রয় হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের বাজার অপরিবর্ত্তিত আছে। কারবার অশানুরূপ নহে।

বিলাতী সূতা :—জাপানী ও সাংহাই সূতার মূল্যের অবনতির ফলে ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রেণীর সূতার চাহিদা নাই বলিলেই চলে।

জাপানী ও সাংহাই সূতা :—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু শেষের দিকে উহা বজায় থাকে। সম্ভবতঃ অধিক পরিমান সূতার আমদানী হইবে আশায় এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়। মাসিরাইজ সূতার বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে। জাপানের সহিত অগ্রিম কারবারও বৃদ্ধি পায় নাই। জাপানী তাঁতিগণ চড়া মূল্য দাবী করিবার ফলেই অগ্রিম কারবারের উন্নতি হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস। প্রকাশ জাপানী তাঁতিগণ ক্ষতি দিয়া সূতা বিক্রয় করিবার ফলে বর্ত্তমানে তাহারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

কৃত্রিম রেশমী সূতা :—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীর সিণ্ডিকেটের সরকারী দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। সস্তা মূল্যের সূতার প্রতি ব্যবসায়ীগণের আগ্রহই অধিক। এই শ্রেণীর সূতার কারবার সন্তোষজনক হইয়াছে। এই ইটালীয় ও জাপানী সূতার মজুদ পরিমানে বর্ত্তমানে খুব অল্প। অপরদিকে শীঘ্র বেশী পরিমান সূতা আমদানী হইবারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীর সূতা ক্রয় করিয়া মজুদ ক্রয় করিবার দিকে বিশেষ ব্যস্ত। আগামী বাজেটে আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে ব্যবসায়ীগণের ব্যগ্রতার ইহাই প্রধান কারন বলিয়া মনে হয়। ভাল ধরনের সূতার বাজার মন্দা। জাপানের সহিত অগ্রিম কারবারও নিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১০ই ফেব্রুয়ারী

এসপ্তাহে ডলারের সহিত ষ্টালিং এর বিনিময় হার সম্পর্কে কিছু উন্নতি সাধিত হওয়ায় লণ্ডনে ও বোম্বাইয়ে গত সপ্তাহের তুলনায় সোণার দামের হার কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭পা ৮শি ৭ পেনী। গত ৬ই তারিখে ৭পা ৮শি ৫½ পেনী হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী তাহা দাঁড়ায় ৭পা ৮শি ৪ পেনী। ৮ই তারিখ বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা ৭পা ৮শি ৩½ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল ৩৭৵০ আনা। ৬ই তারিখ বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ৮ই ফেব্রুয়ারী তাহা ৩৭ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ৯ই তারিখ ঐ হারেই বলবৎ থাকে। অদ্য ১০ই তারিখ বাজারে উহা ৩৭৷৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৭ টাকা। বড়াল বার ৩৬৸৵০ আনা এবং গিনি ২৩৸৶০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵০ আনা, ৩৬৸৶০ আনা ও ২৩৸৵৬ পাই হইয়াছে।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে মোট ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার [illegible] রপ্তানী হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৪ হাজার টাকা।

রূপা

সোণার বাজারের মত এসপ্তাহে রূপার বাজারে দামের হার, অনেকটা গত সপ্তাহের হারেই বলবৎ ছিল। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০৩/১৬ পেনী। গত ৬ই তারিখ তাহা ২০১/৮ পেনী হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ৮ই তারিখ তাহা কমিয়া ১৯১৫/১৬ পেনী হয়। অদ্য ১০ই ফেব্রুয়ারী তাহা ২০১/১৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৷৶ আনা। ৬ই তারিখ বাজারে তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখও ঐ হারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ৯ই তারিখ তাহা কমিয়া ৫২৷ আনা হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৫২৷৵ আনা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৷৶ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২৷৷৶ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৷৷৶৬ পাই এবং ৫২৸৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ১০ই ফেব্রুয়ারী

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো কলিকাতায় চায়ের ৩২নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে। আমদানীর অভাবে রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোন নীলাম হয় নাই। আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই শ্রেণী চায়ের মরশুমের শেষ নীলাম বিক্রয় হইবে বলিয়া জানা যায়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—আলোচ্য নীলামে ৬ হাজার ৭১৩ বাক্স গুড়া চা এবং ১২ হাজার ৪১২ বাক্স অন্যান্য শ্রেণীর চা বিক্রয় হয়। গুড়া চায়ের মূল্য চড়া ছিল। চাহিদাও ভাল গিয়াছে। অন্যান্য ধরনের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই কম গিয়াছে। পরিষ্কার ধরণের কালো চায়ের ভাল চাহিদা ছিল। এই ধরণের চায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল।

৬২নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ :—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	৬,৭১৩	৬,৪৪৭	১২,৪১২	১৪০১০
গড়পড়তা দর	৷২	৷৴২	৶৬	৷১

গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাজার সমূহ হইতে কোন দেশে কি পরিমাণে চা রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

(সহস্র পাউণ্ডের সমষ্টিতে)

	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জুলাই
	১৯৩৮	১৯৩৮	১৯৩৮	১৯৩৮
ইংলণ্ড	৩৭,৩৬৮	৪১,৬৩২	৩১,৭৫৬	২৩৩,৪৫৫
উত্তর আমেরিকা	২,৮৬৮	২,৮২৮	৪,০০০	১৬,৮৮৪
ইরাক আরব	৩৫৩	৩৩৮	৪১৩	২,৩৯০
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	৪৪৫	১০০	৩৫৭	১,২৪৬
সিংহল	৪১৫	১৭৯	২৪৩	১,৬৫৯
মিশর	২১	৮০	৮৫	২৮১
অন্যান্যদেশ	৬১২	৮৬৯	৮১৯	৪,২৯৯
অডারভুক্ত	১,০৯১	৯৪৭	৯৫৮	৬,৬৪১
মোট				
১৯৩৮	৪৩,২০২	৪৬,২৮৩	৩৮৬২১	২৬৬,৭৯৫
১৯৩৭	৫৩,২৬৬	৪৮,৩২৯	৩১,৭৫৭	২৬০,৪০২
১৯৩৬	৪৫,৭৪৫	৪১,৭৪৩	৩১,৩৮৩	২২৯,১৫৬

ধান ও চাউল

কলিকাতা ১০ই ফেব্রুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। অদ্য কলিকাতা সহরে মোট ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬ শত ঝুড়ি ধান আমদানী হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি একশত ঝুড়ি বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

থানানটো

		মূল্য
মার্চ্চ	...	১৯৭॥০
এপ্রিল	...	২০৬৲
মে	...	২১০৲
চলতি দর	.	১৯৬৲

আতপ

মোটা	..	১৯৩৲-১৯৫৲
সরু	...	২০০৲-২১২৲
টৈবিয়ান	...	২২০৲-২২৫৲
সুগন্ধি	...	২২০৲-২২৭৲
কুইন	...	২১২৲-২২৭৲
ভাঙ্গা	.	১৭০৲-১৭৫৲

সিদ্ধ চাউল

লম্বা	...	২১৭৲-২৩০৲
মিলচর	...	২২০৲-২২৫৲
সম্পূর্ণ সিদ্ধ	...	২০৫৲-২১০৲
ভাঙ্গা	...	১৭০৲,১৭৫৲

লাম

নীমিন শ্রেণী	...	৭৯৲,৮১৲
মাঝারি	..	৮৫৲,৮৭৲

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ১ কোটি ৯১ হাজার ৪১১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৯৯ হাজার ৩৩৫ টন। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে এই শ্রেণী চাউলের আমদানীর পরিমাণ ৫১ হাজার ৮৫৭ টন।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে :—

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
গোসাবা ২৩নং (পাঃ ধান্য)	২৶১৫-২১০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২৵১০-২৶০
দাদশাল	২।০-২।১০
চিনি আতপ (পুরাতন)	২॥৶০-২৷৷০
পুবা পাটনাই	২৲১০-২৴০

চাউল	প্রতি মণ
চামরমণি (ঢেকী) (পুরাতন)	৪৲
পুঃ কামিনী আতপ (কল)	৪৵০
„ কামিনী আতপ (ঢেকী)	৪৶০
„ রূপশাল (কল)	৪৵১০
রূপশাল (ঢেকী)	৪।০
গোসাবা ২৩নং পাটনাই	৩॥৶১০-৩৷৷০

গত ৭ঠা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহা কলিকাতা সহর হইতে মোট ১ হাজার ৬২৩ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ ৯ হাজার ১০ টন। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৯ হাজার ৬১৯ টন ছিল।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী

সুপারফাইন	৫।৵০-৫॥০
হাউস-হোল্ড	৫৲-৫৵০
সুজী	৫।৵০-৫॥০
আটা (বি)	৫৵০-৫।০
আটা (২নং)	৪৷৷০-৪৷৷৵০
আটা এস	৪॥৵০-৪৷৷০
আটা কে	৪৶০-৪৴০
আটা ৩নং	৩॥৵০-৩৷৷০
পোলার্ড	২৴০ ২।৵০
ব্রান	২।০-২।৴০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী

জয়েষ্ট বে-মার্কা (৫×৩) (৬×৩) ইঞ্চি ৭।৵০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫×৩) ইঞ্চি	৭৵০	হন্দর
(৬×৩) „	৮৵০	„
(৭×৪) „	৮৵০	„
(৮×৪) „	৮৵০	„
(৯×৪) „	৮৶০	„
(১০×৫) „	৮৵০	„
(১২×৫) „	৮৶০	„

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—

(১×১×।০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×।০) ইঞ্চি ৭৲ হন্দর

(৩॥০×৩॥০।৵০) নাং (৪×৪×॥০) ইঞ্চি ৯।০ হন্দর

গ্যালভানাইজড্ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১৴০	হন্দর
বি:—২৪ গেজ	„	১২।০	„
আর পি ২৪ গেজ	„	১৩॥০	„
টাটা—২২ গেজ	„	১৫৲	„
বি—২২ গেজ	„	১৫।০	„

ধাতু দ্রব্য

কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দ্রব্যের নিম্নরূপ দর গিয়াছে :—

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭৩॥০,১৭৩৷৷০,১৩৭।৴০,১৭০৷৷০
তামার বাট	৬৬৷৷৴০,৬৬৷৷০,৬৬॥৵০
সীসার বাট বি, এম ছাপ	১৫৷৷০,১৫॥৶০,১৫॥৵০,১৫॥০

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৩৯শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

ভারতীয় রেলওয়ে সমস্যা

(১) দেশবিদেশে রেলের প্রসার

বিগত ১৮২৫ সালে ইংলণ্ডের ষ্টকটন নামক স্থান হইতে ডার্লিংটন নামক স্থান পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রেল পথ প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে উহাই সর্ব্ব প্রথম রেলপথ। উহার পর ১৮৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের লিভারপুল সহর হইতে মাঞ্চেষ্টার সহর পর্য্যন্ত আর একটি রেল লাইন স্থাপিত হয় এবং উহাতে একমাত্র বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দ্বারা কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকেই আধুনিক ধরণের রেলপথের সূচনা বলা যাইতে পারে। এই লাইনের সাফল্য দেখিয়া ১৮৩৩ সালে বৃটীশ পার্লামেণ্ট লণ্ডন হইতে বার্মিংহাম পর্য্যন্ত আর একটী বড় রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং ১৮৩৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই লাইনে ১১২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নিয়মিত ভাবে যাত্রী ও মালগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা হয়। প্রথম অবস্থায় ইংলণ্ডে রেল লাইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। বিশেষতঃ রেলপথের জন্য জমি খাস করার ফলে দেশের জমিদার শ্রেণী রেলের প্রসারে বিশেষ ভাবে বাধা দিতে থাকেন। এজন্য তদানীন্তন বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট দেশে রেল লাইনের প্রসারের কাজে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এমন কি অনেক সময়ে উহারা রেল কোম্পানীগুলিকে লাইন স্থাপনের অনুমতি দিতে পর্য্যন্ত অযথা দেরী করিতে থাকেন। কিন্তু রেল লাইনের সুবিধা এবং রেলপথ স্থাপনে অর্থ-বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের এই উপেক্ষায় একটুও দমিয়া যায় নাই। ফলে ইংলণ্ডে বেসরকারী চেষ্টায় এবং বেসরকারী মূলধনে ক্রমেই নূতন নূতন রেল লাইন স্থাপিত হইতে থাকে। এই ভাবে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সালের মধ্যে বেসরকারী চেষ্টা ও মূলধনে ইংলণ্ডে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রেল লাইন স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন

ছোট ছোট লাইনের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য অনেক রেল কোম্পানীর আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং এই কারণে বিভিন্ন রেলপথের পরিচালকগণ পরস্পর একত্রীভূত হইয়া কাজ চালাইতে থাকেন। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সমস্ত রেল লাইন প্রধানতঃ লণ্ডন মিডল্যাণ্ড এণ্ড স্কটীশ রেলওয়ে কোম্পানী, লণ্ডন এণ্ড নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানী, গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানী এবং সাউদার্ণ রেলওয়ে কোম্পানী—এই ৪টী কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বর্ত্তমানে রেলপথগুলি দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হিসাবে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের রেলপথগুলির বিশেষত্ব এই যে উহারা রেল কোম্পানীর সম্পত্তি হিসাবে কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং উহার লাভ-ক্ষতি কোম্পানীর অংশীদারগণই ভোগ ও বহন করিয়া থাকে। তবে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ভাবে রেলপথগুলির পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মত উহার সাহায্য করিয়া থাকেন। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটীশ রেলপথগুলির যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণার্থ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট রেল কোম্পানীগুলিকে প্রায় ১০০ কোটী টাকা (৬ কোটী পাউণ্ড) সাহায্য করিয়াছিলেন।

উপরেই বলা হইয়াছে যে ইংলণ্ডে রেলপথ স্থাপনের সময়ে এই বিষয়ে দেশের লোকের মনে অনেক দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। কিন্তু লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত যে রেল লাইন স্থাপিত হয় তাহাতে প্রথম বৎসরে যাত্রীর ভাড়া বাবদ ১০ হাজার পাউণ্ড আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম বৎসরে এই লাইনে যাত্রীভাড়া বাবদ ১০ গুণ বেশী আয় হয় এবং দেশের যে সমস্ত মালপত্র নৌকাযোগে ও শকটযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হইত তাহাও ক্রমেই অধিক পরিমাণে রেলপথের মারফতে প্রেরিত হইতে থাকে। এই কারণে অন্যান্য দেশেও রেলপথ স্থাপনের একটা প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। অবশ্য, ফ্রান্সে ১৮৪২ সালের পূর্ব্বে রেলপথ স্থাপনে কোন চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু ঐ দেশে প্রথম হইতেই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনামত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিজেদের অর্থসাহায্যে রেল লাইন স্থাপিত হইতে থাকে। তবে ফ্রান্সে বে-সরকারী চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যেও যে রেল লাইন স্থাপিত হয় নাই এরূপ নহে। এই সব লাইনের অনেকগুলি এখনও কোম্পানীর শাসনাধীন। বর্ত্তমানে ফ্রান্সে যে ব্যবস্থা বলবৎ আছে তাহাতে ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে ফ্রান্সের সমস্ত রেলপথ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

জার্ম্মাণীতে সর্ব্ব প্রথম ১৮৩৫ সালে বেভেরিয়া প্রদেশে ফার্থ ও নিউরেমবার্গ নামক স্থানের মধ্যে একটি রেলপথ স্থাপিত হয়। এই সময়ে জার্ম্মানী প্রুসিয়া, বেভেরিয়া, উরটেমবার্গ, সেক্সনী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই সব রাজ্যের শাসকগণের মধ্যে তেমন সহযোগিতার ভাব ছিল না বলিয়া উক্ত দেশে রেলপথ স্থাপনে অনেক বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য প্রথম প্রথম জার্ম্মানীতে রেলের তেমন প্রসার হয় নাই। অবশেষে বিসমার্কের সময়ে সমগ্র জার্ম্মানী একত্রীভূত হয় এবং উক্ত দেশে দ্রুততর গতিতে রেলের প্রসার হইতে থাকে। অধিকন্তু রেল লাইনগুলি হাতে থাকিলে গবর্ণমেণ্টের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং ভবিষ্যতে ঐ সব লাইনে ভালরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বিসমার্ক দেশের অধিকাংশ লাইন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। অবশ্য ঐ সময়ে বিভিন্ন রেল কোম্পানীর অংশীদারগণকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। বিগত মহাযুদ্ধের পরে গত ১৯২৪ সালে জার্ম্মানীর সমস্ত রেল লাইনগুলির পরিচালনাভার একটী মাত্র কোম্পানীর (Deutsche Reichsbahn Gesellschaft) হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু গত ১৯৩৭ সালে পুনরায় জার্ম্মানীর রেল লাইনগুলিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনা হয় এবং বর্ত্তমানে রেল বিভাগ জার্ম্মান সরকারের ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মন্ত্রী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া থাকে।

ইটালী দেশে ১৮৩৯ সাল হইতে রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলেও ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত উহা বহুধা বিভক্ত ছিল বলিয়া ঐ সময় পর্য্যন্ত ইটালীতে রেলের তেমন প্রসার হয় নাই। ১৮৬০ সালে ইটালী একত্রীভূত এবং অষ্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার পর হইতেই ঐ দেশে ব্যাপকভাবে রেলের প্রসার হইতে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে আয়র্লণ্ডে বিগত ১৮৩৪ সাল হইতে রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। হলাণ্ডে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৯ সালে একটী রেলপথ নির্ম্মিত হয়। পোলাণ্ডে উহা অপেক্ষা আরও পরে ১৮৪৫ সালে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, নরওয়ে, সুইডেন, রুষিয়া প্রভৃতি দেশেও ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৫ সালের মধ্যে রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ সব দেশের সকল দেশেই কতগুলি লাইন গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে ও কতকগুলি লাইন বে-সরকারী কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রায় সকল দেশেই রেলপথগুলি অল্পবিস্তর সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

আমেরিকা মহাদেশে বিগত ১৮৬৭ সালে ক্যানাডা একটী বৃটীশ ডোমিনিয়ানে পরিণত হইবার পর উক্ত দেশে ব্যাপকভাবে রেললাইন স্থাপন আরম্ভ হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিগত ১৮২৮ সালে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হইলেও ১৮৬৯ সালের পূর্ব্বে উহার প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত উপকূল হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরস্থিত উপকূল পর্য্যন্ত রেললাইন বিস্তৃত হয় নাই। বর্ত্তমানে ঐ দেশে যত অধিক মাইল বিস্তৃত স্থানে রেলপথ রহিয়াছে পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ নাই। মেক্সিকো দেশে কানাডা ও আমেরিকার অনেক পরে রেল লাইন স্থাপিত হয়। প্রধানতঃ বৃটীশ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রদত্ত মূলধনেই ঐ দেশে রেল লাইন স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু একবার ঐ দেশে রেলের শেয়ারের মূল্য পড়িয়া গেলে মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট অনেক শেয়ার ক্রয় করিয়া লন। উহার ফলে উক্ত দেশের রেল লাইনগুলির উপর গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্জেণ্টিনাতে ১৮৫৩ সালে বৃটীশ মূলধনের সাহায্যে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় এবং ঐ দেশের রেলপথ সমূহে সাড়ে সাতাশ কোটী পাউণ্ড পরিমিত বৃটীশ মূলধন খাটিতেছে। ব্রাজিল, উরুগোয়ে এবং চিলী দেশেও সম সময় কালে রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার জন্যও মূলধন প্রধানতঃ ইংলণ্ড হইতেই সরবরাহ হইয়াছিল।

এসিয়া মহাদেশে রুষিয়া হইতে সাইবিরিয়ার উপর দিয়া চীন উপকূল পর্য্যন্ত যে রেলপথ বিস্তৃত হয় তাহা বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হয়। জাপানে গবর্ণমেণ্টের অর্থে বিগত ১৮৭২ সালে টোকিয়ো হইতে ইয়াকোহামা পর্য্যন্ত একটি রেলপথ স্থাপিত হয়। উক্ত দেশে উহাই প্রথম রেলপথ। উহার পর হইতে জাপানে দ্রুত রেলপথের প্রসার হইতে থাকে এবং ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ঐ দেশে সাড়ে তিন হাজার মাইল লম্বা রেলপথ বিস্তৃত হয়। চীন দেশে বেসরকারী কোম্পানীকে রেল লাইন স্থাপন করিতে দেওয়া হইত না বলিয়া ঐ দেশে ১৮৭৬ সালের পূর্ব্বে কোন রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে ১৯০১ সালে বক্সার যুদ্ধের পর হইতে ঐ দেশে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে রেলপথের বিস্তার হইতে থাকে। ঐ দেশে এখনও প্রয়োজনারূপ রেলপথ কিছুই বিস্তৃত হয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশেও ইউরোপের তুলনায় অনেক পরবর্ত্তী কালে রেলপথ স্থাপিত হয়। ফলে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড—এই দুই দেশেই গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ও অর্থ-সাহায্যে রেলপথ স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিগত ১৮৫৯ সালে একটি বে-সরকারী কোম্পানী দ্বারা কেপটাউন হইতে ওয়েলিংটন পর্য্যন্ত যে রেল লাইনের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় তাহাই উক্ত দেশের প্রথম রেলপথ। উহার অব্যবহিত পরে পোর্ট এলিজাবেথ হইতে উইটেনহেজ পর্য্যন্ত আর একটি রেলপথ স্থাপিত হয়। তবে ইউরোপের সহিত মিশরের সান্নিধ্য হেতু ঐ দেশে অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রেল লাইন স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলিতে কত মাইল লম্বা রেলপথ রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে—

দেশ	রেলপথ	
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২৬১৮১৬	মাইল
রুষিয়া	৫৩১৮৭	„
কানাডা	৪৩১৭৩	মাইল
জার্ম্মানী	৩৬২৫৭	„
অষ্ট্রেলিয়া	২৭৯০০	„
ফ্রান্স	২৫৯৬৪	„
আর্জ্জেন্টিনা	২৫০৩১	„
ইংলণ্ড	২১১৬১	„
ব্রাজিল	২০৯৪৫	„
মেক্সিকো	১৪৯৪৫	„
ইটালী	১৪০৫০	„
জাপান	১৩০৬৩	„
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৩২১৩	„
চীন	৯৪৩১	„
মিশর	৪৩৯২	„
তুরস্ক	৪৩৪০	„
ভারতবর্ষ	**৪২৭৫৩**	„

---

(২) ভারতে রেলপথের প্রতিষ্ঠা

ইংলণ্ডে বিগত ১৮২৫ সালে রেলপথের সূত্রপাত হইলেও ১৮৪৪ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। বহু বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের পর এই সময়ে ভারতে অনেকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছিল। এদিকে দেশের লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর হওয়ার ফলে দেশে ইংলণ্ড-জাত শিল্পদ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ভারতবর্ষের শাসকগণ ঐ সময়ে বুঝিতে পারিলেন যে এদেশে যদি রেলপথ স্থাপিত হয় তাহা হইলে একদিকে দেশের অভ্যন্তর হইতে কাঁচা মাল ভারতের বন্দর সমূহে আনীত হইয়া তৎপর তাহা জাহাজযোগে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা সহজ হইবে এবং অন্য দিকে ইংলণ্ড হইতে জাহাজযোগে আনীত শিল্পজাত দ্রব্য বন্দর সমূহ হইতে দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন বৃটীশ শাসকগণ ভারতে রেলপথ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও রেলপথ স্থাপন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের পক্ষে প্রদান করা সম্ভবপর ছিল না। এদিকে তখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কিছুই উন্নতি হয় নাই। দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধেও তখনকার দিনের ইংরাজগণ বিশেষরূপ অজ্ঞ ছিল। কাজেই তখনকার দিনে ইংলণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ এদেশে আসিয়া নিজেদের হাত হইতে মূলধন দিয়া রেলপথ স্থাপন করিয়া তাহা হইতে লাভ করা যাইবে কি না তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিল না। এই জন্য ১৮৪৪ সালে ভারতবর্ষের শাসক স্থানীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডনে গঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানী নামক ২টী কোম্পানীকে ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তারের জন্য রাজী করান। এই সময়ে উক্ত দুইটি কোম্পানীকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এরূপ গ্যারান্টি দেন যে ভারতে রেলপথ স্থাপনে উহারা যে মূলধন বিনিয়োগ করিবেন তাহার উপর যদি উপযুক্তরূপ লাভ না হয় তাহা হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের হাত হইতে এই দুইটি কোম্পানীকে টাকা দিয়া উহারা যাহাতে মূলধনের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ অর্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ভাবে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম গ্যারান্টি প্রথায় বেসরকারী কোম্পানী কর্ত্তৃক রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই দুইটি রেল কোম্পানীর মধ্যে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বোম্বাই হইতে থানা পর্য্যন্ত একটি ২১ মাইল লম্বা রেলপথ ১৮৫৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে খোলা হয়। ভারতবর্ষে উহাই সর্ব্বপ্রথম রেলপথ। ইহার পর ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ই আই রেল কোম্পানী হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ২৩ মাইল লম্বা আর একটি রেলপথ খোলেন। উহা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রেলপথ। এই ভাবে বিলাতী কোম্পানী গুলিকে মূলধনের উপর লাভ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিয়া উহাদের সাহায্যে

ভারতে রেলপথ স্থাপন কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এদেশে বড়লাট হইয়া আসিবার পূর্ব্বে এই গ্যারাণ্টি প্রথাও তেমনভাবে বলবৎ হয় নাই। তিনি বড়লাট হইয়া আসিবার পর বিগত ১৮৫৩ সালে ইংলণ্ডে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রেরণ করেন এবং এই বিবৃতিতে ভারতবর্ষে রেলপথের দ্রুত প্রসারের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অনেক যুক্তি উত্থাপিত হয়। এই বিবৃতির ফলে এবং পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য প্রেরণে যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া ভারতে রেলপথ স্থাপনের সমীচীনতা সম্বন্ধে বৃটীশ কর্তৃপক্ষের আর কোন সন্দেহ থাকে না। ফলে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত ২টী রেল কোম্পানী ছাড়া আরও ৬টী কোম্পানীকে উহাদের লাভ ও মূলধনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নানাবিধ গ্যারাণ্টি দিয়া ভারতে রেলপথ স্থাপনে সম্মত করা হয়। এই ৬টী কোম্পানীর নাম (১) মাদ্রাজ রেলওয়ে কোং—বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর স্থাপিত রেলপথের কতকাংশ মাদ্রাজ এণ্ড সাউদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে এবং কতকাংশ সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (২) বোম্বাই বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (৩) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (৪) কালকাটা এণ্ড সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে—বর্ত্তমানে উহা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (৫) সিন্ধু পাঞ্জাব এণ্ড দিল্লী রেলওয়ে—বর্ত্তমানে উহা নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং (৬) গ্রেট সাউদার্ণ অব ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী—বর্ত্তমানে উহার নাম সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। এই সব কোম্পানীকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পরে ভারত সচিবের তরফ হইতে যে সমস্ত সর্ত্তে গ্যারাণ্টি প্রদান করা হয় তাহা এই—(১) রেলপথের জন্য যে জমি প্রয়োজন হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে প্রদান করিবেন (২) গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন কোম্পানীকে উহাদের নিয়োজিত মূলধনের প্রতি ২২ পেনির মূল্য এক টাকা ধরিয়া মোট মূলধনের উপর যাহাতে শতকরা বার্ষিক ৪॥০ টাকা হইতে ৫ টাকা লাভ পাওয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন (৩) কোন কোম্পানীর সমস্ত খাই খরচা বাদে নিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে লাভ করিয়াও যদি অতিরিক্ত লাভ হয় তবে তাহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন এবং বাকী অর্দ্ধেক কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য হইবে (৪) কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য জরুরী ব্যাপারে তদারক করিবার এবং আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থা করিবার গবর্ণমেণ্টের অধিকার থাকিবে (৫) কোম্পানী স্থাপিত হইবার ২৫ হইতে ৫০ বৎসরের পর গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়া কোম্পানীর পরিচালিত সমস্ত রেলপথের কর্ত্তৃত্বভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে ১৮৫৩ সাল হইতে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত উপরোক্ত ৮টী রেল কোম্পানী কর্তৃক ভারতবর্ষে সাড়ে চার হাজার মাইল পরিমিত স্থানে রেলপথ বিস্তৃত হয়। এই সব কোম্পানীর মধ্যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উহাদের পরিচালিত রেলপথগুলির মালিক হইয়া উহাদের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বোম্বাই বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ এণ্ড সাউদার্ণ মারহাট্টা এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের মালিক গবর্ণমেণ্ট হইলেও উহাদের পরিচালনাভার এখন পর্য্যন্ত ঐ ঐ নামীয় কোম্পানীর হস্তেই ন্যস্ত আছে।

কিন্তু এই ধরণের গ্যারাণ্টি প্রথায় ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে সাড়ে চার হাজার মাইল পরিমিত স্থানে রেলপথ নির্ম্মিত হইলেও এই ব্যবস্থায় ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানী সমূহের প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দিতে গিয়া ভারত সরকারকে ১ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিতে হয়। কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লাভ পাইবার প্রতিশ্রুতি থাকায় ঐ সময়ে বিভিন্ন কোম্পানী ভারতে রেল পথ স্থাপনকার্য্যে অযথা ব্যয়বাহুল্য করিয়াছিল এবং রেলের পরিচালনা ব্যাপারেও উহারা তেমন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নাই। এজন্য ১৮৬৭ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লরেন্স ভারতবর্ষে গ্যারাণ্টি প্রথায় রেলপথ নির্ম্মানের বিরুদ্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী বিবৃতি প্রেরণ করেন। উহার ফলে ১৮৬৯ সালের পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারত সরকার আর কোন নূতন কোম্পানীকে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপন সম্বন্ধে কোন প্রকার গ্যারাণ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই এবং ঐ সময়ে তাঁহারা স্বয়ং ইংলণ্ডের বাজারে ধার করিয়া টাকা সংগ্রহ করতঃ তাহা দ্বারা ভারতে রেলপথ স্থাপন করিয়া ঐ সব রেলপথের পরিচালনাভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। এই ভাবে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত চলে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে কোম্পানী স্থাপিত ও গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত রেল লাইন মিলিয়া মোট রেল পথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৯ হাজার মাইল। কিন্তু ঐ সময়ে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস, দেশের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ এবং আফগানীস্থানের সহিত যুদ্ধের ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ঐ সময়ে যে কমিশন বসে তাঁহারা মত প্রকাশ করেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস করিতে হইলে অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের আরও অন্ততঃ ৫ হাজার মাইল লম্বা রেলপথ স্থাপন করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে তাঁহাদের এই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কর্জ্জ করিয়া আর নূতন রেলপথ স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। এজন্য ১৮৭৯ সাল হইতে তাঁহারা পুনরায় বৃটীশ কোম্পানী সমূহকে নানাবিধ সুবিধা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দিয়া ভারতে রেলপথের প্রসারে ব্রতী করাইবার নীতি গ্রহণ করেন। তবে এবারকার গ্যারাণ্টির সর্ত্ত ১৮৪৪ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে প্রদত্ত গ্যারাণ্টির সর্ত্তের তুলনায় গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে অনেক সুবিধাজনক ছিল। যেমন—এবারে প্রথম হইতেই বলা হয় কোম্পানী কর্তৃক স্থাপিত রেলপথগুলি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১৫ বৎসর পরে অথবা উহার পরবর্ত্তী দশ দশ বৎসর পরে যে কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ইচ্ছামত রেললাইন গুলি খাস করিয়া লইতে পারিবেন। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীকে উহাদের দ্বারা প্রদত্ত মূলধন ফেরৎ দিতে বাধ্য রহিবেন। দ্বিতীয়তঃ এবারকার গ্যারাণ্টিতে কোন কোম্পানীকেই উহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক ৩।০ টাকার বেশী লাভ দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ প্রথম বারের গ্যারাণ্টিতে সর্ত্ত ছিল যে কোম্পানীর উদ্বৃত্ত লাভের অর্দ্ধেকাংশ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন। কিন্তু এবার অধিকাংশ

ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর লাভের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ পাইবেন বলিয়া স্থির হয়। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী, মাদ্রাজ এণ্ড সাউদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে কোম্পানী, আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে (উহা বর্ত্তমানে ই আই রেলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) প্রভৃতি কতিপয় কোম্পানীর সহিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন এবং উহাদের কার্য্যের ফলে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ভারতে স্থাপিত রেল লাইনের মোটমাট পরিমান দাঁড়ায় ২৪ হাজার ৭৫২ মাইল। উপরোক্ত ৩টি কোম্পানীর মধ্যে প্রথম ২টী কোম্পানীর পরিচালিত রেলপথগুলি বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া উহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন বটে। কিন্তু উহাদের পরিচালনাভার এখনও উক্ত দুইটী কোম্পানীর হস্তেই ন্যস্ত আছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আর নূতন কোন বৃটীশ কোম্পানীকে গ্যারাণ্টি দিয়া ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য আহ্বান করা হইতেছে না। এখন গবর্ণমেণ্ট নিজেই প্রয়োজনীয় অর্থ ধার করিয়া তদ্দারা রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং অস্বচ্ছলতা অনুযায়ী কোন সময়ে বেশী পরিমাণে এবং কোন সময়ে কম পরিমাণে রেল লাইন নির্ম্মিত হইতেছে বটে। কিন্তু উহা উল্লেখযোগ্য যে ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৮ হাজার মাইলেরও বেশী পরিমাণ নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং দেশে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন রেল লাইন স্থাপিত হইতেছে। এই ভাবে গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষে মোটমাট রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ৪৩১২৮ মাইল। তবে উহার মধ্যে কতক রেল লাইন হায়দ্রাবাদ, মহীশূর যোধপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য সমূহ কর্ত্তৃক, কতক লাইন জেলা বোর্ড সমূহ কর্ত্তৃক এবং কতক লাইন ছোট ছোট রেল কোম্পানী (Branch Line Companies) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সমস্ত রেলপথ রহিয়াছে তাহাদিগকে পরিচালনা ও সত্ত্বস্বামিত্বের দিক হইতে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিভুক্ত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত রেলপথ। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ নামীয় ৪টী রেলপথ এই শ্রেণীর অন্তর্গত (২) গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিভুক্ত কিন্তু কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত রেলপথ। আসাম বেঙ্গল, বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল নাগপুর, মাদ্রাজ এণ্ড সাউদার্ণ মারহাট্টা এবং সাউথ ইণ্ডিয়া নামীয় ৫টি রেলপথ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। লক্ষ্ণৌ বেরেলী, ত্রিহুত, যোধপুর হায়দ্রাবাদ, বেজওয়াদা এক্সটেনসন এবং দ্রোনাচলম কর্ণুল নামীয় ৫টি রেলপথও গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে উহার প্রথমটী রোহিলখণ্ড এণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে কর্ত্তৃক, দ্বিতীয়টি বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কর্ত্তৃক, তৃতীয়টী যোধপুর রেলওয়ে কর্ত্তৃক এবং চতুর্থ ও পঞ্চমটী নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে (৩) কোম্পানীর সম্পত্তিভুক্ত ও কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত রেলপথ। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং রোহিলখণ্ড এণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে নামীয় ২টি রেলপথ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুইটী কোম্পানীকেও যে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে খাস করিয়া লইবার অধিকারী তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৪) দেশীয় রাজ্যের সম্পত্তিভুক্ত এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত রেলপথ। নিজামস ষ্টেট রেলওয়ে, মহীশূর রেলওয়ে ও যোধপুর রেলওয়ে এই পর্য্যায়ে পড়ে (৫) ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানীর রেলপথ ও জেলা বোর্ডের স্থাপিত রেলপথ। হাওড়া আমতা রেলওয়ে, চাপারমুখ শিলিঘাট রেলওয়ে, কাটাখাল লালাবাজার রেলওয়ে, শিয়ালকোট নেরোয়াল রেলওয়ে, তাপ্তী ভ্যালী রেলওয়ে, আহম্মদাবাদ পরান্তিজ রেলওয়ে এবং লারকানা জেকোবাবাদ রেলওয়ে নামক ৭টী রেলপথ ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানীর রেলের অন্তর্গত। জেলা বোর্ডের স্থাপিত ও পরিচালিত রেলপথের সংখ্যা ৩টি। উহাদের নাম পোদানুর ও পোলাচী রেলওয়ে, বেজ ওয়াদা মসলী পট্টম রেলওয়ে এবং টেনালি র‍্যাপালে রেলওয়ে। ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতবর্ষে মোট যে ৪৩১২৮ মাইল লম্বা রেলপথ ছিল তাহার মধ্যে ৩১৭২৯ মাইল রেলপথ অর্থাৎ মোট রেলপথের শতকরা ৭৪ ভাগ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং উহার মধ্যে ১৯১৪২ মাইল (মোট রেলপথের শতকরা ৪৪ ভাগ) প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীন ছিল। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্য সমূহ কর্ত্তৃক স্থাপিত রেলপথের পরিমান ৫ হাজার মাইলের মত এবং উহার অধিকাংশই দেশীয় রাজ্য সমূহের পরিচালনাধীন। বাকী রেল লাইনগুলি রেল কোম্পানী ও জেলা বোর্ডের সম্পত্তি এবং উহাদের দ্বারা পরিচালিত। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে দেশের লাইট রেলওয়েগুলিকেও ভারতীয় রেলপথের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইলেও ট্রাম লাইনগুলিকে রেলের সংজ্ঞা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নে ভারতবর্ষে রেলপথের প্রসার সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

বৎসর	মোট যত মাইল লম্বা রেলপথ খোলা ছিল
১৮৬০	৮৩৮ মাইল
১৮৭০	৪৭৭১ „
১৮৮০	৮৯৯৬ „
১৮৮৮	১৪৫২৫ „
১৮৯০	১৬৪০৪ „
১৯০০	২৪৭৫২ „
১৯১০	৩২০৯৩ „
১৯১৯-২০	৩৬৭৩৫ „
১৯২৯-৩০	৪১৭২৪ „
১৯৩৬-৩৭	৪৩১২৮ „

এই তালিকায় দেখা যায় যে ১৮৯০ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে খুব দ্রুত গতিতে রেলের প্রসার হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালের পরে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে খুব কম পরিমান রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ার কারণ এই যে মন্দার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

———*———

(৩) কোম্পানী বনাম সরকারী পরিচালনা

আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ভারতবর্ষে মোটমাট যে পরিমাণ রেলপথ ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহার শতকরা ৭৪ ভাগের মালিক হইলেও বর্ত্তমানে মোট রেলপথের শতকরা ৪৪ ভাগ মাত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং সরকারী রেলের শতকরা ৪০ ভাগ এখনও কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে এই সব কোম্পানী পরিচালিত রেল লাইনের পরিচালনা-ভার যখন গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে সেই সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত কিনা তাহা লইয়া বর্ত্তমানে দেশে একটা বিতর্ক চলিতেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় জনমত সম্পূর্ণভাবে কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলির পরিচালনাভার গবর্ণমেণ্টের হাতে আনিবার পক্ষপাতী। ভারতবাসীর যুক্তি এই যে রেল লাইনগুলি যে সমস্ত কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার হেড অফিস ইংলণ্ডে অবস্থিত বলিয়া উহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ৫ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ভারতবাসীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়া নির্দ্ধারণ করেন না। উহারা অনেক সময়ে বৃটীশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং ভারতীয় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের পক্ষে ক্ষতিজনক ভাবে মালের ভাড়া ধার্য্য করেন এরূপ অভিযোগও রহিয়াছে। এই সব রেলপথের উচ্চপদে পারত পক্ষে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয় না এবং ভারতবাসীও শাসনতন্ত্রগত উপায়ে এজন্য রেলপথগুলির উপর কোন চাপ দিতে পারে না। অধিকন্তু কোম্পানী দ্বারা রেলপথ পরিচালিত হওয়ার দরুণ রেলের পরিচালনাব্যয় অধিক হইতেছে এবং এই ক্ষতির বহু সংখ্যক ভারতীয় করদাতাগণকে বহন করিতে হইতেছে বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে। তারপর কোম্পানীর হাতে অনেক রেল পথের পরিচালনাভার থাকার দরুণ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটী সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে ভারতে রেলের পরিচালনা ও প্রসার করা সম্ভবপর হইতেছে না। বিগত ১৯২০ সালে ভারতে রেলপথের প্রসার ও বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ইংলণ্ডের রেলওয়ে বিশেষজ্ঞ পরলোক-গত সার উইলিয়াম একওয়ার্থের সভাপতিত্বে গবর্ণমেণ্ট যে কমিটী বসান উক্ত কমিটীও বিভিন্ন বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সময় উপস্থিত হইলেই গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কোম্পানীর হস্ত হইতে নিজেদের হাতে রেলপথের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন তজ্জন্য পরামর্শ দেন। তদনুসারে বিগত ১৯২৪-২৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল কোম্পানীর সহিত গবর্ণমেণ্টের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই দুইটী কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী হইতে বার্ম্মা রেলওয়ে সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ সালে সাউদার্ণ পাঞ্জাব রেলপথও গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু উহার পরবর্ত্তী কালে কোম্পানী পরিচালিত রেলপথ গুলির পরিচালনাভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও গবর্ণমেণ্ট বাজে ওজর দেখাইয়া সেই সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, রোহিলখণ্ড এণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে এবং মাদ্রাজ এণ্ড সাউদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ের পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাত দিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমানে টাকার সুদ এত কম যে কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের জন্য টাকা কর্জ্জ করিলে গবর্ণমেণ্ট লাভ-বানই হইতেন। যাহা হউক কোম্পানীর পরিচালনা হইতে ভারতের সমস্ত সরকারী রেলপথকে মুক্ত করার বিষয়ে ভারতীয় জনমত যে প্রকার আগ্রহান্বিত তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে জনমতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই তাহার কিছু আভাষ পাওয়া গিয়াছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিবার কালে ভারত সরকারের রেলবিভাগের মন্ত্রী সার টমাস ষ্টুয়ার্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরে সাউথ বিহার রেলওয়ে এবং আগামী বৎসরে হরিদ্বার ডেরাদূন রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লইবেন। তিনি উহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে সময় উপস্থিত হইলে দেশবাসীর আর্থিক লাভালাভ বিবেচনা করিয়া কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলির কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করাই গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি। তবে আর্থিক লাভালাভ অর্থে গবর্ণমেণ্ট কি বুঝেন তাহা না জানিলে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কতদূর আন্তরিক তাহা বুঝা কঠিন।

---

(৪) রেলের লাভ-ক্ষতি

ভারতবর্ষে রেল লাইন প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে পাঠকের উহা উপলব্ধি হইবে যে প্রথম অবস্থায় যদিও গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং রেললাইন স্থাপনে অগ্রসর না হইয়া কোম্পানীর মারফতে রেলপথ স্থাপন করাইয়াছিলেন তথাপি এদেশে রেলপথ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইতেই গবর্ণমেণ্টকে রেলের জন্য আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দায়িত্বের প্রকৃতি কিরূপ এবং এরূপ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারত সরকারের কিরূপ লাভ-লোকসান হইয়াছে তাহা এখানে বিচার করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের উপর গবর্ণমেণ্ট একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ জোগাইবেন—এরূপ গ্যারাণ্টি দিয়া বৃটীশ কোম্পানী সমূহকে ভারতে

রেলপথ স্থাপনের জন্য আহ্বান করাতে ঐ সব রেল কোম্পানী ভারতে রেলপথ স্থাপনের সময় যদৃচ্ছা মূলধন খরচ করিয়াছিল। অধিকন্তু মূলধনের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইবার প্রতিশ্রুতি থাকার দরুণ উহারা রেল লাইনের পরিচালনা ব্যাপারেও নানাভাবে অমিতব্যয়িতার পরিচয় দেয়। এই সব কারণে বিগত ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত এদেশে গ্যারান্টি প্রথায় রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছিল ততদিনে গবর্ণমেণ্টকে রেল বিভাগের জন্য মোটমাট ১ কোটী ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি দিতে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে স্বল্প সময়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজেদের অর্থে দেশে রেললাইন স্থাপনে অগ্রসর হইলেও এবং তৎপর অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক সর্ত্তে পুনরায় গ্যারান্টি প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেও ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক বৎসরেই রেলপথের জন্য ক্ষতি দিতে হইয়াছিল এবং এই ক্ষতি পূরণের জন্য দেশবাসীর উপর তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে ১৮৫৮ সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত রেল বিভাগের জন্য গবর্ণমেণ্টকে মোটমাট ৫৭ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিতে হয়। উহার কারণ এই ছিল যে প্রথম অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ কোম্পানীগুলিকে যে গ্যারান্টি প্রদান করিয়াছিলেন তাহার দায়িত্ব এড়ান এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট নিজে রেল লাইন স্থাপনের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হওয়ার পরে পুনরায় তাঁহাদিগকে গ্যারান্টি প্রথায় রেলের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। বিশেষতঃ এই সময়ে গবর্ণমেণ্টও রেলওয়ে স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ে মিতব্যয়িতার কোন প্রমাণ দেন নাই। দেশের আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা এবং মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপও ঐ সময়ে ভারতের রেল পথগুলিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতির কারণ হইয়াছিল।

যাহা হউক বিগত ১৮৯৯ সালে সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্টের রেল বিভাগের সমস্ত প্রকার ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া তাঁহাদের ১১ লক্ষ টাকা লাভ হয়। ১৯০০ সালে উহার পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯০১ সালে তাহা ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। রেলে এইরূপ লাভ হইতেছে দেখিয়াই ১৯০০ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট গ্যারান্টি প্রথায় কোম্পানীর মারফতে এদেশে রেলপথ স্থাপনের নীতি বরাবরের জন্য পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং রেলপথ নির্ম্মানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থায় গত ১৯০১ সালের পর হইতে ১৯২৩-২৪ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরেই রেল বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্যরূপ লাভ হইয়াছে। মাত্র ১৯০৮ সালে এই বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ১ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯২১ সালে ৯ কোটী ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক উক্ত দুই বৎসরের ক্ষতি বাদ দিয়াও ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯২৩-২৪ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রায় ১০৩ কোটী টাকা লাভ হইয়াছে।

গত ১৯২৪-২৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত সরকারের রেল বিভাগের আয়ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির হিসাব ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয়ব্যয়ের হিসাবের সহিত একসঙ্গে দেখান হইত। কিন্তু এই বৎসর হইতে রেল বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে স্থির হয় যে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট মোটমাট যে ঋণ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার শতকরা একভাগের সহিত প্রত্যেক বৎসরে রেল বিভাগের উদ্বৃত্তের এক পঞ্চমাংশ যোগ করিয়া যত টাকা হয় তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের সামরিক রেলপথগুলির জন্য ক্ষতি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা রেল বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের জন্য প্রদান করা হইবে। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে ১৯২৪-২৫ সাল হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত রেল বিভাগ হইতে ভারতসরকার মোটমাট ৫২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা পান। কিন্তু ঐ সময় হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুণ ভারতের রেলপথগুলিতে ঘাটতি হইতে থাকায় ১৯৩০-৩১ সাল হইতে রেল বিভাগ আর বৎসর বৎসর ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছেন না। এই ভাবে বর্ত্তমান বৎসরের গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রেল বিভাগের নিকট ভারত সরকারের পাওনার পরিমান দাঁড়াইয়াছে ৩৭ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। তবে এই বিপুল পরিমান বকেয়া টাকা রেল বিভাগের পক্ষে পরিশোধ করা একপ্রকার অসম্ভব দেখিয়া গত ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে উক্ত বৎসরের মার্চ্চ পর্য্যন্ত রেল বিভাগের নিকট ভারত সরকারের প্রাপ্য যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা মকুব করা হউক। এই প্রস্তাবে নানা আপত্তি উত্থাপিত হওয়াতে বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিন বৎসরের জন্য স্থগিত আছে। তবে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে রেল বিভাগের যে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়

তাহা ভারত সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে ঐ বৎসরে রেল বিভাগের যে ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাও ভারত সরকারকে প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আগামী ১৯৩৯-৪০ সালে রেল বিভাগে ২ কোটী ১৩ লক্ষ উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বরাদ্দ যদি সত্য হয় তাহা হইলে ঐ টাকাও ভারত সরকার পাইবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের সূত্রপাত হইতে বিগত ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত ঐ জন্য ভারত সরকারকে ৫৭ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিতে হইয়াছে। তৎপর ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯২৪-২৫ সাল সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয় ব্যয় হইতে পৃথক হওয়ায় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রেলের মারফতে ভারত সরকারের প্রায় ১০৩ কোটী লাভ হইয়াছে। উহার পরে ১৯২৪-২৫ সাল হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত বার বৎসরেও ভারত সরকার রেল বিভাগ হইতে ৫২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। অতঃপর কয়েক বৎসর ভারত সরকার রেল বিভাগের জন্য কোন ক্ষতিও দেন নাই এবং রেল বিভাগ হইতে কোন টাকাও পান নাই। তবে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত সরকার পুনরায় রেল বিভাগ হইতে পৌনে দুই কোটী টাকা পাইয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ সালেও এই বাবদ ভারত সরকার যথাক্রমে ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকা ও ২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা পাইবেন আশা করা যাইতেছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে রেলের জন্য ভারত সরকার যে ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সুদ ইত্যাদি বাদেই বিভিন্ন সময়ে গবর্ণমেণ্টের উপরোক্তরূপ লাভ হইয়াছে।

---

(৫) রেলের ঋণ

ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের সূত্রপাত হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত রেলের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতি হইলেও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত রেল বিভাগের মারফতে গবর্ণমেণ্টের লাভও খুব বেশী হইয়াছে বটে। কিন্তু এই রেলপথ স্থাপনের ব্যাপারে ভারত সরকারকে বিপুল পরিমাণ ঋণের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কোন দিনই তাঁহাদের চলতি আয় হইতে টাকা বাঁচাইয়া তাহা দ্বারা রেলপথ স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৬৯ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত এগার বৎসরে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজে রেলপথ স্থাপনের উদ্যম আরম্ভ করেন সেই সময়ে এজন্য তাঁহাদিগকে বহু টাকা ঋণ করিতে হয়। ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত রেল বিভাগের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হয় তাহারও কতকাংশ তাঁহাদিগকে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতে হয়। এইভাবে বিগত ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত রেলের জন্য গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২২৯ কোটী টাকা। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ঋণের পরিমাণ ৩॥ গুণের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার প্রথম কারণ এই যে বর্ত্তমান শতাব্দীতে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং দ্রুতগতিতে রেলপথ বিস্তার করেন। নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ১৯২১ হইতে ১৯২৪ সালে গবর্ণমেণ্ট ৬২ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৮ কোটী টাকা। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট যখন কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলিকে উহাদের সহিত চুক্তির মেয়াদ অন্তে খাস করিয়া লন তখনও বিভিন্ন কোম্পানীর অংশীদারদের ক্ষতিপূরণার্থ গবর্ণমেণ্টকে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা গ্রহণ করিতে হয়। সময় সময় পুরাতন লাইনের ব্যয়বহুল সংস্কার কার্য্য, রেলের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ, বৃহদাকার পুল নির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্যও গবর্ণমেণ্টেকে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই ভাবে গত মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত রেলের জন্য ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৫৪ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই ঋণের পরিমাণ ৭৫৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে এই ঋণের অধিকাংশই ইংলণ্ডে গৃহীত এবং ভারত সরকারকে বৎসর বৎসর উহার সুদ হিসাবে বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে হইতেছে। অবশ্য বর্ত্তমান শতাব্দীতে রেলপথ সমূহের আয় হইতেই এই সুদের টাকা পরিশোধ করা সম্ভবপর হইতেছে। নিম্নে গত ১৪ বৎসরে রেলের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ কত টাকা দিতে হইয়াছে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল—

বৎসর	কোটী	লক্ষ
১৯২৪-২৫	২৩ কোটী	৯০ লক্ষ টাকা
১৯২৫-২৬	২৪ „	৮১ „
১৯২৬-২৭	২৫ „	৮৭ „
১৯২৭-২৮	২৭ „	২৭ „
১৯২৮-২৯	২৯ „	৩৩ „
১৯২৯-৩০	৩০ „	৪৬ „
১৯৩০-৩১	৩২ „	৭২ „
১৯৩১-৩২	৩৩ „	৭ „
১৯৩২-৩৩	৩১ „	৯১ „

১৯৩৩-৩৪	৩২ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা
১৯৩৪-৩৫	৩১ ,, ৮০ ,,
১৯৩৫-৩৬	৩১ ,, ৩৯ ,,
১৯৩৬-৩৭	৩০ ,, ৮১ ,,
১৯৩৭-৩৮	২৯ ,, ২৬ ,,

চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে রেলের ঋণের জন্য সুদ বাবদ ২৯ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা দিতে হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ১৯৩৯-৪০ সালে এই বাবদ ২৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের রেলপথগুলির ঋণের জন্য বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে যে টাকা পাঠাইতে হয় তাহা এদেশ হইতে বিদেশে ধনসম্পদ চলিয়া যাইবার একটা প্রধান পথ। ভারত সরকারের পক্ষে বর্ত্তমানে এই ঋণ শোধ করা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় ভারতবাসীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের অধিবাসীর নিকট হইতে গৃহীত ঋণ শোধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ এরূপ ব্যবস্থা হইলে রেলের ঋণের জন্য প্রদত্ত সুদের টাকা দেশের ভিতরেই থাকিয়া যাইতে পারে। ইদানীং ভারত সরকার এই নীতি কতকটা গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু উহার প্রয়োগ আরও দ্রুততর হওয়া আবশ্যক।

---

(৬) রেলের আয়-ব্যয়

ভারত সরকারের অন্য সমস্ত বিভাগে বৎসর বৎসর যত টাকা আয় হয় একমাত্র রেল বিভাগে প্রতি বৎসর তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা আয় হইয়া থাকে। সেইরূপ ভারত সরকারের অন্য সমস্ত বিভাগে প্রতি বৎসর যে টাকা ব্যয় হয় একমাত্র রেল বিভাগে তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাত্রীর এবং মালের ভাড়াই রেলের আয়ের প্রধান পথ। অবশ্য রেলপথে পশু-পক্ষীর ভাড়া, রেলগাড়ীতে পরিত্যক্ত বেওয়ারিশ সম্পত্তির বিক্রয়, রেলের জমিতে উৎপন্ন ঘাস ও বৃক্ষাদি বিক্রয়, রেল ষ্টেশনের মারফতে প্রেরিত টেলিগ্রামের ফি, রেলের জমির ভাড়া, রেল ষ্টেশনে খাবারের দোকান খুলিবার জন্য ভাড়ার টাকা, ষ্টেশনে বিজ্ঞাপন দিবার ফি ইত্যাদি বাবদও রেলপথগুলির অনেক আয় হয়। কিন্তু যাত্রী ও মালের ভাড়া হইতে প্রাপ্ত টাকার তুলনায় এই সব দফার আয়ের পরিমাণ অনেক কম। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে (এই বৎসরের পরবর্ত্তী চূড়ান্ত হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই) ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথ সমূহে যাত্রীর ভাড়া বাবদ ২৮ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা আয় হয়। ঐ বৎসরে মালের ভাড়া বাবদ সমস্ত রেলপথের ৬৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদির ভাড়া বাবদ ৫ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। উক্ত বৎসরে বিবিধ দফায় রেলপথ সমূহের আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা।

কিন্তু যাত্রী ও মালের ভাড়াই রেলপথ সমূহের আয়ের প্রধান অবলম্বন হইলেও রেলপথগুলিকে বহুপ্রকার কাজের জন্য ব্যয়

করিতে॰ হয়। রেল লাইন, রেলের পুল, রেলের বাড়ীঘর ইত্যাদিকে অবিরত মেরামত করিয়া কার্য্যকরী রাখা, রেলগাড়ী চালাইবার জন্য কয়লা ও বিদ্যুৎ সংগ্রহ, রেলের ইঞ্জিন যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ী সমূহকে কার্য্যকরী রাখা, রেলের ফেরী ষ্টিমার ও বন্দর সমূহের পরিচালনা, রেলের ট্রাফিক বিভাগ, সাধারণ বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন ও এই সব বিভাগের অন্যান্য ব্যয় ইত্যাদিতেই রেল বিভাগের সব চেয়ে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে এবং সমষ্টিগত ভাবে এই সমস্ত ব্যয়কে কার্য্য পরিচালনার ব্যয় (Working expenses) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের পরেই রেলপথ সমূহকে রেলের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ সবচেয়ে অধিক টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই সম্বন্ধে আর একটী প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু রেলপথ সমূহকে আরও একটী দফায় বৎসর বৎসর মোটা টাকা ব্যয়ের সংস্থান করিতে হয়। তাহা হইতেছে ডেপ্রিসিয়েসান রিজার্ভ ফণ্ড বা ক্ষয়পূরণের জন্য মজুদ তহবিলে অর্থের সংস্থান। রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী, লাইন, পুল, বাড়ীঘর, কারখানা ইত্যাদিতে রেলওয়ে সমূহের বিপুল পরিমাণ টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে। কিন্তু এই সব জিনিষের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মূল্যাপকর্ষও ঘটিতেছে। অত্রাবস্থায় সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যেমন উহাদের হস্তস্থিত সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষের জন্য চলতি আয় হইতে বৎসর বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ টাকার সংস্থান করিয়া ঐ টাকা দ্বারা সম্পত্তির মূল্যে ঘাটতি নিবারণ করিয়া থাকে রেল কোম্পানী সমূহও সেইরূপ করিতে বাধ্য। তাহা না করিলে বৎসর বৎসর রেলের যে লাভ দেখান হয় তাহা একটা কাল্পনিক ব্যাপারে পরিণত হইত এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে রেলের উপরোক্ত সম্পত্তি সমূহ সম্পূর্ণরূপে অকেজো হইয়া পড়ার দরুণ রেল বিভাগকে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করিয়া ঐ সব জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইত। বিগত ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে রেলের সম্পত্তির ক্ষয়পূরণের জন্য রেলের চলতি আয় হইতে বৎসর বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ টাকা ব্যয় ধরা হইত। কিন্তু রেল বিভাগের অবস্থা তদন্তের জন্য সার টমাস একওয়ার্থের সভাপতিত্বে যে কমিটী গঠিত হয় তাহারা বলেন যে এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ক্ষয়পূরণের জন্য অর্থের সংস্থান করিলে এমন এক সময় উপস্থিত হইতে পারে যখন আকস্মিক কোন কারণে রেলের সম্পত্তির অত্যধিক ক্ষতির জন্য রেল বিভাগকে বিপদে পতিত হইতে হইবে। এজন্য তাঁহারা ক্ষয়পূরণের জন্য একটী পৃথক তহবিল সৃষ্টি করিয়া উহাতে প্রত্যেক বৎসর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ টাকা মজুদ করার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে বিগত ১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ডেপ্রিসিয়েশন রিজার্ভ ফণ্ড নামে একটী তহবিল সৃষ্ট হয়। এই তহবিলে গত ১৯২৪-২৫ সাল হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর রেলবিভাগ দশ কোটী টাকা হইতে পৌণে চৌদ্দ কোটী টাকার মত প্রদান করিতেছেন এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে উহাতে ১২ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। তবে গত ১৯৩০-৩১ সাল হইতে রেলবিভাগে মন্দা উপস্থিত হওয়ার দরুণ এই তহবিল হইতে ১৯৩১-৩২ ও ১৯৩৫-৩৬ সালের মধ্যে ৩১॥০ কোটী টাকার মত উঠাইয়া তাহা ভিন্ন কাজে ব্যয়িত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে রেলবিভাগের আর্থিক অবস্থার কতকটা উন্নতির দরুণ এই তহবিল হইতে গৃহীত টাকার মধ্যে ১ কোটী ২১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। বর্ত্তমানে এই তহবিলের নিকট রেল পথসমূহের ৩০ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা দেনা রহিয়াছে। তবে রেল-পথগুলির নিকট হইতে ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকার ন্যায় উক্ত তহবিলের প্রাপ্য টাকাও মকুব করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিন বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমানে রেলবিভাগে পুনরায় স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসাতে এই তহবিল হইতে অভীপ্সিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কাজে অর্থব্যয়ের আর প্রয়োজন হইতেছে না। ফলে এই তহবিলে জমা টাকার পরিমাণ বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৫-৩৬ সালের শেষে এই তহবিলে জমা টাকার পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে উহা ১৬ কোটী ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের শেষে উহা ১৯ কোটী ২১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। চলতি বৎসরের শেষে সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে উহার পরিমাণ ২৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা এবং আগামী ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে উহার পরিমাণ ৩০ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে টাকা লইয়া তাহা যদি অন্য কাজে ব্যয় করা না হইত তবে চলতি বৎসর ও আগামী বৎসরের বরাদ্দ অনুযায়ী এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইত ৬০ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা।

রেলপথ সমূহের অন্যান্য মোটা ব্যয়ের মধ্যে ভারত সরকারকে বৎসর বৎসর দেয় টাকাই প্রধান। এই বিষয়ে রেলের লাভক্ষতি শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। রেলপথ সমূহের কার্য্য পরিচালনা ব্যয়, রেলের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ, ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারে ও ভারত সরকারকে দেয় অর্থ ও অন্যান্য ছোটখাট ব্যয় বাদে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয় তাহা রেলের মজুদ তহবিলে (Railway Reserve fund) ন্যস্ত করা হইয়া থাকে। তবে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ তিন কোটী টাকার বেশী হইলে তিন কোটীর অতিরিক্ত টাকার এক তৃতীয়াংশ ভারত সরকারকে প্রদান করিবার নিয়ম রহিয়াছে। কোন বৎসরে আয় হ্রাস ঘটিলে ভারত সরকারকে দেয় টাকা পূরণ, ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের ঘাটতি পূরণ, রেলের ঋণ পরিশোধ এবং যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্য লইয়া এই তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কিন্তু রেলের আয়হ্রাস হেতু ১৯২৯-৩০ সাল হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে এই তহবিলে মজুত ১৮ কোটী ৮১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৭ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকাই খরচ করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে রেল বিভাগে উদ্বৃত্ত হইতে থাকা সত্বেও উক্ত তহবিলে কিছু অর্থ মজুদ করা সম্ভবপর হইতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত রেল বিভাগ বৎসর বৎসর ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা সাকুল্য পরিশোধ করিতে না পারিবে এবং ভারত সরকার ও ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের নিকট রেলের দেনা সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত তহবিলে কিছু অর্থের সংস্থান করা রেল বিভাগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

নিম্নে ১৯৩৭-৩৮ সালে রেল বিভাগের আয় ও প্রধান প্রধান ব্যয়ের

ব্যয়ের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। উহা হইতে রেলের টাকা কোথা হইতে আসে এবং উহা কি ভাবে ব্যয় হয় তৎসম্বন্ধে পাঠকের একটা ধারণা হইবে।

আয়

যাত্রীর ভাড়া	
তৃতীয় শ্রেণী	২৫ কোটী ১১ লক্ষ টাকা
অন্যান্য শ্রেণী	৩ " ৩০ " "
পশুপক্ষীর ভাড়া	৫ " ১৬ " "
মালের ভাড়া	৬৪ " ৭৯ " "
বিবিধ আয়	১ " ৯৫ " "

ব্যয়

পরিচালনা ব্যয়—	
(১) রেল লাইন, পুল, বাড়ীঘর, কারখানা প্রভৃতির জন্য ব্যয়	৭ " ৯৪ " "
(২) ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনের জন্য কয়লা ও বিদ্যুতের ব্যয়	১৭ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা
(৩) যাত্রী ও মাল গাড়ীর জন্য ব্যয়	৬ " ১৩ " "
(৪) ট্রাফিক বিভাগের ব্যয়	১০ " " " "
(৫) ফেরি ষ্টিমার ও বন্দরের জন্য ব্যয়	" " ২৯ " "
(৬) জেনারেল বিভাগের ব্যয়	৪ " ৮৯ " "
(৭) বিবিধ ব্যয়	৪ " ৩৩ " "
(৮) বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যয়	১ " ২০ " "
ক্ষয় পূরণ ভাণ্ডার	১২ " ৫৭ " "
ঋণের সুদ	২৯ " ২৬ " "
ভারত সরকারকে প্রদত্ত	২ " ৭৬ " "

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ অথবা বর্ত্তমানে অবস্থিত রেলপথগুলির ব্যয়সাধ্য কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া যে টাকা ব্যয় করেন তাহা রেলের চলতি আয়ব্যয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। উহা মূলধন খাতে আয় ও ব্যয়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

—০—

(৭) ১৯৩৯—৪০ সালের রেলওয়ে বাজেট

বর্ত্তমান বৎসরের রেলওয়ে বাজেট আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের বাজেট হইতে রেলের বাজেট কেন পৃথকভাবে উপস্থিত করা হয় তৎসম্বন্ধে ২।১ কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। অন্যত্র এরূপ বলা হইয়াছে যে ভারত সরকারের অন্য সমস্ত বিভাগে সমষ্টিগত ভাবে যত টাকা আয়ব্যয় হইয়া থাকে একমাত্র রেল বিভাগে তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা আয়ব্যয় হয়। কিন্তু রেল বিভাগের আয় অনেকটা দেশের কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে বৎসর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ বারিপাত হয় সেই বৎসর অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন হেতু রেলে অধিকতর পরিমাণে কাচা মাল স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। উহাতে রেলের আয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই একই কারণে দেশের জনসাধারণের সাধারণ আর্থিক উন্নতি এবং তদানুষঙ্গিক ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হেতুও রেলের আয় বাড়িয়া থাকে। পক্ষান্তরে দেশে যদি কোন কারণে অজন্মা হয় তাহা হইলে রেলে যাত্রী ও মাল উভয়েরই ভাড়া বাবদ আয় কমিয়া যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে রেল বিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা অনেকটা প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। রেলের আয় যে প্রকার বিপুল পরিমাণ তাহাতে দেশের ভিতরে কোন বৎসর অজন্মা হইলে উহার প্রভাবে সমষ্টিগত ভাবে এই বিভাগের আয় অনুমিত আয় অপেক্ষা ৫।৭ কোটী টাকা কমিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয়ের সহিত রেল বিভাগের আয় মিলাইয়া তদনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলে আকস্মিকভাবে রেল বিভাগের আয়হ্রাস হেতু গবর্ণমেণ্টের দারুণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ রেল বিভাগকে একটী ব্যবসায় হিসাবে গণ্য করিয়া লাভালাভের দিক বিবেচনা করতঃ উহা পরিচালিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগ শাসনগত প্রয়োজনের দিক হইতে পরিচালিত হয়। এই সব কারণে একওয়ার্থ কমিটী ভারতীয় রেল বিভাগের আয়ব্যয়কে ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের আয় ব্যয় হইতে পৃথক করিয়া তাহা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। এই বিষয়ে গত ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়। তদনুসারে গত ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ভারত সরকারের রেল বিভাগের বাজেট পৃথকভাবে উপস্থিত করা হইতেছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে রেল বিভাগের বাজেট এবং এই মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের বাজেট উপস্থিত করা হয়।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ এবং কর্পোরেশন প্রভৃতিতে চলতি বৎসর শেষ হইবার মাসাধিক কাল পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। এই জন্য বাজেটে চলতি বৎসরে অনুমিত আয় ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত আয়ব্যয় কত বেশী বা কম হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব প্রকাশিত করা সম্ভবপর হয় না। কারণ এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের হাতে চলতি বৎসরের মাত্র ৮।৯ মাসের হিসাব বর্ত্তমান থাকে। কাজেই বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উপস্থাপিত চলতি বৎসরের বাজেটের একটী সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং পর বৎসর যখন পুনরায় বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে উহার চূড়ান্ত হিসাব প্রদান করা হয়। কাজেই এদেশের বাজেটে তিন বৎসরের আয় ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতির হিসাব প্রকাশিত হয়। তাহা হইতেছে—আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের অনুমিত হিসাব, চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব এবং গত বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব। রেল বিভাগের বাজেটেও এই নীতিই অনুসৃত হইয়া থাকে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী ব্যবস্থা-পরিষদে রেল বিভাগের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে রেল বিভাগের আর্থিক অবস্থার কিছু অবনতি সূচিত হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেল বিভাগের মন্ত্রী যখন উক্ত বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট (১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর) উপস্থিত করেন সেই সময়ে সরকারী রেলপথ সমূহের মোট আয় ৯০ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯০ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা ধরিয়া এই বৎসরে রেল বিভাগের ১৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করেন। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে ৯ মাসের আয়-ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব দৃষ্টে রেল বিভাগের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বরাদ্দ সংশোধন করিয়া ঘোষণা করেন যে ১৯৩৭-৩৮ সালে রেল বিভাগের ১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করার কালে রেল বিভাগের মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে ১৯৩৭-৩৮ সালে রেল বিভাগে ২কোটী ৭৬লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই বৎসরে সংশোধিত হিসাবের তুলনায় চূড়ান্ত হিসাবে রেলের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা কম দেখা গিয়াছে। চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের অবস্থাতেও অনুরূপ ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয় তখন চলতি বৎসরে রেল বিভাগের মোট আয় ৯৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯১ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা ধরিয়া এই বৎসরে ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ৯ মাসের হিসাব দৃষ্টে গত ১৩ই তারিখে রেলওয়ে মন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকার অধিক উদ্বৃত্ত হইবার আশা নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ এই ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকাও উদ্বৃত্ত হইবে কিনা তাহা আগামী বৎসরে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝা যাইবে না। আগামী ১৯৩৯-৪০ সালে রেল বিভাগে মোট আয় ৯৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯২ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা ধরিয়া বৎসরের শেষে ১ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু রেলওয়ে মন্ত্রী নিজেই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ও ব্যবসা বানিজ্যে মন্দার কথা উল্লেখ করিয়া রেল বিভাগ সম্বন্ধে কাহাকেও অত্যধিক আশান্বিত হইতে বারণ করিয়াছেন। কাজেই আগামী বৎসর রেল বিভাগে অনুমানমত টাকা উদ্বৃত্ত হইবে কিনা তাহা ভবিতব্যই জানেন। এস্থলে আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আগামী বৎসরে সুদের হার কমিবার দরুণ রেলের ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় ৩২ লক্ষ টাকা কম ধরা হইয়াছে। এই ভাবে ব্যয় সঙ্কোচ না হইলে আগামী বৎসরে রেল বিভাগে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও কম হইবে বলিয়া অনুমিত হইত।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে রেল বিভাগের আর্থিক অবস্থার মধ্যে উপরোক্তরূপ অবনতি দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও রেলের পরিচালনা ব্যয় কমাইবার দিকে রেল কর্ত্তৃপক্ষের কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে পরিচালনা বাবদ সরকারী রেলপথগুলির ৫৩ কোটী ১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। চলতি বৎসরে এই ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু আগামী বৎসরে এই ব্যয়ের পরিমাণধরা হইয়াছে ৫৪ কোটী ১১ লক্ষ টাকা। যে সময়ে রেলের সমষ্টিগত আয় কমিতেছে সেই সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া যে নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য।

রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আগামী বৎসরেও দেশে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যাপারে রেল বিভাগ বিশেষ কোন অর্থব্যয় করিবেন না। অবশ্য আগামী বৎসরে সিন্ধুপ্রদেশে ২টী ছোট ছোট রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় উহা কিছুই নহে। বর্ত্তমানে দেশে বেকার সমস্যা অতি মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। উহার প্রতিকারের জন্য এবং সাধারণভাবে দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি বৎসর অন্ততঃ হাজার দেড় হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন করেন তজ্জন্য দেশবাসী গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দাবীও জানাইয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে বর্ত্তমানে একটী সুবিধাও রহিয়াছে যে, এখন গবর্ণমেণ্ট খুব কম সুদে টাকা ধার করিতে পারিবেন। কিন্তু এই সব বিষয় গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিতেছেন না। বাজেটে আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া চলা একটা উচিত কাজ

বটে। কিন্তু এই সমতা রক্ষার আত্যন্তিক আগ্রহে দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধিমূলক প্রচেষ্টা যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত বাজেটের কোন মূল্যই নাই। দেশে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে বারম্বার যে দাবী করা হইতেছে, এবারকার বাজেট হইতে তৎসম্বন্ধেও কর্ত্তৃপক্ষের কোন আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মোটের উপর এবারকার রেলওয়ে বাজেট নিতান্ত গতানুগতিক ও বিশেষত্ববর্জ্জিত বলিয়া আমরা মনে করি। এই বাজেট হইতে কোনও প্রকারে প্রচলিত রেল লাইনগুলিকে পরিচালনা করিয়া যাওয়া ছাড়া রেল কর্ত্তৃপক্ষের আর কোন দিকে কোন আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে রেলপথগুলি যে প্রকার অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহাতে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রেলের রাজস্বের ব্যয় নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত এরূপ মনোভাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং যতদিন পর্য্যন্ত রেল বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের উপর অর্পিত না হইবে ততদিন যে ভারতবাসীর সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া রেলের রাজস্ব ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে সেরূপ আশা নাই বলিলেই চলে।

(৮) রেলওয়ে রাজস্বের সহিত প্রাদেশিক রাজস্বের সম্পর্ক

ভারতবর্ষে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে রেলপথ সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ অন্তে উহাদের পরিচালিত রেল লাইন সমূহ স্বহস্তে আনিবার সময় যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তাহাও ভারত সরকারই প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রেলপথগুলির জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাও ভারত সরকারই বহন করিয়াছেন। এজন্য রেলপথ সমূহের লাভালাভের ভারত সরকারই ফলভোগী। উহার সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের কোন সম্পর্ক নাই।

কিন্তু ইদানীং রেল বিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতার সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহেরও একটা স্বার্থ সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন ভারত শাসন আইনের ১৩৮, ১৪০ ও ১৪২ ধারাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত আয়করের একটা অংশ যাহাতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় তাহার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে আয়করের কত অংশ কি ভাবে কখন বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবার জন্য ভারত সরকার ইংলণ্ডের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ স্যার অটো নিমেয়ারকে নিযুক্ত করেন। গত ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে এই বিষয়ে তিনি তাঁহার রিপোর্টে এরূপ প্রস্তাব করেন যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত আয়করের অর্দ্ধেকাংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে হারাহারিভাবে বণ্টন করা হইবে। কিন্তু কোন বৎসরে আয়করের দফায় ভারত সরকারের আয় অনেক কমিয়া গেলে ঐ বৎসরে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে উহার অর্দ্ধেক প্রদান করিবার ফলে ভারত সরকারের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে আশঙ্কায় স্যার অটো এরূপ একটী সর্ত্ত রাখেন যে আয়করের অর্দ্ধেক ও রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকারকে প্রদত্ত টাকা মিলিয়া ১৩ কোটী টাকা না হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ আয়কর বাবদ উহাদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা পাইবেন না। ভারত সরকার স্যার অটোর এই সুপারিশ মানিয়া লইয়াছেন এবং ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ ভারত সরকারের নিকট হইতে আয়করের একটা অংশ পাইতেছেন। কাজেই বর্ত্তমানে আয়করের দফায় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের আয় ভারতীয় রেল বিভাগের স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করিতেছে। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রেল বিভাগের রাজস্বের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র এরূপ বলা হইয়াছে যে রেলের ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের নিকট ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত রেল বিভাগের যে ৩১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা দেনা রহিয়াছে তাহা মুকুব করিবার জন্য একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া উহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিন বৎসরের জন্য স্থগিত আছে। বর্ত্তমানে রেলবিভাগে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইলে তাহা দ্বারা প্রথমে ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের দেনা শোধ করিবে তৎপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ভারত সরকারের প্রাপ্য হিসাবে প্রদান করা হইবে বলিয়া নিয়ম রহিয়াছে। অথচ রেল বিভাগে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা প্রথমে যদি ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের সোয়া একত্রিশ কোটী টাকা দেনা শোধ করিতে হয় তাহা হইলে রেলের বর্ত্তমান উদ্বৃত্ত অনুযায়ী এই দেনা শোধ করিতেই ১০ হইতে ১৫ বৎসর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে এবং এই সময়ের মধ্যে রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকার এক পয়সাও পাইবেন না। রেল বিভাগ যাহাতে ভারত সরকারকে বৎসর বৎসর
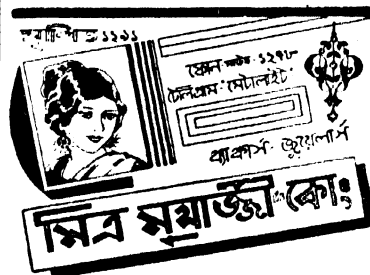
উহার উদ্বৃত্ত টাকা প্রদান করিতে পারে এবং উহার ফলে আয়করের টাকা হইতে ভারত সরকার যাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মধ্যে অধিকতর পরিমাণ টাকা বণ্টন করিতে পারেন তাহা বিবেচনা করিয়াই ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারের নিকট রেল বিভাগের দেনা মকুব করিয়া দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া অনেকে এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করাতে উহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিন বৎসরের জন্য স্থগিত আছে। তিন বৎসর পরে যদি উহাই ঠিক হয় যে রেল বিভাগকে উহার ক্ষয় পূরণ ভাণ্ডারের নিকট হইতে গৃহীত দেনা শোধ করিতে হইবে তাহা হইলে উহার ফলে আয়করের বাবদ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ যে কমিয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ক্ষয় পূরণ ভাণ্ডারের নিকট রেলের দেনা যাহাতে মকুব করিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য বিভিন্ন প্রদেশের তরফ হইতে একটা আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।

—o—

(৯) রেল বনাম মোটর

ভারতবর্ষের রেলপথ সমূহের সমক্ষে আধুনিক কালে যে কয়টী জটীল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রেলপথের সহিত মোটরের প্রতিযোগিতা একটী বড় সমস্যা। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মোটর বাসে যাত্রী বহনের ব্যবসা এক প্রকার কিছুই পচলিত ছিল না। মোটর লরী কর্ত্তৃক মাল বহনের ব্যবসাও একমাত্র বড় বড় সহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মোটর বাস ও মোটর লরীযোগে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসা জাঁকিয়া উঠিয়াছে। রেল কোম্পানী সমূহ পূর্ব্বে যাত্রী ও মালের ভাড়া নির্দ্ধারণ ব্যাপারে অত্যধিক স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিতেন। যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও তাঁহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না। উহার কারণ এই যে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যাপারে রেলপথ সমূহই দেশবাসীর একমাত্র অবলম্বন ছিল। মোটর বাস ও মোটর লরী সমূহের মালিকগণ প্রথম হইতেই রেলের তুলনায় যাত্রী ও মালের ভাড়া কম করিয়া নির্দ্ধারণ করেন। যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে মোটর বাসে রেলের তুলনায় বেশী সুবিধা বর্ত্তমান না থাকিলেও রেল কর্ম্মচারীগণ যাত্রীদের প্রতি অহেতুক যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন মোটর বাসে তাহা অপেক্ষাকৃত কম। রেলে মাল পাঠাইতে হইলে মালবাবুকে যে ঘুষ দিতে হয় মোটর লরীতে তাহাও প্রদান করিতে হয় না। বিশেষতঃ রেলে ভ্রমণ করিতে হইলে যাত্রীগণকে অনেক সময়ে ট্রেণের প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ট্রেণের তুলনায় বিভিন্ন রাস্তাতে মোটর বাসের সংখ্যা বেশী থাকার দরুণ যাত্রীগণকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। মোটর বাসের যাত্রী তাহার গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইচ্ছামত বাস থামাইয়া অবতরণ করিতে পারে। কিন্তু ট্রেণে তাহা সম্ভবপর নয়। মোটর লরীগুলি অনেক সময়ে মাল বিক্রেতার গুদাম হইতে মাল তুলিয়া লইয়া তাহা সরাসরি মাল ক্রেতার গুদামে পৌছাইয়া দেয়। মাল গাড়ীতে মাল প্রেরণ করিতে সেরূপ সুবিধা পাওয়া অসম্ভব। এই সব কারণে অল্পসময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে মোটর বাস যোগে যাতায়াত এবং মোটর লরীতে মালপত্র প্রেরণ খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং উহার ফলে ভারতের সর্ব্বত্র রেলপথগুলির আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া যায়। মোটরের এই প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ অধিক সংখ্যক ট্রেণের প্রবর্ত্তন, অপেক্ষাকৃত অল্পভাড়ায় রিটার্ণ টীকিট বিক্রয়, রেলে ভ্রমণের সুবিধা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য, মালের জন্য সুবিধাজনক ভাড়া প্রভৃতি অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাহাতে সমস্যার কোন প্রতিকার হয় না। অবশেষে বিগত ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতে রেল ও মোটরের মধ্যে অনিষ্টজনক প্রতি-যোগিতার প্রতিকারপন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য রেল বিভাগের মিঃ মিচেল ও মিঃ কার্কনেস নামক দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা একটী কমিটী বসান হয়। এই কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতীয় রেলওয়ে আইনের সংশোধন করিয়া মোটরের প্রতি-যোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য রেল লাইনের পরিচালকগণকে মোটর বাস ও মোটর লরী যোগে যাত্রী ও মাল বহনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু দেশে মোটর চলাচলের ব্যবসা নিয়ন্ত্রনের জন্য গত বৎসর মোটর যান আইন নামে একটী আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনের প্রয়োগ ফলে মোটর বাস ও মোটর লরীর মালিকগণ এখন আর ইচ্ছামত যে কোন স্থানে ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হইবে না। অধিকন্তু এই আইনে বিভিন্ন ভাবে মোটর মালিকদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অনেকগুলি ট্যাক্স বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এখন রেল পথগুলিকে আর মোটরের প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বের মত বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

রেলের স্বার্থের জন্য ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান মোটরের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার দরুণ অনেকে উহাতে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তবে এস্থলে উহা স্মরণ রাখা দরকার যে মোটর বাস ও লরীর মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের পক্ষে

বিপদজনক ভাবে ব্যবসা চালাইতেছিলেন। রেলের স্বার্থের জন্য না হইলেও জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য মোটর চলাচলের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন ছিল। আরও স্মরণ রাখা দরকার যে ভারতের রেলপথগুলির অধিকাংশ এখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং উহার জন্য ভারতবাসীর ঘাড়ে সাড়ে সাত শত কোটী টাকার ঋণ পড়িয়াছে। মোটরের প্রতিযোগিতায় দেশের রেলপথগুলি যদি বিপন্ন হয় তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে এই ঋণ শোধ করিবার কোন উপায় থাকিবে না। এই অবস্থায় নীতির দিক হইতে মোটর যান আইন সমর্থনযোগ্য। তবে দেশের যে সব স্থানে রেলের সহিত মোটরের কোন প্রতিযোগিতা নাই এই আইনের ফলে সেই সব স্থানেও যাহাতে মোটরের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইবে।

---

(১০) রেলের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষে রেলের প্রসারের জন্য দেশের অভ্যন্তরে দেশী ও বিদেশী কারখানাজাত সুলভ পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা হওয়াতে দেশের কুটীর শিল্পগুলি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। রেলপথের দ্বারা দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথগুলি রুদ্ধ হওয়ার দরুণ অনেক স্থানে দেশের স্বাস্থ্যহানিও ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি বিদেশীদের নিকট হইতে রেলের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ, বিদেশ হইতে রেলের ইঞ্জিন ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম আমদানী এবং রেল বিভাগে বিদেশী কর্ম্মচারীদের বেতন পেন্সন ইত্যাদিতে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে অন্ততঃ ৪০ কোটী টাকার মত বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই সব অনর্থ সত্ত্বেও দেশে রেলের প্রসার হেতু দেশবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিশেষ সুফল দেখা দিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রেলের জন্য এখন দেশের অভ্যন্তরস্থ দূর দূরান্তবর্ত্তী স্থানেও পরস্পরের মধ্যে মেলামিশা ও ভাবের আদান প্রদান সম্ভবপর হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে যে একটা রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিয়াছে এবং সমগ্র দেশ বর্ত্তমানে প্রায় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে ভাবে কাজ করিতেছে রেলপথের সুবিধা না থাকিলে তাহা হইত কিনা সন্দেহ। রেলের জন্য দেশের কৃষিরও সমূহ উন্নতি ঘটিয়াছে। কারণ এখন কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহাদের উৎপাদিত মালপত্র ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং ভারতের বাহিরে বিক্রয় করিয়া তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য আদায় করা অনেকটা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতে রেলের প্রসারের পূর্ব্বে দেশের একস্থানে খাদ্য শস্যের চাহিদা না থাকার দরুণ উহা জলের দরে বিক্রয় হইত এবং অন্য স্থানের অধিবাসীগণ দশগুণ মূল্য দিয়াও উহা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মারা যাইত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপার একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে এবং দেশের সর্ব্বত্র প্রায় একই প্রকার পণ্যমূল্য বলবৎ হইয়াছে। রেলের প্রসারের জন্যই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প রেলপথের সুবিধা পাইয়া ক্রমেই সমৃদ্ধ ও বহুমুখী হইয়া উঠিতেছে। দেশের বন-জঙ্গলের পূর্ব্বে যে অপচয় হইত রেলের জন্য তাহাও নিবারিত হইয়াছে। কারণ এখন রেলের সাহায্যে দেশের বন-জঙ্গল জাত সম্পদ বিদেশে চালান দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে এবং রেল বিভাগের শ্লিপারের জন্যও অনেক কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে। রেলের জন্যই বর্ত্তমানে দেশের জঙ্গলাকীর্ণ ও মনুষ্য বসতির অনুপযুক্ত অঞ্চলগুলিতে নূতন নূতন উপনিবেশ সৃষ্টি হইতেছে এবং দেশের যে সব স্থল খুব বেশী ঘনবসতিপূর্ণ তাহার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত চাপ কমিতেছে। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানেও রেলপথগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। কারণ ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথগুলিতেই বর্ত্তমানে সোয়া সাত লক্ষের মত লোক চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। রেলের কন্ট্রাক্টার ও ভেণ্ডার হিসাবে এবং রেলপথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পের মারফতে যে আরও কত লোক জীবিকার সংস্থান করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রেলপথের উপকারিতা সম্বন্ধে এই ধরণের আরও অনেক কথা বলা চলে।

দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখন পর্য্যন্ত রেলপথের কিছুই প্রসার হয় নাই। রুষিয়া বাদ দিলে ইউরোপের অন্য সমস্ত দেশের পরিমান ফল দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ মাইল এবং উহাতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার মাইল লম্বা রেলপথ রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আয়তন ১৮ লক্ষ ৩ হাজার বর্গ মাইল হইলেও এদেশে রেলপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। সুতরাং ভারতবর্ষে রেলের আরও অনেক প্রসার হওয়ার সুবিধা সুযোগ রহিয়াছে। আর কিছুর জন্য না হউক অন্ততঃ দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্যও এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অবহিত হওয়া আবশ্যক। বিগত ১৯০৬—৭ সালে রেল বিভাগের আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তদন্ত কালে ম্যাকে কমিটী এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে অন্ততঃ এক লক্ষ মাইল লম্বা রেল পথ বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক এবং দেশে রেল বিস্তারের জন্য উক্ত কমিটী গবর্ণমেন্টকে প্রতি বৎসর ১৮ কোটী টাকার মত ব্যয় করিতে পরামর্শ দেন। এই সুপারিশ মত গবর্ণমেন্ট বিগত ১৯২৯—৩০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে দ্রুতগতিতে রেলপথ বিস্তারের কাজে হাত দিয়াছিলেন এবং ১৯১০ সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যেও দেশে দশ হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পর হইতে গবর্ণমেন্ট দেশে নূতন রেলপথ স্থাপন একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমানে টাকার সুদের হার যেরূপ কম তাহাতে এখনই দেশে রেল বিস্তারের সব চেয়ে বড় সুযোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশে রেল বিস্তারে গবর্ণমেন্টের এই উদাসীনতার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(১১) রেলপথে ভারতীয় নিয়োগ

ভারতবর্ষে প্রথম যখন রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় সেই সময়ে বৃটীশ রেল কোম্পানীসমূহের উপরই এই কাজের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। এই কারণে প্রথম প্রথম ভারতীয় রেলপথ সমূহে উচ্চপদস্থ সমস্ত রেল কর্ম্মচারী যে ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা হইত তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু ছিল না। ঐ সময়ে রেলের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সমূহই ভারতীয়দের মধ্য হইতে গৃহীত হইত। পরবর্ত্তী কালে গবর্ণমেণ্ট যখন রেলপথ নির্ম্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রেল বিভাগের উপর তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যখন বর্দ্ধিত হয় সেই সময়েও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কারণ ঐ সময়ে দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর দেশবাসীর কোন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না এবং গবর্ণমেণ্টও স্বজাতিপ্রীতি বশতঃ অন্যান্য বিভাগের ন্যায় রেল বিভাগেও উচ্চপদের জন্য ইংলণ্ড হইতে লোক আমদানী করিতেন। কিন্তু ইদানীং দেশের শাসনতন্ত্রে দেশবাসীর কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এবং রেলের উচ্চপদে ভারতবাসীকে নিয়োগ করিবার জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে ক্রমাগত আন্দোলন হওয়ার ফলে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইংরাজদের মধ্যেও বর্ত্তমানে অনেক ব্যক্তি ভারতবাসীর এই দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিগত ১৯২৩ সালে যে লী কমিশন বসে তাহার সদস্যগণ ভারতবাসীকে অধিক সংখ্যায় রেলের উচ্চপদে নিয়োগ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। পরবর্ত্তী কালে একওয়ার্থ কমিটীও ভারতবাসীর এই দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহারা লী কমিশন হইতে আরও একটু অগ্রসর হইয়া রেলের উচ্চপদে যাহাতে অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী নিযুক্ত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন। ভারত সরকার একওয়ার্থ কমিটীর এই সুপারিশ মানিয়া লইয়াছেন বটে। কিন্তু উহাকে এখনও পূর্ণভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। ভারতবাসীকে ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগ করিবার ব্যাপারে সচরাচর গবর্ণমেণ্ট যে আপত্তি তুলিয়া থাকেন এই ক্ষেত্রেও তাঁহারা সেই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। উঁহারা বলেন যে রেলবিভাগের উচ্চপদে কাজ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা ভারতবাসীর মধ্যে নাই। একওয়ার্থ কমিটীর সুপারিশ মত তাঁহারা বর্ত্তমানে ভারতবাসীকে রেলের ট্রান্সপোর্ট বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষা দিবার জন্য চন্দৌসীতে একটী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্থানে কতিপয় ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাইলেও ডেরাদূনে তাঁহারা রেলওয়ে অফিসার দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কাজ ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের আগষ্টমাসে ওয়েজউড কমিটীর রিপোর্ট লইয়া বিতর্ক-কালে ভারত সরকার পুনরায় ঘোষণা করিয়াছেন যে রেল বিভাগের উচ্চপদে ভারতবাসীকে নিয়োগ করাই গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি। কিন্তু ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য ডেরাদূনে স্থাপিত কলেজ যে ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রেলের উচ্চপদে ভারতীয়দিগকে নিয়োগের ব্যাপারে তাহারা যে প্রকার মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে তাঁহাদের ঘোষিত নীতি সম্বন্ধে তাঁহারা কতদূর আন্তরিকতাসম্পন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ভারত সরকারের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারেই দেখা যায় যে গত ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথ সমূহের উচ্চপদে শতকরা ২৮ জন ভারতবাসী ছিল এবং ১৯৩৭ সালে তাহার হার শতকরা ৪৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। উহা অবস্থার অনেকটা উন্নতির পরিচায়ক বটে। কিন্তু গত ১৯৩৭ সালের শেষেও রেল বিভাগের উচ্চপদে ৩১২১ জন ইউরোপীয় (শতকরা ৫৫ জন) নিযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত রেলের উচ্চপদে ঐ সময়ে ভারতে উপনিবিষ্ট অনেক ইউরোপীয়ও নিযুক্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় একওয়ার্থ কমিটীর নির্দ্দেশ মত রেল বিভাগের উচ্চপদে কতদিনে যে শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী নিযুক্ত হইবে তাহা বলা কঠিন।

ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠার জন্য আজ পর্য্যন্ত যে ক্ষতি দিতে হইয়াছে তাহা ভারতবাসীই বহন করিয়াছে। বর্ত্তমানেও রেল বিভাগের ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব পালনের ভার ভারতবাসীর স্কন্ধেই ন্যস্ত আছে। এরূপ অবস্থায় রেলবিভাগের উচ্চপদে ভারতবাসী কেন যে শতকরা ৭৫টী মাত্র পদ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে তাহার কোন হেতু নাই। রেলের সমস্ত উচ্চপদে ভারতবাসীকে নিয়োগ করিতে হইবে—উহাই ভারতবাসীর দাবী। এই দাবী কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। উচ্চপদের দায়িত্ব পালনে ভারতবাসী সক্ষম নহে বলিয়া যে কথা বলা হয় ভারতবাসী তাহাও স্বীকার করে না। উহা ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিবার একটা বাজে অজুহাত মাত্র। ভারতবাসীর উক্ত দাবীর প্রধান কারণ এই যে রেল বিভাগের সমস্ত উচ্চপদে ভারতবাসী নিযুক্ত না হইলে দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেল বিভাগ পরিচালিত হইতে পারে বলিয়া ভারতবাসী বিশ্বাস করে না। পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতিজনকভাবে রেলের ভাড়া নির্দ্ধারিত করিয়া এবং দেশবাসীর সুখ সুবিধার দিক উপেক্ষা করিয়া বিদেশী রেল কর্ম্মচারীদের দ্বারা বহু অনাচার হইয়াছে বলিয়াই ভারতবাসীর মনে উপরোক্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে।

(১২) রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণ

যে কারণে ভারতীয় রেলপথ সমূহের উচ্চপদে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসীকে নিয়োগ করা হইতেছে না ঠিক সেই কারণেই ভারতীয় কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় রেলপথ সমূহে মালের ভাড়া নির্দ্ধারিত হইতেছে না। ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইতেই—কি ভাবে রেলের আয় বর্দ্ধিত হইতে পারে, কি ভাবে ভারতের বাজারে বৃটীশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইতে পারে এবং কি ভাবে ইংলণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতের অভ্যন্তর হইতে ভারতীয় বন্দর সমূহে সহজে আমদানী হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভারতীয় রেলপথ সমূহে মালের ভাড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থের বিষয়ে কোন দিনই নজর দেওয়া হয় নাই। এমন অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে ভারতের কোন এক অঞ্চলে অবস্থিত দেশীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল বাহির হইতে আমদানী করিবার সময় তাহার উপর অত্যধিক হারে রেলের ভাড়া আদায় করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দর সমূহ হইতে অনুরূপ ধরণের বৃটীশ শিল্পজাত দ্রব্য কম ভাড়ায় ঐ অঞ্চলে আমদানী করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পড়তা বেশী হওয়াতে এবং অনুরূপ বিদেশী শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মূল্যের পরিমাণ কম হওয়াতে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক সময়ে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য দেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ কালে উহার ভাড়া অত্যধিক বেশী হারে ধার্য্য করিয়া উপরোক্ত অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। ভারতীয় ফিজক্যাল

কমিশন, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন এবং একওয়ার্থ কমিটীতে ভারতবাসীর তরফ হইতে পুণঃ পুণঃ এই ধরণের অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং এই সব কমিটী ও কমিশনও এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য একওয়ার্থ কমিটীর নির্দ্দেশ মত গত ১৯২৬ সাল হইতে রেলওয়ে রেটস এডভাইসরি কমিটী নামে একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। রেলের ভাড়ার হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন পক্ষের ক্ষতিজনকভাবে উহার প্রতিযোগীগণকে কোন প্রকার সুবিধা দান করিলে অথবা কোন শিল্পের পক্ষে ক্ষতিজনক উপায়ে রেলের ভাড়া ধার্য্য করিলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রতিনিধি-গণ এই কমিটীতে অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু এই কমিটী একটী উপদেষ্টা কমিটী মাত্র। রেলওয়ে বোর্ড ইচ্ছা করিলে এই কমিটীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাও গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং এই কমিটী নিযুক্ত হওয়ার ফলেও অবস্থার সম্যক প্রতিকার হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রেলওয়ে রেটস ট্রিবিউনালের অথবা আমেরিকার ইন্টার ষ্টেট কমার্স কমিশনের অনুকরণে এদেশে ন্যায্যভাবে রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণের জন্য একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত রেলওয়ে বোর্ডের উপর বাধ্যতামূলক করা না হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন রেলের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশের কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের যে অনিষ্ট সাধন করা হইতেছে তাহার সম্যক প্রতিকার হইবে না। দেশের শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেই এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে রেল বিভাগের বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে গত ১৯৩৭ সালে সার র‍্যালফ ওয়েজ উডের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটী রেলওয়ে বোর্ড যাহাতে পারত পক্ষে রেলওয়ে রেটস কমিটীর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য না করেন তজ্জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু সম্প্রতি ওয়েজউড কমিটীর সুপারিশ সম্বন্ধে রেলওয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে উক্ত কমিটীতে রেল কোম্পানী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে রেল কোম্পানীকে এখন হইতে দুই মাসের পরিবর্ত্তে এক মাস সময়ের মধ্যে উহার জবাব দিতে হইবে। উক্ত ব্যবস্থায় রেলওয়ে রেটস এডভাইসরি কমিটীর পক্ষে বর্ত্তমানের তুলনায় কম সময়ের মধ্যে অভিযোগ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হইবে বটে। কিন্তু কমিটীর সিদ্ধান্ত বোর্ড মানিয়া লইবেন কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নীরব রহিয়াছেন। উহা হইতে হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে তাহা বুঝা যায়।

---

(১৩) ভারত সরকারের রেলবিভাগ

ভারতবর্ষে যখন গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে রেল কোম্পানী সমূহকে এদেশে রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্রতী করা হয় সেই সময়ে রেল কোম্পানী সমূহ যাহাতে যাত্রী ও মালের ভাড়া অত্যধিক হারে নির্দ্ধারিত না করে এবং যাত্রীদের পক্ষে বিপদজনক উপায়ে রেলগাড়ী না চালায় তজ্জন্য উহাদিগকে কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে রেলের লাভের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেন্টকে প্রদান করা এবং গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনকালে সৈন্যদল, সামরিক সরঞ্জাম ও গবর্ণমেন্টের টাকা পয়সা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিবার দায়িত্বও রেল কোম্পানীগুলির উপর অর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং রেল কোম্পানী সমূহ এই সব সর্ত্ত যথাযথ পালন করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য প্রথম হইতেই গবর্ণমেন্টকে রেলপথগুলির উপর নজর রাখিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে গবর্ণমেন্ট যখন স্বয়ং রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদের এই দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয়। বিগত ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকারের পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগের উপরই এই দায়িত্ব পালনের ভার ন্যস্ত ছিল এবং এই বিভাগই সরকারী ও বেসরকারী রেলপথগুলির তদারক করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের রেলবিভাগ এত বৃহদাকার হইয়া উঠে যে পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগ কর্ত্তৃক উহার তদারক করা আর সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এজন্য মিঃ রবার্টসনের রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১৯০৫ সালে রেলবিভাগের বিলিব্যবস্থার জন্য একজন সভাপতি ও ২ জন সদস্য লইয়া একটী রেলওয়ে বোর্ড গঠিত হয়। ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত এই বোর্ডের হস্তেই রেলবিভাগের তদারকের এবং নূতন রেলপথ স্থাপন বিষয়ে পরামর্শ দিবার ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বিগত ১৯২২ সালে রেলের যন্ত্রবিজ্ঞান এবং রেলপথে অবলম্বনীয় মূলনীতি বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার একজন চিফ কমিশনার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদনুসারে গত ১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রেলওয়ে বোর্ডকে পুনর্গঠিত করিয়া উক্ত চিফ কমিশনারকে উহার সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে বোর্ডের সদস্য হিসাবে একজন ফিনান্সিয়াল কমিশনারও নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত এই ভাবে একজন সভাপতি ও ৩ জন সদস্যের দ্বারা রেলওয়ে বোর্ড গঠিত ছিল। কিন্তু রেলকর্ম্মচারী ও রেলে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে বিশেষ ভাবে এই সব বিষয়ে তদারক করিবার জন্য ঐ সময়ে রেলওয়ে বোর্ডে আর একজন সদস্য নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হওয়াতে ১৯২৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রেলওয়ে বোর্ডে উক্ত কাজের জন্য আর একজন সদস্য নিযুক্ত হন। ফলে সভাপতিকে লইয়া বোর্ডের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ জন। রেল বিভাগে মন্দা উপস্থিত হওয়াতে ১৯৩০-৩১ সাল হইতে বোর্ডের ২ জন সদস্যের নিয়োগ স্থগিত রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই দুইটী পদ পূরণ করা হইয়াছে। সুতরাং রেলওয়ে বোর্ডে উহার সভাপতি হিসাবে একজন চিফ কমিশনার এবং সদস্য হিসাবে একজন ফিনান্সিয়াল কমিশনার ও

অন্য ৩ জন সদস্য লইয়া বর্ত্তমান মোট ৫ জনই সদস্য রহিয়াছেন। রেল সম্পর্কিত ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এই বোর্ডকে গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং উহাদের কার্য্যকলাপের উপর পারতপক্ষে তাঁহারা কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না। রেল বিভাগে অবলম্বনীয় মূলনীতি এই বোর্ডই স্থির করিয়া দেন। দেশের কোন স্থানে নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইবে, কোন রেলপথে ব্যয়বহুল পুল নির্ম্মিত হইবে, রেলপথগুলিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে মূলধন বিনিয়োগ হিসাবে কিরূপ ব্যয় হইবে, প্রয়োজনের সময়ে রেলপথে কি ভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে ইত্যাদি বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার ভার এই বোর্ডের হস্তেই ন্যস্ত আছে। বিভিন্ন রেল পথে সময় সময় যাত্রী ও মালের ভাড়ার যে তারতম্য করা হয় তাহাও এই বোর্ডের সমর্থনসাপেক্ষ। কোন বিষয় লইয়া দুইটী রেলপথের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাও রেলওয়ে বোর্ডই নিষ্পত্তি করিয়া দেন। সরকারী রেলপথ সমূহে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের চাকুরীর সর্ত্ত নির্দ্ধারণ এবং উহাদিগকে প্রমোশন দেওয়া সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের ভারও উহার উপর ন্যস্ত আছে। এক কথায় বিভিন্ন রেলের ঘরোয়া বিলিব্যবস্থা ছাড়া নীতিগত ও ব্যয় সাপেক্ষ সমস্ত বিষয়েরই রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে যে সব লাইন এখনও কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে সেই সব কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডও নিজ নিজ রেলপথের এজেন্টের (বর্ত্তমানে এজেণ্টগণ জেনারেল ম্যানেজার নামে অভিহিত হইতেছেন) মারফতে রেলওয়ে বোর্ডের পরামর্শ চাহিয়া তদ্মতে কাজ করিয়া থাকেন। যে সব কোম্পানীর হেড অফিস লণ্ডনে অবস্থিত সেই সব কোম্পানীতে ইণ্ডিয়া অফিস হইতে মনোনীত একজন করিয়া ডিরেক্টর রহিয়াছেন। উক্ত ডিরেক্টর কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ হইতে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ১৮৮৮ সালে ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান ট্রামওয়েজ এক্ট নামে যে আইন পাশ হয় এবং ১৮৯০ সালে ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ এক্ট নামে যে আইন পাশ হয় (এই আইন পরবর্ত্তী কালে কয়েকবার সংশোধিত হইয়াছে) তদনুসারে রেল বিভাগের পরিচালনা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল ১৯০৫ সালে রেলওয়ে বোর্ড গঠন কালে ভারত সরকার সেই সমস্ত ক্ষমতাই রেলওয়ে বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই রেলওয়ে বোর্ডই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথ সমূহের ভাগ্য বিধাতা। বর্ত্তমানে এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সিমলায় এবং নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত দিল্লীতে রেলওয়ে বোর্ডের আফিস বসিয়া থাকে।

(১৪) রেল বিভাগে জনমতের প্রভাব

ভারতবর্ষে স্থাপিত রেলপথগুলির জন্য সমস্ত ক্ষতি ভারতবাসীর কষ্টপ্রদত্ত ট্যাক্স হইতে পূরণ করা হইলেও এবং রেলের জন্য গৃহীত সাড়ে সাত শত কোটী টাকা ঋণ আদায়ের দায়িত্ব ভারতবাসীর স্কন্ধে ন্যস্ত হইলেও উহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে রেলের নীতি নির্দ্ধারণ বা রেলওয়ে রাজস্বের ব্যয়ের ব্যাপারে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণকে আজ পর্য্যন্ত কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই। উপরে বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষে রেলপথ সমূহের অবলম্বনীয় নীতি নির্দ্ধারণ এবং অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রেলওয়ে বোর্ডই সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু এই বোর্ডের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন হাত নাই। গত ১৯০৫ সালে রেলওয়ে বোর্ড গঠিত হইবার পর হইতে চিফ কমিশনার অথবা ফিনান্সিয়াল কমিশনারের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দূরে থাকুক রেলওয়ে বোর্ডের সাধারণ সদস্য হিসাবে পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসীকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় নাই। রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যে সমস্ত ডিরেক্টর, ডেপুটী ডিরেক্টর, সেক্রেটারি ও সহকারী সেক্রেটারি রহিয়াছেন তাহাতেও খুব কম ভারতবাসীকেই নিযুক্ত করা হয়। ফলে এদেশে রেলের নীতি নির্দ্ধারণ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব একপ্রকার একচেটিয়াভাবে ইংরাজদের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। উহাদের উপর কোন কর্তৃত্ব খাটাইবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন ক্ষমতা নাই। রেলওয়ে রাজস্ব ব্যয়ের ব্যাপারেও ব্যবস্থা পরিষদের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। অবশ্য বিগত ১৯১৯ সালে ভারতে যে মণ্টেগু শাসন ব্যবস্থা বলবৎ হয় তাহার আমলে গঠিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বাজেট বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হয় বটে। কিন্তু রেলওয়ে বাজেটে বৎসর বৎসর যে ৯০।৯২ কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হয় তাহার মধ্যে রেলের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ, রেল বিভাগে ভারত সচিবের নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বেতন, ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারদের বেতন, রেল বিভাগ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয় অর্থ, সামরিক বিভাগ ও ধর্ম্মসম্পর্কিত বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যয় ইত্যাদিতে বৎসর বৎসর ৩০ কোটী টাকার মত ব্যয় ধরা হইয়া থাকে। এই ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের কোন ভোটই লওয়া হয় না। বাকী ব্যয় ব্যবস্থাপরিষদ উহার ভোট দ্বারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন বটে। কিন্তু বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা এই ব্যয়ের প্রস্তাব পুনঃ বহাল করিতে পারেন। কার্য্যতঃও যখনই ব্যবস্থা পরিষদ রেল বিভাগের কোন অপকার্য্যের প্রতিবাদ হিসাবে রেলওয়ে বাজেট বাবদ কোন ব্যয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন বড়লাট তাহা বরাবর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা পুনঃবহাল করিয়াছেন। সুতরাং রেলের মারফতে যে আয় হয় তাহার ব্যয় সম্বন্ধে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন ক্ষমতাই নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ মাত্র রেলওয়ে বাজেট আলোচনার সময়ে অথবা প্রয়োজন বোধ করিলে অন্য সময়ে রেলের পরিচালনা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উহার একপ্রকার কিছুই মূল্য নাই।

বাজেটের আলোচনা ছাড়া অন্য ভাবেও রেল বিভাগের পরিচালনা সম্বন্ধে দেশের জনমত ব্যক্ত করিবার জন্য বর্ত্তমানে কিছু কিছু সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বিগত ১৯২২ সাল হইতে রেলপথ সমূহের পরিচালনা ব্যাপারে উপদেশ দিবার জন্য সেণ্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অব রেলওয়েজ নামক একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন এবং উহাতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক নির্ব্বাচিত ১৭ জন সদস্য থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদ হইতেও উক্ত কাউন্সিলে ৬ জন সদস্য গ্রহণ করা হয়। উহারা সময় সময়

মিলিত হইয়া রেলের পরিচালনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন বটে। কিন্তু এই কাউন্সিল একটী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান মাত্র। উহাদের উপদেশ গ্রহণ করা না করা রেলওয়ে বোর্ডের ইচ্ছাধীন। বিশেষতঃ রেল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই কাউন্সিলে যে সব বিষয় বিবেচনার্থ উপস্থিত করিবেন মাত্র সেইসব বিষয়েই উহারা বিবেচনা করিতে পারেন। সুতরাং রেল বিভাগের পরিচালনা ব্যাপারে উক্ত কাউন্সিলেরও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ক্ষমতাই নাই।

রেলের জন্য বৎসর বৎসর যে ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হয় তাহা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকার মনোনীত একজন সরকারী সদস্যের সভাপতিত্বে গঠিত রেলওয়ে ষ্টাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটী নামেও একটী কমিটী রহিয়াছে। এই কমিটীতে ব্যবস্থা পরিষদ ১১ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া দেন। কিন্তু এই কমিটীর হাতেও প্রকৃত ক্ষমতা কিছু নাই। রেলওয়ে বোর্ড ইচ্ছা করিলে এই কমিটীর মতামতও অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতে পারেন। রেলের পরিচালনা সম্পর্কিত খুটিনাটী ব্যাপারে যাহাতে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন তজ্জন্য ইদানীং প্রধান প্রধান রেলওয়ে কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক রাজধানী সমূহে এক একটী লোক্যাল এডভাইসরি কমিটীও রহিয়াছে। এই সব কমিটীতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিবর্গ ও সাধারণভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ সদস্য হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু এই সব কমিটীও উপদেষ্টা কমিটী মাত্র। উহাদের মতামত গ্রহণ করিবার পক্ষে কি রেলের জেনারেল ম্যানেজারগণ, কি রেলওয়ে বোর্ড কাহারও কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় রেলপথ সমূহের পরিচালনা ও নীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কে অথবা রেলের আয় ব্যয় করিবার ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত আইনসম্মত ভাবে ভারত-বাসীর উপর কিছুমাত্র ক্ষমতা অর্পিত হয় নাই। রেল বিভাগের কার্য্যনীতি যে ভারতবাসীর সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না তাহার মধ্যে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

(১৫) যুক্তরাষ্ট্রের আমলে রেলবিভাগ

রেল বিভাগের বর্ত্তমানে উহাই অবস্থা। আগামী যুক্তরাষ্ট্রের আমলে কি ভারতবর্ষের রেলপথ সমূহের উপর ভারতীয় জনমতের অধিকতর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা এই প্রশ্নের জবাব দিয়া ভারতীয় রেলওয়ে সমস্যা সম্পর্কিত সুদীর্ঘ আলোচনার উপসংহার করিব। প্রস্তাবিত ভারত শাসন আইনে স্থির হইয়াছে যে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান রেলওয়ে বোর্ডের স্থলে ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটী নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। উহাতে ৭ জন সদস্য থাকিবেন এবং প্রথম অবস্থায় এই ৭ জন সদস্যই বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। বর্ত্তমানে রেল বিভাগের উপর ভারত সরকারের সমস্ত ক্ষমতা যে ভাবে রেলওয়ে বোর্ডের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের আমলেও রেল বিভাগের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা অনুরূপ ভাবে ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটীর উপর ন্যস্ত হইবে। অবশ্য রেলের পরিচালনা নীতি সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট সময় সময় অথারিটীকে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন এবং এই নির্দ্দেশ গ্রহণ করা অথারিটীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। কিন্তু রেলপথের বিলিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ, বর্ত্তমান রেলপথগুলিকে কার্য্যোপযোগী রাখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব অথারিটীর উপরই ন্যস্ত থাকিবে। উক্ত অথারিটীর অধীনে চিফ রেলওয়ে কমিশনার নামে যে একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা থাকিবেন তিনিও বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটী নামে যে নূতন রেলওয়ে বোর্ড পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার সদস্যবর্গের নিয়োগ অথবা উহাদের কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অথবা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাইয়া যাহারা যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের কোন অধিকার থাকিবে না। রেলের বৎসর বৎসর যে আয় হয় তাহার ব্যয় সম্পর্কে নূতন শাসনতন্ত্রে বর্ত্তমানের তুলনায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ক্ষমতা আরও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথের মোট আয়ের দুই তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের ভোট লওয়া হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটীকে রেলওয়ে বাজেট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে হইবে না। অথারিটী স্থাপিত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর অথারিটীর কার্য্য পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হইবে মাত্র তাহাই ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিবেন। কিন্তু এই ব্যয় যদি ব্যবস্থা পরিষদ অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে উহা পুনঃ বহাল করিবার জন্যও নূতন শাসনতন্ত্রে বড়লাটের হাতে পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়া রাখা হইয়াছে। রেলের ভাড়া সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে তাহা অন্যত্র একটী প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়েও নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কারণ ভবিষ্যতে রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়ার হার পরিবর্ত্তনের জন্য বড়লাটের সম্মতি না লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কেহ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন না। রেলের ভাড়া সম্বন্ধে অভিযোগের বিচারের জন্য বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও সময়ে সময়ে এক একটী রেলওয়ে রেটস কমিটী গঠিত হইবে বটে। কিন্তু এই কমিটীর নির্ব্বাচনভার ব্যবস্থা পরিষদের হাতে না দিয়া বড়লাটের হাতে উক্ত ক্ষমতা রাখা হইয়াছে। এই কমিটীর মত গ্রহণ করা রেলওয়ে অথরিটীর পক্ষে বাধ্যতা-মূলক হইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও নূতন শাসনতন্ত্র নীরব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নূতন শাসনতন্ত্রেও ভারতীয় রেলপথ সমূহের পরিচালনা, নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ, রেলে ভারতীয় নিয়োগ, ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ লক্ষ্য রাখিয়া রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণ এবং রেলওয়ে রাজস্বের ব্যয়ের ব্যাপারে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। অধিকন্তু বর্ত্তমানে রেলওয়ে বাজেট আলোচনা করিয়া এবং এই বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে ভোট দিয়া রেল বিভাগের অনাচার অবিচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যেটুকু ক্ষমতা রহিয়াছে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে তাহাও বিলুপ্ত হইবে। ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণ যে বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণ করিতেছেন রেলবিভাগ সম্বন্ধে পরিকল্পিত ব্যবস্থা তাহার অন্যতম কারণ। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই ব্যাপারেও যদি বৃটিশ শাসকগণ ভারতীয় জনমতের সহিত একটা বুঝাপড়া না করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ যে কিছুতেই নূতন শাসনতন্ত্র মানিয়া লইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

গত বুধবারে বাঙ্গলা সরকারের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৩৯—৪০ সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের ক্ষোভের কারণ এই যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে ব্যয় বাহুল্য করিয়া বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বের অবস্থাকে অকারণে শোচনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। আর আমরা বিস্মিত হইয়াছি এই জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সরকারের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এরূপ খামখেয়ালী ভাবে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল।

গত ১৯৩৬—৩৭ সাল পর্য্যন্ত অমিতব্যয়িতা, দেশব্যাপী আর্থিক মন্দার দরুণ আয় হ্রাস এবং সন্ত্রাস বাদীদের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য ব্যয় বাহুল্যের দরুণ বাঙ্গলা সরকার প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে বাঙ্গলা সরকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য যে বিপুল পরিমাণ টাকা ধার করিয়াছিলেন তাহা সার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশমত মকুব হওয়াতে, পাট রপ্তানী শুল্কের আরও বেশী অংশ বাঙ্গলা দেশকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে এবং ভারত সরকারের আয়কর বাবদ প্রাপ্য অর্থ হইতে কতক টাকা বাঙ্গলাকে প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াতে ১৯৩৭—৩৮ সালে বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক সঙ্কট কাটিয়া যায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আমলে জনসাধারণের বিশ্বাস ভাজন মন্ত্রীবর্গ যাহাতে দেশের উন্নতিমূলক কার্য্যে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। কার্য্যতঃও ১৯৩৭—৩৮ সালে অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার প্রথম বৎসর বাঙ্গলা সরকারের ব্যয়ের তুলনায় আয় ১ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের ছয় মাস পর হইতে যখন মন্ত্রীমণ্ডলের হাতে প্রাদেশিক রাজস্ব ব্যয় করিবার স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল সেই সময় হইতে তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শিতার সহিত সরকারী রাজস্ব ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। উহার ফলে চলতি বৎসরে অর্থসচিবের ঘোষণা অনুযায়ী আয়ের তুলনায় ব্যয় পৌণে বাইশ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। আগামী বৎসরে অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলা হইতেছে। কারণ অর্থসচিব আগামী ১৯৩৯-৪০ সালের আয়-ব্যয়ের যে বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তদনুসারে আগামী বৎসরে সরকারী রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে পৌণে ৮৭ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতির ফলে চলতি বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ তহবিল হিসাবে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তবে অর্থ-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে গবর্ণমেণ্ট এক কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন। উহার ফলে ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে মজুদ তহবিল হিসাবে গবর্ণমেণ্টের হাতে ৮৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া অর্থ-সচিব অনুমান করিয়াছেন।

কিন্তু বাজেটে ঘাটতি, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ, দেশের উপর নূতন ট্যাক্স এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ট্যাক্সের আশঙ্কা দেখিয়াই আমরা গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেছি না। বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা সাধন অথবা মজুদ তহবিলে ক্রমেই অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় অপেক্ষা দেশের লোকের অর্থনীতিক উন্নতির সমস্যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ডের ন্যায় রক্ষণশীল দেশেও বর্ত্তমানে বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা সাধন অপেক্ষা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনামত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া বাজেট রচনার সমীচীনতা স্বীকৃত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়নীতি যদি দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে প্রথমে বৎসর দুই বৎসর বাজেটে ঘাটতি হইলেও তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। কেন না, দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের ফলে ২।৩ বৎসরের মধ্যে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইবে এবং এই কারণে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হিসাবে অধিক অর্থাগমহেতু প্রথমে বৎসর দুই বৎসরে যে ঘাটতি হইবে তাহা পরবর্ত্তী ২।৩ বৎসরে পূরণ হইয়াও গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকিবে বলিয়াই অর্থনীতিজ্ঞ-গণ মনে করেন। বাঙ্গলা দেশে যদি দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি মূলক কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ঘাটতি হইত এবং এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি ঋণ গ্রহণ ও নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিতেন তাহা হইলে আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইতাম না। কার্য্যতঃও আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঋণ লব্ধ অর্থে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি মূলক কাজে অবতীর্ণ হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি মূলক কাজের জন্য নহে—কতকগুলি তথাকথিত জাতি গঠন মূলক কাজের জন্যই তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাকে শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা বন্যাক্লিষ্টকে সাহায্য, কৃষি ঋণ দান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে অর্থ প্রদান এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয়ের বিরোধী নহি। কিন্তু যে দেশের প্রত্যেক ইঞ্চি আবাদ যোগ্য জমি আবাদী জমিতে পরিণত হওয়ার ফলেও দেশের কৃষক সমাজ চাষাবাদ দ্বারা সম্বৎসরের খোরাক জোগাইতে পারিতেছে না, যাহারা বিপুল পরিমাণ ঋণ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের দ্বারা অর্জ্জনযোগ্য সম্পত্তিকে পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া রাখিয়াছে, যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবিকা সংস্থানের কোন পথ পাইতেছে না সেই দেশের প্রতি গণ্ডগ্রামে হাসপাতাল ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট জাতিকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। উহার ফলে গবর্ণ-মেণ্টের বাজেটেও কোন দিন আয় ব্যয়ের সমতা সাধন হইবে না। শিক্ষা ও চিকিৎসা অপেক্ষা এখন দেশের লোকের ডালভাতের সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান অধিকতর প্রয়োজনীয়। এক কথায় আমরা এখন তথাকথিত 'নেশন বিল্ডিংয়ের' নামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অর্থব্যয় চাহিনা। আমরা এই চাহি যে, গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু অর্থ সামর্থ্য তাহা 'প্রডাক্টিভ' অর্থাৎ দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধির পথে নিয়োজিত হউক। অর্থসচিবের এটী বাজেটে আমরা প্রথমোক্ত ব্যাপারে অর্থ বিনিয়োগের সম্বন্ধে যতটা ঝোঁক দেখিতে পাইতেছি, সেই তুলনায় শেষোক্ত পন্থায় অর্থ বিনিয়োগের কোন আগ্রহই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

আরও দুঃখের বিষয় যে ভারত সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ মকুব, আয় কর, পাটরপ্তানী শুল্ক এবং রাজবন্দীদের মুক্তিদানের জন্য ব্যয় সংক্ষেপের ফলে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার যতটা উন্নতি হইয়াছিল কেবল তাহাই খাম খেয়ালী ভাবে ব্যয় করিয়া ফেলা হয় নাই। এই ধরণের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেণ্ট এখন ঋণ ও নূতন ট্যাক্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য অর্থসচিব বলিতেছেন যে ঋণ সূত্রে গৃহীত এক কোটী টাকার বদলে কৃষকগণকে আগামী বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দান ও অনুরূপ অন্যান্য কাজে গবর্ণমেণ্টের এক কোটী টাকার মত সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাইবে। আমরা অর্থ সচিবের এই ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করি। গবর্ণমেণ্ট যে এক কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন তজ্জন্য তাহাদিগকে বৎসর বৎসর ৩॥০ হইতে ৪ লক্ষ টাকার মত সুদ

(৯১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী অর্থসচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট পেশ করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রাথমিক বরাদ্দে ধরা হইয়াছিল যে ঐ বৎসরের শেষে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে। কিন্তু এক্ষনে সংশোধিত হিসাবে ৭৫ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই ৭৮ টাকার নগদ তহবিল লইয়া আগামী ১৯৩৯-৪০ সালের হিসাব আরম্ভ হইবে। আগামী বৎসরের আয় ধরা হইয়াছে ১৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। অপরদিকে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালে অনুমিত আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইয়া মোট ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে।

নিম্নে বাংলা সরকারের ১৯৩৭-৩৮ সালের প্রকৃত ১৯৩৮-৩৯ সালের সংশোধিত ও ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটের অবস্থা দেওয়া গেল :—

(সহস্রের সমষ্টিতে)

	১৯৩৭-৩৮ (প্রকৃত)	১৯৩৮-৩৯ সংশোধিত	১৯৩৯-৪০ প্রাথমিক
আয়			
নগদ তহবিল	১,০৫,৭৭	১,৩৬,০১	৭৮,০২
রাজস্বের হিসাবে	১৩,০০৮৫	১২,৭১,২৯	১৩,৭৭,৭৬
মূলধনের খাতে	—	—	—
ঋণ, ডিপোজিট ইত্যাদির হিসাবে	১৭,৫১,৮৬	২০,৮৩,৫৪	২১,৩২,৬১
মোট	৩১,৫৮,৬৮	৩৪,৯০,৮৪	৩৫,৮৮,৪৯
ব্যয়			
রাজস্বের খাতে	১১,৮৩,১৩	১২,৯৩,০১	১৬,৬৪,৫৬
মূলধনের হিসাবে	—৩৫	—২,৭৭	৩,০১
ঋণ ডিপোজিট ইত্যাদিতে	১৮,৩৯,৬৯	২১,২২,৫৮	২০,৪১,৬৫
বৎসরান্তে তহবিল	১,৩৬,০১	৭৮,০২	৮৫,৩৯*
মোট	৩১,৫৮,৪৮	৩৪,৯০,৮৪	৩৫,৮৮,৩৮
স্থিতি (উদ্বৃত্ত+ঘাটতি—)			
রাজস্বের হিসাবে	+১,১৭,৭২	—২১,৭২	—৮৬,৮০
ঐ হিসাবের বহির্ভূত	—৮৭,৪৮	—৩৬,২৭	+৯৪,১৭
নগদ তহবিল ব্যতীত	+৩০,২৪	—৫৭,৯৯	+৭,৩৭

* এই হিসাবের মধ্যে দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিলে দাদন ৩৮,৩৩ ও ট্রেজারি বিলে দাদন ৮৫,০০ টাকা ধরা হয় নাই।

ইংলণ্ডের সামরিক ঋণ বৃদ্ধির প্রস্তাব

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় ইংলণ্ডের অর্থ সচিব স্যার জন সাইমন ঘোষণা করেন যে দেশ রক্ষার খাতে সামরিক ব্যয় বহনের নিমিত্ত পূর্ব্ব পরিকল্পিত ৪০ কোটি পাউণ্ড ঋণের স্থলে উহা ৮০ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। এতৎসম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিগত ১৯৩৭ সালে সমরোপকরণের জন্য ১৯৪১-৪২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ৪০ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্তের সময় উল্লিখিত হইয়াছিল যে, প্রয়োজন হইলে অবস্থানুযায়ী উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

১৯৪১ সালের আদমসুমারী

১৯৪১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য এখন হইতেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আরম্ভ করা হইতেছে। লোক গণনা ও বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ করা বিষয়ে এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হাটনের পরিচালনায় ১৯৩০ সালে যে আদমসুমারী রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় তাহাতে বর্ণ, সম্প্রদায় ও ভাষা প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। যেরূপ বুঝা যাইতেছে এই ধরণের প্রশ্ন এবার বাদ পড়িবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সব প্রশ্ন বাদ পড়িলে আদমসুমারী রিপোর্ট প্রস্তুতের মোট খরচ ৫০ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অত্যধিক হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। এবার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে সব প্রশ্ন নির্দ্ধারিত করা হইবে তাহা যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সরল ও সহজে বোধগম্য হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। এবার লোক গণনার কার্য্য পরিচালনার সঙ্গে প্রথম সন্তান হওয়ার কালে মায়েদের বয়স কত ছিল তাহা নির্ণয় বিষয়ে জোর দেওয়া হইবে। এইরূপ তথ্য যথারীতি সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে এদেশের সম্ভাব্য জন্ম হার বরাদ্দ করা সহজ হইবে। এবার বিবাহিত নারী পুরুষ ও মেয়েদের ভিতর বিধবার সংখ্যাও নির্ণয় করার উপর জোর দেওয়া হইবে।

পাটের আমদানী ও রপ্তানী

কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত চটকল সমূহে ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ ১৬ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ঐ সময়ে ৬২ লক্ষ ৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল।

উপরোক্ত সময়ে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ২৩ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ঐ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৬২ হাজার বেল।

ধান চাউলের উপর আমদানী শুল্ক

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ মিঃ নূর আমেদ এম এল সি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিদেশের আমদানী ধান চাউলের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ

সম্পর্কে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মাননীয় মন্ত্রী মৌলভী সামসুদ্দিন আহম্মদ জানান যে বাঙ্গলা সরকার ধান চাউলের উপর আমদানীকর ধার্য্য করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিবেন না। অর্থ সচিব মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার বলেন বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে ১২ মাসের নোটিশ না দিয়া তাহা পরিবর্ত্তন করার উপায় নাই। সম্প্রতি স্যার জাফরুল্লা খান বলিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের একটী নূতন চুক্তি হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। ঐ চুক্তিতে কিরূপ ব্যবস্থা হয় বর্ত্তমানে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই সঙ্গত। ধান চাউলের আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। ভবিষ্যতে চুক্তি করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এদেশীয় রপ্তানীর বদলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ধান চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

উক্তরূপ আলোচনার পর প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করা হয়।

বাঙ্গলার লবণের কারখানা

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলা দেশে যে ১৪টী ফার্ম্মকে ও অপর ৭ জনকে ব্যক্তিগত ভাবে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড, ২৪ পরগনা, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড, মেদিনীপুর, পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ, ২৪ পরগনা, প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ মেদিনীপুর, এবং চিটাগাং ট্রেডিং ইউনিয়ন লিঃ লবণ প্রস্তুত কার্য্য পরিচালনা করে। প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী প্রায় ৩ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করে; তন্মধ্যে ২ হাজার ৭ শত মন লবণ বিক্রয় হয়। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী প্রস্তুত করে দেড় হাজার মণের উপর; এবং তম্মধ্যে ১৩ শত মন লবণ বিক্রয় হয়। ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী আড়াই শত মণ এবং পাইওনিয়ার সল্ট কোম্পানী ৫ শত ৩০ মণ লবণ প্রস্তুত করে এবং বিক্রয় করে। চিটাগাং ট্রেডিং কোম্পানী বিক্রয় উপযুক্ত লবণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় না এবং উক্ত কোম্পানী পরীক্ষামূলক ভাবে মাত্র ৫০ মণ লবণ প্রস্তুত করে।

দিয়াশলাইএর লাইসেন্স ফি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে মিঃ শ্রীপ্রকাশ একটি প্রস্তাবে এই মর্ম্মে সুপারিশ করেন যে হাতে প্রস্তুত দিয়াশলাই শিল্পকে উৎসাহ দান করিবার জন্য এই প্রকার দিয়াশলাইএর "রিবেট" এবং লাইসেন্স ফি হ্রাস করা হউক। প্রস্তাটী ৬০-৪২ ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে মিঃ শ্রীপ্রকাশ উল্লেখ করেন যে, দেশের দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার কল্পে কুটীর শিল্পের উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে বাজে কাগজ এবং বাঁশের কাঠি দ্বারা যে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইতে পারে তাহা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের চাকুরী

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকুরী সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন সম্প্রতি কর্পোরেশনের সভায় সামান্য কতিপয় সংশোধনের পর উহা গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা, নিম্নতম যোগ্যতা এবং চাকুরী বণ্টন সম্পর্কে শতকরা একটা সংরক্ষণ-মূলক হারও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে হিন্দুদের জন্য (তপশীলভূক্ত হিন্দু ব্যতীত) শতকরা ৬৭৷৷০টি তপশীলভূক্ত হিন্দুর জন্য শতকরা ৫টি, মুস্লীমদের জন্য শতকরা ২৫টি এবং অন্যান্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ২৷৷০টি চাকুরীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা যতদিন পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত না হয় সে পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে ও শিক্ষানবীশ হিসাবে যাহারা কর্পোরেশনে কিছুদিন কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য শতকরা ৩০টি, যোগ্যতা অনুসারে বাহিরের প্রার্থীদের জন্য ৩০টি এবং অবশিষ্ট ৪০টি প্রয়োজনানুরূপ নিম্নতম যোগ্যতা সম্পন্ন মুক্তরাজবন্দীদের জন্য সংরক্ষিত হইবে। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত সময়ের মধ্যে মুক্তরাজবন্দীদের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যা ব্যতীত অবশিষ্ট সংখ্যা শতকরা হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত হারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

আগামী এপ্রিল মাস হইতে কার্য্যকরী বৎসর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন নিয়ম বলবৎ হইবে।

বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট এ্যাণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের উদ্যোগে "জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়" সম্পর্কে যে ধারাবাহিক বক্তৃতায় ব্যবস্থা হইয়াছে সম্প্রতি তদুপলক্ষে ঢাকেশ্বরী মিলের পরিচালকদের অন্যতম শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ বাঙ্গলা দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির বিষয় এবং তুলা ফসলের অধিকতর চাষের উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের বেকার সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট পথ রহিয়াছে। তিনি বলেন বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোট ৩৮০ টি কাপড়ের কল আছে তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশের সংখ্যা মাত্র ২৮টি। বাঙ্গলার মিলসমূহে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে তাহা উহার অধিবাসীগণের প্রয়োজনের পাঁচভাগের একভাগ মাত্র। শ্রীযুক্ত গুহ বলেন যে, দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশা সত্বেও বোম্বাইএর তুলনায় বাঙ্গলা দেশের মিল সমূহের কার্য্যের ফল অপেক্ষাকৃত ভাল। বস্ত্র শিল্পের উন্নতির পক্ষে এই প্রদেশে আবহাওয়াও অনুকূলে। এতদ্ব্যতীত শ্রমিক এবং বৈদ্যুতিক শক্তিও সস্তা। ইহাতে দেখা যায় যে, বাঙ্গলা দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় শিক্ষিত যুবকগণ এতৎসম্পর্কে যাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

সরকারী শিল্প বিভাগের কার্য্য বিবরণী

সম্প্রতি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী হইতে জানা যায় বাঙ্গালার শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে তথ্য বিবরণ সংগ্রহ ও তাহার প্রচারের সুবিধার জন্য আলোচ্য বর্ষে গভর্ণমেণ্ট একটী কমার্শিয়াল ইণ্টেলিজেন্স বিভাগ (সরকারী শিল্প বিভাগের অঙ্গীয় ভাবে) খুলিয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই বিভাগের কাজ যথারীতি সুরু করা হইয়াছে। এপ্রদেশে শিল্প শিক্ষার প্রসার সাধনের নিমিত্ত আলোচ্য বর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতিরিক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা হওয়ায় শিল্প শিক্ষা সম্পর্কে ভালরূপ বন্দোবস্ত করার সুবিধা হইবে। এবিষয়ে কয়েকটী পরিকল্পনা ইতি মধ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন আছে। এবৎসর বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে আবশ্যকীয় গবেষণা করা হইয়াছিল এবং তাহাতে অনেক দিক দিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। ঐ ধরনের গবেষণার মধ্যে লিখিবার কালি, বার্ণিশ করার দ্রব্য এবং পালিশ করার ধাতু প্রভৃতি সম্পর্কীয় গবেষণার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাছাড়া আলোচ্য বৎসরের শেষে বাঙ্গালার লুপ্তপ্রায় হস্তনির্ম্মিত কাগজ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। এবৎসর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ লেবরেটরীতে ৩৫ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সাবান তৈয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবার কলিকাতা ও মফঃস্বলে চারিটী প্রদর্শনকারী দল কার্য্য-ব্যাপৃত ছিল। মফঃস্বলে নোয়াখালি, বীরভূম, ময়মনসিংহ এবং বাখরগঞ্জের কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দান করা হইয়াছিল। মোট ৫৭ জন শিক্ষার্থী এবার শিক্ষালাভ করিয়াছিল। তাহাদের অর্দ্ধেকেই বর্ত্তমানে শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, হুগলী, মুর্শীদাবাদ এবং কলিকাতার ১০টী প্রদর্শনী কেন্দ্রে বয়ন শিক্ষা প্রদর্শন করিয়া মোট ১০৭ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। উৎপন্ন রেশমের গুণাগুণ পরীক্ষা ও শ্রেণী বিভাগের জন্য এবৎসর একটি সিল্ক কনডিসনিং হাউস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলায় চিনি শিল্প, কাঁসা শিল্প, মৃৎ শিল্প ও গ্লাস শিল্প সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

বাঙ্গলার বন বিভাগ

বাঙ্গলা সরকারে বন বিভাগের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায়

যে, ১৯৩৭-৩৮ সালে এই বিভাগের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আয়, ব্যয় এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ যথাক্রমে ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৩০ টাকা, ১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৬৯ টাকা ও ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৫৬১ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৫৭ টাকা ১৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৬৭ টাকা ও ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯০ টাকা ছিল।

আলোচ্য বৎসরে বন বিভাগের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় বাবদ ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৬২ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫০৬ টাকা ছিল। বাঙ্গলা প্রদেশে মোট বনের আয়তন ১২ হাজার ১৬৩ বর্গ মাইল ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহা ১২ হাজার ২৯২ বর্গ মাইল ছিল।

আলোচ্য বৎসরে ৩৭ জন বাঘের হাতে নিহত হয় এবং ছয়জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বন্য হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হয়।

চা-বাগানের শ্রমিক সংক্রান্ত বিল

চা-বাগানের শ্রমিকদের সম্পর্কে এতদিন যে সকল বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়া আসিতেছিল তাহার প্রতিকার কল্পে মিঃ টি, কে, দাস আসাম টি এষ্টেট লেবারার্স ফ্রি মুভমেন্ট বিল নামক একটি বিল প্রণয়ন করেন। সম্প্রতি কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীবর্গের উদ্যোগে চা-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি সভায় উক্ত বিল সম্পর্কে আলোচনার পর একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মিঃ হকেনহেলও চা-বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের পক্ষে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। আসাম পরিষদের আগামী অধিবেশনে বিলটি উত্থাপিত হইবে।

সেণ্ট্রাল জুট কমিটীর অধিবেশন

সম্প্রতি কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব রিসার্চের ভাইস-চেয়ারম্যান স্যার ব্রাইস বার্টের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় জুট কমিটির পঞ্চম ষান্মাষিক সভার অধিবেশন হয়। স্যার বার্ট বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ২০ কোটি থলের অর্ডার দেওয়ার ফলে ২ লক্ষ গাইট অতিরিক্ত পাটের প্রয়োজন হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, পাট সম্বন্ধে ঢাকা বিভাগে তদন্ত কার্য্যের জন্য যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইয়াছে তিনি কৃষি সম্পর্কে বিগত ৩০ বৎসরের তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কৃষি সম্পর্কে বিস্তৃত যে কার্য্য পন্থা উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা প্রথম বৎসরে আরম্ভ করা সম্ভব নহে। তবে কার্য্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। উৎপন্ন পাটের পরিমান ও উহার শ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অল্প মূল্যে পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং দিন দিন পাটের যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা প্রতিরোধকল্পে কৃষি কার্য্যের উন্নতি, উন্নত দানের পাট উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয় সঙ্কোচের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। অতঃপর স্যার বার্ট উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দেশে পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের ও পাট উৎপাদনের যে প্রবল চেষ্টা চলিতেছে কেন্দ্রীয় জুট কমিটির মাসিক বুলেটিন হইতে উহার বিস্তৃত সংবাদ জানা যাইতে পারে। কমিটি এই সকল বুলেটিন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্পর্কে একমত হন তবে তাহারা উহা "ষ্ট্যাটিটিকস ও ইনফরমেসন" বিভাগ না খোলা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রচার কার্য্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেন।

নূতন ধরণের শ্লেট

আমরা শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ঘোষের আবিষ্কৃত একপ্রকার নূতন ধরণের শ্লেট দেখিয়াছি। উহা পিসবোর্ড, সেলুলয়েড, এমেরি, ঘাস পাউডার প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে। সাধারণ শ্লেটের ন্যায় উহাতেও পেন্সিল দ্বারা লিখিয়া তৎপর তাহা মুছিয়া ফেলা যায়। কিন্তু এই শ্লেটের বিশেষত্ব যে উহাতে কালিদ্বারা লিখিয়া তৎপর তাহা মুছিয়া ফেলিলে শ্লেটে কোন প্রকার দাগ থাকে না। এই শ্লেটের এক অংশে ইংরাজী ও বাঙ্গলা অক্ষর লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ছেলে মেয়েরা উহাতে যতবার ইচ্ছা কালি দ্বারা লিখিয়া সহজে হস্তাক্ষর লিখা আয়ত্ব করিতে পারে। এই শ্লেটের মূল্যও বেশী নহে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহারের জন্য এই শ্লেটটী অনুমোদিত হইয়াছে।

শ্রীযুত ঘোষের এই নূতন ধরণের শ্লেটটী ইতিমধ্যেই খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত মূলধনের অভাবে তিনি উহা বহুল পরিমাণে প্রস্তুতের জন্য কোন কারখানা স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যাহারা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষের সহিত আলোচনা করিতে পারেন। ৩৪নং ব্রিজ রোড, চেতলা এই ঠিকানায় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এই বিষয়ে কেহ চিঠি লিখিলে উত্তরের জন্য ডাকটিকেট প্রেরণ করিবেন।

(বাঙ্গলা সরকারের বাজেট),

গুনিয়া দিতে হইবে এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে আসল টাকাও শোধ করিতে হইবে। কিন্তু কৃষকদিগের মধ্যে যে টাকা দাদন করা হইবে তাহার সুদ বা আসল ফিরিয়া পাইবার সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা কিছু আছে কি? সমবায় সমিতিগুলির প্রদত্ত ঋণ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রদত্ত কৃষি ঋণ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা কি অর্থ সচিবের উপরোক্ত ধারণার বিরোধী নহে?

বর্ত্তমান বাজেটে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অনেক অর্থব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এজন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিতেছি না। বাঙ্গলা দেশে মুসলমান সম্প্রদায় প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই হিন্দু সম্প্রদায়ের পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদেও মুসলমানগণই সংখ্যায় সব চেয়ে অধিক। এই অবস্থায় বাঙ্গলায় কংগ্রেসী অকংগ্রেসী যে প্রকার গবর্ণমেণ্টই স্থাপিত হউক না কেন সেই গবর্ণমেণ্টকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বরাবরই মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতার্থে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কিছু বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু যে বিষয়টী আমাদিগকে পীড়া দিতেছে তাহা হইতেছে এই যে মুসলমান সম্প্রদায়ের নামে অর্থব্যয় করিয়া যেভাবে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলা হইতেছে তাহাতে ঐ সম্প্রদায়েরও সমষ্টিগত স্বার্থের বিশেষ কোন উন্নতি হইবে না। বাজেটে অর্থব্যয়ের নমুনা দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতী জন্মিতেছে যে দেশের জনসাধারণের অথবা সম্প্রদায় বিশেষের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি বা দল বিশেষের তুষ্টি সাধন লক্ষ্য করিয়াই বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বেপরোয়াভাবে অর্থব্যয় করিতেছেন। সম্ভবতঃ উহা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য্য পরিণতি। সম্ভবতঃ বাঙ্গলার মন্ত্রী মণ্ডল দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার সমস্যা সম্মুখে রাখিয়াই সরকারী রাজস্বের এই ভাবে ব্যয়নীতি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রুও বোধ হয় একথা স্বীকার করিবেন যে মোটা বেতনের লোভে তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন নাই। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া আর্থিক দিক হইতে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিও যদি মন্ত্রীত্ব বজায় রাখিবার জন্য সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের মূলনীতি বিসর্জ্জন দিয়া এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে বহুবার ঘোষিত স্বকীয় মতামতকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বাজেট রচনা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন তাহা হইলে বলিব যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিক অকারণে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

শ্যামবাজার ষ্টোর্স লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতায় কতকগুলি বিভাগীয় বিপনী (Departmental Stores) স্থাপিত হইয়াছে। এই বিভাগীয় বিপনীর বিশেষত্ব যে উহাতে বিভিন্ন রুচি সম্মত নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ মজুত রাখা হয় এবং খরিদ্দারগণ তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ ধরনের জিনিষ এক স্থানে বসিয়াই ক্রয় করিবার সুবিধা পায়। এই ধরনের বিপনী অনেক দিক দিয়া শিল্প প্রদর্শনীর কাজ করিয়া থাকে। উহা দ্বারা যেমন জিনিষপত্র বেচাকিনার সুবিধা হয় তেমনই জাতীয় শিল্পজাত জিনিষের প্রচার কার্য্যেরও সুব্যবস্থা হয়। সেজন্য আমরা অনেক দিক দিয়া ঐ ধরনের বিভাগীয় বিপনীর স্থাপন ও পরিচালনার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। শ্যামবাজার ষ্টোর্স কলিকাতার বর্ত্তমান বিভাগীয় বিপনীগুলির মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমরা উহার অগ্রগতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি গত ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্যামবাজার ষ্টোর্সের যে কার্য্য বিবরণী আমরা পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালের গত ১৪ই এপ্রিল হইতে গত ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই আট মাসের প্রথমে ষ্টোর্সে ৭২ হাজার ৩৮১ টাকার জিনিষপত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। পরে আরও ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৭২ টাকার জিনিষপত্র ক্রয় করা হয়। ঐ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী কতকাংশ বিক্রয় করিয়া ষ্টোর্সের মোট ২ লক্ষ ২৬ হাজার ২৫৮ টাকা পাওয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত ৭০ হাজার ৫৫২ টাকার জিনিষ মজুত থাকে। এবার ষ্টোর্সের মোট আয় দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৬৫৬ টাকা। ঐরূপ আয় হইতে কার্য্য পরিচালনা ব্যয়, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া ষ্টোর্সের নিট লাভ দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৩৬৪ টাকা। এইরূপ মুনাফা ষ্টোর্সটির সমূহ শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক।

গত ১৭ই ডিসেম্বর হইতে শ্যামবাজার ষ্টোর্স লিমিটেড কোম্পানী নামে রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। গত বৎসর ষ্টোর্সের যেরূপ সাফল্য দেখা গিয়াছে তাহাতে উহার সুনাম ও জনপ্রিয়তা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে কোম্পানীটি সকল দিক দিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিঃ

অন্যত্র দাস ব্রাদার্স কর্ত্তৃক পরিচালিত ইণ্ডিয়া মেসিনারি কোম্পানীর একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। কৃতি ব্যবসায়ী শ্রীযুত আলামোহন দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উৎসাহ উদ্যোগে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' এই কোম্পানী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এ দেশে কলকব্জা তৈয়ারের কোন কারখানা না থাকায় প্রতি বৎসর ২০ কোটি টাকার অধিক কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে কলকব্জা নির্ম্মাণের অভিনব প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করিতেছি।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল লাইফ এসোসিয়েসন লিঃ

কার্য্যের প্রসার হওয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল লাইফ এসোসিয়েসন লিমিটেডের কলিকাতা শাখার আফিস গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৩।২ ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাণীগঞ্জে কলিকাতার ইষ্টার্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা আফিস স্থাপিত হয়। ঐ উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বিমান বিহারী লাল সিং তাহাতে সভাপতিত্ব করেন।

কোঠারী ষ্টোর্স

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ১৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে কোঠারী ষ্টোর্সের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে মিঃ পি কে ঘোষ, মিঃ বি বি সেন, ডাঃ এস সি চ্যাটার্জ্জি মিঃ সি কে চ্যাটার্জ্জি, মিঃ এস এন দে ও কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমরা ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে নব বর্ষের দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি :—

গুজরাট লাইফ এসিউরেন্স কোম্পানী লিঃ ১নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, গিমন্টস সিরাপ ৩৬।৪ বেনিয়াটোলা লেন, বেঙ্গল পাব্লিসিটি সিণ্ডিকেট ৫নং ম্যাঙ্গো লেন, রাজস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, নব ভারত ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ ১নং চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

সুভাষচন্দ্র কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে কংসবণিক। কাপড়ের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রেস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে এন সালনি। প্রিন্টার্স, পাব্লিশার্স ও ষ্টেসনার্স। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।৪ এজরা ম্যানসনস্—১০নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস্—ইষ্ট—কলিকাতা।

দেবদত্ত ফিল্মস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দেবদত্ত শীল। ৩৫নং পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা, ব্যবসা—ফিল্ম নির্ম্মাণ ও থিয়েটার পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা।

গঙ্গা কটন মিলস্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্—এইচ্ এল ঘোষ এণ্ড সন্স। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা।

বঙ্গীয় দিয়াশলাই কার্য্যালয় লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্ উপেন ঘোষ এণ্ড কোং। সমস্ত প্রকারের দিয়াশলাইএর নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ফ্রান্সিস্ ক্লিন এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ এমহার্ষ্ট। ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম। অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা, রেজিষ্টার্ড আফিস—১নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস্ কলিকাতা।

এলায়েন্স মোটর কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি ব্যানার্জ্জি। মোটরের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—পার্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মুর এভেনিউ প্রপার্টিস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি লিটিলটন। জমিবাড়ী খারিজের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

হকার সিদেলী এয়ারক্রেফট কর্পোরেশন লিঃ—অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মহম্মদ বসির। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৬৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

মত ও পথ

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বাঙ্গলা সরকারের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে উৎসাহিত হইবার কিছু নাই। অধিকন্তু ব্যয়-বরাদ্দের পরিকল্পনা দেখিয়া অসন্তুষ্টি বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। অর্থসচিব মহাশয় যে অজুহাত দেখাইয়া নূতন কর স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও কোনদিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। দুনিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি সতর্ক নীতিতে বাজেট রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন কিন্তু দেশের ও দশের উন্নতিকল্পে গঠন মূলক কার্য্যের উপযুক্ত স্কীমের যেখানে একান্ত অভাব সেখানে ঐরূপ অতিরিক্ত সতর্কতার কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের, পল্লী উন্নয়নের ম্যালেরিয়া নিবারণের কিংবা মাদক বর্জ্জনের কার্য্যনীতির কোন পরিকল্পনা নাই। বাজেটে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাও বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট। অনেকগুলি সাহায্য ব্যবস্থার ভিতর সম্প্রদায় বিশেষকে তুষ্ট করিবার এবং ভোট সংগ্রহ বিষয়ে সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা খুবই প্রচ্ছন্ন। উহাদের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিকৃত ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

—অমৃত বাজার পত্রিকা

সকল দিক দিয়া যে সুবিধাজনক অবস্থার ভিতর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার অর্থসচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এপর্য্যন্ত খুব কম অর্থ-সচিবের পক্ষেই সেরূপ অবস্থার সুযোগ পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া তিনি পরিষদের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধির সমর্থন পাইয়া আসিয়াছেন। গত দুই বৎসরে তাহার আমলে সরকারী রাজস্বের অবস্থাও খুব সন্তোষজনকই দেখা গিয়াছে। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করার পর পাটশুল্কের দফায় বাঙ্গলা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব সোয়া দুই কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট হইতে আয়কর বাবদ একটা মোটা অঙ্ক পাওয়া যায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঋণ মুকুব হইয়া যায়, অধিকন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সঙ্গে ঐদিক দিয়া সরকারী ব্যয়ের চাপও হ্রাস পায়। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের ন্যায় মাদক বর্জ্জন নীতি অনুসরণ না করায় ঐ দিক দিয়াও রাজস্বের কোন ক্ষতি ঘটিতে পারে নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি নগদ তহবিল ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ছাড়া উদ্বৃত্ত ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বসমেত এই যে ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল তাহা আজ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু অর্থসচিব ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তাহাতে আগামী বৎসরের শেষে ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কাজেই শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার আর্থিক সংস্থিতির কোন উন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে উহার বনিয়াদ শিথিল করিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন বলা চলে।

—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া টাকা বাঁচাইতে এবং প্রধানতঃ তাহাদ্বারা কৃষক ও গ্রামবাসীদের উপকারার্থে নানারূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু হক মন্ত্রিসভার অর্থসচিব বলিতেছেন যে ব্যয়সঙ্কোচ দ্বারা বেশী অর্থ বাঁচাইবার সুবিধা কম কাজেই তাহা অবলম্বন করিয়া লাভ নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানা বাবদ বাঙ্গলা সরকার ৬ কোটি ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বেতন ও ভাতা ছাঁটাই করিয়া যথেষ্ট অর্থ বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার অর্থসচিব অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে বেতন ছাঁটাই করা সম্ভবপরও নহে অভিপ্রেতও নহে। তিনি বলেন ১৯৩৪ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সরকারের চাকুরীয়াদের বেতন সম্বন্ধে বিশেষ রকম ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হক মন্ত্রিসভা যে অসুবিধার জন্য বেতন ছাটাই সম্বন্ধে অনিচ্ছা উত্থাপন করিতেছেন তাহা আমরা বুঝি। মন্ত্রিরা নিজেরাই যেখানে অতিরিক্ত হারে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা বেতন ছাটাই সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাইবেন কি করিয়া? তাহারা অতিরিক্ত প্রাপ্য রাজস্ব জাতি গঠন মূলক কাজে ব্যয় করিবেন না। তাঁহারা বেতন ছাটাই করিয়া অর্থ বাঁচাইতেও স্বচেষ্ট হইবেন না। যদি লোকে ও অন্য জাতিগঠন মূলক কাজের প্রসার চায় তাহাদিগকে সেজন্য অতিরিক্ত কর দিতে হইবে।

—এ্যাডভান্স

ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে যাহাদের দৃষ্টি নাই, যাহাদের বাজেটে অপব্যয়ের অঙ্ক প্রায় দুই কোটি টাকায় পৌছিয়াছে, তাঁহারা যে ট্যাক্স বসাইয়া লোকের ট্যাক মারিবার আইন সঙ্গত পথ অবলম্বন করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? যে দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স গত ১০ বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বাড়িয়াছে, সেই দুর্ভাগ্য দেশে ট্যাক্স বাড়াইয়া বাড়াইয়া বাজেটের ঘাটতি নিবারনের পথ যখন ইংরেজ প্রভুরা প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন ইংরাজ শাসকদের নবীন সাগরেদ প্রবীন নলিনী বাবু আর কোন পথে যাইবেন। কুকুর দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসিবে; কিন্তু ঘোড় দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসিতে পারে না। কেন না, তাহাতে ইংরেজ মনিবেরা চটিয়া যাইবেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ঘোড় দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসাইয়াছেন এবং টার্ফ ক্লাবের ইংরেজ আধিপত্য সঙ্কুচিত করিয়াছেন। কলিকাতায় দীর্ঘকাল ভারতবাসীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজ ঘোড়দৌড়ের মাঠে টাকা কুড়াইবার মৌরশী পাট্টা লইয়াছেন। সেই কায়েমী স্বার্থ হস্তক্ষেপ করিবার সাহস ও প্রবৃত্তি যাহাদের নাই তাহারা গরীব-কৃষক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর বৃত্তিজীবীদের করভারে প্রপীড়িত করিতে অগ্রসর হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? বর্ত্তমান বাজেট ও বক্তৃতার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে স্থায়ী করিয়া রাখিলে বাঙ্গলার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

১৯৩৯-৪০ সালের জন্য বাঙ্গলার অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহা কেবল নৈরাশ্য-জনক নহে, বহু দিক দিয়া একান্তরূপে নিন্দনীয়। বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে শ্রীযুত সরকার অভিজ্ঞ। কেবল অভিজ্ঞ নহেন ব্যক্তি জীবনের কৃতিত্বের দ্বারা তিনি বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার বাজেটে তাঁহার কৃতিত্ব বা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেল না —অন্ততঃ সাধারণ লোকের কাছে ইহার প্রমাণ মিলিল না। জনসাধারণের দুঃখ দুর্গতি এবং দেশের জরুরী অবস্থার উপর তিনি তাঁহার বক্তৃতায় জোর দিয়াছেন। দেশের গঠনমূলক কার্য্যে তিনি কংগ্রেস ও জাতীয় বাদীগণের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনাকেও আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পারিষদ গৃহে যে বাজেট তিনি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের মূল্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলে মুস্লিম সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই যদি তাহার নিজস্ব আদর্শ ও বাজেট নীতি চাপা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা বলিব ইহা আশা বা আশ্বাসের লক্ষণ নহে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল যেরূপ উগ্র সাম্প্রদায়িকতাপন্থী তাহাতে শ্রীযুক্ত সরকার জনসাধারণের সহযোগীতা কি ভাবে প্রত্যাশা করেন, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। যেখানে আদর্শ ও মূলনীতির বৈষম্য আছে এবং মন্ত্রিমণ্ডলের জাতীয়তা ও গণতন্ত্র যেখানে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জর্জ্জরিত রহিয়াছে সেখানে মহৎ ও বৃহৎ বাক্যের অবতারণা করিয়া লাভ নাই

—যুগান্তর

শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে ভারতের প্রদেশগুলিতে যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মূলের সত্য হইতেছে গণমত ও গণস্বার্থের আত্মনিয়ন্ত্রণ। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণমেণ্টকে আজ সাধারণভাবে যে সব দাবী দাওয়ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা এক দিকে যেমন বহু ব্যয় সাপেক্ষ, অন্যদিকে সেইরূপ জনসাধারণের উপর নূতন কর স্থাপনের বিরোধী। কাজেই এই দাবীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে এমন ভাবে নূতন কর স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইতেছে যাহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়াও ঐ সব দাবী পূরণের মত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারী তহবিলে আয় হইতে পারে। এইরূপ কর স্থাপনের ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথমে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের প্রস্তাবিত নূতন করের পরিমাণ যেমন অত্যধিক তাহার এলাকাও তেমনই ব্যাপক। বাংলা সরকারও এই জন্য অবস্থাপন্ন ও বিলাস পরায়ণ সহরবাসীদিগের উপর কর স্থাপন করিয়া ১২ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের বন্যাপীড়িত জনগণের সাহায্য ও ঋণদানের জন্য এবার বাংলা সরকারের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। জাতিগঠনমূলক কাজে ব্যয়ের বরাদ্দও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও বাংলা সরকার অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য জনসাধারণের উপর কর স্থাপন না করিয়া নিজেরা ঋণ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—আজাদ

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

এ সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতার টাকার বাজারে একটা স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। গত দুইমাস কাল বাজারে টাকার বিশেষ টান অনুভূত হইয়াছিল। ফলকল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সুদের হারও বিশেষ চড়া ছিল। এসপ্তাহে ঐ সুদের হার চারি আনা পরিমাণ কমিয়া ২॥০ আনা স্থলে ২।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছিল যে নূতন টেজারী বিল ক্রয় বাবদ প্রতি সপ্তাহে যে অর্থ নিয়োজিত হইতেছে পূর্ব্বক্রীত টেজারী বিলের টাকা পরিশোধ বাবদ সে তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি সপ্তাহে নূতন টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে যে স্থলে ১ কোটি টাকা সেস্থলে পূর্ব্বক্রীত টেজারী বাবদ প্রতি সপ্তাহে আড়াই কোটি টাকার মত ফিরিয়া আসিতেছে। উহার ফলে বাজারে ক্রমিক স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু এত দিন অনেকেই সেরূপ আশা পোষণ করিতে থাকিলেও নানাকারণে তাহা কার্য্যতঃ প্রতিফলিত হইতে বিলম্ব হইতেছে। এসপ্তাহে টাকার সুদের হার পড়িয়া যাওয়ায় এতদিনে তাহা কার্য্যতঃ প্রতিফলিত হইতেছে বলা চলে। কিন্তু যেরূপ দেখা হইতেছে বাজারে টাকার দাবী দাওয়া এখনও অনেকটা পুরামাত্রায়ই বলবৎ আছে। অনেক ব্যাঙ্ক এখনও বার্ষিক শতকরা ২।০ আনা সুদের কমে টাকা কর্জ্জ দিতে সম্মত নহে। এই অবস্থায় টাকার বাজার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু স্বচ্ছল হইয়া আসিলেও অদূর ভবিষ্যতেই সুদের হার বিশেষ কিছু পরিমাণে নামিয়া যাইবে সে সম্ভাবনা কম দেখা যাইতেছে। টাকার বাজারের ক্রমিক স্বচ্ছলতার ভাব এসপ্তাহে টেজারী বিলের আবেদন সম্পর্কেও বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। কেননা এসপ্তাহে নূতন টেজারী বিল ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ আবেদন পাওয়া গিয়াছে গত কয় সপ্তাহে তাহা দেখা যায় নাই। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার টেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৩৩লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদন গুলির মধ্যে ৯৯।৵৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯।৴ আনা দরের শতকরা ৫৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে টেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২॥৵১০ পাই। এবার তাহা ২॥৵ আনা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার টেজারী বিলের আবেদন আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ৫ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের হালচালে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার (দর্শনী হুণ্ডি) ১ শি ৫ ৩১/৩২ পেনীতেই স্থির আছে। তবে গত সপ্তাহে বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা যেরূপ অধিক দেখা গিয়াছিল এ সপ্তাহে সে তুলনায় রপ্তানী বিলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে খুবই কম।

অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে:—

টেলি হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি,এ, ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি,এ, ৪ মাস	,,	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ডি,এ, ৬ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৮ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	,,	৮৬ ৭/৮
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৭ই ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে নানাদিক দিয়া অপেক্ষাকৃত মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের দরের হার বেশ তেজী ছিল। কিন্তু এ সপ্তাহের প্রথম দিকে এরূপ একটী জনরব প্রচারিত হয় যে সমরায়োজনের জন্য বিদেশ হইতে পাটের থলের জন্য আর কোন অর্ডার আসিবে না। তাহাতে পাটের তৈয়ারী জিনিষ পত্র ও কাঁচা পাটের বাজারে দামের হার কিছু পড়িয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে পাটকলের শেয়ার বাজারেও দাম কিছু নামিয়া আসে। তবে পরে চট ও থলের বাজারে পুনরায় উন্নতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে পাটকলের শেয়ার মূল্য সম্বন্ধেও কিছু উন্নতির সূচনা হয়। নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের শেয়ার বাজারের অবস্থা ভালই মনে হইতেছে। স্থানীয় ভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দা চলিবার এখন কোন কারণ নাই। বোম্বাই বাজারে অবস্থার অবনতি ঘটার ফলেই এখানকার বাজারে কতক পরিমাণে একটা সাময়িক অবসাদের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বোম্বাইয়ে ইস্পাত ও সিমেণ্টের উপর সেলস্ ট্যাক্স বসিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন কিন্তু বোম্বাই সরকারের বাজেটে সে বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। তবে তুলার জিনিষ ও রেশম বস্ত্রের বিক্রয়ের উপর কর নির্দ্ধারণের প্রস্তাবে বাজারে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেটের ফলাফল সম্বন্ধেও ব্যবসায়ীরা নানারূপ আশঙ্কার ভাব পোষণ করিতেছে। ফলে শেয়ার বাজারের অবস্থাও মন্দা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৯—৪০ সালের যে বাজেট পেশ হইয়াছে তাহাতে বাজারের পক্ষে অবসাদ সূচক কিছু নাই। কাজেই আশা করা যাইতেছে কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেট কোনরূপ অশুভ অবস্থার সূচনা না করিলে বাজার পুনরায় উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের সামরিক ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি কমন্স সভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে অদূর ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্ট অত্যধিক পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে সরকারী সিকিউরিটির দাম পড়িবার আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার আশঙ্কার ফলে ইতিমধ্যেই লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দাম কিছু নামিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে বেশীর পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে লোকের ঝোঁক দেখা যায়। ফলে দামের হারও নামিয়া আসে। ঐ সঙ্গে কলিকাতায়ও কোম্পানীর কাগজের বাজারে মন্দা সূচিত হইয়াছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বাজারে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৬৮০ আনা গতকল্য তাহা ৯৫৸০ আনা পর্যান্ত নামিয়া যায়।

কয়লার খনি

অদূর ভবিষ্যতে কয়লা শিল্পের কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা না দেখা যাওয়ায় কয়লার কোম্পানীর শেয়ার বিভাগে বর্ত্তমানে একটা মন্দার ভাব বলবৎ দেখা যাইতেছে। আর সে কারণে দামের হারও নিম্ন স্তরে রহিয়াছে। গত কল্য বাজারে বেঙ্গল ৩১৮ টাকা ও ওয়েষ্ট জামুরীয়া ৩০৵০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

পাটকল

এ সপ্তাহে মঙ্গলবার দিবস চটের বাজারে এবং কাঁচা পাটে বাজারে দরের হার পড়িয়া যাওয়ার ফলে পাট কলের শেয়ার মূল্যও কিছু নামিয়া যায় কিন্তু পরে পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার দেওয়া হইবে বলিয়া গুজব প্রচারিত হওয়ায় বাজারে পুনরায় দরের একটা তেজীভাব দেখা যাইতেছে। গতকল্য বাজারে হাওড়া ৫৮৵ আনা এবং কামারহাটী ৫৩৩ টাকা ছিল।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় মোটামুটি কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। তবে বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা কোম্পানীর ডেফার্ড শেয়ারের দাম নিম্ন থাকায় উহা স্থিরভাবে চড়ার দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। গতকল্য বাজারে ইণ্ডিয়াণ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার ২৯ টাকা ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহের বিকিকিনিতে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ...	৮৮।৴,৮৮॥৵,৮৮।০
৩৲ " ঋণ (১৯৫১-৫৪) ...	১০০॥৵,১০০॥৴,১০০॥৵০
৩৲ " নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৭॥৵০
৩॥০ " কোম্পানীর কাগজ	৯৭৲,৯৬৸৵,৯৬৸০,৯৬৸৴৬,৯৬৸৬,৯৬৸৵০, ৯৬॥৵,৯৬৶,৯৬॥০,৯৬।৴,৯৬৶,৯৬।৵,৯৬॥৴,৯৬॥৵০, ৯৬॥০,৯৬॥৴৬,৯৬॥৴,৯৬।৶০
৩॥০ " ঋণ (১৯৪৭-৫০)	১০৪॥৴,১০৪।৶,১০৪॥৶,১০৪।৶,১০৪॥০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	১১০৸০,১১০॥০,১১০।৶,১১০॥৵০
৫৲ " ঋণ (১৯৩৯-৪৪) ...	১০১৲
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ...	১১৪॥৵,১১৪৵০

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ...	১৪৭৲,১৪৮৲
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	৩৩।০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)	১,৫২৬৲,১,৫৩৪৲,১,৫২৬৲,১,৫২০৲,১,৫১২৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ...	৩৭০৲,৩৭১৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১১॥০,১১২॥০,১১১৲,১১১॥০,১১১৲,১১২৲,১১১৲,১১২৲, ১১২॥০,১১১॥০,১১২॥০,১১১।০

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ...	২৪।৶০,২৪।০
বেঙ্গল ...	৩২৫৲,৩২৬৲
বেঙ্গল গিরিডি	২৸,২॥৴,২॥৶,২৸৴,৩৴,৩৲,৩৵,৩।০,৩৴,৩৶০
বেঙ্গল নাগপুর ...	২৪৲
ভালগোরা	৩৸৵,৩৸৶,৪৴,৪।৴,৪।৶,৪৵,৪।০,৪।৴,৪।৵,৪।৵,৪॥০
বড় ধেমো	৩।৴,৩।৶,৩৶,৩।৴,৩।০,৩।৵০
বরাকর (অডি)	১৩৸০,১৩॥৵,১৩৸০,১৪৲
বরাকর (প্রেফ) ...	১৪০৲
ধেমোমেইন	১২।৵,১২॥৵০
ইকুইটেবল (অডি) ...	৩৪।৵
হরিলাদী ...	১৪৲,১৪।০,১৪।৵০
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল	১॥৵,১৸০,১॥৴,১॥৵,১৸০
খাস কাজোরা (প্রেফ)	৯৸০
মুকুলপুর ..	৯৲,৯।০
নিউ বীরভূম (অডি) ...	১৫॥৶,১৬।০,১৬॥০
নিউ মানভূম	৩২৲,৩০।০,৩০৲
নর্থ দামুদা	৪।০
পেঞ্চভেলী ...	৩২।০,৩২॥০
সাউথ কারাণপুরা	৪॥৵,৪৸৴
টালচর	১৴,১৶০
ইউনিয়ন	২৭॥৵,২৭৸৵,২৭॥,২৭৸

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন (প্রেফ)	১০।০, ১০।৵০,
বেঙ্গল নাগপুর (অডি)	১০৸০
বেঙ্গল নাগপুর (প্রেফ)	১২৮৲
ড্যানবার (অডি)	১৭৩৲, ১৭১৲, ১৭২৲, ১৭৩৲
এলগিন মিলস্ (অডি)	১১৩৲
কেশোরাম (প্রেফ)	১২০৲,১২১৲,১১৯৲,১২০৲
নিউ ভিক্টোরিয়া (অডি)	৸৵০,৸৶০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (অডি)	১৮৵০,১৭॥৵০১৭৸৵০,১৭॥০,১৭৸০
কটক ইলেট্রিক	৮॥০
সাহাজানপুর ইলেকট্রিক	৬।৵০,৬॥৵০,৬॥/০,৬৸/০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (প্রেফ)	২/০,২৲,২/০,২৶০, ২৵০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৯।/০,২৯।০,২৮৸/০,২৮॥৵০,২৮।৵০,২৮৸৵০, ২৮॥/০,২৮৸/০,২৮॥৵,২৮৸/০,২৮৸৵০,২৯৵০,২৯/০,২৯৶০,২৯।০, ২৯৵০,২৯৲,২৯॥/০,২৯।০,২৯॥০,২৯৵০,২৯।৵০,২৯।৶০,২৯॥০,২৯॥/০, ২৯॥৵০,২৯৲,২৮৸৶,২৯৲,২৯/০,২৮৸৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল	৪॥০,৪॥৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি)	১১।/০,১১॥/০,১১৲,১১।০,১১৶০,১১॥০, ১১/০,১১।৶,১১৵০,১১।৵০,১১৲,১১।৵০,১১॥০,১১।/০, ১১।০,১১।৵০,১১/০,১১॥/,১১।৶১১।৵০,১১॥৵০,১১।/০,১১॥/০, ১১॥০,১১॥৶০,১১।০,১১।/০,১১।০১১॥০,১১।৵০,১১॥৵০,১১৶০,১১।০,১১।০
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৫৲,৯৩॥০,৯৪৲,৯৫৲,

পাটকল

আদমজী (অডি)	১২॥৶,১২৸০,১৩৲,১২৸/০,১২।৵০,১২॥০
আগরপাড়া	১৮৸০,১৯৲১৮॥৵০,১৮৸০,১৯৲
এ্যালায়ান্স (অডি)	২৫২॥০
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি)	৩৫৬৲,৩৫৭৲,৩৫৮৲,৩৫৯৲,৩৬০৲,৩৫৮৲,৩৬৩৲, ৩৬৪৲,৩৬১৲,৩৬০৲,৩৫৯৲,৩৫৭৲,৩৫২৲,৩৬৬৲,৩৪৮,৩৫০৲,৩৫১৲,
অকল্যাণ্ড	২০১॥০,১৯৯৲,২০১৲১৯৫৲,১৯০৲,১৯১৲
বালী (অডি)	২০৬৲,২০৮৲,২০৯৲,২১০৲,২১১৲,২১১॥০,২১২॥০,২০৭৲,২০৯৲, ২১০॥০,২১০৲,২১১॥০,২০২৲,২০৩৲,২০০৲,২০১৲, ২০০॥০,২০৩৲,২০৪৲,২০১॥০,১৯৯৲
বালী (প্রেফ)	১৩৪॥০,১৩৫॥০,১৩৬॥০
বরানগর (অডি)	১৬৩॥০,১৬৪৲,১৬৫৲,১৬৬৲,১৬৭৲,১৬৫৲, ১৬৬৲,১৬৭৲১৬৮৲,১৬৯৲,১৭০৲,১৬৫৲,১৬৬৲,১৬৭৲,১৬৮৲, ১৬৫॥০,১৬৪৲,১৬১৲,১৬০৲,১৫৯৲,১৬১৲,১৫৯৲,১৬০৲,১৫৭॥০,১৫৯॥০
বিরলা	১৮৲,১৮।০,১৭/০,১৬৸/,১৬৸৶০
বজবজ	২৮৪৲,২৮৮॥০,২৯০৲,২৮৮॥০
বজবজ (প্রেফ) ...	১৪৯৲,১৫০৲
চাঁপদানী	১৬৮৲,১৬৯॥০,১৭১৲,১৭২৲
সিভিয়ট (অডি) ...	১৮২৲,১৮৮৲
চিতাভালসা	১৫৴,১৪।০,১৪॥০,১৪৲ ১৩৸০
ক্লাইভ (অডি)	২৯৲,২৮৸/০,২৯/০,২৮৸৶০,২৯।৵০,২৯৲,২৯।০,২৯৵০ ২৮॥৵০,২৮৸০,২৮॥৵০,২৮৸০,২৮৵০,২৮৲,২৮।০,২৮।৵০ ২৮॥০,২৮৶০,২৮।০,২৮৶০
ক্রেগ ...	॥৶০
ডালহৌসী ...	৩৬০৲,৩৫৫৲
ডেল্টা ...	৩৯২৲,৩৯২॥০,৩৯৪৲
এম্পায়ার ...	২৮৸০
গৌরীপুর (অডি)	৬০০৲,৬০২৲,৬০৪৲,৬০৮৲,৬০৫৲,৬৯৪৲,৫৮৯৲,৫৮৮৲
হুগলী (অডি) ..	৫৩৲৫৩॥০,৫৪৲,৫৪॥০
হাওড়া (অডি)	৫৮/০,৫৭৸/০,৫৭৸৵০,৫৭৸৶০,৫৮৵০,৫৮॥৵০,৫৮৲ ৫৮॥০,৫৮।/০,৫৭৵০,৫৮।০,৫৮৸০,৫৮॥০৫৮৵০৫৮॥৵০,৫৮।০,৫৮।৵০, ৫৮॥৵০,৫৮/০,৫৮৶০৫৮৲,৫৭৲,৫৭৸৵০,৫৮/০,৫৮॥/০,৫৭॥/০ ৫৭॥/০,৫৭॥৶০,৫৭৸৵০,৫৭৸০,৫৭॥/০,৫৭॥০
হাওড়া (প্রেফ)	১৫৩৲
হুকুমচাঁদ	৭৲,৭৵০,৭।৵০,৭।৶০,৭/০,৭৵০,৭।০,৭৵০,৭।৵০,৭।/০ ৬৸৵০,৭৵০,৬৸৶০,৭৵০,৬৸৵০,৭৶০
ইণ্ডিয়া	৩৩১৲,৩৩০৲,৩৩২৲৩২৫॥০,৩১৭৲,৩২০৲

কামারহাটী (অডি)	৫৪০৲,৫৪৩৲,৫৪২৲,৫৫০৲,৫৪২৲,৫৪১৲, ৫৩৫৴,৫৩৪৲,৫০৮॥০,৫৩০৲,৫৩২৲,৫২৮৲
কাঁকনাড়া (অডি)	৪১৪॥০,৪০৭॥০,৪১৫৲,৪১৭॥০,৪০৯॥০,৪০৫৲, ৪০৮৲,৪০৭৲,৪১০৲,৪১০৲,৪০৬৲,৪০২৲,
কিনিসন	৬১৯॥০
ল্যান্সডাউন (অডি)	১৭৫৲,১৭৬৲,১৭৭৲,১৭৯৲,১৮০৲,১৭৪৲,১৭৬৲,১৭৭৲, ১৭৮৲,১৭৯৲,১৮০৲,১৭০৲,১৭৪৲,১৭৬৲,১৭৩৲,১৭০৲,১৭২৲,১৭১৲
ল্যান্সডাউন (প্রেফ)	১২০৲
লোথিয়ান	২৪০৲
মেঘনা	২৯॥০,২৯৸০,২৮৲
নৈহাটী	৩৪৫৲
ন্যাশনাল	২৪৵০,২৪।০,২৪॥০,২৪॥৵০,২৪॥/০,২৪।/০, ২৪৵০,২৪৶০,২৪/০,২৩৸৵০,২৪৵০,২৪৵০,২৪।/০,২৪।৶০,২৪॥০,২৩॥০, ২৩৸/০,২৩॥০,২৩৸০,২৪৲,২৩॥/০,২৩৸/০,২৩।৶০,২৩।/০,২৩।০, ২৩॥৵০
নিউসেণ্ট্রাল	৩২০৲,৩২২৲,৩১৮ ,৩২০,৩১৪,৩১৭৲,৩১৮৲
নদীয়া	৪৯॥০,৪৮৸০,৪৯৲,৪৮॥০,৪৯৲,৪৭৸০,৪৮৲,৪৭৲,৪৭॥০ ৪৬৸০,৬৪৶০
ওরিয়েণ্ট	১৯৩৲,১৯৪৲,১৯৩৲,১৯০৲
রিলায়ান্স (অডি)	৬৫।০,৬৫॥০,৬৬৲
প্রেসিডেন্সী	৪৵০,৪৵০,৪।/০,৪।০, ৪।৵০,৪।/০,৪।০,৪।৵০,৪।/০ ৪৵০,৪৶০,৪/০,৪৶০,৪৶০,৪/০,৪৵০,৪৵০,৪/,৪/০
ষ্টাণ্ডার্ড	২৮৫৲,২৮৬৲,২৯০৲,২৯১॥০,২৮৮৲
ইউনিয়ন	৩৯৫৲

খনি

বর্মা কর্পোরেশন	৬/,৫৸৵,৬৲,৫৸৶,৬।০,৬৲,৫৸৵,৬৲,৬।০,৫৸৶,৬৲,৫৸৶০
কনসোলিডেটেড্ টীন ...	৬।৵,৬।/,৫৸৵,৬৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	২/,২৵,২/,২৲,২৶,২/,২৵,২/,২৶০ ২৲,২/,২৵,২/,২৵,২/,২৵,২৲
রোডেসিয়া কপার	১॥০,১।০,১।/,১।০,১।৵০

চা বাগান

বাসমাটিয়া ...	১১৲,১১।০
বিশ্বনাথ ..	২২।৵,২২॥৵০
ইষ্টইণ্ডিয়া ...	৭৸০
হাসিমারা ..	৩৬৸০
পুসিমিং ...	৪।০,৪/০
সাপয় ...	৭০,৭॥০
তেজপুর ...	৬৲

বিবিধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ) ...	১৭৲,১৬॥৵,১৬৸০
বেঙ্গল টিম্বার (অডি) ...	১৪০৲,১৪১৲
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)	৩৲,৩৵,২৸৶,২৸৵,৩৲,৩৵,২৸৶০,৩৲,৩/, ৩৵০,৩৲,২৸৵,৩৵,৩৲,৩/,৩৲
বৃটিশ বার্মা পেট্রোল ...	৩॥/,৩॥৵০
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট	৮।০,৮৸০,৯।০,৯৵,৯।০,৮৸৶,৯৲
ক্যালকাটা সিল্ক ম্যাঞ্চ (অডি) ...	৯॥৵,৯৸৵
ক্যালকাটা সিল্ক ম্যাঞ্চ (প্রেফ)	১০১॥০,১০১৲,১০২৲
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ (অডি) ...	১৭।০,১৭॥০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ...	৯৫৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ...	২৸৵,৩৲,২৸৶,৩/০
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ...	১০২॥০
ইণ্ডিয়া রবার ম্যাঞ্চ ...	২০৲
ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টস ...	২৩৸৵,২৩॥০,২৩৸০,২৩।৵, ২০॥৵০,২৩৸৵০,২৪৲,২৪।০,২৪॥০
মেদিনীপুর জমিদারী	৭৫৲,৭৪৲,৭৫৲,৭৬৲৭৫৲,৭৫॥০,৭৬।০,৭৬॥০,৭৬৸০
ওরিয়েণ্ট পেপার (অডি) ..	৭৶০,৭।৵০,৭৲,৭।০
টিটাগড় পেপার (প্রেফ ও অডি) ...	৩৸৵০
ঐ (দ্বিতীয় প্রেফ) ...	১০৫৲,১০৬৲

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে দরের খুব তেজীভাব দেখা গিয়াছিল। এসপ্তাহের প্রথমদিকে সে তুলনায় বাজারে দরের হার কতক পরিমানে পড়িয়া যায়। তবে শেষ পর্য্যন্ত তাহা পুনরায় পূর্ব্বকার মত উক্ত হারেই বলবৎ হইয়াছে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়া ছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪৭।৶০ আনা এবং সর্ব্বনিম্ন দর ছিল ৪৫৸৵০ আনা। গত ১৪ই তারিখ তাহা কমিয়া সর্ব্বোচ্চ দর ৪৪৸০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ৪৩।০ আনা দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে দামের হার পুনরায় বিশেষ চড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৪৭।৵০ আনা এবং সর্ব্বনিম্নে ৪৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৩ ই ফেব্রুয়ারী	৪৬॥০	৪৫৵০	৪৫।০
১৪ „ „	৪৪৸০	৪৩।০	৪৩॥৵০
১৫ „ „	৪৪।০	৪৩৸০	৪৪৸০
১৬ „ „	৪৫৸৵০	৪৪॥৵০	৪৫৸০
১৭ „ „	(শিবরাত্রি উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল)		
১৮ „ „	৪৭।৵০	৪৬।০	৪৬৸৵০

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে থলের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে আমরা গত সপ্তাহে সকল দিক দিয়া তাহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মোট ২০ কোটি থলের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, আর ঐ পরিমাণ থলের যোগান দিতে মোট ২ লক্ষ বেল পাট প্রয়োজন হইবে। এই অবস্থায় এই অর্ডার পাওয়ার নির্দ্দিষ্ট খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে যে উৎসাহ সঞ্চারিত হয় তাহাতে ফাটকা বাজারে দামের হার বাড়িয়া যায় এবং গত সপ্তাহে দর সর্ব্বোচ্চ ৪৭।০ থলে পর্য্যন্ত পৌঁছে। ২০ কোটি থলের অর্ডার পাওয়ায় যে ২ লক্ষ বেল অতিরিক্ত পাট কাটতির সুবিধা হইয়াছে তাহাই দর এত বেশী বাড়িয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ নহে—ভবিষ্যতে আরও অর্ডার আসিবে বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হয় তাহাও উহার কারণ। ঐ শেষোক্ত কারণ না থাকিলে কেবলমাত্র ২০ কোটি থলের উপর নির্ভর করিয়া দাম অতিরিক্তরূপ তেজী থাকিবার কোন হেতু আছে বলিয়া মনে করা যায় না। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই। যে গত ১৪ই তারিখ থলের নূতন কোন অর্ডার আসিবে না বলিয়া জনরব প্রচারিত সঙ্গে দরের হার সর্ব্বনিম্নে ৪৩।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। নূতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া এক্ষণে পুনরায় গুজব সুরু হইয়াছে আর তাহাতে দামের হারও আবার বিশেষ তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে কোন স্থায়ী উন্নতির সূচনা এখনও দেখা যাইতেছে না—বিভিন্ন দেশের সমরায়োজনের তোড়জোড়ও খুব প্রবল। এই অবস্থায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সমরায়োজনের প্রয়োজনে পাটের থলের আবশ্যকতা বোধ করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত পাটের থলের নূতন অর্ডারও পাওয়া যাইবে এরূপ আশা রহিয়াছে, কাজেই অদূর ভবিষ্যতে পাটের দর তেজী থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

ডান্ডির জন্য বেশী পরিমাণ পাটের অর্ডার হওয়ায় গত সপ্তাহের শেষদিকে আলগা পাটের বাজারে দামের হার বেশী চড়া দেখা গিয়াছিল। এক্ষণে নূতন চাহিদা বেশী না দেখা যাওয়ায় দামের হার কিছু নামিয়া গিয়াছে। গতকল্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাটের দাম প্রতিমণ ৮৸০ ছিল।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানী কারকেরা বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই সেজন্য গত সপ্তাহের তুলনায় ফার্ষ্ট পাটের দাম কিছু হ্রাস পাইয়া প্রতি বেল ৫৪৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

এ সপ্তাহের প্রথম দিকে থলে ও চটের বাজারে দামের হার কিছু নিম্ন দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরে পাটের থলের আরও অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া গুজব প্রচারিত হওয়ায় দামের হার পুনরায় চড়িয়াছে। গতকল্য বাজারে ৯ পোর্টার চট ৯৷ আনা ও ১১ পোর্টার চট ১১৸৵০ আনা ছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

আমেরিকার ফার্ম্ম বিলের অনিশ্চয়তা হেতু এবং এতৎসম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার জল্পনা কল্পনার দরুণ তুলার বাজারের মন্দার ভাব তিরোহিত হয় না। অনেকের ধারণা এই যে যদিও সরকারী নীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় তবে উহা আগামী বৎসরের পূর্ব্বে বলবৎ হইবে না। সম্প্রতি আবার গুজব শুনা যায় যে, কৃষিঋণ তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে তুলা চাষীগণকে নগদ অর্থ সাহায্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কৃষিঋণ অনুসারে যে তুলা মজুদ করা হইয়াছে তাহার কাটতি এবং রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সহজসাধ্য নহে। বিদেশের বাজারের এইরূপ অবস্থার সংবাদে বোম্বাইয়ের বাজারে উহার সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট বক্তৃতায় কাপড় ও রেশমী বস্ত্রের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহার ফলে এই নিম্নগতি আরও দ্রুততর হয়। বোরোচ এপ্রিল-মে বাজার বন্ধের সময় ১৪৮৸০ দাঁড়ায়; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫১৸০ ছিল। জুলাই-আগষ্টের দর ১৫০৸০ ছিল। ওমরা মার্চ্চ ও মের দর ১৩৬৸০ আনা যায়। বেঙ্গল মার্চ্চ এবং মের দর ১১৫৲ টাকায় বাজার বন্ধ হয়।

লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫·৩৭ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫·১২ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে ফার্ম্ম বিল সম্পর্কে নানারূপ জল্পনা কল্পনার ফলে অগ্রিম দর হ্রাস পায়। মিডালিং স্পট ৯·১ সেণ্ট এবং জুলাইএর দর ৭·৭০ সেণ্ট ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়:—

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ
ফেব্রুয়ারী ১০	১৫২।০	১৪০৵০	১১৬।৵০
„ ১১	১৫২॥৵০	১৪০৵০	১১৬।৵০
„ ১৩	১৫০৸০	১৩৮॥০	১১৪৸০
„ ১৫	১৪৮৸০	১৪০৵০	১১৩।০
„ ১৬	১৪৭॥৵০	১৩৬।০	১১৩।০

কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কাপড় এবং রেশমী বস্ত্রের উপর কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করার ফলে বোম্বাইএর কাপড়ের বাজারে বিশেষ উৎকণ্ঠা দেখা যায়। বহুদিন কাপড়ের বাজার মন্দা যাইবার পর সম্প্রতি উহার কিছু উন্নতির পথেই গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রস্তাবের ফলে স্বতঃই বাজারে একটা নিরুৎসাহের ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমে দেশী ও জাপানী কাপড়ের বাজারে কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্যবসায়ী মহলের মতে বর্ত্তমানে মূল্য হ্রাস করিয়া যেরূপ কারবার চলিতেছিল, নূতন কর ধার্য্য হইলে উহা সম্ভব হইবে না; ফলে কাপড়ের খরিদ্দারগণ উক্ত মূল্য হ্রাসের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। এমতাবস্থায় কাপড়ের বাজারের অবস্থা যে অনিশ্চিয়তায় পর্য্যবসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান মিলস্‌এর আলোচ্য সপ্তাহে ভাল কারবার হয়; তবে উহা মূল্য হ্রাস করিয়াই সম্ভব হইয়াছে। কোরা জামার কাপড়, সাদা নয়নসুক এবং ছিটের কাপড়েরই বিক্রয় হইয়াছে বেশী। অপর দিকে মিল সমূহ মূল্যের হার কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের মজুদ কাপড়ও ইতিমধ্যে কাটতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের বিশেষ কোন ক্রয় বিক্রয় ছিল না।

সূতার বাজার বিশেষভাবে আকর্ষণযোগ্য ছিল কিন্তু মূল্যাল্পতা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করে না।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

গত ১৩ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী ও রপ্তানীযোগ্য ৩৩নং নীলাম সম্পন্ন হয়। নিম্নে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

রপ্তানী যোগ্য—এই শ্রেণী চায়ের বাজারে যে চা আমদানী হইয়াছিল তাহা ভাল ধরণের ছিল না। মরশুমের শেষ বলিয়াই এরূপ অবস্থা দাঁড়ায়। মোট ১৪ হাজার ৩২২ বাক্স চা বিক্রয় হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৫ হাজার ৬৬৫ বাক্স ছিল। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও চলিতে পারে এরূপ ধরণের চায়ের চাহিদা ছিল। মূল্য গড়পড়তায় প্রতি পাউণ্ডে আধ আনা পর্য্যন্ত কম ছিল। আরও প্রায় তিন সপ্তাহ পরে এই শ্রেণীর পরবর্ত্তী নীলাম হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—আলোচ্য নীলামে মোট ৭ হাজার ৭০৮ বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৬ হাজার ২০৬ বাক্স ছিল। কতিপয় গুড়া ধরণের চা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূল্য গড়ে প্রতি পাউণ্ডে আধ আনা কম যায়। পরিষ্কার ধরণের কালো পাতা চায়ের আমদানীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। উক্ত চায়ের চাহিদা এবং মূল্য ভাল গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূল্য অতিশয় কম ছিল।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীহট্টে ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। আসাম সরকারের অর্থসচিব মাননীয় ফকরুদ্দিন আলী আমেদ এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় মুরারি চাঁদ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চৌধুরী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় অর্থসচিব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—মহাজনী প্রথায় টাকা দাদনের সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের একটি মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে যাহারা টাকা ধার দিবার ব্যবসা চালায় তাহারা যে কোন ভাবে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। সমাজের এই স্বার্থ বিরোধ প্রথায় জনসাধারণ দুর্দ্দশার চরমে পৌছে এবং সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে ভীষণ দুর্দ্দিন দেখা দেয়। ব্যাঙ্কও ধার দেয় বটে কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ও ফল অন্যরূপ। ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য যে টাকা ধার করিলে সে যাহাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার করিয়া নিজের স্বদেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াইতে পারে। ফলে ব্যাঙ্কিং দ্বারা একদিকে যেমন শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হয়, আবার আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রাচুর্য্যও দেখা দেয়। এই অবস্থায় শ্রীহট্টে ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নূতন শাখা আফিসটিকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে ঢাকা শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অজিত সোম উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৭ই ফেব্রুয়ারী

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দামের হার পূর্ব্ব সপ্তাহের অনুরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর সামান্য পরিমাণে উঠা-নামা করিয়া গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৪½ পেনী। ১৫ই তারিখ ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী হয়। অদ্য ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাহা পুনরায় ৭ পা ৮ শি ৪½ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৷৬ পাই। ১৩ই ও ১৪ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাহা ৩৭৷৩ পাই ও ১৬ই তারিখ তাহা ৩৭৷৬ পাই হয়।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৶০ আনা, বড়াল বার ৩৬৸৵০ আনা এবং গিনি ২৩৸৶৬ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৶০, ৩৬৸৵০ এবং ২৩৸৶৬ দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

লণ্ডন ও বোম্বাই উভয় স্থানের বাজারেই এ সপ্তাহে রূপার দর চড়া ভাব দেখা গিয়াছে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০⅛ পেনী। ১৩ই তারিখ তাহা ২০³⁄₁₆ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৪ই তারিখ তাহা পুনরায় ২০⅛ পেনী হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাহা ২০³⁄₁₆ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে তাহা ২০¼ পেনী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৷৹ আনা। ১৩ই তারিখ তাহা ৫২৷৵০ আনা দাঁড়ায়। ১৫ই তারিখ ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৬ই তারিখ তাহা ৫২৷৹ আনা হয়।

কলিকাতার বাজারে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৷৵৬ পাই এবং ঐ খুচরা দর ৫২৸৵০ ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৸০ আনা ও ৫৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স

১৯৩৯-৪০ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স‌এর কমিটী গঠিত হইয়াছে। মিঃ এইচ, এইচ বার্ণ (প্রেসিডেণ্ট) মিঃ জে, এইচ এস রিচার্ডসন (ভাইস প্রেসিডেণ্ট) মিঃ জে, এ, বেল, মিঃ এ, ও, ব্রাউন, মিঃ এইচ জি, কুপার, মিঃ ডি, আর, কেনলচ, মিঃ জি, বি মর্টন মিঃ ই, বি, প্রাট ও স্যার জেমস রিড (সদস্যগণ)।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের সভাপতি এস্ জি ষ্টাবস্ কতিপয় ডেলিগেটসহ পানিহাটীস্থিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের কারখানা পরিদর্শন করিতে গমন করেন। কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ জে এন লাহিড়ী কর্ম্মচারীবৃন্দ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরে তাঁহাদিগকে কারখানার বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যাওয়া হয় এবং বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রণালী প্রদর্শন করা হয়।

কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সমাগত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

চিনির বাজার

কলিকাতা ১৭ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজার তেজী ছিল। চিনির মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। অনেকের ধারণা ছিল যে সিণ্ডিকেটের ঘোষণার পর বাজারে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে কিন্তু কার্য্যতঃ উহার বিপরীত ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীগণ যত বেশী সম্ভব চিনি ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। চিনির উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা যাইতেছে তাহার ফলেই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে হয়। বিদেশী চিনির আমদানী বৃদ্ধি না পাইলে প্রতিকূল অবস্থার আশঙ্কা নাই বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলের ধারণা। স্থানীয় বাজারে ৩৫ হাজার বস্তা চিনি মজুত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় বাজারে প্রতি মণ নিউ সাভন শ্রেণীর চিনির মূল্য ১০৸৵০ ছিল। মারহোরা ১০৸৶ মতিপুর ১০৲ পাচরুখী ১০৸৵০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

সরকারী চাকুরীর ভাগ বাটোয়ারা

সম্প্রতি পরিষদকক্ষে উভয় আইন সভার বিভিন্ন দলপতিগণের এক সভায় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সরকারী চাকুরী বণ্টন করা সম্পর্কে আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপরিষদের বিগত অধিবেশনে বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এতৎসম্পর্কে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তদ্বিষয় বিবেচনা করিবার জন্যই প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানা যায়।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

সুপারফাইন	৫।৵০-৫॥০
হাউস-হোল্ড	৫৲-৫৵
সুজী	৫।৵০-৫॥০
আটা (বি)	৫৵০-৫।০
আটা (২নং)	৪৸০-৪৸৵০
আটা এস	৪॥৵০-৪৸০
আটা কে	৪৶০-৪৴০
আটা ৩নং	৩॥৵০-৩৸০
পোলার্ড	২৴০ ২।৵০
ব্রান	২।০-২।৴০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

জয়েষ্ট বে-মার্কা (৫ × ৩) (৬ × ৩) ইঞ্চি ৭।৵০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫ × ৩) ইঞ্চি	৭৵০	হন্দর
(৬ × ৩) „	৮৵০	„
(৭ × ৪) „	৮৵০	„
(৮ × ৪) „	৮৵০	„
(৯ × ৪) „	৮৶০	„
(১০ × ৫) „	৮৵০	„
(১২ × ৫) „	৮৶০	„

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—

(১ × ১ × ।০) ইঞ্চি নাঃ (৩ × ৩ × ।০) ইঞ্চি ৭৲ হন্দর

(৩॥০ × ৩।০।৵০) নাঃ (৪ × ৪ × ॥০) ইঞ্চি ৯।০ হন্দর

গ্যালভানাইজড্ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৴০	হন্দর
বি—২৪ গেজ	„	১২।০	„
আর পি ২৪ গেজ	„	১৩॥০	„
টাটা—২২ গেজ	„	১৫৲	„
বি—২২ গেজ	„	১৫।০	„

ধাতু দ্রব্য

ব্লক টিন বা রাং	১৭৩॥০,১৭৩৸০,১৩৭।৴০,১৭০৸০
তামার বাট	৬৬৸৴০,৬৬৸০,৬৬॥৵০
সীসার বাট বি, এম ছাপ	১৫৸০,১৫॥৶০,১৫॥৵০,১৫॥০

বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

আগামী মরশুমে বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রচার কার্য্য চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়া বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—গত ১৯৩৮ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার সে তুলনায় দুই আনা পরিমাণ কম জমিতে পাট চাষ করাই সঙ্গত। গত বারের তুলনায় এবার যাহাতে দুই আনা পরিমাণ কম জমিতে পাটের চাষ হয় সে জন্য উপযুক্তরূপ প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য প্রতি মহকুমার জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত জুট রেষ্ট্রিকসন্ অফিসর এবং প্রতি থানার জন্য একজন করিয়া অফিসর নিয়োগ করা হইতেছে।

ঐ সব অফিসরেরা জেলা অফিসরদের পরামর্শ ও পরিচালনায় কার্য্য চালাইবে। প্রতি জেলার বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীরা ঐ সব অফিসারদের সহিত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সহযোগিতা করিবেন।

আসাম ও বিহার প্রদেশেও যাহাতে এবার সমপরিমাণ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তদ্বিষয়ে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৩৯ | ৪০শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত সরকারের বাজেট

আগামী কল্য মঙ্গলবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হইবে। ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে এবারকার বাজেটে অনেক বিতর্কমূলক ব্যাপারের অবতারণা হইবে। চলতি বৎসরে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগে অনুমিত আয়ের তুলনায় প্রকৃত আয় তিন কোটী টাকা কম হইবে। আগামী বৎসরে এই ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থ সচিব কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা হইতেছে। এই সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস এবং দেশীয় কারখানাসমূহে উৎপাদিত চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধির কথা শুনা যাইতেছে। এবার বিদেশী কাগজ ও রেশমের উপরও শুল্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহা হউক এই বিষয়ে আগামী কল্যই সকলের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। আমরা আগামী সপ্তাহে ভারত সরকারের বাজেট সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

বাংলায় নূতন ট্যাক্স

বাঙ্গলা দেশে নূতন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙ্গলায় মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে নিদারুন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করা হয় নাই। পক্ষান্তরে ঋণ সালিশী আইনের অপপ্রয়োগ এবং প্রজা স্বত্ব আইনের সংশোধন দ্বারা মধ্যবিত্ত সমাজের আয় বহুলাংশে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অর্থ সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে পেশা, বানিজ্য ও চাকুরী (professions, trades, callings & employments) সূত্রে যাহাদের আয়করধার্য্যযোগ্য আয় (বৎসরে দুই হাজার টাকা বা ততোধিক) হয় তাহাদিগকে আয়করের উপরে বাঙ্গলা সরকারকে বৎসরে ৩০৲ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। এই ট্যাক্সও যে মধ্যবিত্ত সমাজের উপরই পতিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। উহার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যাহাদের আয় মাসে ১৬৭ টাকা হইতে দুই কি আড়াই শত টাকার মধ্যে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। বাঙ্গলা সরকারের এই সিদ্ধান্ত ন্যায়, যুক্তি ও ট্যাক্স নির্দ্ধারণ নীতি কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে। যাহারা মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে কিছুই করেন নাই, বেকারবীমা বা বার্দ্ধক্যের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা যাহাদের কল্পনার অতীত, বিভিন্ন আইন দ্বারা যাহারা মধ্যবিত্ত সমাজের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমাইয়া দিয়াছেন এবং শিক্ষাকর প্রবর্ত্তন করিয়া যাহারা মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনকে আরও দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছেন তাহারা কোন সাহসে এই শ্রেণীর উপর পুনরায় বৎসরে ৩০৲ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছেন? আর এই শ্রেণীর ট্যাক্স ধার্য্য করা যদি অপরিহার্য্যই হইয়া থাকে তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কম হারে ট্যাক্স বসাইয়া যাহাদের আয় বেশী তাহাদের উপর কি বেশী হারে ট্যাক্স বসানো উচিত ছিল না? বাঙ্গলা সরকারের কর্ণধারগণ কি ট্যাক্স নির্দ্ধারণের এই মূল নীতিটীর কথাও অবগত নহেন? উহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি-

স্থানীয় সদস্য বেশী নাইদেখিয়া এই সমাজের উপর যতপ্রকার সম্ভব অত্যাচার অবিচার করা যাইতে পারে বলিয়া উহারা মনে করিতেছেন। কিন্তু উহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজকে যদি এই ভাবে ক্রমাগত ঘা দিয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হয় তাহা হইলে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে উহার চূড়ান্তরকম অনর্থকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

পাটের কুটীর শিল্প

শ্রীনিকেতনে কুটীর শিল্পের প্রদর্শনী দেখিবার কালে বিহারের সর্ব্বজনমান্য নেতা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বাঙ্গলা দেশে খাদির ন্যায় কুটীর শিল্প হিসাবে চরকায় কাটা পাটের সূতা হইতে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে চট নির্ম্মাণের শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে বাঙ্গলায় এই শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে এবং উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের অনেক দরিদ্র ব্যক্তি তাহাদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ পাইবে। একথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন যে চটকল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় কুটীর শিল্প হিসাবে চট প্রস্তুত একটী প্রধান শিল্প ছিল এবং উহার মারফতে সহস্র সহস্র লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ডাণ্ডীতে চটকল স্থাপিত হওয়ার অনেক পরে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্তও বাঙ্গলায় এই কুটীর শিল্প খুব সমৃদ্ধ ছিল। বিগত ১৮৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের থলে ও চট বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার সমগ্র অংশই বাঙ্গলার কুটীর শিল্পীগণ নিজেদের তাঁতে বয়ন করিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে প্রস্তুত থলে ও চট ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, উত্তর আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানী হইত। অবশেষে বাঙ্গলায় চটকল স্থাপিত হওয়াতে উহাদের প্রতিযোগিতায় এই শিল্পটী বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতার মধ্যেও যখন কুটীর শিল্প হিসাবে বস্ত্রশিল্পের যথাযোগ্য স্থান রহিয়াছে তখন কুটীর শিল্প হিসাবে চটশিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে খুব অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা এই বিষয়ে বিশেষভাবে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

ফেডারেল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল

বাঙ্গলা দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্রকায় ব্যাঙ্ক সমূহের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সম্প্রতি ক্যালকাটা ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন নামে যে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি উক্ত এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ ডি কে লাহা এই সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে কলিকাতায় এক কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া ফেডারেল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল নামে একটি ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। আপাততঃ এই ব্যাঙ্কের ২৫ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহার মধ্যে শেয়ার ক্রেতাদের নিকট হইতে ১২॥ লক্ষ টাকা তোলা হইবে। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী সমূহ এই ব্যাঙ্কের অন্যূন ৫০টী শেয়ার ক্রয় করিলে এবং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর উহাতে এক একটী হিসাব খুলিলে ফেডারেল ব্যাঙ্কের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। এই ভাবে ফেডারেল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল অনায়াসে একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইবে এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েসনের সদস্য হইবে। উহা অল্পদিনের মধ্যে জনসাধারণেরও বিশ্বাস অর্জ্জন করিবে। উক্ত ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় সমস্ত প্রকার ব্যবসা চালাইবে বটে—কিন্তু উহার সদস্যস্থানীয় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলিকে বিপদের সময়ে সাহায্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও উহার তালিকা বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরস্পরের মধ্যে টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক সমূহের পরস্পরের মধ্যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা নিবারণ এবং সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্ক সমূহের তরফ হইতে প্রচার কার্য্য প্রভৃতিই ফেডারেল ব্যাঙ্ক স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যাহাদের আয় হইতে উহাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাইখরচা সঙ্কুলান হইতেছে না। এই সব ব্যাঙ্কের মধ্যে যেগুলি এখনও মূলধন ও আমানতের টাকার অধিকাংশ খরচ করিয়া বসে নাই সেইগুলি যদি একত্রীভূত হয় তাহা হইলে উহারা ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই উহার পরিচালক স্থানীয় ১০৷৭ জনের স্বার্থ এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা ব্যাঙ্ক ফেল না পড়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন না। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রীভূত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া নিরর্থক। কিন্তু মিঃ লাহার প্রস্তাবমত বাঙ্গলায় যদি একটী ফেডারেল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং প্রায় দেউলিয়া দশায় উপনীত ব্যাঙ্কগুলিকে যদি এই ব্যাঙ্কের সদস্য না করা হয় তাহা হইলে উহা বাঙ্গলা দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্যের ব্যাপারে অনেক কাজ করিতে পারিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। আমরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরিচালকগণকে মিঃ লাহার উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এই ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবার এখনও সময় আছে—ভবিষ্যতে হয়তঃ এই সময় পাওয়া যাইবে না।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে ছাত্রগণকে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার ফলে অনেকেই জীবিকা সংস্থানের উপযোগী কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের যোগ্যতা লাভ করে না। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষক সংঘের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক স্বনামখ্যাত ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ দে বলেন—"বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে সাড়ে বার শত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রধান কাজ হইতেছে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈয়ার করা। যে সব ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৫ হইতে ৩৫ জন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যাহারা পাশ করে তাহাদের অধিকাংশ কলেজে প্রবেশ করে। কতকাংশ চাকুরী পায়, অবশিষ্ট ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু অংশ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যে সব ছাত্র ইন্টারমিডিয়েট, বি-এ, বি এস-সি ইত্যাদি পরীক্ষা পাশ করে তাহাদের মধ্যেও বহু যুবক অর্থকরী ব্যবসা বা চাকুরী অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা অতি শোচনীয় পরিনাম। আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতিক দিক হইতে ইহা জাতীয় অমূল্য সম্পদের অত্যন্ত সাংঘাতিক অপচয়। ...আমার মনে হয় ষষ্ঠ বা ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তিমূলক এবং কৃষ্টিমূলক শিক্ষা সমান সমান ভাগে দেওয়া উচিত। ৭ম বা ৮ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত দ্বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃত্তির প্রতি যাহাদের প্রবৃত্তি এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুকূল তাঁহাদের জন্য শেষের ৩৷৪ বৎসর প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষার এবং কৃষ্টির প্রতি যাহাদের স্বভাব ও শক্তি অনুকূল তাহাদের জন্য প্রধানতঃ কৃষ্টিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" ডাঃ দে'র এই প্রস্তাব এদেশে অনেকটা অভিনব হইলেও অন্য দেশে উহা নূতন নহে। রুষিয়ায় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রের রুচি, চরিত্র ও শারীরিক শক্তি অনুযায়ী তাহাকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দানের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ দেশে যে সব ছাত্র নিতান্ত

বোকা ধরণের অথবা যাহাদের স্বভাব নিতান্ত খামখেয়ালী রকমের তাহাদের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয় রহিয়াছে। জাপানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের রুচি অনুযায়ী তাহাদিগকে বিশেষভাবে অর্থকরী শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং উহার ফলে অধিকাংশ ছাত্র স্কুল ছাড়িয়াই কল কারখানাতে প্রবেশ করিতে পারে। ডাঃ দের প্রস্তাবমত বাঙ্গলা দেশে যদি অনুরূপ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে এদেশে বেকার সমস্যার তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে এবং বর্ত্তমানে দেশে জনশক্তির যে অপচয় ঘটিতেছে তাহা বহুলাংশে বিদূরিত হইবে। বাঙ্গলা সরকার সুম্প্রতি এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ও পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য যে কমিটী বসাইয়াছেন আমরা ডাঃ দে'র প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

পাটের চাষ ও বাঙ্গলা সরকার

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি একটী ইস্তাহারে বাঙ্গলার পাট-চাষীগণকে গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে দুই আনা কম জমিতে পাটের চাষ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। গত বৎসর মোটমাট ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার এবং গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৮ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান বৎসরে কৃষকগণকে কার্যতঃ গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় কিছু কম জমিতে পাটের চাষ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ১ কোটী ১২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। কাজেই এবার কৃষক যদি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করে এবং প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ফসলের যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহা হইলে এবার অন্ততঃ ১ কোটী বেল পাট উৎপন্ন হইবে। যে ক্ষেত্রে আগামী পাটের মরশুম আরম্ভ হইবার সমসময় কালে চটকল সমূহের হাতে পুরা এক বৎসরের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে এবং ইহার উপর উহাদের হাতে মজুদ থলে ও চটের পরিমাণ যে প্রকার বেশী দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান বৎসর যদি এক কোটী বেল পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আগামী পাটের মরশুমে কৃষকের কি প্রকার দুরবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আরও ভাবনার কথা যে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মফঃস্বলে পাটের চাষ কমাইবার জন্য কোন প্রচার কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে মফঃস্বল হইতে যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে কৃষকগণ এবার গত বৎসরের তুলনায় কম দূরে থাকুক আরও বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিবে। এই অবস্থায় গত বৎসরের তুলনায় মাত্র দুই আনা কম জমিতে পাটের চাষ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া এবং পাটের চাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্য্যে পর্য্যন্ত বিরত থাকা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কতদূর অপরিণামদর্শিতার কাজ হইতেছে তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে পাটচাষী অপেক্ষা চটকলওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহারা অধিকতর আগ্রহশীল।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের দুরবস্থা

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গত জানুয়ারী মাসের অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত রকম নৈরাশ্যব্যঞ্জক। এই মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৪ কোটী ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে।' কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ লইয়া এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৩ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকার জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৩৪ লক্ষ টাকার বেশী জিনিষ আমদানী হইয়াছে। ভারতবর্ষকে বিদেশী দেনার জন্য প্রত্যেক মাসে গড়ে প্রায় ৬ কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইতে হয়। কিন্তু জানুয়ারী মাসে এই দেনা পরিশোধের যোগ্যতা অর্জ্জন করা দূরে থাকুক ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ক্রীত মালপত্রের মূল্য পরিশোধের জন্য বিদেশের নিকট ৩৪ লক্ষ টাকার দায়গ্রস্ত হইয়াছে। এই ভাবে যদি আর ২।৪ মাস চলে তাহা হইলে ভারতবর্ষের তরফ হইতে ইংলণ্ডে পুণরায় ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে। উহার ফলে বাট্টার হারেও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে। ভারত সরকার ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টা তো করিতেছেনই না বরং বর্ত্তমানে যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডজাত বস্ত্রের আমদানীর সুবিধা করিয়া দিয়া তাঁহারা অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

ওজনের সমতা সাধন

ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই সের ও মণের হিসাবে পণ্যদ্রব্যের ওজন হইয়া থাকে। কিন্তু সেরের ওজন সর্ব্বত্র সমান নহে। ৬০, ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৮ তোলা ১০ আনা প্রভৃতি বিভিন্ন হিসাবে বিভিন্ন স্থানে সেরের ওজন ধরা হয়। উহার ফলে একদিকে ব্যবসায়ী সমাজকে পণ্য-দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য স্থির করিতে বেগ পাইতে হয় এবং অন্য দিকে পণ্যদ্রব্যের বিক্রেতা নানা ভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। এই জন্য দেশের সর্ব্বত্র একই প্রকার ওজন প্রবর্ত্তনের জন্য বহুদিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছে। বিগত ১৯১৩ সালে ভারত সরকার মাপ ও ওজন সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য যে কমিটী বসান তাহারাও ভারতের সর্ব্বত্র একই প্রকার ওজন প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের তরফ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়ে একটী আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই যে ভারত সরকার সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১৮০ গ্রেনে এক তোলা, ৮০ তোলায় এক সের ও ৪০ সেরে এক মণ হয় বলিয়া গণ্য করিবেন এবং এই ধরণের ওজনকেই চলতি ওজন বলিয়া গণ্য করা হইবে। অবশ্য দেশের সর্ব্বত্র পণ্যদ্রব্য বিকিকিনির সময়ে যাহাতে এই ধরণের 'চলতি' ওজন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয় তৎসম্বন্ধে উক্ত বিলে কিছু বলা হয় নাই। কেননা এই ধরণের বাধ্যতামূলক আইন পাশ করিবার দায়িত্ব নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। যাহা হউক ভারত সরকারের উপরোক্ত আইন পাশ হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ উপরোক্ত 'চলতি' ওজনকে দেশের সর্ব্বত্র বাধ্যতামূলক করিয়া আইন পাশ করিবেন আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও কুর্গে এই ধরনের আইন পাশ হইয়াছে এবং অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশে অনুরূপ আইন পাশ করিবার জন্য তোড়-জোড় হইতেছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে মাপ সম্বন্ধেও দেশের সর্ব্বত্র একই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই বিষয়েও বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তনের দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের উপর ন্যস্ত আছে।

অযোগ্যের কৃষি

[শ্রীকালীচরণ ঘোষ, কিউরেটার]
(কমার্শিয়াল মিউজিয়াম, কলিকাতা কর্পোরেশন)

কার্য্য ব্যপদেশে নানা লোকের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতে হয়। তন্মধ্যে বেশী সময়ই আলোচ্য বিষয় থাকে মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকারের উপার্জ্জনের পন্থা। বলা বাহুল্য এই সমস্যাই এখন বাঙ্গলাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এখন নানা লোকে সম্ভব অসম্ভব সকল উপায় চিন্তা করিতেছেন।

ইহার মধ্যে একদল বলিয়া থাকেন "গ্রামে যাও, চাষ কর, ভাবনা দূর হইবে।" অবশ্য ইহার সঙ্গে যে সকল যুক্তি দেখানো প্রয়োজন তাহার সমস্তটাই শুনিতে পাই। এরূপ একদিন ছিল যখন নিজে বিশ্বাস করিয়াছি, এবং কেবল বিশ্বাস করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কয়েকজন বন্ধু লইয়া প্রায় ছয় বৎসর কাল চাষীর সঙ্গে মাঠে রৌদ্রে জলে শীত গ্রীষ্মে সকল অবস্থায় চাষ করিয়াছি। এই অধ্যায়ের সকল বিবরণ জানিতে চাহিলে আমি স্বচ্ছন্দে দিতে পারি কিন্তু আজিকার প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে। যাহারা ভদ্রলোক বেকার যুবকদিগকে জীবিকার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে বলেন, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন, এই প্রবন্ধ মারফত জানাইব।

সর্ব্বপ্রথমেই ভাবিতে হইবে যাহারা বংশানুক্রমে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে চাষের উপযুক্ত করিয়া যাহাদের শরীর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাল্যকাল হইতে চাষের শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারা আজকাল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া শস্যের যথার্থ মূল্য না পাওয়ায়, চাষের পড়তা মিলাইতে না পারায়, অনাহারে মরিতেছে। চাষীর মধ্যেই আজ বহু বেকার। সুতরাং যাহারা এ সকল কাজে একেবারে অনভ্যস্ত, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কোন সময় কোন বীজটা বসাইতে হয় তাহা পর্য্যন্ত জানে না, যাহারা জীবনে, ঘরের অবস্থা যাহাই হউক, বড় বড় ঘরে, কলেজে বিজলী পাখার তলে বসিয়া যৌবন কাটাইয়াছে, গায়ে জল পড়িলে "rainy day"র ছুটির জন্য ধর্ম্মঘট পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছে, তাহার হঠাৎ চাষে গিয়া পড়িলে যে চাষ করিতে পারিবে, এ আশা কেন লোকে পোষণ করেন তাহা ভাবিয়া পাই না। যেখানে যথেষ্ট বেকার আছে, আরও বেকার বৃদ্ধি করিয়া কোনও লাভ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

কিন্তু আমি একেবারে এই সূত্রের বিরোধী নই। আমার যৌবনের বিশ্বাস প্রৌঢ়ে মলিন হয় নাই, বরং আরও উজ্জ্বল বা দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছেলে মাটীতে গিয়া দাঁড়াইলে নিশ্চয়ই কৃষি হইতে লাভ করিয়া বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারে। কিন্তু যে পথে কৃষি চলিতেছে তাহাতে হইবে না। প্রথম কথা ইহাদিগকে জমি চিনাইতে হইবে, কোন জমিতে কি হওয়া সম্ভব, কোন জমিতে কি উপাদানের অসঙ্গতি আছে, কি সার কোন চাষের জন্য প্রশস্ত ইত্যাদি সকল বিষয় শিক্ষা হওয়া দরকার। তাহার পর বীজ নির্ব্বাচন: গতানুগতিক চাষের বীজ ও চাষের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাদিগকে কাজে লাগাইলে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা যখন আক (ইক্ষু) চাষের জন্য প্রস্তুত হইয়া বীজ বা চারা সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানীয় কৃষকদের নিকট যাতায়াত করিতেছি, তখন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় আমাদের বীজ সংগ্রহ করিয়া দেন। সেই বীজ হইতে গাছ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, চাষীরা বিস্মিত হইয়াছে, এবং যাঁরা বীজ সরবরাহ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার আমাদের আঁক নমুনা স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া আরও প্রয়োজন কৃষিলব্ধ শস্যের প্রত্যেক অংশের ব্যবহারের দ্বারা অর্থাগম, এখন যে প্রথায় চাষ হয়, তাহাতে চাষ না হইলে বিপদ, অতিরিক্ত ফলিলে বিপদ, শস্যের দাম পড়িয়া গিয়া চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতি অংশ হইতে কিছু কিছু উপার্জ্জন করা চাই। যাহার ব্যবহার আছে কিন্তু প্রাচুর্য্য হেতু কাজে লাগিল না এমন অবস্থা দূর করিতে হইবে। যাহার ব্যবহার নাই, আবর্জ্জনা বলিয়া দূর করিতে চাই, তাহা হইতে উপার্জ্জন হয়, এই শিক্ষা না দিলে আর শিক্ষিত লোকের চাষ দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পরামর্শ দিয়া লাভ কি?

কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষা যদি গড়িয়া তোলা যায়, তবেই কৃষির মঙ্গল। আজ যাহা কৃষিলব্ধ বস্তু, কারখানার তাহাই "কাঁচা মাল" তাহা হইতেই শিল্পীর হাতে, যন্ত্রের সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া অর্থাগমের সহায়তা করিয়া থাকে, এই কথা বলিতে গেলে লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমি নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে দেখাইয়া আসিতেছি যে অতি সাধারণ শস্যের সামান্য অংশ হইতেও বৈজ্ঞানিকগণ কত প্রকার মূল্যবান বস্তু আহরণ করিতেছে।

যদি উদ্বৃত্ত মাল কাজে না লাগে, তবে চাষীরাই চাষ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু শস্য হইতেই নানারূপ বস্তু প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। অপর উদাহরণ ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানে দেখাইব কৃষির সহিত সামান্য খনিজ ও তদপেক্ষা কম পশ্বাদি হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য মিলাইয়া কি সম্ভব হইতে পারে। Sir Harold Hartley দশ লক্ষ ফোর্ড গাড়ী করিতে যাহা যাহা লাগিতে পারে তাহার বিবরণ দিয়াছেন:—৮ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড তুলা, ৩ কোটী পাউণ্ড ভুট্টা, ২৪ লক্ষ গ্যালন তিসির তেল, ২৫ লক্ষ পাউণ্ড ঝোলা গুড় (molasses), ২০ লক্ষ পাউণ্ড সয়াবীণের তেল, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ছাগ লোম (mohair), ৩২ লক্ষ পাউণ্ড পশম, ১৫ লক্ষ বর্গ ফুট চামড়া, ২০ হাজার শূকরের চর্ব্বি ও লোম। রবার, লোহা, কাচ প্রভৃতি প্রয়োজনমত লাগে। তুলা, ভুট্টা, তিসি বা মসিনা, আক হইতে ঝোলা গুড় প্রভৃতির সাধারণ ব্যবহার আমরা করিই না। চিনির কলগুলি ঝোলা গুড় লইয়া বিপন্ন; তাহার ব্যবহার লইয়া গবেষণা চলিতেছে; যতদিন না এ বিষয়ে কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে, ততদিন ইহা লইয়া কি করা যায়, তাহা এক সমস্যা। অথচ ইহা কাজে লাগাইতে পারিলে চিনির দাম কমিতে পারে, আঁকের দাম বাড়িতে পারে।

তুলার রপ্তানী অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে; ১৯৩৫—৩৬ সালে ৭৭ কোটী টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছিল, চলতি বৎসর হয়ত মাত্র ১৭ কোটী টাকায় দাঁড়াইবে; উপরন্তু বিদেশী তুলার আমদানী যথাক্রমে ৫ কোটী হইতে ১৫ কোটী টাকা হইবে। এত তুলা লইয়া কি করা যায়, একটা সমস্যার কথা নয় কি? বেকার আসিলে তুলা চাষের পরামর্শ দিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে।

ভদ্রলোক শিক্ষিত বেকারকে যাঁহারা চাষের পরামর্শ দিবেন তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য ঐ সকল কর্ম্মীর স্বাস্থ্য মাঠের আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দিন। যাহাতে এই কার্য্যে রুচি আসে তাহার মতন করিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে। মৃত্তিকার গুণাগুণ, বীজের পরিচয়, সস্তার সার, অসময়ে ফসল উৎপাদন, উদ্বৃত্ত মালের লাভজনক পরিণতি, যথারীতি

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট (২)

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট সম্বন্ধে আমরা গত সপ্তাহে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। উহার বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে উহাতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য একপ্রকার কিছুই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়টাই একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজ অর্থে আমরা কি বুঝি তাহারই উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গলা দেশে আবাদযোগ্য জমির অধিকাংশই আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আবাদী জমির পরিমান বৃদ্ধি দ্বারা এদেশের দ্রুত বর্দ্ধনশীল জনসমষ্টির ডাল ভাতের ব্যবস্থা করিবার বেশী সুযোগ নাই। ফলে বর্ত্তমানে যে জমিতে চাষাবাদ হয় তাহাতে উন্নততর প্রণালীর কৃষিকার্য্যের দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া এদেশবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে প্রতি বিঘা জমিতে যে পরিমান ধান, পাট, ইক্ষু, সরিষা প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হয় উন্নততর কৃষিব্যবস্থার দ্বারা উহার পরিমান যদি অন্ততঃ দ্বিগুন বৰ্দ্ধিত করা যায় তাহা হইলে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য যে কৃষকের অভাব বহুলাংশে নিবারিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে আরও একটি বড় কাজ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষক যে ফসল উৎপন্ন করে তাহার কতকাংশ তাহার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় হয় এবং বাকী অংশ সে বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু দেশে পন্যদ্রব্য বিক্রয়ের এবং চাহিদার তুলনায় উৎপাদন নিয়ন্ত্রনের সুব্যবস্থা না থাকার দরুণ কৃষক তাহার ফসলের জন্য উপযুক্ত মত মূল্য পায় না। যদি এই সব বিষয়ে উপযুক্ত বিলি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলেও কৃষকের আয় বহুলাংশে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমানে কৃষক উন্নততর ধরণের কৃষিকার্য্য চালাইবার জন্য মূলধনের সুবিধা পায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাও কৃষককে অত্যধিক সুদ দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। কৃষকের পক্ষে প্রয়োজনের সময়ে যদি অল্পসুদে তাহাকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেও তাহার আয় অনেক বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। এই কারণে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং সহজলভ্য কৃষিঋণের ব্যবস্থাকে আমরা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি। কৃষির পরেই শিল্প দেশের ধনসম্পদবৃদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। দেশে যে কাঁচামাল উৎপন্ন হয় তাহা নামমাত্র মূল্যে বাহিরে চালান হয় এবং এই সব জিনিষের দ্বারাই বিদেশে যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা এদেশে চতুর্গুণ মূল্যে আমদানী হইয়া থাকে। দেশে শিল্পের প্রসার দ্বারা যদি দেশের ভিতরেই কাঁচা মালকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে দেশ হইতে যে অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা দেশের ভিতরে সংরক্ষিত হওয়ার দরুণ কৃষক অকৃষক সকলেই উপকৃত হইতে পারে এবং দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা বহুলাংশে মন্দীভূত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় কৃষকেরও সকল দিক দিয়াই লাভ। কারণ শিল্পের প্রসার হইলে আজ যাহারা নিরুপায় হইয়া কোনও প্রকারে জমি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে কৃষি ছাড়িয়া শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং এজন্য জমি লইয়া আর এত কাড়াকাড়ি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কৃষক নিজে অবসর সময়ে ছোটখাট শিল্পের দ্বারা আয়বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং শিল্পের উন্নতিও দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা।

দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে এই সব অত্যাবশ্যকীয় কাজের জন্য এক প্রকার কিছুই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা হইতেছে না—অথচ কতকগুলি ব্যয়বহুল ও আপাতঃ মনোরম কাজের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের বাহবা লাভের চেষ্টা হইতেছে। প্রথমতঃ শিল্পের কথাই বলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার বহু প্রকার শিল্পের প্রসারের সুযোগ রহিয়াছে। বেসরকারী মহল হইতে এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কাজ কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে নূতন শাসনতন্ত্রের ফলে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা আসার দরুণ এই দিক দিয়া কিছু কাজ হইবে। কিন্তু গত দুই বৎসরে এই দিকে কিছুই কাজ হয় নাই এবং আগামী বৎসরেও এই সম্পর্কে কোন কাজ হওয়ার আশা নাই। বাঙ্গলা দেশে কতকগুলি লবণ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রদেশে লবণ শিল্পের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীগণও অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এই শিল্পের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেছেন না। গত বৎসর উঁহারা চট্টগ্রাম ট্রেডিং কোম্পানী নামক একটী কোম্পানীকে, ১২ হাজার টাকা দিবেন বরাদ্দ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিতে না পারায় উহাদিগকে আর ঐ টাকা দেওয়া হয় নাই। এবারও ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। কিন্তু সুন্দরবনে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপনের জন্যই এই অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যে কয়েকটী লবণ কোম্পানী লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছে—অথচ প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না বাঙ্গলা সরকার তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বাঙ্গলা দেশের ছোটখাট শিল্পগুলির সম্বন্ধেও বাঙ্গলা সরকার অনুরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন নামে যে আইন পাশ হয় তাহার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা সরকার মাত্র ৫০ হাজার টাকার মত ধার

বিক্রয়ের ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রভৃতি চাষের সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে।

এত বড় কৃষিপ্রধান দেশ, আজ পর্য্যন্ত তাহাতে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু এই বিদ্যা দান করিবার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তাহা অত্যন্ত উদ্ভট। যাঁহারা মাঠ দেখেন নাই, ধান, গম যব গাছের বিভেদ জানেন না, দেশী কুমড়া, লাউ শসা ও বিলাতী কুমড়া গাছের সকলগুলাই এক তালিকা জানেন কোন সময়ের কোন চাষ করিতে হয় বলিলে "চার্ট" (Chart) দেখিতে ছোটেন, আমেরিকা, রুশ প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যুতিক সাহায্য লইয়া কি ভাবে সহস্র সহস্র একর একসঙ্গে চাষ করিতেছে, তাহা জানেন কিন্তু গরু দিয়া হাল দিতে হইলে কত জমি কত সময়ে এবং কি খরচায় হইতে পারে, তাহা জানেন না, গাছের পোকা প্রভৃতি নাশ করিতে পরামর্শ চাহিলে যাঁহারা "কৃষি রোগ চিকিৎসা বিধান" পাঠ করিতে বসেন, তাঁহারাই ভারতের কৃষি বিদ্যার "অধ্যাপক" (Professor) ! কাজেই যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

এখন হইতে সকল দিকে নজর দিয়া ভিত ভাল করিয়া পত্তন করা যায়, আমার বিশ্বাস, পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতে কৃষির দ্বারা ভদ্র শিক্ষিত বেকারের লাভজনক ব্যবসা সম্ভব হইবে—নচেৎ নহে।

দিয়াছেন। আগামী বৎসরের জন্যও এই পরিমাণ টাকাই বরাদ্দ করা হইয়াছে। অথচ এই কাজের জন্য বাঙ্গলা সরকার যদি ২০।৩০ লক্ষ টাকা ধার দিবার জন্য বরাদ্দ করিতেন তাহা হইলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হইত না। বাঙ্গলা সরকারের যে শিল্প বিভাগ রহিয়াছে তাহাতেও বৎসরে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইয়া থাকে—অথচ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া কৃষি বিভাগের পরে এই বিভাগেই গবর্ণমেন্টের সব চেয়ে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। বাঙ্গলা দেশে তাঁত শিল্পের প্রসারের জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে বৎসর বৎসর ৯৬ হাজার টাকা করিয়া পাইতেছেন। কিন্তু উহা দ্বারা বাঙ্গলার তাঁত শিল্পের যে কি উন্নতি হইতেছে তাহা দেশবাসী কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। রেশম শিল্পের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে অর্থব্যয় করিতেছেন তাহার মধ্যেও বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকার মত ভারত সরকার সরবরাহ করিতেছেন। মোটের উপর শিল্পের উন্নতির জন্য বাঙ্গলা সরকার গত দুই বৎসরে যে কাজ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত নগণ্য। আগামী বৎসরেও এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অবশ্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে বলা হইতেছে যে বাঙ্গলায় শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে তৎপর গবর্ণমেন্ট এই দিকে কিছু কাজ করিবেন। কিন্তু গত দুই বৎসর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে তাঁহারা যে প্রকার কৃপণ মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতে বাঙ্গলা সরকারের মারফতে শিল্পের প্রসারের পক্ষে যে বিশেষ কিছু কাজ হইবে তাহা মনে হয় না।

কৃষির মারফতে দেশের জনসাধারণের আয়বৃদ্ধির ব্যাপারেও গবর্ণমেন্ট অমার্জ্জনীয় উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন। ঋণসালিশী আইনের দ্বারা কৃষকের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ উল্লেখযোগ্য-ভাবে কমাইয়া দেওয়া হইতেছে বটে। কিন্তু এই ব্যাপারে বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেন্টের আরব্ধ কাজই সম্পূর্ণ করিতেছেন। এতদ্‌ব্যতিরিক্ত কৃষকগণকে প্রয়োজনের সময়ে ঋণদানের ব্যাপারে বর্ত্তমান গভর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশের কৃষিঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলের নিকট যে পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন তদনুসারে কাজ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে এবারকার বাজেটে কিছু অর্থের বরাদ্দ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু বাজেটে তাহার সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় এই সম্বন্ধে যে দুই চার কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেও উক্ত পরিকল্পনাটী বাঙ্গলা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহা বুঝা গেল না। অবশ্য বন্যাক্লিষ্ট কৃষকদের সাহায্যের জন্য বর্ত্তমান বৎসরে গভর্ণমেন্ট ৫০ লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরও ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য বাজেটে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের আয়বৃদ্ধিজনক কাজের সাহায্যের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয় নাই—কৃষকের নিত্যনৈমিত্তিক খাই খোরাকীর জন্যই এই ঋণ দেওয়া হইয়াছে। উহার ফলে অনেক কৃষক অনশনে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে বটে। কিন্তু কৃষকের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য তাহাকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা যদি না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার প্রতি বৎসর কৃষককে ৫০ কোটী টাকা ঋণ দিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। কৃষক যাহাতে তাহার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে তৎপক্ষেও বাজেট হইতে গবর্ণমেন্টের কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। চলতি বৎসরের বাজেটে বাঙ্গলা সরকারের আয় হইতে পাট সম্বন্ধে একটী সেন্সাস গ্রহণের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং বিধিবদ্ধ বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু চলতি বৎসরে প্রথম দফায় ৩৩ হাজার টাকা মাত্র ব্যয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় এক পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই। আগামী বৎসরে কৃষি বিভাগের জন্য যে সমস্ত নূতন ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে মার্কেটিং বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা এবং কৃষি বিভাগের একটী তথ্য তালিকা সংগ্রহ বিভাগেয় জন্য সাড়ে ষোল শত টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্যে ৭৩ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল—কিন্তু কার্য্যতঃ এই উদ্দেশ্যে ২৩ হাজার টাকা মাত্র ব্যয় করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে এজন্য এক পয়সাও বরাদ্দ ধরা হয় নাই। এই সব বিবরণ হইতে কৃষক যাহাতে পাট প্রভৃতি ফসলের জন্য উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতে পারে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেন্ট কি প্রকার শোচনীয় উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন এবং আগামী বৎসরে কৃষক সমাজ এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কতটা সাহায্য আশা করিতে পারে তাহা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়।

বাজেটে ব্যয়ের বরাদ্দ হইতে কৃষিঋণ প্রদান এবং কৃষিজাত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সমস্যার ন্যায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারেও গবর্ণমেন্টের অনুরূপ উপেক্ষা প্রমাণিত হয়। সেচ কার্য্যের প্রসার দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি উল্লেখ যোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট ঋণ হইতে গৃহীত অর্থ দ্বারা এবং চলতি রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা—এই দুই ভাবেই সেচ কার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। গত দুই বৎসরে বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে সেচ কার্য্যের প্রসারের জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করেন নাই। আগামী বৎসরেও এই কাজের জন্য কোন ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব হয় নাই। চলতি রাজস্ব হইতে ব্যয় সম্বন্ধেও নিতান্ত কার্পণ্য প্রদর্শন করা হইতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ভারত সরকারের প্রদত্ত অর্থে সেচ কার্য্যের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ এই ব্যাপারে ভারত সরকার কর্ত্তৃক বরাবর উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে তথাকথিত প্রজা-হিতৈষী গবর্ণমেন্টও এই বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চেষ্ট রহিয়া-ছেন। সেচকার্য্য ছাড়া ফসলের ফলন সম্বন্ধে গবেষণা, উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ, জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার প্রয়োগ, জমিতে কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা দ্বারাও জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু এই সব ব্যাপারের অনেকগুলি এই পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টিই আকৃষ্ট করে নাই। যে সব বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতেও এত কম টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে যে উহার ফলে সমস্যার কিছুই প্রতিকার হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে বাঙ্গলা দেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য আগামী বৎসরে মাত্র ৩৭ শত টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

এক কথায়—গত দুই বৎসরে দেশে শিল্পের প্রসার, ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি, কৃষিঋণ সরবরাহ, কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ইত্যাদি ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য বাঙ্গলা সরকার এক প্রকার কিছুই কাজ করেন নাই। আগামী বৎসরেও এই সব কাজের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই অর্থব্যয় হইবে না। অথচ সরকারী বাড়ীঘর নির্ম্মাণ এবং বিশেষ বিশেষ দলের তুষ্টির জন্য কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার পরেও যদি বাঙ্গলা সরকার একথা বলেন যে দেশের জন সাধারণের হিত লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন তাহা হইলে বলিব যে উহারা দেশবাসীকে নিতান্ত বোকা ঠাওরাইয়াছেন। উহাদের এই ফাঁকি যে অল্পদিনের মধ্যেই দেশবাসীর কাছে ধরা পড়িবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক সরকার সমূহের বাজেট

নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত এক দিকে শাসনকার্য্যে অনুচিত ব্যয় বাহুল্য এবং অপর দিকে আয় হ্রাস প্রভৃতি কারণে এদেশে অনেক প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থাই চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছিল। কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট তাঁহাদের অনেকেরই বিস্তর ঋণ জমিয়া গিয়াছিল। ফলে বাৎসরিক খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ও ঋণের সুদ যোগাইয়া তাঁহাদের পক্ষে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্যার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি নূতন নির্দ্দেশ প্রদান করেন। সে অনুসারে কয়েকটি প্রদেশের ঋণ মুকুব করিয়া দেওয়া হয়। কতিপয় বৎসরের জন্য কয়েকটী প্রদেশকে বাৎসরিক অর্থসাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হয়। অধিকন্তু বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম প্রদেশকে পাট শুল্কের আরও শতকরা ১২½ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যবস্থা সাধিত হওয়ার ফলে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে নূতন স্বায়ত্বশাসন সুরু হওয়ার সময় ভারতের প্রাদেশিক সরকার সমূহ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

এই অবস্থায় নূতন স্বায়ত্বশাসনের আমলে প্রাদেশিক সরকার সমূহ তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা উন্নত রাখিয়া চলিতে পারিবেন বলিয়া প্রথমতঃ আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু গত ২।৩ বৎসরের কার্য্যগতি লক্ষ্য করিয়া তাহা এক্ষণে কার্য্যতঃ সম্ভবপর নহে বলিয়াই মনে হইতেছে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রথম অবস্থায় ঐ বাবদ প্রাদেশিক সরকার সমূহের আনুসঙ্গিক খরচপত্র বাড়িয়াছে। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের জনসাধারণ ভূমিরাজস্ব প্রভৃতির দিক দিয়া বকেয়া কর মুকুব ও বর্ত্তমান কর হ্রাসের দাবী করিতেছে অপরদিকে তেমনই মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে নিজেদের দায়িত্ব পালন ও জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য জাতিগঠন মূলক কার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইতেছে। কিন্তু এদেশে প্রাদেশিক সরকার সমূহের আয় সাধারণতঃ খুব স্বল্প। আয় বাড়াইবার সুযোগ সুবিধাও খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাঁহাদিগকে বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়া যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টকেই বেশী অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। দেশের অগণিত জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসন কার্য্য চালাইবার মহান সঙ্কল্প নিয়াই কংগ্রেস বর্ত্তমানে ভারতের আটটী প্রদেশের মন্ত্রীত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার সমূহের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ঐ বিষয়ে তাঁহাদের পক্ষে সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না। জাতি গঠন মূলক কার্য্যে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিবার জন্য তাঁহারা শাসন পরিচালনার বিভিন্ন দিকে পূর্ব্বেকার অবান্তর ব্যয় বহর অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে যে অর্থ বাঁচিয়াছে তাহা কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক কার্য্যনীতি অনুসরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার উপর কোন কোন কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট ভূমি রাজস্ব অধিক পরিমাণে মুকুব করিয়া দেওয়ায় এবং কোন কোন গভর্ণমেন্ট ব্যাপক ভাবে মাদক বর্জ্জনের কার্য্য অবলম্বন করায় ঐ দুই দিক দিয়াই পূর্ব্বেকার তুলনায় প্রাপ্তব্য সরকারী রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহারা বর্ত্তমানে আয় বৃদ্ধির জন্য নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। নূতন শাসন তন্ত্রের বিধান অনুসারে প্রাদেশিক সরকার সমূহ প্রয়োজন বোধে সাধারণের নিকট হইতে ঋণ তুলিবার যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন কোন কোন গভর্ণমেন্ট এক্ষণে তাহাই কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া এখনও যেখানে প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই এবং লোকের ভিতর আর্থিক অস্বচ্ছলতার ভাব যেখানে খুবই প্রত্যক্ষ সেখানে কর নির্দ্ধারণ করিয়া বেশী পরিমাণ আয় বৃদ্ধির সুবিধা বাস্তবিকই সঙ্কীর্ণ। নিয়মিত সুদ পরিশোধ করিবার উপযোগী অর্থ সংস্থান করা যেস্থলে কঠিন সেস্থলে প্রচুর পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিবার সুযোগই বা কোথায়? কাজেই কংগ্রেসী প্রদেশগুলি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আর তেমন বাড়াইতে পারিতেছেন না। ফলে জাতি গঠন মূলক কার্য্য ধারাকে একটা সুসঙ্গত গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়াও কোন কোন প্রদেশের সরকারী বাজেটে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইয়া ঘাটতি পড়িতেছে। কোন কোন প্রদেশ হয়তঃ বা কায়ক্লেশে আয় ব্যয়ের ভিতর একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন। যে ২।৩টী প্রদেশে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে সেখানেও অনেকটা অনুরূপ অবস্থাই সৃষ্টি হইতেছে। ঐসব প্রদেশের বর্ত্তমান মন্ত্রী সভা অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রীত্বের গদি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে সহজে জনপ্রিয়তা লাভের আশায় নানাদিকে সরকারী ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন ফলে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে সরকারী রাজস্বের যে ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহা উহারই দৃষ্টান্ত।

কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট সমূহের মধ্যে বোম্বাই মাদ্রাজ ও বিহার সরকারের বাজেট সম্প্রতি পেশ করা হইয়াছে। উহাদের তিনটিই হইতেছে ঘাটতি বাজেট। বোম্বাই সরকারের বাজেট বরাদ্দে আগামী ১৯৩৯-৪০ সালের জন্য রাজস্বের খাতে সরকারী আয় ধরা হইয়াছে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে

১২ কৌটি ৮৩ লক্ষ টাকা।। কাজেই আগামী বর্ষে ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। বিহার সরকারের অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে রাজস্বের হিসাবে ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অপর দিকে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ইহাতে রাজস্বের খাতে বৎসর শেষে ৭৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। মাদ্রাজ সরকারের আগামী বৎসরের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে রাজস্বের খাতে মাদ্রাজ সরকারের ১৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। সেস্থলে ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

উপরে যে তিনটী প্রদেশের সরকারী বাজেটের উল্লেখ করা হইল তাহাদের প্রত্যেকটীতেই বর্ত্তমানে মাদক বর্জ্জনের কার্য্যনীতি চলিতেছে। কংগ্রেস প্রথম হইতেই এদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের আমলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা এবিষয়ে কার্য্যকরী নীতি অবলম্বন সম্বন্ধে জোর দিতেছেন। মাদ্রাজের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা প্রথম বৎসরেই সালেম অঞ্চলে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। আগামী বৎসরে মোট ৪টী জিলায় ঐরূপ আন্দোলন চালাইবার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। বোম্বাই এবং বিহার প্রদেশের গভর্ণমেণ্টও ইতিমধ্যে মাদক বর্জ্জনের কার্য্যনীতি আরম্ভ করিয়াছেন। আগামী বৎসর এবিষয়ে আরও জোর দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এইরূপভাবে মাদক বর্জ্জনের কার্য্য চালাইবার ফলে আগামী বৎসর প্রাপ্তব্য রাজস্বের হিসাবে মাদ্রাজ সরকারের ৬৫ লক্ষ টাকা, বিহার সরকারের ১০ লক্ষ টাকা এবং বোম্বাই সরকারের ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে।

মাদক বর্জ্জন নীতির ফলে আয় কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আগামী বৎসরের জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বিহার প্রদেশের সরকার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি পরিকল্পনা অনুসারে সাধ্যোচিত ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। মাদ্রাজে আগামী বৎসর কৃষিঋণ মোচন কার্য্যে ৭৫ লক্ষ টাকা এবং সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে ঋণ প্রদান বাবদ আরও ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। তাহা ছাড়া অন্যান্য দিকে পূর্ব্বের ন্যায় ছোট খাট ব্যয় বরাদ্দও রহিয়াছে। বোম্বাই সরকার প্রথম হইতেই পল্লী উন্নয়ন বাবদ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন এবৎসর তাহারা ঐ বাবদ অতিরিক্ত আরও ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহাছাড়া অনেক দিকে এবৎসরের চলতি ব্যয়ের অঙ্ক আগামী বৎসয়ের জন্য বলবৎ রাখা হইয়াছে। বিহার সরকার চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরের হিসাবে শিক্ষা বাবদ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, চিকিৎসা বাবদ ২ লক্ষ টাকা, জনস্বাস্থ্য বাবদ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, কৃষি বাবদ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। তাহাছাড়া বিহার সরকার তাঁহাদের স্বল্প আয় নিয়াও আগামী বৎসরের জন্য দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা কার্য্যকরী ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ স্কীম অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত করিয়া শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধনে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে।

মাদক বর্জ্জন কার্য্য পরিচালনা ও কৃষিশিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ার ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার আগামী বৎসরের জন্য বাজেটে নূতন কর ধার্য্য করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে বিদ্যুতের উপর কর, তুলা ও রেশম বস্ত্রের উপর বিক্রয় কর, বোম্বাই ও আমেদাবাদ সহরে জমি বাড়ীর মালিকদের উপর কর এবং শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার উপর কর ধার্য্য হইবে। মাদ্রাজ সরকার আগামী বৎসরের জন্য তামাকের উপর কর, নির্দ্ধারিত কতিপয় শ্রেণীর জিনিষের উপর বিক্রয় কর এবং আমোদ কর ধার্য্য করিবেন বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। বিহার সরকার এবারের বাজেটে কোন নূতন কর বসাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন নাই। তবে গত বৎসর তাঁহারা কৃষিজাত আয়ের উপর যে কর বসাইয়াছিলেন তাহাতে আগামী বৎসর ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কর নির্দ্ধারণ ছাড়া মাদ্রাজ সরকার আগামী বৎসর দেড় কোটি টাকা ঋণ তুলিবেন বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

বাজেট বরাদ্দে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত লক্ষ্য করিয়া কোন গভর্ণমেণ্টের রচিত বাজেটের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি বিবেচনা করা যায় না। কোন গভর্ণমেণ্ট নূতন কর বসাইয়া আয় বাড়াইতে স্বচেষ্ট হইলে কিংবা ঋণ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহের পন্থা অবলম্বন করিলে উহা দেখিয়াই তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া চলেনা। এদেশে বর্ত্তমানে ব্যাপক আকারে জাতি গঠন মূলক কার্য্য চালাইয়া জাতির আথিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিকে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারীভাবে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনই উহার বিহিত পন্থা। এই অবস্থায় আজ যে প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট যত ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য লইয়া ঐ বিষয় কার্য্যে ব্রতী হইবেন সাধারণের নিকট ততই তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা প্রমাণিত হইবে। এজন্য সমর্থ ব্যক্তিদের উপর নূতন কর বসিলে কিংবা গভর্ণমেণ্ট সমূহকে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হইলেই তাহা দোষের নহে। তবে অকারণ খরচ পত্রের জন্য ঐরূপ কর নির্দ্ধারণের ও ঋণ গ্রহণের নীতি অবলম্বিত না হয় তাহা দেখা দরকার। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বিহার প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার মাদক বর্জ্জন ও অন্য জাতি গঠন মূলক কার্য্য চালাইবার জন্য বর্ত্তমানে যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার পিছনে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনে তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ বর্ত্তমান। আর সে হিসাবে সরকারী আয় বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা বিবেচনাসম্মত নীতিতে নূতন কর নির্দ্ধারণের যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সমর্থন যোগ্য।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাপানের বীমা কোম্পানী সমূহের সঙ্কট

চীন দেশের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে জাপানী বীমা কোম্পানীগুলির উপর মৃত্যু বাবদ দাবীর পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তজ্জন্য উহাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। যে সম্ভবপর মৃত্যু হার ধরিয়া কোম্পানীগুলি বীমার কাজ চালাইয়া আসিতেছে যুদ্ধের জন্য তাহার চেয়ে অনেক বেশী মৃত্যু ঘটিতেছে এবং ব্যবসায়ে বীমা কোম্পানীগুলির সমূহ ক্ষতি দাঁড়াইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। জাপানে কোম্পানীর কাগজের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় কোম্পানীগুলির অসুবিধা অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় জাপানের জীবনবীমা কোম্পানী সমিতি সম্প্রতি জাপান গবর্ণমেণ্টকে ঐ সকল বীমা কোম্পানী সমূহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে এই অবস্থায় জাপানী গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ বীমা কোম্পানী সমূহকে যুদ্ধে নিহত পলিসি গ্রাহকদের পক্ষে উপস্থাপিত দাবীর জন্য একটা স্বতন্ত্র হিসাব রক্ষা করিবার অনুমতি দিবেন। তাহাছাড়া আইন অনুসারে বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানী সমূহকে যে নানারূপ তহবিল রক্ষা করিতে হয় বীমা ব্যবসায়ের কল্যাণার্থ সে সব কড়া ব্যবস্থাও কিছু কিছু শিথিল করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ইতালীয় বীমা কোম্পানী সমূহের আয়

গত ১৯৩৭ সালে ইতালীর মোট ৭৬টী বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে মোট ৩৩৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৮ হাজার লিরা। গত ১৯৩৬ সালের তুলনায় এই প্রকার আয় আলোচ্য বর্ষে শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ের দিক দিয়া সমস্ত কোম্পানীর মধ্যে এসিকোরাজিওনি জেনারেলি কোম্পানী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উহার মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে ৮০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৩ হাজার লিরা (৮৯ লিরা প্রায় ১৩।৵০ আনার সমান)।

মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বানিজ্য চুক্তির আলোচনা কার্য্যতঃ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে স্যার অবে মেটকাফ এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য এই চুক্তির যে খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন ভারত সরকার বর্ত্তমানে উহার প্রতীক্ষায় আছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে ভারতবাসীগণ বর্ত্তমানে যে সকল সুবিধা লাভ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা লাভের বিষয় উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত হইবে। এই চুক্তি শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই চুক্তির মূলে মিঃ জে, জে, সিংহ ও এন; আর চেকার নামক আমেরিকার দুইজন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে নিহিত আছে।

সুগার কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বলেন যে চিনি শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তিনি একটি সুগার কমিটি নিয়োগের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এতদিন পর্য্যন্ত টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের প্রতীক্ষা করা হইতেছিল কিন্তু উহা বিলম্বিত হওয়ায় বর্ত্তমানে শীঘ্রই একটি সুগার কমিটি নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে।

চায়ের সেস বৃদ্ধির প্রস্তাব

ভারত সরকার প্রতি একশত পাউণ্ড চায়ের উপর বর্ত্তমান একটাকা চারি আনা হার সেস বৃদ্ধি করিয়া উহা একটাকা ছয় আনায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়া কতিপয় চেম্বার অব কমার্সের মতামত চাহিয়া পাঠান হয়। সাউদার্ণ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স এক বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই সেসের হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা হইতেছে। ১৯৩৫ সালে উহা আট আনা হইতে বার আনায় পরিণত হয়; ১৯৩৭ সালে উহা বৃদ্ধি করিয়া এক টাকা চার আনায় পরিণত করা হয় সম্ভবতঃ উহার সর্ব্বোচ্চ হার শীঘ্রই দেড় টাকায় পরিণত করা হইবে। উক্ত চেম্বার অব কমার্স এই সেস্ বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন আপত্তি করেন নাই বটে তবে উল্লেখ করিয়াছেন যে চা-উৎপাদনকারী প্রত্যেক দেশেই এই অর্থের সুবিধা ভোগ করে অথচ তাহাদের সকলেই চা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে না।

হজযাত্রীদের ভাড়া

স্যার এ, এইচ গজনভী, ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আমেদ, স্যার সৈয়দ রেজা আলী ও কেন্দ্রীয় পরিষদের আরও কতিপয় মুস্লীম সদস্য হজ যাত্রীদের ভাড়ার অন্যায় প্রতিযোগিতা ও উহার সমতারক্ষা করা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় বিদেশী ব্যবসায়ীগণের অন্যায় প্রতিযোগিতায় যাহাতে প্রতিহত না হয় তৎসম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উক্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিমাণ

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উত্থাপন প্রসঙ্গে অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উল্লেখ করেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের

বেতনের খাতে বাঙ্গলা সরকারের প্রতি বৎসর ৬ কোটি ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়; তন্মধ্যে ২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার ব্যয় ভারত সচিব কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। একশত টাকার অনধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ২০ হাজার; একশত টাকা হইতে দুইশত টাকার অনধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য ৮১ লক্ষ ৯৫ হাজার; দুইশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকার অনধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য ১ কোটি ২৫ হাজার; পাঁচশত টাকা হইতে এক হাজার টাকার অনধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য ৬৯ লক্ষ ১৮ হাজার এবং এক হাজার টাকার উপর বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য ৭৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

পাটকল অর্ডিনান্স প্রত্যাহার

প্রকাশ বাঙ্গলা সরকার ১৯৩৮ সালের চটকল অর্ডিনান্স বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যাহার করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালেই সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার পাটকল গুলির কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উক্ত অর্ডিনান্স জারী করা হয়। উক্ত অর্ডিনান্সে পাটকলের কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পাটশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণের জন্য একটি এ্যাডভাইসরী বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা ছিল। গত ১০ই জানুয়ারী ভারতীয় চটকল সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত সমস্ত কলের মালিকগণ তাহাদের কার্য্যকাল ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। আগামী ১৫ই মার্চ্চ কিংবা তৎপূর্ব্বেই অন্যূন পাঁচ বৎসরের জন্য উক্ত চুক্তি বলবৎ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত চুক্তি অনুসারে বিশেষ কোন জরুরী প্রয়োজনের উদ্ভব না হইলে চটকলে ৪০ ঘণ্টা কাজ হইবে। জরুরী প্রয়োজন বশতঃ উহা ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিতে পারে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল চটকলের তাঁতের সংখ্যা ২২০ কিংবা তাহার নিম্নে তাহাতে সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ হইতে পারে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ধান চালের মূল্য

এদেশে ধান চালের মূল্য বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্স সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে তাহারা বলিতেছেন—কয়েকদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় ভারত সরকারের বানিজ্য সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁন এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে সম্প্রতি অনুসন্ধান ক্রমে যেরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে কোন কোন অঞ্চলের ধান চাউলের দর বৃদ্ধি পাইয়া লাভজনক হারে দাঁড়াইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলার ধান চাউলের দর সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই উক্তির কোন সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইবে না। চেম্বার যতদূর অবগত আছেন এ প্রদেশে প্রতি বিঘা জমিতে গড়ে ৬ মণ ধান উৎপন্ন হয়। আর প্রতি বিঘা জমি চাষ করিতে ১০ টাকার কম খরচ পড়ে না। সে হিসাবে প্রতি মণ ধানের দর ১॥৵০ আনা দাঁড়ায়। অপর দিকে ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতায় মোটা শ্রেণীর প্রতি মণ ধানের দর গড়ে ১৷৵০ আনা, কলমা শ্রেণীর দর ১॥৵০ আনা ও পাটনাই শ্রেণীর ধানের দর ১৷৶০ আনা ছিল। মফঃস্বলের ধানচাষীরা আসলে ঐ দামের চেয়ে আরও কম দামই পাইয়াছে। এই অবস্থায় বাণিজ্য সচিব কি ভাবে চাউলের দর ক্ষতিকর নহে বলিয়া মন্তব্য করিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তবে চেম্বার ইহা স্বীকার করেন যে সম্প্রতি ধানের দর পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে। উহার কারণ এই যে কিছুকাল যাবৎ বিদেশে ব্রহ্মদেশের চাউলের কাটতি বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ দেশের চাউলের দর কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশে সর্ব্বদাই বিপুল পরিমাণে ধান, চাউল মজুদ থাকে। যখনই বিদেশে ঐ চাউলের চাহিদা কমিয়া যায় তখনই ব্রহ্মদেশ এ দেশের বাজারে তাহা চালান দিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ হইতে ঐরূপ চালান আসিবার আশঙ্কা থাকার দরুণ কলিকাতায় চাউলের দর কম থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় গত ১৯৩৭ সালের ব্রহ্ম-ভারত ট্রেড রেগুলেশন অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকে ঐ প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য চেম্বার অনুরোধ করিয়াছেন।
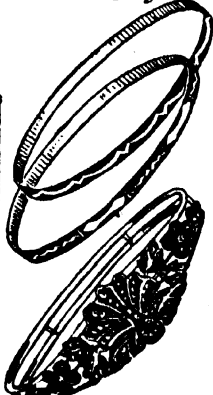
ইংলণ্ডের সিনেমা শিল্প

গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের সিনেমা গৃহগুলির টিকিট বিক্রয় করিয়া মোট ৫ কোটি পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৫০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড আমোদ কর বাবদ সরকারী তহবিলে গিয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রতি সপ্তাহে ২ কোটি ৩০ লক্ষ অর্থাৎ বৎসরে ১২০ কোটি দর্শক সিনেমা দেখিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের সিনেমা শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া পরোক্ষভাবে ঐ শিল্প দ্বারা আরও অনেক বেশী লোক নানাভাবে জীবিকার সংস্থান করিতেছে।

রাস্তা চলাচলে বিপদ

ইংলণ্ডে রাস্তাচলের সময় আকস্মিক বিপদে পড়িয়া ১৯৩৭ সালে ৬ হাজার ৫৯০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐরূপ ১৯৩৮ সালে ঐরূপ মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ হাজার ৫৯৫। ১৯৩৭ সালে রাস্তা চলাচলের সময় আকস্মিক বিপদে পড়িয়া ৫২ হাজার ৭১২ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। ১৯৩৮ সালে ঐরূপ আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার ২৭৭ জন। ১৯৩৭ সালে রাস্তা চলাচলের সময় সামান্যরূপ আহতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৪৩ জন। ১৯৩৮ সালে ঐরূপ আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৭৭।

জার্ম্মাণীতে বেকারের সংখ্যা

গত ১৯৩৮ সালের শেষে জার্ম্মাণীতে মোট কার্য্য নিযুক্তের সংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ছিল। মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। গত নবেম্বর মাসে বেকারের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ৫২ হাজার ছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সরকারী ব্যয়ে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ ও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ডিসেম্বর মাসে বেকারের সংখ্যা উক্তরূপ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮ সালের শেষে অষ্ট্রিয়া ও সুদেতান অঞ্চল লইয়া বৃহৎ জার্ম্মানীর মোট বেকার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ২৪ হাজার।

বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড

বাঙ্গলা সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়া বর্ত্তমান বৎসরের জন্য আর্থিক তদন্ত বোর্ড (বোর্ড অব্ ইকনমিক এন্কয়ারী) গঠন করিয়াছেন।—বেঙ্গল চেম্বার কমার্সের প্রতিনিধি স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল, বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্সের মিঃ এ সি সেন, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের মিঃ এ এল ওঝা, মুস্লিম চেম্বার অব্ কমার্সের মিঃ এস এ আফজল, মাড়ওয়ারী চেম্বার অব্ কমার্সের বাবু কেশব প্রসাদ গোয়েঙ্কা, বেঙ্গল মহাজন সভার মিঃ অশ্বিনী কুমার ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জে পি নিয়োগী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এইচ্ এল দে, কৃষি প্রতিনিধি খান বাহাদুর সৈয়দ মুজামুদ্দীন হুসেন ও মিঃ বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, শ্রম-প্রতিনিধি ডাঃ এ এম মল্লিক, মিঃ উপেন্দ্রনাথ এবদার, মিঃ আব্দুল করিম, অধ্যাপক পি সি মহলানাবিশ, মিঃ টি আই এম নুরন্নবি চৌধুরী আই সি এস। তাহা ছাড়া বাঙ্গলা সরকারের লেবর কমিশনার, ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ বিভাগের ডিরেক্টর, কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার, প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপকও এই কমিটীর সদস্য থাকিবেন। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ নীহার চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।
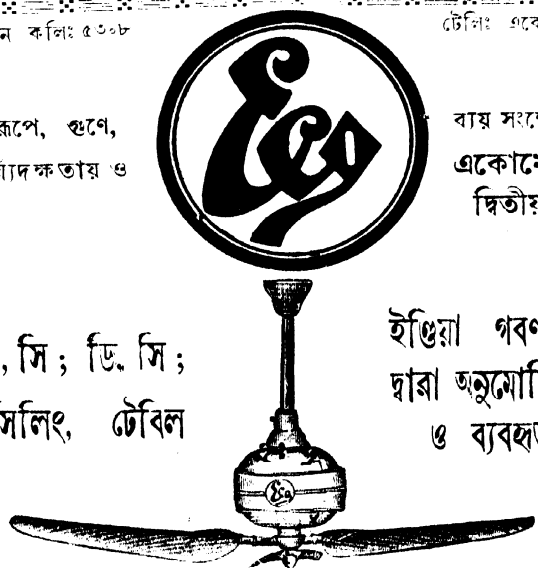
পৃথিবীতে স্বর্ণের উৎপাদন

গত ১৯৩১ সাল হইতে গত ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট কি পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপাদনের হার প্রতি বৎসর কি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার একটি বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

	মোট উৎপাদন	বাড়তির শতকরা হার
১৯৩১ সাল	২,২৪,০৫,০০০ আউন্স	
১৯৩২ ,,	২,৪৩,০১,০০০ ,,	৮·৫
১৯৩৩ ,,	২,৫৩,৩৫,০০০ ,,	৪·২
১৯৩৪ ,,	২,৭২,৯৫,০০০ ,,	৭·৩
১৯৩৫ ,,	২,৯৫,৬৯,০০০ ,,	৮·৩
১৯৩৬ ,,	৩,৩০,২২,০০০ ,,	১১·৭
১৯৩৭ ,,	৩,৪৭,৮৩,০০০ ,,	৫·৩
১৯৩৮ ,,	৩,৬৭,০০,০০০ ,,	৫·৬

ভারতে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা

গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই তিন মাসে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কত সংখ্যক শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইয়াছে, কোন প্রদেশে ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা কত ছিল এবং কোন প্রদেশে কত রোজের কাজ নষ্ট হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	ধর্ম্মঘটের সংখ্যা	ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা	রোজ নষ্ট
আসাম	২	১,৪১৪	৩,৩৯২
বাঙ্গলা	৪০	৩৩,৭৭৩	৪,১৩,৪১৬
বিহার	৮	১৫,১০০	১,৬২,৪৭৫
বোম্বাই	১১	১০,৭৫৮	৩,০৯,৩৭১
মধ্য প্রদেশ	৪	৩,৫১৬	২,৬৯,৮১৬
দিল্লী	...	...	...
মাদ্রাজ	১৮	১৮,৯৭৬	২,৪০,৯২৩
উড়িষ্যা	...	...	...
পাঞ্জাব	৪	৪৩৯	১,৬১৭
সিন্ধু	৪	৫৭২	১,৭৮৪
যুক্ত প্রদেশ	৩	৪৯,৪৯৭	১,৪৮,৭২৭
মোট	১০৫	১,৩৪,০৫৩	১৫,৫১,৫২২

ই, বি, রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি

সম্প্রতি ই, বি, রেলওয়ের লোক্যাল এ্যাডভাইসরী কমিটির সভায় জেনারেল ম্যানেজার ঘোষণা করেন যে গত ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত রেলওয়ের মোট ৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

জেনারেল ম্যানেজার আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে অন্যূন ৬৬ মাইল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থান সমূহের জন্য সকল শ্রেণীর কনসেসন রিটার্ণ টিকিটের ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় অবধান ভ্রমনের টিকিটেরও ব্যবস্থা হইবে। আগামী ৩১শে মার্চ্চ হইতে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত উক্ত টিকিট বিক্রয় করা হইবে।

কীট পতঙ্গের অত্যাচারের কাহিনী

সম্প্রতি ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের ডিরেক্টর কর্ণেল আর এন চোপড়া ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধ বিগ্রহ, বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এবং দুর্ভিক্ষে যে পরিমাণ জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট না হয় একমাত্র কীট পতঙ্গ দ্বারাই সম্ভবতঃ তাহার অধিক জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ হইয়া থাকে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে কীট পতঙ্গের অত্যাচারে প্রতি বৎসর কম পক্ষে প্রায় দুইশত কোটি টাকা ক্ষতি হয় এবং ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়। কীট পতঙ্গ সামাজিক ও আর্থিক জীবনের উন্নতির কতদূর পরিপন্থী তাহা উহাতেই প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর প্রস্তাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে আলোচনার নিমিত্ত কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। এই পরিষদের মতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ কার্য্যকরী করার জন্য আইন প্রণয়নের সুপারিশ এবং পরিকল্পনা গঠনের নিমিত্ত ৯ জন সদস্য লইয়া একটী কমিটি গঠন করা কর্ত্তব্য (ক) কৃষি জমির উপর চাষীর উর্দ্ধতন সমস্ত মালিকদের স্বত্ব এবং মৎস্য ব্যবসায়ের স্বত্ব খারিজ করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন (খ) এই প্রকারে স্বত্ব খারিজ করিয়া লইয়া যে আয় হইবে তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিয়োগ করা (যাহাতে প্রত্যেক গ্রামেই একটী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপিত হয়) এবং প্রত্যেক গ্রামে মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য ডিস্পেন্সারী স্থাপন করা (গ) বাকী উদ্বৃত্ত অর্থ ৯৯ বৎসরে পরিশোধের সর্ত্তে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানী কাগজে পরিবর্ত্তিত করা এবং তাহা নিম্নোক্ত বিষয়ে ব্যয় করা (১) পূর্ব্বোক্ত ভাবে জমির স্বত্ব দখল করার ফলে যে ক্ষতি হয় তাহা যথোপযুক্তভাবে ক্ষতি পূরণ করা (২) কৃষিঋণ পরিশোধের সর্ত্তে ঊর্দ্ধে শতকরা ৫ টাকা সুদের হারে কৃষকদিগকে ৫০ কোটী টাকা ঋণ প্রদান (৩) শস্য ও জমি বন্ধকে অল্প সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন (৪) প্রয়োজনমত হাজা-মজা নদী প্রভৃতির সংস্কার (৫) পাট এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের যথোচিত ব্যবস্থা (৬) এ প্রদেশের অনাবাদী জমিগুলি আবাদ করার জন্য কৃষকদিগকে সাহায্যের ব্যবস্থা (৭) কৃষি বিষয়ক ব্যবস্থা (৮) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অর্থ সাহায্যের জন্য শিল্প ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা (৯) দুর্ভিক্ষ ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তহবিল গঠন (১০) গ্রামে শিক্ষাভবন নির্ম্মাণ, ইউনিয়ন বোর্ড সমূহে চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ, গ্রামাঞ্চলে পুষ্করিণী ও কূপ খনন, এবং গ্রামে গোচারণ ভূমি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

সোডা এস্ তৈয়ারের কারখানা

ধ্রঙ্গধ্রা রাজ্যে সম্প্রতি সোডা এস ও অন্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারের জন্য একটী নূতন যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীটিকে সরকার নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। এই নূতন কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান ২৪ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। মেসার্স গোভান ব্রাদার্স লিমিটেড্ এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় শিল্প গবেষণা সমিতি

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার শিল্প বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত একটী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ডটী সাধারণভাবে শিল্প গবেষণা বিষয়ে পরামর্শ সমিতির কাজ করিবে। উহার কার্য্যধারা নিম্নরূপ হইবে :— (১) শিল্প গবেষণা বিষয়ে সরকারী শিল্প বিভাগকে পরামর্শ দেওয়ান এবং গবেষণার নূতন নূতন বিষয় নির্দ্ধারণ করা এবং বর্ত্তমানে নানাদিকে যেসব গবেষণার কাজ চলিতেছে তাহার সমন্বয় সাধন করা (২) বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় গবেষণার ধারা সম্বন্ধে শিল্প বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া (৩) শিল্প বিভাগের উপস্থাপিত গবেষণার স্কীম সমূহ বিবেচনা করিয়া দেখা (৪) সরকারীভাবে কিংবা সরকার অর্থ সাহায্যে যেসব শিল্প গবেষণা পরিচালিত হয় তাহার ফলাফল বিচার করা এবং ঐসব পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়া উপরোক্ত শিল্প গবেষণা বোর্ডটী গঠিত হইয়াছে :—বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর (চেয়ারম্যান), কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পি, এন, ঘোষ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক জে, সি, ঘোষ, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের চীফ কেমিষ্ট ডাঃ ডাব্লিউ, জি, ম্যাক্‌মিলান, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের একজন প্রতিনিধি, মুস্লিম চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি মিঃ ই, এস, আব্দুল কাদের, বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বারের প্রতিনিধি মিঃ জে, এন, লাহিড়ি, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি মিঃ এ, এল, ওঝা, বাঙ্গলা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ এ, করিম, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভে কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ জে, এন, সেনগুপ্ত, বাঙ্গলা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট ডাঃ আর, এল, দত্ত (সেক্রেটারী)

জার্ম্মাণীর রপ্তানী বাণিজ্যে মন্দা

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর গত ১৯৩৮ সালের বহির্বাণিজ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়া ঐ দেশের মন্দা দেখা যাইতেছে। গত মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রীয়া ও অক্টোবর মাসে সুদেতান অঞ্চল জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ দেশ লইয়াও ১৯৩৮ সালে জার্ম্মাণীর রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া মোট ৪৬ কোটি ৯৯ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অপর দিকে জার্ম্মাণীর আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য এবার বাড়িয়া ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালে আমদানীর তুলনায় জার্ম্মাণীর রপ্তানী বেশী হওয়ায় রপ্তানী আধিক্য হইয়াছিল ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালে সেই স্থলে রপ্তানীর তুলনায়

৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ আমদানীর আধিক্য হইয়াছে। বেশী পরিমাণ কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্য আমদানীর দরুণই ঐরূপ আধিক্য দাঁড়াইয়াছে।

খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার

ইংলণ্ডে যে সব লোক ৭০ বৎসর কাল জীবন ধারণ করে গড়ে তাহারা প্রত্যেকে ঐ সময় মধ্যে কি পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে সম্প্রতি একজন বিশেষজ্ঞ তৎসম্বন্ধে সংখ্যাতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিশেষজ্ঞের মতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে সাধারণতঃ এক জন লোকের মোট ৭০ টন পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় প্রয়োজন হয়। পানীয়ের ভাগ বস্তুতঃ পক্ষে উহার অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী। উক্ত পানীয়ের মধ্যে ২৭ টন পরিমাণ হইতেছে জল, ৮ টন হইতেছে মদ এবং ৬ টন হইতেছে দুধ। ৭০ বৎসর কাল জীবন ধারণ করিবার পক্ষে পানীয় ছাড়া অন্য খাদ্যের মধ্যে একজন লোকের সাধারণতঃ ৬ টন রুটি, ৬ টন মাংস, ৪॥ টন আলু, অন্য তরিতরকারি ২॥ টন, ডিম ৩ টন, মাখন ১॥ টন, চিনি ১॥ টন ও ফলের মোরাব্বা ১ টন। উপরোক্ত বিশেষজ্ঞের মতে গড়ে প্রতিটি লোক (ধূমপানের অভ্যাস থাকিলে) ১৫ বৎসর বয়স হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ ১০টী সিগারেট হিসাবে মোট ২ লক্ষ সিগারেট ব্যবহার করে। আর সেজন্য ৬৫০টী দিয়াশলাই বাক্স ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তাহাছাড়া যে সব লোক ৭০ বৎসর কাল জীবন ধারণ করে তাহাদের প্রতিজনের জন্য গড়ে মোট ৩০০ চামড়া পরিমিত চামড়ার জুতা ও ২৪০ ডজন রেজরের ব্লেড্ খরচ হয়।

রাশিয়ায় গমের উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রকাশ, রাশিয়াতে বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগে জনসাধারণের ভিতর বিনা মূল্যে রুটি বিতরণ সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা গৃহীত হইবে। রাশিয়ায় যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত কৃষি ফার্ম্মগুলিতে বর্ত্তমানে বিস্তর পরিমাণ গম উৎপন্ন হইতেছে। ফলে বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম ইউরোপের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যেরূপ বিনা মূল্যে জল সরবরাহ করিয়া থাকে অদূর ভবিষ্যতে সেইরূপ রাশিয়ায় বিনা মূল্যে জনসাধারণের ভিতর রুটি বিতরণ করা সম্ভবপর হইবে। তবে লোকের ব্যবহার্য্য রুটির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহারই অনুপাত হারে সম্ভবপর পরিমাণ উহা বিতরিত হইবে। বিনা মূল্যে রুটি পাওয়ার সুবিধা হইলে লোকের ঐ বাবদ খরচা বাঁচিয়া যাইবে। আর লোকে তাহাতে অধিকতর পরিমাণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করিতে পারিবে।

রাশিয়াতে বর্ত্তমান সময় লোকে অবৈতনিক শিক্ষা ও বিনা মূল্যে চিকিৎসাদি পাইতেছে। সেখানে একবার টেলিফোনের যন্ত্র ক্রয় করিলে পরে ঐ বাবদ আর কোনরূপ ব্যয় বহন করিতে হয় না। বিদ্যুতের আলোও অনেক পরিমাণ বিনা মূল্যেই পাওয়া যায়।

ভারতের ইস্পাত শিল্প

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডের উদ্যোগে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে জে ঘাণ্ডি ভারতের ইস্পাত শিল্প ও তাহাতে যুবকগণের কার্য্য সংস্থানের সুযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম দেওয়া হইল :—খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যে এদেশে ইস্পাত তৈয়ার আরম্ভ হয় তাহারও প্রমাণ আছে। ভারতে ইস্পাত শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরলোকগত মিঃ জে এন টাটা ও বিখ্যাত বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিদ পরলোকগত মিঃ পি এন বসুর চেষ্টাতেই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর কারখানায় শ্রমিকগণ সহ ২৮ হাজার ৬ শত ৭৪ জন লোক কাজ করিতেছে। অন্যান্য স্থানে যে সকল ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের ধরিলে ঐ সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার হইবে। ইহা হইতে অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে চাকুরী সংস্থানের সুবিধা যে অধিক তাহা বুঝা যায়। ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষনা ও ধাতু সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। উহা ছাড়া ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের পক্ষে এই শ্রেণীর বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হওয়া সহজসাধ্য নহে। এই অবস্থায় টাটা কোম্পানী জামসেদপুরে 'নিউ কণ্ট্রোল এণ্ড রিসার্চ্চ লেবরেটরী' প্রতিষ্ঠা করেন। ধাতুবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে শুধু গবেষণা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে না, এই জন্য কোম্পানী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষানবীশদের জন্য একটী টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। ইস্পাত শিল্পের কোন দিকে কর্ম্ম নিযুক্ত থাকিয়া কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতে হইলে উপরোক্ত ধরণের ব্যবহারিক শিক্ষা খুব সহায়ক হয়।

মাদ্রাজে তাসের আমদানী

সম্প্রতি মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্যের প্রশ্নোত্তর সরকার পক্ষের মুখপাত্র বলেন যে, ১৯৩৭-৩৮ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার তাস আমদানী হইয়াছে।

ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এ্যাণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ টি চ্যাপম্যান মর্টিমার ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও বাঙ্গলার স্থান সম্পর্কে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের কালক্রম তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ দ্বিতীয় ১৯০৩ হইতে ১০৩১ এবং তৃতীয় বর্ত্তমান কাল। প্রথমোক্ত দুইটি কালক্রমের বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা অতিশয় সঙ্কটজনক। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অতীতের ন্যায় পরস্পর সহযোগিতায় ও সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া একত্রে কাজ না করিলে এই সঙ্কট হইতে শীঘ্র উদ্ধার লাভ করিবার আশা নাই। অতঃপর বক্তা বলেন যে, বেকার সমস্যা ও অতি উৎপাদন সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি সম্ভব নহে। অতঃপর তিনি লৌহ শিল্প, পাট শিল্প, ও যৌথ কোম্পানী সমূহ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া বলেন, দেশের শিল্পোন্নতি উপর গবর্ণমেণ্টের নীতির প্রভাব বহুলাংশে নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের শুল্কনীতি দ্বারা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য অনেকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষকর ধার্য্যের নীতিও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে ; তজ্জন্য আয়কর ধার্য্য সম্পর্কে সুচিন্তিত নীতি অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ চাকুরীর সর্ত্ত, শ্রমিক সম্পর্কিত নীতি কোম্পানী আইন ইত্যাদিও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এমতবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল আইন প্রণয়ন করা উচিত।
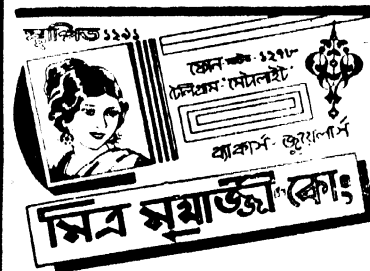
কোম্পানী প্রসঙ্গ

নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত ১৯২৯ সালে লাহোরে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আকর্ষণযোগ্য কতিপয় নূতন ধরণের বীমার স্কীম নিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়ার ও পলিসি গ্রাহকদের সুখ সুবিধার দিকে কোম্পানীর পরিচালকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকায় 'নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া' দ্রুত জনপ্রিয়তার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বর্ত্তমানে উহা উত্তর ভারতের অন্যতম উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত। অল্প কালের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য পরিমাণে এই কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতেও উহার সেই অব্যাহত উন্নতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্যবর্ষে নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৬২৪টী বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৪৬২টী প্রস্তাবে এবার মোট ৬ লক্ষ ১ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নূতন বীমা বাবদ কোম্পানীর বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয় ৩২ হাজার ৭৯১ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৮২ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৬ হাজার ৩৭১ টাকা এবং অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪২৫ টাকা। ঐ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২৮ হাজার ৮৫১ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৩২১ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৯৯ হাজার ৯ টাকা, আসবাবপত্র প্রভৃতির ক্ষয়পূরণ বাবদ ১ হাজার ৫৩৬ টাকা ব্যয় করেন। বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭৩ হাজার ১৪৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৮৮ হাজার ৮৫২ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪০ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৮৮ হাজার ৮৫২ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া 'নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া'র মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৪১ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮০০ টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ১৭ হাজার ১০৭ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ অগ্রিম নিয়োগ ১৯ হাজার টাকা, এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য ১৫ হাজার ৩৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৫ হাজার ৪১৮ টাকা। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নানাদিকে সুসংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

কলিকাতায় ৪৪নং ষ্টিফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ারে নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার আফিস অবস্থিত। ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরিচালনায় এই শাখা আফিসের মারফতে বাঙ্গলায় কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারিত হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সাউথ ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

সম্প্রতি মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৭৫ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কোম্পানী এবার ২ হাজার ২৭৬ টি প্রস্তাবে মোট ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ২২৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম আয়, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০৬ টাকা। ঐ-রূপ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২০ হাজার ৯৮০ টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ২৯৩ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫৫০ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া অন্য আবশ্যকীয় খরচপত্র করিয়া বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৯৭ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৫৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি কানপুরের ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ৩৭ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কোম্পানী ১ হাজার ৭৪৪টি প্রস্তাবে এবার মোট ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ৬ হাজার ২১৯ টাকা, (মোটর এক্সিডেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের প্রিমিয়াম সহ), দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৯ হাজার ৫৭০ টাকা এবং অন্যান্য দফায় কোম্পানীর আরও ৩১৫ টাকা আয় হয়। ঐ সমস্ত আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৩৬ হাজার ৯৩৫ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৯৭ হাজার টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ৪ হাজার ৭২২ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২ হাজার ৯৩ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ পত্র করিয়া বাকী টাকা জীবন বীমা তহবীলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিল যাহা ছিল বৎসর শেষে তাহা দ্বিগুণের চেয়ে বাড়িয়া মোট ২ লক্ষ ১১ হাজার ৯৫৫

টাকায় দাঁড়ায়। এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১৯৩৩ সালে আমেদাবাদের ওয়ার্ডেন কোম্পানীটি স্থাপন হওয়ার পর হইতে অমরা ইহার দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচালক বোর্ডে লইয়া কার্য্য স্বরু করিবার প্রথম বৎসরেই এই কোম্পানী ২৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার বীমার কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। তৎপর ক্রমান্বয়ে কার্য্য সম্প্রসারিত হইয়া এই কোম্পানীর বর্ত্তমান নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। বীমা ব্যবসায়ের প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে একটী তরুণ কোম্পানীর পক্ষে এইরূপ অগ্রগতি প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। দেশের বীমাকারীদের ভিতর ওয়ার্ডেন যে প্রকৃত সমাদর লাভ করিয়াছে উহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ৫৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৩ হাজার ৮৮৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৭৬২টী প্রস্তাবে এবার মোট ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০০ টাকা নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম দফায় ৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৪১ টাকা, দাদনি তহবিলের স্থদ ইত্যাদি বাবদ ৫ হাজার ৯৯২ টাকা এবং অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৩০ টাকা। উহা হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২৭ হাজার ৬২৬ টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ৬১৮ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২ লক্ষ ৮০ হাজার ১৩৪ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথম কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৩ টাকা। বৎসর শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭১ টাকা দাঁড়ায়। প্রথম বৎসরে কোম্পানী কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৬৯·৩৫ ভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহা হ্রাস করিবার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে তাহা শতকরা ৬১ ভাগ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমাণ কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭১ টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৫০ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫২২ টাকা দায় দেখানো হইয়াছে। উক্ত তারিখে ঐ প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৬৩ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১২ হাজার ৫৮ টাকা, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার ২৪ হাজার ৮৩৭ টাকা, হাউওয়ার ডেরা রেলওয়ের শেয়ার ৬ হাজার ৩০০ টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ৩ হাজার ৫০৩ টাকা, আসবাবপত্র ১১ হাজার ৯১ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ১ লক্ষ ১৪ হাজার ১৩১ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২৪ হাজার ১৬২ টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নানা দিকে যে স্থসংরক্ষিত রহিয়াছে বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

সিরপুর পেপার মিলস্ লিঃ

কাগজ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি হায়দারাবাদ রাজ্যে শিরপুর পেপার মিলস্ নামে একটি কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে। ঐ রাজ্যের শিরপুর অঞ্চলে ঐ কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হইবে। শিরপুর অঞ্চলে বিস্তর বাঁশের যোগান রহিয়াছে। কোম্পানী বাঁশমণ্ড দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে স্বচেষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে নিজাম গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীকে ৩০ বৎসরের জন্য গবলাপেট ও কদম্বা নামক স্থানের স্থবিস্তৃত এলাকার উৎপন্ন বাঁশ ব্যবহার করিবার লিজ প্রদান করিয়াছেন। কোম্পানীকে ব্যবহৃত বাঁশের প্রতি টনে ৩॥০ আনা হারে রয়েলটি দিতে হইবে। কোম্পানী তাহাদের প্রয়োজনমত আরও এলাকার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আরও লিজ্ পাইবেন। নিজাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যে ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব পরিমাণে কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত কাগজ ক্রয় করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শিরপুর পেপার মিলস্ লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে মোট ৪৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বাহির করা হইয়াছে। তাহা ১০০ টাকা মূল্যের মোট ৪৫ হাজার অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত। উপরোক্ত শেয়ারের মধ্যে নিজাম গবর্ণমেণ্ট ৭ হাজার ৫০০ শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। নবাব সলার জঙ্গ বাহাদুর, নিজাম গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব নিজাম সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী, স্যার রহিমতুল্লা চিনয়, মিঃ চুনিলাল মেটা, মেজর ই ডাব্লিউ প্লটার, রাজা বাহাদুর রামদেব রাও, রায় বাহাদুর শ্রীকিষন শুকদেব মালানি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে নিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। আজিদ রোড হায়দারাবাদে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস অবস্থিত।

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস মিঃ এস আর রাহা সম্প্রতি স্বর্মা উপত্যকা ও কাছার অঞ্চল পরিভ্রমনে গিয়াছিলেন। তিনি শিলচরে কোম্পানীর একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। জানা গিয়াছে আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে উক্ত কোম্পানীর শিলচর শাখার কার্য্য স্বরু হইবে। সান লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী মিঃ পি কে দাসগুপ্ত ঐ শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান মিল্ক প্রডাক্টস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি কে চ্যাটার্জ্জি। ব্যবসা দুগ্ধজাত শিল্পদ্রব্য তৈয়ার। অনুমোদিত মূলধন ১লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৬ মতিশীল ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

চ্যাটার্জ্জি এণ্ড্ চক্রবর্ত্তী (পেপার) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অহীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, কাগজ নির্ম্মাতা ও কাগজের ব্যবসায়ী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২নং স্থকিয়া লেন—কলিকাতা।

মত ও পথ

প্রাচ্য সমাজ বনাম পাশ্চাত্য সমাজ

অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় পৌষ সংখ্যা প্রবাসী মাসিক পত্রে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিতেছেন—আমার মনে হয় প্রাচ্য জগৎ পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা বেশী গোষ্ঠীমূলক এবং এখানে সহজাত সামাজিক বন্ধন ও সম্বন্ধের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী। পাশ্চাত্য জগতে সহজাত সম্বন্ধ অপেক্ষা কৃত্রিম সম্বন্ধ, প্রবৃত্তি মূলক সম্বন্ধ অপেক্ষা চুক্তির সম্বন্ধ সমাজের সব অনুষ্ঠান, সব বন্ধনকে পরিচালন করিতে চাহিতেছে। মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধেও ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রী পুরুষের সুবিধা অসুবিধা ও পরস্পরের আদান প্রদানের চুক্তিই প্রধান মাপ কাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচ্যের পারিবারিক জীবনে স্ত্রী ও পুরুষ চায় এমন বস্তু যাহা প্রত্যেকের এবং উভয়ের স্বার্থ ও জীবনকে সদাসর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছে, অথবা উহাদিগকে অতিক্রম করিয়াই সার্থক হইতেছে। ইহাকে নানা প্রকার আখ্যা দেওয়া হয়, যেমন প্রেম, সতীত্ব, ভক্তি ও নিষ্ঠা। একজন আর একজনকে যন্ত্রহিসাবে না দেখিয়া সমগ্রতার চক্ষে দেখিতে শিখে এবং পরস্পরের বিনিময়ের মাঝখানে দাঁড়ায় এমন একটা বোধ যাহা প্রত্যেকের স্বার্থসাধনকে অতিক্রম ও শাসন করে। পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহার জন-চৈতন্য ও শ্রেণীর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শ্রেণী সংঘটিত হয় ব্যক্তির স্বার্থ বিরোধে। শ্রেণীর সম্বন্ধ কৃত্রিম সম্বন্ধ; ইহাতে মানুষ পরস্পরের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত। প্রাচ্য জগতে শ্রেণীর পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে সমূহ। প্রাচ্য জগতের সমাজ বিন্যাসে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সহযোগে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোন সমাজবন্ধনের খণ্ডিত স্বার্থের অতি পুষ্টি বিধানের সুযোগ দেয় নাই। প্রাচ্যের ঐ সমূহতন্ত্র যেমন শান্তির কারণ হইয়াছে তেমনি সামাজিক জড়তা আনিয়া ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ শক্তিতে বাধা দিয়া তাহার অক্ষমতা ও জাতীয় পরাধীনতার কারণও হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার কুফল স্বরূপ পাশ্চাত্যে শিল্প ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব এখন মুষ্টিমেয় বণিকের কবলিত। এইজন্য দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবি কারিগড় ধনিক শ্রেণীর ইঙ্গিতে ও স্বার্থে চলমান। ফলে জনগণের আর্থিক পরবশ্যতা ও নিরাশ্রয়তা বহুক্লেশে অর্জ্জিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে আজ তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে নূতন আর্থিক পরিকল্পনার বিশেষ চেষ্টা অতিকায় শিল্পকে নানা ক্ষুদ্র শিল্পানুষ্ঠানে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া। আর একটি চেষ্টা হইতেছে ছোট কারখানাকে স্বায়ত্বশাসনের কেন্দ্রস্বরূপ গড়িয়া তোলা; শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতায় মিটিবার সম্ভাবনা। উপরিউক্ত সংস্কার চেষ্টাকে এক হিসাবে বিপরীত পথে ঘুরিয়া প্রাচ্য শিল্পপদ্ধতি আদর্শের অনুগমন বলিয়া ধরা যায়। অপর দিকে প্রাচ্য জগতে এযুগে যখনই কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রাণহীন প্রাচীন প্রথা ব্যক্তির স্বচেষ্টা ও স্বসিদ্ধির অন্তরায় হইতেছে তখনই আমরা প্রতীচ্যের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ আনিয়া তাহার সংস্কার করিতেছি। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের উভয়ের সংস্কার ও প্রগতি সাধিত হইতেছে উভয়ের সামাজিক রীতি ও আদর্শের আদান প্রদানে।

কংগ্রেস ও ফেডারেশন

লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্র গত ২১ শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় 'India Approaches Federation' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিকল্পিত ফেডারেশনের বিরোধিতা করা এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসের বাহিক কার্য্যনীতিরূপে গণ্য হইতেছে। তবে ভিতরে ভিতরে কংগ্রেস নেতারা উপযুক্ত সর্ত্তে ফেডারেশন গ্রহন করিতে যে ইচ্ছুক আছেন তাহা বুঝা যায় এবং ঐসব সর্ত্তে আইনটী সংশোধন না করিয়াও পরিপূরণ করা সম্ভবপর। ফেডারেশন গ্রহণ সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রধান সর্ত্ত হইতেছে এই যে, ফেডারেল এসেম্বলী ও কাউন্সিল এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহাদের উপর কংগ্রেসের আধিপত্য বজায় থাকে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের ১১টী প্রদেশের ভিতর ৯টিতেই মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে তাহার পক্ষে এরূপ সর্ত্ত মোটেই অসঙ্গত কিছু নহে। কিন্তু আইনে ফেডারেল এসেম্বলী ও কাউন্সিল গঠন সম্বন্ধে যে বিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে মুস্লিম সমাজ বিরোধী থাকিলে এবং দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ তাহাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিলে কংগ্রেসের পক্ষে কাউন্সিল ত দূরের কথা এসেম্বলীতেও বেশী সংখ্যক সমর্থক পাওয়া সম্ভবপর হইবে না। এই অবস্থায় মুস্লিম লীগের সহিত চুক্তির আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস স্বভাবতঃই দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে হাতে আনিবার দিকে স্বকীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্য সমূহে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহা যে প্রকৃত পক্ষে ঐসব রাজ্যের প্রজাদেরই স্বকীয় আন্দোলন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার পিছনে ফেডারেল এসেম্বলীতে কংগ্রেসের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টাও জড়িত রহিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সহযোগিতায় ফেডারেশন স্থাপিত হইবে কিংবা আইন অমান্য আন্দোলনের অশুভ পরিস্থিতি সম্মুখে লইয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার উপরই নির্ভর করিতেছে।

ছোট ব্যাঙ্ক সমূহের সমস্যা

'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' পত্র গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় 'Small Banks' শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন—লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইবার সুযোগ সুবিধা কম দেখা যাওয়া সত্বেও সহর ও গ্রামাঞ্চলে যেরূপ সংখ্যায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলা চলে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ভাব বলবৎ থাকায় ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে সাধারণের নিকট হইতে আমানত পাওয়ার জন্য বেশী করিয়া সুদ হাঁকিতে হয়। কলিকাতায় এক বৎসরের নিমিত্ত টাকা আমানতের জন্য অনেক ব্যাঙ্কই শতকরা ৪ হারে টাকা সুদ দিয়া থাকে। বেশী পরিমাণ আমানত পাওয়ার জন্য কতক ব্যাঙ্ক বেশী সুদ হাঁকিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে এক বৎসরের বেশী সময়ের মিয়াদে দাদন করা সঙ্গত নহে। সেই হিসাবে কোন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে অতিরিক্ত সুদ দিয়া ১ বৎসরের বেশী সময়ের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবার কথা নয়। কিন্তু দুই, তিন এমন কি চারি বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবার এবং ক্যাশ সার্টিফিকেট দ্বারা বেশী সময়ের জন্য টাকা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ অনেক নূতন ছোট ব্যাঙ্কেরই দেখা যাইতেছে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে যেসব দিক দিয়া নিরাপদভাবে টাকা খাটাইবার সুবিধা হওয়ার কথা ঐ সকল নূতন ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে সে সব দিক দিয়া অগ্রসর হওয়ার সুবিধা কম। তাহারা যে সুদে আমানত গ্রহণ করে সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটির প্রাপ্তব্য সুদের হার তাহার তুলনায় কম। কাজেই উহারা ঐ ধরণের সিকিউরিটিতে টাকা নিয়োগ করিতে পারে না। প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটি পাইলে তাহার বন্ধকীতে বড় ব্যাঙ্ক সমূহ কম সুদে টাকা দিয়া থাকে বলিয়া ঐ ধরনের কারবারেও ছোট ব্যাঙ্কগুলি হাত দিবার সুবিধা পায় না। শেয়ার বাজারের লাভজনক কারবার বড় বড় ব্যাঙ্কদেরই হাতে। এই অবস্থায় উপযুক্ত জামীন ছাড়া ঋণ প্রদান এবং বিল ও হুণ্ডি আদায়ের কাজ করিয়াই ছোট ব্যাঙ্কগুলি বেশী সুদ পাওয়ার চেষ্টা করে। ঐ ধরণের কারবার যে বিপদমুক্ত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বর্ত্তমানে অতিরিক্ত সংখ্যায় নূতন ছোট ব্যাঙ্ক যাহাতে স্থাপিত না হয় এবং দরকার মত তাহাদিগকে যাহাতে অন্য বড় ব্যাঙ্কের সহিত একীভূত করা হয় তাহা দেখা দরকার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কতকটা স্বচ্ছলতার ভাব দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে সেই স্বচ্ছলতা আরও বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বৎসরের প্রথম হইতে বাজারে টাকার বেশী পরিমাণ চাহিদা অনুভূত হইতেছিল। ফলে গত সপ্তাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাজারে টাকার সুদের হারও খুব চড়া দেখাইতেছিল। গত সপ্তাহে কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার ২৷৷০ আনা স্থলে ২।০ আনায় নামিয়া যায়। ঐ হার বর্ত্তমানে আরও বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলির শতকরা বার্ষিক এক টাকা বার আনা সুদের হারে কল টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে। বাজারে সকলদিক দিয়া টাকার দাবী দাওয়া কমিয়া গিয়াছে এবং বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় শতকরা আট আনা পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যা বেশী ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা দেখা যাইবে বলিয়া যে অনুমান অনেকেই করিতেছিলেন এক্ষণে তাহাই কার্য্যতঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল বলিয়াই মনে হইতেছে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা এক্ষণে তেমন কিছুই দেখা যাইতেছে না। তাহার উপর বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে বাজারে যে পরিমাণ টাকার নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে সে তুলনায় পূর্ব্ব ক্রীত ট্রেজারী বিল পরিশোধ বাবদ অনেক বেশী পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ কল টাকার সুদের হারও নামিয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি যে কোন দিকে টাকা খাটাইবার বিশেষ কিছু সুবিধা পাইতেছে না, উহাতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন উন্নতির সূচনা না হইলে টাকার বাজারে এখন ক্রমিক স্বচ্ছলতাই দেখা যাইতে থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

টাকার বাজারে ক্রমিক স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠার দরুণ ট্রেজারী বিল খরিদের জন্য আবেদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯।৴৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯।৴৬ পাই দরের শতকরা ৩৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৷৷৵০ আনা এসপ্তাহে তাহা ২৷৷৴১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১২ কোটি ৭২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ষ্টার্লিং খরিদ সম্বন্ধে তাহাদের কার্য্যনীতি পরিবর্ত্তিত করায় বাজারে নানারূপ আলোচনা সুরু হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের জুন মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ষ্টার্লিং বিলের টেণ্ডার আহ্বান না করিয়া তাহাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র ভাবেই ষ্টার্লিং খরিদ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গত শনিবারে তাঁহারা ২২শে ফেব্রুয়ারী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ষ্টার্লিং বিল খরিদ করিবেন বলিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। সে অনুসারে গত বুধবার টাকায় ১ শি ৫$\frac{৬১}{৬৪}$ পেনী হারে তাহারা উক্ত পরিমাণ ষ্টার্লিং বিল ক্রয় করিয়াছেন। উহার ফলে বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্যম সঞ্চারিত হইয়াছে।

গত কল্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছিল।

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৬১}{৬৪}$ পে
ডি, এ, ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৬৪}$ পে
ডি, এ, ৪ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{১৬}$ পে
ডি, এ, ৬ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৮}$ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	,,	৮৬$\frac{১}{৪}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৷৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী

বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের মৃত্যু হওয়ায় এ সপ্তাহে দুই দিন (গত ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী) বাজার বন্ধ ছিল। সে হিসাবে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৩ দিন বাজারে কাজকর্ম্ম হইয়াছে। গত সপ্তাহে বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। এ সপ্তাহেও কোন দিক দিয়া কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক অবস্থার সূচনা না হওয়ায় বাজারে পূর্ব্বেকার অবসাদের ভাবই মূর্ত্ত দেখা গিয়াছে। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ঐ দুই বাজারেও শেয়ারের মূল্যের হার নিম্নগামী বুঝা যাইতেছে। বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে গত সপ্তাহে মন্দা দেখা গিয়াছিল এ সপ্তাহেও অবস্থা তদ্রূপই পরিলক্ষিত হইতেছে। সেখানের ব্যবসায়ীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ সাহস করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের অর্থসচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করিবেন। ঐ বাজেট বরাদ্দ দেখিয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যনীতি স্থির করিবেন। বর্ত্তমানে একদিকে বাহিরের বাজারের ও অপরদিকে বোম্বাইয়ের বাজারের হতাশা-ব্যঞ্জক অবস্থায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা অবসাদের ভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ফলে বেচাকেনা যেমন কম হইতেছে তেমনই শেয়ার মূল্যের হারও অনেক ক্ষেত্রেই নিম্ন দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন আশা করা যায় না।

কোম্পানীর কাগজ

গত সপ্তাহে নানাকারণে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে একটা বিশেষ নিরুৎসাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। ফলে ৩॥ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৫।৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দামের হার সম্পর্কে কিছু উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে। যতদূর বুঝা যাইতেছে টাকার বাজারে যে স্বচ্ছলতার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে উহাতেই দাম কিছু বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেট যদি বেশী পরিমাণ ঘাটতি পড়ে কিংবা আগামী বৎসরের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি বেশী পরিমাণ টাকার নূতন ঋণ গ্রহণ করিবার কোন সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন তবে কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িতে আরম্ভ করার আশঙ্কা আছে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ৩॥ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৶০ আনা, ৩ টাকা সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১০০॥০ আনা ও ৫ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১৪।৶০ আনা ছিল।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে এপর্য্যন্ত মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। বেচাকেনা বিশেষ কিছু হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এই বিভাগে কর্ম্মোৎসাহের যে অভাব দেখা যাইতেছে এখনও তাহা কাটিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। গত ২২শে তারিখ বাজারে বেঙ্গল গিরিধি ৩৵০ আনা, ভালগোড়া ৪।৵০ আনা, হরিলাদী ১৪॥০ আনা ও নিউ বীরভূম ১৫৸০ আনা ছিল।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকল বিভাগে দামের হার অনেকটা গত সপ্তাহের হারেই বলবৎ ছিল। পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া বাজারে জোর গুজব শুনা যাইতেছে, যদিও এই সব গুজব সত্য বলিয়া এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যদি নূতন অর্ডার আসিবার খবর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে পাটকলের শেয়ারের দর বর্ত্তমানের তুলনায় আরও চড়িয়া যাইবে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বাজারে হাওড়া ৫৭॥০ আনা, কামারহাটী ৫২৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে এ সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় মোটামুটী কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা কোম্পানীর ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য যেখানে নিম্ন রহিয়াছে সেখানে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দামের এই চড়াভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। চলতি বৎসরে কোম্পানী কিরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিবেন সে বিষয়ে নানারূপ জনরব সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শীঘ্র কোন সঠিক খবর প্রকাশিত হইবার কথা নহে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৯॥০ আনা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)	...	৯৮৸৶৬
৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ	...	৮৭।০
৩৲ " ঋণ (১৯৫১-৫৪)	...	১০০॥৵০
৩৲ " ঋণ (১৯৬১)	...	১০১৸৶৬
৩৲ " নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	...	৯৭॥৵০

৩৷০ „ কোম্পানীর কাগজ ৯৬৷০ (রেডি), ৯৫॥৶,৯৫৸,৯৬৲,৯৫৸৶ (রেডি)
৯৫৸৵,৯৬৷০,৯৬৷৴,৯৬৷০,৯৬৶,৯৬৷৴,৯৬৵৬,৯৬৶,৯৬৵,৯৫৸৶০

৩॥০ „ ঋণ (১৯৪৭-৫০) ... ১০৪৷৶,১০৪॥০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ... ১১০॥৵৬,১১০॥০

৫৲ „ ঋণ (১৯৩৯-৪৪) ... ১০০৸৶০

৫৲ „ ঋণ (১৯৪০-৫০) ... ১০৪॥৬

৫৲ „ ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ... ১১৪॥০,১১৪॥৴,১১৪॥০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্টি) ... ৩৭০৲,৩৭২৲

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী) ১,৫১২৲, ১,৫১১৲, ১,৫১০৲, ১,৫১২৲,
১,৫১০৲, ১,৫১৩৲, ১,৫২১৲, ১,৫১২৲, ১,৫১৪৲

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১১॥০,১১২॥০,১১১॥০,১১২॥০,১১১৸০,১১২৲,১১৩৲,১১২॥০

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৩১৮৲,৩২০৲,৩২২৲,৩১৭৲,৩১১৲

বেঙ্গল গিরিডি ... ৩৲,৩৵,৩৲,৩৵০

ভালগোরা ... ৪৶,৪৷৴,৪৷৵,৪৷৴,৪৷৵০

ভুলানবাড়ী ... ৬৵,৬৷৵০

বোকারো ও রামগড় .. ১৪৷০,১৪॥০,১৪৷০

বরাকর (অডি) ... ১৩॥০,১৩৸০,১৩॥০,১৩৸০

দেউলী ... ৭৵,৭৷৵,৭৷৴

হরিলাদী ... ১৪৴,১৪৲,১৪৷৵০

জয়ন্তী সেন্ট্রাল ... ১॥৶০

কুমারদি ... ১॥০

নিউ বীরভূম (অডি) ... ১৬৵,১৬৷৵০

নিউ তেতুরিয়া ... ১৷০

নর্থ দামুদা ... ৪৷৵,৪৷০,৪৷৵০

সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল ... ॥০,॥৵,॥০,॥৵০

টালচর ... ১৴,১৵,১৶০

ইউনিয়ন ... ২৭৷০

ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৵,২৯৸,৩০৲,৩০৷০,৩০৵০

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন (প্রেফ) ... ১০৷০,১০॥০

কানপুর টেক্সটাইল ... ৩৸৶০,

কেশোরাম (প্রেফ) ... ১২॥০,১২২॥০

নিউ ভিক্টোরিয়া (অডি) ... ৸৴,৸৵,৸৶০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেনারেস ইলেকট্রিক ... ১৩৷০,১৩॥০,১৩৵,১৩৷৵

বেঙ্গল টেলিফোন (অডি) ... ১৭৸০,১৭॥৵,১৭৸৵০

ঐ (প্রেফ) ১৩॥৴,১৩৸৴,১৩৷৶,১৷৵,১॥৵,১৩৷৶,১৩॥৶০

ধারওয়ার ইলেকট্রিক ... ৫০৲,৫০॥০

মির্জ্জাপুর ইলেকট্রিক ... ৩৸৶০

শাহাজানপুর ইলেকট্রিক ... ৭॥০,৭৸০,৭॥৵,৭৸৵০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৯॥০

ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ২৯৲,২৯৴০,২৯৲,২৮৸৶০,২৯৷০,২৯৷৵০,২৯৲,
২৮৸০,২৯৶০,২৯৴০,২৯৷৴০,২৯৵০,২৯৷৵০,২৯৲,২৯৷০,২৯৶০,২৯॥০,
২৯॥৵০,২৯॥৶,২৯৸০,২৯৸৴০,২৯৸৵০,৩০৵০,২৯॥৶০,২৯৸০,২৯॥০,
২৯॥৶০,২৯॥৴০,২৯৸৴,২৯॥৵০,২৯৸০,৩০৲,২৯॥৵০

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (অডি) ৪৫৲

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (প্রেফ) ১২৯৲,১৩০৲

কুমারটুলি ইঞ্জিনিয়ারিং ২৲

মার্শালস ১৸০,১৸৴০

ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ৪৷০,৪৷৵০

ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি) ১১৷৵০,১১॥০,১১৷৴০,১১৷০,১১॥০,১১॥৴০,
১১৷০,১১৷৴০,১১॥৴০,১১৷০,১১॥৴০,১১৸৴০,১১॥৵০,১১॥০,১১॥৴০

ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯৪॥০,৯৫৲,৯৪॥০,৯৫॥০,৯৪॥০,৯৫॥০

ষ্টীল প্রডাক্টস ২॥৵০

পাটকল

আদমজী (অডি) ১২৮৲

আগরপাড়া ১৮৵০,১৮৷৵০

এলবিয়ন ২১৯॥০

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি) ৩৫২৲,৩৫৪৲,৩৫৩৲,৩৫৫৲,৩৪১৲

বালী (অডি) ২০৭৲,২০৮॥০,২০৭॥০,২০৮৲,২০১৲,২০১॥০

বরানগর (অডি) ১৬২॥০,১৬৩৲,১৬১৲,১৬২৲,১৬৩৲,১৫৮৲,১৬০॥০,
১৬০৲,১৬৬৲

বেলভেডিয়ার ৩৭৭৲

বিরলা ১৭৲,১৭৷০

বজবজ	২৮১৲
চাপদানী	১৬৬৲
সিভিয়ট (অর্ডি)	১৭৫৲
ক্লাইভ (অর্ডি)	২৮॥/০,২৮৵০,২৮।৵০,২৮॥৵০,২৯।৶০,২৮॥৶০,২৮।০ ২৮॥০,২৮।৵০,২৭৸৶০,২৮৵০,২৮৲,২৮।০,২৭৸/০,২৭৸৵০
ডালহৌসী	১৪৫৲
এম্পায়ার	২৮।০,২৭৸০,২৮৲,২৮৵০,২৮।৵০,২৮।/০,২৭।০,২৭৸০
ফোর্ট গ্লষ্টার (অর্ডি)	৪৯০৲,৪৯৪৲
ফোর্ট উইলিয়াম	২৫৩॥০
গ্যাঞ্জেস	২৫১৲
হুগলী (অর্ডি)	৫৩৸০,৫৪।০
হাওড়া (অর্ডি)	৫৮/০,৫৮৲,৫৮৶০,৫৮।০,৫৭৸৶০,৫৮৲,৫৮॥০,৫৭৸৵, ৫৭॥৶০,৫৭।৵০,৫৭৶০,৫৮/০,৫৭৵০,৫৭৸৵০,৫৭।/০,৫৭॥/০,৫৭।০, ৫৭।/০,৫৭।৶০
হুকুমচাঁদ	৭/০,৬৸০,৬৸৵০,৭৵০
ইণ্ডিয়া	৩২০৲,৩১৫৲
কামারহাটী (অর্ডি)	৫৩৩৲,৫২৫৲
কাঁকনাড়া (অর্ডি)	৪০৮॥০,৪০০৲
কিনিসন	৫৮৩৲
ন্যাশনাল	২৩৸৵০,২৩৸/০,২৩৸৶০,২৪৲,২৩।৶০,২৩।৵০,২৩।/০,২৩।৵০
নিউসেণ্ট্রাল	৩১৬৲,৩১৮৲,৩০৯৲
নদীয়া	৪৭॥০,৪৫৲
ওরিয়েণ্ট	১৮৮॥০,১৮৯॥০,১৮৭৲,১৮৮৲,১৮৬৲
প্রেসিডেন্সী	৪৵০,৪।০,৪/০,৪৶০,৪৲,৪৵০,৪৲,৩৸৶০,৩৸৵০,৪৲,৩৸৶,৪৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫৸৶,৬৲,৬।০,৫৸৶,৫৸৵০,৬৵০,৫৸৶,৫৸৵০,৫৸৶০
কনসোলিডেটেড টীন	৬৲,৬।০,৫৸৶০,৬৶০,৬।০,৫৸৶০,৬৵০,৬।০,৫৸৵০,৬৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	২৵০,২৲,২৵০,২/০,২৵০,২৲,২/০,২৶০, ২৵০,২/০,২৵০,২/০,২৲
রোডেসিয়া কপার	১।/০,১।৵০
টেভয় টিন	১।০

চা বাগান

ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৭॥৵০,৭৸৵০
হাতীক্ষীরা	১৭৵০
জুটলীবাড়ী	১৪৲,১৪।০
রাইডাক	৫২৸০
তেজপুর	৬৲,৬।০
টিরিহান্না	১৲,১৵০

চিনির কল

ভারত সুগার	৭৲
ক্যারু এ্যাণ্ড কোং	১০॥৵,১০৸৵
কানপুর	১৫॥০
চম্পারণ	১১৲,১১॥৶
নিউ সাভন	৫৲
রামনগর কেইন্ এ্যাণ্ড সুগার	৭৸,৮৲

বিবিধ

আলকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ)	১১৮॥০,১২৮৲
আসাম ম্যাচ	৭॥০
আসাম সজ	৸৶,৸/
এ্যাসোসিয়েটেড হোটেলস (অর্ডি)	১॥০,১॥৵০
বেঙ্গল কেমিক্যাল (অর্ডি)	৩২৬॥০
বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ)	১৬॥,১৭৲,১৬॥৵
বার্ডস ইনভেষ্টমেণ্টস্ (প্রেফ)	৯৮৲
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)	১৫৩৲,১৫৪৲,১৫৩৲,১৫৪৲
বৃটিশ মিল্‌স্ কর্পোরেশন	৬।৵,৬।৶
ক্যালকাটা আইস	৪॥৵
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট	৯৸০
ক্যালকাটা সিল্ক ম্যান্থ (প্রেফ)	১০০॥,১০০॥,১০১৲,১০২৲
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ (অর্ডি)	১৭৵
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৯৩॥,৯৪৲,৯৫৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফ)	৩৵,৩/,৩৵,৩৲,৩।০
আই, জি, এন (অর্ডি)	৯৭৲,৯৫॥০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (প্রেফ)	১০৵,১।৵,১০/,১০।/
ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টাস	২৫৵
মহীশূর পেপার	৯॥৵,৯৸/,৯৸,১০৲
ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি)	৭।৵,৭৵
ঐ (প্রেফ)	৮৫॥,৮৬॥
টিটাগড় পেপার ('এ' অর্ডি)	১৩৸৶
ঐ ('বি' „)	১৩৸
ঐ (প্রথম প্রেফ)	১৬৮৲
ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট	১।০,১।৵,১৲,১৵০

ঔষধের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাহারা বলিতেছেন ভারতবর্ষে লোক যাহাতে ন্যায্য মূল্যে খাটী ঔষধ পাইতে পারে সেজন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটী আইন প্রণয়ন করা উচিত। আর ঐরূপ আইনে ঔষধের আমদানী, ও বিক্রয় প্রস্তুত কার্য্য সমস্ত দিক দিয়া ঔষধ ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন তাঁহাদের বিবৃতির সঙ্গে আইন প্রণয়ণের জন্য একটী খসড়া বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই খসড়া বিলে ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারক দিগকে দণ্ড দিবার এবং ঔষধের ব্যবসায়ী ও চিকিৎসক প্রভৃতিদের নিয়া একটী ড্রাগ কণ্ট্রোল বোর্ড স্থাপন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা-ছাড়া ঔষধ পরীক্ষা, শ্রেণীবিভাগ এবং ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণার নিমিত্ত উপযুক্ত সংখ্যক শাখা সহ একটী কেন্দ্রিয় লেবরেটরী প্রতিষ্ঠা করার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে অধিকাংশ দিনই দরের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহে বাজারে পুনরায় একটা তেজীভাব দেখা গিয়াছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফাটকা বাজারে পাটের দর নামিয়া সর্ব্বোচ্চে ৪৪।০ আনা ও সর্ব্ব নিম্নে ৪৩৸০ আনা দাঁড়ায়। পরে ১৮ই তারিখ তাহা বেশ একটু বৃদ্ধি পায়। এ সপ্তাহে গত ২০শে তারিখ বাজার খোলার দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৪৬৷৷০ আনা এবং সর্ব্বনিম্নে ৪৫।০ আনা হয়। ২২শে তারিখ তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪৭ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। তারপর বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের মৃত্যু হওয়ায় ২৩শে ও ২৪শে তারিখ বাজার বন্ধ থাকে। অদ্য বাজার খোলার পর দরের হার ৪৬৷৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৪৫৸০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে।

নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দরের হার উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২০শে ফেব্রুয়ারী	৪৬৷৷০	৪৫।০	৪৫৷৷৵০
২১ " "	৪৫৸৵০	৪৪৸৵০	৪৫৸০
২২ " "	৪৭৲	৪৫৸০	৪৬৸৵০
২৩ " "	(বাজার বন্ধ ছিল)		
২৪ " "	(বাজার বন্ধ ছিল)		
২৫ " "	৪৬৷৷৵০	৪৫৸০	৪৫৸০

এসপ্তাহে চটকলওয়ালারা বাজারে তেমন কিছু পাট খরিদ করে নাই। কিন্তু বাহির হইতে পাটের দাবী দাওয়া খুব বাড়িয়া যাওয়ায় চটকলওয়ালারা বেশী পাট খরিদ না করা সত্ত্বেও দামের হার বেশ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য বাজার হইতে বিস্তর পাট ক্রয় করা হইয়াছিল। গত সপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য তেমন পাটের চাহিদা কম দেখা যায়। এসপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য পুনরায় বেশী পরিমাণ পাট খরিদ করা হইয়াছে।

এ সপ্তাহে চটকলওয়ালারা বাজারে তেমন কিছু পাট খরিদ করে নাই। কিন্তু বাহির হইতে পাটের দাবী দাওয়া খুব বাড়িয়া যাওয়ায় চটকলওয়ালারা বেশী পাট খরিদ না করা সত্ত্বেও দামের হার বেশ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য তেমন পাটের চাহিদা কম দেখা যায়। এসপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য পুনরায় বেশী পরিমাণ পাট খরিদ করা হইয়াছে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সমরায়োজনের বিরাট ব্যবস্থা করিতেছেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ঐ বিষয়ে খুবই তোড়জোড় চলিতেছে। এই অবস্থায় ডাণ্ডির তৈয়ারি পাটের থলের বিপুল কাটতি দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই ডাণ্ডি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ থলের জন্য অর্ডার পাইয়াছেন। ফলে ডাণ্ডির চটকলগুলি বেশী সময় কাজ করিয়া ব্যাপকভাবে থলে প্রস্তুতের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে উহাদের কাজ চালাইবার জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য মজুত করিবার উদ্দেশ্যে ডাণ্ডিতে এখন বিস্তর পাটের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই অন্ততঃ আরও কিছুকাল ডাণ্ডি হইতে বেশী পরিমাণ পাটের চাহিদা বলবৎ থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

পূর্ব্বকার ২০ কোটি থলের অর্ডার ছাড়া শীঘ্রই আরও কিছু পরিমাণ থলের জন্য কলিকাতায় অর্ডার আসিতেছে বলিয়া এখনও জোর গুজব শুনা যাইতেছে। তবে ঐ গুজবের সত্যতা সম্বন্ধে কার্য্যতঃ এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত স্থায়ী উন্নতির লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমারায়োজনের আড়ম্বর এখনও বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ এই অবস্থায় ঐ সমস্ত দেশ অদূর ভবিষ্যতে বিস্তর পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজন বোধ করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেজন্য নূতন অর্ডারও আসিবে এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নহে। এইসব আশা ভরসার ভিতর পাটের দরের তেজীভাব অন্ততঃ আরও কিছুদিন কমবেশী পরিমাণ বলবৎ থাকাই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলা সরকার পাটকলের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে অর্ডিনান্স জারী করিয়াছিলেন এ সপ্তাহে তাঁহারা তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। পাটকলের কাজের সময় সম্পর্কে ইতিমধ্যে পাটকলগুলির ভিতর একটি স্বেচ্ছামূলক চুক্তি হইয়াছে। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে বর্ত্তমান অবস্থায় নিয়ন্ত্রণনীতি কার্য্যকরী করার জন্য অর্ডিনান্সের আর কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট তাহা তুলিয়া লইয়াছেন।

আগামী মরশুমের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে কার্য্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন গত সপ্তাহে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আগামী মরশুমে পাট চাষ করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে সেজন্য এখন সকলেই আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে চটকলওয়ালারা উচ্চদরে পাট ক্রয় সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ দেখায় নাই। এবার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাট প্রতিমণ ৮৸৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

এসপ্তাহে পাকা বেল বিভাগে ডাণ্ডির জন্য বিস্তর পাট ক্রয় করা হইয়াছে, ফলে দামের হারও বেশ চড়া ছিল। ফার্ষ্ট পাটের দর এবার প্রতি বেল ৪৬ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

থলে ও চট

নূতন অর্ডার সম্বন্ধে জনরব চলিতে থাকিলেও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় থলে ও চটের বাজারে এসপ্তাহে একটা মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯৴০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১৷৷৵০ আনা দাড়াইয়াছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তূলার বাজার আরও মন্দা গিয়াছে; মূল্যও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। আমেরিকার ফার্ম্ম বিলের অনিশ্চয়তার ফলে তূলার বাজার স্থির আছে। প্রকাশ তূলাচাষীগণ কম পরিমাণ জমিতে তূলাচাষ করিতে রাজী হইলে আমেরিকা সরকার তাহাদিগকে সরকারী ঋণ অনুসারে মজুদ তূলা উক্ত ঋণের হার অপেক্ষা কম হারে প্রত্যর্পণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তূলাচাষের পরিমাণ যেরূপ অনুমিত হইয়াছে তাহাতে উহা মোটেই উৎসাহজনক নহে। অনুকূল আবহাওয়া পাইলে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন তূলার পরিমাণ অধিক দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়; কারণ বর্ত্তমান বৎসর জমিতে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারে তূলা রপ্তানীর ফলে বোম্বাই-এর বাজারে ওমরা শ্রেণীর তূলার বাজারে কিছু কারবার হইয়াছে। বোরোচ এপ্রিল-মে সর্ব্বনিম্ন ১৪৭৷৷৵০

আনায় পরিণত হইয়া বাজার বন্ধের সময় কিছু বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১৪৮।৵০ আনায় দাঁড়ায়। জুলাই-আগষ্টের দর ১৪৯॥৵০ ছিল। ওমরা মার্চ ১৩৭॥৵০ আনায়, মে ১৩৮৲ দর গিয়াছে। বেঙ্গল মার্চ ১১৪৸০ ও মে ১১৫৲ দর গিয়াছে।

বিদেশের বাজারও মন্দা বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কারবার মোটেই হয় নাই বলিয়া জানা যায়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫·১৮ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পটের দর ছিল ৮·৮৯ সেণ্ট।

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহে সুতার মূল্যের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিহার-যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে আশানুরূপ চাহিদার অভাবে কারবার ভাল হয় নাই। ক্রমাগত কয়েক মাস হইল সুতার বাজারে মন্দা যাইবার ফলে বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে একটা হতাশার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন সস্তা কম মূল্যেও উহা বিক্রী করিয়া দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় না যে, অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে তুলার বাজারে মন্দার ভাব সৃষ্টি হইবার ফলেও সুতার বাজারের আশা ভরসা নষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের সুতার বাজারেও চাহিদার অভাবে মন্দা দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমেদাবাদের কল সমূহ সুতার মূল্য আরও হ্রাস করিয়াও কারবার করিতে প্রস্তুত আছে বলিয়া জানা যায়। মোটের উপর সুতার বাজারের অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

বিলাতী সুতা—ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতার মূল্যাধিক্যে কোন প্রকার অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সুতা—এই শ্রেণীর সুতার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত ছিল। জাপানী তাঁতিগণ উচ্চমূল্য দাবী করিবার ফলে অগ্রিম কারবারের প্রতি ব্যবসায়ীগণ আগ্রহশীল নহে। সাংহাই শ্রেণীর সুতার কারবার বাজারে বন্ধের দিকে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যত বাজারের অনিশ্চিয়তার ফলে মাসিয়াইজ সুতার কারবারও বিশেষ নিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে।

কৃত্রিম রেশমী সুতা—আলোচ্য সপ্তাহে, ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আগামী বাজেটে এই সকল শ্রেণীর সুতার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া গুজবে ব্যবসায়ীগণ নিম্নশ্রেণীর সুতা মজুদ করিতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক কেন্দ্রেই মজুদ সুতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার জন্য কারবার ক্রমশঃ হ্রাসের দিকে। মজুদ জাপানী সুতার পরিমাণ হ্রাস পাইবার ফলে মূল্য চড়া আছে। অগ্রিম কারবার মোটেই হয় নাই। আগামী বাজেটে আমদানী শুল্কের হার পরিবর্ত্তনের অনিশ্চিয়তার ফলেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। তুলার বাজারে মন্দার ফলেও কাপড়ের বাজারে অনেকটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তবে দোল এবং মহরম উপলক্ষে স্থানীয় বাজারে কিছু কারবার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত বিবাহ, উৎসবাদিও আছে। জাপানী কাপড়ের বাজারে অশানুরূপ কারবার হইয়াছে। জাপানের সহিত অগ্রিম কারবারও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশী কাপড়ের বাজারে চাহিদার পরিমান মোটামুটি ভাল গিয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের যে ৩৪ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল। আমদানীর অভাবে রপ্তানীযোগ্য চায়ের নীলাম বিলম্বিত হইবে বলিয়া জানা যায়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর মোট ৭ হাজার ৩৫৭ বাক্স গুড়া চা বিক্রয় হয়। ভাল ধরণের চায়ের চাহিদা ছিল। অন্যান্য শ্রেণীর এবং কালো পাতা চায়ের আমদানী পরিমাণ অল্প ছিল। পাতা চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে।

৩৪নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ :—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	৭,৩৫৭	৩,৩৭৪	১১,৪১২	৭,১৮৩
গড়পড়তা দর	৵৯	।১	৶৩	৶১০

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে চিনির বাজার স্থির ছিল কিন্তু বাজার বন্ধের সময় চড়া ভাব দেখা দেয় এবং বিস্তর কারবার হয়। ভারতীয় চিনির উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া বাজারে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে; এবং অপর দিকে জাভা চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিয়াছে। চিনির উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি পাইলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়া মনে হয় তবে জাভা চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক বৃদ্ধি করিলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। বাজারে আরও গুজব এই যে, গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর হইতে জাভা চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক হ্রাস করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সুগার সিণ্ডিকেটের যে সভা হয় তাহাতে চিনির মূল্য ধার্য্য করা, ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন মূল্য ধার্য্য, সিণ্ডিকেটের কার্য্য তালিকার পুনর্গঠন, চুক্তি পত্রের সংশোধন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়। আগামী এপ্রিল মাসের পরবর্ত্তী সভায় পুনরায় এই সকল বিষয় বিবেচনার্থ উত্থাপিত হইবে।

স্থানীয় বাজারে প্রতি মণ জাভা চিনির মূল্য ১১৲ ছিল। এই মাসের শেষে ২০ হাজার বস্তা জাভা চিনি সহ একখানি জাহাজ কলিকাতা বন্দরে পৌছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ গত সপ্তাহের ২৭ হাজার বস্তার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ৩৮ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক পক্ষ কালের মধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ হাজার বস্তায়

পরিণত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। বাজারে চিনির মূল্য নিম্নরূপে ছিল। কলিকাতার দর ১০৷৹—১১৲, মিলের দর ১০৴০—১০৷৶০।

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব্ সুগার টেকনলজীর ডিরেক্টর ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে আঁখ হইতে প্রস্তুত চিনির উৎপাদন সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ৮ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত টন ছিল। মোট ১৪৩টি। চিনির কলে কাজ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার সংখ্যা ছিল ১৩৬টি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত টন চিনির উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে দেখা যায়। আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটি ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার একশত টন আঁখ পিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৪ শত টন। উহা হইতে শতকরা ৯·৩৩ ভাগ চিনি এবং ৩·৫৬ ভাগ গুড় উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল যথা ক্রমে ৯·৩৮ ও ৩·৫২ ভাগ।

ধান ও চাউল

রেঙ্গুনের বাজার—

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে মন্দাভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (৭৫ পাউণ্ডে ১ ঝুড়ি) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ দিল।

থানানটো

মার্চ্চ	...	২০০৲
এপ্রিল	...	২০৩৲
মে	...	২০৬৲
জুন	..	২০৯৲
চল্তি দর	...	২০০৲

আতপ

মোটা	...	১৯২৲—১৯৫৲
সরু	...	২০২৲—২০৪৲
টেবিয়ান	...	২২০৲—২২৭৲
সুগন্ধি	...	২২২৲—২২৭৲
কুইন	...	২১৭৲—২২২৲
মাণ্ডালো	...	২৪৫৲—২৫০৲
ভাঙ্গা	...	১৭০৲—১৭৫৲

ধান

নাসিন শ্রেণী	..	৮৩৲—৮৫৲
মাঝারি	...	৮৭৲—৮৯৲

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৫৫ হাজার ৪৭১ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই উহার পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার ৪১ টন।

কলিকাতার বাজার •

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারের অপরিবর্ত্তিত ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ গিয়াছে :—

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২৴৫-২৴১৫
দেউলী মোটা	২৲ ২৹১০
ওড়াশাল	২৲
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান)	২৶১০-২।০
মাঝারি পাঃ ধান্য	২৶০-২৶১০
দাদশাল	২৶১০-২।১০
চিনি আতপ (পুরাতন)	২॥৶০-২৸০
পুবা পাটনাই	২৹১০-২৴০
সাধারণ পাটনাই	২৴৫-২৴১০
দেউলী পাটনাই	২৴০
কাটারী ভোগ	২॥৶১০
হামাই	২৶১০-২।০
হোগলা	২৶০

চাউল	প্রতি মণ
পুঃ কামিনী আতপ (কল)	৩৸৶০-৪৲
„ কামিনী আতপ (ঢেকী)	৪৶০
নূতন রূপশাল (কল)	৪৶০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৴১০-৪৶০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸১০-৩৸৴০
„ „ (ঢেকী)	৩৸০
নূঃ কাটারী ভোগ	৫।০
পুঃ ইক্ষুগুড়	৫৲-৫।০

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৪৩০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৪৪২ টন।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে গরুর চামড়ার কোন কারবার হয় নাই। ছাগলের চামড়ার কারবার ভাল হইয়াছে। ফলে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় উহার মূল্যও ১৫৲ হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৪৪,৭০০	৫৫৲-৭৫৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৪০,৫০০	৬০৲-৮৫৲
লবণাক্ত	৬১,৪০০	৬০৲-১২৫৲

গরুর চামড়া

আগ্রা আর্সেনিক	৩১০	৭॥০-৮৸০
দ্বারভাঙ্গা—আশানসোল রাঁচি	৬,৫৮০	৭৸০-৮।০
রাঁচি সাধারণ	২০০০	৬॥০
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম	৬,৩০০	৪॥০-৫।০

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে পাটনা ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ঢাকা দিনাজপুর ৫৫ হাজার ও লবণাক্ত ২১ হাজার ৭ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

মজুদ গরুর চামড়ার পরিমাণ ছিল ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২০ হাজার ৫ শত; আগ্রা আর্সেনিক ৬ হাজার ৭ শত; দ্বারভাঙ্গা—বেনারস—গয়া—

রাঁচি আর্সেনিক ১৬ হাজার ৪ শত; দ্বারভাঙ্গা পুর্ণিয়া—সাধারণ ৩৮ হাজার ৮শত, রাঁচি সাধারণ ২ হাজার ৪ শত এবং দার্জ্জিলিং—আসাম লবণাক্ত ১ হাজার ৩ শত টুকরা।

বিবিধ শস্য

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

	প্রতি মণ
হরিতকী	
জব্বলপুর ১ নং ...	১৷৶০
ঐ মিশাল ...	১৷৴০
তেতুল—	
উৎকৃষ্ট কাল (৫০৴০ বীচি সমেথ) ...	৪৲
ঐ (১০০৴০ „) ...	৯৲
হলুদ—	
পাবনাই ...	৯৲
দেশী ...	৮৷০—৯৲
কুচিলা—	
কটক মিশাল ...	২৷৵০
কলাই—	
সাদা ..	৪৸০
সবুজ ..	৪৲
অরহর ...	৫৲
কলে দোনাই বাঁচি ছাড়ান ...	১৯৲

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী

বর্ত্তমানে পাউণ্ড ও ডলারের বিনিময় হার সম্পর্কে অনেকটা স্থিরতা আসিয়াছে। ফলে সোনার দামের উঠানামা কম হইতেছে। এ সপ্তাহে লণ্ডনে সোনার হার উর্দ্ধে ৭ পা ৮ শি ৪$\frac{১}{২}$ পেনী ও নিম্নে ৭ পা ৮ শি ৩$\frac{১}{২}$ পেনী ছিল। বোম্বাইয়ে তাহা ছিল যথাক্রমে ৩৭৵৬ পাই ও ৩৬৸৵৬ পাই। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ৭ পা ৮ শি ৩$\frac{১}{২}$ পেনী। ২১শে তারিখ তাহা ৭ পা ৮ শি ৪$\frac{১}{২}$ পেনী হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহা ৭ পা ৮ শি ৪ পেনী দাঁড়ায়। ২৩শে তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ২৪শে তারিখ পুনরায় কমিয়া ৭ পা ৮ শি ৩$\frac{১}{২}$ পেনী হয়।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৷৵০ আনা ২১শে তারিখ তাহা ৩৭৵৩ পাই দাঁড়ায়। ২২শে ফেব্রুয়ারী তাহা ৩৭ টাকা হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাহা নামিয়া বাজারে ৩৭৸৵৯ পাই হয়। অদ্য তাহা ৩৬৸৶৬ পাই হইয়াছে।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৶ আনা, বড়ালবার ৩৬৷৵ আনা এবং গিনি ২৩৸৴৬ পাই ছিল। গত ২২শে তারিখ তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৶ আনা, ৩৬৸৵ আনা এবং ২৩৸৴৬ পাই দাঁড়ায়।

রূপা

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে রূপার দরের হার সামান্য কিছু পড়তির দিকে ছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দাম পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০$\frac{৩}{১৬}$ পেনী। ২১ তারিখ তাহা ২০$\frac{১}{৮}$ পেনী হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী তাহা ২০$\frac{১}{১৬}$ পেনী দাঁড়ায়। ২৩শে তারিখ বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে অদ্য তাহা কমিয়া ২০$\frac{১}{২}$ পেনী হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৷০ আনা। ২১শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ৫৩৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। ২২শে তারিখ বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাহা কমিয়া ৫২৸৶০ আনা হয়। অদ্য তাহা ৫২৸৴০ আনা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৸০ আনা এবং ঐ খুচরা দর ৫৩ টাকা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫৩৷৬ পাই ও ৫৩৷৶৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আটা ও ময়দা

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

সুপারফাইন	৫৷৵০-৫৷০
হাউস-হোল্ড	৫৲-৫৵০
সুজী	৫৷৵০-৫৷০
আটা (বি)	৫৵০-৫৷০
আটা (২নং)	৪৸০-৪৸৵০
আটা এস	৪৷৵০-৪৸০
আটা কে	৪৶০-৪৴০
আটা ৩নং	৩৷৵০-৩৸০
পোলাড	২৴০ ২৷৵০
ব্রান	২৷০-২৷৴০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

জয়েষ্ট বে-মার্কা (৫×৩) (৬×৩) ইঞ্চি ৭৷৵০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫×৩) ইঞ্চি	৭৵০	হন্দর
(৬×৩) „	৮৵০	„
(৭×৪) „	৮৵০	„
(৮×৪) „	৮৵০	„
(৯×৪) „	৮৶০	„
(১০×৫) „	৮৵০	„
(১২×৫) „	৮৶০	„

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল—

(১×১×৷০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×৷০) ইঞ্চি ৭৲ হন্দর

(৩৷০×৩৷০৷৵০) নাং (৪×৪×৷০) ইঞ্চি ৯৷০ হন্দর

গ্যালভানাইজড্ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৴০	হন্দর
বিঃ—২৪ গেজ	„	১২৷০	„
আর পি ২৪ গেজ	„	১৩৷০	„
টাটা—২২ গেজ	„	১৫৲	„
বি—২২ গেজ	„	১৫৷০	„

ধাতু দ্রব্য

ব্লক টিন বা রাং	১৭৩৷০,১৭৩৸০,১৩৭৷৴০,১৭০৸০
তামার বাট	৬৬৸৴০,৬৬৸০,৬৬৷৵০
সীসার বাট বি, এম ছাপ	১৫৸০,১৫৷৶০,১৫৷৵০,১৫৷০

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৬ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৩৯ | ৪১শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

ভারতীয় রাজস্ব নীতি

(১) ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রিগ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার শোচনীয় অবনতিই দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটের সংশোধিত হিসাবে এরূপ জানান হইয়াছিল যে, ঐ বৎসরের ঘাটতি রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ড বা রাজস্ব হইতে সঞ্চিত মজুদ তহবিলের টাকা হইতে পূরণ হইয়াও বৎসরের শেষে ঐ তহবিলে ৭৫ লক্ষ টাকা মজুদ থাকিবে। কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে উক্ত বৎসরে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস ও ২২ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধির ফলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ৩১ লক্ষ টাকা উন্নতি হইলেও আয়করের দফায় ভারত সরকারকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ৩৮ লক্ষ টাকা বেশী দিতে হইয়াছে। ফলে যেস্থলে উক্ত বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ৭৫ লক্ষ টাকা মজুদ থাকিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সেই স্থলে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ লক্ষ টাকা। চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে পূর্ব্ব বৎসরের অনুমিত ৭৫ লক্ষ টাকা জের টানিয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে ৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া গত বৎসরে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু চলতি বৎসরে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগে অনুমিত আয়ের তুলনায় ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে চলতি বৎসরে সামরিক বিভাগে যে ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল তাহার তুলনায় ১ কোটী টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া সংশোধিত হিসাবে জানান হইয়াছে। এই সব কারণে চলতি বৎসরে ৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক—এই বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত মজুদ ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াও ভারত সরকারের তহবিলে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। সুতরাং চলতি বৎসরে মোট ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা নহে—উহার পরিমাণ ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা।

আগামী ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাস হইতে

১৯৪০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারত সরকারের মোট আয় ৮২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অর্থ-সচিব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আগামী বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৮২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দ অনুসারে আগামী বৎসরের বাজেটে গবর্ণমেন্টের ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে দেখিয়া অর্থ-সচিব স্থির করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী তুলার উপর শুল্কের হার বর্ত্তমানের তুলনায় দ্বিগুণহারে ধার্য্য করা হইবে। উহার ফলে গবর্ণমেন্টের উক্ত ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণ হইয়াও গবর্ণমেন্টের তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অর্থ-সচিব আশা করিতেছেন।

সার জেমস গ্রিগের বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে সামরিক বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থসচিব যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করেন সেই সময়ে তিনি ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষে গোরা সৈন্যদের মধ্যে উন্নত ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে তাহা বৃটিশ গবর্ণমেন্ট প্রদান করিবেন এবং উহার ২৭ লক্ষ টাকা চলতি বৎসরে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তিমূলে উহা স্থির হইয়াছে যে নৌ বিভাগের জন্য ভারত সরকারকে বৎসর বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে যে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হয় তাহা আর দিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে অনেক গোরা সৈন্য ভারতের বাহিরে থাকায় সামরিক বিভাগে ৯০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইবে। এই সব কারণে চলতি বৎসরে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ভারত সরকারের সামরিক বিভাগে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা (২৭ লক্ষ + ১৫ লক্ষ + ৯০ লক্ষ টাকা) কম ব্যয় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ চলতি বৎসরে এই বিভাগের ব্যয় ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় কম করিয়া ধরা দূরে থাকুক আরও ৩৮ লক্ষ টাকা বেশী করিয়া ধরা হয়। কাজেই চলতি বৎসরে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ কার্য্যতঃ ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হইয়াছিল। কিন্তু উহাতেও কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষুধা মিটে নাই। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাজেট উপস্থিত করিবার কালে অর্থ সচিব জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে সামরিক বিভাগের বাজেটে ধার্য্য ব্যয়ের তুলনাতেও এক কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে। কাজেই এক কলমের খোঁচায় চলতি বৎসরে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসরের সামরিক ব্যয় বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ধার্য্য ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা ধরা হইয়াছে। সুতরাং চলতি বৎসরের ন্যায় আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্ট যদি বাজেটে ধার্য্য ব্যয়ের তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকা ব্যয় না করেন তথাপি ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় উহা ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। যে সময়ে ভারত সরকারের আয় কমিয়া যাইতেছে এবং বৎসরের পর বৎসর ঘাটতি হইতেছে সেই সময়ে দুই বৎসরে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪॥০ কোটী টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই ভাবে যদি ব্যয় না বাড়ান হইত তাহা হইলে চলতি বৎসরে ভারত সরকারের বাজেটে ঘাটতি হইত না। বাজেট দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে একমাত্র সামরিক বিভাগে ব্যয়বাহুল্যের জন্যই ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থাকে দিন দিন অধিকতর শোচনীয় করিয়া তোলা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকারের তহবিল হইতে যে কিছু অর্থ ব্যয়িত হইবে না এবং দেশবাসীকে যে দিন দিন অধিকতর পরিমাণে ট্যাক্সের বোঝা মাথায় গ্রহণ করিতে হইবে তাহার মধ্যে আর বৈচিত্র্য কি ?

তবুও একটা সান্ত্বনার কথা এই যে আগামী বৎসরে দেশবাসীর উপর নূতন কোন প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের বোঝা পতিত হইবে না। আগামী বৎসরের বাজেটে একমাত্র নূতন প্রস্তাব হইতেছে বিদেশাগত তুলার উপর শুল্কবৃদ্ধি। উহার ভালমন্দ দুই দিকই রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতে বিদেশী তুলার ক্রমবর্দ্ধমান আমদানী অনেকটা প্রতিহত হইবে এবং দেশীয় তুলা দেশের ভিতরে আরও বেশী পরিমাণে বিক্রয়ের সুবিধা হইবে। কিন্তু ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ ইচ্ছা করিলেই রাতারাতি নূতন কলকব্জা বসাইয়া বিদেশী তুলার পরিবর্ত্তে ভারতীয় তুলার দ্বারা কাজ চালাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না। কাজেই কিছুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে বিদেশী তুলা দ্বারা কাজ চালাইতে হইবে এবং শুল্কবৃদ্ধির ফলে এই তুলার মূল্য চড়িয়া যাওয়ার দরুণ ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহা হউক উহাই সান্ত্বনার কথা যে এই পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ঘাড়ে পতিত হইবে না, বরং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যাহারা তুলার চাষ করে তাহারা নূতন ব্যবস্থায় কতকটা উপকৃতই হইবে।

স্যার জেমস গ্রিগের বাজেট সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

---

(২) স্যার জেমস গ্রিগের আমলে ভারতীয় রাজস্বের অবস্থা

ভারত সরকারের বর্ত্তমান অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রিগ গত ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৩৫-৩৬ সালের যে বাজেট উপস্থিত করেন তাহাই তাঁহার প্রথম বাজেট ছিল। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার শেষ বাজেট। কারণ স্যার জেমস গ্রিগ শীঘ্রই অর্থ-সচিবের পদ হইতে অবসর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের বাজেটের মধ্য দিয়া সার জেমস গ্রিগ ভারতীয় রাজস্বের কতদূর কি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিব।

সার জেমস গ্রিগ যে সময়ে ভারত সরকারের অর্থ-সচিবের পদ গ্রহণ করেন সেই সময়ে ভারত সরকারের রাজস্বের ব্যবস্থা নানা সঙ্কট কাটাইয়া অনেকটা স্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিগত ১৯৩০-৩১ সালে মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় রাজস্বে বৎসরের পর বৎসর ঘাটতি হইতেছিল। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালে ভারত সরকারের ঘাটতি দাঁড়ায় ১৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা। রাজস্বের এই শোচনীয় অবস্থা এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সার জেমস গ্রিগের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থ-সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করেন এবং ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তিন বৎসরে আয়কর বৃদ্ধি, শুল্কবৃদ্ধি ইত্যাদি দফায় দেশের উপর মোটমাট ৪২ কোটী টাকা নূতন ট্যাক্স বসান। উহার ফলে ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত সরকারের চলতি আয় হইতে চলতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রধানতঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে সাহায্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় কারখানা সমূহে উৎপন্ন চিনি ও দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয় এবং উহার ফলে এই এই বৎসরেরও ভারত সরকারের ৮ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এই উদ্বৃত্ত হইতেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে পল্লী উন্নতি বিধায়ক কাজের জন্য ২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল।

সুতরাং সার জেমস গ্রিগ যখন ভারতীয় অর্থ সচিবের পদ গ্রহণ করেন তখন ভারত সরকারের রাজস্বের দুরবস্থা কাটিয়া গিয়া ঘাটতির পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন তাঁহার প্রথম বাজেট (১৯৩৫-৩৬ সালের বাজেট) উপস্থিত করেন সেই সময়ে উক্ত বৎসরে চলতি আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ১ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে মনে করিয়া তিনি আয়করের উপর এতদিন ধরিয়া শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে যে সারচার্জ্জ বা অতিরিক্ত আয়কর আদায় করা হইতেছিল তাহার এক তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন। উহার ফলে ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হেতু ১৯৩৫-৩৬ সালের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক এবং আয়করের দফায় বেশী আয় হওয়াতে এই বৎসরে গবর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। এই টাকা হইতে সিন্ধুতে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য ১৭॥ লক্ষ এবং উড়িষ্যার সাহায্যের জন্য ২৭॥ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। বাকী ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হয়।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার জেমস্ গ্রিগ তাঁহার দ্বিতীয় বাজেট (১৯৩৬—৩৭ সালের বাজেট) পেশ করেন। এই বাজেটে উক্ত বৎসরে গবর্ণমেণ্টের চলতি আয় হইতে চলতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ২ কোটী ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে মনে করিয়া তিনি আয়করের উপর সারচার্জ্জের আরও এক তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন এবং বৎসরে দুই হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়কর হইতে রেহাই দেন। অধিকন্তু এই সময়ে তিনি আরও ব্যবস্থা করেন যে এক তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি চার পয়সার টীকেট দিয়া প্রেরণ করা যাইবে। এই সব ব্যবস্থার ফলে গবর্ণমেণ্টের মোট ১ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হইবে অনুমান করিয়া এই বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই বৎসরে শুল্ক বিভাগে ও আয়কর বিভাগে গবর্ণমেণ্টের আয় অর্থ সচিবের বরাদ্দের তুলনায় অনেক কম হয়। ফলে ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক এই বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ঘাটতি দাড়ায় ১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা। এই টাকা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা যে মজুদ তহবিল (Revenue Reserve Fund) সৃষ্ট করা হইয়াছিল তাহা হইতে পূরণ করা হয়।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সার জেমস গ্রিগ যখন তাঁহার তৃতীয় বাজেট (১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট) উপস্থিত করেন তখন চলতি বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে আয়বৃদ্ধির নূতন ব্যবস্থা না করিলে এই বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি হইবে। এজন্য তিনি এই বৎসরের প্রথম হইতে ভারতীয় কারখানা সমূহে উৎপন্ন চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক প্রতি হন্দরে এক টাকা পাঁচ আনার পরিবর্ত্তে দুই টাকা হিসাবে ধার্য্য করেন এবং বিদেশ হইতে আমদানী রূপার উপর আমদানী শুল্ক প্রতি আউন্সে দুই আনার পরিবর্ত্তে তিন আনা নির্দ্ধারিত করেন। অর্থসচিব বরাদ্দ করেন যে এই দুইটি ব্যবস্থার ফলে গবর্ণমেণ্টের আয় ১ কোটী ৬৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইবে। এই সময়ে তিনি আরও ঘোষণা করেন যে ১৯৩৭-৩৮ সালের ঘাটতি পূরণার্থ রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা আনা হইবে। ফলে এই বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে ৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে অর্থসচিব জানান যে ১৯৩৭-৩৮ সালে গবর্ণমেণ্টের আয় অনুমিত আয় অপেক্ষা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কাজেই ঐ বৎসরে পূর্ব্বে অনুমিত ৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াও আরও ৬৮ লক্ষ টাকা (৩ কোটী ৯০লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটী ২২ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া) উদ্বৃত্ত হইবে। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে মোটমাট ৭ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে ৭৫ লক্ষ টাকা মজুদ থাকিবে বলিয়া অর্থসচিব জানান। কিন্তু পুরা বৎসরের হিসাব দৃষ্টে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে ঐ বৎসরে বিভিন্ন বিভাগের আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাসের সমষ্টিগত ফল হিসাবে পূর্ব্বে অনুমিত ৭৫ লক্ষ টাকা মজুদের তুলনায় প্রকৃত মজুদ হইয়াছিল ৬৮ লক্ষ টাকা।

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার জেমস গ্রিগ চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেট (চতুর্থ বাজেট) উপস্থিত কালে কোন নূতন ট্যাক্সও ধার্য্য করেন নাই এবং পুরাতন কোন ট্যাক্সও মকুব করেন নাই। চলতি বৎসরে ভারত সরকারের মোট ৮৫ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ৮৫ কোটী ৮৩ লক্ষ ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি বরাদ্দ করেন এবং জানান যে চলতি বৎসরে যে ৬৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে তাহা গত বৎসরের অনুমিত ৭৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পূরণ করা হইবে এবং উহার ফলে বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে

৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আগামী বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে তিনি ৯।১০ মাসের হিসাবদৃষ্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রধানতঃ শুল্ক বিভাগ ও ডাক বিভাগের আয়হ্রাস, সামরিক বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধি এবং ১৯৩৭—৩৮ সালের শেষে গভর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ টাকার পরিমান ৭ লক্ষ টাকা কম হওয়ার দরুন চলতি বৎসরের শেষে ৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক এই বৎসরে গভর্ণমেণ্টের ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সার জেমস গ্রিগ আগামী ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। উহাই তাঁহার শেষ বাজেট। উহাতে আগামী বৎসর ভারত সরকারের মোট আয় ৮১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৮১ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কাজেই আগামী বৎসরেও গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ঘাটতি যে ভারতে বিদেশ হইতে আগত তুলার উপর আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি করিয়া পূরণ করা হইবে তাহা উপরেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে সার জেমস্ গ্রিগের আমলে ভারত সরকারের যে ৫টী বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৪টীই ঘাটতি বাজেট। তাহার আমলে মাত্র প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ সালে গবর্ণমেণ্টের চলতি আয় হইতে চলতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এজন্য তাঁহার কোন কৃতিত্ব নাই। কেননা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থ সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার ১৯৩৪-৩৫ সালে চিনি ও দেশলাইয়ের যে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করেন তাহার ফলেই ১৯৩৫-৩৬ সালে এই উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে গভর্ণমেণ্টের ১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয় এবং এই ঘাটতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত টাকা হইতে পূরণ করা হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে পরোক্ষভাবে দেশের উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হওয়া সত্ত্বেও চলতি আয়ের তুলনায় চলতি ব্যয় ১ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের চূড়ান্ত হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরেও যে চলতি আয়ের তুলনায় চলতি ব্যয় ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী হইবে তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে মজুদ তহবিলে সঞ্চিত টাকা হইতে ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। বাকী ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা কি ভাবে পূরণ করা হইবে তাহা দেশবাসীকে এখনও জানান হয় নাই। আগামী বৎসরের ঘাটতি পূরণের জন্য যে তুলার উপর আমদানী শুল্ক বর্দ্ধিত করা হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সার জেমস্ গ্রিগের আমলে ভারত সরকারের তহবিলে বৎসরের পর, বৎসর এই ঘাটতির জন্য সর্ব্বাংশে তিনি দায়ী নহেন। বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য ভারত সরকারের প্রধান অবলম্বন শুল্ক বিভাগে আয়হ্রাস এই ঘাটতির অন্যতম কারণ। বিশেষতঃ সার জেমস্ গ্রিগ তাঁহার প্রথম দুইটী বাজেটে আয়করের উপর সারচার্জ্জ দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দিয়া এবং দুই হাজার টাকার নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়কর হইতে অব্যাহতি দিয়া দেশের অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ট্যাক্সের বোঝা অনেকটা কমাইয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে ট্যাক্স কমাইয়া দেওয়াও ভারত সরকারের রাজস্বের ঘাটতির অন্যতম কারণ হইয়াছে। তারপর সার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশমত ভারত সরকারের নিকট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের ঋণ মকুব হওয়াতে, বিভিন্ন প্রদেশকে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য করাতে এবং আয়করের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে বাটিয়া দেওয়াতেও গত ১৩ বৎসরে ভারত সরকারের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে সার জেমস্ গ্রিগকে দোষ দেওয়া চলে না—বরং এজন্য তিনি বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। কিন্তু তাঁহার আমলে গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। উহাই সার জেমস গ্রিগের রাজস্ব নীতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় গলদ বলিয়া আমরা মনে করি। আরও একটী ব্যাপারে তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কাজ করেন নাই। ভারতবর্ষে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা দানের প্রস্তাব উঠিলেই তিনি তাহাতে বাধা দিয়াছেন। ভারতীয় চিনির কলগুলির উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া তিনি দেশীয় শর্করা-শিল্প এবং দেশের চিনি ব্যবহার-কারী দরিদ্র জনসাধারণ উভয়েরই সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছেন। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পোষ্টকার্ডের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য বারম্বার আন্দোলন হইলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বাতিল করা তাহার আর একটী বড় অকীর্ত্তি। এই শুল্ক বাতিল হওয়ার ফলে ভারতীয় লবণের কারখানা সমূহের পক্ষে বর্ত্তমানে বিদেশী লবণের সহিত প্রতিযোগীতা করা অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আমলে দেশে জাতিগঠনমূলক কোন বড় কাজের জন্য অর্থব্যয়ের সঙ্কল্প গৃহীত হয় নাই—অথচ বিমানপোত বিভাগ, বেতার-বার্ত্তা ইত্যাদিতে বহু টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এক কথায় সার জেমস গ্রিগ ভারতীয় রাজস্বের হাল ধরিয়া দেশের আর্থিক অবস্থার কিছুই উন্নতি সাধন করেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থ সচিবের ন্যায় তিনিও গতানুগতিক পন্থাতেই ৫ বৎসর কাটাইয়া গেলেন। উহা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই একটা দুঃখজনক ব্যাপার নহে—ভারতে বৃটীশ শাসনের পক্ষেও একটা কলঙ্কের কথা।

---

(৩) ভারত সরকারের আয় ব্যয়

ভারত সরকারের বাজেটে বর্ত্তমানে প্রত্যেক বৎসরে যে আয়ের পরিমাণ দেখান হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ১২২ কোটী টাকার মত। কিন্তু রেলের জন্য ভারত সরকার যে ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সুদ হিসাবে ভারত সরকার রেল বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর সাড়ে বত্রিশ কোটী টাকার মত পাইয়া থাকেন এবং ভারত সরকারের আয়ের হিসাবের মধ্যে এই আয়ও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং রেল বিভাগ বাদ দিলে ভারত সরকারের অন্য সকল বিভাগে বর্ত্তমানে সাড়ে উনান্নব্বই কোটী টাকার মত আয় হইয়া থাকে। ভারত সরকারের বৎসর বৎসর ব্যয়ের

পরিমাণও ১২২ কোটী বলিয়া হিসাবে দেখান হইয়া থাকে এবং উহার মধ্যে রেল বিভাগের ঋণের জন্য সুদ হিসাবে ৩০ কোটী টাকার মত ব্যয় করা হয়। কাজেই রেল বিভাগের জন্য ব্যয় বাদ দিলে ভারত সরকারের অন্য সকল বিভাগে বৎসরে বিরানব্বই কোটী টাকার মত ব্যয় হইয়া থাকে।

ভারত সরকারের আয়ের মধ্যে শুল্ক বিভাগের আয়ই প্রধান। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ৮৭ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে শুল্ক বিভাগেই আয় হয় ৫১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। শুল্ক বিভাগের পরেই আয়কর বিভাগে গবর্ণমেণ্টের সবচেয়ে বেশী আয় হইয়া থাকে এবং গত ১৯৩৬-৩৭ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১৫ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা। আয়কর বিভাগের পরে লবণ বিভাগের আয় সবচেয়ে বেশী হয় এবং উক্ত বৎসরে এই বিভাগে ৮ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসরে অন্যান্য বিভাগে ভারত সরকারের যে আয় হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত আয়গুলি উল্লেখযোগ্য—আফিম বিভাগ ৪৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, ভারত সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব, আবকারি, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে আয় ৯৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, ডাক ও তার বিভাগ ৯৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, ভারত সরকার কর্তৃক দাদনী টাকার সুদ ৪০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, শাসন বিভাগ (সিভিল) ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, কারেন্সী ও মিণ্ট ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা, সিভিল ওয়ার্কস বিভাগ ৩০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, বিবিধ দফা ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা এবং সামরিক বিভাগ ৫ কোটী ২২ লক্ষ টাকা।

গত ১৯৩৬—৩৭ সালে ভারত সরকারের সমস্ত বিভাগে মোট ৯০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উহার মধ্যে সামরিক বিভাগেই ৫০ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে ঋণের সুদ বাবদ ১২ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা, শাসন বিভাগে (সিভিল) ১১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা, শুল্ক বিভাগ আয়কর বিভাগ, লবণ বিভাগ প্রভৃতির জন্য ব্যয় ৪ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা, সরকারী বাড়ীঘর নির্ম্মাণ বাবদ ব্যয় ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের সাহায্য বাবদ ব্যয় ২ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা এবং বিবিধ দফায় ব্যয় ৩ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকাই প্রধান। ইহা ছাড়া ঐ বৎসর লবণ বিভাগে মূলধন বিনিয়োগ হিসাবে ৮০ হাজার টাকা, সেচ বিভাগে ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা, ডাক ও তার বিভাগের জন্য ৮২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, কারেন্সী ও মিণ্ট দফায় ৩৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। আমরা পরবর্ত্তী বিভিন্ন প্রবন্ধে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ, লবণ বিভাগ, ঋণের সুদ ও সামরিক বিভাগের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের যে সব বিভাগে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ টাকা আয় ও ব্যয় হয় সেই সব বিভাগ সম্বন্ধে দু' চার কথা বলা যাইতেছে।

আফিম বিভাগ—প্রথমতঃ আফিম বিভাগ হইতে ভারত সরকারের আয়ের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে আফিম রপ্তানী করিয়া এবং রাজপুতনা ও মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহে যে আফিম উৎপন্ন হইত তাহার উপর চড়া হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর মোটা টাকা আয় করিতেন। কিন্তু বিগত ১৯০৭ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ভারত সরকার চীন সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহারা দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে চীনে আফিম রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। উহার পর ১৯১১ সালে চীনের সহিত ভারত সরকারের আর একটী চুক্তি হয় এবং এই চুক্তির ফলে ১৯১৪ সাল হইতে চীনে ভারত সরকার কর্তৃক আফিম রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই ব্যবস্থায় আফিম বিভাগে ভারত সরকারের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরে আফিম বিভাগ হইতে ভারত সরকারের প্রতি বৎসরে ৮ কোটী টাকার মত আয় হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬—২৭ সালে তাহা ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। অতঃপর ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে চিকিৎসাগত প্রয়োজন ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে চীনে আফিম রপ্তানী হইতে দিবেন না। এই ব্যবস্থার পর হইতে আফিমের দফায় ভারত সরকারে আয় আরও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য যে আফিম বিক্রয় হয় তাহা হইতেই ভারত সরকারের এই বিভাগে কিছু কিছু আয় হইতেছে। গত ১৯৩৫-৩৬ সালে এই বিভাগ হইতে ভারত সরকারের ৬১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আয়

হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা কমিয়া ৪৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকায় পরিণত হয়। চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে এই বিভাগে ৪৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে আফিম বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ৪৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল বটে—কিন্তু এই বৎসরে উক্ত বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ও হয় ১৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা।

বিভিন্ন বিভাগ—ভারত সরকারের "বিভিন্ন বিভাগে" গত ১৯৩৬-৩৭ সালে যে ৯৭ লক্ষ টাকার মত আয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব বাবদ ১০ লক্ষ টাকা, আবকারি বিভাগে ৩৫ লক্ষ টাকা, ষ্ট্যাম্প বিভাগে ৩৭৷৷০ লক্ষ টাকা এবং বন বিভাগে ১৪৷৷০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের এই সব বিভাগে যে আয় হয় তাহার তুলনায় ভারত সরকারের আয় যে অতি নগণ্য তাহা বলাই বাহুল্য। উহার কারণ এই যে ভারত সরকার বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষভাবে দেশের যে সব অঞ্চল শাসন করেন তাহার আয়তন এবং উহার অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম।

সেচ বিভাগ—ভারত সরকার সেচ বিভাগের বড় বড় কাজের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ঋণ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। তবে চলতি আয় হইতে টাকা বাঁচাইয়া তাহা দ্বারা বাঁধ নির্ম্মাণ, খাল কর্ত্তন প্রভৃতি কাজেও ভারত সরকার কম অর্থ ব্যয় করেন নাই। সরকারী হিসাব হইতে দেখা যায় যে বিগত ১৮৭৬-৭৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত সরকার এদেশে সেচকার্য্যের জন্য ঋণ করিয়া ৮ কোটী ৭৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা এবং চলতি আয় হইতে টাকা বাঁচাইয়া তাহা হইতে ৫ কোটী ৩২ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এবং বিশেষভাবে গত ১৯২২-২৩ সাল হইতে সেচ-কার্য্যের জন্য ভারত সরকারের ব্যয় অনেক বাড়িয়া যায়। এই কারণে গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সেচ বিভাগে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০ কোটী ৯৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ঋণ করিয়া ১১৬ কোটী ৬০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং চলতি আয় হইতে ৩৪ কোটী ৩৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বর্ত্তমানে ভারত সরকার চলতি রাজস্ব হইতে সেচ বিভাগের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ প্রদান করিয়া থাকেন

এবং উহা হইতে ছোটখাট সেচকার্য্যের জন্যও কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকার যে সব সেচ কার্য্যের জন্য পৃথকভাবে মূলধন বিনিয়োগের হিসাব রাখা হয় সেই সব সেচ-কার্য্য হইতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং যে সব সেচকার্য্যের জন্য পৃথকভাবে মূলধন বিনিয়োগের হিসাব রাখা হয় না সেই সব সেচকার্য্য হইতে ৭ হাজার টাকা, মোট ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বৎসরে বিভিন্ন সেচকার্য্যের দফায় গবর্ণ-মেণ্টের পরিচালনা ব্যয় দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। ফলে ঐ বৎসরে সেচবিভাগে তাঁহাদের আয় হইতে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ঘাটতি হয়। পক্ষান্তরে ঐ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের জন্য গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, সেচ বিভাগের বিবিধ ব্যয় বাবদ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা এবং মূলধন হিসাবে ১৫ হাজার টাকা একুনে ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

ডাক ও তার বিভাগ—ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগকে একটী ব্যবসায় হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে এবং এজন্য এই বিভাগে বৎসর বৎসর যে আয় ও ব্যয় হয় তাহা ভারত সরকারের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না হইয়া এই বিভাগের মারফতে বৎসর বৎসর গভর্ণমেণ্টের যে লাভ-ক্ষতি হইয়া থাকে মাত্র তাহাই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালের বাজেটে ডাক বিভাগের আয় ৯৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৮২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিভাগে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই বৎসরে ডাক বিভাগের মোট আয় হয় ১১ কোটী ৬৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং উহা হইতে ডাক বিভাগের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১০ কোটী ৭৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ফলে যে ৯৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বাজেটে ডাক বিভাগের আয় বলিয়া প্রদর্শন করা হয়। পক্ষান্তরে ডাক বিভাগের বিভিন্ন ব্যয়বহুল কাজের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে (ভারত সরকারের ঋণ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাহার সুদ বাবদ এই বৎসরে ৭৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা এবং এই বিভাগের জন্য মূলধন হিসাবে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা লইয়া যে ৮২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয় হয় তাহাই বাজেটে ডাক বিভাগের ব্যয় বলিয়া ধরা হইয়াছে।

শাসন বিভাগ (সিভিল)—একথা বলাই বাহুল্য যে ভারত সরকারের শাসন বিভাগে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইয়া থাকে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে এই বিভাগে ভারত সরকারের ১১ কোটী ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় এবং ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয়ের দফায় এই বিভাগের বিভিন্ন কাজে যেরূপ ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব এই প্রকার—সাধারণ শাসন বিভাগ—১ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, অডিট বা হিসাবপত্র পরীক্ষা ১ কোটী ৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, বিচার বিভাগ ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, জেল বিভাগে ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, পুলিশ বিভাগ ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, বন্দর বিভাগ ২৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, লাইট হাউস এবং লাইটশিপ বিভাগ ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, ধর্ম্মসংক্রান্ত

বিভাগ ২৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, সম্রাটের প্রতিনিধিগণকে প্রদত্ত ১ কোটী ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল শাসন ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, পররাষ্ট্র বিভাগ ৬২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, বিজ্ঞান বিভাগ ৭৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, শিক্ষা বিভাগ ২৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, চিকিৎসা বিভাগ ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, স্বাস্থ্য বিভাগ ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, কৃষি বিভাগ ৩৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, পশু চিকিৎসা বিভাগ ৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, সমবায় বিভাগ ৫৩ হাজার টাকা, শিল্প বিভাগ ৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, বিমানপোত বিভাগ ২১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, বেতার বার্ত্তা বিভাগ ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং বিবিধ প্রকার ব্যয় ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিভাগের যে ব্যয় দেখান হইল তাহার অধিকাংশই বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিভাগে আলোচ্য বৎসর যে ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আয় হয় তাহা বিভিন্ন বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ের সমষ্টিগত ফল। যেমন বিচার বিভাগে বেওয়ারিশ সম্পত্তির বিক্রয়, কোর্টফি, জরিমানা ইত্যাদিতে কিছু কিছু আয় হইয়া থাকে। সেইরূপ জেল বিভাগে জেলে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইতে কিছু আয় হয়। পুলিশ বিভাগে গবর্ণমেণ্ট স্পেসিয়াল পুলিশের জন্য যে টাকা আদায় করেন এবং রেল বিভাগের কাজে পুলিশ সরবরাহের জন্য রেল বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা পান তাহাই প্রধান আয়। এই আয়ের পরিমাণও খুব সামান্য রকমের। অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ ধরণের কিছু কিছু আয় হইয়া থাকে।

কারেন্সী এণ্ড মিণ্ট:—উহা ভারত সরকারের একটি লাভজনক বিভাগ। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে এই বিভাগে মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা আয় এবং ৩৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচা ও উহার অংশীদারগণকে দেয় লভ্যাংশ বাদে যে অতিরিক্ত টাকা লাভ হয় তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে ভারত সরকার পাইয়া থাকেন এবং উহাই কারেন্সী বিভাগের সব চেয়ে বড় আয়। এই বিভাগে কারেন্সী নোট ছাপাইবার প্রেস হইতেও গবর্ণমেণ্টের কিছু আয় হয়। তৃতীয়তঃ সাধারণের হাতে যে সব নোট নানা কারণে নষ্ট হইয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্টের হাতে যে সমস্ত বেওয়ারিশ নোট জমা হয় তাহার মূল্য এই বিভাগের আয় বলিয়া ধরা হয়। পক্ষান্তরে নোট ছাপাইবার জন্য প্রেসের যে ব্যয় হয় তাহাই এই বিভাগের বড় ব্যয়। তবে ১৯৩৬-৩৭ সালে কনট্রোলার অব কারেন্সীর অফিসের ব্যয় বাবদও এই বিভাগে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগের যে ঋণ রহিয়াছে তাহার সুদ হিসাবেও গবর্ণমেণ্টকে কিছু ব্যয় করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের টাঁকশালে ব্রোঞ্জ, তামা ও নিকেল নির্ম্মিত যে সমস্ত মুদ্রা প্রস্তুত করেন তাহা প্রস্তুত করিতে এই সব মুদ্রার নির্দ্ধারিত মূল্যের তুলনায় অনেক কম ব্যয় হয়। এই জন্য যে লাভ হয় মিণ্ট বিভাগের তাহাই বড় আয়। গবর্ণমেণ্টের হাতে যে সমস্ত রৌপ্য মুদ্রা ফিরিয়া আসে তাহার ওজন হ্রাস জনিত ক্ষতি এই বিভাগের একটী ব্যয় হিসাবে ধরা হয়। আলোচ্য বৎসরে কারেন্সী ও মিণ্ট বিভাগের প্রধান প্রধান আয় ব্যয়ের হিসাব এইরূপ ছিলঃ-আয়—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত লাভ ৩৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, নোট প্রিন্টিং প্রেস ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, নোট বিনষ্ট হওয়ার দরুন লাভ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ব্রোঞ্জ ও তামা হইতে প্রস্তুত মুদ্রার লাভ ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, নিকেল মুদ্রার লাভ ৪২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, বিবিধ আয় ১২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। ব্যয়—কনট্রোলার অব কারেন্সীর অফিসের ব্যয় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, নোট ছাপাইবার ব্যয় ১২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, ঋণের সুদ ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, বিবিধ ব্যয় ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, মিণ্ট এণ্ড এসে মাষ্টারের আফিসের ব্যয় ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় ৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা।

সিভিল ওয়ার্কস—১৯৩৬-৩৭ সালে সিভিল ওয়ার্কস বিভাগে ভারত সরকারের যে ৩০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা আয় হয় তাহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিভুক্ত বাড়ীর ভাড়া হিসাবেই ১৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আয় হয়। অবশ্য উহার অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হইতে কাটিয়াই সংগৃহীত হইয়াছিল। এই বৎসরে উক্ত বিভাগে যে ২ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তাহার মধ্যে সরকারী বাড়ী ঘর নির্ম্মাণে ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, বাড়ী ঘর মেরামতে ৩২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, সরকারী বাড়ীঘরের জন্য রাস্তা টেলিফোন ইত্যাদিতে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও বাড়ীঘর সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন ও অন্যান্য খরচা বাবদ ১৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং রাস্তানির্ম্মাণ তহবিলে ১ কোটী ৪৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অবশ্য সিভিল ওয়ার্কস বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের উহাই সম্যক পরিচয় নহে। কারণ দিল্লীতে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণে ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত যে ১৫ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে তাহা এবং বিভিন্ন হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কিম, বোম্বাই ডেভেলপমেণ্ট স্কিম ইত্যাদিতে যে প্রায় ১৯ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে তাহা এই বিভাগের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই ব্যয়ের হিসাব চলতি আয় ব্যয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই সমস্ত ব্যয় মূলধন বিনিয়োগের হিসাবে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিবিধ ব্যয়—১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের বিবিধ ব্যয়ের দফায় যে ৩ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে দুর্ভিক্ষ নিবারণী তহবিলে ভারত সরকারের প্রদত্ত টাকা, সরকারী কর্ম্মচারী-দিগকে প্রদত্ত এলাউন্স, পেন্সন ইত্যাদি, একসঙ্গে প্রদত্ত পেন্সন, এবং ষ্টেশনারি দ্রব্যের মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত। উহার মধ্যে পেন্সন, এলাউন্স, একসঙ্গে প্রদত্ত পেন্সন ইত্যাদিতেই ১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ভারত সরকারের ব্যয়ের মধ্যে বৎসর বৎসর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে প্রদত্ত অর্থও একটী বড় ব্যয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দফায় ভারত সরকারের ২ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই বিষয়টী অন্যত্র একটী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

আমরা এই প্রবন্ধে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গত ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব প্রদান করিয়াছি। উহার কারণ এই যে ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত সরকারের বড় বড় বিভাগগুলির আয় ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব জানা গেলেও ছোটখাট বিভাগগুলির আয় ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব এখনও জানা যায় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিভিন্ন বিভাগের আয় ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংশোধিত বরাদ্দ মাত্র। এই বৎসরের সকল বিভাগের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইতে আরও বৎসরাধিক কাল দেরী হইবে। ১৯৩৯-৪০ সালের সবেমাত্র আনুমানিক বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ এই হিসাবের অনেক ওলটপালট হইবে। কাজেই পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব মত ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আয় ব্যয়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। তবে এই বৎসরে হিসাব সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহা মূলতঃ অন্যান্য বৎসরের হিসাব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

(৪) ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগ

ভারত সরকারের শুল্ক (custom) বিভাগের আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত দফার আয়গুলি ধরা হইয়া থাকে।—(১) সমুদ্রপথে ভারতে আমদানী জিনিষের উপর শুল্ক। এই শুল্ক দুই ভাগে বিভক্ত যথা—(ক) বিদেশ হইতে সমুদ্র পথে আগত জিনিষের উপর সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধার্য্য শুল্ক (Revenue duties) এবং (খ) বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে আগত জিনিষের উপর ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ধার্য্য শুল্ক (Protective duties) (২) ভারতবর্ষ হইতে যে সব জিনিষ সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার উপর শুল্ক (Export duties) (৩) সমুদ্রপথে আমদানী ও রপ্তানী বিবিধ জিনিষের সংশ্লিষ্ট আয় (৪) ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তী দেশ সমূহে রপ্তানী ও ঐ সব দেশ হইতে আমদানী জিনিষের উপর শুল্ক (Land customs) (৫) ভারত সরকারের গুদাম ও জেটীর ভাড়া (৬) বিবিধ আয় এবং (৭) ভারতবর্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে উৎপন্ন জিনিষের উপর উৎপাদন শুল্ক (Excise duties)।

গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের সমস্ত খাইখরচা বাদে নিট মোট ৪৭ কোটী ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। উহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সমুদ্রপথে আমদানী জিনিষের উপর শুল্ক (ক) সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধার্য্য শুল্ক—৩০ কোটী ৩৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা (খ) ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে ধার্য্য শুল্ক—৯ কোটী ২২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

সমুদ্রপথে রপ্তানী শুল্ক—৪ কোটী ৪১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা।

সমুদ্রপথে আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে বিবিধ আয়—৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

স্থলপথে আমদানী ও রপ্তানী জিনিষের উপর শুল্ক—২১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

গুদাম ও জেটীর ভাড়া এবং বিবিধ আয়—৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

উৎপাদন শুল্ক—৬ কোটী ৮৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা।

এই আয় হইতে বিভিন্ন শুল্কের জন্য আদায়ীকৃত টাকার মধ্যে ১ কোটী ৬১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা শুল্ক প্রদানকারীদিগকে ফেরৎ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ পাট রপ্তানী শুল্কের টাকা হইতে ১ কোটী ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বাঙ্গলা প্রমুখ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ সমূহকে প্রদান করা হয়। তৃতীয়তঃ দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদনশুল্ক হিসাবে আদায়ী টাকা হইতে ৩১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দেশীয় রাজ্য সমূহকে প্রদান করা হয়। বাকী ৪৭ কোটী ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিদেশাগত মদ, চা, তামাক, কেরোসিন তৈল, মেটরযান, পেট্রল, তুলা, জুতা, কলকব্জা, ধাতুদ্রব্য, খেলনা, সুপারি, প্রভৃতি বহুবিধ জিনিষের উপর সরকারী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুল্ক ধরা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্য বিদেশাগত নিম্নলিখিত জিনিষের উপর শুল্ক ধরা হইয়া থাকে— গম ও ময়দা, চাউলের কুড়া, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy chemicals), লৌহ ও ইস্পাত, রূপার জরি ও তৎনির্ম্মিত

জিনিষ, কাগজ ও ষ্টেশনারী দ্রব্য, কাচা রেশম, রেশমী সূতা, কার্পাস বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, কার্পাস সূতায় প্রস্তুত গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি জিনিষ, কৃত্রিম রেশমের প্রস্তুত বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য ধরণের সূতার সংমিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্র, বিবিধ শ্রেণীর বস্ত্র, চকমকি ইত্যাদি এবং কাগজ প্রস্তুতের জন্য কাঠের মণ্ড। রপ্তানী শুল্কের মধ্যে বর্ত্তমানে পাট, পাটজাত থলে ও চট এবং চাউলের উপর রপ্তানী শুল্ক আদায় করা হয়। বর্ত্তমানে এদেশে উৎপন্ন পেট্রল, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই ও ইস্পাতের (Steel ingots) উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য হইয়া থাকে।

নিম্নে যে সমস্ত জিনিষের উপর শুল্ক বাবদ গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের এক কোটী টাকার উপর আয় হইয়াছিল তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল—

মদ, স্পিরিট ও লিকার	(আমদানী শুল্ক)	১ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা
তামাক	ঐ	১ „ ১৭ „ „
কেরোসিন তৈল	ঐ	৩ „ ৪১ „ „
পেট্রল	ঐ	২ „ ৬৯ „ „
মোটর যান	ঐ	১ „ ১৯ „ „
কলকব্জা	ঐ	১ „ ৬০ „ „
রূপা	ঐ	১ „ ৪৭ „ „
সূতা	ঐ	১ „ ৪৬ „ „
কার্পাস সূতা	(রক্ষণ শুল্ক)	৪ „ ২৪ „ „
কৃত্রিম রেসমী বস্ত্র	(ঐ)	১ „ ৭৩ „ „
পাট ও পাটজাত জিনিষ	(রপ্তানী শুল্ক)	৪ „ ৩১ „ „
পেট্রল	(উৎপাদন শুল্ক)	১ „ ৫ „ „
চিনি	ঐ	২ „ ৫২ „ „
দেশলাই	ঐ	২ „ ২৯ „ „
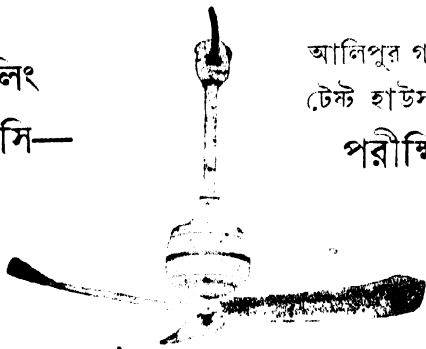
আমদানী শুল্ক—ভারতবর্ষে ভারত সরকারের শুল্ক নীতির ইতিহাস অতি বিচিত্র। এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই ইংলণ্ড শিল্পের ব্যাপারে সমগ্র জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে ইংলণ্ড বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থক ছিল। ভারতবর্ষের উপরও ইংলণ্ড এই বাণিজ্য নীতি চাপাইয়া দেয়। ফলে বিগত ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষে শিল্পের সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ মূলক নীতি বলবৎ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বরাবর একটি অবাধ বাণিজ্যের দেশ বলিয়া গণ্য ছিল। অবশ্য ঐ সময়ে যে এদেশে বিদেশ হইতে আগত বিবিধ জিনিষের উপর শুল্ক আদায় হইত না এমন নহে। তবে ভারত সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, ভারতের বাজারে বৃটীশ শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা সৃষ্টি এবং বিদেশী গবর্ণমেণ্ট সমূহের অর্থ সাহায্যে (bounty) পুষ্ট শিল্পদ্রব্য যাহাতে ভারতের বাজারে আমদানী হইতে না পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্টের শুল্ক নীতি নির্দ্ধারিত হইত। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে আমদানী শিল্পদ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে এবং কাচা মালের উপর শতকরা ৩৷৷০ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইত। গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধিই এই শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল। পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থব্যয় হওয়াতে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুল্কের হার শতকরা ১০ টাকা নির্দ্ধারিত করা হয়। কিন্তু ১৮৬৪ সালে উহা পুনরায় কমাইয়া শতকরা ৭৷৷০ টাকায় এবং ১৮৭৫ সালে শতকরা ৫ টাকায় পরিণত করা হয়। ঐ সময়ে বৃটিশ কাপড়ের কল সমূহের পরিচালকগণ এই বলিয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন যে ভারতে বিদেশাগত কাপড়ের উপর শুল্ক আদায় করার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির সাহায্য হইতেছে। ফলে ১৮৮২ সাল হইতে ভারতে বিদেশাগত সমস্ত জিনিষের উপর শুল্ক আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। কিন্তু ১৮৯৪ সালে টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ার দরুণ ভারত সরকারের বিষম অর্থাভাব উপস্থিত হওয়ায় ঐ বৎসর হইতে পুনরায় শতকরা ৫ টাকা হারে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইতে থাকে। ১৮৯৯ সালে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও হল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট সমূহ ঐ সব দেশের বীট চিনির কারখানা সমূহের মালিকগণকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অর্থ সাহায্যের ফলে ভারতের বাজারে ঐ সব দেশ হইতে বিপুল পরিমাণে চিনি আমদানী হইতে থাকে। উহার প্রতিকারের জন্য ১৮৯৯ হইতে ১৯০৪ সালের মধ্যে ঐ সব দেশ হইতে আগত চিনির উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক (Countervailing duties) আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত এই সব শুল্ক বলবৎ থাকে। ১৯১০-১১ সালে আফিম বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় কমিয়া যাওয়ার দরুণ এই ক্ষতি পূরণার্থ গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আগত রূপা ও কেরোসিনের উপর উপরোক্ত ৫ টাকা অপেক্ষাও বেশী হারে শুল্ক আদায় করা আরম্ভ করেন। ১৯১৬-১৭ সালে যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অনেক বাড়িয়া যাওয়াতে বিভিন্ন জিনিষের উপর শুল্কের হার শতকরা ৭৷৷০ টাকা করিয়া ধার্য্য করা হয়। পরে ১৯২১-২২

সালে উহা আরও বাড়াইয়া শতকরা ১১ টাকায় এবং ১৯২২-২৩ সালে শতকরা ১৫ টাকায় পরিণত করা হয়। কিন্তু ঐ সময়ে মোটরগাড়ী, সিনেমার ফিল্ম, ঘড়ি, রেশমী কাপড় প্রভৃতি বিলাস সামগ্রীর উপর শুল্কের হার শতকরা ৩০ টাকা হারে এবং সিগার ও সিগারেটের উপর শুল্কের হার শতকরা ৭৫ টাকা হারে নির্দ্ধারিত করা হয়। পরে এই সব শুল্কের নানাভাবে তারতম্য করা হয় বটে। কিন্তু ১৯২৪ সাল হইতে ভারতবর্ষে সংরক্ষণনীতি বলবৎ হওয়াতে টেরিফ বোর্ডের নির্দ্দেশমত বিদেশাগত অনেক জিনিষের উপর রক্ষণ শুল্ক হিসাবে শুল্ক আদায় করা হইতেছে। অধিকন্তু মন্দার জন্য ভারত সরকারের রাজস্বে বৎসর বৎসর বিপুল পরিমাণ টাকা ঘাটতি হইতে থাকায় গত ১৯৩১ সাল হইতে বিদেশাগত বহুবিধ জিনিষের উপর শুল্কের হার খুব বেশী বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত এই শুল্কের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে অতিরিক্ত শুল্ক (Surcharge) আদায় করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের রাজস্বের যে প্রকার দুরবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্র যে শুল্কের হার হ্রাস পাইবে তাহার সম্ভাবনা কম। তবে এই সব শুল্ক দেশবাসীর উপর একটা পরোক্ষ ট্যাক্স হইলেও উহার ফলে ভারতীয় অনেক শিল্প সংরক্ষণ-শুল্কের মতই সুবিধা পাইতেছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে শুল্কের হার সম্বন্ধে সময় সময় এক একখানা পুস্তক প্রকাশ করা হইয়া থাকে এবং উহাতে বিবিধ শ্রেণীর জিনিষের মধ্যে কোন জিনিষের উপর কি হারে শুল্ক আদায় করা হয় তাহার বিবরণ দেওয়া হয়। গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখের "ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নেল" পত্রের অতিরিক্ত হিসাবে এই ধরনের একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐ পুস্তকখানা দেখিলে বর্ত্তমানে এদেশে বিদেশাগত কোন জিনিষের উপর কি হারে শুল্ক আদায় করা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

উৎপাদন শুল্ক—ভারতবর্ষে উৎপাদন শুল্কের প্রথা প্রবর্ত্তন হয় বিগত ১৮৯৪ সালে। এই বৎসরে টাকার মূল্য হ্রাসের জন্য ভারত সরকারের অর্থাভাবহেতু ভারত সরকার এদেশে আগত ল্যাঙ্কাশায়ার জাত বস্ত্র ও সূতার উপর শতকরা ৫ টাকা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিতে বাধ্য হন। উহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলি তুমুল আন্দোলন করায় ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি যাহাতে উক্ত শুল্কের কোন সুবিধা না পায় তজ্জন্য ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন ২০ ও তদূর্দ্ধ নম্বরের সূতার উপর এই হারে উৎপাদন শুল্কও ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উহাতেও ল্যাঙ্কাশায়ার সন্তুষ্ট হয় নাই। ফলে ১৮৯৬ সালে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে আগত বস্ত্রের উপর শুল্কের হার কমাইয়া শতকরা ৩॥০ টাকায় পরিণত করা হয় এবং ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন সমস্ত বস্ত্র ও সূতার উপর এই হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়। এই উৎপাদন শুল্ক বিগত ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। বিগত ১৯১৭-১৮ সাল হইতে পেট্রল এবং কেরোসিনের উপর উৎপাদন শুল্ক আদায় করা হইতেছে। টেরিফ বোর্ডের নির্দ্দেশমত বিগত ১৯৩৪ সালের নবেম্বর মাস হইতে ইস্পাতের (steel ingots) উপরও উৎপাদন শুল্ক আদায় করা হইতেছে। চিনি এবং দেশলাইয়ের উপর ১৯৩৪ সাল হইতে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়। বর্ত্তমানে দেশে যে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য আছে তাহার হার উহার প্রবর্ত্তনের পর হইতে সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রপ্তানী শুল্ক—বিগত ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী প্রায় সমস্ত জিনিষের উপরই শতকরা ৩ টাকা হারে রপ্তানী শুল্ক আদায় করা হইত। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য যাহাতে ইংলণ্ডের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তাহাই এই শুল্কের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক ১৮৬০ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত জিনিষের উপর রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং মাত্র চাউলের উপর রপ্তানী শুল্ক বলবৎ থাকে। ১৯০৩ সালে চায়ের উপর সামান্য পরিমাণে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করা হয়। কিন্তু পরে তাহা উঠিয়া যায়। ১৯১৬-১৭ সালে পুনরায় চায়ের উপর রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য হয় এবং এই সময়ে পাট ও পাটজাত মালের উপরও রপ্তানী শুল্ক বসে। ১৯২৭-২৮ সালে চায়ের উপর রপ্তানী শুল্ক পুনরায় উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী কাঁচা চামড়ার উপরও শতকরা ১৫ টাকা হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধান চাউলের উপর অনেক দিন ধরিয়াই রপ্তানী শুল্ক আদায় করা হইতেছে। গত ১৯১২-১৩ সালে এই শুল্ক হইতে ভারত সরকারের প্রায় দেড় কোটী টাকা আদায় হইয়াছিল। কিন্তু গত ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা হইতে মাত্র ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের ইতিহাস ঘাটিলে দেখা যায় যে যখনই তাঁহারা অর্থাভাবে পতিত হইয়াছেন তখনই তাঁহারা বিভিন্ন শ্রেণীর শুল্কের হার বর্দ্ধিত করিয়া তাহা পূরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে শুল্ক বিভাগের আয়ই বর্ত্তমানে ভারত সরকারের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিভাগ হইতে গত ১৯১৩-১৪ সালে ভারত সরকারের মোটমাট মাত্র ১১ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল। উহা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া গত ১৯৩৬—৩৭ সালে ৫১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। তবে বিদেশী জিনিষের উপর বর্ত্তমানে যে অত্যধিক চড়া হারে শুল্ক বলবৎ আছে তাহা ভারতে বিদেশী জিনিষের আমদানী হ্রাসের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হইতেছে। চলতি বৎসরে শুল্ক বিভাগে ভারত সরকারের আয় গত বৎসরের তুলনায় ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আগামী বৎসরে এই বিভাগে আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪০ কোটী ১০ লক্ষ টাকা।

(৫) আয়কর বিভাগ

ইংলণ্ডের ন্যায় যে সব দেশে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত সেই সব দেশে আয়কর হইতেই গবর্ণমেণ্টের সবচেয়ে বেশী টাকা আয় হইয়া থাকে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মোট আয় হইয়াছিল ৮৭ কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। উহার মধ্যে আয়কর, সারট্যাক্স ও এষ্টেট ডিউটীর দফায় গবর্ণমেণ্টের আয় হয় ৩৪ কোটী ৩৮ লক্ষ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে, এই বৎসরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শুল্ক বিভাগে আয় হইয়াছিল ২২ কোটী ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে জনসাধারণের দারিদ্র্য হেতু আয়কর বাবদ শুল্ক বিভাগের আয়ের তুলনায় আয়কর বিভাগে অনেক কম আয় হইয়া থাকে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দফায় ভারত সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর আয়কর বাবদ ১১ কোটী ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ও পেন্সনের উপর আয়কর বাবদ ২ কোটী ৩৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা এবং কোম্পানীর কাগজের সুদের উপর আয়কর বাবদ ১ কোটী ২৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আয় হয়। এই ১৪ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে ২ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা ফেরৎ দিতে হয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে ৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা প্রদত্ত হয়। ফলে উক্ত বৎসরে আয়করের দফায় গবর্ণমেণ্টের ১২ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে সুপার ট্যাক্স বাবদ গবর্ণমেণ্টের ২ কোটী ৯১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসরে আয়কর বিভাগের পরিচালনা বাবদ গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় হয় ৮৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

ভারতবর্ষে সিপাহী যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ বিগত ১৮৬১ সালে সর্ব্বপ্রথম ৫ বৎসরের জন্য আয়কর ধার্য্য করা হয়। এই সময়ে কৃষিজাত আয়কেও আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই। এই কর ১৮৬৫ সালে উঠিয়া যায়। অতঃপর ১৮৬৭ সালে বৃত্তি (Professions) এবং ব্যবসার উপর একটী লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। এই সময়ে কৃষিজাত আয়কে আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ট্যাক্স ১৮৭২-৭৩ সাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিয়া উঠিয়া যায়। তৎপরে ১৮৭৭ সালে দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের উপর পুনরায় একটী লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। এই ট্যাক্স ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বাঙ্গলা ও বোম্বাইয়ে বলবৎ ছিল। এই বৎসরে উক্ত আয়কর হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষের উপর বলবৎ হয়। এই সময় হইতে আয়কর ধার্য্যযোগ্য বেতন ও পেন্সন, কোম্পানীর লাভ, কোম্পানীর কাগজের সুদ ও কৃষিজাত আয় ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর আয়করধার্য্যযোগ্য আয়ের উপর আয়কর আদায় হইতে থাকে। ঐ সময়ে ৫ শত টাকা হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৪ পাই হিসাবে এবং দুই হাজার টাকার উর্দ্ধের আয়ের উপর ৫ পাই হিসাবে আয়কর ধার্য্য হইয়াছিল। ১৯০৩ সালে এক হাজার টাকার নিম্নের আয়ের উপর আয় কর উঠিয়া যায়। ইহার পর ১৯১৬ সালে দুই হাজার টাকার উর্দ্ধে আয়ের উপর আয়ের অনুপাতে প্রতি টাকায় দেয় আয়করের পরিমাণ ক্রমশঃ বেশী করিয়া ধার্য্য করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯১৭ সালে যাহাদের আয় বেশী তাহাদের উপর আয়করের অতিরিক্ত একটা সুপার ট্যাক্স ধার্য্য করিবার নিয়ম বলবৎ হয় এবং এই ক্ষেত্রেও কম আয়ের উপর কম করিয়া এবং বেশী আয়ের উপর বেশী করিয়া সুপার ট্যাক্স ধার্য্য করিবার নিয়ম করা হয়। ১৯১৯ সালে দুই হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়—কিন্তু যুদ্ধের সুবিধা পাইয়া যাহারা বৎসরে ৩০ হাজার টাকার অধিক লাভ করিয়াছিল তাহাদের উপর এক বৎসরের জন্য একটী ওয়ার প্রফিট ট্যাক্স বসান হয়। ১৯২০ সালে এই ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাস হইতে মন্দার জন্য গবর্ণমেণ্টের আয় হ্রাস হেতু পুনরায় এক হাজার টাকার আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে আয়কর ধার্য্যযোগ্য আয়ের পরিমাণ পুনরায় দুই হাজার টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়।

বর্ত্তমানে দেশের উপর যে হারে আয়কর আদায় করা হইয়া থাকে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—ব্যক্তি বিশেষ, হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার, রেজেষ্টরীকৃত নহে এরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সমিতির উপর (১) বৎসরে দুই হাজার টাকার কম আয় হইলে কোন আয়কর দিতে হয় না (২) ২ হাজার টাকা হইতে ৪৯৯৯ টাকা আয়ের উপর প্রতি টাকায় ছয় পাই (৩) ৫ হাজার টাকা হইতে ৯৯৯৯ টাকা আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৯ পাই (৪) ১০ হাজার টাকা আয় হইতে ১৪৯৯৯ টাকা আয়ের উপর প্রতি টাকায় এক আনা (৫) ১৫ হাজার টাকা আয় হইতে ১৯৯৯৯ টাকা আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা চার পাই (৬) ২০ হাজার টাকা আয় হইতে ২৯৯৯৯ টাকা আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা সাত পাই (৭) ৩০ হাজার টাকা আয় হইতে ৩৯৯৯৯ টাকা আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা এগার পাই (৮) ৪০ হাজার টাকা হইতে ৯৯৯৯৯ টাকা আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় দুই আনা এক পাই এবং (৯) এক লক্ষ টাকা হইতে উর্দ্ধে সমস্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় দুই আনা দুই পাই।

কোম্পানী ও রেজেষ্টরীকৃত ফার্ম্মসমূহকে উহাদের লাভ যাহাই হউক না কেন তাহার উপর প্রতি টাকায় দুই আনা দুই পাই হারে আয়কর দিতে হয়।

বর্ত্তমানে ৩০ হাজার টাকার ঊর্দ্ধের আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সুপার ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়া থাকে। নিম্নে বর্ত্তমানে যে হারে সুপার ট্যাক্স আদায় করা হইয়া থাকে তাহা দেওয়া হইল—(১) কোন কোম্পানীর যদি ৩০ হাজার টাকার উপরে ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত লাভ হয় তবে উহাকে কোন সুপার ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে যে লাভ হয় তাহার উপর প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে সুপার ট্যাক্স দিতে হয়। (২) হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ৭৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর কোন সুপার ট্যাক্স দিতে হয় না! ইহার উপর ২৫ হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা তিন পাই করিয়া সুপার ট্যাক্স ধার্য্য হইয়া থাকে। (৩) ব্যক্তি বিশেষ, রেজিষ্টরীকৃত নহে এরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সমিতিকে ৩০ হাজার টাকার উপরে ২০ হাজার পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় ৯ পাই হিসাবে এবং ৫০ হাজার টাকার উপরের আয়ের উপর এক লক্ষ পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা তিন পাই হিসাবে সুপার ট্যাক্স দিতে হয়। (৪) ব্যক্তি বিশেষ, হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার, রেজেষ্টিকৃত নহে এরূপ কোম্পানী ও সমিতির আয় যদি বৎসরে এক লক্ষ টাকার বেশী হয় তাহা হইলে এক লক্ষ টাকার উপরে ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা ৯ পাই হিসাবে, তাহার উপর ৫০ হাজার টাকায় প্রতি টাকায় দুই আনা তিন পাই, তৎপর ৫০ হাজার টাকায় দুইআনা ৯ পাই, তৎপর ৫০ হাজার টাকায় ৩ আনা ৩ পাই, তৎপর ৫০ হাজার টাকায় তিন আনা নয় পাই, তৎপর ৫০ হাজার টাকায় ৪ আনা ৩ পাই, তৎপর ৫০ হাজার টাকায় ৫ আনা ৩ পাই, তৎপর ৫০ হাজার টাকায় ৫ আনা নয় পাই এবং তৎপর ৫০ হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৬ আনা ৩ পাই হিসাবে সুপার ট্যাক্স দিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে বৎসরে যাহাদের ৬ লক্ষ টাকার বেশী আয় হয় তাহাদিগকে মোট আয়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী টাকা আয়কর ও সুপার ট্যাক্স হিসাবে গবর্ণমেন্টকে দিতে হইতেছে। ইহার উপর তাহাদিগকে সার চার্জ্জ বাবদও অনেক টাকা প্রদান করিতে হয়।

বর্ত্তমানে দেশে যে আয়কর আইন বলবৎ আছে তাহার অনেক গলদ থাকার দরুণ এই আইনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট গত ১৯৩৫ সালে তিনজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা একটি কমিটী বসান। উক্ত কমিটীর সুপারিশ মত গত বৎসর একটি নূতন আয়কর আইন পাশ হইয়াছে। সম্প্রতি এই আইন বড় লাটের সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে আইনটি প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী সরকারী বৎসরের প্রথম হইতেই আইনটি দেশের উপর বলবৎ হইবে। এই আইনের ফলে আয়কর বাবদ ভারত সরকারের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

নূতন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রচলিত 'ষ্টেপ' প্রথার পরিবর্ত্তে 'স্লেব' প্রথায় আয়কর ধার্য্য করা। এই দুইটী প্রথা কি তাহা ব্যাখ্যা করার স্থান ইহা নহে। তবে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই দুইটি প্রথার পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তির বৎসরে যদি ৪৯৯৯ টাকা আয় হয় তাহা হইলে 'ষ্টেপ' প্রথা অনুযায়ী এই ৪৯৯৯ টাকার উপর তাহাকে প্রতি টাকায় ছয় পাই হিসাবে আয়কর দিতে হয়। কিন্তু আগামী বৎসরে কোন ব্যক্তির যদি উক্ত পরিমান টাকা আয় হয় তাহা হইলে 'স্লেব' প্রথা অনুযায়ী তাহাকে উক্ত টাকার মধ্যে দেড় হাজার টাকা বাদে বাকী ৩৪৯৯ টাকার উপর প্রতি টাকায় ৯ পাই হিসাবে আয়কর দিতে হইবে। সুতরাং নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী যাহাদের আয় কম তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ টাকার উপর কিছু বেশী হারে আয়কর দিতে হইবে। তবে যাহাদের আয় কম নূতন ব্যবস্থার সমষ্টিগত ফল হিসাবে তাহাদিগকে মোটমাট কম পরিমাণ টাকা আয়কর হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। নিম্নে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে এদেশে যে হারে আয়কর ধার্য্য করা হইবে তাহা প্রদান করা হইল। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমানে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর যে সারচার্জ্জ বা অতিরিক্ত আয়কর ধার্য্য আছে নূতন ব্যবস্থায় তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আয়করের হার—(১) ব্যক্তি বিশেষ, হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার রেজেষ্টরীকৃত নহে এরূপ কোম্পানী ও সমিতির উপর (ক) প্রথম ১৫ শত টাকা আয়ে কোন আয়কর ধার্য্য হইবে না (খ) ইহার উপর ৩৫ শত টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৯ পাই। তবে ১৫ শত টাকার উপর যদি মাত্র ৫ শত বেশী আয় হয় তাহা হইলেও আয়কর দিতে হইবে না। অর্থাৎ যাহাদের আয় বৎসরে অনধিক দুই হাজার টাকা তাহাদিগকে আয়কর দিতে হইবে না। (গ) যাহাদের আয় বৎসরে ১০ হাজার টাকা তাহাদিগকে ৩৫ শত টাকার উপর প্রতি টাকায় ৯ পাই হিসাবে এবং ৫ হাজার টাকার উপর প্রতি টাকায় ১ আনা ৩ পাই হিসাবে আয়কর দিতে হইবে (ঘ) যাহাদের আয় বৎসরে ১৫ হাজার টাকা তাহাদিগকে ৩৫ শত টাকার উপর প্রতি টাকায় ৯ পাই, ৫ হাজার টাকার উপর প্রতি টাকায় ১ আনা ৩ পাই এবং পরবর্ত্তী ৫ হাজার টাকার উপর প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে আয়কর দিতে হইবে। (ঙ) যাহাদের আয় বৎসরে ১৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে তাহাদিগকে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে ট্যাক্স দিতে হইবে এবং ১৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে প্রতি টাকার জন্য ২ আনা ৬ পাই ট্যাক্স দিতে হইবে। (চ) যাহাদের আয় বৎসরে দুই হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী তাহাদিগকে দুই হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের অর্দ্ধেকের উপর প্রতি টাকায় ৯ পাই হিসাবে

ট্যাক্স দিতে হইবে।" (২) রেজেষ্টরীকৃত কোম্পানী সমূহকে উহাদের সমগ্র লাভের উপর প্রতি টাকায় দুই আনা ছয় পাই হারে ট্যাক্স দিতে হইবে। সুপার ট্যাক্সের বেলায় রেজেষ্টরীকৃত কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর আয়কর প্রদানকারীকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না। ইহার উর্দ্ধে ১০ হাজার টাকার উপরে প্রতি টাকায় এক আনা, তদুপরি ২০ হাজার টাকার উপর প্রতি টাকায় দুই আনা, তদুপরি ৭০ হাজার টাকার উপর প্রতি টাকায় ৩ আনা, তদুপরি ৭৫ হাজার টাকা আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৪ আনা, তদুপরি দেড় লক্ষ টাকার উপর প্রতি টাকায় ৫ আনা, তদুপরি দেড় লক্ষ টাকার উপর প্রতি টাকায় ছয় আনা এবং তদুপরি যত আয় হইবে তাহার উপর প্রতি টাকায় ৭ আনা হিসাবে সুপার ট্যাক্স দিতে হইবে। কোম্পানী সমূহকে সমগ্র লাভের উপর প্রতি টাকায় এক আনা হারে সুপার ট্যাক্স দিতে হইবে।

——০——

(৬) লবণ বিভাগ

ভারত সরকারের লবণ বিভাগে বর্ত্তমানে যে আয় হয় তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি দফায় আদায় হইয়া থাকে (১) বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী লবণের উপর আমদানী শুল্ক (২) ভারতীয় কারখানা সমূহে উৎপন্ন লবণের উপর উৎপাদন শুল্ক এবং (৩) ভারতবর্ষস্থিত সরকারী লবণের কারখানা সমূহে উৎপন্ন লবণ বিক্রয়। প্রথমোক্ত দুইটী দফায় আয় প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সব আয় শুল্ক বিভাগের আয়ের সহিত না দেখাইয়া পৃথকভাবে লবণ বিভাগের হিসাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের এই বিভাগে মোট ৮ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। উহার মধ্যে ভারতীয় কারখানা সমূহে উৎপন্ন লবণের উপর উৎপাদন শুল্ক হিসাবে ৫ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, বিদেশ হইতে আমদানী লবণের উপর আমদানীশুল্ক হিসাবে ২ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা এবং সরকারী কারখানায় উৎপন্ন লবণ বিক্রয় হইতে ৩৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসরে লবণ বিভাগের খরচা, সরকারী কারখানা সমূহের পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদিতে উক্ত বিভাগে গবর্ণমেণ্টের মোট ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

শুল্ক বিভাগ ও আয়কর বিভাগের পরেই লবণ বিভাগ হইতে ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশী আয় হইয়া থাকে। এই বিভাগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে ট্যাক্স আদায় হয় তাহার ইতিহাস অতি বিচিত্র। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও দেশের ভিতরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লবণ চালান দিতে হইলে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দিতে হইত এবং উহা Transit duty নামে পরিচিত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা হাতে পাইয়া দেশের ভিতরে এই ট্যাক্স বলবৎ করেন। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে দেশের ভিতরে লবণ বিক্রয় এবং তৎপরে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের একাধিপত্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে কি প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারা দেশের লবণ শিল্পকে ধ্বংস করা হয় তাহার ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন। অবশেষে ভারতের বাজারে লিভারপুলের লবণ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের একাধিপত্য পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৮২ সাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র লবণের উপর প্রতি মণে দুই টাকা হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়। ঐ সময়ে বিদেশী লবণের উপরও অনুরূপ হারে আমদানীশুল্ক ধার্য্য হয়। ১৮৮৮ সালে উহা বাড়াইয়া ২ টাকা আট আনা করিয়া ধার্য্য করা হয়। অতঃপর ১৯০৩ সালে উহাকে ২।০ আনা, ১৯০৫ সালে ১॥০ আনায় এবং ১৯০৭ সালে ১ টাকায় কমান হয়। ১৯১৬ সালে অর্থাভাব হেতু গবর্ণমেণ্ট উহা বাড়াইয়া ১।০ আনায় পরিণত করেন এবং একই কারণে ১৯২৩ সালে উহা ২॥০ আনায় পরিণত হয়। ১৯২৪ সালে উহা পুনরায় এক টাকা চার আনায় ধার্য্য হয়। কিন্তু ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অতিরিক্ত বাজেটে এই শুল্কের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে সারচার্জ্জ বা অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য হয়। ফলে ঐ সময়ে লবণ শুল্কের হার দাঁড়ায় প্রতি মণে ১৷৴০ আনা। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই হারই বলবৎ আছে।

গত ১৯৩১ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখ হইতে ভারতীয় লবণের কারখানা সমূহকে বিদেশাগত লবণের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষিত করিবার জন্য বিদেশী লবণের প্রতি মণের উপর সাড়ে চার আনা করিয়া একটী অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধরা হয়। ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ হইতে এই শুল্কের পরিমাণ কমাইয়া প্রতি মণে দশ পয়সা ধার্য্য করা হয়। ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ হইতে উহা আরও কমাইয়া প্রতি মণে ছয় পয়সা করা হয়। চলতি সরকারি বৎসরের প্রথম হইতে এই শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত শুল্ক বাবদ আয় হইতে উত্তর ভারতের লবণ কেন্দ্রগুলির উন্নতি এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে লবণ শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত। এইভাবে ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ টাকা বণ্টিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে জনসাধারণের অপ্রিয় যত ট্যাক্স আছে তাহার মধ্যে লবণ শুল্কের মত অপ্রিয় আর কিছু নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বহুবার এই শুল্ক লইয়া তুমুল বাদ বিতণ্ডা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীও ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিবাদ হিসাবে সর্ব্বপ্রথম লবণ শুল্ককে বাছিয়া লইয়াছিলেন। জনমতের প্রতিনিধিগণ বলেন যে লবণ দেশের দরিদ্রতম জনসাধারণেরও নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী। কাজেই উহার উপর কোন ট্যাক্স ধার্য্য করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয় যে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিও সাধ্যমত ট্যাক্স দিতে বাধ্য এবং লবণ ছাড়া আর কোন পন্থায় উহাদের উপর ট্যাক্স ধরা সম্ভবপর নহে। উভয় পক্ষের এই সব যুক্তির মূল্য যাহাই হউক না কেন একথা বিচার্য্য যে বর্ত্তমানে লবণের মারফতে ভারত সরকারের প্রতিবৎসর নিট পৌনে আট কোটী টাকার মত আয় হইতেছে। উহা উঠাইয়া দিলে দেশের উপর ভারত সরকারকে নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইবে এবং উহার ফলে দেশবাসী লবণের মূল্য হ্রাসহেতু একদিকে যেটুকু সুবিধা পাইবে অন্যদিকে তাহারা ট্যাক্স বৃদ্ধি হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। এজন্য অনেকে বলেন যে লবণ শুল্ক বজায় রাখা উচিত — তবে এই শুল্কের হার যত কম রাখা যায় ততই ভাল। এই যুক্তিকে আমরা খুব সমীচীন বলিয়া মনে করি।

(৭) সামরিক ব্যয়

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এদেশের জাতীয় আয় বর্ত্তমান সময়ে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। কিন্তু সে অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বৃটিশ শাসনের সুরু হইতে এদেশে সকল দিক দিয়া নিতান্ত ব্যয় বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনা করা হইতেছে। এজন্য ভারতবর্ষে সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয়ের অঙ্কে সর্ব্বদাই যথেষ্ট অদূরদর্শীতা ও অমিত-ব্যয়িতার ছাপ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এদেশের প্রকৃত আর্থিক সঙ্গতি ও এদেশবাসীদের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় না ভারত সরকারের অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়বহরই উহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। প্রতিবৎসর ভারত সরকারের হাতে যে রাজস্ব আসিয়াছে তাহার মধ্যে গড়ে শতকরা ৬০ ভাগই তাঁহারা সামরিক বিভাগের পিছনে ব্যয় করিয়াছেন। ফলে অন্য অনেক প্রয়োজনীয় দিকে বিশেষতঃ জাতিগঠন মূলক কার্য্য বিষয়ে খরচপত্রের হার মোটেই আবশ্যকানুরূপ হয় নাই। ভারতবর্ষের ভৌগলিক সংস্থান যেরূপ অনুকূল এবং সীমান্তবর্ত্তী দেশ সমূহের সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্ক যেরূপ অনাড়ম্বর ও শান্তিপূর্ণ তাহাতে বাহির হইতে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এদেশের তেমন কিছু নাই। কিন্তু উহা সত্বেও যে ভারতবর্ষে বিরাট সৈন্য বহর পরিপালনের এবং ঐ বাবদ প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা নিয়োগ করার উপর জোর দেওয়া হইতেছে তাহার পিছনে বৃটীশ রাজনীতি-বিদদের সাম্রাজ্যবাদ সুলভ স্বার্থ সাধনের নীতিই নিহিত রহিয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাহার নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নামে এদেশে বহুসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য পরিপালন করাই হইতেছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নির্লজ্জভাবে ঐরূপ সৈন্যদলের প্রায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের ভার ভারতবর্ষের উপর চাপাইয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ভারতবর্ষে কোম্পানীর আমল হইতে সামরিক ব্যয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত স্বার্থমূলক নীতিই কার্য্যতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুদূর অতীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার। কিন্তু ক্রমে এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ইংলণ্ডের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্কল্পও তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে। ফলে তাঁহারা এদেশে ও এদেশের বাহিরে অনেক যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইয়া পড়েন। আর ঐ জন্য তাঁহাদিগকে ইংলণ্ড হইতেও সৈন্যদল আমদানী করিতে হয়। কিন্তু স্বকীয় স্বার্থ অনুযায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহারা কোম্পানীর নামে ইংলণ্ড হইতে অর্থ আনয়ন না করিয়া প্রথমতঃ এদেশের প্রাপ্তব্য রাজস্ব দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীর তরফ হইতে ঋণ করিয়া ঐ প্রকার সামরিক ব্যয় মিটাইতে চেষ্টা করেন। কোম্পানী শাসনের আমলে সিংহল, সিঙ্গাপুর, আফ্রিকা, মিশর ও ব্রহ্মদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যতগুলি যুদ্ধ হয় তাহার ব্যয় ভারতবাসীর নামে ইংলণ্ডে ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের যে খরচপত্র হয় তাহা মিটাইবার জন্যও ভারত-বাসীর নামে ৪ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করা হয়। ফলে ১৮৫৮ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন কোম্পানীর হাত হইতে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন কোম্পানীর পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ভারতের সরকারী ঋণের বোঝা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে সৈন্যদল বৃদ্ধির দিকে জোর দেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের আশে পাশে বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য অল্প কাল মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহও সংঘটিত হয়। ফলে একদিকে সরকারী বাজেটে সামরিক ব্যয়ের অঙ্ক যেরূপ বর্দ্ধিত হইতে থাকে অপরদিকে এদেশের সরকারী ঋণের পরিমাণও দিন দিন বাড়িয়া যায়। ১৮৬০-৬১ সালে সামরিক বিভাগের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। অনেকটা ক্রমিক হারে বাড়িয়া গিয়া ১৯১৩-১৪ সালে তাহা ২৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ ব্যয়ের হার ১৯১৭-১৯১৮ সালে ৪৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করেন। ১৯২০-২১ সাল পর্য্যন্ত তাহা ৬৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছে।

সামরিক ব্যয়ের হার ঐরূপ বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। ফলে ঐ ব্যয় কমান সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ১৯২২-২৩ সালে ইঞ্চকেপ্ কমিটীকে নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটী সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে সামরিক ব্যয় হ্রাসের কয়েকটী উপায় নির্দ্ধারণ করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অধিকতর ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে সেজন্য চেষ্টা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন। এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়ের হার সামান্য কিছু হ্রাস করা হয় এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে তাহা ৫০ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে সামরিক বিভাগ বাবদ প্রথমে ৪৫ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল কিন্তু পরে সংশোধিত বরাদ্দে আরও ১ কোটী টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে সামরিক বিভাগের জন্য ৪৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষদিকে ভারতের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৬৭ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ভারত সরকার এতদিনে তাহা মাত্র ৪৫।৪৬ কোটী টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন—দেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহা তেমন ভরসাজনক মনে করা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে ভারতীয় রাজস্ব হইতে ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধ বিভাগকে প্রতি বৎসর যে সোয়া ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি রফা হওয়ার ফলে তাহাও এখন দিতে হইতেছে না। তাহাছাড়া এক্ষনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট

হইতে সৈন্য বিভাগের ব্যয় বাবদ কিছু পরিমাণ অর্থও পাওয়া যাইতেছে। এই অবস্থায়ও ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সামরিক ব্যয় আরও বেশী পরিমাণে হ্রাস করিতে পারেন নাই ইহাতে ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সত্যিকার আগ্রহ ও চেষ্টার অভাবই সূচিত হইতেছে।

দেশের লোকের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে কর আদায় করিয়া যে সরকারী আয় সম্ভবপর হয় তাহা কোনদিকে অপব্যয় হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্যবাদিক নীতির পরিপোষকতা করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাপ্ত রাজস্বের একটা বিপুল অংশ সামরিক বিভাগে নিয়োগ করিতেছেন। আর এদেশের সামরিক বিভাগে যে সৈন্য লওয়া হইতেছে তাহার মধ্যে অভারতীয়ের সংখ্যাই অত্যধিক। ইহাতে প্রকারান্তরে ভারতীয় রাজস্বের যে বিপুল অপচয় হইতেছে তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে ভারতের আর্থিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে না। দেশের জনসাধারণ সামরিক বিভাগের ব্যয় উপযুক্তরূপ হ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে ও দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ ও অভারতীয় সৈন্যের বদলে দেশীয় লোকদের নিয়োগ করিতে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুরোধ করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ সৈন্যদের পিছনে ভারতীয় সৈন্যদের তুলনায় ব্যয় হয় অনেক বেশী। কাজেই বৃটিশ সৈন্যদের বদলে ভারতীয় সৈন্য গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন ব্যয় অনেক পরিমাণে বাঁচিয়া যাইবে অপরদিকে তেমনই এদেশীয় লোকেরা অধিক পরিমাণে কার্য্য সংস্থানের সুযোগ পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও গবর্ণমেণ্ট এসবদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আবশ্যকানুরূপ নিয়োগ করিতেছেন না। এদেশের জনমতের দাবী উপেক্ষা করিয়া নূতন শাসন তন্ত্রেও বর্ত্তমানের ন্যায় সামরিক বাজেটকে জন-প্রতিনিধি সভার আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

(৮) ভারত সরকারের ঋণ

গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০৮ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা। বহুবিধ কারণে ভারত সরকারের এই ঋণ হইয়াছে এবং এই ঋণের সুদ ইত্যাদির জন্য ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারকে ৪৮ কোটী ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজত্ব করিতেন সেই সময়ে কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ও কোম্পানীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার জন্য ব্যয়ের পৃথক হিসাব রাখা হইত না। এই সময়ে যে বৎসরে দেশ শাসনে তহবিলে উদ্বৃত্ত হইত তাহা কোম্পানীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিনিয়োগ করা হইত এবং যে বৎসরে কোম্পানীর ব্যবসায়ে অথবা দেশ শাসন ব্যাপারে ক্ষতি হইত সেই বৎসর তাহা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের (তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) ঋণের সূত্রপাত হয়। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে সিংহল, মলক্কাস, সিঙ্গাপুর ও জাভায় যে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয় তজ্জন্য এবং নেপাল, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, পারস্য ও চীনের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাড়ে তিন কোটী পাউণ্ডের মত ব্যয় হয়। উহার অধিকাংশই ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয় তাহার ফলেও কোম্পানীর প্রায় ৪ কোটী পাউণ্ড ঋণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৮ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যখন কোম্পানীর হাত হইতে স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে তাঁহারা কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত সমস্ত ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধিকন্তু এই সময়ে ৩ কোটী ৭১ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করিয়া তাহা কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত হয়। এই ভাবে ১৮৫৮ সালে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটী ২২ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোম্পানীর হস্ত হইতে শাসন-ভার গ্রহণ করিবার পর গ্যারাণ্টি প্রদত্ত রেল কোম্পানীগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকারকে অনেক টাকা ঋণ করিতে হয়। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা যখন স্বয়ং রেলপথ নির্ম্মাণে অগ্রসর হন তখনও এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। রেল কোম্পানী সমূহের সহিত চুক্তির মেয়াদ অন্তে ভারত সরকার যখন বিভিন্ন রেলপথের পরিচালনা ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন সেই সময়েও রেল কোম্পানী সমূহের ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁহাদিগকে বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণের বোঝা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। রেল বিভাগ ছাড়া ভারতে ব্যয়বহুল সেচ কার্য্যের ব্যবস্থা, ডাক বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয়বহুল কাজ ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার অনেক টাকা ঋণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট, ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির ব্যয়বহুল কাজের জন্য ভারত সরকার অনেক টাকা ঋণ করিয়া তাহা উহাদের নিকট দাদন করিয়াছেন। এই সব ঋণ আয়বৃদ্ধিজনক কাজের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয় তাহার জন্যও ভারতবর্ষের ঘাড়ে এই সময়ে কম ঋণের বোঝা পড়ে নাই। বিগত ১৮৫৮ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভূটান যুদ্ধ, আবিসিনিয়া অভিযান, পারস্য অভিযান, আফগান যুদ্ধ, মিশর অভিযান, সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ এবং ব্রহ্ম যুদ্ধে ভারতবাসীর উপর মোটমাট ৯০ কোটী টাকা ঋণের বোঝা পড়ে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ উপলক্ষে ভারত-বর্ষের সামরিক ব্যয় মোটমাট ১৫০ কোটী টাকা ও বে-সামরিক বিভাগে ব্যয় ২৫ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের সাহায্য হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ১৮৯ কোটী টাকা দেওয়া হয়। এই ৩৬৪ কোটী টাকারও বহুলাংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হয়। ১৮৫৮-৫৯ সাল হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকারের বাজেটে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি কাটাকাটি হইয়া নিট ঘাটতি হয় ৪২ কোটী টাকা। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত টাকার উচ্চমূল্য বজায় রাখিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টের ১২৫ কোটী টাকা ক্ষতি হয়। ১৮৭০ সাল হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হয় তজ্জন্যও গবর্ণমেণ্টের ১ কোটী ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষে ১৭ কোটী টাকা ব্যয় হয়। উহার পরেও এইজন্য

গবর্ণমেণ্টের ৪০ কোটী টাকার মত ব্যয় হয়। এই সব ব্যয়ের বহুলাংশ গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া সংগ্রহ করেন।

যাহা হউক, ভারত সরকারের ঋণের মধ্যে যে সব ঋণ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি কারণে গৃহীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে অধিকাংশ ঋণই পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্টের যে ঋণ রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই আয়জনক ঋণ। তবে আধুনিক কালে গবর্ণমেণ্ট পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং ক্যাস সার্টিফিকেট হিসাবে টাকা জমা নেওয়ার যে প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বৎসর বৎসর অনেক টাকা সুদ হিসাবে দিতে হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্টফণ্ড ও, বিভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্ট তহবিলও গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা থাকে এবং উহার উপরও গবর্ণমেণ্টকে সুদ দিতে হয়। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের যে ঋণ রহিয়াছে তাহাকে প্রধানতঃ আয়জনক (Productive) ও আয়হীন (non-productive) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই ঋণের কতকাংশ ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে গৃহীত এবং কতকাংশ ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত। নিম্নে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারত সরকারের যে ১২০৮ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল তাহার বিভিন্ন দফা দেখান হইল :—

ভারতে টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণ

কোম্পানীর কাগজ	৪৩৭ কোটী	৮৮ লক্ষ টাকা
ট্রেজারী বিল	২৯ ,,	৬৯ ,,
পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহে মজুদ	৭৪ ,,	৭৫ ,,
প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ইত্যাদি	১০২ ,,	২৮ ,,
পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট	৬৫ ,,	২৩ ,,
বিভিন্ন মজুদ তহবিল	১৯ ,,	৫ ,,
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের তহবিল	১ ,,	৩৬ ,,
	৭৩০ ,,	২৪ ,,

ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ

কোম্পানীর কাগজ	৩০ কোটি ৭ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড
রেল কোম্পানী সমূহের পাওনা	৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫০ হাজার ,,
পাউণ্ড প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ইত্যাদি	১৪ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড
মোট	৩৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড

প্রতি টাকা এক শিলিং ছয় পেনী হিসাবে ৪৭৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা

মোট ঋণ **১২০৮,৬১ লক্ষ টাকা**

এই টাকার মধ্যে আয় জনক সম্পত্তিতে মোট কত টাকা ন্যস্ত ছিল তাহার সর্ব্বশেষ হিসাব আমরা অবগত নহি। তবে ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে উহার পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল—রেল বিভাগে ৭৫৭ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা, ডাক বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে ২৪ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট দাদন ১৮৬ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা, দেশীয় রাজা ও অন্যান্যের নিকট দাদন ২০ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা ঐ সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে নগদ টাকা, স্বর্ণ ও সিকিউরিটী হিসাবে ২২ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল। সুতরাং উহা বুঝা যাইতেছে যে ভারত সরকারের মোট ঋণের মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র ২০০ কোটী টাকা ঋণের বদলে কোন আয় জনক সম্পত্তি নাই। উহাকেই গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত ঋণ বলা যাইতে পারে।

গত ১৯৩৬—৩৭ সালে ভারত সরকার উহাদের ঋণের সুদ এবং ঋণের বিলি ব্যবস্থার খরচা হিসাবে মোটমাট ৪৮ কোটী ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে টাকা ও পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত কোম্পানীর কাগজের সুদ ও ঐ সব ঋণের বিলি ব্যবস্থার জন্য ৩৫ কোটী ৮৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা প্রদত্ত হয়। বাকী সুদের মধ্যে কি বাবদ কত টাকা সুদ দিতে হইয়াছে তাহার হিসাব—ক্যাশ সার্টিফিকেটের বোনাস ৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা, সেভিংস ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতী টাকার সুদ ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, সরকারী প্রভিডেণ্ট ফণ্ড সমূহের জন্য সুদ ৪ কোটী ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, বিভিন্ন কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত তহবিলের সুদ ৭২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, রেলের ক্ষয়পূরণ ভাণ্ডারে গচ্ছিত অর্থের সুদ ৬২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, ডাক ও তার বিভাগের মজুদ তহবিলের সুদ ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, বিবিধ দফা ১ কোটী ১৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

উপরোক্ত সুদের মধ্যে ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকার কোন বিভাগ হইতে কত টাকা সুদ আদায় করিয়াছেন তাহার হিসাব এইরূপ—রেল বিভাগ ২৯ কোটী ৬১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা, সেচ বিভাগ ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, ডাক ও তার বিভাগ ৭৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, একসঙ্গে পেন্সন গ্রহণ করার ফলে প্রাপ্ত সুদ ২৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, বিবিধ দফা ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে প্রদত্ত ঋণের জন্য তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুদ ৭ কোটী ৯৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের ঋণের সুদ বাবদ যে ৪৮ কোটী ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা দিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৩৮ কোটী ৭৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকাই তাঁহারা বিভিন্ন বিভাগ হইতে আদায় করিয়াছিলেন। বাকী ৯ কোটী ৫৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা তাঁহাদিগকে হাত হইতে দিতে হইয়াছিল।

ভারত সরকারের উপরোক্ত প্রকার বিপুল ঋণের অধিকাংশ আয়জনক ঋণ হইলেও উহা ঋণ বটে। উহার জন্য বৎসর বৎসর বিভিন্ন বিভাগ হইতে ৪৮ কোটী টাকার উপর সুদ দিতে হয়। এই ঋণ পরিশোধ হইলে বৎসরে গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ৪৮ কোটী টাকা বাঁচিতে পারে এবং উহা দ্বারা দেশে জনহিতকর অনেক কাজ চলিতে পারে। কাজেই দেশকে ঋণমুক্ত করিবার সমস্যা একটী বড় সমস্যা। কিন্তু ভারত সরকারের অমিতব্যয়িতা যে প্রকার বেশী তাহাতে এই ঋণ কবে যে পরিশোধ হইবে এবং কোন দিন তাহা পরিশোধ হইবে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। গত ১৯২৪ সালে ভারত সরকারের তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার বেসিল ব্লাকেট ঋণ পরিশোধের জন্য প্রত্যেক বৎসর সরকারী আয় হইতে ৪ কোটী টাকা পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে এই বাবদ প্রতি বৎসর ৩ কোটী টাকার বেশী সংস্থান করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাহা হউক বর্ত্তমানে যদি অন্ততঃ ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে ঋণ গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলেও দেশের অনেক লাভ হইত। কারণ এই ব্যবস্থায় সরকারী ঋণের সুদ হিসাবে ব্যয়িত টাকা দেশবাসী পাইত। ভারত সরকার কিছু দিন যাবৎ এই নীতি অবলম্বন করিয়া ১৯৩৫ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৫৫ কোটী টাকার মত কমাইয়া দিয়াছেন বটে। কিন্তু ঋণের বিপুলতার তুলনায় খুব মন্থর গতিতে এই কাজ হইতেছে বলা চলে। বর্ত্তমানে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য দিন দিন যে ভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহাতে অদূরভবিষ্যতে ইংলণ্ডে ভারতবাসীর তরফ হইতে ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে। অবশ্য অর্থ সচিবের মত এই যে আগামী বৎসরে এই ধরণের ঋণের কোন প্রয়োজন হইবে না।

——o——

(৯) বাজেটের বিলি-ব্যবস্থা

(Ways and Means)

ভারত সরকারের বাজেটে বিভিন্ন দফায় যে আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে আমরা "ভারত সরকারের আয় ও ব্যয়" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সব আয় ও ব্যয় ছাড়াও প্রত্যেক বৎসর ভারত সরকারের হাতে নানা ভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হয় এবং তাহা নানাভাবে খরচ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—ভারত সরকার অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ পরিশোধ, রেল বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয়বহুল কাজের জন্য অর্থের সংস্থান, ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা, ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হিসাবেও প্রত্যেক বৎসর ভারত সরকারের হাতে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারত সরকারের কাছে বহু প্রকার কাজের জন্য বহু প্রকার তহবিল গচ্ছিত রহিয়াছে। এই সব তহবিলেও বৎসর বৎসর অনেক টাকা জমা হয়। দেশীয় রাজ্য, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ, সরকারী কর্ম্মচারীবর্গ প্রভৃতির নিকট ভারত সরকার যে টাকা দাদন করেন তাহারও সুদ ও আসল হিসাবে বৎসর বৎসর অনেক টাকা আদায় হইয়া থাকে। ভারত সরকারের ডাক বিভাগের অধীনস্থ পোষ্টাফিস সমূহেও প্রতি বৎসর মনিঅর্ডার হিসাবে ৮০ কোটী টাকার উপর জমা হয়। এই সমস্ত মিলিয়া গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের হাতে মোট ৬৩৮ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ভারত সরকারকে প্রত্যেক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ পরিশোধ, রেলবিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয়বহুল কাজ ও রাজস্বে ঘাটতির জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকা এবং ক্যাস সার্টিফিকেটে জমা টাকা জনসাধারণ উঠাইয়া লইবার জন্যও প্রত্যেক বৎসর গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর টাকা দিতে হয়। সরকারী কর্ম্মচারীগণ অবসর গ্রহণ করিবার কালে বা কাজ ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদিগকেও গবর্ণমেণ্টকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা শোধ করিয়া দিতে হয়। ভারত সরকারের নিকট বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট যে সমস্ত তহবিল গচ্ছিত রহিয়াছে ঐ সব তহবিল হইতেও বিভিন্ন কাজে তাঁহাদিগকে অনেক টাকা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসর দেশীয় রাজ্যসমূহ, সরকারী কর্ম্মচারী ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক টাকা দাদন করিয়া থাকেন (নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের প্রয়োজনের সময়ে নিজেরাই বাজার হইতে ধার করিয়া থাকেন—ভারত সরকার তাঁহাদিগকে টাকা ধার দেন না। পোষ্টাফিসসমূহে মনি অর্ডার বাবদ বৎসরে ৮০ কোটি টাকার মত জমা হয় বটে—কিন্তু ঐ পরিমাণ টাকা মনিঅর্ডার প্রাপকগণকে দিতেও হয়। এই সমস্ত মিলিয়া গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত সরকারের মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬৩০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

এই সব দফায় গবর্ণমেণ্টের বৎসর বৎসর যে টাকা আমদানী হয় তাহা দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল বলিয়া অনেকটা অনিশ্চিত। যে বৎসর লোকের স্বচ্ছলতা থাকে সেই বৎসরে সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেট হিসাবে দেশের লোক যত টাকা জমা দেয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা উঠাইয়া লয়। কিন্তু যে বৎসর দেশের লোকের আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হয় সেই বৎসরে সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেটে জমার তুলনায় অনেক বেশী টাকা জনসাধারণ উঠাইয়া লয়। গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর যে টাকা দাদন করেন তাহা আদায়ও খাতকের আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ পরিশোধের জন্য যদি গবর্ণমেণ্টকে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলেও উহা গ্রহণের সর্ত্ত টাকার বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের হাতে যে সমস্ত তহবিল ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাতে টাকা জমার তুলনায় খরচ বেশী কি কম হইবে তাহাও অনেকটা অনিশ্চিত। মোটের উপর উপরোক্ত সমস্ত দফাতে সারা বৎসরে গবর্ণমেণ্টের হাতে মোট কি পরিমাণ টাকা জমা হইবে এবং এই সমস্ত দফায় মোট কি পরিমাণ টাকা খরচ করিতে হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করা সহজ কাজ নহে। অধিকন্তু ভারত সরকারকে বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের সুদ, ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারীদের পেন্সন ও ভাতা হিসাবে যে টাকা প্রেরণ করিতে হয় তাহা তাঁহারা টাকার হিসাবে বিভিন্ন বিভাগ হইতে পাইয়া থাকেন বটে। কিন্তু এই টাকা পাউণ্ডের হিসাবে শোধ করিতে হয়। অথচ টাকা ভাঙ্গাইয়া তাহাকে পাউণ্ডে পরিণত করার সুবিধা ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের উপর নির্ভরশীল। যে বৎসর ভারতের রপ্তানীর আধিক্য কমিয়া যায় সেই বৎসরে ভারত সরকারকে (বর্ত্তমানে এই কাজের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইয়াছে) টাকা ভাঙ্গাইয়া তাহা পাউণ্ডে পরিণত করিতে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়।

কাজেই ভারত সরকারকে প্রত্যেক বৎসর চলতি আয় হইতে চলতি ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য চিন্তা ভাবনা ছাড়াও উপরোক্ত বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের হাতে কি পরিমাণ টাকা জমা হইতে পারে, বিভিন্ন দফায় কি পরিমাণ টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব, ইংলণ্ডে কত পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে এবং কি ভাবে টাকা ভাঙ্গাইয়া এই পরিমাণ পাউণ্ড মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও চিন্তা ভাবনা করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক বৎসরে বাজেট উপস্থিত

করিবার কালে চলতি আয় ব্যয়ের হিসাব ছাড়াও আগামী বৎসরে এই সব দফার কতকগুলি দফায় গবর্ণমেণ্টের কি পরিমাণ টাকা জমা ও খরচ হইবে, টাকার প্রয়োজন হইলে তাহা কি ভাবে সংগ্রহ করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে অর্থসচিব একটী আনুমানিক বরাদ্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই বরাদ্দকে ইংরাজী ভাষায় ওয়েজ এণ্ড মিনস বাজেট (Ways and Means Budget) বলা হইয়া থাকে।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব আগামী ১৯৩৯-৪০ সালের জন্য যে ওয়েজ এণ্ড মিনস বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—আসল টাকা ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে পরিশোধের সর্ত্তে শতকরা বার্ষিক ৫॥০ টাকা সুদে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন গত বৎসর তাহার মধ্যে ১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার ঋণকে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদের ঋণে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই ঋণের অবশিষ্ট অংশের যে সমস্ত মালিক তাহাদের প্রাপ্য টাকাকে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদের ঋণে পরিবর্ত্তিত করিতে অগ্রসর হন নাই তাহাদিগকে আগামী বৎসরে আসল টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে আসল টাকা পরিশোধের সর্ত্তে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ২০ কোটি টাকা এখনও পরিশোধের বাকী আছে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে আগামী বৎসরে এই টাকা শোধ করিয়া দিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের আথিক অবস্থা বর্ত্তমানে যে প্রকার তাহাতে হাত হইতে টাকা দিয়া উহা শোধ করা সম্ভব নহে বিধায় উহাকে অপেক্ষাকৃত অল্প সুদের ঋণে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর এই ঋণ পরিবর্ত্তিত করিবেন কি না, করিলে কোন সময়ে কিরূপ সুদের ঋণে উহা পরিবর্ত্তিত করা হইবে তাহা বাজারের অবস্থা দৃষ্টে স্থির করিবেন। ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণ সম্বন্ধে অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে আগামী বৎসরে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রেলওয়ে ডিবেঞ্চার শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্তু আগামী বৎসরে অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ কর্ম্মচারীদের পরিবারবর্গের পেন্সন দফায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত অর্থ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হইবে। এই দুই দফা এবং ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় ইত্যাদিতে আগামী বৎসরে ভারত সরকারকে মোটমাট ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে আগামী বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা ভাঙ্গাইয়া এই পরিমাণ পাউণ্ড মুদ্রা সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। ট্রেজারি বিল সম্বন্ধে অর্থসচিব বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরের শেষে এই বাবদ গবর্ণমেণ্টের দেনা ৪৪ হইতে ৪৫ কোটি টাকার মত দাঁড়াইবে। তবে আগামী বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ৬ কোটি টাকার মত কমিয়া যাইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করেন। অর্থসচিব আরও অনুমান করিয়াছেন যে আগামী বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ক্যাস সার্টিফিকেট বাবদ দেশের লোক পোষ্টাফিস সমূহে যত টাকা জমা দিবে তাহার তুলনায় গবর্ণমেণ্টকে ৫০ লক্ষ টাকা বেশী আদায় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে উদ্বৃত্ত টাকার তুলনায় সেভিংস ব্যাঙ্ক সমূহে জমা টাকার পরিমাণ আগামী বৎসরে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন। সুতরাং অর্থসচিবের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে আগামী বৎসরে চলতি আয়-ব্যয়ের বাজেটের বাহিরে গবর্ণমেণ্টকে যে ব্যয় করিতে হইবে তাহা সঙ্কুলানের জন্য তাঁহাদিগকে কোন বেগ পাইতে হইবে না।

ভারত সরকারের এই ওয়েজ এণ্ড মিনস্ বাজেট দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কোন বৎসর যদি এই বাজেট হইতে দেখা যায় যে গবর্ণমেণ্ট সহজে তাহাদের দায় মিটাইতে সমর্থ হইবেন না তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রভাবে কোম্পানীর কাগজের মূল্য কমিয়া যায়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মে যে গবর্ণমেণ্টকে বাজার চলতি সুদের তুলনায় বেশী সুদে ঋণ করিতে হইবে। এই বাজেটের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্টের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা বলবৎ হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যেও একটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ এরূপ অবস্থায় টাকার সহিত পাউণ্ডের বাট্টার হারেও একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাহা হউক বর্ত্তমান বৎসরের ওয়েজ এণ্ড মিনস্ বাজেটে ভারত সরকারের আথিক অবস্থার যে প্রতিচ্ছবি দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমানে ভারত সরকারের কোন অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে হয় না।

---

(১০) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বের সম্পর্ক

ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাতে তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন ক্ষুদ্র ছিল এবং তাহা বর্ত্তমানের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল না। এই কারণে এদেশে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাতে বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের সমস্ত আয় একই তহবিলে ন্যস্ত হইত এবং একই তহবিল হইতে সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করা হইত। পরবর্ত্তী কালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের শাসনের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে এক একটী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বিগত ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশে যে আয় হইত তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই গ্রহণ করিতেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই প্রত্যেক প্রদেশের সমস্ত খুঁটিনাটী ব্যয় স্থির করিয়া দিয়া তন্মতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের হাতে অর্থ প্রদান করিতেন। এই ব্যবস্থাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়সঙ্কোচের দিকে কোন দৃষ্টিপাত করেন না দেখিয়া ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়োর আমলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে পুলিশ, শিক্ষা, রাস্তাঘাট ও পাব্লিক ওয়ার্কস, রেজিষ্ট্রেশন, চিকিৎসা ও জেল বিভাগের আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে দিয়া তাঁহাদিগকে এই সব বিভাগের ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের রাজস্বে ঘাটতি পূরণ করিবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড লাটনের আমলে উপরোক্ত নীতির আরও প্রসার করিয়া আবগারি, ষ্ট্যাম্প এবং আইন ও বিচার বিভাগের রাজস্বও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের হাতে অর্পিত হয়। এই সময়েও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ঘাটতি পূরণ করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের আমলে এই ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করা হয়। ঐ সময়ে স্থির হয় যে, (১) আফিম বিভাগ, লবণ বিভাগ, শুল্ক বিভাগ এবং রেলবিভাগের ন্যায় ব্যবসায় শ্রেণীর বিভাগগুলির আয় ভারত সরকার পাইবেন (২) সিভিল বিভাগ সমূহ ও অন্যান্য কতিপয় বিভাগের আয় প্রাদেশিক সরকার সমূহের প্রাপ্য হইবে এবং (৩) আবগারী, ষ্ট্যাম্প, বন বিভাগ ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ ভাগ করিয়া লইবেন। এই সময়ে আরও স্থির হয় যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের ঘাটতি পূরণের জন্য এখন হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে অর্থসাহায্য না করিয়া ভূমিরাজস্ব বিভাগের আয়ের কতকাংশ

ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে প্রদান করিবেন। ১৮৮৭, ১৮৯২ ও ১৮৯৭ সালে এই ব্যবস্থার অনেক অদলবদল হয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জ্জনের আমলে স্থির হয় যে পুলিশ বিভাগের সংস্কার, শিক্ষার প্রসার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। ১৯১২ সালে লর্ড হাডিঞ্জের আমলে এই ব্যবস্থার পুনরায় আমূল সংস্কার করা হয়। ঐ সময়ে স্থির হয় যে (১) আফিম বিভাগ, রেল বিভাগ, লবণ বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, কারেন্সী এবং মিণ্ট বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ ও সামরিক বিভাগ হইতে এবং দেশীয় রাজাদের নিকট হইতে যে টাকা আয় হইবে তাহা ভারত সরকার পাইবেন (২) বন বিভাগ, আবকারি বিভাগ, রেজিষ্ট্রেসন বিভাগ এবং শিক্ষা, আইন ও বিচার প্রভৃতি বিভাগের আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রাপ্য হইবে (৩) ভূমি রাজস্ব, আয়কর, সেচ ও ষ্ট্যাম্প বিভাগের আয় ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে। এই ব্যবস্থা ১৯১৯ সালে মণ্টেগু শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে এই সময় পর্য্যন্ত কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেশের উপর কোন ট্যাক্স বসাইবার অথবা শাসনগত প্রয়োজনে কোন ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

১৯১৯ সালে যে মণ্টেগু শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তাহার আমলে প্রদেশ সমূহকে সীমাবদ্ধ ভাবে একটা স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা হয়। এই সময়ে দেশে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি ইত্যাদির দায়িত্ব প্রদেশ সমূহের উপর ন্যস্ত করা হয়। এজন্য প্রদেশ সমূহের আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই শাসন তন্ত্রের আমলে ভূমি রাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, বন বিভাগ, আবগারী বিভাগ ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় সম্পূর্ণ ভাবে প্রদেশ সমূহের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অধিকন্তু এই সময়ে আয়করের অতি সামান্য অংশও প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। এই শাসনব্যবস্থায় প্রদেশসমূহের উপর উহাদের শাসনাধীন বিভাগগুলির সম্পর্কে দেশের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবারও ক্ষমতা অর্পিত হয়। কিন্তু মণ্টেগু শাসনের আমলে প্রদেশসমূহকে ভূমিরাজস্ব, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি কয়েকটী আয়জনক বিভাগের আয় প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের দারুণ অর্থাভাব উপস্থিত হয় এবং এক বৎসরেই ভারত সরকারের ঘাটতি দাঁড়ায় ৯ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে লর্ড মেষ্টনের সভাপতিত্বে একটি কমিটী বসে। উক্ত কমিটী ভারত সরকারের অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য স্থির করেন যে, ১৯২১-২২ সালে প্রদেশসমূহ ভারত সরকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবে এবং ৭ বৎসরের মধ্যে সমস্ত প্রদেশের দেয় টাকার পরিমাণ দাঁড়াইবে বৎসরে ৯ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা। মণ্টেগু আইনের আমলে ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি বিভাগের আয় বিভিন্ন প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত হওয়ার দরুণ বিভিন্ন প্রদেশের আয় যে ভাবে বৃদ্ধি হইয়াছিল মেষ্টন কমিটী তদনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশ কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে দেয় টাকার পরিমাণও নির্দ্ধারিত করেন। ফলে প্রতি বৎসর মাদ্রাজের ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, বোম্বাইয়ের ৫৬ লক্ষ টাকা, বাঙ্গলার ৬৩ লক্ষ টাকা, সংযুক্ত প্রদেশের ২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ব্রহ্মদেশের ৬৪ লক্ষ টাকা, মধ্য প্রদেশের ২২ লক্ষ টাকা এবং আসামের ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইবে বলিয়া ব্যবস্থা হয়। ভারত সরকার সামান্য পরিবর্ত্তনসহ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু মেষ্টনী ব্যবস্থায় ভারত সরকারকে বিভিন্ন প্রদেশের দেয় টাকার পরিমাণ যে ভাবে সাব্যস্ত হয় তাহাতে প্রথম হইতেই প্রদেশ সমূহের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন প্রকার দাবী উপস্থিত করিয়া এই টাকার পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করে। এদিকে যে স্থলে মেষ্টন কমিটি অনুমান করিয়াছিলেন যে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধি হেতু তাহাদের রাজস্বে উদ্বৃত্ত হইবে সেই স্থলে ঐ সময়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের বৎসরের পর বৎসর ঘাটতি হইতে থাকে। পক্ষান্তরে ঐ সময়ে ভারত সরকারের রাজস্বে বেশ স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ফলে ১৯২৫-২৬ সালে ভারত সরকার মাদ্রাজের নিকট এই ব্যবস্থায় প্রাপ্য টাকা হইতে ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা, সংযুক্ত প্রদেশের নিকট প্রাপ্য টাকা হইতে ৫৬ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবের নিকট প্রাপ্য টাকা হইতে ৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্রহ্মদেশের নিটক প্রাপ্য টাকা হইতে ৭ লক্ষ টাকা মকুব করিয়া দেন। পরবর্ত্তী বৎসরেও এই সব প্রদেশকে এই ভাবে ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মকুব করা হয়। ১৯২৭-২৮ সালে ভারত সরকার সমস্ত প্রদেশের নিকট প্রাপ্য বকেয়া ও হাল টাকা মকুব করিয়া দেন এবং ১৯২৮-২৯ সাল হইতে মেষ্টনী ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

(১১) নূতন শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব

মেষ্টনী ব্যবস্থা বাতিল হইলেও গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ বলবৎ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে দেশব্যাপী মন্দার দরুণ সকল প্রদেশেরই ভূমিরাজস্ব, আবকারী, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি আয়জনক বিভাগ গুলিতে আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া যায়। ইহার উপর বাঙ্গলা দেশে সন্ত্রাসবাদীদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ব্যয়বাহুল্য করিতে হয়। এই সব কারণে প্রায় সমস্ত প্রদেশই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতবর্ষে সিন্ধু ও উড়িষ্যা—এই দুইটী ক্ষুদ্র প্রদেশ সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় উহাদের কি ভাবে ব্যয় সঙ্কুলান হইবে তাহাও একটি সমস্যা রূপে দেখা দেয়। এই সব কারণে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সূচনা হইতেই কি ভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা যায় তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের একটা চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ ঐ সময়ে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের উপর দেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি কাজের জন্য যদি উহাদের হাতে পর্য্যাপ্ত অর্থ না দেওয়া হয় তাহা হইলে নূতন শাসনতন্ত্র অল্প সময়ের মধ্যেই অচল হইয়া পড়িবে। এই কারণে সাইমন কমিশনের সদস্য হিসাবে আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহারা ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ সার ওয়াল্টার লেটনকে নিয়োগ করেন। তিনি দশ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকারের তহবিলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৎসরে ১৪॥ কোটী টাকা হইবে মনে করিয়া প্রস্তাব করেন যে ব্যক্তিগত আয়ের উপর আয়কর হিসাবে ভারত সরকারের যে আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক এবং লবণ প্রভৃতি জিনিষের উপর উৎপাদন শুল্ক হিসাবে আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টণ করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ভারত সরকার জানান যে তাঁহাদের

উদ্বৃত্তের পরিমান কখনও ১৪॥০ কোটী টাকা হইবে না। কাজেই এই পরিকল্পনা মত কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার পরে ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সময়ে লর্ড পীলের সভাপতিত্বে একটী কমিটী (ফেডারেল ফাইন্যান্স সাব কমিটি) এই বিষয় বিবেচনা করেন। ১৯৩২ সালে পার্সি কমিটীর উপর এই বিষয়ের বিবেচনা ভার অর্পিত হয়। উক্ত কমিটী আয়করের একটা অংশ প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টণ করিবার নীতি সমর্থন করিলেও মেষ্টনী ব্যবস্থার ন্যায় পুনরায় ভারত সরকারকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে এই বিষয় আলোচিত হয় এবং উহারা আয়করের সাকুল্য অংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু ভারত সরকার উহার ধাক্কা সামলাইতে পারিবেন না দেখিয়া হোয়াইট পেপারে এরূপ জানান হয় যে কর্পোরেশন ট্যাক্স বাদে আয়কর বাবদ ভারত সরকারের যে আয় হইবে তাহার শতকরা অন্যন ৫০ ভাগ হইতে অনধিক ৭৫ ভাগ আয় প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশের কোন পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া এই মাত্র বলা হয় যে উহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ (prescribed) প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এই বিষয় এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অর্থনীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে নূতন শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারাতে যে সব বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মীমাংসার জন্য ১৯৩৬ সালের শেষভাগে ভারত সরকার ইংলণ্ডের অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞ স্যার অটো নিমেয়ারকে নিযুক্ত করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি এই বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি (১) আয়কর বাবদ ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার পরামর্শ দেন। তবে তিনি এরূপ সর্ত্ত করেন যে আয়কর এবং রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত হিসাবে ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা মিলিয়া ১৩ কোটী টাকা না হইলে প্রদেশ সমূহ এই দফায় কিছু পাইবে না। তিনি এরূপও সিদ্ধান্ত করেন যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর ৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রদেশ সমূহ এই দফায় কিছুই পাইবে না এবং ষষ্ঠ বৎসর হইতে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে ভারত সরকারের দেয় টাকার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া সাকুল্য অংশ প্রদেশ সমূহকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইবে (২) এই রিপোর্টে স্যার অটো নিমেয়ার কতকগুলি প্রদেশকে এককালীন ও বার্ষিক হিসাবে নগদ অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করেন এবং ভারত সরকারের নিকট বাঙ্গলা প্রভৃতি কতিপয় গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ঋণ ছিল তাহা মকুব করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন (৩) স্যার অটো নিমেয়ারের তদন্তের পূর্ব্বেই ভারত সরকার পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক বাঙ্গলা প্রভৃতি পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেছিলেন। স্যার অটো নিমেয়ার অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে এই শুল্কের শতকরা ৬২॥০ ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার পরামর্শ দেন। স্যার অটো নিমেয়ারের এই রিপোর্ট লইয়া দেশে অনেক বাদ প্রতিবাদ হইলেও এবং সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই উহাতে প্রতিবাদ জানাইলেও ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড উক্ত পরিকল্পনা সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন। অধিকন্তু ভারত সরকারের রাজস্বের অবস্থার উন্নতি হেতু নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আয়কর বণ্টন সম্পর্কে স্যার অটো নিমেয়ারের সিদ্ধান্ত আংশিকভাবে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। উহাই নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব সম্পর্কে প্রথম ও শেষ সরকারী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ফলে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ বলবৎ হইবার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই কতকটা ব্যয়বাহুল্যের জন্য এবং কতকটা মাদক নিবারণ ও জাতিগঠন মূলক কাজে অধিক অর্থব্যয়ের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা পুনরায় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারের আয়ের আরও কতকাংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মধ্যে বণ্টন করা আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে বর্ত্তমানে ভারত সরকারেরও রাজস্বের অবস্থার দিন দিন যে অবনতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে সামরিক ব্যয় না কমাইলে ভারত সরকারের পক্ষে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলিকে আর সাহায্য করা আপাততঃ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

আয়কর ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে নূতন শাসনতন্ত্রে মণ্টেগু শাসনের আমলে অবলম্বিত নীতিই মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রের পরিশিষ্টে যে ৭ নং অনুবন্ধ রহিয়াছে তাহার প্রথম তালিকায় কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এবং দ্বিতীয় তালিকায় কোন কোন বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর একটী তালিকায় (৩ নং তালিকায়) এমন

কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় গবর্ণমেণ্টই আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু উহা লইয়াও বর্ত্তমানে গোল বাধিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পেট্রল বিক্রয়ের উপর একটা কর ধার্য্য করাতে—এই কর উৎপাদন শুল্কের অন্তর্গত এবং এই হেতু এরূপ কর বসাইবার কোন প্রদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধিকার নাই বলিয়া ভারত সরকার আপত্তি উত্থাপন করেন। শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয়ের মীমাংসার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপর অর্পিত হয় এবং উক্ত আদালত মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত কর ধার্য্য করিবার আইনগত অধিকার রহিয়াছে বলিয়া রায় দিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকার এবং যুক্ত প্রদেশের সরকার আয়কর প্রদানকারীদের উপর যে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন তাহাও আয়করের অন্তর্গত এবং এই ধরনের কর ধার্য্য করিবার কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধিকার নাই বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে। এই সব ব্যাপার হইতে মনে হয় যে শেষ পর্য্যন্ত কর নির্দ্ধারণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের কাহার হাতে কতটা ক্ষমতা থাকিবে তদ্বিষয়ে নূতন করিয়া একটা বুঝাপড়া আবশ্যক হইবে।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে নূতন শাসনতন্ত্র এবং সার অটো নিমেয়ারের নির্দ্দেশমত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ যে সমস্ত বিভাগের আয় ভোগ করিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে অর্থসাহায্য পাইতেছেন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অতিরিক্ত হিসাবেও নানাভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন। উহার মধ্যে তাঁত শিল্পের উন্নতি, রাস্তাঘাটের প্রসার, সমবায়ের প্রসার, কৃষি বিষয়ক গবেষণা, তুলার ও আখের চাষে উন্নততর ব্যবস্থা, রেশম শিল্পের উন্নতির সাহায্য অন্যতম। তবে এই সাহায্যের পরিমাণ বেশী নহে। এই প্রসঙ্গে গত ১৯৩৪-৩৫ সালের বাজেটে উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বিভিন্ন প্রদেশকে পল্লী-উন্নতি বিষয়ক কাজের জন্য যে ২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১২) ভারতবাসীর উপর ট্যাক্সের বোঝা

সঙ্ঘবদ্ধ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিলেই ট্যাক্স দিতে হয় এবং যে গবর্ণমেণ্ট দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং দেশের জনসমষ্টির কল্যাণ সম্মুখে রাখিয়া ট্যাক্স আদায় ও ট্যাক্সলব্ধ অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন তাহাকে ট্যাক্স দিতে কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই দেশের জনসাধারণের ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হওয়া উচিত। যে দেশে দেশের জনসমষ্টির ক্ষমতার অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় হয় সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট একটা সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার ভিন্ন কিছু নহে। কিন্তু ট্যাক্স নির্দ্ধারণে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন দেশে জনসাধারণের ট্যাক্স প্রদানের সমষ্টিগত ক্ষমতা অনুযায়ী ট্যাক্স আদায় হইতে পারে। কিন্তু ঐ দেশের অধিবাসীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির বিভিন্নরূপ ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী যদি ট্যাক্স ধার্য্য না হয় তাহা হইলে দেশের ট্যাক্স ব্যবস্থা শ্রেণী বিশেষের প্রতি পক্ষপাতমূলক এবং শ্রেণীবিশেষের প্রতি অত্যাচারমূলক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং সমষ্টিগত ভাবে দেশের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হওয়াই একমাত্র কথা নহে—দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করাই আদর্শ ট্যাক্সনীতি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষের ট্যাক্সনীতি এই দুই দিক দিয়াই আপত্তিজনক। এদেশে কেবল যে দেশের সমষ্টিগত ক্ষমতার অতিরিক্ত ট্যাক্সই ধার্য্য হয় এরূপ নহে; এদেশে দরিদ্র জনসাধারণের উপর অধিকতর পরিমাণে এবং ধনী ব্যক্তিদের উপর অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ট্যাক্স আদায় করা হইয়া থাকে। ভারত সরকারের অর্থসচিব সার জেমস গ্রিগ গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বয়ং এই শেষোক্ত অভিযোগটী স্বীকার করিয়াছেন। গত ১৯২৪-২৫ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত ট্যাক্স তদন্ত কমিটী এবং ১৯৩৬ সালে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ডাঃ টমাসও এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবাসীর সমষ্টিগত ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় এবং দরিদ্রের উপর ধনীর তুলনায় অধিক ট্যাক্স ধার্য্য করা এই দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমোক্ত বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে 'ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতার' অর্থ কি তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। কোন দেশে দেশের সর্ব্বসাধারণের সমষ্টিগত চেষ্টার দ্বারা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির মারফতে বৎসরে যে পরিমাণ মূল্যের ধনসম্পদ উৎপন্ন হয় তাহা হইতে জনসাধারণের খাইখোরাকীর ব্যয় এবং কৃষি শিল্প প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ শস্য ও মূলধন ইত্যাদি বাবদ ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই দেশের সমষ্টিগত ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সোসিয়ালিজমের আদর্শে পরিচালিত দেশে ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতার সমগ্র অংশই দেশের রাজশক্তি ট্যাক্স হিসাবে দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের বিনিয়োগ দ্বারা আরও অধিক পরিমাণে সঞ্চয়ের অধিকার স্বীকৃত হয়।

কাজেই ধনতান্ত্রিক দেশে ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতাস্থানীয় সমগ্র আয় গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স হিসাবে দাবী না করিয়া উহার কতকাংশ মাত্র ট্যাক্স হিসাবে নিজেরা গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষে কৃষি শিল্প প্রভৃতির মারফতে দেশবাসী বৎসরে কত টাকার ধনসম্পদ সৃষ্টি করে, জনসাধারণের খাইখোরাকী বীজশস্য ও কৃষি এবং শিল্পের মূলধন হিসাবে বৎসরে কত টাকা ব্যয় হয়, দেশের সমষ্টিগত ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা কিরূপ এবং উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ এবং কর্পোরেশন মিউনিসিপালিটী, জেলাবোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড, প্রভৃতি মিলিয়া বৎসরে কত টাকা ট্যাক্স হিসাবে আদায় করেন তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অত্রাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মিঃ ফিণ্ডলে সিরাজ তাঁহার প্রণীত "সায়েন্স অব পাব্লিক ফিনান্স" নামক পুস্তকে এই বিষয়ে যে হিসাব দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা প্রকৃত অবস্থা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। মিঃ সিরাজের মতে গত ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষে কৃষির মারফতে ১৯৮৩ কোটী টাকা এবং শিল্প প্রভৃতির মারফতে ৮৮৩ কোটী টাকা লইয়া মোট ২৮৬৬ কোটী টাকার ধন সম্পদ উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে দেশের জনসাধারণের খাইখোরাকী বাবদ ২২২০ কোটী টাকা, বীজশস্যের জন্য ১৯৮ কোটী টাকা এবং কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন হিসাবে ৫৫ কোটী টাকা ব্যয়িত হয়। কাজেই ঐ বৎসরে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা ছিল ৩৯৩ কোটী টাকা। উহার মধ্যে ঐ বৎসরে ভারতবাসী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে ১৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে ১১ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা একুনে ১৪৬ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা ট্যাক্স দিয়াছিল। তবে এই বৎসরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহাদের ঋণের সুদ হিসাবে দেশবাসীকে মোট ২৬ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। কাজেই এই বৎসরে দেশবাসী তাহাদের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতাভুক্ত ৩৯৩ কোটী টাকার মধ্যে নিট ১২৯ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ এবং মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রদান করে। উহা মোট ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এই দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী ইতর প্রাণীর জীবনযাত্রা প্রণালী অপেক্ষা সামান্য কিছু উন্নত ধরণের। এদেশের অধিকাংশ লোক যে ধরণের খাদ্য খায়, যে ধরণের বাসগৃহে বাস করে এবং যে ধরণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই ধরণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় যদি টাকায় চার আনাও বৃদ্ধি করা যায় (এই ধরণের ব্যয়বৃদ্ধির ফলেও দেশের লোকের জীবনযাত্রা প্রণালীর এক প্রকার কিছুই উন্নতি হইবে না) তাহা হইলেও সমষ্টিগতভাব ভারতবাসীর বৎসরে ৫৫৫ কোটী টাকা (উপরোক্ত ২২২০ কোটী টাকার এক চতুর্থাংশ) প্রয়োজন। সেই স্থলে ১৯২১-২২ সালে ভারতবাসীর আয় হইতে খাইখরচা ও ট্যাক্স বাদে তাহাদের হাতে মাত্র ২৭২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে ১৯২১-২২ সালে যে তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে খুব বেশী ট্যাক্স দিতে হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের মারফতে একদিকে দেশের উৎপন্ন ধন-সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়াছে বটে কিন্তু অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যাও প্রায় তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ১৯২১-২২ সালের তুলনায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশবাসীর উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক ধার্য্য ট্যাক্সের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দিন দিন উহার পরিমাণ বাড়িতেছে। তৃতীয়তঃ দেশবাসীকে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য, কৃষি ও শিল্পের মূলধন হিসাবে সংগৃহীত জিনিষপত্রের মূল্য এবং সরকারী ও আধা সরকারী ট্যাক্স টাকার হিসাবে প্রদান করিতে হয়। কিন্তু পণ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হেতু টাকার হিসাবে দেশবাসীর আয় ১৯২১-২২ সালের তুলনায় এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে দেশবাসীর উপর ট্যাক্সের বোঝা যে ১৯২১-২২ সালের তুলনাতেও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ধারণা যে বর্ত্তমানে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্ত্তৃক দেশবাসীর উপর ধার্য্য ট্যাক্সের সমষ্টিগত পরিমাণ উহাদের নীট আয়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও বেশী হইবে। এই অবস্থায় দেশবাসীর জীবন যাত্রা প্রণালীর যে উন্নতি হইতেছে না তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। দেশবাসী বৎসর বৎসর যে ট্যাক্স দেয় তাহা যদি দেশের লোকের ধন সম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত হইত তাহা হইলেও একটা সান্ত্বনার কথা ছিল। কিন্তু ভারতবাসী যে ট্যাক্স দেয় তাহার অধিকাংশই সামরিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং এই দরিদ্র দেশের পক্ষে দুর্ব্বহ অত্যধিক উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্যই ব্যয় হইয়া যায়। ফলে এই ট্যাক্সের অতি সামান্য অংশই দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতিমূলক কাজে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের উপর কম বা বেশী পরিমাণে ট্যাক্স ধার্য্য করিবার সম্পর্কে এদেশে যে অব্যবস্থা বিদ্যমান তদ্বিষয়ে উল্লেখ করিতেছি। ভারত সরকারের আয়কর বিভাগ হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইতে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষে জনসাধারণ বৎসরে যে পরিমাণ মূল্যের ধন-সম্পদ অর্জ্জন করিয়া থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ দেশের শতকরা ৪ জন লোকের ভাগে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ দেশের বাকী শতকরা ৯৬ জন লোকের ভাগে পড়িয়া থাকে।

অথচ অধ্যাপক কে'টি শাহের মতে দেশবাসীর প্রদত্ত ট্যাক্সের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই দেশের দরিদ্র জনসাধারণ প্রদান করিয়া থাকে। শুল্ক বিভাগে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হয় তাহার মধ্যে মদ, মোটর গাড়ী প্রভৃতি বিলাস সামগ্রীর উপর আদায়ীকৃত শুল্ক ছাড়া বাকী শুল্কের অধিকাংশই দেশের দরিদ্র জনসাধারণ প্রদান করে। উৎপাদন শুল্কের এবং লবণ শুল্কেরও অধিকাংশ দরিদ্র জনসাধারণের উপরই পতিত হইয়া থাকে। ভূমিরাজস্ব বাবদ বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বৎসরে যে ৩২ কোটী টাকার মত আদায় হয় তাহার প্রায় সমগ্র অংশ দেশের কৃষক সমাজ প্রদান করিয়া থাকে। আবকারি, ষ্টাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের মারফতে আদায়ীকৃত ট্যাক্সও দরিদ্র জনসাধারণকেই দিতে হয়। ডাক ও তার বিভাগের আয়েরও একটা মোটা অংশ দেশের দরিদ্র জনসাধারণ জোগাইয়া থাকে। সেচ বিভাগের মারফতে আদায়ীকৃত ট্যাক্সও দরিদ্র জনসাধারণকে প্রদান করিতে হয়। রেলপথ সমূহে যাত্রী ভাড়া বাবদ বৎসর বৎসর যে টাকা আদায় হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র ব্যক্তিগণই দিয়া থাকে। ভারত সরকারের নিযুক্ত ট্যাক্সতদন্ত কমিটী এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য গত ১৯২৪ সালে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি এবং কেরোসিন, চিনি প্রভৃতির উপর শুল্কের হার হ্রাসের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রের উপর ট্যাক্সের হার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত শেষোক্ত প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। তবে ধনী ব্যক্তিগণ যাহাতে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স প্রদান করে তদ্বিষয়ে তাঁহারা কতকটা অবহিত হইয়াছেন। বিদেশ হইতে আগত বিলাস সামগ্রীর উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি, আয়কর ধার্য্যের ব্যাপারে ষ্টেপ প্রথার পরিবর্তে শ্লেব প্রথার প্রবর্ত্তন, সুপার ট্যাক্স নির্দ্ধারণ ব্যাপারে রেহাইপ্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ হ্রাস বা বিলোপ ইত্যাদি হইতে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এই সব নূতন ব্যবস্থার ফলে দেশের ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাণে বর্ত্তমানে যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা অনেকটা বিদূরিত হইবে। নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর ধার্য্যের জন্য তোড়জোর করিতেছেন। উহা বলবৎ হইলেও ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রদত্ত ট্যাক্সের মধ্যে অসামঞ্জস্য অনেকটা বিদূরিত হইবে। সম্প্রতি ট্যাক্স ব্যবস্থার এই গলদ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সার টমাস গ্রেগরীর উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ধনী ও দরিদ্রের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ সম্পর্কে দেশে কিরূপ অব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা বুঝিবার সাহায্য হইবে। তবে এই তদন্তের ফলে দরিদ্রের উপর ট্যাক্সভার লাঘব করার অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের রক্ষণশুল্কগুলি উঠাইয়া দিয়া দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিপন্ন করিয়া না তোলেন তবেই মঙ্গল।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডের মাথা পিছু প্রতি ব্যক্তিকে তাহার গড়পরতা আয়ের শতকরা ২০ ভাগ ট্যাক্স দিতে হয়—কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ ট্যাক্সের হার শতকরা ৮ ভাগ মাত্র। সুতরাং ভারতে ট্যাক্সের বোঝা বেশী নহে। উহাদের এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ—ভারতবর্ষে ধনবণ্টনের যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে ইংলণ্ডে সেরূপ অসামঞ্জস্য নাই। ঐ দেশের জাতীয় আয় অল্প-বিস্তর সমানভাবে দেশবাসীর মধ্যে বণ্টিত হয়। দ্বিতীয়তঃ—ইংলণ্ডের প্রতি ব্যক্তির মাথাপিছু গড়পরতা আয় বৎসরে এক হাজার টাকার উপর, পক্ষান্তরে ভারতবাসীর মাথা পিছু গড়পরতা আয় বর্ত্তমান পণ্যমূল্য অনুযায়ী বৎসরে ৫০ টাকা মাত্র। যাহার বৎসরে এক হাজার টাকা আয় হয় সে বৎসরে দুই শত টাকা (শতকরা ২০ ভাগ) ট্যাক্স দিয়াও মোটামুটিরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু যাহার আয় বৎসরে ৫০ টাকা তাহাকে যদি বৎসরে ৪ টাকাও (শতকরা ৮ ভাগ) ট্যাক্স দিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে কয়েকদিন উপবাসে থাকিয়া এই ট্যাক্সের খরচ জোগাইতে হয়। ভারতবর্ষে ট্যাক্সের বোঝা যে দুর্ব্বহ এবং এদেশে দরিদ্রগণই যে ট্যাক্সভারে অধিকতরভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন সন্দেহের অবসর নাই।

(১৩) ট্যাক্স ব্যয়ে ভারতবাসীর অধিকার

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, ট্যাক্সলব্ধ অর্থব্যয়ের ব্যাপারে যাহাদের কথা বলিবার অধিকার নাই তাহারা ন্যায়তঃ ট্যাক্স প্রদান করিতে বাধ্য নহে (No taxation without representation)। ভারতবর্ষে এই নীতি বরাবর উপেক্ষিত হইয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রদত্ত ট্যাক্স ব্যয়ের ব্যাপারে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণকে একপ্রকার কোন অধিকারই দেওয়া হয় নাই। নূতন শাসনতন্ত্রের আমলেও এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

ভারতবর্ষে যখন কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময় হইতেই ভারতীয় রাজস্বের ব্যয় সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের সভাপতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরিচালক বোর্ডের উপর তাঁহার ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষের ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন সেই সময়ে ভারতে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ ও ট্যাক্সব্যয় সম্পর্কে সমস্ত ক্ষমতা ভারত

সচিবের উপর ন্যস্ত হয়। ঐ সময় হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর ১৯৩৭ সালে মণ্টেগু শাসনের অবসান পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা ভারত সচিবের হাতেই সংরক্ষিত ছিল। মিণ্টোমর্লি শাসনসংস্কারের আমলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে দেশের জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধিগণের পক্ষে নির্ব্বাচিত হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু ঐ সময়েও ভারতের জনসাধারণের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ অথবা ট্যাক্সলব্ধ অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভাকে ভোট দিবার পর্য্যন্ত কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মণ্টেগু শাসনের আমলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্যগনকে সরকারী বাজেটে নির্দ্ধারিত ব্যয়ের কতকাংশ সম্বন্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় বটে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা কোন ব্যয় ভোটে অগ্রাহ্য করিলে বড়লাট বা প্রাদেশিক লাটগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে ঐ ব্যয় পুনঃ বহাল করিতে পারিতেন। নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির মধ্যে অধিকাংশ সদস্য যাহাতে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে। কিন্তু এই শাসনতন্ত্রেও প্রত্যেক প্রদেশের লাটকে ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার ক্ষমতা দিয়া রাখা হইয়াছে। তবে প্রদেশসমূহে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্যগণ এই শাসনতন্ত্রকে অচল করিয়া দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়াতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে প্রাদেশিক লাটগণ নেহাৎ অপরিহার্য্য না হইলে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থিত মন্ত্রীদের কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করিবেন না। উহার ফলে প্রদেশ সমূহে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদায়ীকৃত ট্যাক্স ব্যয় এবং নূতন ট্যাক্স ধার্য্যের ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে বটে। কিন্তু প্রদেশ সমূহেও এমন কতকগুলি ব্যয় রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে কথা বলিবার পক্ষে ব্যবস্থাপক সভা তথা ব্যবস্থাপক সভার সমর্থিত মন্ত্রীমণ্ডলের কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। প্রাদেশিক লাটের বেতন ভাতা ও তাঁহার আফিসের ব্যয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ঋণের সুদ, মন্ত্রীবর্গ ও এডভোকেট জেনারেলের বেতন ও ভাতা, হাইকোর্টের জজদের বেতন ও ভাতা, শাসন সংস্কারের বহির্ভূত অঞ্চলের ব্যয়, আদালতের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যয় এই শ্রেণীর ব্যয়ের অন্তর্গত। আগামী ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা সরকার যে ১৪ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার মধ্যে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এই শ্রেণীর ব্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছে।

কিন্তু প্রদেশসমূহে বর্ত্তমানে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা এবং ঐ ট্যাক্সলব্ধ অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করার অধিকার ন্যস্ত হইলেও কেন্দ্রীয় রাজস্বের ব্যাপারে সেরূপ কোন অধিকার পরিকল্পিত হয় নাই। ভারত সরকারের রেলবিভাগে বৎসর বৎসর যে ১০০ কোটী টাকার মত আয় হইয়া থাকে তাহার ব্যয় নির্দ্ধারণের ভার পরিকল্পিত ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটীর উপর ন্যস্ত হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের উহাতে কথা বলিবার কোন অধিকার দেওয়া হইবে না। রেলওয়ে অথারিটী যদি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইত তাহা হইলে উহাতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। কিন্তু এই অথারিটীর ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জনই বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। বাকী ৪ জনকে কি ভাবে মনোনীত করা হইবে তৎসম্বন্ধে নূতন শাসনতন্ত্র নীরব (প্রথমবারে যে অথারিটী নিয়োগ করা হইবে তাহার সকল সদস্যকেই বড়লাট মনোনীত করিবেন স্থির হইয়াছে)। রেল বিভাগের আয়ের বাহিরে ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগে বৎসরে যে ৮০।৯০ কোটী টাকা আয় হইবে তাহাকেও Expenditure charged upon the revenues of the Federation এবং Expenditure from the revenues of the Federation—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। উহার মধ্যে প্রথম দফায় (১) বড়লাটের বেতন এলাউন্স ও তাঁহার আফিসের খরচা (২) ভারত সরকারের ঋণের সুদ (৩) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীবর্গ, বড়লাটের উপদেষ্টাগন, বড়লাটের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, এডভোকেট জেনারেল, চীফ কমিশনারগণ এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টার আফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন (৪) ফেডারেল কোর্টের জজদের বেতন ও এলাউন্স এবং হাইকোর্ট সমূহের জজদের পেন্সন (৫) সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত বিভাগ সম্বন্ধে বড় লাটের উপর যে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা পালনের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় (৬) দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত ব্যয় (৭) শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের ব্যয় (৮) আদালতের রায় বলবৎ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং (৯) বড় লাট যদি অন্য কোন ব্যয়কে এই ধরণের ব্যয়ের সামিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তবে তাহা প্রথম শ্রেণীর ব্যয়ের মধ্যে পড়িবে। এই শ্রেণীর ব্যয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন ভোট লওয়া হইবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রতি বৎসর মোট যত টাকা আয় হইবে তাহার শতকরা ৮০ ভাগই এই ধরণের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে এই ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের কথা বলিবার কোন অধিকারই থাকিবে না। বাকী ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদ ভোট দিতে পারিবেন বটে, কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে এই শ্রেণীর কোন ব্যয় ভোটে অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে বড়লাটের "বিশেষ দায়িত্ব" প্রতিপালনে যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে তবে তিনি তাহা পুনঃ বহাল করিতে পারিবেন। নূতন শাসনতন্ত্রে বড়লাটের "বিশেষ দায়িত্ব" এরূপ ব্যাপকভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে ব্যবস্থা পরিষদ কোন ব্যয় অগ্রাহ্য করিলে বড়লাট কোন না কোন ভাবে তাহাকে "বিশেষ দায়িত্বের" মধ্যে ফেলিয়া তাহা অনায়াসে পুনঃবহাল করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং নূতন শাসনতন্ত্রে ভারত সরকারের রাজস্বের একটী পয়সাও ব্যয় করিবার অধিকার ভারতীয় প্রতিনিধিদের হস্তে প্রদান করা হয় নাই। বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও ভারতীয় রাজস্বব্যয়ের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার মালিক হইবেন বৃটীশ পার্লামেণ্ট ও উহার অধীনস্থ ভারত সচিব, বড়লাট এবং ভারত সরকারের ফিনান্স বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ। নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষে জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদকে প্রস্তাব গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা না করা বড়লাটের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। এই ক্ষেত্রেও বৃটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে ব্যবস্থা পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব ব্যয়ের ব্যাপারে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানীর রাজত্বের আমলে যে ব্যবস্থা ছিল বর্ত্তমানেও তাহাই আছে এবং ভবিষ্যতেও হুবহু সেই অবস্থাই বজায় রাখার চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষ যে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে উহা তাহার প্রধান কারণ। এই বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যতদিন পর্য্যন্ত দেশের জনমতের দাবী স্বীকার করিয়া না লইবেন ততদিন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহনের কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় মহাজনী বিল উত্থাপিত হইলে উহা একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে সিলেক্ট কমিটি উহার কতিপয় সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহা গত ২রা মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে আমরা আগামী সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

ভারতে চীনা বাদামের চাষ

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৮৮ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ ও তাহাতে মোট ৩৫ লক্ষ ১ হাজার টন চীনা বাদাম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এবার শেষ সরকারী বরাদ্দে সে স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৮৫ লক্ষ একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হইয়াছে ও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টন চীনা বাদাম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতে তুলার চাষ ও উৎপাদন

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ জমিতে কোন শ্রেণীর তুলার চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	আবাদী জমি (একর)	তুলার উৎপাদন (বেল)
ওমরা	২৮,৫৩,০০০	১৫,৫৫,০০০
বেঙ্গল	৩৪,০৮,০০০	৯,২২,০০০
দোলেরা	২২,৫৯,০০০	৩,৫১,০০০
বোরোচ	১৪,১৯,০০০	৩,৬৭,০০০
আমেরিকান	২৪,৪৭,০০০	৯,৩৬,০০
অন্যান্য	৪০,৯৭,০০০	৭,৫০,০০০
মোট	২,৩৪,৮৩,০০০	৪৮,৮১,০০০

স্বর্গীয় জে, এন টাটা

সুবিখ্যাত টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় জে, এন, টাটার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৩রা মার্চ্চ এল, টাউন, জামসেদপুরে একটি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে জে ঘ্যাণ্ডি প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

কাঁথিতে লবণের কারখানা

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায় লবণ শিল্পের ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত মহকুমায় দানপত্রে ও পুরুষোত্তমপুরে দুইটি কারখানা আছে। গত ১৯৩৬ সালে উক্ত কারখানা দুইটি স্থাপিত হইবার পর হইতে উহাতে গুড়া লবণ ও কর্কচ প্রস্তুত হইতেছে; তন্মধ্যে একটি কোম্পানীর প্রায় ৩৫ একর স্থান জুড়িয়া লোণা জল সংরক্ষণের জলকুণ্ড আছে।

চা রপ্তানীর পরিমাণ

ইণ্টার ন্যাশনাল টি কমিটি চা রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৯২·৫ ভাগ স্থলে ৯০ ভাগে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে মরশুম আরম্ভ হইবে সেই সময় হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ হইবে।

রাস্তাঘাটের প্রসার

বাঙ্গলা দেশে রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের কর্ম্মতালিকার উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি এক বক্তৃতায় কর্ণেল স্মিথ বলেন যে, এতৎসম্পর্কে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা ৩৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এবং উহাতে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই খাতে রাজস্বের পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মিঃ কিং যে কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কিংবা এই প্রদেশে প্রয়োজনের তুলনায় উহা অপর্য্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং এরূপ কার্য্য পরিচালনার একমাত্র উপায় হইতেছে রাজস্ব হইতে এতৎসম্পর্কে ঋণ হিসাবে মূলধন সরবরাহ করা। কর্ণেল স্মিথ বলেন এই বিভাগের কলিকাতা শাখার পক্ষে তাঁহার সুপারিস বিবেচনা করিয়া তদনুসারে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করা উচিত।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স

মিঃ জি, এল, মেটা ১৯৩৯ সালের জন্য কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে নিয়া চেম্বারের নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—মিঃ জি, এল, মেটা (প্রেসিডেণ্ট), মিঃ এন, এল, পুরী (সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেণ্ট), মিঃ আর, এল, নোপানী (ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট), মিঃ এ, এল, ওঝা, মিঃ ডি, পি, খৈতান, মিঃ এম, এল্, শাহ্, মিঃ কে, এল, ভাটিয়া, মিঃ কে, এম্, নায়ক, কাশিম এ, মহম্মদ, মিঃ এল, এন্, বিরলা, মিঃ কে, পি, গোয়েঙ্কা, মিঃ ফৈজুল্লা গঙ্গজী, মাননীয় মিঃ এস, কে, সিংহ, মিঃ করমচাঁদ থাপর, মিঃ ডি, সি, ঘোষ, বাহাদুর সিং সিংঘী, মিঃ মঙ্গতুরাম, জয়পুরিয়া, মিঃ এম, এস, ভাগত ও প্রাণজীবন জৈথা।

বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার ব্যয়

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রিয় পরিষদের সদস্য মিঃ জি, এস, মতিলালের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ্ ডাও জানান যে, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা চালাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের মোট ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৭৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮১ টাকা ইংলণ্ডে ও বাকী টাকা ভারতবর্ষে খরচ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে আকস্মিক বিপদে মৃত্যুর সংখ্যা

ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরে ১৮ হাজার লোক আকস্মিক বিপদাপদে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রতিদিনের হিসাবে ঐ মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫০। যে ১৮ হাজার লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার মধ্যে শিশুর সংখ্যা হইতেছে ৩ হাজার। কেবলমাত্র রাস্তা চলাচলের আকস্মিক বিপদেই প্রতি মাসে ১০০ শিশু প্রাণ হারায়। ঐ ১০০ জনের মধ্যে ৭৭ জনেরই বয়স ৮ বৎসরের নিম্নে।

কৃত্রিম চা

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের বুলেটিনে আমেরিকায় কৃত্রিম চায়ের প্রস্তুত প্রণালীর চেষ্টা সম্পর্কিত সংবাদ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিষয় জানা গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের ইউনাইটেড প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েসন গত ১৯৩৮ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের এক পত্রে অনুসন্ধান করেন যে আমেরিকায় মেসার্স সি, এফ, ব্ল্যাঙ্কে কোম্পানী উক্ত দেশে কৃত্রিম চা উৎপন্ন ও বিক্রয় করিতেছে বলিয়া Tea and Coffee Trade Journal
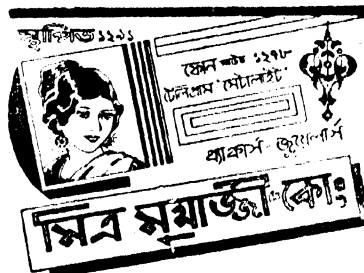
যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোর্ড অবগত আছেন কি না। বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতি এতদ্বিষয়ে ইণ্টার ন্যাশন্যাল বোর্ডের অভিমত চাহিয়া পাঠাইলে উক্ত বোর্ড এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ চায়ের প্রসার সম্পূর্ণভাবে অনভিপ্রেত এবং উহা চা শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী; এরূপ অবস্থায় এই সকল কৃত্রিম চায়ের ব্যবহারের ফলে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এই ধরণের চায়ের বিক্রয় বা উৎপাদন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা যাইতে পারে না। ইণ্টার ন্যাশনাল বোর্ড গত ৬ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে যে দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, উক্ত বোর্ড এতৎসম্পর্কে নিউইয়র্ক টি বুরোর নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, মেসার্স ভেজিটেবল জুসেস কোম্পানী এইরূপ চা প্রস্তুতের জন্য পরীক্ষামূলক কার্য্য পরিচালনা করিতেছিল এবং উহা দার্জ্জিলিং চায়ের গুণের সমতুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে উক্ত কোম্পানী অতিশয় ছোট এবং উহা সুসংবদ্ধ নহে। কার্য্যপ্রণালী সফল হইলে কোম্পানী উহা দেশস্থ কতিপয় দোকানের মারফৎ বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া স্থির করে। ইণ্টার ন্যাশন্যাল বোর্ড প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই উহার সহায়তা করিতে পারেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

সম্প্রতি ঢাকায় এক বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এইচ, এল, দে ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা খুবই শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। গত ১৯২৫—২৬ সাল হইতে ১৯৩৫—৩৬ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে এদেশে ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীর সংখ্যা ১ হাজার ১৮৩টি হইতে বাড়িয়া ২ হাজার ৩৯১টি হইয়াছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ শত করা ১০০ ভাগের চেয়েও বেশী। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত তহবিলের পরিমাণও আলোচ্য দশ বৎসরে ২৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। মহাজনী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম দেখা যাওয়ার সঙ্গে দেশে উপযুক্ত সংখ্যক অর্থ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহাতে অনেক ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া এখন খুবই দরকার। গত ১৯৩৩—৩৪ সালে বাঙ্গলা দেশে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৯টি এবং উহাদের উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ গজ। অথচ ঐ বৎসর বাঙ্গলার অধিবাসীরা কমপক্ষে ৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ গজ কলের তৈয়ারী বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে বাঙ্গলাদেশে কমপক্ষে আরও ৮০টি কাপড়ের কল স্থাপনের সুযোগ রহিয়াছে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহ উপরোক্ত বিষয়ে অর্থ নিয়োগ করিয়া বেশ লাভ করিতে পারে। এদেশে পূর্ব্বে অনেকবার ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার যে সংক্রামতা দেখা গিয়াছে তাহার মূলে প্রধানতঃ ব্যাঙ্কিংএর মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাঙ্ক পরিচালক ও কর্ম্মচারীদের অজ্ঞতাই নিহিত ছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত জড়িত সকল লোকের পক্ষেই ব্যাঙ্কিংএর মূলনীতি সম্পর্কে উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভ বিষয়ে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডে মাখনের আমদানী

গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে মোট ৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার হন্দর মাখন আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ঐরূপ আমদানীর মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৫ লক্ষ ৯ হাজার হন্দর। পূর্ব্ব বৎসর অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও সাম্রাজ্যগত অন্যান্য দেশ হইতে মোট ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার হন্দর মাখন আমদানী হইয়াছিল। এবৎসর ঐ সমস্ত দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ কিছু কমিয়া মোট ৪৮ লক্ষ ৩ হাজার হন্দর দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর রাশিয়া হইতে ইংলণ্ডে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার হন্দর মাখন আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ঐ দেশ হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড ডেনমার্ক হইতে ২২ লক্ষ ৫৬ হাজার হন্দর মাখন আমদানী করিয়াছিল। এবৎসর ঐ আমদানী বাড়িয়া ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার হন্দর দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডে ১৯৩৭ সালের শেষভাগে তাহা ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার হন্দর পরিমাণ মাখন মজুদ ছিল। ১৯৩৮ সালের শেষে তাহা ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার হন্দর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় ১৯৩৮ সালে আমদানী কিছু বাড়িলেও ইংলণ্ডে ব্যবহৃত মাখনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরে যেস্থলে ছিল ৯৫ লক্ষ ৮৩ হাজার হন্দর ১৯৩৮ সালে সে স্থলে তাহা কমিয়া ৯২ লক্ষ ৯০ হাজার হন্দর দাঁড়াইয়াছে। একদিকে মাখনের দর বৃদ্ধি এবং অপরদিকে কৃত্রিম মাখনের অধিকতর ব্যবহারই এই কমতির কারণ।

ভারতবর্ষে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ

সম্প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের সদস্যেরা রেল বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না বলিয়া অভিযোগ করেন। তাহারা বলেন—১৫ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এদেশে সত্বর রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ মিটার গজ বা ব্রডগজ লাইনে চালাইবার উপযোগী ইঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা দূরে থাকুক ঐ বিষয়ে ভাল রকম কোন তদন্তের ব্যবস্থাও করেন নাই। বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ে কোম্পানী তাহাদের আজমীড়ের কারখানায় বর্ত্তমানে মিটার গজ লাইনে চালাইবার উপযোগী ইঞ্জিন তৈয়ার করিতেছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য রেলপথ সমূহে চালাইবার জন্য ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কোন চেষ্টা করিতেছেন না ইহা দুঃখের বিষয়।

ইংলণ্ডে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ

গত ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যে পরিমাণ বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	সরকারী সাহায্য বিনা বেসরকারী চেষ্টায় নির্ম্মিত	সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটির সহযোগিতায় নির্ম্মিত
১৯৩৪	২,৫৭,৭৪৬	৪৯,৬৭৯
১৯৩৫	২,৭৫,০৬৯	৩২,৬৮৫
১৯৩৬	২,৭৪,৩৪৮	৬৩,৭৪৯
১৯৩৭	২,৬৪,২৩১	৭০,৬৩০
১৯৩৮	২,৪৮,৯.৩	৮৭,৪৫২
১৯৩৯ (পরিকল্পিত)	২,৩০,০০০	১,০৫,০০০

পাটচাষ নিয়ন্ত্রন

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিবেচনার পর ১৯৩৯ সালে স্বেচ্ছামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নির্দ্দেশানুসারে বিভিন্ন মহকুমা ও থানার ভারপ্রাপ্ত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারীগণ ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য চালাইবেন। এতৎসম্পর্কে প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারী প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এতৎসম্পর্কে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের পাট চাষের তুলনায় দুই আনা পরিমাণ কম জমিতে যাহাতে পাট চাষ করা হয় তাহার চেষ্টা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আসাম এবং বিহার প্রদেশের গবর্ণমেণ্টদ্বয়কেও এতৎসম্পর্কে অবহিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পৃথিবীর গভীরতম খাদ

আমেরিকার একটী তৈল কোম্পানী তৈল উত্তোলনের জন্য সম্প্রতি একটী খাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই খাদ ভূগর্ভে নিম্নে ১৫ হাজার ফুট অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নকার তাপ হইতেছে ২৭০ ডিগ্রি।

মধ্যপ্রদেশে কয়লার খনি

বোম্বাই এর সিয়াভাক্স কাম্পানী কোম্পানী মধ্যপ্রদেশের তাহাদের হিন্দাগড় কয়লার খনির নিকটস্থ একস্থানে নূতন একটি খনি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উক্ত কোম্পানীর মতে এই নবাবিষ্কৃত খনিতে কয়লার যে স্তর দেখা দিয়াছে তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হইবে। প্রায় ১২ শত একর স্থান জুড়িয়া উক্ত খনি অবস্থিত আছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আগামী ১৯৪০ সাল হইতে উক্ত খনির কয়লা উত্তোলন করা আরম্ভ হইবে।

গবাদি পশুর উন্নতি

ভারতে গো-মহিষাদি পশুর উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য আলোচনার নিমিত্ত সম্প্রতি মিঃ কে এস সেনের সভাপতিত্বে লাইভষ্টক ইম্প্রুভমেণ্ট এসোসিয়েসনের উদ্যোগে একটি সভা হয়। দেশের গবাদি পশুর উন্নতি সম্পর্কে সভায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :— (১) এদেশে দুগ্ধদায়ী গাভীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এই হ্রাস বন্ধ করিবার জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন (২) গো-জাতির উন্নতির নিমিত্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গরুর খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নিয়োজিত করা উচিত। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে দুগ্ধদায়ী গাভীর রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে (৩) গাভীশ্রেণীর উন্নতির জন্য প্রতি ১০০টী গাভীর জন্য অন্ততঃ একটি উৎকৃষ্ট ষণ্ড রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর কর

ইটালী সরকার সম্প্রতি ঐ দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর শতকরা সাড়ে সাত ভাগ হিসাবে কর বসাইয়াছেন। যে সব প্রতিষ্ঠানের নিট লাভের পরিমাণ ১০ হাজার লীরার উপর তাহাদের উপর এই বসিবে। আশা করা যাইতেছে এই কর বাবদ ইটালী সরকারের বাৎসরিক ১ কোটি ২০ লক্ষ লিরা আয় হইবে।

পদচ্যুত সরকারী কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ

বিহার গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে প্রকাশ বিভিন্ন আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন বা পদচ্যুত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে যাহারা বর্ত্তমানে পুণর্নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিবেন তাহাদের সম্পর্কে যথাসম্ভব গান্ধী—আরুইন চুক্তি কার্য্যকরী করার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯২০ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর, ১৯৩০ সালের মার্চ্চ হইতে ১৯৩১ সালের মার্চ্চ, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যবর্ত্তী সময় উক্ত আন্দোলনের কার্য্যকাল বিষয় হইবে।

যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বড়লাট সমস্ত প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের সহিত আলোচনা করিবার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করিতে পারেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নরেন্দ্র মণ্ডলীর ও কংগ্রেসের অধিবেশনের পর উক্ত সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। আগামী ১৯৪১ সালের এপ্রিল নাগাত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে কিনা তৎসম্পর্কে মন্ত্রী মণ্ডলীর মনোভাব অবগত হওয়াই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে।

ইংলণ্ডের জাহাজ ব্যবসায়

সম্প্রতি ইংলণ্ডের জাহাজী ব্যবসায়ে একটা মন্দার সূচনা দেখা গিয়াছে। ১৮৯০ সালে আয়র্লাণ্ড সহ ইংলণ্ডের মোট ১ কোটি ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টনের জাহাজ নানা কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯১৪ সালে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া মোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৮৬ হাজার টন দাঁড়ায় ঐ সালে সারা দুনিয়ায় মোট ৩ কোটি ৯৮ হাজার টনের জাহাজ ছিল। ১৯১৯ সালে আয়র্লাণ্ড সহ ইংলণ্ডের জাহাজী ব্যবসায় মন্দা সূচিত হয় এবং ঐ সালে মোট ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টনের জাহাজ কার্য্যলিপ্ত দেখা যায়। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২ কোটি ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টন দাঁড়ায়। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তাহা আবার হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮১ হাজার টন হয়। অপরদিকে সারা দুনিয়ার হিসাবে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৫ কোটি ৬৯ হাজার টনের জাহাজ দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ ষ্টীম সিপার্স এসোসিয়েসন সম্প্রতি ইংলণ্ডের জাহাজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক ৮৫ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গৃহ কার্য্যে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাপড়ের কলে ব্যবহৃত তুলা ব্যতীত অন্যান্য কাজে যে পরিমাণে তুলা ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিমাণ নিরুপণ সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী যে একটি তদন্ত কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সম্প্রতি উহার সাধারণ রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে। বহুদিন হইল অনুমিত হইয়া আসিয়াছে যে লেপ, তোষক ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য এবং হাতে কাটা সূতার জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলা ফসল সম্পর্কে সঠিক পূর্ব্বাভাসের জন্য ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণের সহিত রপ্তানীযোগ্য তুলা সহ ভারতে ব্যবহৃত তুলার তুলনামূলক বিবরণ স্থির করিবার জন্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। এইরূপ তদন্ত কার্য্যের ফলে জানা যায় যে, উহার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল। কতিপয় প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্যে মাথাপিছু কি পরিমাণ তুলা ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পর ১৯৩১ সালের আদম সুমারী অনুসারে উহার অনুপাত ধরা হয়। উহাতে দেখা যায় যে পাঞ্জাবে প্রত্যেকে গড়পড়তায় সোয়া তিন পাউণ্ড তুলা ব্যবহার করে। মাদ্রাজে ইহার পরিমাণ সোয়া পাউণ্ড। যুক্ত প্রদেশে গড়ে প্রত্যেকে তুলা ব্যবহার করে ১৩ আউন্স।

রাস্তাঘাট প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি বেতারযোগে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে অল্ ইণ্ডিয়া রোডস্ এ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডেভলপমেণ্টস এসোসিয়েসনের সেক্রেটরী লেঃ কর্ণেল এইচ, সি, স্মিথ বলেন যে, জনসাধারণের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের পক্ষে দেশের রাস্তাঘাটের প্রসার একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থার ফলে কৃষকগণ তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য সরাসরিভাবে বাজারে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহারা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কর্ণেল স্মিথ আরও বলেন যে, রেলপথের জন্য সরকারী তহবিল হইতে অগ্রিম টাকা দিবার ব্যবস্থা আছে—এমতাবস্থায় রাস্তাঘাটের প্রসারকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা না হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

মিঃ স্মিথ বলেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষে আনুমানিক মোট তিন লক্ষ মাইল পরিমিত রাস্তা আছে; তন্মধ্যে ৭০ হাজার মাইল মাত্র পাকা রাস্তা।

জার্ম্মানীতে রেলের প্রসার

জার্ম্মানীর ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস্ রিসার্চ্চের বরাদ্দ অনুযায়ী জানা যায় যে আগামী তিন চারি বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানীতে রেলপথের প্রসারকল্পে ৮০ কোটি মার্ক ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ দিবার রেলওয়ের সংস্থান আছে; বাকী টাকার জন্য ঋণের প্রয়োজন হইবে। অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্তি হইবার ফলেই রেলপথ প্রসারের প্রয়োজন হইয়াছে।

পৃথিবীতে অশোধিত তৈলের উৎপাদন

গত ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অশোধিত আকারে যে তৈল উৎপন্ন হইয়াছে **মেট্রিক টনের হিসাবে** নিম্নে তাহাদের পরিমাণ উদ্ধৃত করা হইল—

দেশ	১৯৩৭ (মেট্রিক টন)	১৯৩৮ (মেট্রিক টন)
যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা	১৭,৩৭,৩৪,০০০	১৬,৭৭,৪০,০০০
রাশিয়া	২ ৮৩,৯৭,০০০	২,৯৩,০০,০০০
ভেনেজুয়েলা	২,৭৭,২৩,০০০	২,৭৭,৪০,০০০
ইরান	১,০৩,৩০,০০০	১,০০,০০,০০০
ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৭১,৮৯,০০০	৭৩,০০,০০০
রুমানিয়া	৭১,৪৭,০০০	৬৬,০০,০০০
মেক্সিকো	৬৭,৫১,০০০	৪৮,০০,০০০
ইরাক	৪৩,১৪,০০০	৪২,৫০,০০০
কলম্বিয়া	২৯,০৪,০০০	২৯,৮০,০০০
টি নিডাড্	২২,৫৩,০০০	২৪,৭০,০০০
আর্জ্জেণ্টিনা	২২,৮২,০০০	২৩,৭০,০০০
পেরু	২৩,১৯,০০০	২১,০০,০০০
বেহেরিণ	১০,১৬০০০	১১,৫০,০০০
ব্রহ্মদেশ	১০,৮৩,০০০	১০,৬০,০০০
বৃটিশবর্ণিও	৭,৯৩,০০০	৮,৯৭,০০০
ক্যানাডা	৩,৬৬,০০০	২,৪০,০০০
বৃহৎ জর্ম্মানী	৪,৮৬,০০০	৬,২৫,০০০
পোল্যাণ্ড	৫,০১,০০০	৫,০৭,০০০
বৃটিশ ভারত	২,৯৮,০০০	৩,৬৫,০০০
জাপান	৩,৬৮,০০০	৩,৬০,০০০
ইকুয়েডর	২,৪০,০০০	২,৯০,০০০
মিশর	১,৭০,০০০	২,২০,০০০
অন্যান্য দেশ	২,২৬,০০০	৩,০০,০০০
মোট	২৮,০৯,৭৫,০০০	২৭,১৩,৬২,০০০

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ১১ মাসে জাপান হইতে বিদেশে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য গত বৎসরের তুলনায় ১১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ইয়েন কমিয়া মোট ২৩৮ কোটি ইয়েন দাঁড়াইয়াছে। অপর দিকে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য ৫০ কোটি ইয়েন কমিয়া মোট ২৩৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ইয়েন দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর প্রথম ১১ মাসে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী ৭২ কোটি ২৫ লক্ষ ইয়েন পরিমাণে অধিক হইয়াছিল। এবার সেই স্থলে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ইয়েন। যদিও চীন ও মাঞ্চুকুও বাণিজ্য বাদ দিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে না ইহা সত্য।

বাঙ্গালায় চীনা বাদামের চাষ

বাঁকুড়া জিলায় চীনা বাদামের চাষ সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকার ৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঁকুড়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, হালদার চীনা বাদাম চাষের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সমস্ত জিলা পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

চীনদেশে জাপানের অর্থনৈতিক আধিপত্য

চীনদেশে জাপানের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে ইতিমধ্যেই জাপান ঐ দেশেই নিজের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নপর হইয়াছে। উত্তর চীনের বাণিজ্য নিজের স্বার্থ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জাপান শীঘ্রই একটি ডিক্রি জারী করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ ডিক্রিদ্বারা অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে বিনিময় হার বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। উহাতে জাপান ছাড়া অন্যান্য দেশে চীনদেশের মাল রপ্তানী করা অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইবে। অপরদিকে জাপান একটি চায়না ডেভলপমেণ্ট কোম্পানী এবং একটি সেণ্ট্রাল চায়না ডেভলপমেণ্ট কোম্পানী গঠন করিয়াছেন উহাদের দ্বারা জাপানের অধিকৃত অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া গঠন করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইবে।

ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ

কলিকাতায় একটি ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য যে বেসরকারী কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার একটি সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভা ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য ডাঃ আঙ্কেলসারিয়াকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন উক্ত কমিটি তাহা গ্রহণ করার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। কলেজটি স্থাপিত হইলে প্রতি বৎসরে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে উহার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা ছাত্রদের নিকট হইতে ফি বাবদ আদায় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া কমিটী এদেশে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত ডাক্তার ছাড়া অন্য কেহ যাহাতে ঔষধ নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের সুযোগ না পায় তজ্জন্য একটি আইন প্রনয়ণের জন্য উপরোক্ত কমিটী গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আসামে নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব

প্রকাশ, সম্প্রতি আসাম প্রদেশের কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডলীর এক সভায় কতিপয় নূতন কর সম্পর্কে বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্রতি গ্যালন পেট্রলের উপর দুই আনা করিয়া ট্যাক্স এবং আমোদ প্রমোদ, জুয়াখেলা ও কৃষি আয়ের উপরও কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য্যের ফলে গবর্ণমেণ্টের ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। অন্যূন বার্ষিক ৩ হাজার টাকা আয়ের উপর এইরূপ কর ধার্য্য করা হইবে বলিয়া জানা যায়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণীর সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত ১৯৩৫ সালে একটী খাটী স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম হইতে সাধারণের বিশ্বাস ভাজন কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীটি সকল বিষয়ে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার দিকে তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা বিশেষ-ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কতিপয় অভিনব ধরণের বীমার স্কীম নিয়া 'প্যালেডিয়াম' কার্য্য সুরু করিয়াছে এবং কম আয় বিশিষ্ট লোকেরাও যাহাতে এই কোম্পানীতে বীমা করিবার সুযোগ পায় সেজন্য কোম্পানী অভিনারী বিভাগের সঙ্গে একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বিভাগও পরিচালনা করিতেছেন। কোম্পানী হিসাবে উহার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উহার সর্ব্বপ্রকার সুসঙ্গত নীতির গুণে এই তরুণ কোম্পানীটি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা খুবই সুখের বিষয়।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানী ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৯১ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৫১২টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৪০১টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৯১ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন। ঐ নূতন বীমার মধ্যে ১১ হাজার ৮৯১ টাকার বীমা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বিভাগে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানী মোট ২ লক্ষ ১৪ হাজার ২৪৪ টাকার বীমা পত্র প্রদান করিয়াছিল সে হিসাবে এবারও কোম্পানী দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে এই উন্নতি খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ ২০ হাজার ৪৬৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৭৩৮ টাকা এবং অন্যান্য আয় মিলাইয়া কোম্পানীর মোট ২১ হাজার ৩০৯ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ আয় হইতে কোম্পানী কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৪ হাজার ৩৪৮ টাকা ও ক্ষয়পূরণ বাবদ ৪ হাজার ৪২৮ টাকা ব্যয় করেন। বাকী টাকা নিয়োজিত করিয়া কোম্পানীর ২ হাজার ৫৩২ টাকার একটি জীবন বীমা তহবিল গঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণীতে গত ৩০শে নবেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৬০ হাজার ৯৪১ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ২ হাজার ৫৩২ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৮২ হাজার ৩৭০ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—কোম্পানীর কাগজ ৩৪ হাজার ২৮৮ টাকা, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ১ হাজার ৭৬২ টাকা, এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য, ৬ হাজার ৭২৩ টাকা অর্গানাইজেসনের জন্য অগ্রিম ব্যয় ১০ হাজার ৯৮১ টাকা, আসবাবপত্র ২ হাজার ১৪০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৩ হাজার ৪৭২ টাকা। উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সুসংরক্ষিত রহিয়াছে।

৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতায় প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানীর হেড্ আফিস অবস্থিত। এই কোম্পানীর সেক্রেটারীজ মেসার্স ওয়াকার্স কর্পোরেশনের সুপরিচালনায় কোম্পানীর কার্য্য দিন দিন সম্প্রসারিত হইতেছে। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ডালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ

সম্প্রতি ডালমিয়া সিমেণ্ট লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় যাবতীয় প্রাথমিক খরচ পত্র নির্বাহ ও কমিসন ইত্যাদি বাবদ মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৬ টাকা নিয়োগ করিয়া এবং করাচী কারখানার ক্ষয় পূরণ বাবদ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৫৫ টাকা নিয়োজিত করিয়া এবার কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৭৭ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। ঐ টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সাধারণ মজুত তহবিলে নগদ ৫০ হাজার টাকা, ইনকাম ট্যাক্স মজুত বাবদ ৫০ হাজার টাকা ও ৩৫ হাজার কমুলেটিভ শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ মোট ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। বাকী ১৯ হাজার ৮৭৭ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে।

নিউ ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সোমবার ২৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে কুমিল্লার নিউ ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখা স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এস কে সেন ঐ শাখার এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেনারসে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বাহিরে এই সর্ব্বপ্রথম এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইল। ভিজিয়ানাগামের মহারাজ কুমার এই শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। শ্রীযুক্ত বিজয় ভূষণ মজুমদার বি-এল মহাশয় এই ব্যাঙ্কের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ট্রপিক্যাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে ট্রপিক্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৮ সালে মোট ৪০ লক্ষ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন।

হিমালয় এসিওরেন্স কোং লিঃ

আজমীঢ়ের জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি, ডি, ভার্গব সম্প্রতি হিমালয় এসিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। মিঃ ভার্গবের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সুপরিচালনায় 'হিমালয়' উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

মিঃ আর, কে, সরকার এম-এ, সম্প্রতি আজমীঢ়ের জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর কলিকাতা শাখার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ সরকার পূর্ব্বে হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স লিমিটেড, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স লিমিটেড এবং নিউ এসিয়াটিক লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

আসাম বেঙ্গল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ, সি, দত্ত। ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাধীনতা পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অরুণচন্দ্র গুহ। প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

দি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি, এন্, গুহ ঠাকুরতা। লবণ তৈয়ারের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ২৪।৫এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নারানপাড়া এণ্ড বলান্দা জেমিণ্ডারি কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। জমি বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫৯ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া পেণ্ট কলার এণ্ড বার্ণিশ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রঙ্গনাথ বানার্জ্জি। রং এনামেল প্রভৃতির ব্যবসা পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮নং লায়ন্স্ রেঞ্জ—কলিকাতা।

মত ও পথ

ভারত সরকারের বাজেট

বাজেটে আয়ের অঙ্কের সঙ্গে ব্যয়ের অঙ্কের সমতা রক্ষা করিতে অর্থসচিবকে খুব বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বাজেট রচনা বিষয়ে সকল বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কনীতির অনুসরণ করিতে হইবে। যদি তাহা না করা হয় তবে সরকারী বাজেটে বিশেষ দুর্দ্দিনের সূচনা দেখা যাওয়া অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের সম্মুখে কর নির্দ্ধারণের এমন কতকগুলি ক্ষেত্র রহিয়াছে যাহাতে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের ভিতর কর ধার্য্য সম্পর্কে একটা প্রতিযোগিতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠার খুবই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। যদি ঐ বিষয়ে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের ভিতর কোন সদ্ভাব বজায় রাখিয়া কার্য্যনীতি স্থির না করা হয় তবে ভবিষ্যতে কোন কোন বিষয়ে সমূহ ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নহে সেলস ট্যাক্স প্রাদেশিক সরকার সমূহের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ফেডারেল কোর্ট যে রায় দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার এখনও কোন বক্তব্য নির্দ্ধারণ করেন নাই। তবে ঐ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার সমূহের অধিকার এখন মানিয়া লওয়াই কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাদেশিক সরকার সমূহের পক্ষে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট হইতে আয়কর আয়ের বেশী অংশ পাওয়ার অভিলাষ পোষণ করা স্বাভাবিক। তবে ঐরূপ বেশী অংশ পাইতে হইলে তাঁহাদের পক্ষে আয়কর বাবদ আয় যাহাতে হ্রাস না পায় সে বিষয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের সহিত সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

—টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া

ভারত সরকারের প্রদেয় ঋণের সুদের পরিমাণ এবার ১ কোটি ৯৬ লক্ষ কম হওয়ায় অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ সেজন্য গর্ব্ব বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন রাজস্ব নীতি সম্পর্কে ও বাজেট রচনা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত কিছুকাল যাবৎ যে সতর্কনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন তাহার ফলেই এই প্রকার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্যার জেমসের ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থসচিবের বাজেট রচনার নৈপুণ্যের জন্যই যে কোন ঋণের সুদ হ্রাস পাইয়াছে ইহা বলা ভ্রমাত্মক। আর্থিক মন্দার দরুন পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সুদের হার নামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্রিয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিশেষ কার্য্যনীতির ফলে তাহা একটু বেশী পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। নূতন বীমা আইনে বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমান সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ দাদন করা বাধ্যতামূলক হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অল্প সুদে ঋণ তুলিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যে এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্ট বলবৎ করা হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় এ প্রদেশের লোকের সঞ্চিত অর্থও বেশী পরিমাণ পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ও সেভিংস ব্যাঙ্কে গিয়া জমা হইতেছে। কম সুদেও এই বাবদ বেশী টাকা জমা হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

—অমৃত বাজার পত্রিকা

যেমন আশঙ্কা করা গিয়াছিল ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ্ এবারও ঘাটতি বাজেটই উপস্থিত করিয়াছেন। গত বৎসর ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করিবার কালে স্যার জেমস ঐ বৎসরের শেষে মোট ৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে উদ্বৃত্তের বদলে ঐ সালে ভারত সরকারে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রাথমিক বরাদ্দও ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের মধ্যভাগ হইতে আর্থিক মন্দা দেখা যাওয়ার ফলেই এইরূপ ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া অর্থসচিব মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের মধ্যভাগে যখন আর্থিক মন্দা দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন অর্থসচিব ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেট বরাদ্দ রচনা করিতে গিয়া ঐ সালের হিসাবে বেশী আয় ধরিয়া লইয়াছিলেন কেন? তাহা কি নানাদিকে বিশেষতঃ সামরিক বিভাগ সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করিবার জন্য। সংশোধিত বরাদ্দ দেখা যায় শুল্ক বিভাগের আয় যেখানে পূর্ব্বের অনুমিত আয় হইতে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা কম ধরা হইয়াছে সামরিক বিভাগে এই অবস্থাও সেখানে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বেশী। আয় হ্রাসের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া চলতি বৎসরের হিসাবে শাসন কার্য্য বাবদ ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে ইহা সুখের কিন্তু এইভাবে যে টাকা বাঁচিয়াছিল তাহা সামরিক বিভাগের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্যেই খরচ করা হইয়াছে। কাজেই সরকারী বাজেটের বর্ত্তমানে ঘাটতির মূলে অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় বহরই নিহিত রহিয়াছে। ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে এই সামরিক ব্যয় বাহুল্য হ্রাস করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

অর্থসচিব বলিয়াছেন যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কোচের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন এবং ইহার ফলে ১৯৩৯-৪০ সালে অসামরিক দফার ব্যয় ৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইবে। ইহার মধ্যে সরকারী ঋণের জন্য দেয় সুদের হার বাবদ হ্রাস হইবে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। সুতরাং ব্যয় সঙ্কোচের জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রশংসা করিবার বিশেষ কোন কারন নাই। যেদিকে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় হ্রাস করিতে পারিতেন, সেই সামরিক বিভাগে তাহারা ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারেন নাই। অর্থসচিব ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে সামরিক ব্যয় ১ কোটি টাকা হ্রাস হইবে বলিয়া দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু উহার কথার মার প্যাঁচ মাত্র। ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটের প্রস্তাবে সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল ৪৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটেও ঐ বরাদ্দই ধরা হইয়াছে। ইহা ভারত ভারত গবর্ণমেণ্টের সমগ্র রাজস্বের অর্দ্ধেকেরও বেশী। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সামরিক ব্যয় বাবদ ভারত গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ সাহায্য পাইবেন তাহা সমস্তই গোরা সৈন্যদলের সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হইবে। অর্থসচিব বড়াই করিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যাহার সামরিক ব্যয় ১৯৩৯-৪০ সালে বৃদ্ধি হইবে না। একমাত্র ভারতেই সেই অঘটন ঘটিবে। বলা বাহুল্য, সামরিক ব্যয়ের বিপুল ভারে পিষ্ট দরিদ্র ভারত অর্থ সচিবের এই বক্তৃতা শুনিয়া কিছু মাত্র আশ্বস্ত হইবে না। তাহারা আশা করিয়াছেন যে এবার ভারত গবর্ণমেণ্ট সামরিক ব্যয় হ্রাস করিয়া অন্যান্যদিকে করভার লাঘব করিবেন, কিন্তু তাহাদের সে আশা ব্যর্থ হইবে।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা

সাধারণতঃ বাজেট উপস্থিত করিবার সময় আসিলেই জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, কখন কোন ফাঁকে চাল, নুন বা কেরোসিনের মারফতে বা ডাকটিকিট, দেশলাই এর ঘাড়ে চাপিয়া করভার পীড়িত দরিদ্র দেশবাসীর স্কন্ধে আবার নতন ট্যাক্স বসে তাহার নিশ্চয়তা নাই। স্যার জেমস্ এবার সেরূপ নূতন কোন প্রত্যক্ষ ট্যাক্স প্রবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু পোষ্টকার্ডের অতিরিক্ত মূল্য ও ডাক বিভাগের হার কমাইবার জন্য দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া যে দাবী চলিয়া আসিতেছে, অর্থসচিব এবারও সে সম্পর্কে সেই পুরাতন ঔদাসিন্য দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়া তুলার উপর যে ট্যাক্স বসানো হইতেছে তাহাতে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি কিছুটা পাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহাতে পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে সেই ট্যাক্সের অংশ বহন করিতেই হইবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আরও একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। স্যার জেমস্ বলিয়াছেন, এই নূতন ট্যাক্স ভারতে লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করিবার প্রেরণা যোগাইবে এবং মিশর ও আমেরিকা হইতে লম্বা আঁশের তুলা আমদানী হ্রাস পাইয়া এদেশেই ঐরূপ তুলার চাষ প্রসার লাভ করিবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই উক্তি বিশেষ যুক্তিপূর্ণ এবং শুনিতেও শ্রুতিমধুর সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই স্যার জেমসের ভারত হিতৈষণা ও তুলা চাষীদের প্রতি দরদের আসল মাহাত্ম ধরা পড়িবে। তুলার চাষ আরব্য উপন্যাস বর্ণিত যাদুকরের ভেল্কী নহে, সরকারী কলমের আঁচড়ে নূতন ট্যাক্স বসানো যাইতে পারিলেও লাঙ্গলের এক খোঁচায় রাতারাতি তুলাগাছ ও তুলা উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করিবার প্রাথমিক গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কার্য্য মাত্র সুরু হইয়াছে। দেশে ঐরূপ তুলা উৎপন্ন হইতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সেই সময়ের মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকে এই ট্যাক্সের আড়ালে ভারতের বাজারে প্রধানালাভের সুযোগ দেওয়াই এই ট্যাক্সের আসল উদ্দেশ্য কি না তাহাও বিবেচনার যোগ্য। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ভারতের সহিত বাণিজ্য চুক্তিতে যে সকল অন্যায় আব্দার করিতেছিলেন, সেগুলি সদর দরজায় গ্রহণ করা চক্ষুলজ্জায় বাধিতেছে বলিয়াই কি এই নূতন ট্যাক্সের খিড়কী পথে স্যার জেমস্ বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহার জাতি ভ্রাতাগণকে সুযোগ দিয়া যাইতেছেন।

—যুগান্তর

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কল টাকার (ইণ্টার ব্যাঙ্ক) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ১৸০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। এসপ্তাহে ঐ সুদের হার পুনরায় কিছু চড়িতেছে এবং ব্যাঙ্কগুলির ভিতর শতকরা বার্ষিক ২ টাকা সুদে কল টাকার আদান প্রদান হইতেছে। সুদের হার পুনরায় যে এইরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ হইতেছে এবারকার অতিরিক্ত স্বর্ণ রপ্তানী। গত দুইমাস কাল ভারত হইতে প্রতি সপ্তাহে খুব কম পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু এ সপ্তাহে বোম্বাই হইতে মোট ৭৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭৪ টাকার স্বর্ণ বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহে ঐরূপ বেশী পরিমাণ স্বর্ণের রপ্তানীর ফলে যে সাময়িকভাবে টাকার বাজারে একটা টান অনুভূত হইবে তাহা স্বাভাবিক। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে বর্ত্তমানে টাকার তেমন কোন চাহিদা দেখা যাইতেছে না। মাত্র পাট ও তুলা ফসল মজুদের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে কিছু কিছু টাকা নিয়োগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় টাকার বাজার পুনরায় ভালরূপ চড়িয়া উঠার সম্ভাবনা বাস্তবিকই বিশেষ কিছু নাই।

এসপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ৯৯৷৵৯ পাই দরের ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৵৬ পাই দরের শতকরা ৫০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার স্থির হইয়াছিল ২৷৵১০ পাই; এ সপ্তাহে তাহা ২৷৵৪ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ৭ই মার্চ্চ তারিখের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১০ই মার্চ্চ ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২ কোটী ৪২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ৭২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১২ কোটী ৪৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ষ্টার্লিং বিল খরিদ করেন। এসপ্তাহে গত ১লা মার্চ্চ তাঁহারা পুনরায় ষ্টার্লিং বিলের টেণ্ডার আহ্বান করেন। তাহাতে মোট ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ডের টেণ্ডার পাওয়া যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকায় ১ শি ৫৩১/৩২ পেনী দরে মোট ২৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিল খরিদ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের অর্থসচিব ভারত সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে মাত্র ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং খরিদ করিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং খরিদের প্রয়োজন হইবে সেখানে আগামী বৎসর মাত্র ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং খরিদ করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় স্বভাবতঃই বিনিময় বাজারে পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হারের কিছু চড়া ভাব দেখা গিয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলির হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি, এ, ৩ মাস	„	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি, এ, ৪ মাস	„	১ শি ৬৩/৬৪ পে
ডি, এ, ৬ মাস	„	১ শি ৬৫/৬৪ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	„	৮৬১/২
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৵০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৩রা মার্চ্চ

দোলযাত্রা ও মহরম উপলক্ষে গত ২রা মার্চ্চ হইতে কলিকাতা শেয়ার বাজার বন্ধ আছে। আগামী ৭ই মার্চ্চ পুনরায় বাজারে কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইবে। এই ছুটীর জন্য এসপ্তাহে আজ মাত্র ৩ দিন বাজারে কাজ হইয়াছে। মঙ্গলবার দিবস ভারত সরকারের বাজেট সম্বন্ধে খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে ব্যবসায়ীরা বাজেট সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা নিয়াই ব্যস্ত ছিল। কাজেই বিকিকিনি তেমন কিছু হইতে পারে নাই। নূতন বাজেটের বিধিব্যবস্থা সকলে অবগত হওয়ার পর কোন কোন দিক দিয়া বাজারে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু বুধবার দিবসই বাজার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শেয়ার দরের সুস্পষ্ট গতি বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না।

কোম্পানীর কাগজ

যেমন দেখা যাইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট কোম্পানীর কাগজ বিভাগে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করিবে। অর্থ সচিব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন ১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় সরকারী ঋণকে ২০ কোটি টাকার নূতন ঋণে পরিবর্ত্তিত করা ছাড়া আগামী বৎসরে ভারত সরকারের পক্ষে অন্য কোন নূতন ঋণ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে বাজারে একটা নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। ৩৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়া ৯৬৷৴০ আনা হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ার সম্বন্ধে এসপ্তাহে বাজারের অবস্থা অনেকটা গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। পাটের থলের নূতন অর্ডার সম্বন্ধে বাজারে এখনও জনরব শুনা যাইতেছে। কিন্তু এবিষয়ে সঠিক কোন খবর এখনও পাওয়া যাইতেছে না। যদি নূতন অর্ডার সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর কিছু জানা না যায় তবে কেবল জনরবের উপর নির্ভর করিয়া পাটকলের শেয়ারমূল্যের হার আবার চড়িবার সম্ভবনা কম।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে অনেকেই আশঙ্কা করিতেছিলেন এবার লোহার উপর রপ্তানী কর এবং ইস্পাতের জিনিষের উপর উৎপাদন কর বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করা হয় নাই। ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা কোম্পানীর শেয়ার মূল্যের কিছু চড়াভাব দেখা গিয়াছে। কলিকাতার বাজারেও ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানীর শেয়ারের দাম চড়িয়া ৩০৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ	...	৯৭৷৵০
৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ		৯৬৶০,৯৬৷/০,৯৬৷৶০,৯৬৷০
৫৲ „ ঋণ (১৯৪০-৪৫)	...	১০৪৷০
৩৲ „ ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	...	১১৪৷৯,১১৪৷/০

ডিবেঞ্চার

৩৷০ সুদের হাওড়াব্রিজ ডিবেঃ (১৯৫৬-৬৬)	...	১০২৷০/০,১০১৷০
৪৲ „ রেঙ্গুন পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৪৯)	...	১০৬৲
৪৲ „ ঐ (১৯৪০)	...	১০২৷০

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	..	৩২৸০,৩৩৷০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)	..	১,৫২০৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক		১১২৲,১১৩৲,১১৩৷৷০,১১১৷০

কয়লার খনি

বাঁশরা	...	২৷০
বোকারো ও রামগড়	..	১৫৲,১৫৷০
বরাকর	...	১৩৷৶০
দেউলী	...	৭৶০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	...	২২৷০
ইকুইটেবল	...	৩৪৷০
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল	...	১৷০.১৷৶
মুগুলপুর	...	৮৸৶০,৯৶০,৮৸০
সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল	...	৷৶০
সিঙ্গারন (বি)	...	১৶০,১৷০,১৷৶০

কাপড়ের কল

বাউরিয়া (ঐ' প্রেফ)	..	১০৫৲
ডানবার (প্রেফ)	..	২০০৲,২০১৲
কেশোরাম (অর্ডি)	..	৬/০, ৬৶০
কেশরাম (প্রেফ)	...	১২০৲,১২১৲১২১৷০,১২১৷০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)	...	১৩৷০,১৩৷৷০,১৩৷৶০
আপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্রিক		১০৶০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ (ইলেকট্রিককীল (অর্ডি)	৭৷/০,৭৸/০
হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (ডেফ)	১৸৴/০,২৲
ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং	১৯৸০,২০৲
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৯৸০,৩০,২৯৷৶০,২৯৷৵/০,৩০/০,২৯৷/০, ২৯৷০,২৯৷৶০,৩০৶০,২৯৸০,২৯৸/০,৩০৲৩০/০
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড ওয়্যার প্রডাক্টস	২৪৭৲
কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি)	২৵/০,২১/,২১৵/০,
ন্যাশনাল আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	৪৷৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি)	১১৷০,১১৷৶০,১১৸৶০,১১৷/০,১১৸/০,১১৷০ ১১৸০,১১৸৶০,১১৸৵/০,১২৲,১১৷৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন	৯৫৲৯৬৲৯৪৷০

পাটকল

আদমজী		১২৷৶০
আগরপাড়া		১৮৷০
এ্যালবিয়ন	...	২০৫৲,২০৬৲,২০৭৷০
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অর্ডি)		৩৪০৲,৩৪৬৲
অকল্যাণ্ড		১৮২৲
বালী (অর্ডি)		২০৪৷০,২০৫৲,২০৬৲,২০৭৲

বরানগর (অর্ডি)	১৫৮৲,১৫৮॥০,১৬০॥০
বিরলা	১৬৸০
বঙ্গবঙ্গ	২৭৫৲
চাঁপদানী	১৬৩৲
সিভিয়ট (অর্ডি)	১৭৫৲
ক্লাইভ (অর্ডি)	২৭৸/০,২৮/০,২৭॥৶০,২৭৸০
ডালহৌসী	৩৩৪॥০,৩৩৭॥০
গৌরীপুর	৫৮৩৲,৫৮৯৲
হাওড়া (অর্ডি)	৫৬৸৵,৫৬৸৶০,৫৭।৶০,৫৭।০,৫৭৸০,৫৭।০
হুকুমচাঁদ	৭/০,৬॥৶০
ইণ্ডিয়া	৩১৭৲
কামারহাটী (অর্ডি)	৫১৬।০,৫২০৲,৫২২৲
ল্যান্স	৩৭৮৲,৩৭৪৲
মেঘনা	২৭।৵০
ন্যাশনাল	২৩।০,২৩॥০,২৩॥৵০
নিউসেণ্ট্রাল	৩০০৲,৩০২৲
নদীয়া	৪৭৲
প্রেসিডেন্সী	৩৸৶,৪/০
রিলায়ান্স (অর্ডি)	৬৪৲,৬৫৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	২৭১/

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫॥৶,৫॥৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	২/০,২৲,২/০,২৵০,২/০
টেভয় টিন	১।৵০

চিনির কল

চম্পারণ	১১।৵০
রোক্ষা	১১।০,১১॥০
সমস্তিপুর	৪॥০

চা বাগান

হলদীবাড়ী	১৭।০,১৭॥০
পুসিমবিং	৪৵০,৪।০
তুকভার	১০।৵০

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি)	২৸৶০,৩৲,২৸৵০
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)	১৫৩৲,১৫৪৲
বিশরা ষ্টোন লাইম	৯৩৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি)	৯৸/০,১০/০,৯॥৶০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৯৬৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফ)	৩।৵০
ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স	১৪।০,১৪॥০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (ডেফ)	১৸৶০,২/০
মেদিনীপুর জমিদারী	৭৫৲
৫।০ সুদের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিবেঃ (১৯৩৮-৫০)	১০২৲
শ্রীগোপাল পেপার	৫।৵০,৫॥৵০,৫৸০
ষ্টার পেপার	৬৸০,৭৲
টাইড্ ওয়াটার অয়েল	১২।৵০,১২॥৵০
টিটাগড় পেপার ('বি' অর্ডি)	১৩॥/০,১৩॥৵০,১৩৸৵০,১৩॥০,১৩।৶০
টিটাগড় পেপার (প্রেফার্ড অর্ডি)	৩৸৵০
ট্রাইটন ইন্সিওরেন্স	২৩৬॥০
ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট	১৵০,১।০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ্চ

গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে দরের খুব তেজীভাব দেখা গিয়াছিল। এসপ্তাহে ১লা মার্চ্চ জৈন পর্ব্ব উপলক্ষে এবং ২রা মার্চ্চ মহরম উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল। বাকী যে চারিদিন বাজারে কাজ হইয়াছে তাহাতে দরের হার পূর্ব্বেকার তুলনায় কিছু নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ফাটকা বাজারে দরের হার সর্ব্বোচ্চ ৪৬॥৵০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন ৪৫৸০ আনা ছিল। এ সপ্তাহে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাজার খোলার দিন দামের হার সর্ব্বোচ্চে ৪৬৲ টাকা ও সর্ব্বনিম্নে ৪৫৵০ আনা দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪৪৸০ আনা ও ৪৪॥/০ আনা হইয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহে ফাটকা বাজারের দরের হার উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৭শে ফেব্রুয়ারী	৪৬৲	৪৫৵০	৪৫৸০
২৮শে "	৪৬।০	৪৫॥০	৪৫॥৵০
১লা মার্চ্চ	(বাজার বন্ধ ছিল)		
২রা "	(বাজার বন্ধ ছিল)		
৩রা "	৪৫॥০	৪৪৸৵০	৪৫।০
৪ঠা "	৪৪৸০	৪৪॥/০	৪৪৸০

গত সপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য বাজারে বিস্তর পরিমাণ পাট খরিদ করা হইয়াছিল। এ সপ্তাহে ডাণ্ডির জন্য বিশেষ কিছু পাট ক্রয় করা হয় নাই। স্থানীয় চটকলওয়ালারাও পাট খরিদ করা সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় নাই। ফলে বাজারে দরের হারও কিছু নিম্ন দেখা গিয়াছে। পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার পাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় এখনও গুজব চলিতেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সঠিক কোন খবর না পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা এখন আর বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করিতেছে না। তবে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও নানা কারণে আতঙ্কজনক। বিভিন্ন দেশে সমরায়োজনের তোড়জোড়ও চলিতেছে। এই অবস্থায় ইতিমধ্যে পাটের থলের জন্য অর্ডার দিয়া না থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে কোন কোন দেশ ঐরূপ অর্ডার দিতে পারে সেরূপ সম্ভাবনা বাস্তবিকই রহিয়াছে। আর কার্য্যতঃ সেরূপ অর্ডার যদি পাওয়া যায় তবে পাটের বাজারে দরের হার অনতিবিলম্বে চড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

আগামী মরশুমে কিরূপ পরিমাণে পাটের চাষ হইবে এখন তদ্বিষয়েই বিশেষভাবে জল্পনা কল্পনা হইতেছে। সরকারী বরাদ্দ এবার মোট ৬৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বরাদ্দ

সকল রকমে ভ্রমাত্মক বলিয়াই প্রমানিত হইয়াছে। গত জুলাই মাস হইতে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে মোট ৭০ লক্ষ ১২ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে আরও ৮ লক্ষ ১০ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। কাজেই গত ৮ মাস মফঃস্বল হইতে মোট পাট আমদানী হইয়াছে ৭৮ লক্ষ ২২ হাজার বেল। মফঃস্বল হইতে এখনও রীতিমতই পাটের চালান আসিতেছে। এই অবস্থায় ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটী এবার ১ কোটি ২২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন কার্য্যতঃ তাহাই সত্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এইরূপ বেশী পরিমান পাট উৎপন্ন হওয়ার ফলে এবারকার পাটের যোগান চাহিদার অনুপাতে বেশী যদিও না হয় চাহিদার অনুপাতে তাহা যে অন্ততঃ ন্যূন হইবে না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কাজেই আগামী মরশুমে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করিলে চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হইয়া পাটের দর নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেজন্য পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভালরূপ চেষ্টা হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত সেবিষয়ে আবশ্যকানুরূপ উদ্যোগ আয়োজন তেমন কিছু করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করেন নাই। সেজন্য ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর কিছু নামিয়া প্রতি মণ ৮॥০ আনা হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বেচাকিনা হইয়াছে সামান্য। ফার্ষ্ট পাটের দাম ও প্রতি বেল ৪৪॥০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

থলে ও চট

এসপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় থলে ও চটের বাজারে অনেকটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। দামের গতিও নিম্ন দেখা যাইতে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৯ পোর্টার চটের দর ৯1/০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১॥৵০ ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৯৵০ আনা ও ১১।৴০ আনা দাঁড়ায়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

আমেরিকার ফার্ম্ম বিল সম্পর্কে এখনও বিশেষ অনিশ্চয়তার ভাব বলবৎ আছে। সরকারী ঋণ অনুসারে যে তূলা মজুদ রাখা হইয়াছে তাহা শীঘ্রই কাটতি করিয়া দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জন্য আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে মন্দার ভাব সূচিত হয়। অপর পক্ষে কারবার বৃদ্ধি পাইবার ফলে এবং আগামী মরশুমে তূলা ফসলের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না আশায় আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বাজারে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাইএর বাজার খুলিবার সময় তেজীভাব বজায় ছিল কিন্তু তাহার পর মূল্যের কিছু নিম্নগতি দৃষ্ট হয়; পরে তূলার উপর আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি করার প্রস্তাবে চড়াভাব দেখা দেয়; কিন্তু কার্য্যতঃ কোন কারবার হয় না। অতঃপর ব্যবসায়ীগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে উক্ত প্রস্তাব কেবলমাত্র লম্বা আঁশযুক্ত তূলার সম্পর্কে প্রযোজ্য সুতরাং বোরোচ তূলার অগ্রিম কারবারের পক্ষে উহা কোন সহায়তা করিবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় দর বৃদ্ধির দিকে দৃষ্ট হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে বিভিন্ন প্রকার তূলার মূল্য নিম্নরূপ ছিল:—

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমার মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ
২৩শে ফেব্রুয়ারী	১৪৮॥৵০	১৩৭॥৵০	১১৪॥৵০
২৪শে „	১৪৯৵০	১৩৭৸৵০	১১৪৸০
২৫শে „	১৪৯৲	১৩৭৸০	১১৪॥৵০
২৭শে „	...	...	...
২৮শে „	১৫২৲	১৪০৵০	১১৬৲
১লা মার্চ্চ	১৫২৵০	১৪০।০	১১৬৵০
২রা „	...	...	...
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৭৭॥০	১৫৭।০	১৩৩।৵০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২২৬॥০	১৮০॥০	২০৮৲

সূতা

বোম্বাই সরকার বাজেট ঘোষণা করিবার পর হইতে প্রায় প্রত্যেক বাজারেই উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে; সূতার বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই সূতার বাজারে একটা মন্দার ভাব বলবৎ ছিল; বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আরও দ্রুততর হইয়াছে। সূতার মূল্য যথেষ্ট আকর্ষণযোগ্য সত্বেও ব্যবসায়ীগণ ভবিষ্যত বাজার সম্বন্ধে আস্থাবান নহে বলিয়া কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিতভাবে চলে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে অদূর ভবিষ্যতে সূতার বাজারে কোন প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে না। প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণই নিতান্ত অসন্তোষজনক। সকলেই প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ মাল ক্রয়ের প্রতি আগ্রহশীল। কানপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ হইবার ফলে তত্রত্য বাজারে বর্ত্তমানে কারবার বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

বিলাতী সূতা—ইংরাজ তাঁতিগণ অতিরিক্ত মূল্য দাবী করিবার ফলে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে অগ্রিম কারবার মোটেই হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে বিশেষ মন্দা দেখা দেয় এবং মূল্যও স্থির ছিল। অল্প বিস্তর প্রত্যেক প্রকারের সূতার মূল্যই অপরিবর্ত্তিত ছিল। সার্সেরাইজ সূতার আমদানী বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং তদনুপাতে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অল্পতা হেতু উহার মূল্যও হ্রাসের দিকে পরিলক্ষিত হয়। মূল্যাল্পতা সত্ত্বেও যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা নাই। অগ্রিম কারবারও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে উক্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ী-গণের মধ্যে এই শ্রেণীর সূতার বাজার সম্পর্কে আস্থার অভাব ঘটিয়াছে। জাপানী তাঁতিগণের সহিতও কোন প্রকার অগ্রিম কারবার সম্ভব হইতেছে না; চড়া মূল্য দাবী করাই উহার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীর সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ব্যবসায়ীগণের হাতে যে পরিমাণ সূতা মজুদ আছে তাহা বর্ত্তমান প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার ফলেই এই শ্রেণীর সূতার মূল্য হ্রাস পাইতেছে। জাপানী সূতার বাজারেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই। অগ্রিম কারবার অতি সামান্য হইয়াছে।

কাপড়

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। বোম্বাই এর বাজারে কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে এবং উহার পরিমানও খুব অল্প। মিলের কার্পাসজাত বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রের মূল্যের উপর শতকরা ৬।০ আনার অনধিক ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্পর্কে সম্প্রতি বোম্বাই সরকারের বাজেটে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার ফলেই বর্ত্তমানে বাজারে এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বাজেট ঘোষণা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল এবং উহার মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ের বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে বলিয়াও গুজব রটিয়াছিল। বাজেট সম্পর্কে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবে আমদানীকৃত তূলার শুল্ক দ্বিগুণ করিবার ফলে মন্দার সূচনা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কাপড়ের বাজারে উন্নতির পথে তূলার বাজারে চড়াভাব বজায় থাকা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তূলার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে স্বভাবতঃই কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে।

স্থানীয় বাজারে উপরোক্ত জল্পনা কল্পনার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের কারবার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। জাপানী কাপড়ের

চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে। দেশী কাপড়ের বাজারে সামান্য কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মহরম এবং দোল উপলক্ষে কাপড়ের বাজারে কাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

গত ১লা মার্চ্চ ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের যে ৩৪নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাহাতে গুড়া চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় মূল্যও বেশী গিয়াছে। পরিষ্কার কালো চায়ের চাহিদাও ভাল গিয়াছে মূল্যের হারও চড়া ছিল। মোটের উপর আলোচ্য নীলামে একপ্রকার সকল শ্রেণীর চায়েরই চাহিদা ছিল। রপ্তানী যোগ্য চায়ের কোন নীলাম বিক্রয় হয় নাই।

৩৪নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ :—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	৯,৬৩০	৩,৩৭৪	১১,২২৭	৭,১৮৩
গড়পড়তা দর	৶৮	।১	৶২	৶১০

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

স্থানীয় চিনির বাজারে চাহিদা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন মিলসমূহ চিনি কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। কতিপয় মিল যে সকল কারবার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাও সর্ত্তানুযায়ী। উহা এই যে কোন প্রকার উৎপাদন শুল্ক দার্য্য হইলে তাহার জন্য বিক্রেতাগণ দায়ী হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারীর পর প্রয়োজন হইলে অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে বলিয়াও উল্লিখিত ছিল। ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে আগ্রহশীল নহে জন্য ভবিষ্যত বাজার অনিশ্চিত বলিয়া মনে হইতেছে। স্থানীয় বাজারে প্রায় ৪০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। মতিপুর ও মাড়হোড়া শ্রেণীর চিনির মূল্য প্রতি মণ ১০৸৶০ ছিল।

কলিকাতা বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ১ হাজার ৮ শত বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। জাভা চিনির মূল্য প্রতিমণ ১১৷৶০ গিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ্চ

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। দামের হার সামান্য কম বেশী পরিমাণে পূর্ব্বের অনুরূপই রহিয়াছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৩½ পেনী, ২৮শে তারিখ তাহা ৭ পা ৮ শি ৩পেনী হয়। ১লা মার্চ্চ তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী। অদ্য বাজারে তাহা ৭ পা ৮ শি ৪ পেনী হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল ৩৬৸৶০ আনা। ২৮শে তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১লা মার্চ্চ তাহা ৩৭ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য তাহা ৩৬৸৵৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৵ আনা, বড়লবার ৩৬৸৵ আনা, এবং গিনি ২৩৸৶৬ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵ আনা, ৩৬৸৴ আনা এবং ২৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে মোট ৭৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৫৮ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

রূপা

লণ্ডনের বাজারে এসপ্তাহে রূপার দামের হার অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ ছিল। তবে বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের হার এবার কিছু নামিয়া দিয়াছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০$\frac{5}{16}$ পেনী, ২৮শে তারিখ তাহা ২০$\frac{3}{16}$ পেনী হয় অদ্য ২০¼ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸৵ আনা। ২৮শে তারিখ তাহা ৫২৷৶ আনা হয়। ১লা মার্চ্চ তাহা দাঁড়ায় ৫২৷৴ আনা। অদ্য তাহা ৫২৷০ আনা হইয়াছে।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫৩৷৬ পাই ও উহার খুচরা দর ৫৩৷৬ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৸০ আনা ও ৫৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দেশের মহাজনী প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি বোম্বে স্রফ (Shroff) এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় উক্ত এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ সি বি মেটা এক বক্তৃতায় বলেন—দেশের অভ্যন্তরস্থ বুকি, নিধি, চিৎফণ্ড প্রভৃতি নামীয় দেশের ব্যাঙ্ক সমূহ এবং মহাজন শ্রেণীর সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যোগসূত্র স্থাপনের যে দায়িত্ব উক্ত ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত আছে তাহা তাঁহারা বর্ত্তমানে এড়াইয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। গত বৎসর উপরোক্ত ধরণের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন সম্পর্কে একটী মাত্র রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন। দেশীয় মহাজনী প্রতিষ্ঠান সমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সংযোগ বদ্ধ করা সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ যে ইস্তাহার প্রচার করেন বোম্বে স্রফ এসোসিয়েসন ছাড়া দেশের মহাজনী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিমূলক কোন এসোসিয়েসন তাহার উত্তর প্রদান করেন নাই। উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ধরিয়া লইয়াছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সংযোগবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশের মহাজনী প্রতিষ্ঠান সমূহের কোন আগ্রহ নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। দেশের মহাজনশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ নহে। তাহারা ইংরাজীতে অভিজ্ঞও নয়। সেজন্যই তাহারা তাহাদের দাবী দাওয়া উপস্থিত করিতে বড় একটা সমর্থ নহে। এই অবস্থায় মহাজনী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত সংযোগ সাধন সম্বন্ধে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বণিক সমিতিগুলি যে সব প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন সেগুলি বিবেচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হওয়া উচিত ছিল। ভারতের কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন দেশের মহাজনী প্রতিষ্ঠান সমূহকে বেশী সংখ্যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতার মধ্যে আনিতে না পারিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে দেশের টাকার বাজারকে স্বীয় আয়ত্বে আনা সম্ভবপর হইবেন না। স্যার জর্জ সুষ্টারও এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে দেশে কৃষিঋণ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। সেদিক দিয়া জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে মহাজনী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সাহায্য পাওয়ার আশা বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ দেশের মহাজনী প্রতিষ্ঠানের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংযোগ ও সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করা সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া আসলে তাহাদের একটী বড় দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

রেঙ্গুণের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মন্দাভাব বজায় ছিল।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৭১ হাজার ১৪৪ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমান ছিল ৪০ হাজার ১২৫ টন।

কালকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২/৫-২/১৫
দেউলী মোটা	২৲
ওড়াশাল	১৸৶/১০-২৲
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান)	২৶/১০-২৻৫
মাঝারি পাঃ ধান্য	২৵০-২৵১০
দাদশাল	২৶/১০-২।১০
চিনি আতপ	২॥৶০-২৷৷০
পূবা পাটনাই	২৻১০-২/০
রূপশাল	২।৵০-২।৵১০
সাধারণ পাটনাই	২/৫-২/১০
দেউলী পাটনাই	২৻১৫-২/৫
কাটারী ভোগ	২॥৵০-২॥৵১০
হামাই	২৵১০-২।০
হোগলা	২৵১০-২৵০

চাউল	প্রতি মণ
পুঃ কামিনী আতপ (কল)	৩৸৶০-৪৲
,, কামিনী আতপ (ঢেকী)	৪৵০
নূতন রূপশাল (কল)	৪৶০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৵১০-৪৶০
বাঁকতুলসী (ঢেকী)	৪৵১০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৵১০-৪৶০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸/০-৩৸/১০
,, ,, (ঢেকী)	৩॥৶১০
নূঃ কাটারী ভোগ	৫।০

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ১ হাজার ১০৩ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১ হাজর ৯ টন ছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

পূর্ব্ববর্ত্তীসপ্তাহে ছাগলের চামড়ার বাজারে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে উহার নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়, তবে শুষ্ক লবণাক্ত চামড়ার মূল্য স্থির ছিল। গরুর চামড়ার বাজার মন্দা গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৩৪,০০০	৫৫৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	১০,৪০০	৬৫৲-৮৫৲
লবণাক্ত	৪৮,০০০	৬০৲-৯৫৲

গরুর চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
আগ্রা-আর্শেনিক	৩১০	৭॥০-৮৸০
দ্বারভাঙ্গা-গয়া-রাঁচি	৩,১০০	৬৸০-৮৲
রাঁচি সাধারণ	১৮,০০	৬।০
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম	৫,৬০০	৩৸০-৪॥০
দার্জ্জিলিং নেপাল	১,৯০০	৪৸০

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

জয়েষ্ট বে-মার্কা

(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) ,,	৬৸০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) ,, (৭×৪) ,, (৮×৪) ,,	৭॥৵০ হন্দর
(৯×৪) ,, (১০×৫) ,,	৭৸০ ,,
(১২×৫) ,,	৮৸৵০ ,,

টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টী)—

(২×২×।০) ইঞ্চি আদৎ	৯৲ হন্দর
(২॥০×২॥০×।০) ইঞ্চি কাটাই	৯।০ ,,

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল

(১×১×।০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×।০) ইঞ্চি	৬॥৵০ হন্দর
(৩॥০×৩॥০।৵০) নাং (৪×৪×॥০) ইঞ্চি	৮৸০ হন্দর

ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১৵০	হন্দর
বিঃ—২৪ গেজ	,,	১২।০	,,
আর পি ২৪ গেজ	,,	১৩॥০	,,
টাটা—২২ গেজ	,,	১২॥০	,,
বি—২২ গেজ	,,	১২৸০	,,
গ্যাঃ ২৬ গেজী		১২৸০	
ঐ ২৪ গেজী		১১।০-১৩।০	

	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ব্রাণ্ডেড)	৮॥০-৯৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০-৮।০
৪"×৩" কণ্টিনেণ্টাল কড়ি	৮৸০-৯৲
টী আয়রণ বরগা	১০৲-১০॥০
এঙ্গেল আয়রণ	৭৵০-৯৲
পাটী ও বল্ট	৬॥০-৭৲
রি ইনফোস (কন্‌ক্রিটের জন্য)	
রড ।৵০	৬॥০-৬৸০
রড ।০	৭॥৵০-৭৸০
এঙ্গেল ৵০	৮॥০-৯৲
কাটা তার	১০৲-১২৲ প্রতি বাণ্ডিল

ধাতু দ্রব্যের বাজার

কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭১৸৵০
তামার বাট	৬৬॥০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৫৸০
,, ঐ দেশীয়	১৩।০
এ্যান্টিমণি বিলাতী	১১২॥০
ঐ (চীন বা জাপান)	৪০॥৶০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪।৵০
ঐ চাদর	১২৫।০
পিতলের চাদর	৪৪।০
পিতলের ছড়	৪৪৶০
তামার চাদর	৫৯৸/০
তামার ছড়	৬৮৵০
সীসার চাদর	২৭।০
দস্তার টালি আমদানী	১৪।৶০
ঐ দেশীয়	১১।৶০
দস্তার চাদর	৩২৸০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮॥০
ঐ চাদর	১৪৩।০
নিকেল চাদর	১৬৫৶০

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮ কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা, ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড { কলিকাতা, ১৩ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৩৯ } ৪২শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর অনশন ত্যাগ

মহাত্মা গান্ধী অনশন ত্যাগ করিবার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে মহাত্মাজী এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আর দুই বৎসরের অধিককাল তিনি মর জগতে অবস্থান করিবেন না। তাঁহার ন্যায় তপস্বী ব্যক্তির মুখ দিয়া কখনও মিথ্যা কথা বাহির হয় না। এজন্য মহাত্মাজীর পার্ষদদের মধ্যে এই উক্তির পর হইতে একটা বিষাদের কৃষ্ণছায়া আপতিত হইয়াছে। এমন কি মহাত্মাজী যখন এবার সেবাগ্রাম হইতে রাজকোট অভিমুখে রওনা হন তখন অনেকেরই মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে তিনি আর সেবাগ্রামে ফিরিয়া আসিবেন না। রাজকোটের সমস্যায় বড়লাট কালবিলম্ব না করিয়া হস্তক্ষেপ করাতে মহাত্মাজী যেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আরও কিছুদিনের জন্য দেহধারণ করিতে রাজী হইলেন। এই কার্য্যের জন্য আমরা বড়লাটের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মহাত্মাজী অনশন ত্যাগ করাতে জাতিই যে পুনরায় তাঁহাকে ফিরিয়া পাইল এরূপ নহে তাঁহার অনশন ব্রতের মধ্য দিয়া পুনরায় সত্য ও অহিংসার জয় ঘোষিত হইল। উঁহার কাছে রাজকোটের সমস্যা এমন কি ভারতীয় সমস্যা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। এই জন্য উঁহা বলিতেছি যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হইতে এক দিনও দেরী হইবে না। অন্ততঃ মহাত্মাজীর উহাই ধারণা। এই জন্যই ক্ষুদ্র রাজকোটের সমস্যা লইয়া তিনি নিজের মহামূল্য জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে রাজকোটের সমস্যার সমাধান হইল কই? যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি যদি এই বলিয়া রায় দেন যে রাজকোটের ঠাকুর সাহেব সর্দ্দার বল্লভ ভাইয়ের সহিত তাঁহার চুক্তির যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই ঠিক, তাহা হইলে তো অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না। কথাটা এক হিসাবে ঠিক। কিন্তু মহাত্মাজীর দিক হইতে এজন্য ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। রাজকোটের অধিপতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই তিনি অনশনব্রত আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কোন সময়েই নিজেকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না। যদিও আমাদের বিশ্বাস যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মহাত্মাজীর সিদ্ধান্তই সমর্থন করিবেন তথাপি উঁহারা যদি তাঁহার সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলিয়া রায় দেন তাহা হইলে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে তিনি উহাকে একটা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়াই গ্রহণ করিবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে নিজের ভ্রান্তির জন্য তিনি রাজকোট দরবারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করিবেন না। মহাত্মাজী পূর্ব্বে অনেকবার এই ধরণের সত্যনিষ্ঠা ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। এই ধরণের সত্যনিষ্ঠার দ্বারাই তিনি যে অধিকতরভাবে ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইবার অব্যবহিত পরে আমরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণভাবে সফল হইয়াছে। আমরা তখন বলিয়াছিলাম যে সুভাষচন্দ্রের জয় মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থার পরিচায়ক নহে এবং কতকগুলি ঘটনা পরম্পরাতেই সুভাষচন্দ্রের জয় সম্ভবপর হইয়াছে। ঐ সময়ে আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রসমিতি অথবা কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে মহাত্মাজীর অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে যদি কোন ভোট লওয়া হয় তাহা হইলে অধিকাংশ সদস্য মহাত্মাজীকেই সমর্থন করিবেন। কার্য্যতঃও তাহা ঘটিয়াছে। গত শুক্রবার

কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি মহাত্মাজী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর পদত্যাগী সদস্যদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং আগামী ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচনে মহাত্মাজীকে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 'আর্থিক জগতের' বর্ত্তমান সংখ্যা পাঠকের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা হয়ত জানিতে পারিবেন যে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও এই প্রস্তাবটী সমর্থিত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই ধরণের একটী প্রস্তাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। একথা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত যে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে মহাত্মাজী তাঁহার ন্যায় একজন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত ব্যক্তিকে জীবনের শেষ সুযোগ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সুভাষ চন্দ্রকে প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য কাতর মিনতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজির এই অনুরোধ উপেক্ষা করেন। উহার ফলে সুভাষচন্দ্রের জয়কে ওয়ার্দ্ধা অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর পরাজয় বলিয়া ঘোষনা করিয়া দেশে ও বিদেশে মহাত্মাজিকে খাটো প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। মহাত্মাজি নিজেও সুভাষচন্দ্রের জয়কে তাঁহার একটা ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া গন্য করিতেছেন। এই অবস্থায় মহাত্মাজিই যে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনিই যে প্রধান সেনাপতি তাহা দেশ বিদেশে সকলকে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল। দল ও উপদলীয় ষড়যন্ত্র, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের উর্দ্ধে উঠিয়া কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি যে অকুন্ঠ চিত্তে ও কোনও প্রকার সন্দেহের অবসর না রাখিয়া মহাত্মাজির উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন উহাতে তাঁহাদের দূরদর্শিতাই প্রমানিত হইয়াছে। কারণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা একমাত্র মহাত্মারই রহিয়াছে। অবশ্য সুভাষচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে দেশের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মাজী অপেক্ষাও বেশী ব্যগ্রতা এবং তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর সংগ্রামশীল মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে ভাবাবেগ অপেক্ষা কাজের মূল্য অনেক বেশী। সুভাষচন্দ্র যদি এতই সংগ্রামমুখী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা সরকারকে একটি চরম পত্র প্রদান করিয়া এই প্রদেশের সমস্ত শক্তিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করতঃ উহা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারেন। কারণ, বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা মিউনিসিপাল বিলে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়া চূড়ান্তরকম প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবিরোধী মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন। সুভাষচন্দ্র যদি নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার ঘোষিত নীতি ও কর্ম্মপন্থা বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন এবং এখানে সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীর মধ্যে তিনি যদি নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা গান্ধীই অবনত মস্তকে তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তখন দেশবাসীও মহাত্মাজিকে ত্যাগ করিয়া সুভাষ চন্দ্রের পতাকাতলে বৃহত্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

যৌথ কোম্পানী ও নূতন আয়কর আইন

আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে দেশের উপর যে নূতন আয়কর আইন বলবৎ হইবে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কম হারে আয়কর ধার্য্য হওয়াতে অনেকে আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় যৌথ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যে কি প্রকার দুঃসহ করভার পতিত হইল তাহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেন নাই। বর্ত্তমানে দেশে যে আইন প্রচলিত আছে তাহাতে যে সব যৌথ কোম্পানীর বৎসরে ৫০ হাজার টাকার কম লাভ হয় তাহাদিগকে কোন সুপারট্যাক্স দিতে হয় না। উহাদিগকে উহাদের লাভের উপর প্রতি টাকায় দুই আনা হারে আয়কর মাত্র দিতে হয়। কিন্তু নূতন আইনে যৌথ কোম্পানীর বৎসরে যদি এক টাকাও লাভ হয় তথাপি উহাকে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স উভয়ই প্রদান করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় প্রতি টাকায় দশ পয়সা হিসাবে আয়কর এবং এক আনা হারে সুপার ট্যাক্স দিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই দাঁড়াইল যে যৌথ কোম্পানীর লাভ যাহাই হউক না কেন উহার উপর প্রতি টাকায় গবর্ণমেন্টকে সাড়ে তিন আনা করিয়া দিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যৌথ কোম্পানীগুলিকেই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যে কোম্পানীর বৎসরে ১৬ হাজার টাকা লাভ হয় তাহাকে যদি উহার মধ্য হইতে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স হিসাবেই সাড়ে তিন হাজার টাকা গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে এই কোম্পানী অংশীদারগণকেই কি লভ্যাংশ দিবে এবং কোম্পানীর মজুদ তহবিল অথবা লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলেই বা কি পরিমাণ টাকা রাখিতে পারিবে? এই নূতন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে কোম্পানীর মারফতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে উহা আরও মারাত্মক কথা। কারণ এই প্রদেশে কোম্পানীর মারফতে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, এই সব কোম্পানীর অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকার এবং উহারা এখনও তেমন লাভজনক অবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। নূতন আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের বোঝা এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইবে এবং উহার ফলে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার যে অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাটের ভবিষ্যৎ

ইতিপূর্ব্বে আমরা বিভিন্ন হিসাব উদ্ধৃত করিয়া এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে আগামী বৎসর নূতন পাট বাজারে বাহির হইবার সময়ে চটকলওয়ালাদের হাতে এত অধিক পরিমাণ পাট এবং থলে ও চট মজুদ থাকিবে যাহার ফলে নূতন পাটের দর বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক পড়িয়া যাইবে। যতই দিন যাইতেছে ততই আমাদের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে পাটচাষ কমাইবার জন্য কৃষকদের মধ্যে কোন প্রচার কার্য্য হইতেছে না। এদিকে মফঃস্বল হইতে যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে বর্ত্তমানের অপেক্ষাকৃত উচ্চ দরের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কৃষক আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় প্রায় ছয় আনা অধিক জমিতে পাটের চাষ করিতে উদ্যত হইয়াছে। গত বৎসর অকালবর্ষার ফলে পাট ফসল খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এবার যে সেরূপ হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। চর ও বিল অঞ্চলে যে সব স্থানে ইতিমধ্যেই পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে সেই সব স্থানে ফসলের অবস্থাও নাকি খুব আশাপ্রদ। এই অবস্থায় গত বৎসরের তুলনায় এবার যদি ছয় আনা অধিক জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে দেড় গুণ অপেক্ষাও বেশী পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে। এই অবস্থা ঘটিলে যুদ্ধের জন্য যত বেশী পরিমাণ থলে ও চটের অর্ডারই আসুক না কেন, আগামী বৎসরে চাহিদার তুলনায় পাটের জোগান যে অনেক বেশী হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাজারে এখনই এই অবস্থার কতক প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কারণ গত ২।৩ সপ্তাহে পাটের বাজার যতটা চড়িয়াছিল তাহার তুলনায় বর্ত্তমানে বাজার ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ এখন হইতেই নূতন পাট ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাজারে যে সব চুক্তি হইতেছে তাহাতে দর অনেক কম করিয়া সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও নূতন পাট ক্রয় সম্বন্ধে বাজারে তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং বাঙ্গলার পাটচাষী যদি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এবার গত বৎসরের তুলনায় বেশী জমিতে পাটের চাষ করে তাহা হইলে তজ্জন্য তাহাদিগকে পস্তাইতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে গত বৎসরের তুলনায় এবার অর্দ্ধেকের বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা কৃষকের পক্ষে কিছুতেই উচিত হইবে না।

লবণ শিল্প ও বাঙ্গলা সরকার

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য কোন সাহায্য করিতেছেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা করিবার উদ্দেশ্যে গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে লবণ বিভাগের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ হইতে কতক টাকা ছাটাইয়ের জন্য ৪টী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। এই সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করিতে গিয়া লবণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রায়কত বলেন যে বাঙ্গলা দেশে কয়েকটী লবণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বটে—কিন্তু ঐগুলির কাজ এখনও সন্তোষজনক হয় নাই। শ্রীযুক্ত রায়কত সন্তোষজনক অর্থে কি বুঝেন তাহা আমরা জানি না। উহার অর্থ তিনি যদি এই বুঝেন যে লবণ কোম্পানীগুলিকে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহার লাভ হইতে অংশীদারদিগকে নিয়মিতভাবে প্রচুর লভ্যাংশ দিতে হইবে তাহা হইলে বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলি এখনও সন্তোষজনক অবস্থায় উপনীত হয় নাই একথা আমরা স্বীকার করিব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাও বলিব যে লবণ কোম্পানীগুলি এরূপ অবস্থায় পৌঁছিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহাদের সাহায্য চাহিবারও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলি যে এখনও দেশের চাহিদার তুলনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে না এজন্য কি গবর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব বেশী নহে? এই প্রদেশে লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট যে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন তাহা তাঁহারা অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত না করিয়া বেমালুম হজম করিয়া বসিয়া আছেন। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গলায় লবণ কোম্পানী স্থাপিত হইবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিগণ এরূপ প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন যে এদেশে লাভজনক পন্থায় লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। উহার ফলে লবণ কোম্পানীগুলিকে শেয়ার বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে লবণের কারখানা স্থাপন করিতে যাইয়া বাঙ্গলা সরকারের সেচ বিভাগের নিকট হইতে লবণ কোম্পানীগুলি যে ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও সর্ব্বজন-বিদিত কথা। উহা সত্ত্বেও প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফেক্‌চারিং কোম্পানী, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী, পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফেক্‌-চারিং কোং এবং ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফেক্‌চারার্স লিঃ একদিকে বাঘ ও কুমীরের সঙ্গে এবং অন্য দিকে বাঙ্গলা সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলাতে বিস্তৃত পরিমাণ জমি সংগ্রহ করতঃ তাহাতে লবণ প্রস্তুতের উপযোগী সাজ সরঞ্জাম বসাইয়া লবণ ও লবণজাত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় করকচ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়া একটা ধারণা ছিল। কিন্তু বেঙ্গল সল্ট কোং গত বৎসর প্রায় এক হাজার মণ করকচ লবণ প্রস্তুত করিয়া এই ধারণাও যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন! সুতরাং সরকারী সাহায্য পাইবার উপযুক্ত হইতে এক একটা শিল্প প্রচেষ্টার অবস্থা যতটা সন্তোষজনক হওয়া আবশ্যক বাঙ্গলার উপরোক্ত কোম্পানী-গুলির অবস্থা যে তদনুপাতে খুবই সন্তোষজনক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা সরকারের লবণ বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও আজ কিনা মন্ত্রীবর রায়কত বলিয়া বসিলেন যে, বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলির কাজ এখনও সন্তোষজনক হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্যের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার এতদিন পর্য্যন্ত যে অমার্জ্জনীয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁহারা এই ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শনের যে নিন্দনীয় নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন তাহা ঢাকিবার উদ্দেশ্যেই যে মিঃ রায়কত বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলির বদনাম করিতেছেন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস

ভারত সরকারের বাজেট পেশ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমরা এরূপ বলিয়াছিলাম যে এবারকার বাজেটে গবর্ণমেণ্টের ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এই সম্পর্কে প্রকাশ, যে ভারত সরকারের অর্থসচিব সার জেমস গ্রিগ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করাই বাজেটে ঘাটতি নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড নাকি এই প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানাইয়া বলেন যে সিভিলিয়ান ও তজ্জাতীয় কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মতি দিবেন না। উহার ফলেই নাকি সার জেমস গ্রিগ এই প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করেন। আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের বিরোধী। কিন্তু এই দরিদ্র দেশে যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী অন্যান্য দেশের প্রধান মন্ত্রীদের অপেক্ষাও বেশী বেতন পাইতেছেন তাঁহাদের বেতন হ্রাস কেবল সমর্থনযোগ্য নহে—উহা আশু প্রয়োজনীয়ও বটে। লী কমিশন এই শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীগণকে উঁহাদের প্রাপ্য অনাবশ্যকরূপ উচ্চ বেতনের উপরে বেতন বৃদ্ধি, এলাউন্স ইত্যাদিতে বৎসরে উঁহাদিগকে আরও সোয়া কোটী টাকা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। পণ্যমূল্য হ্রাসের দরুণ এই সব কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে সোয়া কোটী টাকার বদলে কার্য্যতঃ দুই কোটী টাকার সুবিধা পাইতেছেন। অর্থসচিব উঁহাদের বেতন হ্রাস করিয়া এই দুই কোটী টাকা ব্যয় অনায়াসেই কমাইতে পারিতেন। ভারতসচিব যদি অর্থসচিবের প্রস্তাবে উচ্চ বেতনের রাজ-কর্ম্মচারীদের স্বার্থের দিক হইতেই আপত্তি তুলিয়া থাকেন তাহা হইলে উহার নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

শ্রীযুক্ত মেটার সম্মান

শ্রীযুক্ত গগনবিহারী মেটা কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হওয়াতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স মাত্র গত ১৯২৫ সালের শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই ১৪।১৫ বৎসর কালের মধ্যে উহা একটী বিশেষ শক্তিশালী বণিক সভায় পরিণত হইয়াছে। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ট্যাক্সনীতি, যান-বাহন নীতি ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে সমস্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহা দেশের লোক অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। এহেন একটী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ সভাপতি পদে মনোনীত হওয়া বাস্তবিকই একটা বিশেষ সম্মানের বিষয়। মিঃ মেটার ন্যায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের ব্যক্তির পক্ষে এই ধরণের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু মিঃ মেটা কলিকাতায় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজের সুপরিচিত। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহারাই বলিতে পারেন যে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং ভদ্র ব্যক্তি কলিকাতায় খুব বেশী নাই। বিশেষ ভাবে জাহাজী ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও তিনি কম আগ্রহান্বিত নহেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি যে যোগ্যতা প্রদর্শন করেন তাহার ফলে কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটীর সেক্রেটারী পদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ মেটা তাঁহার কলিকাতার কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্লানিং কমিটীতে যোগদান করিতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স মিঃ মেটাকে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিয়া অতি যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করিয়াছেন। তাঁহার আমলে চেম্বার আরও অধিকতর শক্তিশালী হইবে উহাই আমরা আশা করিতেছি।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

বাঙ্গলা দেশে দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে যে একটী নূতন আইনের খসড়া পেশ হইয়াছে তাহার বিবেচনাভার পরিষদের একটী সিলেক্ট কমিটীর হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। গত ২রা মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে উক্ত বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। মহাজন ও খাতকের স্বার্থের দিক হইতে মূল বিলটীই নানাদিক দিয়া বিশেষ আপত্তিজনক ছিল। কিন্তু সিলেক্ট কমিটী উহা যে ভাবে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন তাহাতে বিলটীর অনিষ্টকারিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিলটি যে ভাবে সিলেক্ট কমিটী হইতে বাহির হইয়াছে তাহা যদি হুবহু পাশ হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় কেবল দাদনী কারবারই একেবারে বন্ধ হইবে না—উহার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিও বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই আইনটি মাত্র কৃষক খাতকদের সম্বন্ধে নহে—দেশের সকল শ্রেণীর খাতকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে। মূল বিলে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি বা বীমা কোম্পানী যে টাকা ধার দিবে তাহা এই আইনের আমলে পড়িবে না। কিন্তু সিলেক্ট কমিটী এই সব প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঋণও প্রস্তাবিত আইনের আমলাধীন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাঙ্ক সমূহের পক্ষে উহাদের তহবিল দাদন করা অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। সকলেই জানেন যে ব্যাঙ্ক সমূহে আমানতকারীদের যে টাকা গচ্ছিত থাকে তাহার অধিকাংশই কোম্পানীর কাগজ, স্বর্ণ, ভূসম্পত্তি, পণ্য-দ্রব্য বা বিলের জামীনে দাদন করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের খাতক যদি করার মত টাকা শোধ না করে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অনায়াসে তাহার হস্তস্থিত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনা টাকা আদায় করিতে পারে। অনেক ব্যাঙ্ক উহার হস্তস্থিত তহবিলের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দীর্ঘ দিনের মেয়াদে আদায়ের সর্ত্তে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকটও দাদন করিয়া থাকে। নূতন আইন পাশ হইলে ব্যাঙ্ক সমূহ কিছুতেই এই ধরণের দাদনে অর্থ বিনিয়োগ করিতে সাহস পাইবে না। উহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ নূতন আইনে বন্ধকী সম্পত্তির জামীনে প্রদত্ত ঋণে আদায়যোগ্য সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৮ টাকার বেশী হইতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক সমূহ সাধারণতঃ শতকরা বার্ষিক ৮ টাকার অধিক সুদে টাকা দাদন করে না। কাজেই এই সর্ত্তের জন্য বর্ত্তমানে তাহাদিগকে বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু বৎসর দুই বৎসরের মধ্যে টাকার বাজারের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে ব্যাঙ্ক সমূহকেই শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদে আমানত গ্রহণ করিতে হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে উহারা যদি টাকা দাদন করিয়া আট টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে না পারে তাহা হইলে উহাদের ব্যবসা চালানই অসম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ নূতন আইনে ব্যাঙ্কসমূহ সুদে আসলে দ্বিগুণের বেশী পরিমাণ টাকা আদায় করিতে পারিবে না বলিয়া যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যাঙ্ক ৭।৮ টাকা সুদে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে আদায়ের সর্ত্তে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইবে না। কারণ নূতন আইনের সুযোগ লইয়া যে কোন খাতক সুদের পরিমাণ আসলের সমান হইলেই নানা টালবাহনা করিয়া টাকা পরিশোধে অসম্মত হইতে পারিবে। যদি এরূপ ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ককে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইবে এবং সেরূপ ক্ষেত্রেও আদালতকে দীর্ঘ দিনের কিস্তিতে টাকা আদায়ের জন্য রায় দিতে নূতন আইনে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক সমূহ টাকা দাদনের ব্যাপারে যতটা অসুবিধা ভোগ করিবে তাহা অপেক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করা অনেক বেশী কষ্টকর হইবে। মোটের উপর এই ব্যবস্থাতে দেশের শিল্পোন্নতি বিশেষভাবে বাধা প্রাপ্ত হইবে। এই ব্যবস্থায় কোম্পানীর কাগজ বা স্বর্ণের জামীনে টাকা ধার দিতেও ব্যাঙ্কসমূহ ইতস্ততঃ করিবে। কারণ নূতন আইন বলবৎ হইলে ব্যাঙ্কসমূহ যে ইচ্ছামত বন্ধকী কোম্পানীর কাগজ বা স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া নিজেদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা একসঙ্গে আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের দেশে বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসার এখনও তেমন প্রসার হয় নাই। কিন্তু ইদানীং এই দিকে দেশের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু বিল্ডিং সোসাইটীকে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে টাকা আদায়ের সর্ত্তে গৃহ নির্ম্মাণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে টাকা ধার দিতে হয়। উহারা যদি সুদে আসলে আসল টাকার দ্বিগুণের বেশী টাকা আদায় করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে উহারা শতকরা বার্ষিক ৪।৫ টাকার বেশী সুদে টাকা দাদন করিতে সমর্থ হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এই সুদে টাকা দাদন করা যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে সুদে আসলে সাকুল্য টাকা পরিশোধের চুক্তি করিলে উহারা অপেক্ষাকৃত বেশী সুদে টাকা দাদন করিতে পারে। কিন্তু উহাতে যাহারা বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে চাহিবে তাহাদের চূড়ান্ত রকম অসুবিধা হইবে। বীমা কোম্পানী সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর এই সব কথা বলা চলে। এক কথায় প্রস্তাবিত আইনটী যদি হুবহু পাশ হয় তাহা হইলে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা, বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য সমস্তই যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত আইনের মূল বিলে বিনা বন্ধকে কোন পণ্য দ্রব্য ধার দিলে তজ্জন্য সর্ব্বোচ্চ সুদের হার শতকরা বার্ষিক ২৫ টাকা, উহা বন্ধক সূত্রে ধার দিলে শতকরা ১২ টাকা এবং বিনা বন্ধকে টাকা ধার দিলে ১২ টাকা ও বন্ধক সূত্রে টাকা ধার দিলে ৯ টাকা হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সিলেক্ট কমিটী পণ্যদ্রব্যই হউক আর টাকাই হউক সমস্ত ঋণেই সর্ব্বোচ্চ সুদের হার বিনা বন্ধকী ঋণে শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা এবং বন্ধকী ঋণে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উহার ফলে যে সমস্ত কৃষক বা দিনমজুর ফসলের প্রতীক্ষায় ২।৩ মাসের জন্য ধান বা বীজশস্য ধার করিত তাহারা তাহা পাইবে না। অধিকন্তু বর্ত্তমানে অনেক বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে অথবা স্থায়ীভাবে টাকা আমানতে শতকরা বার্ষিক ৫॥০ টাকা হইতে ৭ টাকা লভ্যাংশ বা সুদ পাওয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় শতকরা বার্ষিক ২।১ টাকা অধিক সুদের অনির্দ্দিষ্ট আশায় কে লাইসেন্স, মামলা মোকদ্দমা ও আনুষঙ্গিক ঝঞ্চাট ক্রয় করিতে যাইবে? সিলেক্ট কমিটীর এই নির্দ্দেশ আইনে পরিণত হইলে দেশের জমিদার, মধ্যবিত্ত বা কৃষক কেহই প্রয়োজনের সময়ে টাকা ধার পাইবে না। এজন্য বহু লোককে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ খাতকের রক্ষার জন্য সিলেক্ট কমিটি যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে খাতকেরই ক্ষতি বেশী হইবে।

সিলেট কমিটী আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে নূতন আইন বলবৎ হইলে যে সব মহাজন ইতিপূর্ব্বে আসলের সমপরিমান টাকার বেশী

শিল্পের সাহায্যে বীমা কোম্পানী

(শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, "ব্যবসায়ে বাঙ্গালী" প্রণেতা)

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'আর্থিক জগতে' "শিল্পের সাহায্যে বীমা কোম্পানী" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক "ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড" পত্রিকায় লিখিত অভিমতেরই বিস্তৃত আলোচনা। এই প্রবন্ধের মূল কথা এই যে,—বর্ত্তমান সময়ে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সংগ্রহ যে প্রকার কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বীমা কোম্পানী সমূহ যদি তাঁহাদের মজুত তহবিলের বেশী অংশ বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্স শেয়ার, গ্যারাণ্টিড শেয়ার প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক সমূহের তুলনায় বীমা কোম্পানী সমূহের সুবিধা অনেক বেশী। কারণ ব্যাঙ্ক সমূহ দাবী মাত্র এককালিন আমানতকারীদিগের টাকা দিতে বাধ্য। কিন্তু বীমা কোম্পানীর পক্ষে সে জাতীয় কোন ভয়ের কারণ নাই। তজ্জন্য দীর্ঘ দিনের মেয়াদে একমাত্র বীমা কোম্পানী ছাড়া ব্যাঙ্কের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা কখনই সম্ভব নহে। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে একথাও বলা হইয়াছে যে,—'অবশ্য বীমা তহবিল যাহাতে নিরাপদ থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বীমা কোম্পানী সমূহকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। যাঁহারা দেশের ভিতরে এতগুলি বীমা কোম্পানী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি ভাবে তহবিল নিরাপদ রাখিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করা যায় তাহাও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ'।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বীমা কোম্পানীর পক্ষে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করা নিরাপদ কিনা। কারণ ইউরোপীয় জাতির ন্যায় বাঙালী শিল্প ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ নয়। ইহাতে যদি বাংলার কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে উক্ত বীমা কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়িবে। সুতরাং বাংলার নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন বীমা কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগ করা সমীচীন কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা বড়ই কঠিন সমস্যা।

বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানে বীমা কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগ করিতে এমন একটী পরিকল্পনা স্থির করা আবশ্যক, যাহাতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি নষ্ট হয়, তাহাতে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বীমা কোম্পানী যেন ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া না পড়ে। সকল বীমা কোম্পানী উহার কিছু কিছু লোকসানের অংশ গ্রহণ করিতে পারে, এমন ভাবে উক্ত পরিকল্পনা স্থির করা আবশ্যক।

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ কোং, ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং যে ভাবে গঠিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে, ঠিক সেইভাবে বীমা কোম্পানী সমূহের একটি 'ইনডাষ্ট্রিয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট কোং' গঠন করিয়া বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। ইউরোপে যখন একই শিল্পের বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সকলেই ধ্বংসের পথে যাইতে থাকে, তখন উল্লিখিত কোম্পানী দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সমস্ত কোম্পানীর মাল তাহারা নিজেদের হাতে লইয়া একচেটে ভাবে পৃথিবীর বাজারে ব্যবসায় চালাইতেছে। ইহার এক একটি কোম্পানী অন্ততঃ ৭০।৮০টী কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমানে সকল কোম্পানীগুলি ধ্বংশের পথ হইতে রক্ষা পাইয়া বিশেষ লাভবান হইতেছে। যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী জাতি, তাহারা নানা প্রকার কৌশল উদ্ভাবনে ধ্বংশের পথ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ।

আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীগুলি যদি সম্মিলিতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে ঐ জাতীয় একটী যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশ-হিতকর অনেক কার্য্যই করিতে পারে। প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর অবস্থা বুঝিয়া মজুত তহবিলের পরিমাণ অনুযায়ী উহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফতে যদি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা যায়, তাহাতে যদি দুই একটী নষ্ট হইয়াও যায়, তাহা হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট বীমা কোম্পানী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না। দেশের মধ্যে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহাতে অর্থ নিয়োগ করিলেই সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং দশটী প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিলে, তন্মধ্যে দুইটী নষ্ট হইলেও বাকী ৮টী হইতে উক্ত যৌথ কোম্পানীর লোকসান পূরণ হইয়া যাইবে। যদি তাহা নাও হয়, তবে এই লোকসানের দ্বারা বীমা কোম্পানী সমূহ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বীমা কোম্পানী যদি কোন একটী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এক লক্ষ টাকা ধার দেয়, আর ঐ প্রতিষ্ঠান যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত বীমা কোম্পানীর সমস্ত টাকাই লোকসান হইবে। যৌথ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অর্থ নিয়োজিত হইলে, হয়ত উক্ত বীমা কোম্পানীর লোকসানের অংশ মাত্র পাঁচহাজার টাকা দাঁড়াইবে। সুতরাং দেশের শিল্প বাণিজ্যে সাহায্য করিতে যদি বীমা কোম্পানী সমূহ আগ্রহান্বিত থাকে, তবে উল্লিখিত প্রকার একটা কোম্পানী গঠন করিয়া উঠা করা উচিত।

এই ভাবে যদি একটী কোম্পানী গঠন করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যায়, তাহা হইলে ইহার অন্য একটা সুবিধার দিকও আছে। যদি কোন সময় কোন বীমা কোম্পানী আর্থিক সঙ্কটে পড়িয়া নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী ইচ্ছা করিলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

বীমা কোম্পানী সমূহের অর্থের দ্বারা এই জাতীয় কোম্পানী স্থাপন করিতে হইলে, উহার ডিরেক্টর বোর্ডে বীমা কোম্পানীর ভিতর হইতে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম লোক নিযুক্ত করা সমীচীন। কারণ তাহাদেরই অর্থের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। সুতরাং কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ ব্যাপারে, তাহারা নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যতটা সতর্কতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিবেন, বাহিরের কোন লোকের দ্বারা তাহা আশা করা চলে না।

আবার যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই কোম্পানীর অর্থ নিয়োগ করা হইবে, তাহার মধ্যেও এই কোম্পানী হইতে দুই একজন ডিরেক্টর বোর্ডের পরিচালক হিসাবে থাকিলে ভাল হয়। কারণ ইহাতে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন অবস্থা সর্ব্বদা

(২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টাকা সুদ হিসাবে আদায় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দিতে হইবে। পূর্ব্বে যে সব ঋণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সেই সব ঋণ সম্বন্ধেও পুনঃ মীমাংসা করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টে বিধান রহিয়াছে। এই সব বিধান গৃহীত হইলে সমগ্র দেশে মহাজন ও খাতকের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইবে এবং উহা হইতে কেহই রেহাই পাইবে না। এই সব সিদ্ধান্ত এতই বালকোচিত এবং সভ্য দেশে অনুসৃত আইনের মূলনীতির উহা এতই বিরোধী যে এই সব বিষয়ে সমালোচনা করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

তুলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি

গত ১৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্যার জেমস্ গ্রিগ্ ভারত সরকারের যে নূতন বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীকৃত কাঁচা তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৯৩১ সাল হইতে বিদেশাগত তুলার উপর প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই হারে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইতেছে। নূতন প্রস্তাব অনুসারে গত ১লা মার্চ্চ হইতে ঐ শুল্ক আরও ৬ পাই বৃদ্ধি করিয়া আমদানীকৃত প্রতি পাউণ্ড তুলার উপর মোট এক আনা শুল্ক ধার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। মুখ্যতঃ সরকারী বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্য লইয়া অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রিগ এইরূপ শুল্ক বৃদ্ধির কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি যেভাবে তুলা শুল্কের উপর জোর দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশে নানারূপ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানের কাপড়ের কলের মালিকেরা, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ও দেশের অনেক বণিক প্রতিষ্ঠান নূতন শুল্কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন। বোম্বাই কাপড়ের কলের মালিকদের পক্ষ হইতে মিঃ কস্তুরীভাই লালভাই ও স্যার চুনীলাল মেটা প্রভৃতি এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির পক্ষে বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতি, স্যার পি, সি, রায় ও মিঃ এস্ এন মিত্র বিবৃতি প্রকাশ করিয়া উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিদেশাগত তুলার উপর আদায়ী আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কাপড়ের কল তথা দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে বলিয়াই তাঁহাদের ধারনা। নানাদিক দিয়া বিবেচনা করিলে ঐ ধারণার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ সমগ্রভাবে ভারতের কাপড়ের কলগুলির বিহিত স্বার্থের দিক দিয়া নূতন বর্দ্ধিত শুল্কের কথা বিবেচনা করা যাউক। একথা সকলেই জানেন যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বেশী সংখ্যক কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বহু পূর্ব্ব হইতে এই উন্নতির সূচনা দেখা গেলেও এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিহি সূতা ও মিহি কাপড় বড় একটা উৎপন্ন হইত না। ফলে প্রতি বৎসর বাহির হইতে প্রভূত পরিমাণ মিহি সূতা ও কাপড় এদেশে আমদানী হইত। সুখের বিষয় মহাযুদ্ধের পর হইতে দেশীয় কাপড়ের কলগুলির চেষ্টা এ বিষয়ে নিয়োজিত হইতে থাকে। আর সে চেষ্টার ফলে এক্ষণে দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৩০ নম্বরের উপরের সূতা ও মিহি সূতার কাপড়ের উৎপাদন ক্রমেই খুব বাড়িতেছে। মিহি কাপড়ের উৎপাদন এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে একদিকে যেমন ভারতবর্ষে ল্যাঙ্কাশায়ার ও অন্যান্য স্থানের বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে অপর দিকে তেমনই দেশীয় কাপড়ের কল সমূহের কার্য্য সম্প্রসারণের সুযোগ ঘটিয়া উহাদের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির পথ উন্মোচিত হইয়াছে। তবে এ দেশে মিহি সূতা তথা মিহি বস্ত্র তৈয়ারের একটা বিশেষ অসুবিধা প্রথম হইতেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাহা হইতেছে—মিহি সূতা বুনিবার উপযোগী তুলার অভাব। এদেশে তুলা প্রচুর পরিমানেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা মূলতঃ ছোট আঁশযুক্ত বলিয়া উহা দ্বারা মিহি সূতা বুনা বড় একটা সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় আমেরিকা, মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানী করিয়া তাহা দ্বারা দেশীয় কলে মিহি সূতা ও মিহি কাপড় প্রস্তুত করা হইতেছে। দেশের সৌখীন শ্রেণীর রুচি অনুযায়ী ক্রমেই বেশী পরিমাণে মিহি কাপড় তৈয়ারের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় ইদানীং বিদেশী তুলার আমদানীও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৩—৩৪ সালে বিদেশ হইতে ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলা আমদানী হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৭—৩৮ সালে বার কোটি ১৩ লক্ষ টাকার তুলা আমদানী হইয়াছে। এদেশে বেশী পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়াই দেশীয় কলগুলিকে এইরূপ ভাবে বিদেশী তুলার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এইরূপ পর-মুখাপেক্ষিতা খুবই পরিতাপের বিষয় হইলেও দেশীয় কাপড়ের কলগুলির তথা ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের কল্যাণের জন্য বর্ত্তমানে বাহির হইতে তুলা আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই অবস্থায় এদেশে উপযুক্ত পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ তুলা বাহির হইতে যথাসম্ভব কম খরচে আমদানীর সুবিধা দেওয়াই দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সেদিক দিয়া বিষয়টি মোটেই বিবেচনা করিতেছেন না। তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধির দরুণ গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক যে ৫৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে তাহা দেশীয় কাপড়ের কলগুলিকেই যোগাইতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা যাওয়ার ফলে অনেক স্থলে দেশীয় কাপড়ের কলের মালিকদিগকে কর্ম্মনিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুই একটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কলের তৈয়ারী বস্ত্র বিক্রয়ের উপরও কর ধার্য্য করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে নানাদিক দিয়া ট্যাক্সভার চাপিবার ফলে ইতিমধ্যেই দেশীয় কলে কাপড় তৈয়ারের গড় পড়তা খরচ বাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে আমদানী তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় বিদেশী তুলা হইতে উৎপন্ন সূতা ও মিহি কাপড়ের দাম অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। দেশীয় কলে উৎপন্ন সূতা ও কাপড়ের দাম এইরূপ ভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফল এই দাঁড়াইবে যে বিদেশের উৎপন্ন কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া এ দেশীয় কলে উৎপন্ন কাপড়ের কাটতি হ্রাস পাইবে। আর ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাচ্যের কয়েকটী দেশে ভারতীয় বস্ত্র বিক্রয়ের যে সুবিধা হইয়াছে তাহাও বিশেষ ভাবে খর্ব্ব হইবে। এসমস্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শোচনীয় দুর্দ্দিন।

বাঙ্গলা প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ তথা বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের দিক হইতে বিবেচনা করিলে তুলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফল নানাদিক দিয়া আরও বেশী মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত এই প্রদেশে মাত্র ২৮টি কাপড়ের কল চলিতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাবে এই সমস্ত কাপড়ের কলের মধ্যে কতকগুলি আবার নানা অসুবিধার ভিতর কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। বর্ত্তমানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা দূরের কথা সাধারণ তুলাও বাঙ্গলা প্রদেশে বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় না। ফলে বাঙ্গলা দেশের কলগুলিতে ব্যবহৃত তুলার প্রায় সমস্তই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। বাহির হইতে আমদানীকৃত তুলার মধ্যে আবার বিদেশের লম্বা আঁশ-যুক্ত তুলার উপরই বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি বর্ত্তমানে বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ অন্যান্য প্রদেশ হইতে ভারতীয় তুলা আমদানী করা বর্ত্তমানে বাঙ্গলার কাপড়ের

কলের মালিকদের পক্ষে অসুবিধাজনক। কেননা উহার রেল ভাড়া সম্পর্কে দেশে যে অনুদার ও বৈষম্যমূলক নীতি বলবৎ রহিয়াছে তাহাতে অন্যান্য স্থান হইতে তুলা আনিতে অতিরিক্ত খরচা যোগাইতে হয়। অপর দিকে বিদেশ হইতে ভারতে যে তুলা আসে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহার দামের হার অনেকটা সমানই দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি সাধারণ শ্রেণীর দেশীয় তুলা ব্যবহারের উপর জোর না দিয়া বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আনয়ন করিয়া তাহা দ্বারা মিহি সূতা ও কাপড় উৎপন্ন করার উপরই বিশেষভাবে কার্য্যধারা নিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গলায় অনেক লোক সৌখীন রুচির মিহি কাপড় পছন্দ করেন বলিয়াও ঐ কাপড় প্রস্তুত বিষয়ে জোর দিতে হইতেছে। এই অবস্থায় গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গলা দেশে বিদেশী তুলার আমদানীও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বিদেশ হইতে বাঙ্গলায় ২ হাজার ৯৫ টন তুলা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে সেই স্থলে ৫ হাজার ৫৫ টন তুলা আমদানী হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে আমদানী তুলার উপর দ্বিগুণ হারে শুল্ক বসাইবার ফলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। গত বৎসর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে বাঙ্গলায় মোট ৪ হাজার ৯২০ টন বিদেশী তুলা আমদানী হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে যদি ঐ হারে তুলা আমদানী হয় তবে ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট ৬॥০ হাজার টনের মত তুলা আসিবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত হারে এই পরিমাণ তুলা আমদানীর জন্য আমদানী শুল্ক দাঁড়ায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি যদি ঐ হারে ভবিষ্যতেও বিদেশী তুলা আমদানী করিতে থাকে তবে শুল্ক বৃদ্ধির দরুণ কেবল মাত্র আমদানী শুল্ক বাবদই বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলিকে ৯ লক্ষ টাকার মত দিতে হইবে। আবশ্যকানুরূপ কার্য্যকরী মূলধনের অভাবে বর্ত্তমানে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশই যে স্থলে উপযুক্তমত কার্য্য-সম্প্রসারণ করিতে না পারিয়া কোন মতে টিকিয়া রহিয়াছে সে স্থলে শুল্ক বৃদ্ধির ফলে উহাদের অবশ্যম্ভাবী অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রিগ বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে লম্বা আঁশ-যুক্ত তুলা উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই তুলার আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই উক্তির তেমন কোন যুক্তিযুক্ততা আমরা দেখিতেছিনা। একথা সত্য যে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটির চেষ্টায় ভারতবর্ষের কয়েকটী অঞ্চলে এক্ষণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা কিছু কিছু উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ এখনও খুব সামান্য। গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে মোট ৮৫ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ড বেল ধরিয়া) লম্বা আঁশ বিশিষ্ট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ বিদেশী তুলা ব্যবহৃত হইতেছে সে তুলনায় এই সামান্য উৎপাদন এখনও মোটেই কিছু উৎসাহ-ব্যঞ্জক নহে। বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে আরম্ভ করা হয় নাই। বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি ও বঙ্গীয় সরকারের সহযোগিতায় সম্প্রতি এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত কিছু কিছু কাজ সুরু হইয়াছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি যে ভাবে এবিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করি-তেছেন তাহাতে ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশ লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন করিতে কতদূর সমর্থ হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। তুলার আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন বিষয়ে কিছু সাহায্য হইবে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু শুল্কবৃদ্ধির দরুণ অসুবিধায় পড়িয়া দেশের কাপড়ের কলগুলি যদি চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হয় তবে সুদূর ভবিষ্যতে দেশের উৎপন্ন লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ব্যবহার করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি কল অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই বিবেচ্য।

আসল কথা গবর্ণমেণ্ট দেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্যই বর্ত্তমানে শুল্ক বৃদ্ধি করেন নাই। তাঁহারা পরোক্ষ ভাবে ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এদেশে ল্যাঙ্কাশায়ার ও বাহিরের অন্যান্য স্থান হইতে আমদানীকৃত বস্ত্রের উপর দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অনুকূলে রক্ষণ শুল্ক বলবৎ রহিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের সুবিধার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত বর্ত্তমানে একটি বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কতকগুলি অসঙ্গত দাবী উপস্থাপিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ আলোচনার পরেও ঐ চুক্তি সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হইতেছে না। এই অবস্থায় ল্যাঙ্কাশায়ারের সাহায্য করিবার জন্য স্যার জেমস্ গ্রিগ এক পরোক্ষ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বর্দ্ধিত শুল্কের ফলে এদেশীয় কাপড়ের কলগুলির তৈয়ারী বস্ত্রের গড়পড়তা মূল্য বাড়িয়া গেলে ল্যাঙ্কা-শায়ারের অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্র এদেশে বেশী পরিমাণে কাটিতির সুবিধা হইবে—ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান ব্যবস্থার মূলগত উদ্দেশ্য। এইজন্যই আমদানীকৃত বিদেশী বস্ত্র ও সূতার উপর নির্দ্ধারিত রক্ষণ শুল্ক বৃদ্ধি না করিয়া কেবলমাত্র তুলার আমদানী শুল্কই বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেশবাসী যে ভারত সরকারের এই পক্ষপাতমূলক ট্যাক্স নীতির নিন্দা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে ধানের চাষ

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে মোট কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে শেষ সরকারী পূর্ব্বাভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
আবাদী জমি	৭,২৫,৭৭,০০০ একর	৭,২৫,৫৪,০০০ একর
চাউলের উৎপাদন	২,৩৫,৭৭,০০০ টন	২,৬৭,৬৩,০০০ টন

আসামে খর্জ্জুর গাছের চাষ

খর্জ্জুর গাছের রস হইতে গুড়র প্রস্তুত করার শিল্প সম্বন্ধে আসাম সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিতেছেন—বাঙ্গলা প্রদেশের অনেক স্থলে খর্জ্জুর গাছের চাষ হয় এবং উহার রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার রীতি সেখানে প্রচলিত আছে। শীত কালেই খর্জ্জুর গাছ গুলি হইতে বেশী পরিমাণ রস আহরণ করা যায়। রস আহরণের সময় বৎসরে সাধারণতঃ ৫ মাস। ঐ ৫ মাস কালে একটি ভাল ধরণের খর্জ্জুর গাছ হইতে যে রস পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ দেড়শত সের হইতে দুইশত সের। আর তাহাতে ১৫ সের হইতে ২০ সের গুড় উৎপন্ন হয়। তবে গড়ে সাধারণ বৃক্ষের রস হইতে নয় সের হইতে ১২ সের গুড় হয় বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। গৌহাটী সহরে ৬০০ হইতে ৭০০ খর্জ্জুর গাছ আছে। গুড় ও তাড়ি প্রস্তুতের জন্য রীতিমত ভাবে ঐ সব গাছের রস আহরণ করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রতি গাছ আট আনা হারে পত্তন দেওয়া হয়।

যশোহর জিলা হইতে যে সব লোক আসামে আসিয়া বসবাস করিতেছে তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে, আসামের জমির অবস্থা যশোহরের তুলনায় খর্জ্জুর গাছ চাষ করার পক্ষে বেশী অনুকূল। কাজেই এপ্রদেশে খর্জ্জুর গাছ বেশী সংখ্যায় চাষ করা যাইতে পারে। গাছ জন্মিবার পর অষ্টম কিংবা নবম বৎসরে গাছ হইতে রস আহরণ আরম্ভ করা যাইতে পারে। একটি খর্জ্জুর গাছ ৮০ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে এবং ৩০ বৎসর ৪০ বৎসর কাল রসের যোগান দিতে পারে। ভাল জমি হইলে তাহাতে প্রতি একরে ২০০ হইতে ২৫০ টি খর্জ্জুর গাছ রোপন করা যাইতে পারে এবং যথাসময়ে ঐ সমস্ত গাছ হইতে ৬০ মণ হইতে ৮০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। খর্জ্জুর গাছের রস ইক্ষুর রসের তুলনায় ঘন। তবে খর্জ্জুর গাছ উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় কম। সে হিসাবে উহা ব্যাপক ভাবে চাষ করা লাভজনক। আসাম প্রদেশের মধ্য ও নিম্নভাগের জিলা সমূহে ঐরূপ চাষ আরম্ভ করিবার সুবিধা রহিয়াছে।

তুলার আমদানীশুল্ক বৃদ্ধির কুফল

ভারত সরকারের নূতন বাজেটে তুলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, বাঙ্গলার কলমালিক সমিতি (বেঙ্গল মিলওনার্স' এসোসিয়েসন) তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে তাঁহারা বলিতেছেন—বাঙ্গলা প্রদেশের কাপড়ের কলগুলি বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত যে তুলা ব্যবহার করিতেছে তাহার পরিমাণ বাৎসরিক ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের কম হইবে না। কাজেই তুলার উপর আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে ঐ বাবদ বাঙ্গলা প্রদেশকে বাৎসরিক আড়াই লক্ষ টাকা বেশী দিতে হইবে। কেবল মাত্র মিহি ধুতি প্রস্তুতের ক্ষেত্রেই বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প অন্যান্য স্থানের বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ। প্রস্তাবিত শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হইলে বেশী দামে উৎকৃষ্ট বিদেশী তুলা খরিদ করিতে হয় বলিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে খুবই বেগ পাইতে হইতে পারে। উহাতে তাহাদের পক্ষ অস্তিত্ব বজায় রাখাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

ডিম ও ডিমের ব্যবসা

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের অর্থসাহায্যে ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ বাঙ্গালাদেশে উৎপন্ন ডিম এবং উহার ক্রয় বিক্রয়, আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। বাঙ্গলা প্রদেশে খুব অধিক পরিমাণ ডিম উৎপন্ন হয় এবং উহা সাধারণতঃ আসাম, বিহার যুক্তপ্রদেশ এমন কি বোম্বাই এবং ব্রহ্মদেশেও চালান দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে :—(১) বাঙ্গলায় যে ডিম উৎপন্ন হয় তাহার আকার খুব ছোট এবং সেইজন্য উহার মূল্যও খুব কম। (২) পাইকারি ব্যবসায়ীগণ ডিমের আকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই ডিম ক্রয় বিক্রয় করেন। বড় আকারের ডিমের জন্য বেশী মূল্য পাওয়ার সুবিধা হয় না। (৩) বিভিন্ন আকারের বড় মাঝারি ও ছোট ঝুড়িতে যে ভাবে ডিম

(শিল্পের সাহায্যে বীমা কোম্পানী)

তাঁহাদের গোচরে আসিবে। যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহার ভিতরে যদি নিজেদের নিরপেক্ষ, উপযুক্ত লোক থাকে, তাহা হইলে বীমা কোম্পানী সমূহের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম।

বীমা কোম্পানী সমূহের যৌথ দাদনী প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া যাহা লাভ করিবে, তাহা হইতে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইবে। ইহাতে এক দিকে দেশের শিল্প বাণিজ্য যেমন প্রসার লাভ করিবে, অন্য দিকে বীমা কোম্পানীগুলির পশ্চাতে যদি এই জাতীয় একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে দেশের বীমা ব্যবসায় আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে না কি?

বন্ধ করিয়া চালান দেওয়া হয় তাহা সুপ্রণালী সম্মত নহে। অনেক স্থলে নীচু চেপ্‌টা ঝুড়িতে ডিম চালান দেওয়ায় তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। (৪) ডিম উৎপন্ন হইবার পর হইতে উহা চালান দেওয়া পর্য্যন্ত অনেক সময় কাটিয়া যায় এবং এই সময়ের মধ্যে ডিম নষ্ট হইয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা থাকে। ডিম ভালভাবে রাখিবার জন্য কোনরূপ যত্ন লওয়া হয় না।

এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি ডিম ও ডিমের ব্যবসার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হাস মুরগী ইত্যাদির উন্নতি—বিশেষতঃ উহাদের আকার যাহাতে বড় হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে পৃথক একটি বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। ডিম ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য পরীক্ষামূলক একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছে এবং তদনুসারে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা জিলার দৌলতগঞ্জে এবং পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জে ডিমের দুইটী শ্রেণীবিভাগ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

ভারতে তুলার চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী শেষ বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	তুলার উৎপাদন (পাউণ্ড)
বোম্বাই	৫৭,২০,০০০	১১,০২,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩৭,৪২,০০০	৫,৫৫,০০০
পাঞ্জাব	৩৬,৫২,০০০	১২,৪২,০০০
মাদ্রাজ	১৮,৭৪,০০০	৩,৭০,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৬,৬৭,০০০	১,৮১,০০০
সিন্ধু	৯,৬০,০০০	৩,২৩,০০০
বাঙ্গলা	৮৮,০০০	*২৮,০০০
বিহার	৪৩,০০০	৭,০০০
আসাম	৩৬,০০০	১৪,০০০
আজমীর	২৭,০০০	৮,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২২,০০০	৫,০০০
উড়িয়া	৮,০০০	১,০০০
দিল্লী	২,০০০	৫০০
হায়দারাবাদ	৩৪,৭৭,০০০	৫,০৫,০০০
মধ্যভারত	১১,৮৯,০০০	১,৬৪,০০০
বরোদা	৮,৬৩,০০০	১,৮০,০০০
গোয়ালিয়র	৫,৬১,০০০	৯০,০০০
রাজপুতনা	৪,৬৮,০০০	৮৯,০০০
মহীশূর	৮৪,০০০	১১,০০০
	২,৩৪,৮৩,০০০	৪৮,৮১,০০০

বিমানপোত চালনা শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ফ্লাইং ক্লাবগুলির সাহায্যের জন্য ভারত সরকার গত তিন বৎসর যাবৎ কিছু অর্থ মঞ্জুর করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট আগামী তিন বৎসরের জন্য ঐ বিষয়ে অতিরিক্ত সাহায্য বরাদ্দ ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ বরাদ্দ অনুসারে যেসব ফ্লাইং ক্লাবের একটি বিমানপোত আছে তাহাদিগকে ৬ হাজার টাকা হইতে ১০ হাজার টাকা, যাহাদের ২টি বিমানপোত আছে তাহাদিগকে ৭ হাজার টাকা হইতে ১২ হাজার টাকা, যাহাদের ৩টি বিমানপোত আছে তাহাদিগকে ৮ হাজার টাকা হইতে ১৪ হাজার টাকা এবং যাহাদের ৪টি বিমানপোত আছে তাহাদিগকে ৯ হাজার টাকা হইতে ১৬ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। তাহা

ছাড়া ৭টি ডি হেভিল্যাণ্ড টাইগার মথ বিমানপোত ক্রয় করিয়া সাহায্যপ্রাপ্ত ৭টি ফ্লাইং ক্লাবকে ধার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ। সেজন্য যথাসময়ে তাহা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে।

নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী

ত্রিপুরীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে একটি স্বদেশী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগ, পল্লী শিল্প বিভাগ ও পশু বিভাগ ইহার বিশেষত্ব। শিক্ষা বিভাগে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার নমুনা দেখানো হইয়াছে। অল্ ইণ্ডিয়া হিন্দুস্থানী তালিম সঙ্ঘ তাঁহাদের চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিয়া ঐ বিভাগটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। পল্লী শিল্প বিভাগে শিল্প চালনার অনেক নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐসব যন্ত্রপাতির মধ্যে মগন চরকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুগপৎ হস্ত ও পদ দ্বারা এই চরকাটি চালাইতে হয়। উহাতে সহজে ও দ্রুতগতিতে সূতা নির্ম্মিত হয়। উহার কার্য্যকারিতা যেরূপ তাহাতে উহা দ্বারা লোকে সূতা তৈয়ার করিয়া ঘণ্টায় এক আনা করিয়া রোজগার করিতে পারে।

বাঙ্গলায় সরকারী লবণ কারখানা

বাঙ্গলা সরকারের বন ও আবগারি বিভাগের মন্ত্রী মিঃ প্রসন্নদেব রায়কত গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে বাঙ্গলা সরকার সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি লবণের কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। মিঃ রায়কত বলেন—কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার সুন্দরবন অঞ্চলে লবণ শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য দুইজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করিয়াছিলেন ঐ স্পেশ্যাল অফিসারদ্বয় এইরূপ সুপারিশ প্রদান করেন যে ব্রহ্মদেশে যেমন যুগপৎভাবে সূর্য্যতাপে এবং জল সিদ্ধ করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে বাঙ্গলা দেশেও সেই প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করা সুবিধাজনক। অধিকন্তু তাহারা বলেন যে সুন্দরবন অঞ্চলে জ্বালানী কাঠ পাওয়ার যে সুযোগ রহিয়াছে তাহাতে ঐ স্থানে কারখানা চালান মোটেই কষ্টকর নহে। বাঙ্গলা সরকার উক্ত অফিসারদ্বয়ের সুপারিশ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশমত সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে একটি লবণের কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে ৫ হাজার ৮০০ একর জমি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে কারখানা নির্ম্মিত হইবে। ঐ কারখানা পরিচালনা বাবদ বাৎসরিক হাজার টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

১৯৩৮ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ১৮৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মাল পত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অপরদিকে বিদেশ হইতে এদেশে মোট ১২৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। ফলে আলোচ্য বর্ষে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের মোট ৬১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা আধিক্য দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে টাকার হিসাবে প্রধান কয়েকটি জিনিষের আমদানী রপ্তানী বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

জিনিষ	আমদানী	রপ্তানী
কাঁচা তূলা	১১,০৬,৪৭,৫৪৫৲	২৩,০৫,৭৬,৮০০৲
কার্পাস বস্ত্র	১০,৯৩,৮১,৫৩০৲	৫,০০,৪৮,২০২৲
পাট	——	১২২,০২,২৮৯৲
পাটের থলে	——	১২,১৪,৪৮,৭৫৫৲
চট	——	১৩,৫৯,০৩,৫৭১৲
পশম	——	২,৬৬,৫৭,০৫৯৲
পশম বস্ত্র	২,২৬,৩১,৮৪০৲	——
কৃত্রিম রেশম	২,৩২,৫৭,৩৪১৲	——
চা	——	২৩,৫৮,৬৩,৪৮০৲
লৌহ ও ইস্পাত	৫,৪৪,৫৫,২৩৫৲	——
রসায়নিক দ্রব্য	৩,০৫,১২,৭৭০৲	——
চীনাবাদাম	——	১০,৯২,৪৫,০০০
তিষি	——	৪,০৭,৪৬.৫৮৮৲
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি	৪,৫৩,৫৬,৯৫৪৲	——
কাগজ	২,৭৯,১৫,৪৬০৲	——
গম	——	২,৮৭,৬৪,১২৮৲
চাউল	——	২,৯৮,২৮;৩০৩৲
মোটর যান	২,২৯,২১,৬৯৯৲	——
ঔষধ	২,২৯,৮০,৫৩৫৲	——
চামড়া	——	২,৪৯,৯৩,৩৭৮.

চীনদেশে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র

চীন গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একদল প্রাচ্য ব্যবসায়ীগণের সম্প্রতি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের প্রতিনিধিদের সহিত এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনার ফলে শীঘ্রই ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ২ কোটী গজ বস্ত্র চীনদেশে চালানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ইংলণ্ডে তুলার আমদানী

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে তুলার আমদানীর পরিমাণের শতকরা ২৭ ভাগ এবং মূল্যের দিক দিয়া শতকরা ৩৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ডের মোট ৩৪ লক্ষ ৭৩ হাজার বেল পরিমাণ তুলা (প্রতি বেলে ৪৭৮ পাউণ্ড ধরিয়া) আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেস্থলে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মোট ২৫ লক্ষ ২১ হাজার বেল তুলা আমদানী হইয়াছে।

শুল্ক বিভাগের আয়

আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক সহ দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক মিলাইয়া গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের মোট ৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ঐরূপ আয় দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই দশ মাসে শুল্ক বিভাগের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ৪৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী দশ মাসে ঐরূপ আয়ের পরিমাণ ৪৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আয়ের মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ ৩২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, আবগারী শুল্ক বাবদ ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দশ মাসের তুলনায় এবার দশ মাসে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র, মোটর যান, লোহা ও ইস্পাত, রেশম সূতা, মদ, চিনি, রবার, দ্রব্য, কাগজ, খেলনা, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব, খেলনার সামগ্রী, চা, জুতা টিন প্রভৃতির আমদানী শুল্ক এবং পাট ও পাটের থলে প্রভৃতিত রপ্তানী শুল্ক হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে এবার তামাক, কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি মসল্লা, তুলা দিয়াশলাই প্রভৃতির আমদানী শুল্ক এবং চিনি ও ইস্পাতের উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেলপথে দুর্ঘটনা

রেলবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ গত পাঁচ বৎসরে ভারতের রেলপথ সমূহে মোট ১৯ হাজার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। উহার মধ্যে ৯ হাজার দুর্ঘটনায় গবাদি পশু জড়িত ছিল। বাকী সমস্ত দুর্ঘটনায় লোকের জীবন নানাভাবে বিপন্ন হইয়াছিল।

জাপানে তুলার আমদানী

গত ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপান কোন দেশীয় কি পরিমাণ তুলা আমদানী করিয়াছে বেলের (৫০০ পাউণ্ড বেল ধরিয়া) হিসাব নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
আমেরিকান	১৫,০০,২৪২ বেল	৬,১৯,৬৯৫ বেল
ভারতীয়	১৮,২৩,৫৩২ „	৫,৯২,৯০৯ „
চীন দেশীয়	১,৬৬,৭৭৩ „	৩,১৬,৩০০ „
মিশর দেশীয়	২,০৫,০১২ „	৭২,৩২৪ „
অন্যান্য দেশীয়	৪,৭২,৪৮৮ „	২,১৮,১৯৯ „
মোট—	৪১,২৩,০৪৭ বেল	১৮,৬৯,৪২৭ বেল

ভারতবর্ষে ইক্ষুর চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কি পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	গুড়ের উৎপাদন (টন)
যুক্তপ্রদেশ	১৬,৩৫,০০০	২১,৮২,০০০
পাঞ্জাব	৩,৫২,০০০	২,২৫,০০০
বিহার	৩,৭৫,০০০	৩,৬৯,০০০
বাঙ্গলা	২,৯৯,০০০	৪,৩৯,০০০
মাদ্রাজ	১৯৭,০০০	২,৬১,০০০
বোম্বাই	১,০৯,০০০	২,৬১,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৫৩,০০০	৫৯,০০০
আসাম	৩৭,০০০	৩৭,০০০
উড়িষ্যা	৩২,০০০	৬২,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩১,০০০	৪৬,০০০
দিল্লী	১,০০০	৫০০
সিন্ধু	৬,০০০	১৪,০০০
হায়দরাবাদ	২৯,০০০	৬৪,০০০
মহীশূর	৪৫,০০০	৫৭,০০০
ভূপাল	৫,০০০	৫,০০০
বরোদা	২,০০০	৭,০০০
মোট—	৩১,০৮,০০০	৪০,৯০,০০০

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স অফিসেস্ এসোসিয়েসন

গত ৩রা মার্চ্চ বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স অফিসেস্ এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, রায় এম-এ বি এল আগামী বৎসরের জন্য উক্ত এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আসামে কৃষিজাত আয়ের উপর কর

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে আসাম দরবারের অর্থসচিব মিঃ ফকরুদ্দীনআলী আমেদ আসাম এগ্রিকালচারেল ইনকমট্যাক্স বিল

১৯৩৯ নামে একটি আইনের বিল উপস্থিত করিবেন। এই বিলে কৃষি হইতে বাৎসরিক ২ হাজার টাকা আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর একটি আয়কর ধার্য্য করার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে এই বিল পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইলে উহা দ্বারা আসাম সরকারের বাৎসরিক ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

ভারত ও সিংহলের বাণিজ্য

গত ১৯৩৮ সালে সিংহল ও ভারতের বহির্বাণিজ্যে রপ্তানীর তুলনায় সিংহলের মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পরিমিত আমদানী অধিক দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৬ সালে এইরূপ আমদানীর আধিক্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ভারতের সহিত সিংহলের বাণিজ্য যে ক্রমেই সিংহলের পক্ষে বেশী পরিমাণ বিরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। ১৯৩৮ সালে ভারত হইতে সিংহলে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় ৬ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকাই স্থির ছিল। কিন্তু এ বৎসরে সিংহল হইতে ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য ৫৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া গিয়া এক্ষণে মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ভারতে আমদানীকৃত ৯০ লক্ষ টাকার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশীর ভাগ হইত নারিকেল ও নারিকেল জাত সামগ্রী। পূর্ব্ব বৎসর ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ঐ প্রকারের জিনিষই ছিল অর্দ্ধভাগ। বর্ত্তমানে নারিকেল তৈল ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইতেছে। আর তাহার ফলে সিংহল হইতে ঐ তেলের আমদানীও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র ১৯৩৮ সালেই উহার আমদানী পূর্ব্বের তুলনায় ৪ হাজার ৬০০ টন কমিয়া ৬ হাজার ৬৭৬ টন দাঁড়াইয়াছে। সিংহল হইতে রবারের আমদানী হইয়াছিল পূর্ব্ববৎসর ৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৫২ পাউণ্ড। এ বৎসর তাহা হ্রাস পাইয়া ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৫ পাউণ্ড হইয়াছে। অপরদিকে ১৯৩৭ সালে যেস্থলে ভারতে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৩৪ পাউণ্ড পরিমিত সিংহলের চা আমদানী হইয়াছিল সে স্থলে ১৯৩৮ সালে ঐ দেশ হইতে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১৭ পাউণ্ড চা ভারতে আমদানী হইয়াছে।

আসামে সাবান শিল্পের সম্ভাবনা

বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর বাহির হইতে আসাম প্রদেশের হবিগঞ্জে ৮ হাজার মণ, করিমগঞ্জে ৫ হাজার মণ এবং গৌহাটীতে কৃমপক্ষে ৩০ হাজার মণ সাবান আমদানী হইতেছে। ঐরূপ আমদানীর কথা বিবেচনা করিয়া আসাম প্রদেশে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ মণ সাবান ব্যবহৃত হইতেছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আসাম হইতে বাহির হইয়া যায় বলা চলে। কাজেই আসামে যদি সাবান তৈয়ার সম্পর্কে উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করা হয় তবে অন্ততঃপক্ষে সাবান সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আসাম উপরোক্ত টাকা বাঁচাইতে পারে। আসামে যে সাবান আমদানী হয় তাহার প্রায় সমস্ত আসে ঢাকা হইতে। কিন্তু আসামের তুলনায় ঢাকায় সাবান তৈয়ারের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা বেশী কিছু রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাবান তৈয়ারের উপকরণাদির জন্য ঢাকার সাবান নির্ম্মাতাদিগকে অন্যান্য প্রদেশ হইতে ও বাহির হইতে সাবান তৈয়ারের উপকরণ আমদানী করিতে হয়। ঢাকায় ঐসব উপকরণ আমদানী করিতে যে খরচ পড়ে আসামের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহা আমদানী করিতে অনুরূপ খরচই পড়িবার কথা। তাহা ছাড়া আসামে যে অরণ্য সম্পদ রহিয়াছে উহাও সাবান শিল্প গড়িয়া তোলার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। শিবসাগর ও লখিমপুর জিলায় যে প্রচুর নাগেশ্বর বৃক্ষ, নাহার বৃক্ষ রহিয়াছে তাহার বীজে সাবান নির্ম্মাণের উপযোগী তৈলের উপাদান রহিয়াছে। সাবান প্রস্তুতকারকেরা প্রতি মণ ১২ টাকা হিসাবে ঐ তৈল ক্রয় করিতে পারে। বর্ত্তমানে আসামের কয়েকটি সাবানের কারখানা বেশ উন্নতি দেখাইয়াছে। গৌহাটীর মালিক সোপ্ ফ্যাক্টরী প্রত্যহ ১৫০ মণ সাবান প্রস্তুত করিতেছে। কোম্পানীর অবস্থাও খুব ভাল দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় আসামে অনেক নূতন সাবানের কারখানা গড়িয়া তোলার সুযোগ সুবিধা খুবই রহিয়াছে।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল :—

প্রদেশ	ডিসেম্বর	জানুয়ারী
আসাম	২২,৫৭৫ টন	২৩,৩৬৭ টন
বেলুচিস্থান	৫৩৬ „	৮২১ „
বাঙ্গালা	৭,২৩,০৭৪ „	৬,৪৫,৬১৬ „
বিহার	১৩,০০,৬০৬ „	১১,৫১,০০৫ „
উড়িষ্যা	৪,৮৫০ „	৫,০৫৪ „
মধ্য প্রদেশ	১,৫৯,৩৮৫ „	১,৫৪,০৯৬ „
পাঞ্জাব	১৮,৬৯৬ „	১৫,৭৭১ „
মোট	১৯,৯৫,৭৩১ টন	১৬,৫৩,৪৬৮ টন

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও অর্থনীতি

গত ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ ও কার্য্যসংস্থান বোর্ডের উদ্যোগে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কলিকাতার এজেন্ট মিঃ জে সি সেন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ফিনান্স বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন—বিগত মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে খুবই পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল রপ্তানীর পথে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ বিল অব্ এক্সচেঞ্জের বাজার লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার পরিণতি স্বরূপ ব্যাঙ্কগুলি অনিশ্চিত বন্ধকের উপর টাকা লগ্নি করিতে বাধ্য হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বড় ব্যাঙ্কে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার ঢেউ এখনও বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, অল্প মূলধনের বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশী মূলধনের অল্প সংখ্যক ব্যাঙ্ক দেশের উন্নতির পক্ষে সহায়ক। অল্প কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কে ইংলণ্ডের মূলধন সঞ্চিত ও কেন্দ্রিভূত হইয়াছে এবং মহাযুদ্ধের সময় যখন পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তখন উহারা টিকিতে পারিয়াছিল। পক্ষান্তরে, সামান্য অর্থসঙ্কটেই আমেরিকার হাজার হাজার ছোট ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে কয়েকটি বড় ব্যাঙ্ক আছে বটে কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যাই বেশী। ইহাদের

মধ্যে ৬১৭টীর মাত্র আদায়ী মূলধন ৫ লক্ষ টাকার উপর। বাকী ব্যাঙ্কসমূহের অধিকাংশেরই আদায়ী মূলধনের পরিমাণ কয়েক সহস্রের বেশী নহে। ১৯২৯ সালে এদেশে ৭৮২টি লোন আফিস ছিল। আজ তাহারা কোথায়? অধিকাংশ কোম্পানীই আইনের ১৫৩ ধারার আশ্রয় লইয়া কারবার বন্ধ করিয়াছে। অস্থায়ী আমানতের উপর তাহারা নির্ভর করিত। আর ঐ গচ্ছিত টাকা অধিকাংশই ব্যক্তিগত জামীনে ও জমি বাড়ী বন্ধকে দাদন করা হইত। সুদিনেও তাহা আদায় করা কষ্টসাধ্য ছিল, দুর্দ্দিন যখন উপস্থিত হইল তখন তাহারা কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। অস্থায়ী ধরণের আমানতি টাকা দীর্ঘ দিনের জন্য লগ্নি করা লোন আফিসগুলির পক্ষে মারাত্মক ভুল হইয়াছে। যাহারা টাকা কর্জ্জ নিয়াছিল তাহাদের পরিশোধ ক্ষমতা আছে কিনা সেদিকে লোন আফিসের দৃষ্টি ছিল না, কি করিয়া সুদের হার বাড়ান যায় সেই দিকেই তাহাদের দৃষ্টি ছিল। লোন আফিসগুলির কাজ বন্ধ করিবার পর বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কের বিশেষ আবির্ভাব হইতে থাকে। নামে পার্থক্য থাকিলেও কার্য্যতঃ এই সকল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসে বিশেষ পার্থক্য নাই। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই পূর্ব্ব বাঙ্গলার ছোট ছোট সহরে অবস্থিত। এই সকল সহরে তেমন ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই নাই। ব্যাঙ্কগুলির বিশেষত্ব এই যে উহাদের আদায়ী মূলধন সামান্য এবং অনেক ডিরেক্টরই এমন শ্রেণীর লোক যাহাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে কোন অভিজ্ঞতা নাই। যেখানে ২টি ব্যাঙ্ক চলিতে পারে না সেইরূপ কোন কোন সহরে ৩০।৪০টি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ফলে সুদের হার বাড়াইয়া উহারা আমানত পাওয়ার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমাইয়া দেওয়াতে ছোট ছোট ব্যাঙ্কে অত্যধিক সুদের লোভে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহারা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাল বন্ধকের আশা করিতে পারে না। ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব নির্ভর করে দাবী মত টাকা দেওয়ার ক্ষমতার উপর—কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে দিবার আশার উপর নহে। জনসাধারণের আস্থা হারাইলে টাকা উঠাইবার দাবী বাড়িয়া যায়। কিন্তু দাবী অনুরূপ টাকা না থাকায় ব্যাঙ্ক দাবী মিটাইতে পারে না। ফলে কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। যখন কেহ বেশী সুদ দিতে রাজী হয়, বুঝিতে হইবে তাহার বন্ধকী জিনিষের অবস্থা খারাপ এবং দরকারের সময় টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। গচ্ছিত টাকার বেশী সুদ দিতে হইলে অনিশ্চিত বন্ধকের উপর অত্যধিক সুদে ব্যাঙ্ক টাকা লগ্নি করিতে বাধ্য হয়। মূলধন এইভাবে আটক থাকিলে হঠাৎ বড় দাবী মিটাইবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের থাকে না। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া লোন আফিসগুলির সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

স্মল পক্স (Small Pox)। ইংরাজী পুস্তক। শ্রীনগেন্দ্রকুমার মজুমদার বি-এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মেসার্স চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

পুরাকালে এদেশে বসন্ত রোগের নানারূপ দেশীয় প্রণালীর চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে বসন্ত রোগের প্রকোপ বাড়িয়াছে কিন্তু পূর্ব্বেকার চিকিৎসা প্রণালী এখন অনেকটা লুপ্তপ্রায়। বর্ত্তমান পুস্তকের গ্রন্থকার শ্রীযুত নগেন্দ্র কুমার মজুমদার দেশীয় প্রণালীতে বসন্ত রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একজন বিশেষ কৃতবিদ্য চিকিৎসক রূপে পরিচিত। শ্রীযুত মজুমদার ময়মনসিংহ বার এসোসিয়েশনের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। গত ত্রিশ বৎসর কাল যাবৎ কোনপ্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া তিনি বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থায় তাঁহার সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে সম্প্রতি বসন্ত রোগ সম্বন্ধে একটী ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখি হইলাম। এই পুস্তকে মোট চারিটি খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বসন্ত রোগ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বসন্ত রোগের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস, ভারতবর্ষে বসন্ত রোগের প্রসার, বসন্ত রোগের চিকিৎসা বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের অনুসৃত প্রণালী, ভারতবর্ষে বসন্ত চিকিৎসার শাস্ত্রোক্ত ধারা, দেশীয় নিদান অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিশেষ নিপুণতার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। বসন্ত রোগের শ্রেণী, লক্ষণ ও প্রতিকারোপায়ও সাধারণের বোধগম্য উপায়ে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই পুস্তকটি পাঠ করিলে যে কোন ব্যক্তি বসন্ত রোগের মত একটি জটিল সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। সেই হিসাবে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ভিতর পুস্তকটীর বিশেষ সমাদর হইলে তাহাতে দেশের সমূহ উপকার হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা

অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভেকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অনেকে মনে করিতেছিলেন এবার জার্ম্মানী অর্থনৈতিক দিক দিয়া সুদৃঢ় হইবে। কিন্তু নানা কারণে সেরূপ আশা অনেকটা অর্থহীন বলিয়া মনে হইতেছে। অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চল নিয়া জার্ম্মানীতে যে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ ঐ দেশের লোকেদের মোট প্রয়োজনের ⅘ ভাগ মাত্র। অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চলের লোকদের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের সামান্য অংশ মাত্র এই দুই স্থানে উৎপন্ন হইতেছে। সুদেতান অঞ্চলের উৎপন্ন শস্য জার্ম্মানীতে চালান হওয়া দূরের কথা জার্ম্মানী হইতে কিংবা অন্য স্থান হইতে ঐ অঞ্চলে বৎসরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন গম, ৬ লক্ষ টন আলু আমদানী করা প্রয়োজন হইবে। পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার লোকেরা তাহাদের ব্যবহৃত শতকরা ৪০ ভাগ গমই বিদেশ হইতে আমদানী করিত। এই আমদানী কমাইবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে জার্ম্মান সরকার রুটির বদলে বেশী পরিমাণ আলু ব্যবহারের রীতি প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মানীতে কাঠ ও লোহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এসব জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর সহিত একীভূত হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে তেমন কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বর্ত্তমানে জার্ম্মানীকে তাহার প্রয়োজনীয় কাঠ ও লোহার তিন চতুর্থাংশ বাহির হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। নূতন বিধি ব্যবস্থায় অষ্ট্রিয়াতে লোহা উৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হইলে লোহার কিছু যোগান পাওয়া যাইবে সত্য কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীকে অর্দ্ধেক পরিমাণ লোহার জন্য পরমুখাপেক্ষীই থাকিয়া যাইতে হইবে।

'কচুরী পানা নিপাত' সপ্তাহ

বাঙ্গালা দেশের কচুরী পানা বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা অনেক দিক এ প্রদেশের স্বাস্থ্য ও ধন সমৃদ্ধির পথে এক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা দেশের জলপথ বন্ধ করিতেছে, কৃষি জমির ফসল নষ্ট করিতেছে, জলের মাছ ধ্বংস করিতেছে, ম্যালেরিয়ার কীটবাহী মশককুলকে পুষ্ট করিতেছে। এই সমস্ত কারণে কচুরী পানার জন্য এই প্রদেশের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে। এই অবস্থায় এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ বাঙ্গালা সরকার আগামী এপ্রিল মাসে সারা বাঙ্গালায় একটী 'কচুরী পানা নিপাত সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা সম্বন্ধে মনস্থ করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে আগামী ২৩শে এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই কয়দিন ব্যাপীয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে ও মফঃস্বলের অধিবাসীদের সহযোগিতায় যুগপৎভাবে বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে কচুরী পানা ধ্বংসের কাজ পরিচালনা করা হইবে। সরকারী পল্লী উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর এসম্বন্ধে যথারীতি আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ সমূহ প্রদান করিবেন। ইতিমধ্যেই প্রতি জেলায়, মহকুমায়, ইউনিয়ন বোর্ডে ও গ্রামে উপযুক্ত কমিটী গঠনের জন্য সরকারী ভাবে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সানলাইট অব্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা সানলাইট অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসর কোম্পানী মোট ৪৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এবার মোট ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। কোম্পানীটির বয়স মাত্র ছয় বৎসর। সে হিসাবে ইহার কাজের পরিমাণ খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক ও অগ্রগতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৭১ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২১ হাজার ৫৫৩ টাকা এবং অন্যান্য দফায় ১ হাজার ১৮২ টাকা লইয়া সানলাইট এবং ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮ টাকা। এইরূপ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১৮ হাজার ৯০৮ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩ হাজার ৮৮ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৩১০ টাকা নিয়োগ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খরচ মিটাইয়া বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৭০১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ২৫৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কার্য্য সুরু করার পর কয়েক বৎসর কোম্পানীর ব্যয়ের হার স্বভাবতঃই কিছু উচ্চ ছিল। কিন্তু আমরা জানিয়া সুখী হইলাম কোম্পানীর পরিচালকবর্গ তাহা প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৪৬·৩ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ বিষয়ে পরিচালকবর্গের যে ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহাও তাঁহারা কার্য্য সম্প্রসারণের সাথে ব্যয়ের হার কয়েক বৎসরের মধ্যে আর কিছু দূর নামাইতে সমর্থ হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৮ সালের ৩১শে মে তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৯৭ হাজার ৩০০ টাকা, দাদনী তহবিলের মজুত তহবিল বাবদ ৮৫ হাজার টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ২৫৫ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—পলিসি বন্ধকে দাদন ২২ হাজার ৪৭১ টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ২৬ হাজার ৪৯৭ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ২ লক্ষ ২১ হাজার ৫৬৭ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার শেয়ার ৫ হাজার ৮৮২ টাকা, বিবিধ কোম্পানীর শেয়ার ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩১০ টাকা, অর্গেনাইজেসন বাবদ ব্যয় ১৮ হাজার ২১৪ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ২১ হাজার ৯২২ টাকা, এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য ৩৪ হাজার ১৪৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৭৭ হাজার ৬৫৪ টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল বিভিন্ন দিকে সুসংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। ১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতায় এই কোম্পানীর চীফ এজেন্সী অফিস অবস্থিত।

নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে প্রতি বৎসর যে কোম্পানীটী উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরের হিসাবে কোম্পানী ১৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১৪৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী এবার মোট ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৫০ টাকা।

আলোচ্য বর্ষের প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৫৪ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১৫ হাজার ৪৬২ টাকা এবং অন্যান্য দফার আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৯৯ টাকা। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১৬ হাজার ৩৩৩ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ২০ হাজার ৮১২ টাকা, পলিশি হোল্ডারদের বোনাস বাবদ ১ হাজার ২৫৬ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩৬৫ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৮০ হাজার ৭৯৭ টাকা, অনাদায়ী ঋণ বাবদ ২ হাজার ৮৪০ টাকা এবং আসবাব পত্রের ক্ষয় পূরণ বাবদ ৬৬৩ টাকা ব্যয় করেন। বাকী সমস্ত টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭১৮ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৪৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণীতে গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৬৮ হাজার ৩২৫ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৪৯ টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৮৯ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ১লক্ষ ৭৩হাজার ২০০টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ৫২ হাজার১১ টাকা, জমিবাড়ী ৯৩ হাজার ৩৭৭ টাকা, আসবাব পত্র ১৩ হাজার ২৬৮ টাকা, মধ্যপ্রদেশের প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিবেঞ্চার ১২ হাজার ৯০০ টাকা টাটা, হাইড্রোলিক কোম্পানীর শেয়ার ১২ হাজার ২৯৬ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৮৯ টাকা।

নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কেম্পানী উহার কতকগুলি বিশিষ্টপূর্ণ বীমার স্কীম নিয়া বিবেচনা সম্মত নীতিতে কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। সেজন্য এই কোম্পানীর প্রতি সাধারণের আস্থাও রহিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীটির ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। মিঃ বি কে গুপ্ত

বি-এল এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার। মিঃ গুপ্তের কর্ম্ম-কুশলতায় বাঙ্গালায় নাগপুর পাইওনীয়ারের কার্য্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্প্রসারিত হইতেছে।

মিঃ এস্ এন দাসগুপ্ত

আমরা জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে স্কটিশ ইউনিয়ন এণ্ড ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর স্পেশ্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ মিঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। মিঃ দাসগুপ্ত গত চারি মাস কাল যাবৎ অসুখে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

মিঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মীরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপেও কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি বীমা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। বীমাক্ষেত্রে কৃতবিদ্যতার পরিচয় তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৭ঠা মার্চ্চ বাঙ্গলা সরকারের সমবায় বিভাগের মন্ত্রী এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা শাখার সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের বাঙ্গলা বিহার ও আসামের প্রভিন্সিয়াল ম্যানেজার মিঃ এন এন গুহ চৌধুরী তাঁহার রিপোর্টে এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বর্ত্তমান উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন স্কীমগুলির বিশেষত্বও বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কটি সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণার কথা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে ব্যাঙ্কটি নানারূপ অভিনব স্কীম অনুসারে যে ভাবে দেশে শিল্প ব্যবসায়ে সাহায্য করিতেছে তাহা এই আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে খুবই উল্লেখযোগ্য বলা যাইতে পারে। এই ব্যাঙ্কটি অল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়াই তিনি মনে করেন। এই অনুষ্ঠানে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদান করা হইল:—মিঃ জে সি মুখার্জ্জি (কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার), মিঃ নুর রহমান (মুস্লিম চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী) মিঃ জি এল মেটা, মিঃ জলধী মুখার্জ্জি, মিঃ জে এন মৈত্র, মিঃ জে পি গাঙ্গুলী, মিঃ এন কে নাগ, মিঃ শিশিরকুমার বসু।

ব্যাঙ্কের যেসব শুভানুধ্যায়ী অনিবার্য্য কারণে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করেন।

টাটা ক্যামিকেলস্ লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে টাটা ক্যামিকলস্ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী রেজিষ্টারীকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। উহা ১০০ টাকা মূল্যের ৬০ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১০ টাকা মূল্যের ৬ লক্ষ ৫০ হাজার অডিনারি শেয়ার বিভক্ত। আগামী ২০শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে শেয়ারের জন্য আবেদন গ্রহণের কার্য্য শেষ হইবে।

সাজি মাটী, কষ্টিক সোডা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বর্ত্তমান কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। বরোদা রাজ্যে ও পামগুলে মিঠাপুরে কোম্পানীর কারখানা বাড়ীর জন্য স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—এই স্থানটিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের বিস্তর যোগান রহিয়াছে। বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে যথা কাগজ, বস্ত্র, পশম, চামড়া, কাঁচ, সাবান, এনামেলের সামগ্রী, ধাতব পদার্থ, রং, ধোলাই, ঔষধ ও উৎকৃষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সাজি মাটী, কষ্টিক সোডা ও অন্যান্য সমজাতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা ভারতবর্ষে দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। কোম্পানীর কারখানাটি স্থাপিত হইলে তাহাও ভারতবর্ষের চাহিদার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ উপরোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভবপর হইবে। দুই বৎসর কাল আয়োজন উদ্যোগ চালাইয়া ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কার্য্য পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করাইয়া বর্ত্তমান কোম্পানীটি স্থাপন করা হইয়াছে। বরোদার মহামান্য গাইকোয়াড় বাহাদুরের গভর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীর নগদ ২৫ লক্ষ টাকা শেয়ার ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। টাটা সন্স লিমিটেড কোম্পানী ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও এসোসিয়েটগণ ৭ হাজার ২৫টি প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার অডিনারি শেয়ার একুনে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার শেয়ার ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। টাটা সন্স লিমিটেড এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস—বোম্বে হাউস, ব্রুস ষ্ট্রীট, ফোর্ট বোম্বাই।

সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বুধবার ঢাকায় ২নং সিমসন রোডে সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে যে সভার অনুষ্ঠান হয় ডাঃ এইচ এল দে এম-এ, ডি এস সি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি খুলনায় নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া লাইফ বেনিফিট এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ইণ্ডিয়া লাইফ বেনিফিট এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড মোট ১৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রবর্ত্তক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন এসিওরেন্স কোং লিঃ

এলায়েন্স এণ্ড ষ্টার্লিং লাইফ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ কে এম মুখার্জ্জি সম্প্রতি দিল্লীর প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

ডেভেলাপ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ রায়। ব্যবসা সহরতলী অঞ্চলে জমি খরিদ করিয়া বাসোপনিবেশ নির্ম্মাণ। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ভারত ভবন—৩নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

মডার্ণ ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রোহিনীলাল সাহা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

কণ্টিনেণ্টাল প্রিণ্টিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর পি সিংহ। ব্যবসা—পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রকাশ। অনুমোদিত মূলধন ১লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—রামগোপাল বিল্ডিংস, হিল কোর্ট রোড্ কার্শিয়াং।

রাজসাহী মুস্লিম লোন কোং লিঃ—ম্যানেজার মিঃ এ রসুল। ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—সাহিব বাজার পোঃ ঘোরামারা (রাজসাহী)।

জর্জ্জ রিচার্ডসন এণ্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্যনারায়ণ ব্যানার্জ্জি। কণ্ট্রাক্টরস্ এণ্ড সাপ্লায়ার্স। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮নং এস্‌প্লেনেড ইষ্ট কলিকাতা।

হিন্দুস্থান ক্যামিষ্টস্ এণ্ড ড্রাগিষ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ফনীভূষণ চৌধুরী। ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬১ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

রামেশ্বর পেরিওয়াল এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামেশ্বর ফেরিওয়ালা বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন— ২০৮নং হ্যারিসন রোড—কলিকাতা।

ওয়ালডিজ জিঙ্ক পিসমেণ্টস্ লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মিঃ ডি ওয়ালডি। অনুমোদিত মূলধন—৭ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

মত ও পথ

বন্যা-নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ব্যবস্থা

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক মিঃ এম, পি বাজপাই গত ৯ই মার্চ্চ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় একটি প্রবন্ধে লিখিতেছেন—

ইউরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট নদী নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা নিরোধ সম্পর্কে নানারূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। ঐসব দেশে সরকারী ভূ-তত্ত্ব বিভাগ বিভিন্ন নদীর গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সময়োচিত তদন্ত ও গবেষণা পরিচালনা করিয়া থাকেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নদনদী সম্বন্ধে ইতিমধ্যে এরূপ ব্যাপকভাবে গবেষণা ও তদন্ত পরিচালনা করা হইয়াছে যে কোন নদী কোন স্থলে কতদূর গভীর, তাহাদের জল প্রবাহের প্রাবল্য কিরূপ এবং কোন স্থানে তাহাদের গতিধারা কোন পথগামী হইয়া চলিয়াছে তাহা নির্ণয় করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভূ-তত্ত্ব বিভাগ দেশের জল পথ, আবহাওয়ার বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ গবেষণা পরিচালনা করিয়া নদীতীরবর্ত্তী কোন সব অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা যথাযথ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর ইঞ্জিনীয়ারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই সব অঞ্চলে বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আমেরিকায় গড়ে প্রতি ৬ বৎসরে মিসিসিপি নদীতে একবার করিয়া বন্যা হইতে দেখা যায়। এই বন্যার আশঙ্কায় দেশের অধিবাসীদিগকে খুবই আতঙ্কগ্রস্থ থাকিতে হয়। একবার মিসিসিপির বন্যায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, ২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছিল এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষি ফসল বিনষ্ট হইয়াছিল। বন্যার এইরূপ ধ্বংসলীলা প্রতিরোধ করিবার জন্য নিম্নভূভাগের কৃষিজমিকে রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকার নদীর তীরভূমিতে ব্যাপক বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার মাইল এবং গড়ে উহার উচ্চতা ১৩ ফুট। হল্যাণ্ডে রাইন নদীর বন্যার জল নিরোধের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পয়ঃ প্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতালীতে পো নদীর তীরভূমিতে ব্যাপকভাবে বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। কেবলমাত্র বাঁধ নির্ম্মাণ করাই বন্যা প্রশমনের পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে বর্ত্তমানে অন্য নানারূপ বিধি-ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে। এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে নদীগুলির গতি পথ সংযত করিয়া দেওয়া, নদীর বাড়্তি জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মাণ করা, নদীর বন্যাজল নিঃসরণের নিমিত্ত খাল খনন করার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

ভারতের কাগজ শিল্প

বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী লিমিটেডের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া গত ১লা মার্চ্চ তারিখের 'ক্যাপিটেল' পত্রে 'ডিভার' লিখিতেছেন—বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর কৃতকার্য্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে আজ ভারতের কাগজ শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দেশে বর্ত্তমানে যে নূতন কাগজের কল স্থাপিত হইতেছে তাহা কি দেশের প্রয়োজনের দিক দিয়া সুসঙ্গত না তাহারা পরিনামে দেশের কাগজ ব্যবসায়ে অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া কাগজ শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিবে? বলিতে কি কাগজ শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হইয়াও যে ভাবে দেশে বেশী সংখ্যায় কাগজের কল স্থাপিত হইতেছে তাহাতে আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছি। গত কয়েক মাসে এইরূপ কয়েকটি নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য সুরু করিয়াছে। এই কলগুলিকে কিছুকাল খুবই অসুবিধার ভিতর দিয়া কাজ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কেন না ইহা অনেকেই বলিবেন যে সাবাই ঘাস অথবা বাঁশ হইতে উপযুক্ত শ্রেণীর মণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে এমন সব উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন প্রয়োজন দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। মহীশূর পেপার মিলস্ লিমিটেড কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রাথমিক কার্য্য সুরু করিয়াছিল। তাহারা এখন পর্য্যন্ত বাঁশ হইতে উপযুক্তরূপ মণ্ড প্রস্তুত করা সম্বন্ধে সফলকাম হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত তাহারা আমদানীকৃত মণ্ড দ্বারাই কাজ চালাইতেছে। রাজমহেন্দ্রীর অন্ধ্র পেপার মিল তাহাদের দরজা বন্ধ করিয়াছে। কবে পর্য্যন্ত যে তাহারা পুনরায় কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে তাহা কিছু বুঝা যাইতেছে না। গত ১৫ই অক্টোবর তারিখে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর সাহারানপুরে ষ্টার পেপার মিলটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তদবধি সাবাই ঘাস হইতে মণ্ড তৈয়ার করিয়া উহা কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। ডালমিয়া নগরের রোটাস্ পেপার মিল তাহার প্রাথমিক বিলিব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়াছে। আশা করা যাইতেছে কতিপয় সপ্তাহ মধ্যেই উহা কাগজ তৈয়ার আরম্ভ করিতে পারিবে। যখন এই সমস্ত নূতন কলে ও ওরিয়েণ্ট পেপার মিলে যুগপৎ কাগজ তৈয়ারের কাজ চলিবে তখন বাজারে চাহিদার তুলনায় বেশী কাগজ উৎপন্ন হইয়া এক শোচনীয় অবস্থার সূচনা হওয়া বিচিত্র নহে। এই অবস্থায়ও সম্প্রতি আরও দুইটি কাগজের কল স্থাপিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। হায়দারাবাদে কানারা পাল্প এণ্ড্ পেপার মিলস্ লিমিটেড এবং সিরপুর পেপার মিলস্ লিমিটেড দুইটা কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে। নূতন নূতন কাগজের কলে উৎপন্ন কাগজ ভারতের বাজারে বিক্রয়ের যদি সুবিধা না হয় তবে ভারতের কাগজ শিল্পের আশানুরূপ সমৃদ্ধির সুযোগ সম্ভাবনা কোথায়? মালয় দ্বীপপুঞ্জে কিংবা সিংহলে সুইডেন, পর্ত্তুগাল ও অষ্ট্রীয়ার ব্যবসায়ীরা খুবই কম মূল্যে কাগজ বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইয়া ভারতের কলমালিকেরা ঐ সব দেশে কাগজ বিক্রয় করিতে পারিবে সে আশা বৃথা।

ব্যাঙ্কিং ও কৃষিঋণ সমস্যা

কলিকাতার 'বণিক' নামক মাসিক পত্র গত ফাল্গুন সংখ্যায় ব্যাঙ্কিং ও কৃষিঋণ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—'কৃষকদিগের মধ্যে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইলে তাহাদের উৎপন্ন শস্য জামিন স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উপযোগী গুদাম বা ভাণ্ডার-গৃহের নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় বিক্রয়েরও সুবিধা হয় না। কৃষিজাত শস্যাদি সঞ্চয় করিবার জন্য সমবায় সমিতিসমূহের সাহায্যে স্থানে স্থানে পাকা গুদাম নির্ম্মিত হইতে পারে। এই সকল গুদামে শস্য সঞ্চয় করিলে কৃষকেরা যে রসিদ পাইবে, তাহার মারফতে তাহারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতিসমূহ হইতে ঋণ পাইতে পারে। কিন্তু অল্প সময়ের মেয়াদে কৃষকেরা ঋণ পাইলেই তাহাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিবে না। তাহাদের বিশেষ প্রয়োজনে যেমন অল্প কাল মেয়াদী ঋণের আবশ্যক, তেমনই গরু, লাঙ্গল ইত্যাদি কিনিবার জন্য কূপ খনন প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উন্নতিজনক কার্য্য করার নিমিত্ত এবং পুরাতন ক্রমবর্দ্ধমান ঋণশোধের জন্য অনেক বৎসরের মেয়াদে ঋণ করা দরকার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ দান করা বাণিজ্যিক যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ এই সকল ব্যাঙ্কে অল্প কালের জন্য টাকা আমানত রাখা হয়। সুতরাং ইহাদের টাকা দীর্ঘকালের জন্য ঋণ স্বরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে আমানতকারীদিগকে যথাসময়ে টাকা দিতে পারিবে না এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাজ চালাইতেও অসুবিধা হইবে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকালের জন্য ঋণ প্রদানের উপযোগীভাবে যৌথ জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রান্সে Credit Foncier de France নামে এই শ্রেণীর একটি আদর্শ ব্যাঙ্ক আছে। গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া এই ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনার পক্ষে কতকগুলি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানেই এই ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালিত হয়। জাপানে ১৮৮৫ সালে Hypothes ব্যাঙ্ক নামে এই শ্রেণীর এক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে উর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০ বৎসরের মেয়াদে ঋণ দান করা হয়। ইংলণ্ডে ১৯২৮ সালে কৃষিঋণ সংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে বন্ধকী কৃষিঋণ সমিতি (Agricultural Mortgage Credit Corporation) স্থাপিত হয়। বারক্লেস্ ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি উক্ত সমিতির অংশীদার হইয়াছে। উক্ত আইনে জমির ফসল ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণের বিধানও আছে। মিশরে একটি কৃষি ব্যাঙ্ক (Agricultural Bank of Egypt) আছে; এই ব্যাঙ্ক হইতে অনধিক ৫½ বৎসর কালের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। গ্রামের হিসাব রক্ষকেরা এই সকল ঋণ আদায় করিয়া থাকে এবং শতকরা দেড় টাকা হারে কমিশন পায়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১০ই মার্চ্চ

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধিত সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ১৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। গত সপ্তাহে তাহা পুনরায় ২ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। এ সপ্তাহের বাজারে অনেক পরিমাণে ঐ সুদের হারই বলবৎ রহিয়াছে। অন্যান্য বার এই সময়ের মধ্যে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। সে হিসাবে এবার যে পর্য্যন্ত কল টাকার সুদের হার চড়া থাকিয়া যাইতেছে তাহা অনেকটা অপ্রত্যাশিত বলা চলে। বর্ত্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বেশী কিছু হইতেছে না। তাহা ছাড়া গত কতিপয় সপ্তাহে যাবৎ প্রতি সপ্তাহ সমভাবে মাত্র ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। অথচ পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে ২ কোটি টাকার পরিশোধিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে বাজারে যে পরিমাণ টাকা সঞ্চিত হইতেছে আসলে সেই পরিমাণ টাকা লাভজনকভাবে নিয়োগের কোন সুবিধা দেখা যাইতেছে না। টাকার বাজারে এখন পর্য্যন্ত তেমন স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া না উঠিলেও অদূর ভবিষ্যতে ক্রমেই তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে অন্যদিকে লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইবার সুবিধা যত কমিয়া আসিতেছে। ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের জন্য আবেদনের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ৭ই মার্চ্চ ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটী ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯।৵০ আনা দরের শতকরা ৮৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় ⁄৪ পাই নামিয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২॥⁄৪ পাই। এসপ্তাহে তাহা শতকরা ২॥০ আনা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩রা মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮১ কোটী ৬০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটী ৪৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ১৩ কোটী ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১১ কোটী ৬২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ও ১৩ কোটী ৭৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার পাউণ্ডের ষ্টার্লিং বিল খরিদ করেন। এসপ্তাহে তাঁহারা প্রতি টাকায় ১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পেনী দরের টেণ্ডারে ৯ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিল ক্রয় করিয়াছেন।

ভারত সরকারের অর্থসচিব ভারত সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়া এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে ১৯৩৮-৩৯ সালে যেখানে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং খরিদ করিবার প্রয়োজন হইবে সেইস্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ষ্টার্লিং বিল খরিদের প্রয়োজন হইবে মাত্র ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহাতে গত সপ্তাহ হইতে বিনিময় বাজারে পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হারের কিছু চড়াভাব দেখা যাইতেছে।

এ সপ্তাহে সোমবার ও মঙ্গলবার বিনিময় বাজারে বেশী পরিমাণে বিল বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে বিলের সংখ্যা কমিয়া যায় বেচাকিনা সম্বন্ধেও মন্দা দেখা যাইতে থাকে।

অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{২৭}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{২৭}{৩২}$ পে
ডি, এ, ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{১৬}$ পে
ডি, এ, ৪ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডি, এ, ৬ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{৫}{৩২}$ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	,,	৮৬$\frac{১}{২}$
গিলডার	,,	৬৫$\frac{১}{২}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৬্
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১০ই মার্চ্চ

আশা করা যাইতেছিল, দোলযাত্রা ও মহরমের অবকাশের পর কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিলে বাজারে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকটা উৎসাহের ভাব দেখা যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ সে আশা ফলবতী হয় নাই। ৭ই মার্চ্চ হইতে এপর্য্যন্ত যে কয়দিন বাজার খোলা ছিল সে কয়দিনই শেয়ারের দামের হার নিম্নস্তরে বিরাজ করিতে দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে বাহিরের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর আসিয়াছে তাহা অনেকটা উৎসাহব্যঞ্জক। ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে বাজারের ব্যবসায়ীরা নূতন ধরণের ট্যাক্স বসিবে মনে করিয়া অনেকটা আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থসচিব ভারত সরকারের যে নূতন বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ঐবিষয়ে অনেকটা ভরসাজনক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেকার মত চিনি শিল্প ছাড়া ইস্পাত, সিমেণ্ট প্রভৃতি অন্য কোন শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক বসান হয় নাই। এই অবস্থায় বাজেট বরাদ্দ প্রকাশিত হওয়ার পর এক্ষণে বাজারের কাজকর্ম্মের নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হওয়ারই কথা। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার জন্য তাহা এখনও সম্ভবপর হইতেছে না।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এ সপ্তাহে দামের হার সম্পর্কে অনেকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। ভারত সরকারের অর্থসচিব তাঁহার নূতন বাজেট বরাদ্দে বলিয়াছেন ১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৫ টাকা সুদের ঋণকে ২০ কোটি টাকার নূতন ঋণে পরিবর্ত্তিত করা ব্যতীত আগামী বৎসরে ভারত সরকারের পক্ষে কোন নূতন ঋণ গ্রহণ করিবার দরকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় বাজারে কোম্পানী কাগজের উপর লোকের আস্থা বাড়িবারই কথা। তাহার উপর এ সপ্তাহে লণ্ডনে সরকারী সিকিউরিটির দাম কিছু চড়িয়া যাওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। কাজেই এবার কলিকাতার বাজারে কোম্পানীর কাগজের শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানী কাগজের দাম ছিল ৯৬৷৷৵০ আনা। অদ্য তাহা ৯৭৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বাজারে আজ ৩৷৷০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ১০৪৸৵০ আনা এবং ৫ টাকা সুদের (১৯৩৯-৪৪) ঋণ ১০০৸৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার সম্বন্ধে বাজারে লোকের খুবই আস্থার অভাব দেখা যাইতেছে। নানাকারণে কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখন অনেকেই তেমন ভাল ধারণা কিছু পোষণ করিতে পারিতেছেন না। ফলে বাজারে কয়লার খনির শেয়ার মূল্যও নামিয়া যাইতেছে। অদ্য বেঙ্গল ৬১২ টাকা, হরিলাদী ১৩।০ আনা, শিবপুর ২০৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ার বিভাগে এ সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। পাটের থলের নূতন অর্ডার সম্বন্ধে এখন আর কিছু শুনা যাইতেছে না। পাটকল গুলিতে মজুত অবিক্রীত চটের পরিমাণ যেরূপ অধিক তাহাতেও অনেকটা হতাশার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে চট ও থলের বাজার নামিয়া গিয়াছে। পাটের ফাটকা বাজারেও দরের হার পড়তির দিকে। এই সকলের প্রতিক্রিয়া পাটকল বিভাগে সঞ্চারিত হইয়াছে। আর তাহার ফলে শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৬৸৶০ আনা অকল্যাণ্ড ১৮০ টাকা, বালী ২০২৷৷০ আনা, ক্লাইভ ২৭৷৷০ অনো ন্যাশনাল ২২৬৶ আনা, প্রেসিডেন্সী ৩৮০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১২৩৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম কিছু চড়িয়া যায়। এসপ্তাহে সেই চড়া হার অনেকটা বজায় আছে। লোহার চালান সম্বন্ধে জাপানের সহিত একটি চুক্তি হওয়ার কথা শুনা যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানীর মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ সম্বন্ধেও গুজব প্রচারিত হইতেছে। এই অবস্থায় ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য চড়া থাকিবারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অদ্য উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৩০৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৫১-৫৪)	...	১০০।৵০
৩৲ ,, ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	...	৯৭৷৷৵০
৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ		৯৬৸৶, ৯৬৸৴, ৯৬৷৷৶, ৯৬৷৷৴, ৯৭৶, ৯৬৸৶, ৯৭৴০, ৯৬৸৶০
৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)		১০৪৷৷৵০
৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)		১১০৷৷৶, ১১০৸৶০
৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)		১১৬।০
৫৲ ,, ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	...	১১৪৷৷৴০

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৮) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ	৯৭৶০
৫॥০ সুদের (১৯২০-৫০) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঃ	১১৮।৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়) ..	১,৫২০৲, ১,৫২৫৲
ঐ (কণ্টি)	৩৬৮৲,৩৭০৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১২৲,১১৩৲,১১২॥০

কয়লার খনি

বরাকর ...	১৩।০,১৩।৶,১৩॥৶,১৩।/০
ঘুসিক ও মুল্লিয়া	২৶০,২।০,২।৵/০
হুসিলাদী	১৪।০,১৩৸০,১৪৲
কতাস ঝরিয়া	২৭।০
মুগুলপুর ...	৮॥৶,৮৸/,৮॥৵/,৮।০,৮॥০,৮॥৶০
নর্থ দামুদা	৪।০,৪।/০
সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল ...	॥৵/০
শিবপুর	১৯৲
ইউনিয়ন	২৭॥০,২৭৸০,২৭।৶০
টালচর	১৵/০
নিউ বীরভূম (প্রেফ)	১৪॥০,১৪৸০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি)	১৮৲
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ...	১৩।৶০,১৩॥৶০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বীজ ও রুফ	১৫।০,১৫॥০
হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি)	৮৲
হুকুমচাঁদ ষ্টীল (ডেফ)	২৲
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	৩০/,৩০।/,২৯৸৶,৩০৶,২৯৸৵/,৩০৲,৩০৵/০, ৩০।৵/,৩০।০,৩০৵/
কুমারধুবী ইঞ্জিঃ (অর্ডি)	২৶০
মার্সেলস	১৸/০
ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি)	১১॥৶,১১৸৶,১১॥০,১১৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৫৲৯৬৲৯৫॥০
ষ্টীল প্রডাক্টস্	১৸৶০

চট কল

অকল্যাণ্ড	১৭৮৲, ১৮১৲
বালী ...	১২৮॥০,১২৭॥০,১২৮৲
বরানগর	১৫৭॥০,১৫৮॥০,১৫৯,১৬০৲,১৫৬৲,১৫৭৲
বজবজ ..	২৭২৲
চাঁপদানী ...	১৬০৲,১৬২৲
ডেল্টা (প্রেফ) ...	১২২৲
এম্পায়ার ...	২৬॥০
হাওড়া ...	৫৬।৶,৫৭/০,৫৬॥০,৫৭৶০,৫৬।৵/০,৫৬৸০,৫৬॥৵/, ৫৭৵/০,৫৬৸০,৫৭।০,৫৬॥৵/০
ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ...	১২৬৲
ইউনিয়ন ...	৩৭৫৲
প্রেসিডেন্সী ...	৩৸৶,৪৲, ৩৸৶০,৪৲

রেলওয়ে

বাঁকুড়া দামোদর ...	৯০৲,৯১৲
দার্জ্জিলিং হিমালয়ান (প্রেফ) ...	১০৭৲, ১০৮৲
সাহাদ্রা সাহারাণপুর ...	১৪৩৲, ১৪৪৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫৸/০,৬/০,৫৸৶০,৫৸৵/০,৬/০,৬।/০,৬॥৶০,৬।০
কনসো লিডেটেড্ টিন ...	৫॥৶০,৫৸৶০
ইণ্ডিয়ান কপার ...	২৲,২৶০,২৲,২/০,২৵/০,২/০,

চা বাগান

বিশ্বনাথ ...	২৩৲, ২৩।০
রূপাছেরা ...	৩॥০, ৩॥৶০
সারুগাঁও ...	৮৲,৮।০
সুম ...	১০৲
তেজপুর ...	৫৸০,৬৲

বিবিধ

বরারী কোক ...	১৭॥৶০
বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সিপ (অর্ডি) ...	২৩৮৲
বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম ...	৩॥০
বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি)	২৸/০,২৸৵/০,২৸০,২৸৶০,২॥৵/০,২॥৶০,২৸/০
ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট ..	৯।৶০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ...	৯॥০
হুমায়ুন প্রোপার্টি (ডেফ) ...	১৵/০
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্‌স্ ...	১০১৲
ইণ্ডিয়ান ট্রেড প্রডাক্টস্ ...	২৪॥৶০
মেদিনীপুর জমিদারী ...	৭৬৲
টিটাগড় পেপার (এ' অর্ডি) ...	১৬৸৶০
ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার ...	৬।৶০,৬॥৶০
কেরা এণ্ড কোং ...	১০॥০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ্চ

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহের অধিকাংশ দিবসই কলিকাতার ফাটকা বাজারে দরের একটু মন্দা ভাব দেখা গিয়াছে। গত ৪ঠা মার্চ্চ ফাটকা বাজারে দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৪৪৸৹ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪৪৷৵৹ আনা ছিল। গত ৭ই তারিখ তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৪৷৹ আনা ও ৪৪৵৹ আনা। ৮ই তারিখ বাজারে অনেকটা ঐ হারই বলবৎ ছিল। ১০ই তারিখ তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪৫৷৵৹ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪৪৸৹ আনা পর্য্যন্ত উঠে। অন্ত দামের হার কিছু চড়িয়া সর্ব্বোচ্চে ৪৬৷ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৬ই মার্চ্চ	(বাজার বন্ধ ছিল)		
৭ই „	৪৪৷৹	৪৪৵৹	৪৪৷৵৹
৮ই „	৪৪৷৹	৪৪৷৹	৪৪৷৹
৯ই „	৪৫৷৹	৪৪৸৹	৪৪৸৹
১০ই „	৪৫৷৵৹	৪৪৸৹	৪৫৷৵৹
১১ই „	৪৬৷৹	৪৫৷৹	৪৫৸৵৹

এসপ্তাহের অধিকাংশ দিন ফাটকা বাজারে দরের মন্দা পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ কাঁচা পাট ও পাটের নির্ম্মিত জিনিষের মূল্য হ্রাস। গত জানুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারত হইতে মোট ৬৪ হাজার টন কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সেইস্থলে ৬২ হাজার টন পাট রপ্তানী হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারত হইতে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ পাটের থলে ও ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ গজ চট রপ্তানী হইয়াছিল। সেইস্থলে ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ থলে ও ১০ কোটি ৬০ লক্ষ গজ চট রপ্তানী হইয়াছে। পাট ও পাটের নির্ম্মিত জিনিষের চাহিদা এইরূপ ভাবে হ্রাস পাওয়ায় স্বভাবতঃই উহাদের দাম পড়িয়া যাইতেছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ২০ কোটি থলের জন্য অর্ডার পাওয়ার গুজব সত্য প্রমাণিত হওয়ায় অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে এই অর্ডার প্রাপ্তির পর চটকলগুলির অবিক্রিত মজুত চটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে চটকলগুলির মজুত চটের পরিমাণ কমে নাই। বরং তাহা জানুয়ারীর তুলনায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ বাড়িয়া মোট ৫০ কোটি গজ দাঁড়াইয়াছে। ইহা দৃষ্টে ব্যবসায়ীরা চটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। চটকলগুলিতে এত বেশী পরিমাণ চট অবিক্রীত অবস্থায় মজুত থাকিয়া যাইতেছে আর বাহিরের বাজারে তাহাদের চাহিদাও ক্রমেই কম দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় যথেষ্ট অবসাদের সৃষ্টি হওয়ায় চটের দাম পড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটের বাজারেও মন্দা সূচিত হইয়াছে। সমরায়োজনের নিমিত্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২০ কোটি থলের অর্ডার আসায় যে সব লোক এ বৎসরের উৎপন্ন পাট দ্বারা চাহিদা মিটান সম্ভবপর হইবে না বলিয়া মনে করিতেছিলেন আশা করি ইহাতে তাহাদের চৈতন্য হইবে এবং আগামী মরশুমে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনীয়তা তাহারা এতদিন বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মফঃস্বলে নূতন মরশুমের পাট বুনিবার সময় আসিয়াছে। পাট উৎপাদনকারী জেলা সমূহে এই সময়ে বৃষ্টিপাত হওয়া আবশ্যক হইলেও এখনও তাহা হয় নাই। তবে নিম্ন ভূমিতে বর্ত্তমানে বৃষ্টিপাতের অভাবেও কিছু কিছু পাট বুনা সম্ভবপর হইতেছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে ফার্ষ্ট পাটের দামের হার নিম্ন দেখা গিয়াছিল। পরে রপ্তানীকারকদের নিকট হইতে ভালরূপ অর্ডার আসায় উহার মূল্য প্রতি বেল ৪৪৸৹ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চটকলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই। ফলে দামের হারও মন্দা দেখা যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় নামিয়া মণপ্রতি ৮৷৵৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে চটকলগুলিতে অবিক্রিত মজুত চটের পরিমাণ বেশী দেখা যাওয়ায় চট ও থলের বাজারে উহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। আর তাহাতে চটের দামের হারও কমিয়া গিয়াছে। গত ৩রা মার্চ্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯/৹ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১৷৵৹ আনা ছিল। গতকল্য তাহা দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৯৶৹ ও ১১৶৹ আনা।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ্চ

ভারত সরকারের বাজেটে ভারতীয় কলে উৎপন্ন চিনির উপর উৎপাদন শুল্কের কোন পরিবর্ত্তন ঘোষিত না হইবার ফলে স্থানীয় চিনির বাজারের কারবার বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যও প্রতি মণে একআনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মজুদ চিনি বাঁধাই করিয়া রাখা সম্পর্কেই বিশেষ আগ্রহশীল। তাহারা আশা করিতেছেন যে বর্ত্তমান মরশুমে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না এবং ফলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ ৬০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে প্রতি মণ চিনির নিম্নরূপ দাম ছিল :—দর্শনা ১১৲ মতিপুর ১১৲ মাড়হোরা ১০৸৶৬, তামকোহি ১০৸/৬ পুরসা ১০৸৶৬।

স্থানীয় বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ২০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর ১৯ হাজার বস্তা চিনি আমদানী হইয়াছে। বাজারে জাভা চিনির কারবার বিশেষ হয় নাই তবে আমদানীকারকগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছে। বর্ত্তমান মাসের মাঝামাঝি অধিক পরিমাণ জাভা চিনি আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ্চ

রপ্তানীযোগ্য—

গত ৭ই মার্চ্চ বর্ত্তমান মরশুমের রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে শেষ নীলাম সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহাতে মোট ৪ হাজার বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা

হয় কতিপয় কালো চা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার চায়ের বিক্রয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—

আলোচ্য ৩৬নং নীলামে মোট ৪ হাজার ৬৫৪ বাক্স গুড়া চা এবং ১০ হাজার ৩ বাক্স পাতা ও অন্যান্য ধরণের চা বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ হাজার ৩৭৪ বাক্স ও ৭ হাজার ১৮৩ বাক্স। গুড়া চায়ের চাহিদা ছিল, পাতা চায়ের বিশেষ চাহিদা পরিলক্ষিত হয় না। মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য ধরণের চায়েরও ভাল চাহিদা ছিল। আগামী ২১শে মার্চ্চ ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের শেষ নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হইবে।

৩৬নং নীলামের বিস্তৃত বিবরণ :—

	গুড়া		অন্যান্য শ্রেণী	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮
বিক্রীত	৪,৬৫৪	৩,৩৭৪	১০,০০৩	৭,১৮৩
গড়পড়তা দর	৷৴৫	।১	৶০	৶১০

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ

লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহে সোণার দরের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। গত ৬ই মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৩$\frac{1}{4}$ পেনী। ৭ই তারিখ তাহা ৭ পা ৮ শি ২$\frac{3}{4}$ পেনী হয়। ৮ই মার্চ্চ বাজারে তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ৯ই মার্চ্চ তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৩ পেনী। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ছিল ৩৬৸৶৯ পাই। ৭ই মার্চ্চ তাহা ৩৬৸৶৬ পাই দাঁড়ায়। ৮ই তারিখ তাহা ৩৬৸৶ আনা হয়। ৯ই তারিখ তাহা ৩৬৸৵৯ পাই পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৩রা মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৬৸৵ আনা, বড়াল বার ৩৬৸/০ আনা এবং গিনি ২৩৸ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸/ আনা, ৩৬৸০ আনা ও ২৩৸৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দাম কিছু চড়িয়াছে। গত ৩রা মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০$\frac{1}{2}$ পেনী। গত ৬ই মার্চ্চ তাহা ২০$\frac{9}{16}$ পেনী হয়। ৭ই ও ৮ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা ২০$\frac{5}{8}$ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৷৴০ আনা। ৭ইমার্চ্চ তাহা ৫২৸০ আনা হয়। ৮ই ও ৯ই মার্চ্চ ঐ হারই বাজারে বলবৎ থাকে। অদ্যও তাহা ঐ হারেই বাজার রহিয়াছে।

গত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৸০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫৩৲ টাকা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৸০ আনা ও ৫৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ধান ও চাউল

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ি ওজন ৭৫ পাউণ্ড) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

খানানটো		মূল্য প্রতি একশত ঝুড়ি
মার্চ্চ	...	২১৩৷০
এপ্রিল	...	২১৭৲
মে	...	২১৮৲
জুন	..	২২১৲
চল্‌তি দর	...	২১২৲
আতপ		
মোটা	...	২০৫৲—২০৭৲
সরু	...	২১৫৲—২১৭৲
টেবিয়ান	...	২২৭৲—২৩২৲
সুগন্ধি	...	২২৭৲—২৩২৲
কুইন	...	২২০৲—২২৫৲
মাণ্ডালো	...	২৫০৲—২৫৫৲
ভাঙ্গা	...	১৭৫৲—১৮০৲
ধান		
নাসিন শ্রেণী	...	৮৭৲—৮৯৲
মাঝারি	...	৯১৲—৯৩৲

গত ৪ঠা মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৫৮ হাজার ৬২৩ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমান ৫৫ হাজার ১২০ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২/৫-২/১৫
দেউলী মোটা	১৸৶১০

গুড়াশাল •	১৮৶১০
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান)	২৶১০-২।৫
মাঝারি (পাঃ ধান্ত)	২৵০-২৵১০
দাদশাল	২।০-২।/০
চিনি আতপ	২॥৶০-২৸০
পুষা পাটনাই	২৻১০-২/০
রূপশাল	২।৵০-২।৵১০
সাধারণ পাটনাই	২/০-২/১০
দেউলী পাটনাই	২৻১৫-২/০
কাটারী ভোগ	২॥৵০-২॥৵১০
ছামাই	২৶১৻-২।১০
হোগলা	২৵৫-২৵০
চাউল	প্রতি মণ
নূতন রূপশাল (কল)	৪৶০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৵১০-৪৶০
বাঁকতুলসী (ঢেকী)	৪৵১০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸/০-৩৸/১০
" " " (ঢেকী)	৩॥৶১০
নূঃ কাটারী ভোগ	৫।০
" কামিনী আতপ (ঢেকী)	৪৲-৪॥০

গত ৪ঠা মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৩ হাজার ৩১০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫২৪ টন।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১১ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তিন দিন তুলার বাজার বন্ধ ছিল। গত মঙ্গলবার বাজার খোলার সময় তুলার বাজারে তেজীভাব আত্মপ্রকাশ করে। বিদেশের বাজারের উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদে এবং কারবার বৃদ্ধি পাইবার ফলে মূল্যেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বোরোচ এপ্রিলের দর ১৫২৲ টাকা হইতে ১৫৪।০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং চড়ামূল্যে ক্রয়বিক্রয় হয়। গত ৮ই মার্চ্চ বাজার খোলার সময় মূল্যের কিছু নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। বাজার বন্ধের সময় পুনরায় উন্নতি হয়। বোরোচ এপ্রিল-মের দর বাজার বন্ধের সময় ১৫৩৸০ আনা হয়। ওমরা মার্চ্চ ১৪১॥০ এবং মে ১৪২॥৵০ হয়। বেঙ্গল মার্চ্চ এবং মের দর যথাক্রমে ১১৫॥৵০ ও ১১৬৸০ দাঁড়ায়। এ সপ্তাহে বিদেশের বাজারেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকার ফার্ম্ম বিলের অনিশ্চয়তা সত্বেও উহার বিস্ময়জনক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

নিউ ইয়র্কের তুলার বাজারে কারবার ভাল গিয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে ঋণানুসারে যে তুলা মজুদ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১০ লক্ষ গাঁইট তুলা বিক্রয় করা হইবে। লিভারপুলের বাজারেও তুলার মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মিডলিং স্পট ৫·৪০ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫·২৪ পেনী ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে বিভিন্ন প্রকার তুলার মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমার মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ
৩রা মার্চ্চ	বাজার বন্ধ ছিল		
৪ঠা "	...	...	...
৬ই "	...	...	...
৭ই "	১৫৪।০	১৪১॥০	১১৫॥৵
৮ই "	১৫৩৸০	১৪১।৵০	১১৬৲
৯ই "	১৫১৸০	১৪০৲	১১৫॥০
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৭০॥০	১৫৪৲	১২৯।৵০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৩৪॥০	২১৮৲	১৫৬।০

কাপড়

ব্যবসায়ীগণ স্বভাবতঃই আশা করিতেছিলেন যে তুলার বাজারে তেজীভাব দেখা দিবার ফলে কাপড়ের বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে কিন্তু বিগত কয়েক দিন বাজার অতিশয় মন্দা গিয়াছে। অপর পক্ষে হোলি ও মহরম উপলক্ষে বাজার বন্ধ থাকিবার ফলে উল্লেখযোগ্য কোন কারবার হয় নাই। বিদেশাগত তুলার উপর আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ করিবার ফলে কাপড়ের বাজারে নিরুৎসাহের ভাব দেখা দিয়াছে। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দেশী কলে মিহি সুতা ও মিহি বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইবে; অপর দিকে জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কাটতি বৃদ্ধি পাইবে। আলোচ্য সপ্তাহে দেশী কাপড়ের বাজারে কারবার খুব কম হইয়াছে।

বিলাতী কাপড়ের বাজারেও কোন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই। আমদানী শুল্ক হ্রাস না পাওয়াতে উক্ত বাজারে নিরুৎসাহই পরিলক্ষিত হয়।

সুতা

আমদানীকৃত তুলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিবার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। মিহি সুতার কাপড় প্রস্তুত সম্পর্কে উক্ত কলগুলি এ পর্য্যন্ত যে উন্নতির পরিচয় দিয়া আসিতেছিল তাহা যে বিশেষভাবে ব্যহত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমদানীকৃত তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সচিব যদি মিহি সুতার উপরও আমদানী শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে ছয় পাই হারে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিতেন তাহা হইলেও অনেকটা ভাল ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফলে মিহি সুতার প্রস্তুতকারক জাপানী তাঁতিগণের লাভের বিষয় দাঁড়াইবে। তাহাদের তুলনায় ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতার কল সমূহের লাভ কম হইবে কারণ ল্যাঙ্কাশায়ারের মিহি সুতার দর অপেক্ষাকৃত বেশী জন্য ভারতের বাজারে উঁহার আমদানী বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মোটের উপর বাজেট ঘোষণার ফলে সুতার বাজারে কার্য্যতঃ বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই তবে পূর্ব্বে নানারূপ জল্পনা কল্পনার ফলে কয়েক প্রকার সুতার—বিশেষভাবে মার্সিরাইজ ও কৃত্রিম রেশমী সুতার মূল্য বৃদ্ধি পায়। পরে উহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে; অপর দিকে বিভিন্ন মিল ও ব্যবসায়ীগণের হাতে মজুদ সুতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রয়োজনানুরূপ সুতা ক্রয় ভিন্ন কাহারও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে; উহাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

বিলাতী সুতা—একই প্রকার জাপানী, সাংহাই এমন কি ভারতীয়

সূতার মূল্য অপেক্ষা ম্যাঞ্চেষ্টারের সূতার মূল্য অত্যধিক বলিয়া এই শ্রেণীর সূতার বাজারে নূতন কোন কারবার সম্ভব হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—ভারত সরকারের বাজেটে বিদেশাগত সূতার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া জল্পনার ফলে এই সকল শ্রেণীর সূতার মূল্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু পরে উহা ফলবতী না হওয়াতে পুনরায় সূতার মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। বাজারে জাপানী ও সাংহাই সূতার মজুদ পরিমাণ অত্যধিক দাঁড়াইয়াছে। আমদানীও বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে ক্রয় বিক্রয় বিশেষ নিয়ন্ত্রিতভাবে চলিতেছে। জাপানের সহিত অগ্রিম কারবারও উল্লেখযোগ্য নহে।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্যবসায়ী মহলে এইরূপ ধারণা বলবৎ ছিল যে বাজেটে এই শ্রেণীর সূতার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইবে কিন্তু উহা ফলবতী না হইবার ফলে অনেকের নিরাশ হইতে হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল ব্যবসায়ী উক্ত ধারনার বশবর্ত্তী হইয়া সূতা মজুদ করিয়াছিল তাহারা উহা কাটতি করিয়া দেওয়া সম্পর্কে স্বভাবতঃই আগ্রহশীল—এরূপ অবস্থায় মূল্য হ্রাস পাওয়া ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিবার নাই। মজুদ জাপানী সূতার পরিমাণ কম; তবে সম্প্রতি আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেশী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার কারবার বিশেষ নিয়ন্ত্রিতভাবে চলিয়াছে। তুলার বাজারের অনিশ্চয়তাই উহার প্রধান কারণ। দেশী সূতার নিম্নরূপ দর ছিল—

মাদুরা	২০ নং	৪৴১০
"	২২ নং	৪।৴১০
"	৪০ নং	৬৶১০
রাজলক্ষ্মী ৪০ নং		৬৶৹
লক্ষ্মী ৪০ নং		৬৵১০
কমলা ৪০ নং		৬৵১০
রংবিলাস ৪০ নং		৬৲
কামধেনু ৪০ নং		৬৲
সারদা ৪০ নং		৬৴১০
লোটাস ৪০ নং		৬৲
কম্বোডিয়া ৪০ নং		৬৴১০
"	৪৪ নং	৬।৶৹
জাপানী ৪০ নং		৬।৵৹
"	২/৪২ নং	৬॥৹

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে কারবার ভাল গিয়াছে। মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। গরুর চামড়ার আমদানী ও ক্রয় বিক্রয় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। কয়েক সপ্তাহ পর আলোচ্য সপ্তাহে মাদ্রাজী মুচিগণের গরুর চামড়ার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ফলে মূল্যও কিছু বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য সপ্তাহে চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকি কিনি হয়।

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	১০৯,৯০০	৬০৲-৭৫৲
ঢাকা-দিনাজপুর	২৭,০০০	৬৫৲-৮৫৲
লবণাক্ত	৩৫,৭০০	৬৫৲-১০০৲

গরুর চামড়া

বেনারেস-গোরক্ষপুর	২৭,০০	৫॥৹
দ্বারভাঙ্গা-গয়া-রাঁচি	২,৪৫০	৬৸৹-৮।৹
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম	১৫,০০	৬৸৹-৪।৹
লবনাক্ত	২,১৫০	৬৫৲-৭৭৲
		(প্রতি কুড়ি)
দ্বারভাঙ্গা-পুর্ণিয়া		
দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস	২৫,৯০০	৬৲-৬৸৶৹
আর্সেনিক মহিষের চামড়া	২,৭০০	৪॥৹-৫৲

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে ঢাকা-দিনাজপুর শ্রেণী ৯৮ হাজার ও লবনাক্ত ১২ হাজার ৮শত ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ গরুর চামড়ার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল:—ঢাকা-দিনাজপুর ১৫ হাজার ৩ শত; আগ্রা-আর্সেনিক ৯ হাজার ২ শত, দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস গয়া-রাঁচি ১৩ হাজার একশত; দ্বারভাঙ্গা পুর্ণিয়া সাধারণ ২৬ হাজার ৬ শত; রাঁচি সাধারন ৮ শত নেপাল দার্জ্জিলিং ৩ হাজার ৩ শত; বেনারস-গোরক্ষপুর সাধারন ৫ হাজার ৭ শত ও লবনাক্ত ১৫ হাজার ৬ শত টুকরা। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমান ৯ হাজার ৫ শত টুকরা ছিল।

বিবিধ দ্রব্য

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

		প্রতি মণ
হরিতকী		
জব্বলপুর ১ নং	...	১॥৶৹
ঐ মিশাল	...	১॥৴৹
তেতুল—		
উৎকৃষ্ট কাল (৫% বীচি সমেত)	...	৪৲
ঐ (১০% ")	...	৩।৹
হলুদ—		
পাবনাই	...	৯৲
দেশী	...	৮॥৹—৯৲
কুচিলা—		
কটক মিশাল	...	২।৵৹
কলাই—		
সাদা	..	৪৸৹
সবুজ	..	৪৲
অরহর	...	৫৲
কলে ধোনাই বীচি ছাড়ান	...	১৯৲

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১২৸০,১৩৷৷০,১৪৲
জিরা	১৫৷৷০,১৮৲,২০৲
মরিচ	১৩৸০,১৪৲,১৪৷৷০
ধনে	৪৷৷০,৫৷৷০,৬৲
লঙ্কা	১০৸০,১৩৷৷০,১১৲
সরিষা	৪৸০,৫৷৷০,৬৲
মেথী	৪৷৷০,৪৸০,৫৲
কালজিরা	৭৷৷০,৮৷৷০,৯৲
পোস্তদানা	১১৸০,১১৲,১১৷৷০
দেশী সুপারী	১১৷৷০,১৪৲,১৬৲
জাহাজ কাটা সুপারী	১১৷৷০,১২,১২৷৷০
ঐ গোঃ সুপারী	৯৸০,১০৲,১০৷৷০
পিলাং কেশুয়া	৫৲,৫৷০,৫৷৷০
পাল কেশুয়া	৬৷৷০,৬৸০,৭৲
জাভা কেশুয়া	৬৷০,৬৷৷০,৭৷৷০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৷৷০,৬৲,৭৲
ছোট এলাছ	৩৷০,৩৸০,৫৲ সের
বড় এলাচ	৩২৲,৩৬৲,৩৭৲
দারুচিনি	২৩৷৷০,২৪৷৷০,২৫৲.
লবঙ্গ	৫২৲,৫৪৲
মৌরী	৫৸০,৭৷৷০,৮৷৷০
গুটী খয়ের	১৪৲,১৬৲,১৮৲
কাগজী বাদাম	৪৫৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১১৲,১২৲,১৩৲
কিসমিস	১২৲,১২৷৷০,১৩৷৷০
হিং	৩৲,৪৷৷০,৫৷৷০ সের
কর্পূর	৩৶০,৩৷৷৵০,৩৸০ সের
সাবান বাগমারী	৭৷৷০,৮৷৷০,১০৲
মধু	১০৷৷০,১১৷৷০,১২৲

লবণের দর

কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ

	(জাহাজ হইতে)	প্রতি ১০০ মণের দর
রাস হাফুন গুড়া	৬০০০	৩৩৲
" " করকচ	৩৬০০	৩৫৲
এডেন গুড়া	৫২০০	৩৫৲
" করকচ	৩০০	৩৫৲
লিটল এডেন গুড়া	২০০০	৩৪৲
" " করকচ	১০০০	৩৬৲
[গভর্ণমেণ্ট গোলা হইতে]		
হাম্বুর্গ গুড়া	৪০০	
এডেন গুড়া	৪০০	
পোরবন্দর নাদির গুড়া	১০০	

লৌহ, হার্ডওয়ার এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ

জয়েষ্ট বে-মার্কা

(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) "	৬৸০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫×৩) ইঞ্চি (৬×৩) " (৭×৪) " (৮×৪) "		৭৷৷৵০ হন্দর
(৯×৪) " (১০×৫) "		৭৸০ "
(১২×৫) "	৮৸৵০	• "

টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টী)—

(২×২×।০) ইঞ্চি আদং	৯৲ হন্দর
(২৷৷০×২৷৷০×।০) ইঞ্চি কাটাই	৯।০ "

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল

(১×১×।০) ইঞ্চি নাং (৩×৩×।০) ইঞ্চি	৬৷৷৵০ হন্দর
(৩৷৷০×৩৷৷০।৵০) নাং (৪×৪×৷৷০) ইঞ্চি	৮৸০ হন্দর

ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১৵০	হন্দর
বিঃ—২৪ গেজ	"	১২।০	"
আর পি ২৪ গেজ	"	১৩৷৷০	"
টাটা—২২ গেজ	"	১২৷৷০	"
বি—২২ গেজ	"	১২৸০	"
গ্যাঃ ২৬ গেজী		১২৸০	
ঐ ২৪ গেজী		১১।০-১৩।০	

	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ব্রাণ্ডেড)	৮৷৷০-৯৲
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৭৸০-৮।০
৪"×৩" কন্টিনেণ্টাল কড়ি	৮৸০-৯৲
টী আয়রণ বরগা	১০৲-১০৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ	৭৵০-৯৲
পাটী ও বল্টু	৬৷৷০-৭৲
রি ইনফোস (কন্‌ক্রিটের জন্য)	
রড ।৵০	৬৷৷০-৬৸০
রড ।০	৭৷৷৵০-৭৸০
এঙ্গেল ৵০	৮৷৷০-৯৲
কাঁটা তার	১০৲-১২৲ প্রতি বাণ্ডিল

ধাতু দ্রব্যের বাজার

কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭১৸৵০
তামার বাট	৬৬৷৷০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৫৸০
" ঐ দেশীয়	১৩।০
এ্যান্টিমণি বিলাতী	১১২৷৷০
ঐ (চীন বা জাপান)	৪০৷৷৶০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪।৵০
ঐ চাদর	১২৫।০
পিতলের চাদর	৪৪।০
পিতলের ছড়	৪৪৶০
তামার চাদর	৫৯৸৵০
তামার ছড়	৬৮৵০
সীসার চাদর	২৭।০
দস্তার টালি আমদানী	১৪।৶০
ঐ দেশীয়	১১।৶০
দস্তার চাদর	৩২৸০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮৷৷০
ঐ চাদর	১৪৩।০
নিকেল চাদর	১৬৫৶০

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৩৯ | ৪৩শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি

সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর এতদিনে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ যে আগামী ২২শে মার্চ্চ তারিখে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যুগপৎ এদেশে ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইবে। উক্ত চুক্তি সম্বন্ধে এসোসিয়েটেড প্রেস যে সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বাভাষ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে ভারতবর্ষে বৃটীশজাত বস্ত্রের আমদানীর একটা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। যদি আমদানীর পরিমাণ সর্ব্বোচ্চে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষাও বেশী হয় তাহা হইলে বৃটিশ বস্ত্রের উপর শুল্কের হার চড়াইয়া দেওয়া হইবে। আর আমদানীর পরিমাণ যদি সর্ব্বনিম্নে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষাও কমিয়া যায় তাহা হইলে শুল্কের হার যতদূর সম্ভব কম করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইবে। এই সুবিধার বদলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তূলা ক্রয় করিবে। এসোসিয়েটেড প্রেসের এই বিবরণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডকে বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য একটা চিরস্থায়ী সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই আপত্তি করিবে। কিন্তু আরও মারাত্মক কথা যে বর্ত্তমানে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কাপড় আমদানী হইতেছে নূতন চুক্তিতে ইংলণ্ড হইতে আমদানীযোগ্য কাপড়ের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তাহার তুলনায় দ্বিগুণ করিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। উহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা আগামী বারে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন

ভারতবর্ষে কারকখানা আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত কারখানা সমূহে মজুরের সংখ্যা ১৬ লক্ষের মত। কিন্তু কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মজুর, বন্দর, খনি, চা বাগান প্রভৃতিতে নিযুক্ত মজুর এবং কারখানা আইনের আমলে পড়ে না এরূপ কুটীর শিল্পে নিযুক্ত মজুর লইয়া ভারতবর্ষে মোট মজুরের সংখ্যা ৫ কোটীর কম হইবে না। এই সব মজুরের অধিকাংশই বর্ত্তমানে মালিকের ইচ্ছামত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতেছে—কিন্তু তদনুপাতে তাহারা জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী পাইতেছে না। এতদ্ব্যতীত মজুরদের উপর নানা অসদ্ব্যবহার, কথায় কথায় উহাদিগকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত, জরিমানা, ঘুষ ইত্যাদি বহু অনাচারও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মজুরদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এই সমস্ত অনাচারের প্রতিকারের জন্য পূর্ব্বে কোন চেষ্টা করাই সম্ভবপর ছিল না। কারণ মজুরদের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি উহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে গেলেই ধনবলে বলীয়ান মালিকগণ তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেন। এই কাজে দেশের রাজশক্তিও মালিকগণকে সহায়তা করিতেন। এমন কি গত ১৯২০ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করা একটা বে-আইনী কাজ বলিয়া রায় দিয়াছিলেন। যাহা হউক বিগত ১৯২৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ট্রেড ইউনিয়ন এক্ট পাশ হইবার পর হইতে শ্রমিকগণ তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আইনতঃ অধিকার পাইয়াছে এবং শ্রমিক নেতাগণও খামখেয়ালী মত ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবার আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত দেশের শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ

করিবার কাজ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। বরং ইদানীং এই বিষয়ে কিছু অবনতিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। গত ১৯২৭ সালে যখন ট্রেড ইউনিয়ন এক্ট জারী হয় সেই সময়ে দেশে উক্ত আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত শ্রমিক সমিতির সংখ্যা ছিল ২৯টী এবং উহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কিছু উপর। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই ধরণের সমিতির সংখ্যা বাড়িয়া ২৯৬ এবং উহাদের সমষ্টিগত সদস্যসংখ্যা ২ লক্ষ ৬১ হাজারে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালের তুলনায় রেজেষ্টরীকৃত সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা প্রায় সোয়া সাত হাজার কমিয়া গিয়াছে। এই সব সমিতির আর্থিক অবস্থাও অতি শোচনীয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরের মধ্যে মাত্র কারখানা আইনের আমলাধীন কারখানা সমূহের মজুরগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্যই বর্ত্তমানে কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে এবং উহাদের মধ্যেও বর্ত্তমানে শতকরা ১৫ জন মজুরও সমিতিবদ্ধ হয় নাই। উহা সত্ত্বেও ১৯৩৫-৩৬ সালের তুলনায় যে শ্রমিকসমিতিগুলিতে সদস্যসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অবনতিই প্রমাণিত হইতেছে। যাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া থাকেন তাঁহাদের অধিকাংশই অন্য দশ কাজের অবসরে একটা সখ হিসাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। অনেকে শ্রমিকদের স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের অভিলাষে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদের স্বার্থে বলি দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রমিকদের ভাষা, চালচলতি এবং মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেও অনেক নেতা অক্ষম। এই সব কারণেই এদেশে শ্রমিক আন্দোলন তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে না।

চিনির বাজারের ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষে গত বৎসর ১৩৬টী চিনির কলে আখ হইতে রস নিষ্কাষণ করিয়া তদ্দ্বারা চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। এবার কলের সংখ্যা বাড়িয়া ১৫৮টী হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ১৪৩টী কলে কাজ চলিতেছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বৎসর অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে চিনির কলে কাজ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মে মাসের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত কলে কাজ চলিয়া থাকে। তবে সকল অঞ্চলের কলে সমান কাজ হয় না। যাহা হউক সমষ্টিগত ভাবে বর্ত্তমান বৎসরে চিনির কলে ৫ মাসের কাজ শেষ হইয়াছে এবং আগামী ২।৩ মাস পর্য্যন্তও কিছু কিছু কাজ চলিবে। এই কাজের ফলে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের সমস্ত চিনির কলে মোট কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি একটী সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে যে এবার সমস্ত চিনির কলে মোটমাট ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫ শত টনের বেশী চিনি উৎপন্ন হইবে না। গত ১৯৩৭—৩৮ সালের তুলনায় উহা ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত টন কম।

ভারতবর্ষে ইদানীং চিনির মূল্য এবং উহার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে গুড়ের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারতীয় চিনির কলে উৎপন্ন দানাদার চিনির মূল্য প্রতি মণ ৭ টাকা হইতে ৭৸৴০ আনার মধ্যে ছিল। কিন্তু এবার মার্চ্চ মাসে ঐ দর ১০ টাকা হইতে ১০৸৶০ আনার মত দাঁড়াইয়াছে। গুড়ের মূল্য গত বৎসর এই সময়ে ২৷৴০ আনা হইতে ৫ টাকার মধ্যে ছিল। কিন্তু এবার তাহা ৫৷০ আনা হইতে ৮ টাকার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সরকারী বরাদ্দ অনুসারে এবার ভারতীয় চিনির কলগুলিতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় যে প্রকার কম দেখা যাইতেছে এবং মজুদ চিনির পরিমাণ যে প্রকার কম তাহাতে শীঘ্র যে গুড়চিনির মূল্য কমিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। বরং উহা আরও বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ভারতে বিদেশ হইতে আগত চিনির উপর রক্ষণশুল্ক কমাইয়া দিলে এদেশে গুড়চিনির মূল্য কমিতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের যে প্রকার অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা যে রক্ষণ শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করিবেন সেরূপ মনে হয় না। আগামী ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বেই এই বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানা যাইবে আশা করা যায়।

চাউলের বাজারের অবস্থা

ভারতবর্ষে গত ১৯২৯-৩০ সালে ধান চাউলের দর বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। ইহার পরে এদেশে ধানের চাষ তেমন কিছু বাড়ে নাই—অথচ লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। সুতরাং এই সময়ের পরে ধান চাউলের দর বৃদ্ধি পাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। উহার প্রধান কারণ রেঙ্গুন হইতে ভারতবর্ষে চাউলের আমদানী। গত ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতবর্ষে রেঙ্গুন হইতে ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টন চাউল আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু উহার পরবর্ত্তী ৪ বৎসরে ভারতবর্ষে রেঙ্গুন হইতে যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টন, ১৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টন, ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টন এবং ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশে ফসল ভাল না হওয়ায় ঐ দেশ হইতে ভারতবর্ষে চাউলের আমদানী কমিয়া ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার টন দাঁড়ায় এবং উহার ফলে গত বৎসর এপ্রিল মাস হইতে চাউলের দর কিছু কিছু চড়িতে থাকে। কলিকাতায় গত মার্চ্চ মাসে ১নং বালাম চাউলের প্রতি মণের পাইকারি মূল্য ছিল ৩৸৴০ আনা। উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া গত অক্টোবর মাসে উহা ৪৷০ আনায় পরিণত হয়। কিন্তু এই সময়ে সংবাদ পাওয়া যায় যে ব্রহ্মদেশে চলতি বৎসরে খুব ভাল ফসল হইয়াছে এবং ঐ দেশ হইতে কমপক্ষে ৩৬ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে। এই সংবাদের ফলে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যাওয়াতে পুনরায় চাউলের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং বর্ত্তমানে ১নং বালাম চাউলের দর ৪ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই দর আরও কমিয়া যাইত। কিন্তু সম্প্রতি বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে ধান্য ফসলের অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে গত বৎসরের তুলনায় এবার ভারতবর্ষে সামান্য কিছু বেশী পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইলেও অকাল-বর্ষা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ এবার উৎপাদিত ধান্যের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় ২ কোটী ৬৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টন হইতে কমিয়া ২ কোটী ৩৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টনে (শতকরা ১২ ভাগ কম) পরিণত হইবে। এই সংবাদে ধান চাউলের বাজার দরের নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে রেঙ্গুন হইতে বেশী পরিমাণে চাউল আমদানী হওয়ার দরুণ উহার প্রতিক্রিয়ায় ধান চাউলের দর পুনরায় হ্রাস পাইবে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে রেঙ্গুনের চাউল ভারতে ধান চাউলের বাজার দাবাইয়া রাখাতে দক্ষিণ ভারতের এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষক সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে বলিয়া উহাদের তরফ হইতে বর্ত্তমানে রেঙ্গুনের আমদানী চাউলের উপর শুল্ক বসাইবার জন্য দেশে একটা আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলন যদি সফল হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধান চাউলের দরের নিম্নগতি কেবল রুদ্ধ হইবে না—বরং বর্ত্তমানের তুলনায় দর চড়িবে। সুতরাং চাউলের বাজারের ভবিষ্যৎ রেঙ্গুনের চাউলের উপর কি ব্যবস্থা হয় তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

শিল্প সাধনায় টাটা পরিবার

গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে ভারত-বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত জে, এন টাটার জন্মের পর একশত বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জামসেদপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে টাটা কোম্পানীর পরিচালিত বহুবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জননায়ক এবং সংবাদপত্রও ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে টাটা পরিবারের অতুলনীয় দানের প্রশংসা করিতে-

ছেন। কিছু বিলম্বে হইলেও আমরা এই শ্রদ্ধা নিবেদনে যোগদান করিতেছি। পরলোকগত জে, এন, টাটার পিতার আমলে এই পরিবার প্রথমে ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এই সময়ে উহাদের ব্যবসা মাত্র চীনের সহিত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরলোকগত মিঃ জে, এন, টাটার আমলেই টাটা পরিবার সর্ব্বপ্রথমে শিল্প প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করেন। বিগত ১৮৮৭ সালে যখন টাটা এণ্ড সন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে উহাদের মূলধন ছিল মাত্র ২১ হাজার টাকা। কিন্তু বর্ত্তমানে উক্ত কোম্পানীর পরিচালিত বিভিন্ন কাপড়ের কল, সিমেন্টের কল, জামসেদপুরের বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বোম্বাইয়ের হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং, অন্ধ্র ভ্যালী পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী, টাটা অয়েল মিল, টাটা কেমিক্যাল কোম্পানী, ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন, বিল্ডিং কোম্পানী, বিমানপোত বিভাগ, তাজমহল হোটেল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৬১ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে ৭৬ হাজার লোক প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত থাকিয়া বৎসরে বেতন হিসাবে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ভারতে শিল্পের প্রসারে টাটা পরিবার যাহা করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন শিল্প পরিচালকের পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু টাটা কোম্পানী সম্বন্ধে উহা অপেক্ষাও বড় কথা যে পৃথিবীর যে কোন জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতবাসী জটীল শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারে টাটা কোম্পানীই উহা প্রমাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বহু প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় সকল শিল্পকেই রক্ষণ শুল্কের দ্বারা বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে উহা খুব গৌরবের কথা নহে। কিন্তু টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পরিচালকগণ উহা ঘোষনা করিয়াছেন যে রক্ষণশুল্কের কোন সুবিধা না পাইলেও তাঁহারা পৃথিবীর যে কোন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কাজ চালাইতে পারিবেন। ভারতবর্ষে আর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ এরূপ সাহসের কথা বলিতে পারেন নাই। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে ভারতবাসীও যে শিল্পের ব্যাপারে চূড়ান্ত রকম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে টাটা কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথমে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমানিত করিয়াছেন।

পরলোকগত জে এন টাটার অধ্যবসায়, দূঢ়দৃষ্টি এবং মহান আদর্শই টাটা কোম্পানীর এই অসামান্য সাফল্যের মূল। ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ পরলোকগত অধ্যাপক মার্শেল এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে যদি জে, এন, টাটার মত আর একজন লোক জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে আর্থিক ব্যাপারে ভারতবর্ষকে আর পরাধীন থাকিতে হইবে না। উহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছু হইতে পারে না। সুখের বিষয় যে জে এন টাটার বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই কাজ করিতেছেন। ইহাদের চেষ্টায় শিল্প ক্ষেত্রে দিন দিন ভারতবাসীর মুখ অধিকতর উজ্জ্বল হইবে আশা করা যায়।

পরলোকে মিঃ এস্, এন্, চ্যাটার্জ্জি

ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফেকচারার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এস এন চ্যাটার্জ্জি গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। মিঃ চ্যাটার্জ্জির ব্যবহার এত মধুর ছিল যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। বাঙ্গলা দেশে লবণ শিল্পের প্রসারে তিনি একজন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফেকচারার্স লিঃ বর্ত্তমানে এতদূর উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে মিঃ চ্যাটার্জ্জি তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে কঠোর পরিশ্রম এবং সুন্দরবনের অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে বারম্বার যাতায়াত করিবার ফলেই তিনি এরূপ আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করিলেন। আসামে চা শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া কত ইংরাজ এই ভাবে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইংরাজ জাতি কৃতজ্ঞতার সহিত উহাদের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। মিঃ চ্যাটার্জ্জিও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে এই শ্রেণীর উদ্যোগী ও অধ্যবসায়ী ইংরাজের সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গন্য হইবেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফেকচারার্স লিঃ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা সান্ত্বনার কথা এই যে মিঃ চ্যাটার্জ্জি তাঁহার কোম্পানীর সূত্রপাত হইতেই মিঃ পি চৌধুরীকে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া ছিলেন। লবণ শিল্পে মিঃ চৌধুরীর মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে আর কেহ আছেন কিনা আমরা অবগত নহি। সম্প্রতি মিঃ চৌধুরীই ইণ্ডিয়ান সল্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি যে অল্প সময়ের মধ্যেই মিঃ চ্যাটার্জ্জির আরব্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করিয়া ইণ্ডিয়ান সল্ট ম্যানুফেকচারার্স লিঃ কে একটী লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এই কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমরা দেশবাসীকে পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। মিঃ চ্যাটার্জ্জির এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ যে শোক পাইলেন তাহাতে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিভাগীয় বিপণি

এদেশে সহর ও মফঃস্বলে খুচরা দোকানের সীমা নাই। এই সব দোকানের কোনটীতেই গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্র একসঙ্গে পাওয়া যায় না। এজন্য কাপড়, পোষাক, ষ্টেশনারি দ্রব্য, জুতা, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি জিনিষ কিনিতে হইলে নানা দোকানে ঘোরাফেরা করিতে হয়। উহাতে সময় ও অর্থের অযথা অপব্যয় হইয়া থাকে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে বহু পূর্ব্ব হইতেই ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরস্ বা বিভাগীয় বিপণি নামে এক শ্রেণীর দোকানের প্রচলন হইয়াছে। এই সব দোকান এক একটী প্রদর্শনী বিশেষ এবং উহাতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য প্রায় সকলপ্রকার জিনিষই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। কলিকাতায় বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপীয়দের দ্বারা এই ধরণের দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে হোয়াইট এণ্ডয়ে লেইডল, আর্ম্মিনেভি ষ্টোরস, হল এণ্ড এণ্ডারসন প্রভৃতি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের নাম সকলেই জানেন। ইদানীং কলিকাতায় ভারতবাসীরও উদ্যোগে ও অর্থে এই ধরণের কতকগুলি বিপণি স্থাপিত হইয়াছে। বেঙ্গল ষ্টোরস, মাড়োয়ারী ষ্টোরস, ওয়াহেদ মোল্লা এণ্ড কোং, শিল্প ভবন, শ্যামবাজার ষ্টোরস্ প্রভৃতি কয়েকটী প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উহার মধ্যে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটী শ্যামবাজার অঞ্চলে অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভালরূপে কাজ আরম্ভ করিবার পর ৮ মাসের মধ্যে উহার মারফতে সোয়া দুই লক্ষ টাকারও বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র বিক্রয় হইয়াছে। সম্প্রতি শ্যামবাজার ষ্টোর্সের কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্য সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে উহাকে একটী যৌথ কারবারে পরিণত করিয়াছেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান কেবল সাধারনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়েরই সুবিধা সৃষ্টি করে না—উহাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচারের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সুতরাং কলিকাতাবাসী সর্ব্বপ্রকারে এই প্রতিষ্ঠানটীর পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন—উহাই আমরা আশা করিতেছি।

ভারতীয় কয়লা শিল্প

ভারতীয় কয়লা শিল্প সম্বন্ধে আধুনিকতম অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইলেও এতদিন পর্য্যন্ত সমষ্টিগতভাবে কয়লা শিল্পের ১৯৩৬ সালের পরবর্ত্তী সমস্ত বিবরণ কাহারও জানা ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কয়লার যে তথ্যতালিকা বাহির হইয়াছে তাহার ফলে কয়লা শিল্পের আর এক বৎসরের সমষ্টিগত বিবরণ জানা গিয়াছে।

ভারতবর্ষের ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্যসমূহের নানা স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, দস্তা, হীরক, সীসা লবণ, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি বহু প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলেও প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের কয়লার খনিসমূহ হইতে যত টাকা মূল্যের কয়লা উত্তোলিত হয় তত টাকা মূল্যের আর কোন জিনিষ ভারতীয় খনিসমূহ হইতে সংগৃহীত হয় না। বিগত মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গত ১৯৩১ সালে ভারতীয় খনিসমূহ হইতে এক কোটী টাকার বেশী মূল্যের জিনিষের মধ্যে ৮ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার কয়লা, ৫ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার কেরোসিন তৈল, ২ কোটী ৮ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার লবণ এবং ১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার সীসা উত্তোলিত হইয়াছিল। উচ্চে হইতে ভারতীয় খনিজসম্পদের মধ্যে কয়লার স্থান কত উঠে তাহা বুঝা যায়। কয়লা শিল্পকে সকল দেশেই একটী মৌলিক শিল্প বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ কয়লার অভাব হইলে দেশের রেলপথসমূহ এবং শিল্প কারখানাগুলি অচল হইয়া পড়ে। অবশ্য ইদানীং কয়লার পরিবর্ত্তে অনেক স্থানে বিদ্যুৎশক্তি ও তৈল দ্বারা জাহাজ, রেলগাড়ী ও কল কারখানা চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু এখনও অধিকাংশ স্থানে রেল জাহাজ প্রভৃতি এবং কল কারখানা পরিচালনায় কয়লাই একমাত্র সম্বল বলিয়া গণ্য হয়। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবহেতু দেশের রান্নাবান্নার কাজেও বর্ত্তমানে ক্রমেই বেশী পরিমাণে কয়লা ব্যবহৃত হইতেছে। সুখের বিষয় যে দেশের যানবাহন পরিচালনা ও শিল্পোন্নতির পক্ষে এই অপরিহার্য্য সম্পদ ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। ইদানীং অবশ্য ভারতীয় কয়লা সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। কিন্তু আগামী এক শত বৎসর পর্য্যন্ত এদেশের প্রয়োজনীয় কয়লা দেশ হইতেই সংগ্রহ করা যাইবে—উহা কেহ অস্বীকার করেন না।

কেবল যানবাহন ও কলকারখানা পরিচালনা নহে—দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্যান্য দিকেও কয়লার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে যে সমস্ত কয়লার খনি রহিয়াছে তাহার কতকগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে এবং কতকগুলি যৌথ কারবারের মারফতে পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত খনিগুলিতে কি পরিমাণ মূলধন খাটিতেছে তাহার কোন হিসাব জানা নাই। কিন্তু যৌথ কোম্পানীর মারফতে পরিচালিত কয়লার খনিগুলিতেই প্রায় দশ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং এই সব কোম্পানীর অংশীদারগণ বর্ত্তমানের টাকার বাজার অনুযায়ী বেশ ভালরূপ লভ্যাংশ পাইতেছেন। কয়লার খনিগুলিতে গত ১৯৩৭ সালে গড়পরতায় দৈনিক ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭ শত জন মজুর নিযুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া কয়লার খনির ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, কেরাণী, খনিতে কুলি সরবরাহের কণ্ট্রাকটার, কয়লার দালাল, পাইকারী ও খুচরা কয়লা বিক্রেতা ইত্যাদি হিসাবেও কয়লা শিল্পের মারফতে অগণিত লোক জীবিকা সংস্থান করিতেছে। কয়লা বহন করিয়া জাহাজ কোম্পানী ও রেল কোম্পানীগুলিরও কম লাভ হইতেছে না। সুতরাং ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়লার স্থান কত উচ্চে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির অন্যতম প্রধান উপায় স্বরূপ এই কয়লা শিল্পের অবস্থা ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে সকল দিক দিয়াই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কয়লার খনি হইতে মোটমাট ২ কোটি ১৬ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল—১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন। ১৯৩৬ সালে খাদের মুখে প্রতি টন কয়লার গড়পরতা মূল্য ছিল ২৸০ আনা ১৯৩৭ সালে তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৵০ আনা। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কয়লার খনিতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৬ শত—১৯৩৭ সালে উহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭ শত। ১৯৩৬ সালে কয়লার খনির প্রত্যেক মজুর সারা বৎসরে গড়ে ১২৪.৫ টন কয়লা উত্তোলন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন খনিতে কয়লাকাটা কলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেক মজুর সারা বৎসরে গড়ে ১২৮.৬ টন কয়লা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে কয়লার খনি সমূহে দুর্ঘটনার ফলে খনির মজুরদের মধ্যে হাজারকরা ২.৩৯ জন মজুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়—কিন্তু ১৯৩৭ সালে এই শ্রেণীর দুর্ঘটনার ফলে ২১৩ জন অর্থাৎ হাজারকরা ১.০৯ জনের বেশী লোক মারা যায় নাই। ১৯৩৬ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা মূল্যের ৯৫ হাজার ৯৩৬ টন কয়লা আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ কমিয়াছে এবং বিদেশ হইতে ১২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা মূল্যের ৬৪ হাজার ৮৫০ টন কয়লা আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ১৯৩৬ সালের তুলনায় কয়লার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালের ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৩৭ সালে বিদেশে কয়লার রপ্তানী হয় ৮১ লক্ষ ৩৯ হাজার টন। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত মাথা পিছু গড়পরতা কয়লার পরিমাণ ছিল .০৬ টন—১৯৩৭ সালে .০৭ টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কয়লা কোম্পানী সমূহও উহার অংশীদারগণকে অধিকতর পরিমাণ লভ্যাংশ দিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কয়লার মূল্য, কয়লাখনিতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা, মজুরদের দ্বারা উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ, কয়লা শিল্পে লাভ, কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা প্রভৃতি সকলদিক হইতেই ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে গত ১৯৩৭ সালে মোটমাট ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৫ হাজার টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহার মধ্যে শতকরা ৩২.৯ ভাগ রেলপথ সমূহে, ২৪.৮ ভাগ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায়, ৭.১ ভাগ কাপড়ের কল সমূহে, ৩.৯ ভাগ ইট ও টালীর কারখানা সমূহে এবং ৩.৫ ভাগ জাহাজ সমূহে ব্যবহৃত হয়। বাকী কয়লার মধ্যে শতকরা ৫.২ ভাগ খনি সমূহে ব্যবহৃত ও বিনষ্ট হয়। বাকী কয়লা ভারতবর্ষের অন্য বহুপ্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের তুলনায় রেলপথের বা কল-কারখানার তেমন প্রসার হয় নাই। এই কারণে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় এদেশে কয়লার ব্যবহার অনেক কম হয়।

১৯৩৮ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব সাধারণতঃ সরকারী বৎসর অর্থাৎ প্রত্যেক ইংরাজী বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বৎসর ধরিয়া তদনুযায়ী গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারের সুবিধার জন্য প্রত্যেক বৎসরের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২ মাসের হিসাবও গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ১৯৩৮ সালের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে।

এই হিসাব হইতে ১৯৩৭ সালের তুলনায় গত বৎসর নানা দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের শোচনীয় অবনতি প্রমাণিত হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ টাকার পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকার পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী আমদানী হয় গত ১৯২৫ সালে তাহার সমষ্টিগত মূল্য ছিল ৭১৯ কোটি টাকা। উহার পর হইতে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে তাহা ৬১১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯২৮ সালে বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৬২৮ কোটী টাকাতে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হওয়ার পর ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩৩ সালে তাহা ৩১৭ কোটী টাকাতে পরিণত হয়। উহার পর বিশ্বব্যাপী মন্দা কতকটা কাটিয়া যাইতে থাকায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহা ১৯৩৪ সালে ৩৪৬ কোটী টাকায়, ১৯৩৫ সালে ৩৪৯ কোটী টাকায়, ১৯৩৬ সালে ৩৫৯ কোটী টাকায় এবং ১৯৩৭ সালে ৪০৩ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৩৮ সালে তাহা পুনরায় কমিয়া ৩৪২ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। অথাৎ গত বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯২৫ সালের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম দাঁড়াইয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। দেশে যদি বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র আমদানী হয় এবং দেশ হইতে যদি বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয় তাহা হইলে উহাতে দেশের পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারী, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, রেলকোম্পানী, মজুর, এজেন্ট, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্তেরই লাভ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ কমিলে তাহাতে উপরোক্ত সকল শ্রেণীরই ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হয়। সুতরাং বহির্ব্বাণিজ্যের দিক হইতে গত বৎসর ১৯২৫ সালের তুলনায় ভারতবর্ষে দ্বিগুণ মন্দা গিয়াছে একথা বলা চলে।

গত বৎসর ১৯৩৭ সালের তুলনায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের যে অবনতি দেখা গিয়াছে ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতেও তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যত টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল তাহার তুলনায় ৬১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৩৭ সালে রপ্তানীর এই আধিক্য কমিয়া ৪৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। এই তিন বৎসরের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানীর আধিক্য হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমাণও দিন দিন হ্রাস পাওয়াতে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৩১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া ১৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৯৩৮ সালে তাহা আরও কমিয়া ১৪ কোটী ৮০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। অবশ্য দেশ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী হ্রাস পাওয়া একটা শুভ লক্ষণ। তবে যে সময় হইতে ভারতবর্ষ উহার রপ্তানীকৃত পণ্য-দ্রব্যের দ্বারা উহার আমদানী মালের মূল্য শোধ করিয়া অতিরিক্ত রপ্তানী দ্বারা ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, বিদেশী ঋণের সুদ ইত্যাদি পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছে সেই সময় হইতে স্বর্ণ রপ্তানী করিয়াই ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর বিদেশী দেনা শোধ করিতেছে। এখন পণ্যদ্রব্যের রপ্তানীর আধিক্য এবং স্বর্ণ রপ্তানী—উভয়েই একসঙ্গে কমিয়া যাইতেছে। কাজেই ভারতবর্ষের সমক্ষে বর্ত্তমানে একটা সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে। এই অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

ভারতে বিদেশ হইতে বিভিন্ন জিনিষের আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বিভিন্ন জিনিষের রপ্তানীর হিসাব পর্য্যালোচনা করিলেও ১৯৩৭ সালের তুলনায় গত বৎসরে ভারতবর্ষের নানা দিক দিয়া অবনতি দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৯৮ লক্ষ টাকার বেশী তূলা আমদানী হইয়া মোট আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা। উহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে কাজের পরিমান বৃদ্ধি সূচিত হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভারতে বিদেশী সূতার আমদানী ২১ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকায় এবং কোরা কাপড়ের আমদানী ৯৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কাপড়ের রপ্তানী ৯০ লক্ষ টাকা কমিয়া উহার পরিমাণ ৫ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে উহা শুভলক্ষণ নহে। তবে গত বৎসর কৃত্রিম রেশমের আমদানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় ২ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা কমিয়া ২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাতের আমদানীও গত বৎসর ১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা কমিয়া ৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর মোটর গাড়ী, ট্যাক্সী, মোটর বাস প্রভৃতি যানের আমদানী ৭১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ২ কোটী ২৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। উহাও দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির পরিচায়ক। তবে শাল কাঠের আমদানী গত বৎসর ৫৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২ কোটী ১৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উহাতে মনে হয় যে গত বৎসর দারুশিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে।

রপ্তানীর দিক হইতে গত বৎসর ভারতবর্ষ প্রায় সকল ব্যাপারেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে গত বৎসর বিদেশে কাপড়ের রপ্তানী হ্রাসের কথা উপরেই উল্লিখিত হইয়াছে। তূলার রপ্তানী গত বৎসর ১৬ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা কমিয়া ২৩ কোটী ৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৩ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল। গত বৎসর উহা কমিয়া ১২ কোটী ২০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে পাটজাত থলে ও চট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৯ কোটী ১০ লক্ষ টাকা—১৯৩৮ সালে তাহা ২৫ কোটী ৭৩ লক্ষ

(১০১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কের ব্যবসা

বাঙ্গলা দেশে যৌথ কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত সহস্রাধিক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। উহার মধ্যে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক লোন আফিস নামে খ্যাত তাহাদের দাদনী অর্থ কৃষকদের মধ্যে আটকাইয়া পড়ায় ঐ সব ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাকী ব্যাঙ্কগুলি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত। উহাদের সংখ্যা দেড়শতের মত হইবে। এই সব ব্যাঙ্কের মধ্যে কয়েকটী ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে এবং অন্য কয়েকটী ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত না হইলেও উহারা কার্য্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে উহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েসনের সদস্য হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। বাকী ১৩৫টীর মত ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রাকার ও উহাদের বয়সও বেশী নহে। এই সব ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দেশে যে একটা বিরুদ্ধ জনমত সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিগত ১৪ই নবেম্বর তারিখের আর্থিক জগতে "বাঙ্গলার নূতন ব্যাঙ্ক সমূহ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। কোন ব্যাঙ্ক নূতন এবং ক্ষুদ্র হইলেই তাহা যে জনসাধারণের বিশ্বাসের অযোগ্য নহে তাহা বলাই উক্ত প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর হইতে আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে নূতন ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যপ্রণালী, কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের সুবিধা অসুবিধা এবং বর্ত্তমানে ঐ সব ব্যাঙ্কের মধ্যে যে সব গলদ প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতিকারপন্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। এই জন্যই আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

প্রথমেই আমরা বলিতে চাই যে, দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা এখনও এত পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই তুলনায় দেশে ব্যাঙ্কের যে প্রকার অভাব তাহাতে দেশে ব্যাঙ্কের আরও প্রসার হউক উহাই আমরা ইচ্ছা করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা উহাও বলিতে চাই যে, বর্ত্তমানে নিত্য নূতন যে ভাবে ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে তাহা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির পরিচায়ক নহে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার হইলে চরমে উহাতে দেশের ক্ষতিই হইবে। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন অপেক্ষা যে সব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার গলদ মুক্ত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহা না হইলে দুর্ব্বল ও অর্থ-সঙ্গতি-হীন ব্যাঙ্কগুলির জন্য দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলিই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—এই সব ব্যাঙ্কের জন্য বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি পুনরায় বহু বৎসরের জন্য পিছাইয়া যাইবে। এই কারণে আমরা বর্ত্তমানে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যনীতি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতেছি। এই সব ব্যাঙ্কের সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা আশা করি যে—যে প্রকার মনোভাব লইয়া এই আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক সমূহের পরিচালকগণও সেইরূপ মনোভাব লইয়া তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। জন সাধারণের নিকটও আমাদের নিবেদন যে, এই আলোচনার ফলে তাঁহারা যেন ভীতিগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক সমূহের ক্ষতিজনক কোন কাজে অগ্রসর না হন। ব্যাঙ্ক সমূহকে প্রধানতঃ জনসাধারণের বিশ্বাস সম্বল করিয়াই কাজে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন সমালোচনা হইলেই যদি তাঁহারা অযথা ভীতিগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া লন তাহা হইলে এদেশে কোন দিনই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার সমালোচনা সম্ভবপর হইবে না।

বাঙ্গলা দেশের নূতন ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যাঙ্কগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই সব ব্যাঙ্কের প্রায় সবগুলিই মধ্যবিত্ত সমাজের বেকার ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহার অতি সামান্য অংশও এই সব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই প্রথম হইতেই ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য উহাদিগকে মধ্যবিত্ত সমাজেরই শেয়ার ক্রেতাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে এখন টাকার অভাব ঘটিয়াছে। যাহাদের কিছু সম্বল আছে তাহারাও অনিশ্চিত লাভের আশায় ব্যাঙ্কের শেয়ারে টাকা খাটাইতে রাজী নহেন। ফলে অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই পরিচালকবর্গ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এক কথায় ইংরাজীতে যাহাকে under capitalised বলে বাঙ্গলার ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির প্রায় প্রত্যেকটীই সেই ধরণের অর্থাৎ ব্যাঙ্ক চালাইবার মত প্রয়োজনীয় মূলধন উহাদের কাহারও হাতে নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহারা এই সব ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তৎপর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অগ্রসর হইয়াছেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, উহাদিগকে নানা প্রকার ভুল ত্রুটীর মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতঃ তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার নব প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যত গলদ প্রবিষ্ট হইয়াছে উপযুক্ত মূলধনের এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবকেই তাহার প্রধান কারণ বলা যায়।

এই দুইটী গলদের জন্য ছোট ও নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলিকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। ব্যাঙ্কসমূহ আমানতকারীদের নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট হারের সুদে টাকা আমানত রাখিয়া তাহা কিছু

বেশী সুদে দাদন করতঃ যে টাকা উদ্বৃত্ত করে প্রধানতঃ তাহা হইতেই তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের বাড়ীভাড়া, কর্ম্মচারীদের বেতন, রাহাখরচ, পোষ্টেজ, ছাপাখরচ ও ষ্টেশনারী, বিজ্ঞাপনের ব্যয়, অডিটের খরচা, মামলা মোকদ্দমার ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়। এই সব ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা হইতে আয়কর ইত্যাদি প্রদান করিয়া বাকী টাকার কতকাংশ ব্যাঙ্ক মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করে এবং কতকাংশ দ্বারা উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক সাধারণের আমানতী টাকার দ্বারা ফাঁপিয়া না উঠে ততদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ভাবে উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা যাবতীয় খরচা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। প্রথম অবস্থায় ব্যাঙ্কের পক্ষে আরও একটা অসুবিধার কথা যে, প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি যে হারে সুদ দিয়া আমানত গ্রহণ করে তাহার তুলনায় নূতন ব্যাঙ্কগুলিকে আমানতের জন্য অধিক হারে সুদ দিতে হয়। কারণ কিছু বেশী সুদের প্রলোভন না দেখাইলে নূতন ব্যাঙ্কে কেহ টাকা আমানত করিতে রাজী হয় না। পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ককে নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া টাকা দাদন করিতে হয় বলিয়া উহারা টাকা খাটাইয়া পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না। ফলে প্রথম অবস্থায় উহারা আমানত হিসাবে বেশী টাকা পাইলেও উহাদের উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক কম হয়। এই সব কারণে প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্ককেই প্রথম অবস্থায় কিছুদিন উহার কার্য্য পরিচালনার জন্য আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী করিতে হয় এবং এই ঘাটতির টাকা উহারা শেয়ার বিক্রয় লব্ধ টাকা হইতে পূরণ করে। কিন্তু বাঙ্গলায় নবপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলির হাতে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধনের পরিমাণ অতি সামান্য। এক একটা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে উহা স্বাবলম্বী হওয়ার সময় পর্য্যন্ত উহাকে মূলধন হইতে যে পরিমাণ টাকা খরচ করিতে হয় সেরূপ মূলধন অনেকেরই নাই। ফলে বাঙ্গলার ছোট ও নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কোন কোন ব্যাঙ্ক যে উহাদের নিকট আমানতী টাকা দ্বারা উহাদের চলতি আয় ব্যয়ে ঘাটতি পূরণ করিতেছে না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

ব্যাঙ্কসমূহের হাতে প্রয়োজনীয় মূলধন না থাকার দরুণ দাদনের ব্যাপারেও উহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। সাধারণতঃ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের হস্তস্থিত টাকার অধিকাংশ বিল ডিসকাউণ্ট করিয়া এবং বাজারে বিক্রয় যোগ্য পণ্যদ্রব্য বন্ধকে দাদন করিয়া থাকে। উহাতে একদিকে যেমন দাদনী টাকার জন্য বেশী সুদ পাওয়া যায় সেইরূপ অন্যদিকে দাদনী টাকাও সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তন যোগ্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কসমূহ এই ধরণের দাদনের কোন সুযোগ পায় না। বাজারে বিক্রয় যোগ্য মালের জামীনে টাকা ধার দিতে হইলে তজ্জন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদাম এবং মাল পাহারা দিবার জন্য লোকজন চাই। এই সব কাজে মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু এই ধরণের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন সেরূপ মূলধন নূতন ব্যাঙ্কগুলির হাতে নাই। বিল ডিসকাউণ্টের ব্যাপারেও উহারা কোন সুযোগ পায় না। কারণ পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কসমূহ অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে টাকা আমানত গ্রহণ করে বলিয়া উহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে বিলও ডিসকাউণ্ট করিতে পারে। সেরূপ অবস্থায় বাজারে যে সমস্ত বিল বিক্রেতার সুনাম রহিয়াছে তাহারা কখনও নূতন ব্যাঙ্কের কাছে আসে না। যাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা অনেকটা অনিশ্চিত তাহারা সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কসমূহের সাহায্যলাভে অসমর্থ হইয়া বেশী সুদে নূতন ব্যাঙ্কে বিল ডিসকাউণ্ট করিতে আসে বটে। কিন্তু এরূপ দাদনে ব্যাঙ্কের তহবিলের নিরাপত্তা অনেক কমিয়া যায়। এই সব কারণে নূতন ব্যাঙ্কসমূহ বিল ডিসকাউণ্টে এক প্রকার কিছুই দাদন করে না। এক কথায় নামে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হইলেও নূতন ব্যাঙ্কসমূহ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া উহার উন্নতির পথে কোন প্রকার সহায়তাই করিতেছে না। উহাদের প্রধান ব্যবসা লগ্নী কারবার। এই লগ্নী কারবারেও উহারা কি ভাবে প্রতারিত হইতেছে তাহা আগামী বারে আলোচনা করিব।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাপানের বাণিজ্য জাহাজ

আগামী ১৯৪২ সালের মধ্যে বাণিজ্য জাহাজের নির্ম্মাণ কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া উহা ৭৫ লক্ষ টনে পরিনত করা সম্পর্কে জাপান সরকার একটি পরিকল্পনা করিতেছেন। প্রতি বৎসর ৭৫ টন পরিমিত জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

শেয়ার বাজার ও শেয়ারের ব্যবসায়

গত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ ও নিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে এম দত্ত কলিকাতার শেয়ার বাজার ও শেয়ার বাজার ও শেয়ার ব্যবসায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন—ধাতুনির্ম্মিত কোন জিনিষ কিনিতে হইলে আপনাদিগকে যেমন ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে, বস্ত্র কিনিতে হইলে যেমন বড় বাজারে এবং জুতা কিনিতে হইলে যেমন কলেজ ষ্ট্রীটে যাইতে হয় সেইরূপ কোম্পানীর কাগজ ও যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিতে হইলে আপনাদিগকে শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত দালালি লইয়া আপনাদের পক্ষে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিয়া থাকে। শেয়ারের ব্যবসায়ের ইহাই হইল মূল ভিত্তি। শেয়ার বেচাকিনার কাজ সাধারণতঃ ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের সদস্যরাই সম্পাদন করিয়া থাকেন তবে সাধারণ দালাল হিসাবে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের অর্ডার সংগ্রহ করিয়া সদস্যদের মারফতে কাজ চালাইয়াও শেয়ারের ব্যবসা করা যাইতে পারে। কার্য্যতঃ এরূপ ব্যবসায়ী ও দালাল বাজারে অনেক রহিয়াছে। ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের সদস্য হওয়া বর্ত্তমানে একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা ঐ এসোসিয়েসন এক্ষণে বিক্রয়ার্থ নূতন শেয়ার কিছুই উপস্থিত করিতেছেন না। সদস্য হইতে হইলে পুরাতন শেয়ার ক্রয়ের চেষ্টাই করিতে হয়। ঐরূপ শেয়ার পাওয়া যায় কম দামও প্রায় ২৪ হাজার টাকা। সভ্য হইতে হইলে ঐরূপ শেয়ার ক্রয় করিবার পরে ষ্টক এক্সচেঞ্জ কমিটীর নিকট আবেদন করিতে হয়। যদি কমিটি তাহা অনুমোদন করেন তবে ৫ হাজার টাকা ফি দিয়া সভ্য হওয়া চলে। কাজেই সভ্য হইতে বর্ত্তমানে প্রায় ৩০ হাজার টাকা প্রাথমিক খরচ পড়িবার কথা। তবে কোন ব্রোকার ফার্ম্মের অংশিদার বা এসিষ্ট্যাণ্টরূপে শেয়ার বাজারে প্রবেশ করিতে ফি দিতে হয় কম। শেয়ার দালাল হইয়া শেয়ার ক্রয় বিক্রয়েচ্ছুদের নিকট হইতে অর্ডার সংগ্রহ করিতে হইলে বিভিন্ন সিকিরিটি ও শেয়ার সম্বন্ধে ও দামের ওঠানামা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শেয়ারে বাজারে সিকিউরিটি ও শেয়ারের দাম নানাকারণে উঠানামা করিতে দেখা যায়। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও কোম্পানী বিশেষের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অনেক কারণও এ বিষয়ে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়া থাকে। বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের অল্পতা, বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের আধিক্য এবং স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা দ্বারা শেয়ারের দাম অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বাহিরের শেয়ার বাজারের অবস্থাও এ বিষয়ে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। বর্ত্তমানে টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও রেডিও সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা হওয়ায় বাহিরের বাজারের সহিত স্থানীয় বাজারের নিকট সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং নিউইয়র্ক, লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারের গতি লক্ষ্য করিয়া এখানের ব্যবসায়ীরা কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিবার অভ্যাস আয়ত্ব করিতেছে। কাজেই শেয়ার বাজারের দালাল হইয়া কৃতকার্য্যতার সহিত ব্যবসা চালাইতে হইলে আজ সকল দিক দিয়া উপযুক্তরূপ খবরাখবর রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। শেয়ার বেচাকিনার ব্যবসায় চালাইতে হইলে যে সব সময়ই খুব বেশী টাকার প্রয়োজন তাহা নহে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক সমূহ শেয়ার ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। উহারা সিকিউরিটি ও শেয়ারের বন্ধকীতে টাকা প্রদান করে। তাহা ছাড়া ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত এমন কতকগুলি ফার্ম্ম রহিয়াছে যাহারা শেয়ার বন্ধকীতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে দালালদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। ঐসব ধরণের সাহায্য লইয়া শেয়ার বাজারের বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী শেয়ার বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করা যাইতে পারে।

বাঙ্গলাদেশে সিনকোনার চাষ

বাঙ্গলা দেশে সিনকোনার চাষ সম্পর্কে ১৯৩৭-৩৮ সালের সরকারী কার্য্য-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ২ হাজার ২৯০ একর জমিতে সিনকোনার চাষ হইয়াছিল। মঙ্গপুতে আড়াইশত একর পরিমিত এবং মঙ্গুঙ্গএ দুইশত ৪০ একর পরিমিত জমিতে সিনকোনা বৃক্ষের চাষ হয়। কালিম্পং বনবিভাগের অন্তর্গত রোঙ্গ অঞ্চলেও পরীক্ষামূলকভাবে সিনকোনা চাষের উদ্দেশ্যে একশত একর জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৪০ একর পরিমিত জমিতে সিনকোনা বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সর্ব্বাধিক ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৫৯ পাউণ্ড বল্কল উৎপন্ন হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার

৩১১ পাউণ্ড। মোট ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৬ পাউণ্ড শুষ্ক বল্কল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪৭ পাউণ্ড বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হয়। আলোচ্য বৎসর ৪৬ হাজার ৮১৪ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট প্রস্তুত হইয়াছে; তন্মধ্যে ভারত সরকারের অংশের পারিমাণ ছিল ৪ হাজার ৪২৩ পাউণ্ড মাত্র। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগে ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ১৭৪ টাকা আয় হয়; বিবিধ দফার ব্যয় বাদে নীট আয়ের অঙ্ক দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৫ টাকা। লাভের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৮১৮ টাকা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহা ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৭২৪ টাকা ছিল।

জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ও বীমা ব্যবসায়

গত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ ও নিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ এ, সি, সেন 'বীমা ব্যবসায় ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকদের সম্মুখে বর্ত্তমানে যে নিরাশার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা তাহাদের কার্য্যসংস্থান সম্পর্কে নিয়োজিত করা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বীমা ব্যবসায় দ্বারা এই দিকে কিরূপ সার্থকতা-লাভ হইতে পারে তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ সেন বলেন ভারতবর্ষে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, দর্শন ও ধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে সত্য কিন্তু এদেশে জীবন-বীমা অজ্ঞাত ছিল। যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে জীবন-বীমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। সময়ের গতিতে এখন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ জীবনবীমা প্রসার লাভ করিতেছে। অতঃপর মিঃ সেন জীবন বীমার উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার পর বলেন যে, আমেরিকার প্রতি তিনজনের মধ্যে দুইজন বীমা করে; ইংলণ্ডে বীমার অনুপাত তাহা হইতে কম; ভারতে প্রতি তিন শত জনের মধ্যে একজন মাত্র বীমা করে। অগ্নিবীমা ও সামুদ্রিক বীমা এখনও বিদেশীর হাতে রহিয়াছে। জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার কারবার ১৯৩৬ সালে এদেশে পৌণে তিন কোটি টাকার হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর অংশে পড়িয়াছে মাত্র পৌণে এক কোটি।

অতঃপর মিঃ সেন উল্লেখ করেন যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এমন বহু বীমা কোম্পানী পরিচালিত হইতেছে যাহার পরিচালকগণের বীমা ব্যবসা সম্পর্কে যথেষ্ট বুদ্ধি, বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের অবিবেচনামূলক প্রতিযোগিতার ফলে ব্যয়ের হার এত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে যে উহার প্রতিরোধকল্পে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি নূতন বীমা আইন পাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি মনে করেন এই আইনের ফলে বীমা ব্যবসা ক্ষেত্রে বহুলাংশে উপকার সাধিত হইবে। বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহারা বীমা তহবিলের রক্ষক এবং ব্যয় সঙ্কোচ ও দাদন সম্পর্কে তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। অতঃপর ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের উল্লেখ করিয়া মিঃ সেন বলেন ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে ৬৮টি বীমা কোম্পানী ছিল; ১৯৩৩ সালে উহার সংখ্যা ১১০ টি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়; ১৯৩৬ সালে উহার সংখ্যা ১৬৫ টিতে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালে চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৮২ কোটি টাকা, ১৯৩৩ সালে উহা ১১৯ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়; ১৯৩৬ সালে উহা ১৭৫ কোটি টাকায় পরিনত হয়। আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ; ৮ কোটি ১৫ লক্ষ ও ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ দাঁড়ায়। ভারতের চলতি বীমার উপরোক্ত পরিমানের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের অংশ প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

এরূপ অবস্থায় জীবন বীমাক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকদের অন্ন সংস্থানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইন্‌স্যুরেন্স এজেন্সী একমাত্র ব্যবসায় যাহা বিনা মূলধনে চালান যায়। এই ব্যবসায়ে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওকালতীর ন্যায় বিশেষ শিক্ষালাভের প্রয়োজন হয় না। যে দিন একজন ইন্‌স্যুরেন্স এজেন্টরূপে কাজ আরম্ভ করিবে সেই দিনই সে উপার্জ্জন করিতে পারিবে। যত বেশী টাকার বীমা যে সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহার আয় তত বৃদ্ধি পাইবে। এজন্য সামান্য শিক্ষা, প্রচুর অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও সর্ব্বোপরি অন্যকে আকর্ষণ করিবার মত কথাবার্ত্তা ও চালচলনের পারিপাট্য থাকা চাই। তাহা হইলে এজেন্ট হিসাবে তাহার সাফল্য সুনিশ্চিত। মিঃ সেন বলেন তাঁহার নিজের কোম্পানীতে এমন একশত লোক আছে যাহাদের আয় বার্ষিক দেড় হাজার হইতে পাঁচ হাজার টাকা। কোন কোন এজেন্ট দশহাজার টাকা পর্য্যন্ত বৎসরে উপার্জ্জন করে। এমনও অনেকে আছে যাহারা অবসর সময়ে কাজ করিয়া বৎসরে এক হাজার টাকা উপায় করে। বাঙ্গলা দেশে প্রায় কমপক্ষে ২৫ হাজার লোক বীমা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। এই ব্যবসা এখন শৈশব অবস্থায় আছে। সুতরাং ইহার উন্নতি ও প্রসারের ফলে লক্ষ লক্ষ যুবকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইতে পারে।

চিনির কলের সংখ্যা ও চিনির উৎপাদন

কানপুরে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকোলজির ডিরেক্টর চলতি ১৯৩৮-৩৯ সালের মরশুমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ চিনির কল চলিতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে তদ্বিষয়ে অনুমিত বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ১৫৮টি চিনির কল রহিয়াছে। উহার মধ্যে ১৪৩টি কলের কার্য্যধারার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ বিবরণ হইতেই নিম্নোক্ত বরাদ্দ প্রস্তুত করা হইয়াছে:—

	চিনির কল (চলতি)	চিনির উৎপাদন (অনুমিত)
যুক্তপ্রদেশ	৭১	৩,৮৪,০০০ টন

(১৯৩৮ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য)

টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। চায়ের রপ্তানীও গত বৎসর ৪০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া, ২৩ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর গমের রপ্তানী ৪ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ২ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকায়, চামড়ার রপ্তানী ৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকায়, চাউলের রপ্তানী ৬ কোটী ৫ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকায়, গালার রপ্তানী ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটী ১৬ লক্ষ টাকায় এবং পশমের রপ্তানী ৩ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। এই সব জিনিষের রপ্তানী হ্রাসের ফলে ভারতের কৃষক সমাজ ও তাহাদের উপর নির্ভর-শীল অন্য সকলের দুর্দ্দশাই প্রমাণিত হয়। তবে গত বৎসর চীনাবাদাম, তিসি, খৈল প্রভৃতি কয়েকটী জিনিষের রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে।

বিহার •	৩২	১,৭০,০০০ "
পাঞ্জাব ও সিন্ধু	৩	১০,৮০০ "
মাদ্রাজ	৮	২৭,২০০ "
বোম্বাই	৭	৫৩,৪০০ "
বাঙ্গলা	৮	১৮,৭০০ "
উড়িষ্যা	২	১,৫০০ "
দেশীয় রাজ্য	১২	৯১,১০০ "
মোট	১৪৩	মোট ৭,৫৬,৫০০ টন

বেকার বান্ধব সমিতি

গত ১৯৩২ সালে এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই সমিতি তাহাদের সাধ্যানুযায়ী বেকার যুবকদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মিঃ এস, সি, মিত্র (বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর), মিঃ জে, এন, বসু, এম-এল-এ এবং মিঃ কে, কে, মিত্র এই সমিতিটির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। মিঃ দ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক সেক্রেটারীরূপে এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নানাদিকে কার্য্যসংস্থানের সুযোগ সুবিধা দেখা এবং যুবকদিগকে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প শিক্ষাদানে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম করিয়া তোলার উদ্দেশ্য নিয়া এই সমিতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই সব দিকে সমিতির চেষ্টা বিশেষভাবে নিয়োজিত হইতেছে। উক্ত সমিতির গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের রিপোর্টে প্রকাশ সমিতি বর্ত্তমানে কলিকাতায় বঙ্গীয় শিল্প বিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানে বেকার যুবকদিগকে বুক বাইণ্ডিং, দর্জ্জির কাজ এবং সাবান, কালি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিশেষ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ শিল্প বিদ্যালয় ছাড়া সমিতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বন্দীপুর গ্রামে একটি শিল্প ও কৃষিকেন্দ্রও পরিচালনা করিতেছেন। সেখানে বেকারদিগকে একদিকে কৃষি এবং অপরদিকে তাঁত শিল্প ও পক্ষীপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ২৮৩ জন যুবককে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অনেকে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, কেহ কেহবা অন্যান্য কারখানায় কাজ পাইয়াছে। সমিতি বর্ত্তমানে একটি ডেয়রী ফার্ম্ম স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। অন্য নানাদিক দিয়া কার্য্যধারা প্রসারিত করিবার নানারূপ পরিকল্পনাও তাঁহাদের রহিয়াছে। সেই সব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন।

ইটালীতে বেতনের হার বৃদ্ধি

গত ১০ বৎসরে ইটালীতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে সিনর মুসোলিনী সরকারী কর্ম্মচারীদের ও শিল্প কারখানায় নিযুক্ত লোকদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য এক নির্দ্দেশ প্রদান করেন। ঐ নির্দ্দেশ অনুসারে গত ১লা মার্চ্চ হইতে সর্ব্বত্র শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত বেতনের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ঋণ-সালিশী আইনের কুফল

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পল্লীঋণ ও সমবায় সমিতি সমূহের খাতে ব্যয় মঞ্জুরী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ডব্লিউ, সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন এই প্রদেশের সর্ব্বত্র কোনরূপ পাওনা টাকা না দিবার মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। খাজনা, দেনার টাকা, পথকর, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স, এমন কি স্কুলের বেতন ও জলকর দিতেও অনেকে অস্বীকার করিতেছে। এরূপ অবস্থায় পল্লীঋণ-দানের ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। মহাজনী আইন পাশ হইয়া গেলে উহা সম্পূর্ণ হইবে। ঋণসালিশীবোর্ড সমূহ ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিয়া যে ডিক্রী দিতেছে তাহাও পরিশোধ করিবার ন্যায় মনোভাব লোকের মধ্যে দেখা যায় না। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ কোন আইন হইবে যাহাতে উহাও দিতে হইবে না।

শিল্পে সরকারী সাহায্য

আসামের গবর্ণর শিল্পে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর সম্পর্কিত মৌলবী আবদুল বারি চৌধুরীর বিলটি আসাম ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপনের সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

চীনে যুদ্ধ পরিচালনা বাবদ ব্যয়

সম্প্রতি জাপানের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ জাপান সরকারের উত্থাপিত একটি অতিরিক্ত সামরিক বাজেট পাশ হইয়াছে। ঐ বাজেটে চীনদেশে যুদ্ধ পরিচালনা বাবদ ২৭ কোটি পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। শীঘ্রই ঐ বাজেট বরাদ্দ হাউস অব পিয়ার্সের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে।

ভারতে পাদুকা নির্ম্মাণ শিল্প

গত ১২ই মার্চ্চ বাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জন বাটাসের ঢাকা গমন উপলক্ষে তত্রত্য বাটা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহাকে এক সভায় অভিনন্দিত করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ বাটাস অভিনন্দনের উত্তরে এক বক্তৃতায় বলেন ভারতবর্ষে বাটা কোম্পানীর কারখানার মত আরও ২০০ জুতার কারখানা চলিতে পারে। বাঙ্গালী যুবকেরা বাটা নগরের কারখানা পরিদর্শন করিয়া ঐ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া দেশের সর্ব্বত্র জুতার কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইলে দেশের উপকার হইবে।

বাংলায় যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে তদন্ত

বঙ্গলা সরকারের প্রেস অফিসারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, বাংলা সরকার বাঙ্গলায় যক্ষ্মা রোগের প্রসার ও এই রোগ হইতে লোকের মৃত্যু সম্পর্কে একটি

তদন্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিভিন্ন এলাকায় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ঐ তদন্তের ব্যবস্থা করা হইবে। আপাততঃ বরিশালের মিউনিশিপ্যালিটি সমূহের অধিবাসী ও শ্রীরামপুরের কলকারখানার মজুরদের ভিতর যক্ষ্মারোগের প্রসার সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করা হইবে। ঐ তদন্ত কার্য্যে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্ণয়ের চেষ্টা হইবে।— (১) প্রত্যেক বাড়ীর সমস্ত বয়সের লোকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান। কোন বয়সের কি পরিমাণ লোকের ভিতর যক্ষ্মার আক্রমণ হইয়াছে এবং কি সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে (২) অন্যান্য রোগের তুলনায় যক্ষ্মার প্রকোপ কিরূপ এবং শিশু যুবক এবং বৃদ্ধদের ভিতর কোন শ্রেণীর লোক বেশী আক্রান্ত হইয়াছে (৩) কোন ধর্ম্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ, কোন শ্রেণীর লোক বেশী পরিমাণ আক্রান্ত হইয়াছে। ঐ সব এলাকার লোকদের বাসভূমি ও আহার বিহারের অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি।

'ডাফ্‌রিণ' জাহাজে শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি

ডাফ্‌রিণ জাহাজে ভারতীয় ছাত্রদিগকে নৌবিদ্যা শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুসারে বাঙ্গলা সরকার উক্ত জাহাজে শিক্ষালাভেচ্ছু কতিপয় ছাত্রকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নোক্ত নিয়মাধীনে এই সব বৃত্তি প্রদত্ত হইবে:—(১) যে সব ছাত্রের অভিভাবকগণ সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহনে অক্ষম এরূপ তিনটি ছাত্রকে বাঙ্গলা সরকার মাসিক ২৫ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন। এই সব বৃত্তি ৩ বৎসর কালের জন্য দেওয়া হইবে। (২) নির্দ্দিষ্ট ফরাম (এই ফরম্ ডাফ্‌রিণ ট্রেনিং-শিপ-এর গভর্নিং বডির সেক্রেটারীর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে) দরখাস্ত লিখিয়া বাঙ্গলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। 'ডাফ্‌রিণ' জাহাজে ট্রেনিং পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করার পর উক্ত জাহাজের গভর্ণিং বডির সেক্রেটারীর নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র পাওয়া যাইবে, তাহারও নকল 'বৃত্তির' জন্য দরখাস্ত করার সময় দাখিল করিতে হইবে। 'গভর্ণিং' বডি'র সুপারিশ অনুসারেই বাঙ্গলা সরকার বৃত্তির জন্য ছাত্র মনোনয়ন করিবেন (৩) ছাত্রদের বেতনের যে বিল হইবে বৃত্তির টাকা তাহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। সুতরাং বেতনের অবশিষ্টাংশ পোষাকাদির খরচ এবং অতিরিক্ত অন্যান্য যে সব খরচ ছাত্রের প্রয়োজন হইবে তাহা বহন করার জন্য অভিভাবকগণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইউরোপে বিট চিনির উৎপাদন

বিট চিনির উৎপাদন সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক সংখ্যা-বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গত ১৯৩৭-৩৮ সাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে বিটের চাষ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৮-৩৯ সালে ইউরোপে বিট চিনির উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মোট ৫০ লক্ষ ৬ হাজার টন বিট চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৫৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টন ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টন হ্রাস পাইয়াছে। ইউরোপের উৎপাদন হ্রাস পাইলেও সমস্ত পৃথিবীতে বিট চিনির মোট উৎপাদন পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মোটর চালনায় সুরাসার

গত অক্টোবর মাসে মহীশূর প্রতিনিধি পরিষদে 'পাওয়ার এ্যালকহল বিল' উত্থাপিত হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। গত ২৯শে জানুয়ারী মহীশূর ব্যবস্থা পরিষদে বিলটি পাশ হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি মহীশূরের মহারাজা উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। পেট্রলের সহিত সুরাসার সংমিশ্রণ দ্বারা মোটর চলাচলের ব্যবস্থা এই প্রথম ভারতবর্ষে আইন দ্বারা বলবৎ করা হইল। এই আইনের ফলে সুরাসার প্রস্তুত সম্পর্কে মাৎগুড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে এবং শর্করা শিল্পের পক্ষে উহা অতিশয় লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ব্রহ্মে জাহাজী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বিল

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি পরিষদে জনৈক সদস্য এই মর্ম্মে এক বিল উত্থাপন করিয়াছেন যে, উপকূলে বা দেশাভ্যন্তরস্থ জলপথে জাহাজী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। তিনি যাত্রী এবং মালের সর্ব্ব নিম্ন ভাড়া নির্দ্ধারণ করিবেন অথবা 'রিবেট প্রথা' বে আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন। ব্রহ্মের জাহাজী ব্যবসায় উন্নতির পথে সুপ্রতিষ্ঠ বিদেশী কোম্পানীসমূহের যে অন্যায় প্রতিযোগিতা বহুদিন হইল বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছে তাহা দূর করাই উক্ত বিলের উদ্দেশ্য।

বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশন

বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন এ পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত কমিশন জমিদারগণের প্রতিনিধিগণ, প্রজা-বর্গ, বার এসোসিয়েশন আঞ্জুমান ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এপ্রিল মাসের প্রথমে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। স্যার ফ্লাউড আগামী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

প্রজাস্বত্ত্ব আইনের বিরুদ্ধে মামলা

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ জমীদার সভার এক অধিবেশনে ঢাকা সাব-জজের আদালতে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক মামলা আনয়নের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন প্রণয়ন বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবহির্ভূত এবং প্রাদেশিক আইন সভার আওতার বাহিরে। এতৎসম্পর্কে আরজীর খসড়া করা হইয়াছে। দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার কালেক্টরের নিকট তদ্বিষয়ে নোটিশ প্রেরণ করা হইবে।

অভিনব হালকা বিমানপোত

দুইজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী আড়াই বৎসরের চেষ্টায় এবং দেড়শত পাউণ্ড ব্যয়ে ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ৪শত পাউণ্ড ওজনের একখানি হাল্‌কা বিমানপোত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মোটর সাইকেলের অংশবিশেষ দ্বারা উহার ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত বিমানপোত নির্ম্মাতাদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরজন সিনেমা অপারেটার। বিমানপোতখানি ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে চলিবে।

ব্রাজিলে পাট চাষের প্রচেষ্টা

জাপানের কোন এক সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে ব্রাজিলে পাট চাষের জন্য ব্রাজিল সরকার একশত জাপানী পরিবারকে উক্ত স্থানে বসবাসের নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। জাপ সরকার বিনা করে লিজ দিয়া ২৫ হাজার একরজমিতে কাজ করিবার জন্য প্রতি বৎসর ৫ শত জাপানী অধিবাসীর বসবাসের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছে বলিয়া প্রকাশ। ব্রাজিলে নাকি পাট চাষের সম্ভাবনা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীর চাষী পাওয়া সুকঠিন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

বন্যা পীড়িতদের জন্য সরকারী সাহায্য

বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের লোকদিগের সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা সরকার

এবৎসর একক‌ালীন সাহায্য হিসাবে এবং কৃষিঋণ হিসাবে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তদ্বিষয়ে রাজস্বসচিব স্যার বি পি সিংহ রায় সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। ঐ বিবৃতি হইতে কোন জিলা বা মহকুমায় মোট কত টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

জিলা বা মহকুমা	কৃষিঋণ হিসাবে বিতরিত টাকা	এককালীন সাহায্য
ময়মনসিংহ	১,৫৭,৯০০৲	৩,০০০৲
ফরিদপুর	৪,২০,৯২৫৲	২৩,৮৩৮৲
রাজসাহী	৩,৪৩,৮৭৯৲	৯,৯৫৫৲
চব্বিশ পরগণা	৫৬,০০০৲	১৪,৫৬১৲
খুলনা	২,৮৯,৬৫০৲	৪৫,০০০৲
নদীয়া	১,৯৯,৫০০৲	১৭,০০০৲
মুর্শিদাবাদ	৬,৪৩,৪৩৪৲	৫৬,৪৩১৲
ঢাকা	১,৭২,৩৫০৲	৩০,১৯৪৲
বাখরগঞ্জ	৬৬,৯০০৲	১,৯৫৭৲
রংপুর	৩,৫৯,২৪৭৲	১৫,৯৪২৲
পাবনা	৫,৪৭,৪০০৲	৭১,৯৬৭৲
বগুড়া	২,০০,০০০৲	২,০০০৲
দিনাজপুর	৯৭,০০০৲	২,৯০২৲
মালদহ	৩,০৮,৩৭৭৲	৪০,০০০৲
যশোহর	৩,১০,০০০৲	২৭,২১০৲
মোট	৪১,৭২,৫৬২৲	৩,৬৩,৯৪৮৲

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের চাষ

ইউরোপে সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী ধরণের তামাক পাতার চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে। কাজেই ভারতবর্ষে সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী তামাক পাতার বেশী পরিমাণ চাষ হইলে ইউরোপে তাহা বেশী পরিমাণে চালান দেওয়া সম্ভবপর হইবে। এই অবস্থায় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ হইতে গত ১৯৩৬ সাল হইতে উন্নত প্রণালীর তামাকের চাষ সম্পর্কে ৯টী প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে যুগপৎ ভাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কি প্রকার জমি সিগারেট প্রস্তুতের উপযুক্ত তামাকের চাষের পক্ষে উপযোগী, জমিতে কিরূপ সার দেওয়া প্রয়োজন, তামাকের পাতার অনিষ্টকর রোগ নিবারণের উপায় কি ঐসব বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে। গুণ্টুরে স্থাপিত টুবেকো রিসার্চ্চ কেন্দ্রে ঐরূপ গবেষণা বিষয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতিও লক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশের কৃষিবিভাগকে উন্নত ধরণের তামাকের বীজ সরবরাহ করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে জমির অবস্থা বিচার করিয়া কৃষকদের ভিতর উহা বিতরণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে সিগার তৈয়ারের শিল্প খুবই উন্নত ছিল। কিন্তু সিগারেটের বেশী প্রচলন হইতে থাকার সঙ্গে ঐ শিল্প এক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি রংপুরে সিগার তৈয়ারের উপযোগী তামাক পাতার চাষ প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যে সুমাত্রা, পেনীসিলভেনিয়া ও ম্যানিলায় উন্নত শ্রেণীর তামাক পাতার এখানে চাষ করিয়া কিছু কিছু সুফল পাওয়া গিয়াছে।

আম তাজা রাখিবার উপায়

ভারতবর্ষে যেরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম উৎপন্ন হয় সেরূপ আর কোন দেশেই হয় না। এদেশে বর্ত্তমানে বহু শ্রেণীর আম দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের আলফানসো, বিহারের লেংড়া, যুক্তপ্রদেশের বেনারসী লেংড়া ও মাদ্রাজের পেটার আম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে ঐসব আমের উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে আর তৎসঙ্গে বিদেশে আম্র রপ্তানীরও চেষ্টা হইতেছে। আম অল্প কাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় আর তাহাই হইতেছে আমের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার পক্ষে ও আমের রপ্তানী বৃদ্ধির পক্ষে প্রধান অসুবিধা। এই অবস্থায় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ হইতে গত কতিপয় বৎসর যাবৎ আম বেশীকাল তাজা রাখা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। গনেশ খান্দে ১৯৩৪ সাল হইতে ঠাণ্ডা গুদামের সাহায্যে ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। ঠাণ্ডা গুদামে আলফানসো ও লেংড়া প্রভৃতি ২৮ আটাশ রকমের আম সংরক্ষিত রাখিয়া উহা সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী সময় তাজা রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। আর সব শ্রেণীর আমই বেশীদিন তাজা থাকে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আম প্যাক করিবার সুষ্ঠু প্রণালীর অভাবে অনেক সময় আম অল্প কালের মধ্যে পচিয়া যাইতে দেখা যায়। প্যাক করা সম্বন্ধে অধিকতর সতর্কতামূলক নীতি অবলম্বন করিলে এবং সর্ব্বোপরি ঠাণ্ডা গুদামে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হইলে এদেশী আম বেশীদিন তাজা রাখা যাইতে পারে। তাহাতে ভালরূপ মূল্যপ্রাপ্তিরও সুবিধা হইতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের দাবী

সম্প্রতি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গুলাতে নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধনের দাবী জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে অবিলম্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন এবং তজ্জন্য জমিদারগণকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিবার জন্য দাবী করা হয়। অপরাপর প্রস্তাবে ৫ বৎসরের জন্য সর্ব্বপ্রকার ঋণদান স্থগিত, বাকী খাজনার জন্য জমি নীলামের ব্যবস্থা রদের আইন এবং অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী জ্ঞাপন করা হয়।

বৃটিশ জাহাজী ব্যবসা

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল সিপিং কমিটি এই মর্ম্মে এক রিপোর্ট দিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশসমূহে বৃটিশ জাহাজী ব্যবসায়ের এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে জাপানের প্রতিযোগিতাই উহার প্রধান কারণ বলিয়া উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতা রোধ কল্পে বিভিন্ন বৃটিশ জাহাজী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সংঘবদ্ধ হইতে এবং এতৎসম্পর্কে আর্থিক সাহায্য করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

প্রিমিয়াম বাবদ প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বিনিয়োগ

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স রেলওয়ে বোর্ডের নিকট এক পত্রে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের স্ব স্ব প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের কর্ম্মচারীগণকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে রেলওয়ে বোর্ড রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের জন্য এ পর্য্যন্ত এইরূপ অনুমতি দান করেন নাই। কমিটি আশা করেন যে, রেলওয়ে বোর্ড রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের এই সুবিধা দান করিয়া তাহাদের পরিবারবর্গকে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে বিরত থাকিবেন না। কমিটি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে বোর্ড এই প্রথা গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষে জীবন বীমার প্রসার সম্পর্কে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে।

বীমা আইন

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, খুব সম্ভব আগামী ১লা জুলাই এর পূর্ব্বে ১৯৩৮ সালের বীমা আইন বলবৎ হইবে না।

আসাম সরকারের বাজেট

গত ৯ই মার্চ্চ আসাম ব্যবস্থা পরিষদে আসাম সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। বাজেটে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আয় এবং ৩ কোটি ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব কতিপয় নূতন ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। উহা এইরূপ—কৃষি আয়, পেট্রল ও চর্ব্বিযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থ, আমোদপ্রমোদ, জুয়া খেলা, বিলাতী মদ ও অন্যান্য বিলাস দ্রব্যাদির উপর ট্যাক্স ধার্য্য। কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য্য দ্বারা ২৫ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রতি গ্যালন পেট্রলের উপর দুই আনা এবং প্রতি গ্যালন চর্ব্বিযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থের উপর তিন আনা ট্যাক্স ধার্য্য দ্বারা ৪ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিলাতী মদ ও আমোদ প্রমোদের ট্যাক্স হইতে দেড়লক্ষ করিয়া মোট তিন লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব আশা করেন। বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে অর্থসচিব শিবসাগর এবং ডিব্রুগড় মহকুমায় মাদকদ্রব্য বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা রাজস্ব হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

নূতন হাওড়া পুল

বর্ত্তমানে নূতন হাওড়া পুলের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে। নদীর পশ্চিম তীরে অর্থাৎ হাওড়ার দিকে নূতন পুলের ভিত্তি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। পূর্ব্বতীরে অর্থাৎ কলিকাতার দিক দিয়া ভিত্তি স্থাপনের কাজ চলিতেছে। দুইদিকে ভিত্তি গড়িয়া তোলার কাজ সমাপ্ত হইলে অন্যান্য কাজের উপর জোর দেওয়া হইবে। আগামী বৎসরে এই পুলের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ার কথা। যে পরিকল্পনায় পুলটি গড়িয়া তোলা হইতেছে তাহাতে উহা তৈয়ার হইলে উহার উপরকার রাস্তার প্রশস্ততা হইবে ৭১ ফুট। সাধারণের চলিবার জন্য উভয় দিকে ১৫ ফুট করিয়া রাস্তা রাখা হইবে। ট্রাম ও গাড়ী চলাচলের জন্য মধ্যভাগে ৪১ ফুট পরিমাণ স্থান থাকিবে।

মধ্য প্রদেশের বাজেট

গত ১৫ই মার্চ্চ অর্থসচিব মিঃ ডি, কে মেটা মধ্যপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে দেখান হইয়াছে। উক্ত বাজেটে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা আয় এবং ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের সংশোধিত বাজেটে ৩৪ লক্ষ ১৮ টাকা ঘাটতি হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত সালে ৮২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ভূমি রাজস্ব হ্রাস পাইবার ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তুরস্কে কৃষি ব্যাঙ্ক

তুরস্ক সরকার কৃষিঋণ দান সমস্যার সমাধান কল্পে একটি কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নূতন ধরণের ব্যাঙ্ক অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট উহার কার্য্যস্থল দশটি কৃষিপ্রধান কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মাসেই উহার প্রথম কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কেন্দ্রে এঙ্গোরার গ্রামাঞ্চল ও অপর দশটি গ্রাম অবস্থিত। উহার আয়তন সমগ্র ভাবে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪৬ বর্গ কিলোমিটার এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ। এই কেন্দ্র তুরস্কের সর্ব্বাপেক্ষা কৃষিপ্রধান স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতে ধানের চাষ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হয় এবং তাহাতে শেষপর্য্যন্ত মোট কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ২,৬৭,৬৩০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	চাউলের উৎপাদন (টন)
বাঙ্গলা	২,১৯,৭৪,০০০	৭৫,৬৭,০০০
মাদ্রাজ	৯৯,৪৩,০০০	৪০,৫৭,০০০
বিহার	৯৫,৪০,০০০	২৬,৫৪,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৭৮,২৪,০০০	২২,১৩,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭৬,২১,০০০	১৯,৮২,০০০
উড়িষ্যা	৫১,৩৮,০০০	১৪,০৬,০০০
আসাম	৫০,৩৬,০০০	১৫,৮৭,০০০
বোম্বাই	২৩,৩৯,০০০	৯,৪৯,০০০
সিন্ধু	১১,৯৩,০০০	৪,৮৪,০০০
কুর্গ	৮৪,০০০	৫৬,০০০
হায়দরাবাদ	৮,৮৪,০০০	৩,২১,০০০
মহীশূর	৭,৩২,০০০	২,০১,০০০
বরোদা	১,৯৭,০০০	৪০,০০০
ভূপাল	৩১,০০০	১০,০০০
	মোট—৭,২৫,৭৪,০০০	২,৩৫,৭৭,০০০

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে চাউলের উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের সিনেমা শিল্প

তিন বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সিনেমা গৃহের সংখ্যা ছিল ৬০০। বর্ত্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজারের উপর দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর ফিল্ম প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষে মোটমাট ৯ কোটি টাকার মত আয় হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। উহার মধ্যে ১ হাজার ১৮০ সংখ্যক প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান ৪ কোটি টাকা পাইয়াছিলেন। ২০৭টি ডিষ্ট্রিবিউটার্স কোম্পানী ৩ কোটি টাকা পাইয়াছিলেন আর ৭৫টি ফিল্ম প্রস্তুতকারী কোম্পানী ২ কোটি টাকা পাইয়াছিলেন। ফিল্ম প্রদর্শনকারী ও সংগ্রহকারীরা যে লাভ করে তাহার পরিমাণ ছিল শতকরা ১০০ টাকা। ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের আবাসস্থল এই বিরাট দেশের পক্ষে সিনেমা শিল্পের এই উন্নতি এখনও সামান্য বলিয়াই মনে হয়। ইংলণ্ডের মোট জনসংখ্যা হইতেছে ৪ কোটি। অথচ সেদেশে বর্ত্তমানে ৮ হাজার সিনেমা গৃহে চলিতেছে এবং উহাদের অধিকাংশই ভালরূপ লাভ পাইতেছে।

আইস ক্রীমে খাদ্যপ্রাণ

সম্প্রতি ক্যালকাটা রোটারী ক্লাবে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মিঃ দে, কে দেব খাদ্য হিসাবে আইস ক্রীমের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন যে, আধ পোয়া আইস ক্রীমে যে খাদ্য প্রাণ থাকে তাহা এক কাপ দুগ্ধের খাদ্য প্রাণের সমান। তবে এক কাপ দুগ্ধের সহিত উহার উপাদান সমূহের পরিমাণের সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
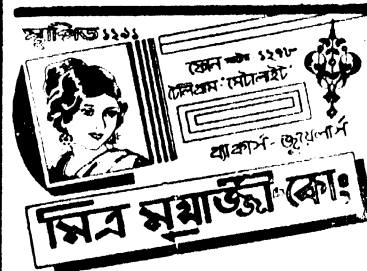
কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোং

প্রথম ভেলুয়েশনের ফল

আমরা ৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতাস্থ ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট পাইয়াছি। উহাই কোম্পানীর প্রথম ভেলুয়েশন। আলোচ্য ৪ বৎসরের প্রিমিয়াম বাবদ ২ লক্ষ ৭২ হাজার ২২৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৬ হাজার ১৮ টাকা, বিবিধ আয় বাবদ ৫ হাজার ১৪ টাকা এবং কোম্পানীর হস্তস্থিত সিকিউরিটীর মূল্য বৃদ্ধি বাবদ ৫ হাজার ২৩৫ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬০৩ টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে ৮৯ হাজার ৬৭৬ টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয় এবং বাকী টাকা পলিসি-গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুজনিত দাবী, কমিশন, আফিসের কার্য্য-পরিচালনা ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। কোম্পানীর একচ্যারি মিঃ এইচ কে সেন এম এস, সি, এফ এফ এ উপরোক্ত ১৯৩৮ সালের ৩১শে তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রদত্ত সচল বীমা পত্রের জন্য মোট দায়ের পরিমাণ ৭৯ হাজার ৮৮ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কাজেই আলোচ্য ৪ বৎসরের কাজের সমষ্টিগত ফলহিসাবে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ১০ হাজার ৫৮৮ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। উহা হইতে মেয়াদী বীমার গ্রাহকগণকে হাজার-করা বার্ষিক দশ টাকা হারে এবং আজীবন বীমার গ্রাহকগণকে হাজার-করা বার্ষিক ১২ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হইবে বলিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ স্থির করিয়াছেন।

ভাগ্যলক্ষ্মীর এই ভ্যালুয়েশনে ইংলণ্ডের ও, এম, (৫) মৃত্যুতালিকার উপর ৫ বৎসর বয়স যোগ করিয়া উহার পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুর হার ধরা হইয়াছে। এই ভ্যালুয়েশনে কোম্পানীর হস্তস্থিত জীবনবীমা তহবিল দাদন করিয়া শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হারে সুদ পাওয়া যাইবে এবং অফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়ামের আয়ের গড়পরতা শতকরা ২০.৯ ভাগ ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কোম্পানী উপরোক্ত ৪ বৎসরে উহার দাদনী তহবিলের উপর যে হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং এই ৪ বৎসরে আফিসের কার্য্য পরিচালনার জন্য উহার যেরূপ ব্যয় হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিয়া একথা বলা যায় যে কোম্পানী বিশেষ সাবধানতার সহিত এবং কড়াকড়ি ভিত্তির উপর এই ভ্যালুয়েশন করাইয়াছেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী একটি নূতন কোম্পানী এবং বীমা কোম্পানী মাত্রেরই প্রথম প্রথম একটু ব্যয়বাহুল্য হইয়া থাকে। সেরূপ অবস্থায় এই কোম্পানী যে প্রথম ভ্যালুয়েশনেই তহবিলে উদ্বৃত্ত দেখাইয়া পলিসিগ্রাহকগণকে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছেন উহা উহার পরিচালকদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। কোম্পানীর কাজের দিন দিন যে প্রকার প্রসার হইতেছে তাহাতে আমরা আশা করিতেছি যে আগামী ভ্যালুয়েশনে উক্ত কোম্পানী আরও সাফল্য প্রদর্শন করিয়া পলিসি-গ্রাহকগণকে অধিকতর হারে বোনাস প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন।

ইণ্ডিয়ান গ্লোব ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৭ সালের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান গ্লোব ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানটী গত ১৯৩১ সাল হইতে উল্লেখযোগ্য সফলতার সহিত এক দিকে জীবন বীমা ও অপরদিকে অগ্নি, মোটর ও নৌ-বীমার ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছেন। বোম্বাইয়ের অনেক কৃতি ব্যবসায়ী পরিচালকরূপে এই কোম্পানীর সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতায় কোম্পানীটির দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী ঐরূপ উন্নতিরই পরিচায়ক।

১৯৩৭ সালে ইণ্ডিয়ান গ্লোব ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগ ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৫৭০টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৫৩৫টি প্রস্তাবে এবার মোট ১০ লক্ষ ২৫০ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন বীমা বাবদ কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় বাৎসরিক ৫১ হাজার ৭০৫ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। বৎসরের শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার ১৮৭ টাকা।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৭১৩ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৮ হাজার ৩১৪ টাকা এবং অন্যান্য দফার আয় লইয়া এবৎসর কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল মোট ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৮৩ হাজার টাকা। এই আয় হইতে কোম্পানীর মৃত্যুদাবী বাবদ ১৬ হাজার ৮০ টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ৩ হাজার ৬৪১ টাকা, ম্যানেজিং এজেণ্টদের কমিশন বাবদ ১০ হাজার ৫৬১ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৫৭ হাজার ১৭৮ টাকা ব্যয় করেন। তাহাছাড়া অন্যান্য খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানার জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৯ টাকা। বৎসর শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৫৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে জীবন বীমা তহবিল বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৫৭ টাকা, বিবিধ বীমা বিভাগ হইতে গৃহীত ১ লক্ষ ১ হাজার ৩৫০ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৭১ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৩২ টাকা, টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানীর শেয়ার ১৪ হাজার ৬৫৭ টাকা, আসবাব পত্র ৩ হাজার ৩৫৬ টাকা, এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য ১৭ হাজার ৪৬৮ টাকা, প্রাপ্য মিমিয়াম ১৫ হাজার ৫৯২ টাকা, অর্গেনাইজেসন বাবদ ব্যয় ১৩ হাজার ৬৭৪ টাকা, পলিসি বন্ধকে

ঋণ ৮৯ হাজার ৩১১ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫২ হাজার ১১০ টাকা। আমরা এই উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে বোম্বাইয়ে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর দ্বিচত্বারিংশৎ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ রুস্তম কে, আর, কামা ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী উপস্থিত করা হয়। ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এবার মোট দশ মাসে বৎসর শেষ করা হইল। এই দশ মাসে কোম্পানী ৮ হাজার ৬৬৯টি পলিসিতে মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 'এম্পায়ারে'র এই কৃতকার্য্যতায় আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স্ অফিসেস্ এসোসিয়েসন

গত ২৩শে মার্চ্চ বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেস এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্য উক্ত এসোসিয়েসনের নিম্নোক্তরূপ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।—

প্রেসিডেণ্ট মিঃ পি সি রায় এম এ, বি এল (হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স লিমিটেডের সেক্রেটারী); ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট—মিঃ এম সি এম চিদমবরম (ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স); সেক্রেটারী মিঃ সি জি ফৌজদার (এসিয়ান এসিওরেন্স); সদস্য—ওরিয়েণ্টেল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ এইচ্ ই জোন্স, নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ এস বি কাউমাষ্টার, লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পণ্ডিত কে সান্থনম, ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ কে এম নায়ক, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর মিঃ এন দত্ত, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড্ প্রুডেন্সিয়াল কোম্পানীর মিঃ কে সি দেশাই, বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স সোসাইটীর মিঃ জে এম কডিরিও এবং জেনিথ লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ বইরামজি হরমোসজি।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড তাঁহাদের ২নং কলে বর্ত্তমানে কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন এবং ঐ কলের তৈয়ারী কাপড় শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জামসেদপুরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, জে, ঘান্ডি এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মিঃ ঘান্ডি তাঁহার বক্তৃতায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অভাবনীয় কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করেন এবং উহাকে ভারতের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় ব্যাঙ্করূপে আখ্যাত করেন।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি পাকুড়ে কলিকাতার ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। সাব ডিভিশন্যাল অফিসার রায় সাহেব অখিলেশ্বর প্রসাদ এই শাখাটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। রায় বাহাদুর শেঠ তুমুল এবং ডাঃ এ আর দত্ত প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চিটাগং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম চিটাগং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ চন্দ্রশেখর দে গত ১লা মার্চ্চ তারিখে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

বাউরিয়া কটন মিলস্ কোং লিঃ

সম্প্রতি বাউরিয়া কটন মিলস্ কোম্পানীর গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসের মোট আয় হইতে কার্য্য পরিচালনা ব্যয় মিটাইয়া ও ক্ষয় পূরণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর ৯২ হাজার ২০৭ টাকা লাভ হয়। উহার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের জের ৭ হাজার ৩৩৪ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট বণ্টনযোগ্য লাভ দাঁড়াইয়াছে ৯৯ হাজার ৫৪১ টাকা। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহা হইতে ৯৬ হাজার টাকা বৎসরে শতকরা ৮ টাকা হারে অংশিদারদিগকে চারি বৎসরের লভ্যাংশ দেওয়া এবং ৩ হাজার ৫৪১ টাকা আগামী ছয়মাসের হিসাবে জমা দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

ন্যাসনাল সোপ এণ্ড্ ক্যামিকেল ওয়ার্কস লিঃ

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে বজবজে ন্যাশনাল সোপ এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস লিমিটেডের একটি সো-রুম খোলা হইয়াছে। উহাতে কোম্পানীর তৈয়ারী বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ ও বিক্রয়ার্থ মজুদ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বজ্‌বজ মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান উক্ত সো-রুমটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

সাইন ফিনান্স এণ্ড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে উপরোক্ত কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। উহার মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী টাকা। উহা ৫০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৯০ হাজার অর্ডিনারী প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ ডেফার্ড অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়া উক্ত কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে :—স্যার রিচার্ড টেম্পল, স্যার ডি, বি কুপার, স্যার কে, এন, হাসকার, রাও বাহাদুর ডি, এ, সাতে, রায় বাহাদুর কানাইয়ালাল ভাণ্ডারী, মিঃ মথুরাদাস টি আশুমূল, রায় বাহাদুর নারাণদাস পুহুমুল, শেঠ ত্রিকমলাল গিরধরপাল, মিঃ আর, ভি, থাণ্ডওয়ালা, রায় বাহাদুর আর, এস আয়ার ও মিঃ আর টমাস। ভারতবর্ষে সিনেমা শিল্পের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া এই কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। সিনেমা শিল্পের বিভিন্ন দিকে কোম্পানী অর্থনিয়োগ করিবেন। এই কোম্পানীর অধীনে সাইন প্রডিউসার্স লিমিটেড, সাইন সার্ভিসেস অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, সাইন ডিষ্ট্রিবিউশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, সাইন পাবলিসিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও সাইন একাডেমী অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি নামে কতকগুলি কোম্পানী পরিচালিত হইবে। উহাদের দ্বারা এদেশে ফিল্ম প্রস্তুত করা, ফিল্ম সরবরাহ করে, ফিল্ম প্রদর্শন করা, ফিল্মের জন্য প্রচার কার্য্য চালান এবং ফিল্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হইবে। ভারতবর্ষে এক্ষণে সিনেমার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে অন্যান্য দেশে বর্ত্তমানে যেরূপ অধিক সংখ্যায় সিনেমা চলিতেছে সে তুলনায় ভারতবর্ষের সিনেমা শিল্প এখনও অনেক পশ্চাতে। এই অবস্থায় যে উদ্দেশ্য লইয়া সাইন ফিনান্স এণ্ড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে উহার কার্য্য সফলতার সুযোগ সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মেসার্স সিরারটি লিমিটেড এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস—নানকি বিল্ডিং এলফিন্সটোন সার্কুল, ফোর্ট, বোম্বাই।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হাওড়া ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এল এম সরকার। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪৩ নং এম সি ঘোষ লেন, কলিকাতা।

বরিশাল কটন এণ্ড্ ওয়ার প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রমেশ চন্দ্র কর। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস বরিশাল।

ল্যাণ্ড এণ্ড্ হাউসিং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ প্রকাশ চন্দ্র নান। ব্যবসা জমিবাড়ী ক্রয় ও খারিজ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৭৬।৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মারওয়াড়ী হাকিমী বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ এস জৈন। ব্যবসা ঔষধাদি ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৯৪ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মত ও পথ

১৯৩৮ সালে আর্থিক দুনিয়া

লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্র গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যায় ১৯৩৮ সালে আর্থিক দুনিয়ার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ভূমিকায় উক্ত পত্র বলিতেছেন :—

"জীবনযাত্রার ক্রমিক উন্নতি এবং সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অধিকতর সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা—এই দুইটী মাপকাঠি দ্বারা যাহারা অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পরিমাপ করিয়া থাকেন ১৯৩৮ সালের গতিধারা আলোচনা করিলে তাঁহারা বিশেষভাবে নিরাশ হইবেন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি জনসমাজের হিতার্থে নিয়োগ করিয়া শান্তি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করাই সভ্য দুনিয়ার রীতি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গত বৎসরে আমরা সে বিষয়ে একটা বিরূপ গতিধারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেন না ঐ বৎসরে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির চেষ্টা যত্ন বিশেষভাবে সমরায়োজনের পথে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ধন সম্পদও অনেক পরিমাণে সমরোপকরণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইয়াছে। দেশে দেশে এক্ষণে সমরায়োজনের তোড়জোড় খুবই সুস্পষ্ট। রণসম্ভার বাড়াইবার বিকৃত খেয়াল এতদূর সংক্রমিত হইয়াছে যে, ইহার শেষ বিন্দু মোটেই দেখা যাইতেছে না। জাতীয় শিল্প প্রচেষ্টা এক্ষণে অনেক পরিমাণে সমরোপকরণ নির্ম্মাণে নিবদ্ধ হইতেছে। সমর সম্ভার বৃদ্ধিই এক্ষণে অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯৩৭ সালের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমিক মন্দার সূচনা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগে ঐ বিষয়ে পুনরায় একটা উন্নতি লক্ষিত হয়। কিন্তু এই উন্নতি মূলতঃ কেবল সমরায়োজনের কার্য্যধারা দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। সরকারীভাবে অধিকতর অর্থব্যয় আরম্ভ করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে আপাতঃভাবে একটা শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশেও তাহাই দেখা গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত সরকারী খরচপত্র লোকের সুখসাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হয় নাই। আসলে তাহা নিয়োজিত হইয়াছে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির জন্য। কাজেই বর্ত্তমান উন্নতির ধারা জন কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া আমাদিগকে ধ্বংস ও বিনাশের পথেই অগ্রবর্ত্তী করিয়া তুলিতেছে। ১৯৩৯ সালে এই বিপুল সমরায়োজনের প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিবার বিষয়।

ভারত সরকারের শুল্কনীতি

বোম্বাইয়ের কমার্স পত্র গত ১১ই মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিতেছেন—অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারের শুল্কনীতি কিরূপ দাঁড়াইবে তদ্বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে চিনির আমদানী শুল্কের হার কি পরিমাণ হইবে এবং ইংলণ্ডের সহিত কিছুদিনের ভিতর একটা বাণিজ্যচুক্তি স্থিরিকৃত হওয়ার যে বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহা বিধিবদ্ধ হইলে এদেশে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র আমদানীর উপর কি হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে সে সব বিষয়ে ব্যবসায়ী মহলের যথেষ্ট কৌতূহল রহিয়াছে। কিন্তু অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ তাঁহার বক্তৃতায় ঐসব বিষয়ে কোন কিছু ব্যক্ত করেন নাই। শর্করা শুল্ক সম্বন্ধে তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে খান্দেসারি চিনির শুল্কের হার এক টাকা হইতে কমিয়া আট আনা দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরের বাজেট বরাদ্দে চিনির আমদানী শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক বাবদ আয় মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যাহা হউক কিছুদিনের ভিতর শর্করা শিল্প সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ডের প্রদত্ত রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আমদানীকৃত বস্ত্রের উপর শুল্কের হার অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে অর্থসচিবের বক্তৃতা হইতে সে সম্বন্ধেও কোন আভাষ পাওয়া যায় না। কেবল একটি মাত্র জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়াছে যে চলতি বৎসরে যেস্থলে শুল্ক বিভাগের মোট ৪০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে সেস্থলে আগামী বৎসরের হিসাবে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৪০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অর্থসচিব বলিয়াছেন যে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র সূতা এবং কার্পাস বস্ত্রের দফায় আমদানী শুল্ক কিছু কম আদায় হইবে মনে করিয়া এবার কম আয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। অর্থসচিবের এই মন্তব্যের তাৎপর্য্যও নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির সর্ত্তগুলি প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু উপলব্ধি করিবার সুবিধা নাই। বাজারে গুজব এই যে আমদানী শুল্ক শতকরা সাড়ে সাত টাকা হিসাবে হ্রাস করা হইবে। এই গুজব সত্য হয় কি না তাহা অপেক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা

গত মাঘ সংখ্যা 'জীবন বীমা' পত্রিকার প্রকাশিত 'ভারতে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ কে এস রায় বলিতেছেন—জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য যত্ন ও উন্নতির প্রশ্ন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এদিক হইতে দেখিতে গেলে প্রদেশ সমূহে অবিলম্বে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। বাংলার ন্যায় প্রদেশ, যেখানে ম্যালেরিয়া, যক্ষা এবং অন্যান্য মহামারী ও সংক্রামক রোগসমূহ এত ব্যাপক এবং যাহার ফলে উক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ অধিক দ্রুততর গতিতে অপচয়ের পথে চলিয়াছে সেখানে জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনের সমস্ত উদ্যমের পুরোভাগে স্থান দিতে হইবে জাতীয় স্বাস্থ্য-সমস্যাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতি বৎসর এই প্রদেশের কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি ঘটিতেছে তাহা দেখাইবার মত কোন সরকারী নিরূপিত সংখ্যা বিবরণ নাই বটে, কিন্তু একথা সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, সেরূপ কোন সংখ্যা বিবরণ থাকিলে তাহা দেখিয়া সকলের মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হইয়া যাইত। ইংলণ্ডে সরকারী ভাবে কোন ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে প্রাইভেট গিল্ড পারস্পর্য্যমূলক কতকগুলি সোসাইটি স্বেচ্ছামূলক চাঁদা প্রদানের নীতিতে একটি অত্যন্ত জটিল প্রণালীর রোগ ও দুর্ঘটনা বীমার কার্য্য করিত। এই প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়াই উক্ত কালে পূর্ণ বিকশিত জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা প্রণালী গড়িয়া উঠে। এই সমুদয় গিল্ড ও সোসাইটিগুলি উহাদের সভ্যবৃন্দের বিপদের সময় বিশেষতঃ যখন তাহারা রোগ কিংবা বার্দ্ধক্যে জর্জ্জরিত হইত সে সময়ে সাহায্য দানের দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিত। এক্ষেত্রে আইন প্রবর্ত্তন বিষয়ে জার্ম্মানীই জগতে প্রথম অগ্রবর্ত্তী হয়। ১৮৮৩ সালে বিসমার্ক জার্ম্মানীতে জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। তারপর ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য বীমা পদ্ধতি বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আমাদের মনে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মোটের উপর এই পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যাহাদের বেতনের হার বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ডের ঊর্দ্ধে নহে এরূপ প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক হয় বাধ্যতা-মূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছায় চাঁদাদাতা হিসাবে ইংলণ্ডের জাতীয় স্বাস্থ্য-বীমার আশ্রয়ে রহিয়াছে। নিয়োজিত ব্যক্তি এবং নিয়োগ কর্ত্তা প্রতি সপ্তাহে চাঁদা দেন এবং তাহার সহিত রাষ্ট্রের একটা দান যোগ করা হয়। বীমাকারী কতকগুলি সুবিধা লাভের অধিকারী হয়। তন্মধ্যে প্রধান চিকিৎসার সুবিধা এবং রোগ ও অক্ষমতায় সাময়িক অর্থ সাহায্য। প্রসবকালীন প্রয়োজনে সাহায্য লাভও ইহাদের মধ্যে একটি। যত্নপূর্ব্বক পরিচালিত গাণিতিক বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরই স্কীমটি প্রতিষ্ঠিত। রেজিষ্টার্ড চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা এই স্কীমের আমলে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। বীমাকারীরা যাহাতে রোগের সময় নানারূপ সুবিধা পায় তজ্জন্য ডাক্তারগণ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিয়া থাকেন।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১৭ই মার্চ্চ

এসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্বানুরূপই রহিয়াছে। গত সপ্তাহে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৲ টাকা। এসপ্তাহে ঐরূপ সুদের হারেই ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে বর্ত্তমানে টাকার তেমন কোন চাহিদা হইতেছে না। শিল্প বাণিজ্যের গতি নানাকারণে ক্রমেই অনিশ্চিতকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থায়ও বাজারে এখন পর্য্যন্ত কল টাকার সুদের হার উচ্চহারে বজায় থাকিতেছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গত কয়েক মাস যাবৎ বাজারে খুব কম পরিমাণে ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়া আসিতেছিল। ফলে প্রতি সপ্তাহে যেস্থলে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল পরিশোধ বাবদ বাজারে গড়ে আড়াই কোটি টাকা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে সেস্থলে প্রতি সপ্তাহে নূতন ট্রেজারী বিল বাবদ নিয়োজিত হইয়াছে মাত্র ১ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে সে বিষয়ে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা গিয়াছে। কেন না আগামী সপ্তাহে এক কোটি টাকার স্থলে দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে এক সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ রীতিমত টেণ্ডার আহ্বান করিয়া ট্রেজারী বিল কম বিক্রয় করা হইলেও ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল দ্বারা বাজার হইতে যথেষ্ট টাকা তোলা হইতেছিল। বর্ত্তমানে একদিকে ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অপরদিকে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে টাকা নিয়োগ সম্পর্কে সুযোগ সুবিধা আসলে তেমন কিছু বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না।

গত ১৫ই মার্চ্চ ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। ৯৯৷৴৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৶৩ পাই দরের শতকরা ৭৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার এক আনা পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহে তাহা ছিল ২৷৷০ আনা। এ সপ্তাহে উহা ২৷৶০ আনা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২০শে মার্চ্চের জন্য ৩ মাসের মেয়াদি মোট দেড় কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১০ই মার্চ যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে মোট ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১ কোটি ৬২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিল খরিদ করেন। এসপ্তাহে তাঁহারা প্রতি টাকায় ১ শি ৫৲ পেনী দরের টেণ্ডারে মোট ৫ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিল ক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময় বাজারে এসপ্তাহে বিশেষ মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থাপিত হয় নাই। বেচাকিনাও হইয়াছে খুবই কম। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠায় সমরায়োজনের প্রয়োজনে পুনরায় নূতন কিছু থলের অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কাজেই ভবিষ্যতে ঐ দিক দিয়া রপ্তানী বাড়িবার সুবিধা কিছু হইতে পারে। সেপ্টেম্বর মাসে যখন সমরের আতঙ্ক দেখা গিয়াছিল তখন লণ্ডনে ডিসকাউণ্ট হার চড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতিতে এখনও ডিসকাউণ্ট হার চড়ে নাই তাহা কতকটা সুলক্ষণ বলা চলে।

অদ্য বিনিময় বাজারের বিকিকিনিতে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৲ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫৲ পে
ডি, এ, ৩ মাস	„	১ শি ৬৲ পে
ডি, এ, ৪ মাস	„	১ শি ৬৲ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৫
মার্ক	„	৮৬৲
গিলডার	„	৬৫৲
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৬৷৶০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৭ই মার্চ্চ

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নূতন উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হইলেও এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন গত সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণী চেকোশ্লোভেকিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলে বৃটীশ মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন মিউনিক চুক্তি দ্বারা জার্ম্মাণীকে সুদেতান অঞ্চল ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধনীতি রোধ করেন। এক্ষণে ছয় মাসকাল অতিক্রান্ত না হইতেই হের হিটলার পুনরায় তাহার উগ্রমূর্ত্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে হিটলার কতকগুলি দাবী জানাইয়া চেকোশ্লোভেকিয়া গভর্ণমেণ্টকে এক চরম পত্র প্রদান করেন। পরদিন জার্ম্মাণীর সৈন্যবাহিনী বিনা সংগ্রামে চেকোশ্লোভেকিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে চেকোশ্লোভেকিয়া এখন আর কোন স্বাধীন দেশ নহে। উহা এখন জার্ম্মাণীর আয়ত্বাধীন একটি আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। একটি স্বাধীন দেশকে আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর এই তেজোদৃপ্ত অভিযান যেমন আকস্মিক তেমনই অপ্রত্যাশিত, ইহাতে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থায় একটা নূতন আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে যুদ্ধের আশঙ্কাও বিশেষ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার ফলে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ইতিমধ্যেই লণ্ডন ও নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে কতকটা মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারেও কাজকর্ম্মের উৎসাহ মন্দীভূত হইয়াছে। দামের হারও পূর্ব্বের তুলনায় কিছু নামিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অভিযান সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন ও শেষপর্য্যন্ত রাজনৈতিক দিক দিয়া কিরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীরা এক্ষণে প্রতীক্ষা করিয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছেন। সেজন্য বাজারের ভবিষ্যতই অনেকটা অনিশ্চিত মনে হইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোম্পানীর কাগজ বিভাগের উপরই সবচেয়ে বেশী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিয়াছে। সমরাতঙ্কের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠার ফলে লণ্ডনে সরকারী সিকিউরিটির মূল্য কতকটা নামিয়া আসিয়াছে। আর ঐ সঙ্গে কলিকাতার বাজারেও কোম্পানীর কাগজের দাম বিশেষভাবে নামিয়া গিয়াছে। গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৭৵০ আনা। গত ১৪ই তারিখ তাহা কমিয়া ৯৬॥৵ আনা হয়। অদ্য তাহা ৯৫৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগেও এসপ্তাহে দামের খুব পড়তি লক্ষিত হইয়াছে। ম্যাকনীল কোম্পানীর পরিচালনাধীন কয়েকটি কয়লা খনির কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণী মোটামুটি সন্তোষজনকই বলা যাইতে পারে। ইকুইটেবল কোম্পানী গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে তাহাদের প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি করিয়া প্রতি শেয়ারে দেড় টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ও তাহাদের প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সন্তোষজনক অবস্থা লক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এ সপ্তাহে কয়লা কোম্পানীর শেয়ারের দাম কমিয়া গিয়াছে—ইহা বিস্ময়ের বিষয়। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ৩০৮ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতার জন্য এ সপ্তাহে পাটকল বিভাগেও দামের একটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। পাটের থলের নূতন অর্ডার সম্বন্ধে জনরব চলিতে থাকিলেও এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কিছুই জানা যাইতেছে না। ব্যবসায়ীরা ঐ বিষয়ে আশা ভরসা নিয়া অপেক্ষা করিতেও আর প্রস্তুত নহে বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় স্বভাবতঃ পাটকলের দাম কিছু পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৩৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ৩০॥ আনা। অদ্য তাহা ২৮॥৵ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নোক্তরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৮৮৵০
৩, সুদের ঋণ (১৯৪১)	১০২।০
৩, " ঋণ (১৯৫১-৫৪)	১০০॥৴,১০০॥৴৬,১০০।৴

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ　৯৭॥৵,৯২৵৬,৯৭৲,৯৭৴,৯৬৸৶,৯৭৵,৯৭৻৬, ৯৭৵,৯৭৲,৯৭৵৬,৯৭৶,৯৭৴,৯৭৵,৯৭৲,৯৭৴৬,৯৬৸৵,৯৬॥৶, ৯৬॥৵,৯৬।৶,৯৬।৵,৯৬৶,৯৫৸৵,৯৫॥৶,৯৫৸০

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)　১০৪৸৵,১০৪৸৶

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩)　১০৭৸৬,১০৭৸৴

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)　১১০৸৶

৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)　১১৬।০

৫৲ সুদের ঋন (১৯৩৯-৪৪)　১০১৵

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩)　১০৪॥৬

৫৲ .. ঋণ (১৯৪৫-৫৫)　১১৪॥৵৬,১০৪৸৴

ডিবেঞ্চার

৬৲ সুদের (১৯৫১) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ　১০০৲

৩॥০ সুদের (১৯৩৫-৬৫) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ　১০১॥০

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক　৩৩।৵

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)　১,৫২০৲, ১,৫২৫৲, ১,৫৩০৲, ১,৫২২৲

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক　১১২॥০,১১২৲,১১২॥০,১১২৲,১১৩৲,১১২৲,১১১॥০,১১২॥০

কয়লার খাদ

বেঙ্গল　৩১৪৲,৩১১৲,৩১২৲,৩০৪৲,৩০৬৲,৩০৫৲,৩০৭৲, ৩০৬৲,৩০৮৲

ভালগোরা　৪৶

বোকারো ও রামগড়　১৪॥০

বড়িয়া (অর্ডি)　১০।০

বড় ধেমো　৩৲,৩৵

বরাকর　১৩৵,১৩৶,১৩।০,১৩॥০,১৩৲

সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ　১০৸০

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান　২০।০,২০॥০

ইকুইটেবল　৩৩৸৵,৩৪৵,৩৪।৵,৩২৸০,৩৩৲

ধসিক ও মুশ্লিয়া　২।৶

ভুরিলাদী　১৩৸০,১৪৲,১৩।০,১৩॥০,১৩৸০,১৩৵,১৩।৵,১৩।০,১১।০,১১॥০

জয়ন্তী সেণ্ট্রাল　১॥৵০,১॥৴

কালাপাহাবী　১২।৵

মুগুমপুর　৮।০,৮॥০,৮॥৵,৮৵,৮।৶,৭৸০

নিউ বীরভূম (অর্ডি)　১৭॥৵

নিউ বীরভূম (প্রেফ)　১৪॥০,১৪৸০

নিউ মানভূম　৩০॥০

নর্থ দামুদা　৪৶,৪।৴০,৪৵,৪।০

রাণীগঞ্জ　৩০৲

সাউথ কারাণপুরা　৪।৵,৪॥০

টালচর　১৶০

ইউনিয়ন　২৭॥৵,২৭৸০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেনারস ইলেকট্রিক　১৩।৵০

বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি)　১৭।০,১৭॥০,১৭।৵০

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)　১৩॥৵০,১৩॥০,১৩।৴০

লাহোর ইলেকট্রিক　৪৪৫৲,৪৪৭॥০

পাটনা ইলেকট্রিক　১৪৸০,১৫৲

রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক　২৩৸০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন　৫।০

বার্ণ এণ্ড কোং (৭৲ সুদের প্রেফ)　১৪৯॥০,১৫০॥০,১৫১৲,১৪৯।০

হুকুমচাদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অর্ডি)　২৴০,২৲

ইণ্ডিয়ান গালভানাইজিং　২০।০,২০৲

ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল　৩০॥৵,৩০॥৶০,৩০৸৶০,৩০।৶০,৩০॥৵০,৩০।৵০, ৩০।৴০,৩০।৵০,৩০॥৵০,৩০।৵০,৩০॥০,৩০৸০,৩০॥০,৩০।৶০,৩০॥০,৩০।৵০, ৩০।৴০;৩০।০,৩০॥০,৩০৶০,৩০।০,৩০৵০,৩০৴০,৩০৲,২৯৸৶০, ২৯৲,২৯।০, ২৯৶০,২৮৸৵০,২৮॥৶০

কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি)　২।৵০,২।০,২।৵০

কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ)　৭১৲,৭২৲,৭৩৲

ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল　৩৸০,৪৲,৩৸০,৩৸৴,৩॥৵,৩।৶

সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং　৫৴,৪৸৵,৫৲,৪৸৵,৫৲

ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি)　১১॥৵,১১৸৴,১১।৶,১১॥০,১১॥৵,১১।৶,১১॥০, ১১৸০,১১॥০,১১।৵,১১।৶,১১॥৵,১১।৶,১১।৵,১১॥৵,১১।৴,১১॥৴,১১।০, ১১।৵,১১॥০,১১॥৵,১১৶,১১৴,১১৵,১১৴০

ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)　৯৫॥০,৯৬৲,৯৫৲,৯৬৲,৯৪॥০,৯৪।০

পাট কল

আদমজী (অর্ডি)　১১।০,১০৸৵০,১১৲

আগরপাড়া　১৭৸৵০,১৮৵০,১৮।০

৪।০ সুদের আগরপাড়া জুট ডিবেঃ (১৯৪৯-৫৪)　৯৯৸০,৯৯॥০,১০০৲

এ্যালবিয়ন (প্রেফ)　১৪১৲

এ্যালায়ান্স　২২২৲,২২৩॥০,২৩১৲

এ্যাংলোইণ্ডিয়া (প্রেফ)　১৪৯৲,১৪৭৲

অকল্যাণ্ড　১৮১৲,১৮০৲,১৮১৲

বালী (অর্ডি)　২০২॥০,২০১॥০,২০২॥০,২০০৲,১০৪৲,১৯৫৲

বজবজ　২৭৫॥০

ক্যালিডোনিয়ান　৩৬৯৲

চাঁপদানী　১৬১৲,১৬০৲,১৬২৲

সিভিয়ট (প্রেফ)	১৩২৲
চিতাভালসা	১২৷৷০
ক্লাইভ (অডি)	২৭৷৷০,২৭৸০,২৭৷৵,২৭৷৷৵,২৭৷৵,২৭৷৴,২৭৷৷০,২৭৷৷৵০
ডালহৌসী (প্রেফ)	১৪০৲,১৪৬৲
ডেল্টা (প্রেফ)	১২০৸০,১২১৸০
এম্পায়ার	২৭৷০
গ্যাঞ্জেস	২৫২৲
গৌরীপুর	৫৭০৲,৫৭৩৲,৫৭১৲,৫৭৪৲
গৌরীপুর (প্রেফ)	১৩২৲,১৩৩৲
হুগলী	৫৪৲
হুগলী (প্রেফ)	১৭৷৷০
হাওড়া	৫৬৸০,৫৬৷৷৶,৫৭৶,৫৬৸০,৫৭৷০,৫৬৷৷৶,৫৬৸০,৫৬৸৶,৫৭৶,৫৭৵, ৫৭৷০,৫৭৵,৫৭৴,৫৭৶,৫৭৵০,৫৬৷৴,৫৫৸৶,৫৬৷৷০, ৫৬৸৵,৫৬৸০,৫৬৷৷৶,৫৬৵,৫৬৸৴
হুকুমচাঁদ	৬৸০,৭৲
ইণ্ডিয়া	৩১২৲,৩১০৲,৩১৩৷৷০
কামারহাটী (অডি)	৫১৯৲,৫১৮৲,৫১৯৷৷০,৫১৫৷৷০,৫১৫৲
কাঁকনাড়া	৩৯০৲,৩৮৯৷৷০,৩৩৮৲
খরদহ (প্রেফ)	১৩১৲,১৩২৲
কিনিসন (প্রেফ)	১৫৬৲
মেঘনা	২৬৷০
নৈহাটী (অডি)	৩২৫৲,৩২৭৲
নৈহাটী (প্রেফ)	১৪৪৲ ১৪৫৲
ন্যাশনাল	২২৸৵০,২২৸৶০,২৩৶০,২৩৷০,২২৸৵০,২৩৵০
নিউসেণ্ট্রাল	৩০২৲,৩০১
ওরিয়েন্ট	১৮২৲
প্রেসিডেন্সী	৩৸৵০,৪৲,৩৸৴০,৩৸৶০,৪৲,৩৸০,৩৸৴০,৩৸৶০,৩৸০,৩৸৵০, ৪৲,৩৸৴০,৩৸০,৩৸৵০,৩৸৴০,৩৸৶০
রিলায়ান্স (প্রেফ)	১৫৭৲,১৫৫৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৬৷৴০,৬৷৷৴০,৬৷৵০,৬৷৷৵০,৬৷০,৬৷৷০,৬৷০,৬৷৴০,৬৷৷৴০ ৬৷৴০,৬৷৷৴০৬৷৵০,৬৷৷৵০,৬৷৴০,৬৷৷০,৬৷০,৬৷৷০,৬৶০,৬৷৵০,৬৵০
কনসোলিডেটেড্ টিন	৬৵০,৬৲,৬৷০,৬৴০,৬৷৴০,৬৵০,৬৲৫৸৶০,৬৶০,৬৷০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	২৴০,২৶০,২৴০,২৶০,২৵০,২৷০,২৵০,২৷০, ২৵০,২৷০,২৶০,২৵০,২৶০,২৴০,২৶০,২৴০,২৵০,২৴০
রোডেসিয়া কপার	১৷০,১৷৴০১৷৵০,১৷৴০,১৷৶০

চিনির কল

বলরামপুর	৮৲,৮৷০,৮৲৮৷৷০
বুল্যাণ্ড	১১৷০
কানপুর (অডি)	১৫৸০
কানপুর (প্রেফ)	১৬০৲
চম্পারণ	১১৷০,১১৷৷০,১১৷৵০,১১৷৷৵০,১১৵০,১১৷৷০,১১৸০,১১৷৷৵০,১১৷৴,১১৷৷০
নিউ সাভন	৭৷০
রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার (প্রেফ)	১০১৲,১০২৲
৫৷৷০ সুদের রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার (১ম মর্টগেজ) ডিবেঃ	১০৩৷৷০,১০৪৲
রেঙ্গা	১১৷৷৵০,১১৷০,১১৷৵০,১১৷৷৵০,১১৷০,১১৷৷০
রিয়াম	১৪৲
সাউথ বিহার	২০৷০,২০৷৷০,২০৸৵০,২১৵০,২১৷০,২১৷৷০

চা বাগান

বাগমারী	৩৷৷০
বানারহাট (প্রেফ)	১৩৭৲
বড় দীঘি	৩৮৸০
ইষ্টার্ণ কাছাড়	৮৵০, ৮৷০
গিলাপুকুরী	২০৸০, ২১৲
হান্টাপারা	২৮৮৲, ২৮৯৷৷০
মুড় ফুলানী (প্রেফার্ড অডি)	৫৷০, ৫৷৷০
নাম্বর নদী	৫৷০
নিউ চুমটা	২০৲
সাপয়	৭৸০, ৮৲
৯৲ সুদের টোঙ্গানী টি ডিবেঃ (১৯৩৩—৩৫—৪১)	১০১৲
তকভার	৯৲, ৯৷০, ৯৷৷০

বিবিধ

এ্যালকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ)	১১৯৲
আসাম সঙ্ঘ	৷৷৶০, ৸৴০, ৸৵০, ৸৶০
এসোসিয়েটেড্ হোটেলস (অডি)	১৷৷০, ১৷৷৵০
" " (প্রেফ)	৭৬৲
বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ)	১৭৵০, ১৬৸৵০, ১৭৵০
বেঙ্গল টিম্বার (অডি)	১৫০৲, ১৫১৲
বেঙ্গল টিম্বার (প্রেফ)	১৬৬৲, ১৬৪৷৷০
ভারত অয়েল	২৷০
বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম	৩৷৷৶০, ৩৷৷৴০
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)	২৷৷৵০, ২৸৴০, ২৷৷৴০, ২৷৷৶০, ২৷৷৵০, ২৸০, ২৷৷০, ২৷৷৶০, ২৷৷৵০, ২৷৷৶০, ২৸৴০ ২৸০ ২৷৷৵০, ২৸০, ২৷৷৶০, ২৸৴, ২৷৷৶০, ২৸৴০, ২৷৷৶০।
বি, আই, কর্পোরেশন (ডেফ)	১৫০৲ ১৫১৲
ক্যালকাটা সিল্ক (প্রেফ)	১০১৷৷০, ১০২৷৷০, ১০১৷৷০ ১০২৷৷০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অডি)	৯৸০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৯৫৷৷০ ১৬৲ ৯৪৷৷০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রফ)	৩৷৶০ ৩৷৷৴০ ৩৷০ ৩৷৴০ ৩৷৷৴০ ৩৷৷৵০ ৩৷৵০
ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অডি)	৯৬৷৷০
ইণ্ডো বার্ম্মা পেট্রল (প্রেফ)	১২২৷৷০ ১২৩৷৷০
ওরিয়েন্ট (প্রেফ)	৮৪৲ ৮৫৷০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ (অডি)	২৪৷৷০
শ্রীগোপাল পেপার	৪৷৷৴০ ৪৸৴০ ৫৲ ৫৵০
ষ্টার পেপার	৬৷৷০ ৬৸০
টিটাগড় পেপার ('এ' অডি)	১৩৷০ ১৩৷৷৵০
" " ('বি' অডি)	১৩৷০ ১৩৷৷৵০ ১৩৶০ ১৩৷৶০
" " (১ম প্রেফ)	১৬৮৲
ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট	১৷৴০ ১৷৶০ ১৷৴০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

এসপ্তাহে প্রথম ভাগে ফাটকা বাজারে পাটের দর অনেকটা চড়া হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু শেষ দিকে তাহা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। গত ১১ই মার্চ্চ যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৪৬৷৹ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ছিল ৪৫॥৹ আনা। গত ১৩ই তারিখ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৪৬॥৹ আনা ও ৪৫৸৵৹ আনা দাঁড়ায়। তারপর উহা কিছু কিছু কমিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। অদ্য তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪৩৸৵৹ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪৩॥৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৩ই মার্চ্চ	৪৬॥৹	৪৫৸৵৹	৪৬৲
১৪ই „	৪৫৸৹	৪৫৲	৪৫৵৹
১৫ই „	৪৫৷৹	৪৪॥৹	৪৫৲
১৬ই „	৪৫৷৵৹	৪৪॥৵৹	৪৪৸৹
১৭ই „	৪৪৸৵৹	৪৪৷৹	৪৪৷৹
১৮ই „	৪৩৸৵৹	৪৩॥৹	৪৩॥৴৹

গত ১০ই মার্চ্চ শুক্রবার ডাণ্ডির জন্য বিস্তর পরিমাণ পাট ক্রয় করা হইয়াছিল এইরূপ উৎসাহ-ব্যঞ্জক অবস্থার ফলে শনিবার দিবস পাটের দর চড়িয়া ৪৬৷৹ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৩ই তারিখ সোমবার পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার প্রাপ্তি সম্বন্ধে জনরব প্রবল হওয়ায় দরের ঐ চড়াভাব বৃদ্ধি পায় ও দামের হার সর্ব্বোচ্চে ৪৬॥ আনা পর্য্যন্ত উঠে। মঙ্গলবার দিবসও দামের হার অনেকটা চড়াহারেই বলবৎ থাকে। কিন্তু ১৫ই তারিখ হইতে ইউরোপে নূতন রাজনৈতিক জটিলতার উদ্ভব দেখা যায় এবং ঐ নানা উদ্বেগ আশঙ্কায় ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিততর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

কাজেই বাজারে একটা হতাশার ভাব সৃষ্ট হয় এবং দরের হারও পড়িয়া যায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বর্ত্তমানে যে সমরায়োজন চালাইতেছে তাহাতে বেশী পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজন হওয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ সব দেশ হইতে নূতন থলের অর্ডার আশা বিচিত্র নহে। কিন্তু অচিরেই যদি যুদ্ধ বাধিয়া যায় তবে অধিক সংখ্যায় পাটের থলে চালান দিয়া লাভবান হওয়ার আশা তেমন কিছু করা যায় না। কেন না যুদ্ধ বাধিয়া গেলে নূতন থলের জন্য অর্ডার পাওয়া গেলেও সংগ্রাম চলিতে থাকার সময়ে নিরাপদভাবে পাটের থলে রপ্তানী করিবার সুবিধা বিশেষ কিছু না থাকিবারই সম্ভাবনা। কাজেই ঐ দিক দিয়া দেখিতে গেলে অবিলম্বে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে পাটের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে বিপর্য্যয় সূচিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেজন্য সমরাতঙ্কের দরুণ পাটের দরের হারও নামিয়া আসিতেছে।

মফঃস্বলে নূতন মরশুমের পাট বুনিবার সময় আসিয়াছে। এই সময়ে বৃষ্টিপাত হওয়া ভবিষ্যৎ পাট ফসলের দিক দিয়া খুবই প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় কিন্তু এখনও বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাতের অভাবে পাট উৎপাদনকারী জেলা সমূহে লোকে এপর্য্যন্ত কেবল নিম্নভূমিতেই কিছু কিছু পাট বুনিতে সমর্থ হইয়াছে। আগামী মরশুমের জন্য কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় এবং নূতন ফসলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে পাটের দরের হার অনেক পরিমাণে নিরূপিত হইবে। বর্ত্তমানে আবহাওয়ার গতি যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্রই ভালরূপ বৃষ্টিপাত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

আল্‌গা পাটের বাজারে এসপ্তাহে চটকলওয়ালারা পাটক্রয় বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় নাই। থলের দামের হারও নিম্ন দেখা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিড্‌ল শ্রেণীর পাটের দরের হার প্রতিমণ ৮৷৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রপ্তানীকারকদের দিক হইতে তেমন কোন দাবীদাওয়া না থাকায় গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে পাকা বেল বিভাগে অপেক্ষাকৃত মন্দা দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহের শেষদিকে বাজারে প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দাম ছিল ৪৪৸ আনা। গতকল্য পর্য্যন্ত বাজারে তাহা নামিয়া ৪৩॥৹ আনা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

পাটের থলের নূতন অর্ডার প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানারূপ গুজব চলিতে থাকায় এ সপ্তাহে চট ও থলের বাজারে একটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হয়। তাহাতে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের হারও কতকটা তেজী হইয়া উঠে। তবে শেষ পর্য্যন্ত সেই চড়তি ভাব সম্পূর্ণ বজায় রহে নাই। গত কল্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১১৷৴৹ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার বাজারে মন্দারভাব বলবৎ ছিল, কিন্তু শেষের দিকে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার স্মিদ বিলের অনিশ্চয়তার ফলেই প্রথমদিকে মন্দা যায়; কিন্তু পরে স্মিদ বিলে আমেরিকার সরকারী ঋণ অনুসারে মজুদ তুলা আগামী জুলাই মাসের পূর্ব্বে না ছাড়িবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া তেজীভাব দেখা দেয়; তবে বাজারে এরূপ সন্দেহ ছিল যে, বিলটি শীঘ্র পাশ করা সম্পর্কে উহার বিরোধিতা হইতে পারে। সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত বিল শীঘ্রই পাশ হইবে। ইহার ফলে কারবার বৃদ্ধি পায়; বাজার দরও চড়া যায়। বোম্বাই-এর তুলার বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর বাজার বন্ধের সময় ১৫৪৷৹ দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৩৸ আনা ছিল। জুলাই-আগষ্টের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১৫৫৸ আনা স্থলে ১৫৫৸৵ ছিল। বোরোচ এপ্রিল-মের সর্ব্বোচ্চ দর ১৫৫৸ ছিল। ওমরা মার্চ্চ ১৪৩৷৹ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বেঙ্গল মার্চ্চ ও জুলাই-এর দর যথাক্রমে ১১৭৸ ও ১১৮৸ দাঁড়ায়।

নিউইয়র্ক ও লিভারপুলের তুলার বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহের শেষদিকে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫·৩৭ পেনী দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে বিভিন্ন প্রকার তুলার মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমার মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ,
১০ই মার্চ্চ	১৫৪॥৵	১৪২৷৹	১১৭৵
১১ই „	১৫৪৸৵	১৪৩৷৹	১১৭৸
১৩ই „	১৫৪॥৹	১৪৩৶	১১৭॥৹
১৪ই „	...	...	...

১৫ই মার্চ্চ	১৫৪৮০	১৪৩।০	১১৭৮৵
১৬ই "	১৫৩।০	১৪১৮৵	১১৬৮৵
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৭০৲	১৫৪৲	১২৯।৵০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৪৭৮০	২৩৪॥০	১২৭।০

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজারের কারবার হ্রাস পায়। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার অভাবই উহার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের কতিপয় কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেও বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিদেশের বাজারেও রপ্তানীর পরিমাণও আশানুরূপ নহে। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ প্রভৃতি দেশে রপ্তানী বাণিজ্য সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে তেজীভাব দেখা দিয়াছে এবং তুলার বাজারের ক্রমোন্নতিই আশা করা যাইতেছে। অন্ততঃ তুলার বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা বজায় থাকিলে অল্পদিনের মধ্যেই সুতার বাজারেও যে ক্রমশঃ উন্নতি দেখা দিবে তাহা বলা যাইতে পারে।

বিলাতী সূতা—সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর সুতার মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমশ্রেণীর জাপানী সাংহাই ও ভারতীয় সুতার মূল্য যে পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রেণীর সুতার মূল্য অপেক্ষা অনেক কম যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর সুতার বাজারে নূতন কারবার হইবার কোন প্রকার আশা করা যাইতেছে না।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে প্রত্যেক শ্রেণীর সাংহাই ও জাপানী সুতার মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। বাজার বন্ধের দিকে এই শ্রেণীর সুতার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তুলার বাজারের উন্নতি স্বত্বেও বাজার বন্ধের সময় কোন উন্নতি দেখা দেয় না। আমদানীর আধিক্য এবং বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণ বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিতভাবে চলিতেছে বলিয়াই এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে মনে হয়। বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মূল্য হ্রাস পাওয়াই চাহিদা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। মার্সিরাইজ সুতার মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। বাজার বন্ধের দিকে কিছু নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। জাপানী বা সাংহাই এর তাঁতিগণের সহিত উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহেও ইটালীয় সিণ্ডিকেটের সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। ভারত সরকারের বাজেট পেশ হইবার পর হইতে এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার সুতার মূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমারা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে যে উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা বজায় আছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার ফলে যে সকল ব্যবসায়ী এই শ্রেণীর সূতা মজুদ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন যে কোন বাজার দরে উহা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য স্বভাবতঃই অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়া পড়িয়াছে। জাপানী সুতার মজুদ পরিমাণ অল্প সত্বেও আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মূল্যেরও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। জাপানী তাঁতিগণ এই শ্রেণীর সুতার উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য উচ্চ মূল্য দাবী করিতেছে; ফলে অগ্রিম কারবার পূর্ব্বাপর বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ আছে। ভারতীয় সুতার বাজার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে এই শ্রেণীর সুতার বাজারে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া বিশ্বাস।

কাপড়

কলিকাতা ১৮ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারের অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াইয়াছে। হোলি উৎসবের পর বাজারে কর্ম্মোৎসাহ পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল কিন্তু তদনুযায়ী কারবার মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। কার্য্যতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মিল বস্ত্রের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে আশঙ্কায় ভারত সরকারের বাজেট উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর পরিমানে কাপড় ক্রয় করিয়াছিলেন। বিগত কয়েক মাস হইল ব্যবসায়ীগণের হাতে মজুদ কাপড়ের পরিমাণ অধিকই ছিল; তাহার উপর আরও কাপড় মজুদ করিবার ফলে উহার পরিমান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কাপড়ের মূল্য হ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

গত ৭ই মার্চ্চ বর্ত্তমান মরশুমের রপ্তানীযোগ্য চায়ের শেষ নীলাম বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং ২১শে মার্চ্চের পূর্ব্বে ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের কোন নীলাম বিক্রয় হইবে না বলিয়া আমারা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি।

লণ্ডনের বাজার—

গত ৮ই মার্চ্চ লণ্ডনের চায়ের বাজারে ২৭ হাজার ৭ শত বাক্স ভারতীয় চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। উক্ত নীলামে মূল্যের হার ভাল ছিল এবং অতি সাধারন শ্রেণী ব্যতীত প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের আশানুরূপ চাহিদা ছিল। সাধারণ ধরনের চায়ের মূল্যের কোন স্থিরতা ছিল না। ১৩ই মার্চ্চ তারিখের নীলামে ২৫ হাজার ৬শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। আলোচ্য নীলামেও সাধারণ শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের ভাল চাহিদা ছিল; মূল্যের হারও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের অনুরূপ ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের বোর্ড অব্ ডাইরেক্টার্স গত মরশুমের মজুদ অবিক্রীত সমস্ত চিনি বিক্রয়ার্থ ছাড়িবার জন্য নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। উক্ত চিনির বিক্রয় দর সিণ্ডিকেটের বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট দর অপেক্ষা প্রতি মণে এক আনা বেশী। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট লিমিটেড নিম্নোক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি দিয়াছে। মরশুম আরম্ভ হইবার পর গত ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সদস্যশ্রেণীভুক্ত ফ্যাক্টরী সমূহে মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮০৪ মণ চিনি উৎপন্ন হয়; উপরোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৬৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬২৪ মণ চিনি বিক্রয় হয় এবং এই বিক্রীত চিনির মধ্যে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৮৯ মণ চিনির ডেলিভারী দেওয়া হয় না। যে কোন সময় বিক্রয়যোগ্য অবিক্রীত মজুদ চিনির পরিমাণ ৫৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৪৪ মণ। চিনির কল সমূহে অবিক্রীত ও ডেলিভারী হয় নাই এরূপ চিনির পরিমাণ ৬১ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৩ মণ।

ভবিষ্যতে চিনির মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উল্লিখিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য মন প্রতি তিন আনা বৃদ্ধি পায়। ইক্ষু ফসলের উৎপাদন আশানুরূপ হইবে না বলিয়া ভবিষ্যতে চিনির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা বেশী। আড়তদারগণ বাকী কারবার করা সত্ত্বেও তাহাদের হাতের চিনি কাটতি করিবার জন্য আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। সুগার সিণ্ডিকেট সমস্ত অবিক্রীত চিনি বিক্রয়ের নির্দ্দেশ দিয়াছে এবং অপর পক্ষে তাহারা অগ্রিম কারবার সম্পর্কেও সম্মতি দিয়াছে। সিণ্ডিকেট এই পরস্পর বিরোধী নীতি অবলম্বন করিবার ফলে বাজারে আশা আকাঙ্ক্ষার ভাব সমূহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায়ীগণের ধারণা এই যে, উৎপন্ন চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় প্রায় ৪ লক্ষ টন হ্রাস পাইবে। বিদেশাগত চিনির আমদানী শুল্কের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে চিনির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ ৪৫ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির নিম্নোক্তরূপ দর বলবৎ ছিল:—মতিপুর ১১৵০, মারহোরা ১১৴৬, রোটাস ১১৲, হাতোয়া ১১৲।

ধান ও চাউল

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বলবৎ ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল। প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড হিসাবে।

শ্রেণী	মূল্য প্রতি একশত ঝুড়ি
খানানটো	
মার্চ্চ	২০৮৲
এপ্রিল	২১১৲
মে	২১৩৲
জুন	২১৬৲
চলতি দর	২০৭৲
আতপ	
মোটা	১৯৫৲—২০২৲
সরু	২১০৲—২১২৲
টেবিয়ান	২২০৲—২২৭৲
সুগন্ধি	২২৭৲—২৩০৲
কুইন	২২৫৲—২২৭৲
মাণ্ডালো	২৫০৲—২৫৫৲
ভাঙ্গা	১৭০৲—১৭৫৲
সিদ্ধ	
লম্বা	২৪০৲—২৪২৲
মিলচর	২২৭৲—২৩০৲
সম্পূর্ণ সিদ্ধ	২০৭৲—২১০৲
ভাঙ্গা	১৭০৲—১৭৫৲
ধান	
নাসিন শ্রেণী	৮৬৲—৮৮৲
মাঝারি	৯০৲—৯২৲

গত ১১ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৪০ হাজার ২ শত ২৩ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমান ছিল ৩৩ হাজার ২৫৬ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	১-১০-২৵০
দেউলী মোটা	২৲২৷১০
ওড়াশাল	১৸৶১০-২৲
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২৶১০-২৷১০
মাঝারি (পাঃ ধান্য)	২৵৫-২৵১৫
দাদশাল	২৷০-২৷১০
চিনি আতপ	২৷৷৶০-২৸০
পবা পাটনাই	২৷১০-২৴০
রূপশাল	২৵০-২৵৫
সাধারণ পাটনাই	২৴১০-২৵০
দেউলী পাটনাই	২৴০-২৴১০
কাটারী ভোগ	২৷৷৴১০-২৷৷৵
হামাই	২৷৷০-২৷৷৴০
হোগলা	২৵০-২৵১০

চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৶০
বাঁকতুলসী (ঢেকী)	৪৵১০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৵১০-৪৶০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸৴০-৩৸৴১০
" " " (ঢেকী)	৩৷৷৶১০
নং কাটারী ভোগ	৫৷০
" কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲-৪৷৷০
কাটারী ভোগ "	৫৷০

গত ১১ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৩ হাজার ২৩৭ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমান ছিল ২ হাজার ৮ শত ৫২ টন।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ্চ

এ সপ্তাহের প্রথমদিকে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের হার অনেকটা পূর্ব্ব সপ্তাহের হারেই বলবৎ ছিল। কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেষদিকে সোনার দাম কিছু চড়িয়াছে। গত ১০ই মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৩ পেনী। ১৪ই তারিখ তাহা ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৩ পেনী দাঁড়ায়। ১৫ই মার্চ্চ তাহা বাড়িয়া ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৫½ পেনী হয়। ১৬ই তারিখ তাহা ৭ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৬ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য ১৭ই মার্চ্চ তাহা ঐ হারেই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১০ই মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ছিল ৩৬৸৵৯ পাই। ১৩ই তারিখ তাহা ৩৬৸৶৩ পাই হয়। ১৫ই তারিখ তাহা ৩৬৸৶৯ পাই পর্য্যন্ত উঠে। ১৬ই মার্চ্চ তাহা ৩৭ টাকা হয়। অদ্য ১৭ই তারিখ তাহা ৩৭৲৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১০ই মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৬৸৴০ আনা, বড়ালবার ৩৬৸০ আনা এবং গিনি ২৩৸৯ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵০ আনা, ৩৬৸৴০ আনা এবং ২৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

বাজারে রূপার যোগান কম পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং শেষ দিকে সোণার দাম চড়িয়া যাওয়ায় এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দর কিছু বাড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে এই বাড়তি হইয়াছে খুবই

উল্লেখযোগ্য। গত ১০ মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০⅞ পেনী। ১৩ই হইতে ১৫ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা ২০¼ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১০ই মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸০ আনা, ১২ই তারিখ তাহা ৫২৸/০ আনা দাঁড়ায়। ১৪ই মার্চ্চ তাহা ৫২৸৵ আনা হয়। ১৫ই তারিখ তাহা ৫৩/৬ পাই পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য তাহা ৫২৸৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১০ই মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৸ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫৩ টাকা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৷৷৵ আনা ও ৫২৸৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের চড়াভাব বজায় ছিল। লবণাক্ত ছাগলের চামড়ার মূল্য প্রায় ৫৲ টাকা বৃদ্ধি পায়। গরুর চামড়ার বাজার সন্তোষজনক ছিল না।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার বাজারে নিম্নোক্তরূপ বিকিকিনি হয়।

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৬১,৫০০	৫৫৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	২০,০০০	৬০৲-৮৫৲
লবণাক্ত	২৪,৮০০	৬০৲-১১৫৲

গরুর চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
বেনারস—গোরক্ষপুর		
সাধারণ	২০০	৫৷৷০
দ্বারভাঙ্গা-গয়া-রাঁচি	২,৯৫০	৬৸০-৮৲
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম লবণাক্ত	৬,৫০০	৩৸০-৪৷৷০
লবণাক্ত	৩,০০০	৬০৲-৭৫৲
		(প্রতি কুড়ি)
রাঁচি সাধারণ	২,৩০০	৬৷০
নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ	৫০০	৫৷৷৵০
দ্বারভাঙ্গা-পুর্ণিয়া	১৭,৮০০	৫৸০-৬৸৵০
দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস মহিষের চামড়া	৫০০	৪৷৷০

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে পাটনা ৭২ হাজার ৫ শত টুকরা, ঢাকা দিনাজপুর ৯৯ হাজার টুকরা ও লবণাক্ত ২৩ হাজার টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ গরুর চামড়ার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:—ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৬ হাজার ৩ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৯ হাজার ৮ শত, দ্বারভাঙ্গা বেনারেস—গয়া—রাঁচি ১৬ হাজার এক শত, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ৩ হাজার ৭ শত, দার্জ্জিলিং আসাম লবণাক্ত ৬ হাজার ৮ শত টুকরা।

আয়কর আইন

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের সংশোধিত আয়কর আইন বলবৎ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ধাতু দ্রব্যের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭২৲
তামার বাট	৬৬৷৷০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৭৷৷৶০
" ঐ দেশীয়	১৩৷০
এ্যান্টিমণি বিলাতী	১১২৵০
ঐ (চীন বা জাপান)	৪০৷০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪৵০
ঐ চাদর	১২৫৶০
পিতলের চাদর	৪৪৷৶০
পিতলের ছড়	৪৪৷/০
তামার চাদর	৫৯৸০
তামার ছড	৬৮৶০
সীসার চাদর	২৭৷৷৶০
দস্তার টালি আমদানী	১৪৵০
" ঐ দেশীয়	১১৷০
দস্তার চাদর	৩২৸৵০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮৷৷/০
ঐ চাদর	১৪৩৷/০
নিকেল চাদর	১৬৫৷/০

বিবিধ দ্রব্য

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ্চ

		প্রতি মণ
হরিতকী		
জব্বলপুর ১ নং	...	১৷৷৶০
ঐ মিশাল	...	১৷৷/০
তেতুল—		
উৎকৃষ্ট কাল (৫% বীচি সমেত)	...	৪৲
ঐ (১০% ")	...	৩৷০
হলুদ—		
পাবনাই	...	৯৲
দেশী	...	৮৷৷০—৯৲
কুচিলা—		
কটক মিশাল	...	২৷৵০
কলাই—		
সাদা		৪৸০
সবুজ	..	৪৲
অরহর	...	৫৲
কলে ধোনাই বীচি ছাড়ান	...	১৯৲

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮ কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৭শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৩৯ | ৪৪শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

রসায়ন শিল্পে বাঙ্গালী

বাঙ্গলা দেশে অনেককে গর্ব্বভরে একথা বলিতে শুনা যায় যে মাড়োয়ারী ও অবাঙ্গালীগণ চটকল, কাপড়ের কল প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যে শিল্পে মস্তিষ্কের প্রয়োজন তাহা বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ পারে না। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা বাঙ্গালীর স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কোম্পানীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উহাদের এই গৌরব বোধের পেছনে যুক্তিও রহিয়াছে। কারণ বাঙ্গলার বহিরে ভারতবর্ষের কোন স্থানে বেঙ্গল কেমিক্যালের সমকক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এই ধরণের শিল্পে বাঙ্গালীর এতদিন যে একটা গৌরব ছিল তাহা ম্লান হইবার সূচনা হইয়াছে। সম্প্রতি টাটা কোম্পানীর উদ্যোগে টাটা কেমিক্যাল কোম্পানী নামে যে বিরাট কারখানা স্থাপনের আয়োজন হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ হইলে তাহার কাছে রসায়ন শিল্পে বাঙ্গালীর স্থান নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গলা দেশে রসায়ন শিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নাই, এই প্রদেশে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচা মালও পাওয়া যায়, এজন্য যে মূলধন আবশ্যক তাহাও যে বাঙ্গালীর হাতে নাই একথা বলা চলে না। উহা সত্ত্বেও রসায়ন শিল্প অর্থে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝায় সেই ধরণের শিল্পের দিকে বাঙ্গালী প্রধানগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা কি সেই গতানুগতিক ধারায় একমাত্র পেটেন্ট ঔষধ, কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে? আমরা এই বিষয়ে বিনীতভাবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাঙ্গলা দেশে বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের প্রয়োজনে সাজীমাটী, গন্ধক, বিভিন্ন শ্রেণীর এসিড, চক, ব্লিচিং পাওডার, কারবাইড, সোহাগা, ন্যাপথালিন ও জীবাণু শোধক দ্রব্য, সিন্দুর, বেকেলাইট হইতে প্রস্তুত জিনিষ, সফেদা, এমোনিয়া প্রভৃতি বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য বাহির হইতে আমদানী হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ২।৪টী জিনিষও কি বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতে পারে না?

বাঙ্গলায় শিল্প মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি কলিকাতার ২১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে একটী শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা কাজের মত কাজ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে অনেকগুলি মাঝারী ও বৃহদাকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানের দারুণ প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে অগণিত প্রকার কুটীর শিল্পের

মারফতে বহুবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা না থাকার কারণ দেশের লোক অনেক শিল্পের কথা কিছুই জানে না। ফলে দেশের ভিতরে ও বাহিরে এই সব শিল্পদ্রব্য বিক্রয়েরও কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত শিল্প মিউজিয়াম এই ধরণের সুবিধা বহুলাংশে বিদূরিত করিবে আশা করা যায়। এই মিউজিয়ামে পদার্পণ করিলে যে কোন ব্যক্তি বাঙ্গলায় যে কত বিভিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে উক্ত মিউজিয়মকে বাঙ্গলায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের মাত্র একটী প্রদর্শনী হিসাবেই পরিচালিত করা হইবে না—এই প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গলায় বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি এবং নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হইবে। অধিকন্তু বাঙ্গলার প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য যাহাতে বাঙ্গলার বাহিরে বিক্রয় হইতে পারে তজ্জন্যও এই মিউজিয়ামের তরফ হইতে চেষ্টা করা হইবে। শ্রীযুক্ত সরকারের ঘোষিত কর্ম্মপন্থার একাংশও যদি নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প মিউজিয়াম কার্য্যে পরিণত করিতে পারে তাহা হইলে উহা দেশের শিল্পোন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগের সুযোগ্য ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্রের আগ্রহ এবং পরিশ্রমের ফলেই এই মিউজিয়ামটি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। একথা মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক, শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং অর্থসচিব শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহাদের অভিভাষণে স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ মিত্রের ন্যায় একজন উৎসাহী ও কার্য্যতৎপর ব্যক্তি শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে এই ধরণের একটী মিউজিয়াম স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য দেশবাসী মাত্রেই তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে।

কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার সমাধি

বাঙ্গলা দেশে দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত নূতন বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আগামী মাসে উক্ত রিপোর্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে। এই সম্পর্কে গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে ক্যাপিটেল পত্রের 'ডিচার' এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে নূতন আইনের কড়াকড়ির ফলে বাঙ্গলা দেশে কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমাধি ঘটিবে এবং সিলেক্ট কমিটী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির প্রদত্ত ঋণকেও উক্ত আইনের আমলাধীন আনাতে এই আইনের ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কিছুদিন পূর্ব্বে ইউরোপীয় সদস্য মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থও অনেকটা অনুরূপ ধরণের মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি তাহাতে সিলেক্ট কমিটিতে এই বিলটির আলোচনাকালে ইউরোপীয় সদস্যদের তরফ হইতেও উহার অনেকগুলি ধারার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল এবং কেহ কেহ এরূপ অভিমত পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে বিলটি হুবহু পাশ করাইবার চেষ্টা হইলে উহার ফলে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার পতন ঘটিতে পারে। ইউরোপীয়দের এই মন্তব্যে কোয়ালিশন দলের পক্ষভুক্ত সদস্যগণ নাকি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে ইউরোপীয়গণ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বিলটী পাশ করাইতে গবর্ণমেণ্টকে বেগ পাইতে হইবে না। এই সব কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত বিলসম্পর্কে বাঙ্গলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

২নং ঢাকেশ্বরী মিল

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের পরিচালকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং এই বস্ত্র খুব শীঘ্রই বাজারে বাহির হইতেছে। সাফল্যই নূতন সাফল্যের জনক। ঢাকেশ্বরীর পরিচালকগণ উহাদের স্থাপিত ১নং মিলকে একটী লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়াতেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা আর একটী কাপড়ের কলকে চালু করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারে ঢাকেশ্বরীর পরিচালকদের যেন এই চেষ্টাই শেষ চেষ্টা না হয়। বোম্বাই, কলিকাতা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এমন দৃষ্টান্ত অনেক রহিয়াছে যাহাতে এক একটী পরিচালকদল কাপড়ের কল বা চটকল স্থাপনে সাফল্য দেখাইয়া জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসের বলে ক্রমে ক্রমে ১০।১২টী কলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে দেশবাসী যে ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল তাহাতে এই কলের পরিচালকদের সাহায্যে বাঙ্গলায় এতদিনে আরও ৮।১০টী কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু নানা কারণে তাহা তো সম্ভবপর হয়ই নাই—অধিকন্তু বঙ্গলক্ষ্মীর প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার বর্ত্তমানে কাপড়ের কলের শেয়ার ক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রচারকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে উহা একটা বড় রকম দুর্ভাগ্যের কথা। যাহা হউক ঢাকেশ্বরীর পরিচালকগণ বাঙ্গলা দেশকে এই ক্ষতি ও দুর্ণাম হইতে অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন। আমরা আশা করি ঢাকেশ্বরীর ২নং মিল লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ৩নং ঢাকেশ্বরী মিল স্থাপনে অগ্রসর হইবেন। ঢাকেশ্বরীর সুযোগ্য পরিচালকদের উদ্যোগে ঢাকাতে অন্ততঃ ১০টী কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে—উহাই আমরা দেখিতে চাহি।

বীমা কোম্পানীতে পলিসি গ্রাহকের প্রতিনিধি

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে বীমা আইন বলবৎ আছে তাহাতে বীমা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের মধ্যে বীমাকারীদের কোন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে আইনতঃ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অথচ একথা সকলেই জানেন যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর হাতে কোম্পানীর অংশীদারগণ কর্ত্তৃক শেয়ার হিসাবে প্রদত্ত যে টাকা থাকে তাহার তুলনায় বীমাকারীদের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ বহুগুণ বেশী। এজন্য বীমা কোম্পানীর পরিচালনা এবং উহার হস্তস্থিত তহবিলের বিলিব্যবস্থার সময়ে বীমাকারীদের

স্বার্থ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের নির্ব্বাচিত ২।১ জন প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নূতন বীমা আইন পাশ করিবার সময়ে দেশে খুব আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের ফলে নূতন বীমা আইনের ৪৮ ধারায় এরূপ বিধান দেওয়া হয় যে প্রত্যেক কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের মধ্যে অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সদস্য পলিসি গ্রাহকদের মধ্য হইতে পলিসি গ্রাহকদের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে পলিসি গ্রাহকগণ এই ধারার সুবিধা হইতে এক প্রকার সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইবেন। নূতন বীমা আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়নকালে ভারত সরকারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স মিঃ টমাস নিয়মাবলীর ১৪ নং নিয়মে এরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে বীমা কোম্পানীতে ডিরেক্টর নির্ব্বাচনকালে যে সমস্ত পলিসি গ্রাহক কোম্পানী হইতে অন্যূন এক হাজার টাকার পলিসি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভোট দিতে পারিবেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এসোসিয়েশনের তদ্বিরের ফলে মিঃ টমাস কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে তিন হাজার টাকার কম পরিমাণ টাকার পলিসি গ্রাহকগণ ডিরেক্টর নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার না পান, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অধিকন্তু তিনি উহাও জানাইয়াছেন যে এই ধরণের নির্ব্বাচনকালে কোন ভোটদাতাকে প্রতিনিধির মারফতে তাঁহার ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে না। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে যেখানে প্রায় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর শতকরা ৮০ জন পলিসিগ্রাহক এক হাজার টাকার বেশী পরিমাণ টাকার পলিসি গ্রহণ করেন নাই সেখানে উপরোক্ত ব্যবস্থামত কাজ হইলে বীমা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে বীমাকারীদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রাখিবার কোন অর্থই হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে মিঃ টমাস নবপরিকল্পিত ব্যবস্থায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের শতকরা কতজন বীমাকারী ভোটাধিকার পাইবে এবং কতজন উহা হইতে বঞ্চিত হইবে তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা না করিয়াই নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উহা দ্বারা তিনি বীমাকারীদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য আইনগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। অথচ আইন প্রণেতাদের এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা আশা করি মিঃ টমাস এই বিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যদি অন্যূন এক হাজার টাকার পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে প্রত্যেককেই ডিরেক্টর নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং ভোটদানের জন্য নির্ব্বাচন সভায় তাঁহার উপস্থিতি সম্ভবপর না হইলে প্রতিনিধির মারফতে তাঁহাদিগকে ভোটদানের যদি অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলেই ভারতীয় বীমা আইনের ৪৮ ধারার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ট্যাক্স

এদেশে বর্ত্তমানে যে শাসনব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে তাহার আমলে কতকগুলি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে এবং কতকগুলি ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে দেশবাসীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদিন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই উহার বিপুল সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দেশবাসীর উপর নানাভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। অবশ্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহও যে ট্যাক্স না বসাইয়াছেন এরূপ নহে। তবে নূতন ট্যাক্স ধরিলে প্রদেশ সমূহে জনমতের প্রতিনিধিগণ এরূপ আন্দোলন আরম্ভ করিতেন যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ এই বিষয়ে অনেকটা চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করিতেন। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পরে প্রদেশ সমূহের শাসন ভার দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হইয়াছে। এই সব প্রতিনিধিবর্গ দেশের শাসনভার হাতে থাকিলে তাঁহারা জনসাধারণের হিতজনক কাজে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বরাবর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে পালনের জন্যও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অর্থ সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নূতন শাসন তন্ত্রের ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের পরিচালনা ব্যয়ও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অত্রাবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ দেশবাসীর উপর ট্যাক্স ধার্য্যের ব্যাপারে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মতই উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। এই উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পড়িয়া দেশের লোক—বিশেষতঃ যাহাদের আয় কিছু বেশী তাহারা ত্রাহি ত্রাহি রব করিতেছে। কারণ একই প্রকার আয়ের উপর বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ নানা ছলে ট্যাক্স আদায় করিতেছেন। বর্ত্তমানে যাহারা মাসে অন্যূন ১৬৭ টাকা বেতন পান তাঁহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে আয়কর দিতেছেন—কিন্তু এই আয়করের উপরই আবার বাঙ্গলা ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন নামে আয়কর আদায় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এদেশে বিদেশ হইতে যে পণ্যদ্রব্য আমদানী হয় তাহার উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট চড়া হারে আমদানী শুল্ক আদায় করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সব জিনিষের বিক্রেতাদের উপর মাদ্রাজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট সেলস ট্যাক্স আদায় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার ফলে পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদিগকে পরোক্ষভাবে দুই দফায় ট্যাক্স দিতে হইবে। এই ধরণের আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অর্থাভাব যে প্রকার বেশী তাহাতে দিন দিন এই ভাবে সাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। অত্রাবস্থায় ট্যাক্স নির্দ্ধারণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ যাহাতে একটু বুঝাপড়া করিয়া কাজ করেন তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইউরোপীয় সদস্যদের তরফ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। বর্ত্তমানে উভয় গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ট্যাক্সের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তাহাতে দেশের জনসাধারণই কেবল নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইতেছে না—উহার ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। উহার পরিণতিতে দেশের ধনোৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আয়বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক—উহা বরং উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়া যাইবে।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

গত ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতবাসীর উপর অটোয়া চুক্তি নামে যে চুক্তি চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহার সূত্রপাত হইতেই ভারতবাসী উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। উক্ত চুক্তিতে ভারতবর্ষে বিদেশাগত জিনিষের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে আগত জিনিষকে অপেক্ষাকৃত কম শুল্কে ভারতের বাজারে আমদানী করিবার ব্যবস্থা হয়। ভারতবর্ষ হইতে বৎসর বৎসর বেশী টাকা মূল্যের যে সব জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার অধিকাংশ ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশ ক্রয় করিয়া থাকে এবং ভারতের বাজারে অন্য দেশের তুলনায় বৃটিশ পণ্যকে অধিকতর সুবিধা প্রদান করিলে ভারতবর্ষের বড় বড় খরিদ্দারগণ বিরক্ত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র ক্রয় কমাইয়া দিবে আশঙ্কাতেই ভারতবাসী অটোয়া চুক্তির মূল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর এই প্রতিবাদ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ঐ সময়ে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেও জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যদের সংখ্যা বেশী ছিল না। এজন্য ব্যবস্থা পরিষদেও অটোয়া চুক্তি সমর্থিত হয়। ফলে এদেশে অটোয়া চুক্তি বলবৎ করিতে আর কোন বাধাই থাকে নাই।

কিন্তু অটোয়া চুক্তি বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। এই চুক্তির অব্যবহিত পরে ভারতীয় পণ্যের প্রধান প্রধান খরিদ্দার ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের বদলে অন্য দেশ হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। ফলে ভারতবর্ষ হইতে চীনা বাদাম প্রভৃতি কতিপয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় এবং সমষ্টিগত ভাবে বিদেশে ভারতবর্ষের রপ্তানীর পরিমাণও অনেক কমিয়া যায়। এই সব দেখিয়া গত ১৯৩৬ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে অটোয়া চুক্তি বাতিল করিয়া ইংলণ্ড এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত অন্যান্য দেশের সহিত নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্থির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে গত ১৯৩৬ সালের ১৩ই মে তারিখে ভারত সরকার এই চুক্তি বাতিল করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে নোটীশ দেন। অটোয়া চুক্তির মধ্যে একটা সর্ত্ত ছিল যে ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষ যদি এই চুক্তি বাতিল করিতে চাহে তাহা হইলে এই বিষয়ে অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। কাজেই ভারত সরকারের নোটীশমত ১৯৩৬ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখ হইতে উক্ত চুক্তি বাতিল হইবার কথা ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে আর একটা বাণিজ্য চুক্তির সর্ত্ত স্থির না হওয়ায় ১৯৩৬ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে যতদিন পর্য্যন্ত নূতন চুক্তি স্থির না হইবে ততদিন অটোয়া চুক্তি অনুযায়ীই কাজ হইবে। উহার পরে নূতন চুক্তির সাপক্ষে সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল সময় কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে সময় হরণের ফলে ইংলণ্ডেরই লাভ হইয়াছে। কারণ এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ভারতের বাজারে অটোয়া চুক্তিতে পরিকল্পিত সুবিধাসমূহ পূর্ণভাবে ভোগ করিতেছে। যাহা হউক নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকার নিজ নিজ দেশ হইতে যে দুইটি বেসরকারী প্রতিনিধিদল গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা নূতন চুক্তির সর্ত্ত সম্বন্ধে কিছুতেই একমত না হওয়াতে এতদিন পরে বেসরকারী প্রতিনিধিদলকে উপেক্ষা করিয়া ভারত সরকার নিজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি স্থির করিয়াছেন এবং গত সপ্তাহে এই চুক্তির মর্ম্ম সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে।

নূতন চুক্তির সর্ত্ত সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে (১) উহার মধ্যেও অটোয়া চুক্তির মতই ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্যের সুবিধাদান-মূলক সেই বহুনিন্দিত নীতি বলবৎ রাখা হইয়াছে (২) এই চুক্তিতে ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের যতটা সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে তদনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয় নাই এবং (৩) এই চুক্তিতে ভারতবর্ষে বৃটিশজাত বস্ত্র আমদানী সম্বন্ধে এরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখে পতিত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। কারণ চুক্তির সর্ত্তগুলি পাঠ করিলে যে কোন ব্যক্তি উহা দেখিতে পাইবেন যে ভারতের বাজারে বৃটীশ পণ্যকে অন্য দেশের পণ্যের তুলনায় অধিকতর সুবিধা দানের নীতি এই চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ ভারতের বাজারে ইংলণ্ড হইতে আমদানী কোন কোন জিনিষ কিরূপ হারে বিশেষ সুবিধা পাইবে এবং তাহার বদলে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী কোন কোন জিনিষ কিরূপ হারে বিশেষ সুবিধা পাইবে তাহার সম্পুর্ণ তালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে চুক্তির মুখবন্ধে এই বলিয়া ভারতবাসীকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে যে ১৯৩৫-৩৬ সালের আমদানীর হিসাব অনুযায়ী ভারতের বাজারে ১৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বৃটীশ পণ্যকে সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল। সেই স্থলে নূতন চুক্তি মতে ভারতবর্ষকে মাত্র ৭ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের বৃটীশ পণ্যকে সুবিধাদান করিতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর ব্যাপারেও বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের বাজারে যে সমস্ত ভারতীয় পণ্য বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে নূতন চুক্তির ফলে তাহার তুলনায় বেশী সংখ্যক ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডের বাজারে সুবিধা পাইবে। আপাতঃদৃষ্টিতে এই সব কথা বেশ ভাল শুনায়। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে অপরিহার্য্য যে সমস্ত কাঁচামাল ইংলণ্ডকে নিজের গরজে ভারতের বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয় সেই সব জিনিষকে ইংলণ্ডের বাজারে সুবিধাদানের কোন অর্থই হয় না। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড-জাত যে সব পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না এবং যে সব পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের সহিত অন্য কোন দেশ প্রতিযোগিতা করিতে পারে না সেই সব বৃটীশ পণ্যদ্রব্যকে ভারতের বাজারে বিশেষ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিলেও তাহাতে ইংলণ্ডের কোন ক্ষতি নাই। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডজাত যে সব জিনিষ ইদানীং ভালরূপে বিক্রয় হইতেছিল না নূতন চুক্তিতে সেই সব জিনিষের উপর বিশেষ সুবিধা কেবল বজায় রাখা হয় নাই—বরং উহা অনেক স্থলে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সুতরাং চুক্তি বলবৎ হইলে ভারতের বাজারে সমষ্টিগতভাবে বৃটীশ পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। সেই অনুপাতে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় পণ্য বেশী পরিমানে বিক্রয় হইবে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে। নূতন চুক্তিতে ভারতে বৃটীশ বস্ত্র সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা পৃথক একটী প্রবন্ধে আলোচনা করিলাম।

এখন কথা হইতেছে যে ভারতবাসী এই অনিষ্টকর চুক্তির হাত হইতে কি ভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে। নূতন চুক্তিটী ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতির জন্য বর্ত্তমান সপ্তাহেই উপস্থিত করা হইবে আশা করা যায়। কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদ্ উহা অগ্রাহ্য করিলেও

(১০৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

ভারতবর্ষে ভারতবাসীর মূলধন ও পরিচালনায় যত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার মধ্যে বস্ত্রশিল্পের মত বৃহদাকার শিল্প আর একটিও নাই। এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে ভারতবাসীর ৪০ কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং সমস্ত কলে প্রত্যক্ষভাবে ৫ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আরও ৫ লক্ষাধিক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সর্ব্বোপরি এই শিল্পের উন্নতির ফলে ভারতবাসী এখন আর তাহার নগ্নতা দূর করিবার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী নহে। কারণ ভারতবাসী বর্ত্তমানে যে বস্ত্র ব্যবহার করে তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ কাপড় ভারতীয় কাপড়ের কল অথবা ঐ সব কলে প্রস্তুত সূতা দ্বারা তাঁত সমূহ সরবরাহ করিতেছে। ভারতবর্ষে যে তূলা উৎপন্ন হয় তাহারও অর্দ্ধেক এই সব কলে খরচ হয় বলিয়া ভারতীয় তূলাচাষীর পক্ষে তূলা বিক্রয়ের অসুবিধা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। এক কথায় এদেশের আর্থিক উন্নতিতে বস্ত্রশিল্প যে প্রকার সাহায্য করিয়াছে অন্য কোন শিল্পের মারফতে সেরূপ সাহায্য হয় নাই।

ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পের এই উন্নতি সহজে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ এদেশে প্রথমে কাপড়ের কল স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পর হইতেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে চেষ্টার কোন ত্রুটী হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে বিদেশাগত কাপড়ের উপর শুল্কের হার বহুবার হ্রাস করা হইয়াছে, বিদেশী তূলার উপর আমদানীশুল্ক বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, মজুরদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির খরচা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরিশেষে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির নিকট হইতে চড়া হারে উৎপাদনশুল্ক আদায় করা হইয়াছে। এই সমস্ত অপচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দেশবাসীর স্বদেশহিতৈষণা ও পৃষ্ঠপোষকতার বলে ধাপে ধাপে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে ধ্বংস করিয়া ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারজাত বস্ত্রের পুনঃ-প্রচলনের চেষ্টার এখনও বিরতি দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে তিন দিক দিয়া ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাজেট উপস্থিত করার কালে ভারত সরকারের অর্থসচিব ভারতে আমদানী বিদেশী তূলার উপর আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে ভারতে কাপড়ের কলগুলির উন্নতি এবং জাপানের প্রতিযোগিতার ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই ল্যাঙ্কাশায়ার জাত বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী কমিয়া গিয়া ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পে বিশেষ মন্দা উপস্থিত হওয়াতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই শিল্পকে বিপুল পরিমাণে অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে পুষ্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় ও সূতা ভারতের বাজারে অতি সহজেই প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র বিক্রয়ের এই দুই দিক দিয়া সুবিধা করিয়া দিয়াও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা সম্প্রতি ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র আমদানী সম্বন্ধে আরও পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় আমদানী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে এখন হইতে ভারতে ইংলণ্ডজাত ছাপা কাপড়ের উপর শুল্কের হার শতকরা ২০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৭৷৷০ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর কাপড়ের উপর শুল্কের হার শতকরা ২০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৫ টাকা করিয়া ধার্য্য হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ ৫০ কোটী গজ ছাড়াইয়া না যায় ততদিন পর্য্যন্ত এই শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইবে না। অধিকন্তু ইহাও স্থির হইয়াছে যে, আগামীতে ভারতে বৃটিশ বস্ত্রের আমদানীর পরিমাণ যদি বৎসরে ৩৫ কোটী গজের বেশী না হয় তাহা হইলে শুল্কের হার উপরোক্ত ১৭৷৷০ ও ১৫ টাকা অপেক্ষাও আড়াই টাকা করিয়া কমাইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে ভারতে আমদানী বিলাতী কাপড়ের পরিমাণ যাহাতে বৎসরে ৫০ কোটী গজ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বিলাতী কাপড় যেরূপ পরিমাণে আমদানী হইতেছে তাহার সহিত পরিকল্পিত ব্যবস্থার তুলনা করিলেই উহার কিরূপ অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে ৩০ কোটী ৮৫ লক্ষ গজ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৬ কোটী ৬৬ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হয়। বর্ত্তমান ১৯৩৮-৩৯ সালের এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই ১০ মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ১৭ কোটী গজ কাপড় আসিয়াছে। পূরা এক বৎসরে উহার পরিমাণ ১৯ কোটী গজের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে বৃটিশ বস্ত্রের আমদানীর কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি গত তিন বৎসরের গড়পড়তা আমদানীর হিসাবও ধরি তাহা হইলেও বর্ত্তমানে এদেশে বৎসরে ২৬ কোটী গজের বেশী বিলাতী কাপড় আমদানী হইতেছে না। সেই স্থলে নূতন চুক্তিতে বলা হইতেছে যে, এই আমদানীর পরিমাণ ৩৫ কোটী গজ অপেক্ষা কমিতে দেওয়া হইবে না এবং উহা যাহাতে ৫০ কোটী গজে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী তূলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ল্যাঙ্কাশায়ারকে অর্থ সাহায্য এবং ভারতে বৃটিশ বস্ত্রের উপর শুল্ক হ্রাস—এই ত্র্যহস্পর্শের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার উপর বর্ত্তমানে প্রায় সকল প্রদেশেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাপড়ের কলগুলির খরচ বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। অধিকন্তু নূতন আয়কর আইনের ফলেও কাপড়ের কলগুলির খরচা বাড়িবে। তারপর জাপান এতদিন চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বলিয়া ভারতের বাজারে তেমন ভাবে বস্ত্র আমদানী করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন এই দেশে জাপানের প্রতিযোগিতাও ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিবে। ফলে বস্ত্রশিল্পের কি অবস্থা দাঁড়াইবে এবং এই দেশের ৩৮০টী চলতি কাপড়ের কলের মধ্যে কতগুলি কল টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে তাহা আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নূতন চুক্তিতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে এই ক্ষতিজনক ব্যবস্থার বদলে ভারতবাসীকে যদি কোন সুবিধা দেওয়া হইত তাহা হইলেও একটা সান্ত্বনার কথা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে তূলা রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ বেল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং আগামী বৎসর হইতে উহার পরিমাণ ৬ লক্ষ বেল হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ভারতবাসীর ঘাড়ে জবরদস্তিমূলক ভাবে যে এই সব সর্ত্ত চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে তাহা ভারতবাসী কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না। আমরা আশা করি, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ উহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিবেন।

বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কের ব্যবসা (২)

বাঙ্গলা দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে এই সব ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত বলিয়া উহারা বিল ডিসকাউন্ট অথবা পণ্যদ্রব্য বন্ধকে টাকা দাদন করিবার বেশী সুযোগ পায় না এবং নামে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক হইলেও কার্য্যতঃ এই সব ব্যাঙ্ক এক একটি লগ্নী কারবার ভিন্ন কিছু নহে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নূতন ও ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্ক সমূহ কি ধরণের লগ্নী কারবারে লিপ্ত রহিয়াছে তদ্বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে।

লগ্নী কারবার প্রধানতঃ দুইভাবে বিভক্ত হইতে পারে (১) বন্ধক সূত্রে দাদন এবং (২) কোনও প্রকার বন্ধক না করিয়া দাদন। ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ পরের টাকা দাদন করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদিগের পক্ষে উপযুক্তরূপ সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া টাকা দাদন করা উচিত নহে। কার্য্যক্ষেত্রেও দেখা যায় যে দেশের সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির দাদনী অর্থের প্রায় ষোল আনা উপযুক্তরূপ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া দাদন করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর সম্পত্তির মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার এবং কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকে টাকা দাদনের ব্যাপারেও ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে নানা বিপদে পতিত হইতে হয়। সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক সমূহ খুব জানাশুনা লোক না হইলে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখিয়া তাহার নিকট টাকা দাদন করে না। অনেক সময়ে এই দাদনের ব্যাপারে তাহাদের বিশ্বাসভাজন অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে জামীন রাখিয়া থাকে। একপক্ষেরে ব্যাঙ্ক সমূহ যথাসম্ভব কম সুদে টাকা দাদন করিতে পারে। এজন্য এই শ্রেণীর ব্যক্তির নিকটে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকে টাকা দাদনের ব্যাপারে ছোট ব্যাঙ্ক সমূহ সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। যাহারা বড় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা ধার পাইতে অসমর্থ হয় তাহারাই বেশী সুদে ছোট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর বন্ধক দাতাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং চরিত্র সম্বন্ধে ছোট ব্যাঙ্কসমূহ এক প্রকার কিছুই জানে না। ফলে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখিয়া তাহাদিগকে অনেক সময়ে প্রতারিত হইতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্ক হইতে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা গ্রহণ করে। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই তাহার স্ত্রী স্বামীর নামে এই মর্ম্মে এক মামলা দায়ের করিয়া বলে যে তাহার স্বামী তাহার বিনানুমতিতে ব্যাঙ্কের নিকট অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়াছে। স্বামী যথারীতি আদালতে যাইয়া স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা চালায়। কিন্তু অলঙ্কারগুলি যে তাহার স্ত্রীর নহে এবং উহা যে তাহার নিজস্ব সম্পত্তি এরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করে না। ফলে অলঙ্কারগুলি তাহার স্ত্রীর বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং যে ব্যাঙ্ক উহার বন্ধকে টাকা ধার দিয়াছিল তাহা টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হয়। আদালতে প্রমাণ না হইলেও এই ক্ষেত্রে উহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছিল যে বন্ধকদাতা তাহার স্ত্রীর সহিত যোগসাজসেই এইভাবে ব্যাঙ্ককে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই ব্যাপার হইতে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে অলঙ্কার বন্ধকে টাকা ধার দেওয়া কত বিপদজনক তাহা বুঝা যায়। অথচ ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক সুদ অর্জ্জন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া এই ঋণের বিপদজনক দাদনে অর্থ-বিনিয়োগ করিতে হয়।

কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত সরকারের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নিকট হইতে কোম্পানীর কাগজ বন্ধক লইয়া তাহাতে টাকা দাদন করার মধ্যেও অনুরূপ বিপদ রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণকে দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক কমসুদে টাকা ধার দিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের সহিত প্রতিযোগিতামূলক সুদে টাকা ধার দিতে সমর্থ হয় না। তবে বিশ্বাসভাজন খাতকগণকে যে পরিমাণ মূল্যের কোম্পানীর কাগজ বা শেয়ারের বন্ধকে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি যত টাকা ধার দিতে রাজী হয়, ছোট ব্যাঙ্কগুলি তাহাদিগকে তদনুপাতে বেশী পরিমাণ টাকা ধার দিতে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর দাদনে একটু ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয় এবং এদেশে এই শ্রেণীর দাদনের সুযোগ সুবিধাও বিশেষ কিছু নাই। এই সব কারণে ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলিকে প্রধানতঃ গণ্ডীতে টাকা দাদনের ব্যাপারেই নিজেদের কার্য্যক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। উহা নিছক মহাজনী ব্যবসা ভিন্ন আর কিছু নহে এবং এইগুলির দাদনে জীবনবীমার পলিসি বা অনুরূপ ধরণের কিছু কিছু সম্পত্তি বন্ধক পাওয়া গেলেও দাদনী টাকার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। সাধারণতঃ সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসের উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারীবৃন্দ স্বনামে ও বেনামে এইভাবে টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্রেণীর খাতকের অনেকেরই রেস, ফাটকার কাজ বা তদনুরূপ কোন ব্যতিক রহিয়াছে। অনেকে দেউলিয়া হইয়া তাহা গোপন করতঃ টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকেন। ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি না থাকার দরুণ উহারা অনেক সময়েই এই শ্রেণীর ব্যক্তির ফাঁদে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। আমরা যত দূর জানি তাহাতে ছোট ব্যাঙ্কগুলির দাদনের শতকরা ৪০ ভাগই এই শ্রেণীর দাদনের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর দাদনের টাকা আদায় করিতে যে কি প্রকার বেগ পাইতে হয় এবং অনেক সময়েই যে উহার সাকুল্য অংশ আদায় করা যায় না তাহা বলাই বাহুল্য।

ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে আরও নানা ভাবে প্রতারিত হইতে হয়। এক একটা ব্যাঙ্ক যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত কেহই উপযাজক হইয়া উহাতে টাকা আমানত রাখিতে আসে না। এজন্য ছোট ব্যাঙ্ক সমূহের পরিচালকগণকে স্বয়ং, অথবা দালালের মারফতে অনুরোধ উপরোধ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ব্যাঙ্কে হিসাব খোলাইতে হয়। এক্ষেত্রে আমানতকারীগণ নিজের গরজে নহে—ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই যেন ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আমানত রাখেন। উহাদের মধ্যে অনেকে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগও পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্কও মনে করে যে আমানতকারীকে যদি একটু বিশেষ সুবিধা না দেওয়া হয় তাহা হইলে সে ব্যাঙ্কের সহিত তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিবে। ফলে অনেক সময়ে আমানতকারী তাহার হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকা না থাকিলেও ওভার ড্রাফট গ্রহণ করে। কিন্তু ব্যাঙ্ককে পরে এই ওভারড্রাফটের টাকা আদায় করিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। অনেক সময়ে আমানতকারী অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহার নামীয় চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়া ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক উক্ত চেকের টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বেই উহার সাকুল্য অংশ কি উহার বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে ও ব্যাঙ্ক মনে করে যে আমানতকারীকে উক্ত সুবিধা না দিলে সে ব্যাঙ্কের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। কিন্তু পরে ব্যাঙ্ক যখন অন্য ব্যাঙ্ক চেক দাতার হিসাব হইতে টাকা আনিতে যায় তখন হয়ত দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার হিসাবে চেকের টাকা পরিশোধ হওয়ার মত পর্য্যাপ্ত টাকা

নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে ব্যাঙ্কে কোন হিসাব নাই এরূপ ব্যক্তিও চেক কাটিয়াছে এবং এই চেক জমা দিয়া ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর নিকট হইতে উক্ত চেকের টাকা আদায় করিবার জন্য আইনতঃ অধিকারী। কিন্তু মামলা মোকদ্দমা করিয়া এই ভাবে টাকা আদায় করা সহজ নহে। বিশেষতঃ বাজারে বদনাম হইবে আশঙ্কায় অনেক ব্যাঙ্কই এই ভাবে প্রতারিত হইয়া তৎপর মামলা করিতে অগ্রসর হইতে চাহে না।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম যে নূতন ও ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যপ্রণালী একটা অনিষ্টকর চক্রব্যূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালনার জন্য যে ক্ষতি হয় মূলধন হইতে তাহা পূরণ করিবার উহাদের ক্ষমতা নাই। এজন্য তাড়াতাড়ি বেশী পরিমাণে আমানত সংগ্রহের জন্য উহাদিগকে বেশী সুদে আমানত গ্রহণ করিতে হয়। উহার ফলে উহাদের হস্তস্থিত টাকা বেশী সুদে দাদন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বিধায় নিরাপদ ও লাভজনক দাদনে সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক সমূহের সহিত উহারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। ফলে অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে উহাদিগকে টাকা দাদন করিতে হয়। এদিকে আমানতকারীগণ উহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে নানাভাবে প্রতারিত করিয়া থাকে। উহার উপর আরও উপসর্গ জুটিয়াছে যে বর্ত্তমানে অনেকেই যথাতথা শাখা আফিস স্থাপন করিতেছেন। অনেক ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ আবার ব্যাঙ্কের সামর্থ্যের তুলনায় অধিক পরিমাণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদুপরি উহাদের মধ্যে অনেকে আমানতকারীর টাকা দ্বারা শেয়ার বাজারে ফাটকার কাজ করিয়া থাকেন। এরূপ কাজে যদি লাভ হয় তাহা হইলে উহা পরিচালকগণ স্বয়ং গ্রহণ করেন, যদি ক্ষতি হয় তাহা হইলে উহা ব্যাঙ্কের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং এজন্য আমানতকারীগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আভ্যন্তরীন গলদ ছাড়া বাহির হইতেও এই সব ব্যাঙ্কের কম অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে এই সব ব্যাঙ্কের সংস্কারের উদ্দেশ্যে নহে—উহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মনোভাব লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারকার্য্য করিয়া থাকেন। দেশের সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলিও উহাদিগকে কম বেগ দেয় না। অনেক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক সমূহ এই সব ব্যাঙ্কের চেক গ্রহণ করে না এবং যাহারা গ্রহণ করে তাহারাও প্রতি চেকের জন্য চার আনা পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক সমূহের দারোয়ানগণও এই সব ছোট ব্যাঙ্কে টাকা আদায় করিতে গিয়া যে প্রকার ব্যবহার করে তাহাতে ব্যাঙ্কে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অযথা ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠে।

আমরা দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক সমূহের গলদ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্ককে সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করা আমাদের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করি যে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী সমাজ এবং দেশের সুপ্রতিষ্ঠ ও বৃহদাকার ব্যাঙ্কগুলির সাহচর্য্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইলে বাঙ্গলার ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ২।৪টী ব্যতীত আর সকলেই সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। যে সব ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে মূলধনের অভাবে বাধ্য হইয়া অধিক সুদে আমানত গ্রহণ করিতেছে জনসাধারণ উহাদের শেয়ার ক্রয় করিলে উহারা অনায়াসে শোধরাইয়া যাইতে পারে। যে সব ব্যাঙ্ক চলতি খরচ সঙ্কুলানের জন্য আমানতী টাকার কতকাংশ ব্যয় করিয়া বসিয়াছে সেই সব ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার ভার যদি অন্য কোন বড় ব্যাঙ্ক গ্রহণ করে তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই এই ব্যাঙ্কের ক্ষতি পোষাইয়া উহা সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যে সব ব্যাঙ্কের ক্ষতির পরিমাণ বেশী তাহারা যদি আমানতকারীদের সম্মতি লইয়া প্রয়োজনমত আমানতী টাকার কতকাংশ শেয়ারে পরিণত করে এবং ব্যাঙ্ক সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমানতী টাকার সুদ বন্ধ রাখে তাহা হইলে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে। যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগে ইচ্ছুক তাঁহারাও এক একটি ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উপযুক্তরূপ মূলধন বিনিয়োগ করতঃ উহাকে চালু করিতে পারেন। যে সব ব্যাঙ্কের দাদনী টাকার মধ্যে অনাদায়ী টাকার পরিমাণ বেশী নহে সেই সব ব্যাঙ্কের ২।৩টী একত্রীভূত হইলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহা একটি লাভজনক ব্যাঙ্কে পরিনত হইতে পারে। ইংলণ্ডে এই ভাবে শত শত ব্যাঙ্ক একত্রীভূত হইয়া এক একটি বৃহদাকার ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এদেশে কেন যে তাহা সম্ভবপর হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মোটের উপর বাঙ্গলায় ব্যাঙ্কের ব্যবসা একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেও উহা সংশোধনের অতীত নহে। ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ যদি নিজেদের সাময়িক স্বার্থের মোহে অন্ধ না হইয়া আমানতকারী এবং দেশের সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে অবহিত হন তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে উপরোক্ত কোন একটি পন্থা অবলম্বনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারেন। অবশ্য ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এমন অনেক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে যেগুলি বাহিরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মশক্তির বলেই ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি ব্যাঙ্কেরও যদি পতন ঘটে তাহা হইলে উহার কুফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপারে দেশের সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ক সমূহ এবং ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যেগুলি অল্পবিস্তর সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের দায়িত্বও কম নহে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

সুইডেনে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য

সুইডেনে জিনিষপত্রের ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার নাম কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অব্ সুইডেন। গত দশ বৎসরে নানাদিক দিয়া এই সমিতিটির সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সমিতির বর্ত্তমান সম্পত্তির পরিমাণ ২২ কোটি ক্রোনার (১৯৩৫ ক্রোনার ১৩।৴ আনার সমান) দেশে জিনিষপত্রের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য জিনিষপত্রের মূল্য উপযুক্ত গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ রাখাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতির অনেক নিজস্ব কল কারখানা রহিয়াছে। ঐ সব কল কারখানায় উৎপন্ন জিনিষের গড়পড়তা হার দ্বারা তাহারা বাজারে পণ্য মূল্যের উপযুক্ত হার নির্ণয় করিয়া থাকেন। সমিতির পরিচালনাধীন যে ৪ হাজার ৪০০ খুচরা দোকান রহিয়াছে তাহাদের দ্বারা পণ্য মূল্যের হার স্থির রাখা হয়। সমিতির আয়ত্তাধীন শিল্প কারখানায় সে মাল উৎপন্ন হইতেছে তাহার মূল্য বার্ষিক ১৪ কোটি ক্রোনার।

জাপানের বাণিজ্য জাহাজ

চীন দেশের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানের ৪৫ লক্ষ টন পরিমিত বাণিজ্য জাহাজ ছিল। বর্ত্তমানে জাপান বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণে খুব জোর দিয়াছে। উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে যেরূপ দ্রুত গতিতে জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্য চালান হইতেছে তাহাতে আগামী ১৯৪২ সালের ভিতর জাপানের নিজস্ব জাহাজের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বর্ত্তমানে জাপানের বাণিজ্য জাহাজ সমূহ জাপান মাঞ্চুকু ও চীন এই তিন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে নিয়োজিত হইতেছে। এই অবস্থায় বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করা জাপানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাঞ্চুকু হইতে জাপানে ইস্পাত রপ্তানী সম্পর্কে জাপানী গভর্ণমেণ্ট ও মাঞ্চুকু গভর্ণমেণ্টের ভিতর যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ১৯৩৯ সালে মাঞ্চুকু জাপানকে মোট ৬ লক্ষ টন ঢালাই লোহা ও ১ লক্ষ টন ইস্পাত সরবরাহ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে মাঞ্চুকু হইতে মোট ১ লক্ষ টন ঢালাই লোহা ও ২ লক্ষ ১০ হাজার টন ইস্পাত জাপানে রপ্তানী হইয়াছিল। নূতন ব্যবস্থায় ইস্পাতের বদলে ঢালাই লোহা সরবরাহ করার উপরই বেশী পরিমাণে জোর দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল ভারত কিষান সভা

আগামী ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল গয়া জিলায় নিখিল ভারত কিষাণ সভার পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। অধিবেশনের স্থান পরে ঘোষণা করা হইবে।

লোন আফিস সমূহের দুরবস্থা

গত ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতায় অল্ বেঙ্গল লোন অফিসেস্ কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম এল সি উহাতে সভাপতিত্ব করেন। লোন আফিস সমূহের উন্নতিকল্পে উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাশ হইয়াছে :—(১) যেসব লোন আফিস এই অল্ ইণ্ডিয়া লোন আফিসেস্ এসোসিয়েশনের মেম্বর শ্রেণীভুক্ত তাহাদের দায় ও সম্পত্তির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহাদিগকে পুনর্গঠন করা সম্বন্ধে সময়োচিত নির্দ্দেশ প্রদানের নিমিত্ত একটি কমিটী নিয়োগ করা হউক (২) এই সভা লোন আফিস সমূহকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্য ও তাহাদের পরস্পরের ভিতর সমন্বয় ও সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের আবশ্যকতা বোধ করিতেছে এবং এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে উপযুক্ত স্কীম তৈয়ারের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুত নরেন্দ্রশঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লইয়া একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাব করিতেছে। (৩) এই সভা দেশের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার লোন অফিস সমূহের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণের জন্য গভর্ণমেণ্টকে একটি কমিটী নিয়োগের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। (৪) বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্টটি নানাদিক দিয়া অনিষ্টকর বলিয়া এই সভা তাহা সময়োচিত সংশোধন দাবী করিতেছে (৫) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যে মহাজনী আইন সংশোধক বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহার কবল হইতে লোন আফিস সমূহকে মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সভা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ১৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে মোট ১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। অধিকন্তু আলোচ্য মাসে ভারতবর্ষ ৯০ লক্ষ টাকা

মূল্যের স্বর্ণ প্রভৃতি ধনসম্পদ রপ্তানী করিয়াছে। মালপত্র ও ধনসম্পদ মিলাইয়া আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ভারতের অনুকূলে দাঁড়াইয়াছে।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষাদান

বাঙ্গলা প্রদেশের মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ বিনাব্যয়ে কাপড়-কাচা সাবান তৈয়ারের প্রণালী শিক্ষাদানের জন্য নূতন একদল ছাত্রের নাম তালিকাভুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত হইতে ছয় মাস সময় লাগিবে। ক্যানেল সাউথ রোডস্থ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরীতে এই সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হইবে। যে সকল বেকার যুবক উক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ঐ ব্যবসায়কে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। যে সকল শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আগামী ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কলিকাতায় রাস্তা চলাচলে বিপদ

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্তের এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দীন জানান যে গত ১৯৩৮ সালে মোটরযান সম্পর্কে কলিকাতায় ৯০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং ২ হাজার ৪৪৮ জন আহত হইয়াছিল।

ভারতে বেতারের প্রসার

১৯৩৮ সালের শেষভাগে অক্টোবর নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে ভারতবর্ষে বেতারের উল্লেখযোগ্য ক্রমিক প্রসার লক্ষিত হইতেছে। লোকে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় বেতার যন্ত্র ক্রয় করিতেছে এবং এই বাবদ লাইসেন্স আরও বাড়িতেছে। ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসে বেতার যন্ত্রের লাইসেন্স বাবদ ৯৬ হাজার ৬৩৪ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের শেষ তিন মাসে ঐ আয় বাড়িয়া ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৩০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তবে ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসের তুলনায় ১৯৩৮ সালের ঐ সময়ে বেতার যন্ত্রের আমদানী শুল্ক বাবদ আয় কিছু হ্রাস পাইয়া ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা স্থলে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা হইয়াছে।

সরকারী শুল্ক-বিভাগের আয়

আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক সহ দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক মিলাইয়া লবণশুল্ক বাবদ গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের মোট ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে ঐরূপ আয় দাঁড়াইয়াছিল মোট ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই ১১ মাসে মোট ৪৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ১১ মাসে ঐরূপ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এবার আমদানী শুল্ক বাবদ ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, আবগারি শুল্ক বাবদ ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক ও বিবিধ ধরণের আদায়ী শুল্ক বাবদ ৫২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এগার মাসের তুলনায় এবার এগার মাসে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র, মোটর যান, লোহা ও ইস্পাত, রেশম সূতা, কাগজ, ষ্টেশনারি জিনিষ, রৌপ্য, ইলেকট্রিক বাল্‌ব, খেলনা, চা ও বেতার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির শুল্ক আয় হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে তামাক, কার্পাসবস্ত্র যন্ত্রপাতি, সুপারি, কার্পাস সূতা, মসলা, দিয়াশলাই, কাঁচা তুলা প্রভৃতির আমদানী শুল্ক এবং চিনি ও দিয়াশলাই প্রভৃতির উৎপাদন শুল্ক-বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সিনেমার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার

গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের সিনেমা দল মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। সেই সব স্থলে পল্লী সংগঠন এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষামূলক ছবিসমূহ দেখানো হয়। এতদ্ব্যতীত

'সহযোগিতার মূল্য এবং কাজ' 'সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা', 'কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন, কুটীর শিল্পের প্রসার', 'পশ্বাদির উন্নতি সাধন', 'কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রতিকার ও তাহা হইতে আরোগ্য লাভের উপায়' এবং 'প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ' প্রভৃতি বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। যাহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণ এই সম্পর্কে আকৃষ্ট হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

চিনির আমদানী ও রপ্তানী

১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ৬ হাজার ৪১৪ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই বৎসরের আমদানীর তুলনায় এবারকার আমদানী উল্লেখযোগ্যরূপ কম হইয়াছে। ১৯৩৭ সাল ও ১৯৩৬ সালের প্রথম নয় মাসে বৃটিশ ভারতে বিদেশ হইতে যথাক্রমে ১২ হাজার ৩৪ টন ও ১৬ হাজার ৩২৬ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল। গত তিন বৎসরে ইংলণ্ড ও জাভা হইতে ক্রমেই চিনি কম আমদানী হইয়াছে। কিন্তু হংকং হইতে চিনির আমদানীর পরিমাণ অনেকটা পূর্ব্ব হারেই বলবৎ আছে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭১৮ টাকার মোট ৩৩ হাজার ৩৭৭ টন চিনি রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের উপরোক্ত নয় মাসে ভারত হইতে ৩২ লক্ষ ২৬ হাজার ৩০০ টাকার মোট ৫৩ হাজার ৫১৫ টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঋণ

১৯১৯ সালের জুন মাসের শেষে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫২ কোটি ৩৪ লক্ষ ডলার এবং তজ্জন্য প্রদত্ত সুদের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৫৪ লক্ষ ডলার, গত ১৯৩৮ সালের জুন মাসে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া ৩৬৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ডলার দাঁড়াইয়াছে এবং তজ্জন্য সুদ পরিশোধ করিতে হইয়াছে ৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ডলার। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে জানা যায় ১৯১৯ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সরকারী ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সুদের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ১৯১৯ সালে গভর্ণমেণ্টের গৃহীত ঋণের সুদ যেখানে ছিল শতকরা ৪·১৭৬ ডলার ১৯৩৮ সালের জুন মাসে তাহা দাঁড়ায় শতকরা ২.৫৮৯ ডলার।

বিহারে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠা

গত অক্টোবর মাসে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে বিহারে রাসায়নিক শিল্প দ্রব্য প্রস্তুতের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি শিল্প কমিটী নিয়োগ করা হয়। সম্প্রতি ঐ কমিটী বিহার সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে কমিটী রাসায়নিক সার এবং কয়লা, কাচ ও মৃৎদ্রব্যাদি হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ৪ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগে উপযুক্ত সংখ্যক কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করিয়াছেন। প্রকাশ কমিটী এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছেন যে বিহারে বর্ত্তমানে যে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহাতে অল্প খরচে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

দেশীয় ঔষধ ব্যবসায়ের উন্নতি

দেশীয় ঔষধ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার নিমিত্ত পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে একটি তদন্ত কমিটী নিয়োগ করেন। সম্প্রতি এই কমিটী দেশীয় ঔষধের ব্যবসায় সম্পর্কে আবশ্যকীয় তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিস্তারিত প্রশ্নাবলী প্রচার করিয়াছেন।

গুড় প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি

গত বৎসর যুক্তপ্রদেশ সরকার উক্ত প্রদেশে গুড় প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী গত বৎসর ৩০টি জিলায় পল্লী অঞ্চলে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত কার্য্য প্রদর্শনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এবৎসর আরও ১৬টি জিলায় ঐরূপ কার্য্য প্রচারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তিনটি জিলায় গুড় প্রস্তুত শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করা হইতেছে। ইক্ষু মাড়াইবার জন্য উন্নত প্রণালীর ৬৫০টি কল বিতরিত হইয়াছে এবং উন্নত ধরণের ৩ হাজার চুল্লীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় শিল্প মিউজিয়ম

গত ১৮ই মার্চ্চ বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের উদ্যোগে কলিকাতায় একটি শিল্প মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত (Bengal Industrial museum) ২১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে একটি বিরাট বাড়ীর ১৭ হাজার বর্গ ফুট গৃহতল ব্যাপিয়া দেশীয় শিল্প দ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ঐ মিউজিয়মটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর এই অনুষ্ঠানে একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন গত ১৯২৮-২৯ সালে কংগ্রেস প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তারূপে কাজ করার পর হইতে আমি যে কল্পনা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছি আজ এই শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। এই শিল্প মিউজিয়ামের দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রথমতঃ বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধে জনসাধারণের সাক্ষাৎ পরিচয় এমন কি প্রকৃত ধারণা নাই এই মিউজিয়ামের মারফতে তাহারা তাহার সহিত পরিচিত হইবে। আর তাহাতে দেশীয় শিল্পের বিশেষ সাহায্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই মিউজিয়ামের মারফতে এ প্রদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত অন্যান্য প্রদেশ ও অন্যান্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনা করা সম্ভবপর হইবে। আর তাহাতে এই প্রদেশের শিল্পজাতদ্রব্যকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করিবার শিক্ষা ও উৎসাহ প্রেরণা আমরা পাইব।

এই মিউজিয়াম দেশের পণ্য উৎপাদনকারী ও ক্রয়কারীর মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করিবে। এই মিউজিয়াম দ্বারা যে শুধু দ্রব্যাদির বর্ত্তমান চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নয়, উহা দেশের শিল্প কারিগর দিগকে নূতন নূতন উচ্চাঙ্গের জিনিষ উৎপাদন করা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবে এবং দেশীয় শিল্পদ্রব্যের অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি করিবে।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করা বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। এই ক্ষেত্রে রাজনীতির স্থান নাই। বাঙ্গলা যেমন ভারতের কৃষি প্রদেশ সমূহের শীর্ষস্থানীয়, ঠিক তেমনিভাবে বাঙ্গলা যাহাতে শিল্পের ক্ষেত্রেও স্বীয় আসন অধিকার করিতে পারে তজ্জন্য সমস্ত দল ও শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে। মতের পার্থক্য আমাদের থাকিতে পারে; কিন্তু অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে আমাদিগকে সম আদর্শ বরণ করিয়া লইতে হইবে। জনসাধারণকেও এই ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন—বর্ত্তমানে এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যখন শিল্পের উন্নতি বিধানে বিশেষ চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন এই শিল্প মিউজিয়ামটির প্রতিষ্ঠা সকল দিক দিয়াই সময়োচিত হইয়াছে। এ প্রদেশের অনেক শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। নানারূপ হেলা অবহেলার ভিতর আমাদের শিল্প প্রচেষ্টাও এখন পর্য্যন্ত অনুন্নত। বর্ত্তমান মিউজিয়ামটির মারফতে দেশে শিল্পোন্নতি গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে প্রকৃত উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।

বিদেশে ভারতীয়দের অবস্থা

বিদেশে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত কুলধর চালিহা বলেন:—বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে ও বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের প্রতি অনেকটা ইতর প্রাণীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়। কোন ভারতীয় যত উচ্চপদস্থই হউক না কেন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলে তাহাকে লিফটে উঠিতে দেওয়া হয় না। ট্রাম কিংবা রেলগাড়ীতে উঠিতে গেলে স্বতন্ত্র কামরায় উঠিতে হয়। শ্বেতাঙ্গদের সহিত তাহাদিগকে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না। আফ্রিকার কোন কোন অংশে ভারতীয়দিগকে জমি ক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। জাঞ্জিবারের সুলতান বৃটিশ রেসিডেণ্টের চাপে ভারতীয়দিগকে দমনের জন্য বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ণ করিতেছেন। কেনিয়ায় সময় সময় বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ফিজি, বৃটিশ গিনি কিংবা ত্রিনিদাদে ভারতীয়দের অবস্থা আরও শোচনীয়। ফিজিতে ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। তাহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবি। ১৯৩৩ সালের ৩৩নং অর্ডিন্যান্সে বিহিত হয় যে কোন ভারতীয় ফিজিতে অবতরণ করিলে তাহাতে ৫০ পাউণ্ড জমা দিতে হইবে। উহা তিন বৎসর কলোনিয়াল ট্রেজারীতে থাকিবে। যদি ঐ ব্যক্তি যথোপযুক্ত ব্যবহার না করে তাহা হইলে ঐ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। বর্ত্তমানে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিবার জন্য পরিদর্শক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। সিংহল, কেনিয়া ও অন্যান্য উপনিবেশে ভারতীয়দিগকে প্রবেশ করিতে হইলে কিছু অর্থ জমা দিতে হয়। বৃটিশ গিনি ও ত্রিনিদাদের ভারতীয় প্রথায় বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় না; ইহার ফলে ভারতীয়গণ তাহাদের পিতামাতার সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না। ত্রিনিদাদ ও বৃটিশ গিনিতে ভারতীয়দিগকে মৃতদেহ দাহ করিতে দেওয়া হয় না। ভারতীয়দের উপর এই সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে যে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কিমেটেরিয়ামে শব রক্ষা করিতে হইবে। বিদেশে ভারতীয়দের এই প্রকার দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি

গত ২০শে মার্চ্চ ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের একটি নূতন বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে ইংলণ্ড হইতে আমদানীকৃত ১০৬ প্রকার পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইতেছে। নূতন চুক্তিতে কেবল ২০টি অর্থাৎ মোট আমদানীকৃত পণ্যের শতকরা ১৬ ভাগ পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানীকৃত ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার পণ্য কম শুল্কে আমদানী হইতে দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যত প্রকার পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানী করে নূতন ব্যবস্থায় তাহার শতকরা ৮২ ভাগ পণ্য ইংলণ্ডে কম শুল্কে অথবা বিনা শুল্কে রপ্তানী করিতে পারিবে। ভারতবর্ষ হইতে গড়ে প্রতি বৎসরে ৫৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ৪৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার পণ্য নূতন চুক্তি অনুসারে শুল্ক সুবিধা পাইবে।

নূতন চুক্তি দ্বারা বিলাতী কাপড়ের উপর আদায়ী আমদানী শুল্কের নূতন হার ধার্য্য করা হইয়াছে। যে ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে ছাপা কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ১৭॥০ টাকা ও কোরা কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা (অথবা প্রতি পাউণ্ডের উপর ৵৭॥ পাই) এবং অন্যান্য শ্রেণীর কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে। চুক্তিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যদি কোন বৎসর ৩৫ কোটি গজের অধিক বিলাতী কাপড় আমদানী না হয় তবে উহার পর হইতে যে বৎসর পর্য্যন্ত ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী না হইবে সেই বৎসর পর্য্যন্ত শুল্কের হার আরও শতকরা আড়াই টাকা কম হইবে। যদি কোন বৎসর আমদানীর পরিমাণ ৫০ কোটি গজের চেয়ে বেশী হয় তবে পরবর্ত্তী বৎসর যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উদ্ধতম পরিমাণ অপেক্ষা বেশী কাপড় আমদানী না হইতে পারে তজ্জন্য শুল্কের হার উপযুক্ত হারে বৃদ্ধি করা যাইবে। কিন্তু অতঃপর যে বৎসর ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ অপেক্ষা বেশী বিলাতী বস্ত্র আমদানী হইবেনা সেই বৎসরের শেষে শুল্কের হার কমাইয়া মৌলিক হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। স্থির হইয়াছে ইংলণ্ড ১৯৩৯ সালে ৫ লক্ষ গাঁইট, ১৯৪০ সালে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট ও তৎপর প্রত্যেক বৎসরে ৬ লক্ষ গাঁইট ভারতীয় তুলা ক্রয় করিবে। ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষ হইতে উপরোক্ত হারের চেয়ে কম তুলা ক্রয় করে তাহা হইলে ইংলণ্ডের স্বীকৃত বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ উক্ত ৫০ কোটি গজ হইতে আনুপাতিক হারে বাদ দেওয়া হইবে। চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে ইংলণ্ড যদি ১৯৩৯ সালে কিংবা ১৯৪০ সালে ৪ লক্ষ গাঁইটের কম অথবা তৎপরবর্ত্তী কোনও বৎসর সাড়ে ৪ লক্ষ গাঁইটের কম

ভারতীয় তুলা ক্রয় করে তবে ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড়ের উপর মৌলিক শুল্কের হার বৃদ্ধি করা যাইবে। কিন্তু ইংলণ্ড যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী তুলা ক্রয় করে তবে ইংলণ্ডকে কিছু বেশী সুবিধা দেওয়া যাইতে পারিবে। ইংলণ্ডে রপ্তানীকৃত ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে রেড়ীর বীজ নারিকেল আঁশের রজ্জু, কার্পাস সূতা, ছাগচর্ম্ম, তিসি তৈল চীনাবাদাম প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানী মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। পাটের দড়ি প্রভৃতির উপর শতকরা ১৫ ভাগ ও পাটের থলে প্রভৃতি শতকরা ২০ ভাগ শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কফি, চা, চাউল প্রভৃতি পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডকে ভারতে আমদানীকৃত বিলাতি মাটি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, রং, রেফ্রিজারেটরস্, সেলাইএর কল সাইকেল ও ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম সম্বন্ধে শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হইবে।

পাঞ্জাবে পল্লী উন্নয়ন কার্য্য

পাঞ্জাব প্রদেশে পল্লী উন্নয়ন কার্য্য চালাইবার জন্য পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৯-৪০ সালের হিসাবে ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। আগামী বৎসরের জন্য পল্লী উন্নয়ন কার্য্যের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে যৌথ প্রণালীর চাষাবাদ প্রথা প্রবর্ত্তনের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। রোটক, শিয়ালকোট, গুজরাট এবং ঝেলাম জেলায় বর্ত্তমানে ঐ প্রকার আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে এবং তাহাতে সাফল্যও দেখা গিয়াছে। আগামী বৎসরে গোর্গাঁও, মুজাফরগর এবং মিয়ানওয়ালি জেলায়ও জোত সংযোগের কাজ সুরু করা হইবে। উহাতে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৫০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; এতদ্ব্যতীত কূপ খনন ও কূপ সংস্কার বাবদ ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে।

ভারতে বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার

সম্প্রতি ন্যাশনেল একাডেমী অফ্ সায়েন্সএ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা ভারতে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—বিদ্যুৎ শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ যে কতদূর পশ্চাৎপদ অন্যান্য দেশের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিলে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১৯৩৫ সালে কানাডায় মাথাপিছু গড়ে ২ হাজার, সুইডেনে ১ হাজার ১০০, যুক্তরাষ্ট্রে ৯৭০, যুক্তরাজ্যে ৬০০, জাপানে ৩৫০ ও রাশিয়ায় ১৫০ ইউনিট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই স্থলে ভারতে মাথাপিছু গড়ে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় মাত্র ৭ ইউনিট। কয়লা, তৈল, জলপ্রবাহ এবং মাংগুড় হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে ১৯৩৫-৩৬ সালে ২ হাজার ৩৬০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। উহার শতকরা ৬০ ভাগ বিভিন্ন শিল্প পরিচালনার কাজে নিয়োজিত হয়। আর শতকরা ৪০ ভাগ আলো যোগানের কাজে নিয়োগ করা হয়। ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালে মাত্র ২৫০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। স্যার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়ার বরাদ্দ মতে ভারতবর্ষে ২ কোটি কিলওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উপযোগী সম্পদ রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত উহার মাত্র শতকরা ৩ ভাগ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ সম্পদ কার্য্যে লাগাইবার ব্যবস্থা হইত তাহা হইতে ভারতবর্ষে বৎসরে ৮ হাজার কোটি ইউনিট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। আর তাহাতে গড়ে প্রত্যেক লোক ২০৯ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে পাইবে। বাঙ্গলা, বিহার ও মধ্য ভারতে প্রচুর কয়লা সম্পদ রহিয়াছে। আসাম, ছোটনাগপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উপযোগী জলপ্রবাহও সুপ্রাপ্য।

নূতন ধরণের টাকা ও পয়সা

বোম্বাইয়ের সরকারী টাকশালায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য নূতন নমুনার টাকা, আধুলী, সিকি, দুইআনি, আনি, পয়সা, ডবল পয়সা আধ পয়সা ও পাই ইত্যাদি তৈয়ার করা হইতেছে। অভিনব ধরণের খাজ কাটিয়া যেভাবে নূতন টাকা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইতেছে তাহাতে ঐ টাকা জাল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবেনা বলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস। তবে ঐ নূতন নমুনার টাকা প্রচলিত হইবে আরও এক বৎসর পরে। নূতন রাজার মার্কাযুক্ত আধুলি, সিকি পয়সা, ডবল পয়সা, প্রভৃতির পরিকল্পিত নমুনা ইতিমধ্যে রাজা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে রূপার দুইআনি আর নির্ম্মাণ করা হইবে না। নিকেলের নূতন রকমের দুই আনি তৈয়ার করিয়া সম্রাটের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। চলতি-নিকেলের দুই আনির তুলনায় নূতন দুই আনির আকার কিছু স্বতন্ত্র ধরণের হইবে। নূতন নমুনার আনি ও পয়সা ইতিমধ্যে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নূতন ধরণের ডবল পয়সা ও পাই আগামী মে মাসে প্রবর্ত্তিত হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের উৎপাদন

গত ১৯৩৭ সাল ও ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে নিম্নে আউন্সের হিসাবে তাহার পরিমাণ দেওয়া হইল।

দেশ	১৯৩৭ (আউন্স)	১৯৩৮ (আউন্স)
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,১৭,৩৫,০০০	১,২১,৬১,০০০
রাশিয়া	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০
ক্যানাডা	৪০,৯৬,০০০	৪৬,৩০,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৪১,১২,০০০	৪২,৪৪,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	১৩,৮১,০০০	১৫,৭০,০০০
মেক্সিকো	৮,৪৬,০০০	৯,৩০,০০০
ফিলিপাইন	৬,৯২,০০০	৮,৬২,০০০
রোডেসিয়া	৮,০৪,০০০	৮,১৪,০০০
জাপান	৭,৫০,০০০	৮,০০,০০০
কোরিয়া	৬,৮০,০০০	৭,৩০,০০০
গোল্ড কোট	৫,১৯,০০০	৬,৩৮,০০০
কলম্বিয়া	৪,৪২,০০০	৫,২৪,০০০

চীন দেশের নূতন রেলপথ

চীন দেশের গবর্ণমেণ্ট কুনমিং হইতে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত একটি নূতন রেলপথের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর হইতে মোট ২৫ হাজার কুলী ঐ রেলপথ নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত আছে এবং ইতিমধ্যে ৫০ মাইল রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। কুনমিংএর সন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের ভিতর দিয়া একটি টানেল প্রস্তুত করা হইতেছে। সেজন্য অনেক চীন দেশীয় ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত আছে। আগামী জুন মাস হইতে রেলপথ নির্ম্মাণের কাজে ১ লক্ষ ২০ হাজার কুলী নিয়োগ করা হইবে। নূতন রেলপথটী ৫০০ মাইল দীর্ঘ হইবে এবং তিন বৎসরের ভিতর উহার কার্য্য সমাপ্ত হইবে।

কঙ্গো	৪,৩০,০০০	৪,৫০,০০০
ভারতবর্ষ	৩,৩২,০০০	৩,২২,০০০
চিলি	৩,১৬,০০০	২,৭০,০০০
নিউগিনি	২,১৭,০০০	২,২০,০০০
সুইডেন	১,৯৩,০০০	১,৯৫,০০০
পেরু	১,৬৯,০০০	১,৭০,০০০
রুমানিয়া	১,৬৬,০০০	১,৭০,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	১,৬৮,০০০	১,৫০,০০০
ব্রেজিল	১,৪৬,০০০	১,৫০,০০০
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১,২৮,০০০	১,৪০,০০০
ভেনেজুয়েলা	১,১৭,০০০	১,২০,০০০
অন্যান্য দেশ	১৩,০৪,০০০	১৪,১০,০০০
মোট	৩,৪৭,৮৩,০০০	৩,৬৭,৫০,০০০

উড়িষ্যায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ

উড়িষ্যা বন্যা বিশেষজ্ঞ কমিটীর সভাপতি স্যার বিশ্বেশ্বরায়া আগামী ৩০শে মার্চ্চ কটক পৌছিবেন। উড়িষ্যার বন্যা সমস্যা সমাধান কল্পে উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে তিনি দশ দিন উড়িষ্যা প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবেন। স্মরণ থাকিতে পারে ইতিপূর্ব্বে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার প্রস্তাবক্রমে উড়িষ্যা সরকার একটি বন্যা তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাথমিক তদন্ত করিয়া ঐ কমিটি একটি সাময়িক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পর্কেই স্যার বিশ্বেশ্বরায়া কটকে আসিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়।

স্বর্ণ রপ্তানী

গত ১৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে মোট ৯ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

নুতন বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য

সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ভারতের ভিতর যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিয়া বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতির (Bengal Mill Owners' Association) প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্ এন মিত্র বলেন—ভারত গবর্ণমেণ্ট এই একদর্শী চুক্তিটি যে কি ভাবে সমর্থন করিলেন তাহা বুঝা কঠিন। এই চুক্তিতে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে যথেচ্ছ পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী করিবার সুবিধা পাইবে। কেবল ৫০ কোটি গজের বেশী বস্ত্র আমদানী হইলে ভারতবর্ষ শুল্কের পরিমাণ কিছু বাড়াইতে পারিবে। কিন্তু যদি ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ ৩৫ কোটি গজের বেশী না হয় তবে শুল্কের হার শতকরা আড়াই ভাগ হারে হ্রাস করিতে হইবে। গত ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড হইতে যথাক্রমে ৩৬ কোটি ও ২৩ কোটি গজ বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। এই অবস্থায় নূতন চুক্তি অনুসারে বিলাতী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক অবিলম্বেই শতকরা বিশ ভাগ হইতে সাড়ে বার ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করিতে হইবে। ইতিমধ্যে বিদেশের আমদানীকৃত তুলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এক্ষণে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে শুল্ক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। বাঙ্গলা প্রমুখ যে সব প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ আজও তেমন সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই সেখানে উহার ফল খুবই মারাত্মক হইবে।

ডাঃ এইচ, এল, দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ এল দে গত ২৩শে মার্চ্চ বেঙ্গল ইকনমিক বোর্ডের সভায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন। ঐদিন অপরাহ্নে তিন ঘটিকার সময় তিনি 'আর্থিক জগৎ আফিস পরিদর্শন করিতে আসেন। 'আর্থিক জগতে'র সম্পাদক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহার আলাপ আলোচনা হয়। ডাঃ দে ২৩শে মার্চ্চ রাত্রেই ঢাকা রওয়ানা হন।

ভারতে গমের চাষ

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে দ্বিতীয় সরকারী পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৩৮-৩৯ (একর)	১৯৩৭-৩৮ (একর)
পাঞ্জাব	৯৬,১২,০০০	১,০২,৫৩,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭৫,৪২,০০০	৭২,৯৮,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩৪,২৯,০০০	৩৩,৩২,০০০
বোম্বাই	২২,৪৩,০০০	২১,৯৬,০০০
বিহার	১০,৯৪,০০০	১০,৯[illegible],০০০
সিন্ধু	১১,৮২,০০০	১০,১১,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৯,০২,০০০	৮,৮৭,০০০
বাঙ্গলা	১,৭৪,০০০	১,৬১,০০০
দিল্লী	১০,০০০	৪৮০০০
আজমীড়	৭,০০০	১৯,০০০
উড়িষ্যা	৪,০০০	৪,০০০
মধ্যভারত	২২,৬০,০০০	২০,২৯,০০০
গোয়ালিয়র	১৬,৪৬০০০	১৪,২৩,০০০
রাজপুতনা	১২,১৮,০০০	১৩,৪৯,০০০
হায়দরাবাদ	১০,৯২,০০০	১২,২০,০৯০
বরোদা	৭৫,০০০	৭৫,০০০
মহীশূর	২,০০০	২,০০০
মোট—	৩,২৪,৯২,০০০	৩,২৪,০৩,০০০

(ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি)

বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার বলে তাহা পুনঃবহাল করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষকে যে তথাকথিত ফিজক্যাল অটোনমি অথবা আর্থিক ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবার পদদলিত করা হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থরক্ষার জন্য বর্ত্তমানেও যে ভারতবাসীর এই অধিকারকে পদদলিত করা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মুসলিম লীগ বর্ত্তমানে দেশের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া কংগ্রেসকে জব্দ করাই একমাত্র নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত চুক্তি বাতিল করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে মুসলীম লীগের সদস্যগণ তাহার বিরোধীতা করিয়া এই বিষয়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের সমর্থন করিবেন। সুতরাং ব্যবস্থা পরিষদে এই চুক্তি বাতিল করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে।

কাজেই এই ব্যাপারে শাসনতন্ত্রগত কোন অধিকারের উপর নির্ভর না করিয়া দেশবাসীকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। দেশের লোক যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করে যে উলঙ্গ থাকিলেও তাহারা ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র স্পর্শ করিবে না এবং যাহারা বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিবে তাহাদিগকে দেশের শত্রু বলিয়া গণ্য করিবে তাহা হইলেই ল্যাঙ্কাশায়ার এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অপচেষ্টার সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে। আমরা এই বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত হইতে আহ্বান করিতেছি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

ভারতে বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটী প্রথম শ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তাহার মধ্যে বোম্বাইয়ের এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম। ১৮৯৭ সালে স্থাপিত হইয়া দীর্ঘ ৪২ বৎসর কাল যাবৎ উহা বিশেষ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত প্রণালী এবং তহবিল সংরক্ষণ বিষয়ে উহার সমুন্নত বিধিব্যবস্থা কোম্পানীটিকে একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। ফলে সাধারণের নিকট কোম্পানীর জনপ্রিয়তা দিন দিন যেমন বাড়িতেছে তেমনই কার্য্য সম্প্রসারণের দিক দিয়াও উহার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইতেছে। জনসেবার সুমহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রকৃত কর্ম্মকুশলতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিলে একটি দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান যে কি পরিমাণে সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে 'এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া' তাহারই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইনে ডিসেম্বর মাসে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর বৎসর শেষ করার নিয়ম পরিকল্পিত হওয়ায় 'এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া'র কর্তৃপক্ষ এখন হইতেই সেই নিয়ম অনুসরণ করা স্থির করিয়াছেন। আর সেজন্য এবার ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই দশ মাসের হিসাব লইয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য দশ মাসে কোম্পানী ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫৬০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১১ হাজার ২৯৯টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৮ হাজার ৬৬৯টি প্রস্তাবে এবার মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৯৯ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নূতন বীমা বাবদ এককালীন ১৭ হাজার ৫৫ টাকা ও বাৎসরিক ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬২ টাকা পরিমাণে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাইবে। এবারকার নূতন বীমা লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৯১ টাকা।

আলোচ্য দশ মাসে প্রিমিয়াম বাবদ ৪৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৭৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯১০ টাকা। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার ২০৪ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবীবাবদ ২৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮০ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৫১৯ টাকা, সুপার ট্যাক্স বাবদ ৬৩ হাজার ৮১১ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১২ লক্ষ ১৫ হাজার ৪০২ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ২০ হাজার ৪৯১ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৬৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এবৎসর কোম্পানীর ব্যয়ের হার দাঁড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৪·৯ ভাগ। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় তাহা শতকরা একভাগ কম হইয়াছে। ব্যয়ের হারের এইরূপ কমতি কোম্পানীর পরিচালকদের প্রকৃত কর্ম্মকুশলতা ও সুবিবেচনার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

গত ৩১শে ডিসেম্বর জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৬৭ টাকা, মজুদ তহবিল বাবদ ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৫৮ টাকা, দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল বাবদ ২৮ লক্ষ ৬ হাজার ৯১৮ টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৪৭ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—কোম্পানীর কাগজ ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৬ হাজার ৪২১ টাকা, বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্টের ঋণ ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮৯ টাকা, বোম্বে মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৩৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭২০ টাকা, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ঋণ ২৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২৬২ টাকা, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ষ্টার্লিং ঋণ ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৬৬ টাকা, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট ষ্টার্লিং ঋণ ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৪৩ টাকা, জমি বাড়ী (ভারতে) ৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৩২ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ১ হাজার ৮৬৯ টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সর্ব্বথা নিরাপদমূলক ব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। দাদনী টাকার অধিকতর নিরাপত্তার জন্য কোম্পানী ২৮ লক্ষ টাকার একটি মজুদ তহবিল (Investment Reserve Fund) গঠন করিয়াছেন। উহার ফলে কোন কারণে কোম্পানীর কাগজের দাম পড়িয়া গেলেও কোম্পানীর পক্ষে সে ক্ষতি মিটাইতে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না। কাজেই সকল দিক দিয়াই কোম্পানীটিকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলা চলে। কৃতী বীমাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত এ সি সেন এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার ও আসামের চীফ্ এজেণ্ট। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় এই তিনটি প্রদেশে 'এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া' বিশেষ জনপ্রিয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে জন্য আমরা শ্রীযুক্ত সেনের উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি। কলিকাতায় ২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ারে কোম্পানীর চীফ্ এজেন্সী অফিস অবস্থিত।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ১৯শে মার্চ্চ চুঁচুড়ায় ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হয়। বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী স্যার বি পি সিংহ রায় উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের পরিচালকদিগকে
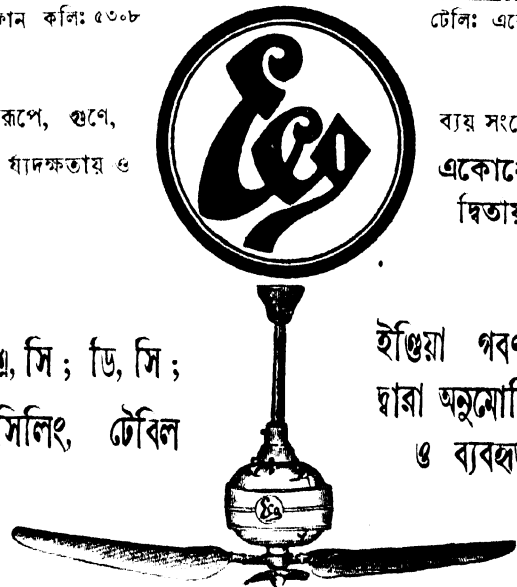
তাহাদের কর্ম্মোদ্যোগের জন্য প্রশংসা করিয়া স্যার বিজয় প্রসাদ বলেন—এদেশে কৃষি শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার প্রয়োজন। একদিকে আর্থিক মন্দা ও অপরদিকে কৃষিঋণ লাঘব আইনের প্রতিক্রিয়ায় মফঃস্বলের লগ্নিকারবার সমূহ বিপন্ন হইয়াছে। লোন আফিস সমূহের দাদনী টাকা আটক পড়িয়া গিয়াছে এবং সমবায় সমিতি সমূহও খুব দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সকলদিক দিয়াই আজ দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পুনর্গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে উপস্থিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অনুপযুক্ত মূলধন নিয়া কোনরকমে পরিচালনা করা হইতেছে। উহাদের ব্যবসায় নীতিও অনেক ক্ষেত্রে বিবেচনা সম্মত নহে। আজ আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িলে যেরূপ দাদন বিষয়ে নিরাপত্তা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে উন্নতি সম্ভবপর হইবে সেইরূপ দেশের অনুপযুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে অনেক দিক দিয়াই বিপদের সম্ভাবনা।

নেপচুন এসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১০ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে নেপচুন এসিওরেন্স কোম্পানীর নূতন বাটীর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। ফরেন বাইবল হাউসটি ক্রয় করিয়া তাহা কোম্পানীর নূতন আফিস ভবন করা হইয়াছে। স্যার চিমনলাল শীতলবাদ এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া খরচ পত্র বাদে নিট লাভ দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৪৬ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের জের ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫১৪ টাকা যোগ করিয়া মোট ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৬১ টাকা হয়। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহা নিম্নরূপভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন:—৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ—৫ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯৬ টাকা, ইনকামট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স—৫০ হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, জমি বাড়ীর ক্ষয়পূরণ তহবিল—৫ লক্ষ টাকা, কর্ম্মচারীদের বোনাস ২ লক্ষ টাকা, গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে অংশিদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা হারে বোনাস ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা, অংশিদারদের বোনাস ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা, আগামী বৎসরে হিসাবের জের ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৭৩ টাকা।

ঘাটাবাড়ী বাঐখোলা ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ

ঘাটাবাড়ী বাঐখোলা ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেডের কলিকাতা শাখার প্রতিষ্ঠা উৎসব গত বৃহস্পতিবার ১৬ই মার্চ্চ ৬৫বি, শোভাবাজার ষ্ট্রীটে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—সততা ও দৃঢ়তার সহিত যদি কার্য্য পরিচালনা করা যায় তবে সে কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন সাফল্য লাভ অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে সেই রকমের কর্ম্মীর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই রকম কর্ম্মীসঙ্ঘ গড়িয়া উঠে—তবে শুধু ব্যাঙ্কিং বা অন্য ব্যবসায় কেন যে কোন কার্য্যে বাঙ্গলা দেশ সাফল্য লাভ করিবে। এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে মিঃ বি, এম, দাস, রায় বিলাসচন্দ্র আচার্য্য বাহাদুর, পণ্ডিত হরিশচন্দ্র গোস্বামী, ডাঃ ক্ষীরোদলাল দে, মিঃ রাজেন্দ্র রায় চৌধুরী ও ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ ভি, আর কৃষ্ণমূর্ত্তি উক্ত কোম্পানীর ঢাকা আফিস পরিদর্শনের নিমিত্ত ঢাকা গমন করিয়াছিলেন।

পেসিফিক ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এণ্ড ফার ইষ্ট লিঃ

সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে পেসিফিক ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এণ্ড ফার ইষ্ট লিমিটেডের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন, বসু এম-এ এই শাখা অফিসটির প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

হিন্দুস্থান মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি মসলিপটমের এই নূতন কোম্পানীর গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়। আলোচ্য বর্ষে হিন্দুস্থান মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৯৩১টি পলিসিতে মোট ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৬৩ হাজার টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৬৩ হাজার ৫৮৭ টাকা। উক্তরূপ আয় হইতে কোম্পানী কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৪৬ হাজার ৯২৩ টাকা, ও মৃত্যুদাবী বাবদ ১ হাজার ১৫০ টাকা ব্যয় বাদে বাকী টাকা দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯১৫ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১১ হাজার ৬৮৫ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙ্গলার নুতন যৌথ কোম্পানী

ডেয়রী প্রডাক্টস্ লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যবসা—দুধ, মাখন, ঘি, ক্রীম প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০নং হিন্দুস্থান পার্ক—কলিকাতা।

ইকুটেবল প্রভিডেণ্ট কোং লিঃ:—ডিরেক্টর—মিঃ অরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১এ ভ্যান্সিটার্ট রো, ডালহৌসী স্কোয়ার—কলিকাতা।

কসমোপলিটন ইলেক্ট্রাক প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ দীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়। ব্যবসা ইলেক্ট্রাক পাখা প্রভৃতি নির্ম্মাণ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

সেবক লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ ভবতোষ মিত্র। ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ রাম কিষেন কাপুর। ফিল্ম প্রস্তুতে ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৯৯ নং রসা রোড, কলিকাতা।

কালী ফিল্মস্ লিঃ ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ইণ্ডিয়া এণ্টারটেনার্স লিঃ। ফিল্ম প্রস্তুতের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪নং বাবুরাম ঘোষ রোড, টালীগঞ্জ কলিকাতা।

মত ও পথ

ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি

নূতন ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা বিলাতী ছাপা কাপড়ের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ শতকরা সাড়ে শতর ভাগ ও কোরা কাপড়ের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের ২৫শে জুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমদানী শুল্কের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৫ ভাগ। ১৯৩৬ সালের ২৫শে জুন হইতে তাহা শতকরা ২০ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করা হয়। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ১৯৩৬ সালের ২৪শে জুনের তুলনায় ছাপা কাপড়ের আমদানীশুল্ক শতকরা সাড়ে সাত ভাগ ও কোরা কাপড়ের আমদানীশুল্ক শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করা হয়। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ১৯৩৬ সালের ২৪শে জুনের তুলনায় ছাপা কাপড়ের আমদানী শুল্ক শতকরা সাড়ে সাত ভাগ ও কোরা কাপড়ের আমদানী শুল্ক শত করা ১০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। অধিকন্তু বিধান করা হইয়াছে যে ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের আমদানী যদি বৎসরে ৩৫ কোটী গজের বেশী না হয়, তবে শুল্কের হার শত করা আরও আড়াই ভাগ পরিমাণ হ্রাস করা হইবে। গত কয় বৎসর ইংলণ্ড হইতে ভারতে ৩৫ কোটি গজের কম বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। কাজেই কার্য্যতর শীঘ্রই বিলাতী ছাপা কাপড়ের উপর শুল্কের হার শত করা পনর ভাগ ও কোরা কাপড়ের উপর শত করা শুল্কের হার শত করা সাড়ে বার ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করারই ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।—**মিঃ ডি, পি, খৈতান**

বস্ত্রের আমদানী ও তুলার রপ্তানী সম্বন্ধে নূতন চুক্তিতে যে পারস্পরিক সুবিধা দানের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা যেমন অসন্তোষজনক ঐ দুইটী পণ্য ছাড়া অন্য যেসব মালপত্রের আদানপ্রদান সম্বন্ধে যে শুল্ক সুবিধা দেওয়া স্থির হইয়াছে ভারতবর্ষের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে তাহাও অনেক দিক দিয়া আপত্তিকর। ইংলণ্ড হইতে আমদানী কৃত সিমেণ্ট ও রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে শুল্ক সুবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু ভারতের সিমেণ্ট কারখানাগুলি যেখানে ক্রমেই দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত সিমেণ্ট যোগাইতে সক্ষম হইয়া উঠিতেছে এবং ভারতের রাসায়নিক শিল্প যেখানে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে সেখানে এই শুল্ক সুবিধা দেওয়ার সঙ্গতি কোথায়?—**অমৃতবাজার পত্রিকা**

নূতন বাণিজ্য চুক্তিগত ভারতীয় তুলা রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে কোন প্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। অধিকন্তু ইংলণ্ড কি জাতীয় তুলা কত পরিমাণ অর্থাৎ বেঙ্গল, উমরা প্রভৃতি ছোট আঁশযুক্ত তুলা কত পরিমাণ ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে সে সম্বন্ধেও কোনরূপ উল্লেখ নাই। ইঙ্গ-বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার সময় এরূপ একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে বর্ত্তমানে এদেশে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমেরিকা হইতে অতি অল্প মূল্যে তুলা বাজারে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত জাপান ভারতীয় তুলার বড় খরিদ্দার, কিন্তু জাপান চীন দেশে নিজের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে তুলার চাষ করিলে ভারতীয় তুলা কম পরিমাণ খরিদ করিবে। এ অবস্থায় ভারতীয় তুলা বিক্রয়ের একটা নিশ্চিন্ত উপায় করা প্রয়োজন। কাজেই ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালাগণের সহিত একটা চুক্তি স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। এই চুক্তি যে কিরূপ অসার উহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। লিজ-মোদী প্যাক্টের ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণ তুলা ক্রয় করিবার আগ্রহ ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও কি ফল দাঁড়াইয়াছে? ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যে তুলা ক্রয় করে উহা প্রয়োজন বলিয়াই এবং ব্যবসা হিসাবে লাভের বলিয়াই ইংলণ্ড ভারতীয় তুলা ক্রয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানীর প্রতিদান হিসাবে ইহার কোন মূল্য নাই। তারপর জাপানে ভারতীয় তুলার চাহিদা কমিলে ল্যাঙ্কাশায়ার কর্ত্তৃক কি সে চাহিদা পূরণ সম্ভব? তুলার দর যাচাই করিয়া লাভ না দেখিলে ল্যাঙ্কাশায়ারে ভারতবর্ষ হইতে এক মুষ্টি তুলাও ক্রয় করিবে না। ইহা ব্যবসায়ের কথা বক্তৃতার কথা নয়।

—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

চুক্তি আলোচনা সম্পর্কে নিযুক্ত বেসরকারী পরামর্শদাতারা গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যে নিম্নতম দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান ইঙ্গ ভারত চুক্তিতে তাহা পূরণ করা হয় নাই। বেসরকারী পরামর্শদাতারা সে স্থলে মাত্র ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের বিলাতী জিনিষের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান চুক্তিতে সেস্থলে ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের বিলাতী জিনিষের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। উহা প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অসঙ্গত। বিশেষতঃ যখন অনেক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী এদেশের শিল্প প্রসারের পক্ষে বিশেষ হানিকর। বর্ত্তমান চুক্তিতে ভারতের যে সব মালপত্রের রপ্তানী সম্বন্ধে শুল্ক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পাট, অভ্র, হরিতকী প্রভৃতি ভারতের একচেটিয়া সম্পদ। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে চাএর রপ্তানী আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। বেসরকারী পরামর্শদাতারা বরাদ্দ করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের বাজারে মোট সাড়ে তেত্রিশ কোটি টাকার ভারতীয় মালপত্রের উপর শুল্ক সুবিধা দেওয়া হয় বলিয়া ধরা হইলেও, আসলে মাত্র ১১ কোটি টাকার মালপত্র ইংলণ্ডের বাজারে শুল্ক সুবিধা পাইতেছে। এক্ষণে যে নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে উহা আরও হ্রাস করা হইয়াছে। **—মিঃ জি এল মেটা**

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রিগের নির্দ্দেশে ইতিমধ্যেই বিদেশ হইতে আমদানীকৃত তুলার উপর আদায়ী শুল্কের পরিমাণ শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এক্ষণে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে বস্ত্র আমদানীর সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া যে শুল্ক সুবিধা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের কাপড়ের কলসমূহ তথা দেশীয় বস্ত্রশিল্পের সমূহ ক্ষতি অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় যদি উপযুক্তরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা এই চুক্তি সংশোধিত না হয় তবে উহা বাতিল করার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—**হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড**

সরকারী ইস্তাহারে এই নূতন চুক্তিকে ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে ‘যুগান্তকারী’ ও চরম সুবিধাজনক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক বা নূতন নহে। গভর্ণমেণ্ট হইতে যে কোন বানিজ্যচুক্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই করা হউক না কেন উহা একান্তভাবে ভারতের হিতার্থে, একথা আমাদের শাসনকর্ত্তারা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতে থাকেন। বর্ত্তমান চুক্তিতে বৃটেনকে সুবিধা দানের এলাকা অনেকটা হ্রাস করাতে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য অনেকটা বৃদ্ধি পাইবার আশা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিলাতী বস্ত্র সম্পর্কে ইংলণ্ডকে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত। বিশেষতঃ এই প্রকাশ্য সুবিধার সহিত স্যার জেম্‌স গ্রিগের খিড়কী দুয়ারী অনুগ্রহ সম্মিলিত হইলে ভারতীয় মিলগুলির পক্ষে নূতন বিঘ্নের উদ্ভব হইবে। বর্ত্তমানে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি ও অন্যান্য অনেক কারণে ভারতীয় মিলগুলির খরচের হার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্যার জেমস্ গ্রীগের ব্যবস্থানুযায়ী দীর্ঘ আঁশের আমদানী তুলার শুল্ক বৃদ্ধি পাইলে ভারতীয় মিলের বস্ত্রের দাম অবশ্যই চড়িবে। সে সময়ে ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা প্রেফারেন্সের সুযোগে ভারতের বাজার দখল করিয়া বসিবে। তুলা ক্রয় সম্পর্কে এই চুক্তিতে যে ‘মহানুভবতা’র লক্ষণ দেখান হইয়াছে তথা ভারতের প্রতি সহানুভূতি বা দরদের জন্য নহে, ব্রিটেনের নিজ প্রয়োজনেই অপরিহার্য্য এবং তুলা ক্রয় সম্পর্কে যে পুরস্কারের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, তাহা পূর্ণ হইতেও বিলম্ব ঘটিবে না।—**যুগান্তর**

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৪শে মার্চ্চ

কলিকাতার টাকার বাজারে গত সপ্তাহের মত এ সপ্তাহেও কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার ২ টাকা হারে বলবৎ ছিল। অন্যান্যবার এই সময়ে কলিকাতার টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। সে হিসাবে এবার যে এ পর্য্যন্ত কল টাকার সুদের হার চড়া থাকিয়া যাইতেছে তাহা অনেকটা অপ্রত্যাশিতই বলা চলে। বর্ত্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা তেমন কিছুই হইতেছে না এই অবস্থায় কেবল ট্রেজারী বিলের উচ্চ সুদের হারের দরুণ টাকার বাজারের সুদের হার চড়া থাকিয়া যাইতেছে। পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হার উচ্চ রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট টাকার বাজার চড়া রাখিতে চান। সে কারণে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে কিংবা লণ্ডনের প্রচলিত ডিসকাউণ্ট হারের দিক হইতে কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিলের সুদের এখনও ২৷৹ আনা উপর বজায় রাখিয়াছেন। ফলে ব্যাঙ্ক গুলিও কল টাকার সুদের হার ২ টাকার নীচে নামাইতে পারিতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের হার চড়া থাকিবার দরুণ প্রাদেশিক সরকার সমূহকেও ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিতে গিয়া তজ্জন্য উচ্চ হারে দিতে হইতেছে।

কিছুকাল যাবৎ ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে অনেক পরিমাণ ইণ্টারমিডিয়াবী ট্রেজারী বিলও বিক্রয় করা হইতেছিল। এক্ষণে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে সাধারণ ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদনের পরিমাণ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। গত ২০শে মার্চ্চ ৩ মাসের মেয়াদী মোট দেড় কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৶৬ পাই দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ২৷৶ আনা। এসপ্তাহে তাহা ২৷৴১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গত ২০শে মার্চ্চ আসাম সরকারের পক্ষে হইতে ১৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। তাহাতে ৯৯৷৶ আনা দরের ১৫ লক্ষ টাকারই আবেদন পাওয়া যায়। উপরোক্ত ট্রেজারী বিলের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে বার্ষিক শতকরা ২॥ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৭ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্‌তি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ১৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ডের ষ্টার্লিং বিল খরিদ করেন। এসপ্তাহে তাঁহারা মাত্র ৩৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর আবেদন পাইয়াছিলেন। প্রতি টাকায় ১ শি ৫২১/৩২ পেনী দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

বিনিময় বাজারের হালচাল অনেকটা পূর্ব্ব সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠায় এসপ্তাহে লণ্ডনে ডিসকাউণ্ট হার কিছু চড়িয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

ষ্টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫২১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫২১/৩২ পে
ডি, এ, ৩ মাস	„	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি, এ, ৪ মাস	„	১ শি ৬৩/৩২ পে
ডি, এ, ৬ মাস	„	১ শি ৬৫/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১০
মার্ক	„	৮৭
গিলডার	„	৬৫¾
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৶৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২৪শে মার্চ্চ

গত সপ্তাহে হিটলার চেকোস্লোভেকিয়াকে জার্ম্মানীর অন্তর্ভূক্ত করিয়া লওয়ায় ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক আতঙ্কজনক অবস্থার সূচনা হয়। ফলে ডুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের শেয়ার বাজারে এক মন্দা দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একটা অবসাদের ভাব সৃষ্ট হয় এবং শেয়ারের দামের হারও হ্রাস পায়। এসপ্তাহেও কম বেশী পরিমাণ বাজারে সেইরূপ মন্দাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে পড়তি দামে শেয়ার বিক্রয়ের দিকে লোকের বিশেষ আগ্রহ ছিল না বলিয়া বেচাকিনা হইয়াছে আসলে কম। সুখের বিষয় এক্ষণে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা কাটিবার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতেছে আর তাহা বাজারেও পুনরায় ক্রমে ক্রমে আস্থার ভাব সৃষ্ট হইতেছে। জার্ম্মানীর উগ্র সামরিক মনোবৃত্তি দর্শনে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব এখনও বর্ত্তমান সন্দেহ নাই কিন্তু হিটলারের সাম্রাজ্যবাদিক অভিযান আপাততঃ কিছুকালের জন্য অন্ততঃ স্থগিত থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে এবং তাহাতে অদূরভবিষ্যতে ইউরোপে একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও কম দেখা যাইতেছে। হিটলারের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি বর্ত্তমানে সমরায়োজনের তোড়জোড় করিতেছেন বটে কিন্তু পারতপক্ষে অল্পকালের মধ্যে কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ার সঙ্কল্প তাঁহাদের নাই। এই অবস্থায় পুনরায় নূতন করিয়া কোন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি না হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা কিছু কাটিবে এবং তাহাতে শেয়ার বাজারে আবার ক্রমে ক্রমে কাজকর্ম্মের উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

কোম্পানীর কাগজ

ইউরোপে সমরাতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হওয়ায় গত সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বিশেষ মন্দার সূচনা দেখা গিয়াছিল। সে কারণে দামের হারও নামিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সেদিক দিয়া কতকটা ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। গত সপ্তাহে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানী কাগজের দাম ৯৩৮৵ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। এ সপ্তাহে তাহা ক্রমে বাড়িয়া অদ্য ৯৫।৵ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অদ্য বাজারে ৩৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১০০৵ আনা, ৩৲ টাকা সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৯৭⁄ আনা, ৩॥ আনা সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০৪।৵ আনা, ৪৲ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১৩৮৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

সম্প্রতি ইকুইটেবল কোল্ কোম্পানীর যে যান্মাসিক কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বেশ সন্তোষজনকই বলা চলে। কিন্তু ইহাতেই কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার মূল্যের এখনও খুব নিম্ন। অদ্য বাজারে ইকুই-টেবল ৩৩৲ টাকা, হরিলাদী ১১৮০ আনা, জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ১৶ আনা, নর্থ দামূদা ৪।০ আনা ও রাণীগঞ্জ ২৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটের তৈয়ারী জিনিষের বাজার মন্দা থাকায় পাটকল বিভাগে একটা নিরুৎসাহভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হইয়া উঠায় ইউরোপ হইতে পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন অর্ডার পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া এ দিকে আমেরিকা ভারত হইতে পাট খরিদের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়ায় নূতন হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে বাজারে পাটকলের শেয়ার মূল্যও নিম্ন দেখা যাইতেছে। অদ্য হাওড়া ৫৫।⁄ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৪৯ টাকা, ক্লাইভ ২৬৵ আনা, কিনিসন ৫২৪ টাকা, প্রেসিডেন্সি ৩৶ আনা ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৬০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজারে ইস্পাত কোম্পানী সমূহের শেয়ার মূল্য নামিয়া আসাতে এখানকার বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দামের হার কিছু নিম্ন দেখা যাইতেছে। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার মূল্যও নিরুৎসাহজনক। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দাম ২৮।০ আনা এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের দাম ১১।৶ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নোক্তরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)	৯৯।৵০
৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১)	১০১॥৶০,১০১৸০
৩৲ „ ঋণ (১৯৫১-৫৪)	১০০।⁄৬
৩৲ „ নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	৯৭॥⁄০,৯৭॥০,৯৬॥৭
৩৲ „ ইউ, পি, ঋণ (১৯৬১-৬৬)	৯৭॥৶০, ৯৭৸০

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৯৬৷৷৶৬,৯৬৷৵০,৯৬৷৶,৯৬৶,৯৬,৯৫৸৵,৯৫৷৷৶, ৯৫৸০,৯৫৵,৯৫৲,৯৫৴,৯৫৷৷০,৯৫৷৷৴,৯৫৷৷০,৯৫৷৶,৯৫৷৵,৯৫৷০, ৯৫৲,৯৪৸৵,৯৪৸৶,৯৪৸,৯৪৷৷৴,৯৪৷৷০,৯৩৸০,৯৪৵,৯৪৷৵০
৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)	১০৫৴,১০৪৸৵,১০৪৷৶
৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)	১১০৸৶
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৫)	১০৪৷৷০
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	১১৪৷৷৴০

ডিবেঞ্চার

৪৲ সুদের কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯১৫-৪৫)	১০৭৷০
৪৲ সুদের (১৯১৩-৪৩) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ	১০৬৷০,১০৬৷৵

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)	১,৫২০, ১,৫১৫৲,
" " (কণ্টি)	৩৭০৲,৩৬৫৷৷০,৩৬৬৲,৩৬৪৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১২৲,১১৩৲,১১১৷৷০,১১২৷৷০,১১১৲,১১১৷০,১১২৷৷০১১১৷৷০, ১১১৲,১১১৷৷০.১১২৷৷০,১১১৴,১১২৲,১১৩৲,১১২৷৷০

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড্	২৩৲,২৩৷০
বেঙ্গল	৩০৪৲,৩০৬৲,৩০৫৲,৩০৭৲, ৩০৬৲,৩০৮৲,৩০৬৲
বড় ধেমো	২৸৶,৩৴
বরাকর (অডি)	১২৸০,১৩৲,১২৷৷০
দেউলী	৬৲
ইকুইটেবল	৩৩৷৷০,৩২৸,৩৩৲,৩২৸০,৩২৴
ঘুসিক ও মুশ্লিয়া	২৷০
হরিলাদী	১২৷৷০,১১৷৷০,১১৸,১২৵০,১২৷৵০,১১৷০,১১৷৷০,১১৸৵০,১১৷৵০
কাট্রাস ঝরিয়া	২৬৵০
মুণ্ডুলপুর	৭৷০,৭৷৷০,৭৷৷৵,৭৸
পেঞ্চভেলী	৩০৷০,৩০৷৷০
সাউথ কারাণপুরা	৪৷৵,৪৷৷০,৪৷০,৪৷৷০
টালচর	৸৶,১৲,১৵,৸৵,১৲
ইউনিয়ন	২৭৲
ওরেষ্ট জামুরিয়া	২৮৲

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (অডি)	১৭৷০,১৭৵০,১৭৷৵০
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)	১৩৸৶০,১৩৷৷০,১৩৸০
ঢাকা ইলেকট্রিক	১৯৲
জোড়হাট ইলেকট্রিক (অডি)	১০৲
জোড়হাট ইলেকট্রিক (প্রেফ)	১০০৷৷০
পাটনা ইলেকট্রিক	১৪৷৷৵০,১৪৸৵

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অডি)	৭৷৷০,৭৸০
ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং	২০৷৵০,২০৵০,২০৲,২০৷০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৮৸৵,২৯৲,২৯৷০,২৯৵০.২৯৲২৯৷০,২৯৷৴০, ২৯৲,২৯৷০,২৯৶০,২৮৸৵০,২৮৷৷৶০,২৮৷০,২৮৷৷০,২৮৷৷৵০,২৮৸৵০,২৮৵০, ২৮৶০;২৮৷০,২৮৷৴০,২৮৷৶০,২৮৷৷৵০,২৮৷৷৴০,২৮৷৷৴০,২৮৸০,২৮৷৴০, ২৮৸০,২৯৲,২৮৷৷৶০,২৮৸৶০,২৮৷৵০,২৮৷৴০,২৭৸৵০,২৮৵০, ২৭৷৴০,২৭৷৵০,২৭৷৷০,২৭৸০,২৮৲০,২৭৷৵০,২০৷৶০,২৭৸০
সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৲,৪৸৶,৪৸৴০,৪৸৵০,৫৲,৪৸৴
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি)	১১৲,১১৷,১০৸৶,১১৶,১০৸৴,১০৸,১০৸৶, ১১৶,১১৵,১১৷৵,১১৷,১০৸৶,১১৲,১০৸৶,১০৸৴,১০৸৵,১০৸৶,১১৶, ১০৸৵,১০৸৶,১১৲,১১৷০,১০৸৵,১১৵,১০৸৴,১০৷৷৶,১০৸৴, ১১৴,১১৵,১০৸৶,১১৲,১০৷৷৵,১০৷৷৴,১০৸৵,১০৷৷৶
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৪৲,৯৫৲,৯৪৷৷০,৯৫৷৷০,৯৪৲,৯৪৷৷০,৯৫৲

পাট কল

আদমজী (অডি)	১০৸৵০,১১৲,১১৶০
আগরপাড়া	১৭৷০,১৭৷৷০,১৮৸০,১৭৸৵০
এ্যালবিয়ন (অডি)	১৯৪৷৷০
এ্যালায়ান্স (প্রেফ)	১০৫৲
এ্যাংলোইণ্ডিয়া (অডি)	৩৩৮৲,৩৩৩৲,৩৩১,৩২৯৲,৩২৮৲,৩৩২৲ ৩২৯৲,৩৩২৲,৩২৮৲
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া (প্রেফ)	১৪৭৲
বালী (অডি)	২০০৲,১৯৪৲,১৯৫৲১৯১৲
বরানগর (অডি)	১৬০,১৫৩৲,১৫৪৲,১৫৫৲,১৫০৲,১৫১৲ ১৫২,১৫১৲,১৫২৲,১৪৮৲
ক্লাইভ (অডি)	২৬৸৵০,২৬৷০,২৬৸৵০,২৬৷০,২৫৸০,২৫৸৵,২৬৲ ২৬৷,২৫৸৴,২৬৶,২৬৷৶,২৫৷৷৶,২৫৸৶ ২৫৷৷,২৫৸
ডেল্টা (অডি)	৩৫৫৲,৩৫২৷৷
এম্পায়ার	২৩৷৷০

ফোর্ট উইলিয়াম	২৩৬৲,২৩৬॥
হাওড়া	৫৭।০,৫৭৸০,৫৭॥,৫৬৸,৫৬৸৴,৫৬৸০,৫৬॥৵,৫৬॥০,৫৬।৶,৫৬৸৶ ৫৬।৵,৫৬৸৵,৫৬।৵,৫৬।৴,৫৬৸৶,৫৬॥,৫৬৸৵০,৫৬৸৫৬॥৶,৫৬৸,৫৫৸৴,৫৫।৵, ৫৫৸৵,৫৫।৶,৫৫৸৶,৫৫।৴,৫৫॥৶,৫৫৶,৫৫।৶,৫৫॥৶,৫৫৸৴,৫৫৸,৫৫৸৵,৫৫।৵ ৫৫॥৲,৫৫৸৵,৫৬।৵,৫৫॥৶,৫৫।,৫৫।৶,৫৫॥৶,৫৪॥৵,৫৪॥৶,৫৪৸৴,৫৫৵,৫৫।
হাওড়া ('এ' প্রেফ)	১৪৪৲
হুকুমচাঁদ (প্রেফ)	৮৫৲
ইণ্ডিয়া	২৯৮৲,৩০২৲,৩০৫৲,২৯৩৲,৩০০৲,৩০২৲
কামারহাটী (অর্ডি)	৫১৫৲,৫১২৲,৫০৯৲,৫০৮৲,৫০৩৲,৫০২৲
কাঁকনাড়া	৩৭৮৲,৩৮০৲,৩৮২৲,৩৭৫॥০,৩৮০৲,৩৭৫৲
ল্যান্সডাউন (অর্ডি)	১৫৮॥,১৬০৲
ল্যান্সডাউন (প্রেফ)	১২০৲,১১৯৸
ন্যাশনাল	২২।৴,২২।৵০,২২॥৵০,২২॥,২২।,২২৲,২২৲,২১৸,২২৲,২২।,২২৵
নিউসেণ্ট্রাল	৩০১৲,২৯১৲,২৮৬৲
নদীয়া	৪৪॥,৪২।৵,৪২॥৪২৸,৪৩।,৪১৲
প্রেসিডেন্সী	৩॥০,৩।৵০৩।৶,৩॥৵০,৩॥০,৩॥৵০,৩।৶০,৩॥৵০
রামেশ্বর	৫।০
রিলায়ান্স	৬৩॥০
রিলায়ান্স (প্রেফ)	১৫২৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (অর্ডি)	২৭৫৲
ইউনিয়ন	৩৫৬৲,৩৫৮৲,৩৬০৲

খান

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৬৲,৫৸৶০,৫৸৴০,৫৸০,৫॥৵০,৫৸৵০,৫৸৶০,৫॥৵০, ৫৸৶০,৫॥৵০,৫৸৵০,৫॥৵০,৫॥৶০,৫॥০,৫৸০,৫॥৴০,৫৸৴০,৫॥৵০,৫॥৴

কনসোলিডেটেড্ টিন	৬৲,৫॥৶,৫৸৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন	২৴০,২৶০,২৴০,২৶০,২৲,২৴০,২৵০,২৲, ২৶০,২৴০,২৶০,২৵০,২৲
টৈভয় টিন	১।০,১৵০,১।০১।৴০,

চিনির কল

বলরামপুর	১১।০,১১॥০
রেক্তা	১১।০,১১॥০,১১৵০,১১।৵০,
সমস্তিপুর	৪॥০,৪।৶,৪॥৵
সাউথ বিহার	১৮৸০

চা বাগান

বিশ্বনাথ	২২৸০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৬৸০
নাগা হিল	১১॥০,১১৸০,১২৲
তেজপুর (প্রেফ)	১১৲,১১।০

বিবিধ

আসাম সঙ্	॥৶০, ৸৴০,
এসোসিয়েটেড্ হোটেলস (অর্ডি)	১।৵০,১॥০,১॥৵০,১।৶০,১॥০
বেঙ্গল টিম্বার (অর্ডি)	১৫৪৲,১৫২॥০,১৫৩৲
বৃটেনিয়া বিস্কুট	৭।০
বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রল	৩।৵০
বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি)	২৸৵০,২৸০,২৸৴০,২৸৵০,২॥৵০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি)	৯।০
" " (প্রেফ)	৯১৸০৯২৸০,৯১৲,৯২৵,৯০৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (ডেফ)	৩৵০
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প	১০২৲,১০২॥০,১০০৲
ইণ্ডিয়ান কেবলস	৯৲,৯।০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ (প্রেফার্ড ডেফ)	১০৴০,১০।৴
মেদিনীপুর জমিদারী	৭৪৲
মহীশূর পেপার	৯॥০,৯৸০
ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি)	৬।৵০,৬॥৵০
টিটাগড় পেপার (প্রেফার্ড ডেফ)	৩৸৶০,৪৴০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৪শে মার্চ্চ

কলিকাতার পাটের বাজারে ক্রমেই মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারে দরের হার অধিকাংশ দিনই ৪৫ টাকার উপর উঠিয়াছিল। কিন্তু এসপ্তাহে কোনদিন দাম ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠে নাই। গত ২০শে মার্চ্চ সোমবার বাজারে পাটের দরের সর্ব্বোচ্চ হার ৪৪৸৶ আনা ও সর্ব্বনিম্ন হার ৪৩৸৶ আনা হয়। ২২শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৪৷৷ আনা ও ৪৩৷৷৶ আনা। কিন্তু তাহা সর্ব্বোচ্চে ৪৪৷৷৶ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৪৪৶ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তবে বিশেষ কোন অনুকূল অবস্থার সূচনা না হইলে শেষদিকের এই সামান্য উন্নতি বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২০শে মার্চ্চ	৪৪৸৶	৪৩৸৶০	৪৪৷৷৶
২১শে „	৪৪৸৶	৪৪৲	৪৪৶০
২২শে „	৪৪৷৷০	৪৩৷৷৶	৪৪৷৷০
২৩শে „	৪৪৸৶	৪৪৶০	৪৪৷০
২৪শে „	৪৪৷৷৶০	৪৪৶০	৪৪৷৶০

জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করার ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত পাটের বাজারে মোটামুটি একটা অবসাদের ভাবই সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপে সমায়োজনের তোড়জোর চলিতে থাকিলে বিভিন্ন দেশ প্রভূত পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজন বোধ করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কিছু নূতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ফলবতী হওয়ার লক্ষণ এখনও কিছু দেখা যাইতেছে না। তাহা ছাড়া অচিরেই যুদ্ধ বাঁধিয়া গেলে পাটের থলের যোগান দিয়া লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রকৃতই থাকিবে কিনা যে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা যুদ্ধ বাঁধিলে বিভিন্ন দেশে জিনিষপত্র রপ্তানী করার পথে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং পাট বা পাটের থলে নিরাপদভাবে চালান দেওয়ার সুবিধাও থাকিবে না। এই অবস্থায় ইউরোপের সমরাতঙ্ক পাটের বাজারে উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত করিবার বদলে একটা নিরুৎসাহ ভাবই সঞ্চারিত করিয়াছে।

মফঃস্বলে নূতন মরশুমের পাট বুনা হইতেছে। ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এখন নূতন ফসলের দিকেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। বৃষ্টিপাতের অভাবে অনেক পাট উৎপাদনকারী জিলায় পাট বুনা সম্বন্ধে অসুবিধা হইতেছিল। এ সপ্তাহে মফঃস্বলে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বৃষ্টির অভাবে পাট চাষীরা এতদিন নিম্নভূমি ছাড়া অন্য ভূমিতে বিশেষ পাট বুনিতে পারে নাই। এক্ষণে বৃষ্টিপাত হওয়ার সঙ্গে সে বিষয়ে সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। মেসার্স সিনক্লেয়ার মুরে এণ্ড কোং লিমিটেড নূতন পাট ফসল সম্বন্ধে গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় এ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে তিন আনা, চাঁদপুরে ছয় আনা, হাজিগঞ্জে তিন আনা, চৌমুহিনীতে দুই আনা, আখাউড়ায় আড়াই আনা, নিখিল-দামপাড়ায় চারি আনা, সরিষাবাড়ীতে দুই আনা, ময়মনসিংহে এক আনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে দুই আনা পরিমাণ জমিতে পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে। নানাদিক দিয়া পাটের বাজারের অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে নূতন মরশুমে গত বারের তুলনায় কিছু কম পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হওয়া প্রয়োজন। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের এই আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা অনেকবার আলোচনাও করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কাধ্যনীতি ঘোষণা করিয়াও এবিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরি ব্যবস্থা কিছুই অবলম্বন করিতে দেন না ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে চটকলওয়ালারা বিশেষ কিছু পাট খরিদ করেন নাই। ফলে দরের হারও নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত ১৭ই মার্চ্চ প্রতি মণ ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাটের দাম ৮৵ আনা ছিল অদ্য বাজারে তাহা ৭৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা পাট ক্রয় সম্বন্ধে তেমন কিছু উৎসাহ দেখায় নাই। ফলে দামের হারও নিম্ন রহিয়াছে। অদ্য বাজারে প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দর ৪৪৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

জানুয়ারী মাসে আমেরিকা যে পরিমাণ চট ক্রয় করিয়াছিল সে তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ৮০ লক্ষ গজ পরিমাণ কম চট ক্রয় করিয়াছে। অপর দিকে পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডারও কিছু পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই চট ও থলের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৮৸৶ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১/৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ্চ

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি আইন সম্পর্কিত বিলের অগ্রগতির ফলে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে তুলার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ফলে বোরোচ এপ্রিল মেব দর ১৫০৮ পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। স্মিথ বিলের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া উহা গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয় না। সরকারী ঋণ অনুসারে যে তুলা মজুদ করা হইয়াছিল তাহা হইতে ১০ কোটি গাঁইট তুলা কাটতি করিয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। স্মিথ বিলের পরিবর্ত্তে আমেরিকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিবারও পরামর্শ দেওয়া হইতেছে ; উহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতীয় তুলার বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে এই সকল অবস্থার উদ্ভব হওয়াতে প্রথম দিকেই বাজারে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি প্রকাশ হইবার পর তুলার বাজারে সামান্য উন্নতি দেখা দেয়। বোরোচ এপ্রিল-মে ১৫১৮ আনায় বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫৪৷০ আনা ছিল। জুলাই-আগষ্টের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের

১৫৫৸০ আনার তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১৫৩৵০ দাঁড়ায়। ওমরা মার্চ্চের দর ১৪০৲ টাকায় বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৪৩ ছিল। জুলাই এর দর ১৫৩৸৶ স্থলে ১৫০ টাকা দাঁড়ায়। বেঙ্গল মার্চ্চ ও জুলাই এর দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১১৮৸ আনা স্থলে যথাক্রমে ১১৫৲ ও ১১৫৷৶ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য বিদেশের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫.১২ পেনী ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৫.৩৭ ছিল। নিউ ইয়র্কের বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৯.১৪ সেণ্ট স্থলে ৮.৯৬ সেণ্ট দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

	বোরোচ	ওমার	বেঙ্গল
তারিখ	এপ্রিল-মে	মার্চ্চ	মার্চ্চ
১৭ই মার্চ্চ	১৫৩৲	১৪১৸০	১১৬৸০
১৮ই „	১৫০৸০	১৩৮৸৶	১১৪৵০
২০শে „	১৫১৸০	১৪০৲	১১৫৲
২১শে „	...	...	...
২২শে মার্চ্চ	১৫২৸৶	১৪০৷৶	১১৫৸০
২৩শে „	১৫২৷০	১৪০৷০	১১৫।০
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৬৩৷	১৫৬৵০	১৪৬৷৵০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৪৫৲	২৩২৷০	১৯৮৷০

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে তেজীভাব বলবৎ ছিল। সপ্তাহ ব্যাপীই বাজার স্থির ছিল। মূল্যের কোন উল্লেখযোগ্য উঠা-নামা হয় নাই। বাজার বন্ধের দিকে মূল্যের কিছু নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। তুলার বাজারের উন্নতি সত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে কার্য্যতঃ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। যুক্তপ্রদেশের কতিপয় মিল সূতার মূল্য আরও হ্রাস করিয়া নিকটবর্ত্তী কেন্দ্র সমূহে সূতা বিক্রয় করিতেছে। ইহার ফলে বোম্বাইএর সূতার বাজারে চাহিদার পরিমাণ স্বভাবতঃই হ্রাস পাইয়াছে। সূতার বাজারে ক্রমাগত যে মন্দার ভাব চলিয়া আসিতেছিল সম্প্রতি তুলার বাজারের সাময়িক উন্নতি হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সকলেই আশাশীল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সূতার বাজার সম্পর্কে কেহই আস্থাবান নহে। এমতাবস্থায় স্বভাবতঃই বাজার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। ব্যবসায়ীগণের হাতে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে মজুদ সূতার পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান সাময়িক তেজীভাব বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের দিকে যে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে উহাই সূচিত হয়।

বিলাতী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছু নাই। মূল্যের হার অত্যধিক জন্য অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারের উন্নতি এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে জাপান ও সাংহাই-এর তাঁতিগণ উচ্চমূল্যে দাবী করা সত্বেও জাপানী ও সাংহাই শ্রেণীর সূতার মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। সম্প্রতি জাপান ও সাংহাই হইতে অধিক সূতা আমদানী হইবার ফলেই এই শ্রেণীর সূতার বাজারে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। আমদানীর আধিক্য ও চাহিদার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। বাজার বন্ধের দিকে মার্সেরাইজ্ড সূতার মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পাইবে আশঙ্কায় ব্যবসায়ীগণ ও তাঁতিগণ পূর্ব্বেই অধিক পরিমাণ সূতা ক্রয় করিয়া মজুদ করিবার ফলে চাহিদার অভাব পাইয়াছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জাপানী সূতার আমদানী আধিক্য দাঁড়াইবে আশায় মূল্যের হার হ্রাসের দিকে। এই শ্রেণীর সূতার অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। জাপানী তাঁতিগণের অধিক মূল্য দাবীই ইহার কারণ।

কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ফলে কাপড়ের বাজারের উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। অপরদিকে ইউরোপের রাজনীতি পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যত অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা বিলাতী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্কের নূতন হার ধার্য্য করা হইয়াছে। চুক্তিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যদি কোন বৎসর ৩৫ কোটী গজের অধিক বিলাতী কাপড় আমদানী না হয় তাহা হইলে উহার উপর শুল্কের হার ধার্য্য হার অপেক্ষা আরও হ্রাস করা হইবে কিন্তু ৫০ কোটি গজের অধিক হইলে পরবর্ত্তী বৎসর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু অতঃপর যে বৎসর ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ অপেক্ষা বেশী কাপড় আমদানী হইবে না সেই বৎসরের শেষে শুল্কের হার কমাইয়া মৌলিক হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাইবে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ছাপা কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ১৭৷ টাকা ও কোরা কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা স্থলে ১৫ টাকা (অথবা প্রতি পাউণ্ডের উপর ৵৭৷ পাই) এবং অন্যান্য শ্রেণীর কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে। এই নূতন চুক্তির ফলে বিলাতী কাপড়ের আমদানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কাপড়ের বাজারে যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা সুনিশ্চিত। ইংলণ্ডের ভারতীয় তুলা ক্রয় সম্পর্কে যে চুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ফলে কৃষকের পক্ষে লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও কাপড়ের কলওয়ালাদের পক্ষে তদপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হইবে। ভারতীয় কাপড়ের বাজারে জাপানী প্রতিযোগিতা অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছে; তদুপরি বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতার ফলে উহার অবস্থা আরও শোচনীয় দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ও জাপানী কাপড়ের বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ্চ

গত ২১শে মার্চ্চ ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ১৯৩৮-৩৯ সালের সর্ব্বশেষ যে নীলাম হইয়া গিয়াছে তাহাতে মোট ৩ হাজার ১২২ বাক্স চা বিক্রয় হয়। মরশুমের শেষ জন্য আমদানীকৃত চায়ের শ্রেণী বিশেষ ভাল ছিল না; তবে উহার চাহিদা ভাল গিয়াছে এবং মূল্যও চড়া ছিল।

আগামী ১৫ই মের পূর্ব্বে আর কোন নীলাম বিক্রয় হইবে না। উক্ত নীলামে দার্জ্জিলিং শ্রেণীর চায়ের আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম নীলাম আগামী ৬ই জুন সম্পন্ন হইবে।

১৯৩৮ সালে উত্তর ভারতে উৎপন্ন চায়ের সংশোধিত সরকারী বরাদ্দ হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বর্ষে ৩৬ কোটি ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড ছিল।

বিগত নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ চা রপ্তানী হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

দেশ	নবেম্বর ১৯৩৮	ডিসেম্বর ১৯৩৮	জানু ১৯৩৯	জুলাই '৩৮ হইতে জানু '৩৯
ইংলণ্ড	৪১,৬৩২	৩১,৭৫৬	১৬,১৯৮	২৪৯,৬৫৩
উত্তর আমেরিকা	২,৮২৮	৪,০০০	২,৬৫৬	১৯,৫৪০
ইরাক, আরব, ইরাণ	৩৩৮	৪১৩	৭১০	৩,১০০
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড	১০০	৩৪৭	১৮২	১,৪২৮
সিংহল	১৭৯	২৪৩	২৬১	১,৮৩০
মিশর	৮০	৮৫	১৮	২৯৯
অন্যান্য দেশ	৮৬৯	৮১৯	১,০৫৮	৫,৩৫৭
অর্ডার ভুক্ত	৯৪৭	৯৫৮	৬৮৪	৭,৩৫৫
মোট—১৯৩৯	—	—	২১,৭৬৭	২৮৮,৫৬২
" ১৯৩৮	৪৬,২৭৩	৩৮,৬২১	২৫,৫৭৮	২৮৫,৯৮০
" ১৯৩৭	৪৮,৩২৯	৩১,৭৫৭	২১,৯৯৮	২৫১,১৫৪

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ্চ

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাউণ্ড) নিম্নরূপ ছিল।

থানানটো	মূল্য প্রতি একশত ঝুড়ি
মার্চ্চ	২১৪৲
এপ্রিল	২১৬॥০
মে	২১৮॥০
জুন	২২১৲
চল্‌তি দর	২১৩৲
আতপ	
মোটা	২০২৲—২১০৲
সরু	২১৫৲—২১৭৲
টেবিয়ান	২৩০৲—২৩৭৲
সুগন্ধি	২৩২৲—২৩৫৲
কুইন	২২৭৲—২৩০৲
মাণ্ডালো	২৫২৲—২৬০৲
ভাঙ্গা	১৭৫৲—১৮০৲
সিদ্ধ	
লম্বা	২৪২৲—২৪৫৲
মিলচর	২৩০৲—২৩২৲
সম্পূর্ণ সিদ্ধ "	২১০৲—২১৫৲
ভাঙ্গা	১৭৫৲—১৮০৲
ধান	
নাসিন শ্রেণী	৮২৲—৮৮৲
মাঝারি	৯১৲—৯৩৲

গত ১৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে ২৫৭ হাজার ৯৭৪ টন চাউল ভারতবর্ষের আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমান ছিল ৩৫ হাজার ৮৬৮ টন।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বলবৎ ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের বাজার নিম্নরূপ গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বলবৎ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ গিয়াছে।

কলিকাতা, ২৪শে মার্চ্চ

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২৶০-২৶১০
দেউলী মোটা	২৲১০-২৲১৫
ওড়াশাল	২৲-২৲১০
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২৲-২৲১৫
মাঝারি (পাঃ ধান্য)	২৵-২৵১০
দাদশাল	২৷⁄১০-২৷৶১০
চিনি আতপ	২॥৵⁄০-২৸০
পূবা পাটনাই	২⁄০-২⁄১০
রূপশাল	২৷৶০-২৷৶১০
সাধারণ পাটনাই	২৶০-২৶১০
দেউলা পাটনাই	২⁄১০-২⁄১৫
কাটারী ভোগ	২॥৶-২॥৶১০
হামাই	২॥৶০-২॥৵⁄০
হোগলা	২৵⁄০-২৷০
চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৵⁄০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৶১০-৪৵⁄০
বাকতুলসী (ঢেকী)	৪৶১০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸⁄০-৩৸৶০
" " " (ঢেকী)	৩৸০
নূঃ কাটারী ভোগ	৫।০
" কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲-৪॥০
কাটারী ভোগ "	৫।০

গত ১৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে ২ হাজার ৯৩৯ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল এক হাজার ৮ টন মাত্র।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২৪শে মার্চ্চ

ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গত সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দাম কিছু চড়িয়াছিল কিন্তু এ সপ্তাহে সে তুলনায় দামের সামান্য একটু পড়তি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৮ই মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী, ২০শে তারিখ তাহা ৬ পেনী হয়। ২১শে ও ২২শে তারিখ তাহা ৭ পা ৮ শি ৫ পেনী হারে বলবৎ থাকে। গতকল্য তাহা পুরায় ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী পর্য্যন্ত চড়িয়া অদ্য আবার ৭ পা ৮ শি ৫ পেনীতে নামিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই মার্চ্চ প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৭৻৬ পাই ছিল। ২০শে তারিখ তাহা কমিয়া ৩৭ টাকা হয়। ২৩শে তারিখ পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা ৩৬৸৶৬ পাই হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৭ই মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৵০ আনা, বড়ালবার ৩৬৸৴ আনা এবং গিনি ২৩৸০ ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৩ পাই, ৩৬৸৴৩ পাই ও ২৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

সোনার দাম কমিয়া আসার সঙ্গে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দামও কিছু নামিয়া আসিয়াছে। গত ১৭ই মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০⅛ পেণী। ১৮ই তারিখ তাহা ২০ পেণীতে নামিয়া যায়। ২১শে মার্চ্চ তাহা ১৯১৫/১৬ পেণী পর্য্যন্ত পৌছে। অদ্য তাহা সামান্য বাড়িয়া পুনরায় ২০ পেণী হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৮ই মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸০ আনা। ২০শে তারিখ তাহা ৫৩৴০ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ২৩শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৫২৷৷০ আনা। অদ্য তাহা ৫২৷৷০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৭ই মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৷৷৵০ ও ঐ খুচরা দর ৫২ ৸৶০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৷৷৵০ আনা ও ৫২৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা ২৫শে মার্চ্চ।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে ভারতীয় চিনির বাজার অত্যন্ত চড়া ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় কতিপয় কলের দরজায় উহার মূল্য প্রতি মণে আট আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল, জুন, সম্পর্কে আশানুরূপ অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হয়।

মজুদ চিনির পরিমাণ অল্প এবং ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে, প্রধানত পাঞ্জাবে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে সংবাদে চিনি ক্রয় করিয়া মজুদ করা সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সূচনা হওয়াতে চিনির বাজারে মন্দা দেখা দেয়। কলের দরজায় চিনির দর প্রতি মণে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায় এবং কার্য্যতঃ কোন কারবার সম্ভব হয় না।

চিনির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করা সম্পর্কে টেরিফ বোর্ড সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া গুজবে চিনির বাজারের কারবারে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ধারনা এই যে, বিদেশাগত চিনির আমদানী শুল্ক হ্রাস না পাইলে ভারতীয় চিনির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

কলিকাতার চিনির বাজারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, চিনির মূল্য কলের দরজায় উপরোক্ত রূপ প্রতি মনে আট আনা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার বাজারে উহা মাত্র এক আনা হইতে দুই আনা বৃদ্ধি পায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কলিকাতা বন্দর এবং বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য কেন্দ্রের চিনির মূল্য জাভা চিনির পরিমাণ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা বা বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য কেন্দ্রে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহা জাভা চিনি বা অন্যান্য বিদেশাগত চিনি দ্বারা মিটান হইবে; অবশ্য ভারতীয় চিনির মূল্য যদি উহার অনুপাতে বেশী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ ৪৫ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় বাজারে মতিপুর প্রতি মণ ১১৷৴০ রোটাস ১১৷০ চম্পারণ ১১৷৵০ ও জগাহা শ্রেণী চিনির মূল্য ১১৶৬ পাই গিয়াছে।

কানপুর

কাণপুরের চিনির বাজারের অবস্থা কলিকাতা বাজারের অনুরূপ ছিল। বাজার বন্ধের দিকে মূল্য প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া জানা যায়। সম্প্রতি স্থানীয় চিনি ব্যবসায়ীগণ এক সভায় কাণপুর সুগার ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড্ বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রী করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। উহার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হইবে। আগামী এপ্রিল মাস হইতেই উহার কার্য্যারম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ।

জাভা চিনি

স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির বাজার তেজী ছিল। চলতি দর প্রতি মণে তিন আনা হইতে চারি আনা বৃদ্ধি পায়। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ এক আনা ছয় পাই ছিল। ভারতীয় চিনির বাজারে দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি হেতু স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ জাভা চিনি সম্পর্কে অগ্রিম কারবারের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এপ্রিল সেপ্টেম্বরের জন্য বিস্তর অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াও জানা যায়। আগামী সপ্তাহে তিন হাজার টন বিলাতী চিনি সহ একখানি জাহাজ পৌছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বাজারে জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ ১০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। প্রকাশ, বর্ত্তমান মাসের শেষে আরও ৮ শত টন জাভা চিনি কলিকাতা বাজারে আমদানী হইবে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরুর চামড়ার বাজারে আরও অবনতি দৃষ্ট হয়। ছাগলের চামড়ার বাজারে লবণাক্ত শ্রেণী সম্পর্কে ভাল চাহিদা ছিল।

স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৮,১০০০	৫৫৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৩৫,২০০০	৬৫৲-৮০৲
লবণাক্ত	৩২,১০০০	৬০৲-১১৫৲

গরুর চামড়া

আগ্রা আর্সেনিক	১৬,০০	৭৷৷০ হি
বেনারস—গোরক্ষপুর	৪,৫০	৫৷০ হিঃ
দ্বারভাঙ্গা-গয়া-রাঁচি আর্সেনিক	৩,৯০০	৬৷০-৭৷০
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম লবণাক্ত	১০,৭০০	৩৸০-৫৷৷০
লবণাক্ত	২,১০০	৬০৲-৭২৷৷০
		(প্রতি কুড়ি)
রাঁচি সাধারণ	১০০	৬৲
নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ	৫,৩০০	৫৷৷-৫৸
মহিষের চামড়া	৩০০	৪৷৷০

স্থানীয় চামড়ার বাজারে ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৭ হাজার, আগ্রা-আর্সেনিক ৬ হাজার ২ শত; দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস-গয়া-রাঁচি ১৫ হাজার ৬ শত, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ১৬ হাজার ৮ শত, রাঁচি সাধারণ ১ হাজার ১ শত, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ৫ হাজার ২ শত, গোরক্ষপুর সাধারণ ৭ হাজার ৫ শত এবং লবণাক্ত ৬ হাজার ১ গত গরুর চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ ছাগলের চামড়ার সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—পাটনা ১ লক্ষ ২ হাজার ৫ শত; ঢাকা—দিনাজপুর ১ লক্ষ ৭ হাজার ও লবণাক্ত ১২ হাজার ৮ শত।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৩রা এপ্রিল, সোমবার ১৯৩৯ | ৪৫শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার অধঃপতন

রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও গত ২০ বৎসর ধরিয়া আমরা বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গলায় কংগ্রেসের নাম লইয়া বহু অনাচার হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং কিছুদিনের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটা বড় অংশের যে প্রকার মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখিতেছি তাহা পূর্ব্বেকার সমস্ত অনাচারকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অথচ উহার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের মধ্যে মতভেদহেতু উভয় দলই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন। যে নির্ব্বাচনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোন পদপ্রার্থী গৃহীত হয় না তাহাতেই এরূপ বাদ-বিতণ্ডা হইয়া থাকে। উহা অপ্রিয় হইলেও উহার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা বা দোষাবহ কিছু নাই। যাহা হউক সভাপতি নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বৈধ এবং কংগ্রেসের নিয়ম-তান্ত্রিক উপায়ে জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচক মণ্ডলী যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর অধিকারসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কাজেই কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে ডেলিগেটদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত কার্য্যতঃ বাতিল করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও অবৈধ বা নিয়মতন্ত্রবিরোধী কিছু নাই। এরূপ ক্ষেত্রে পরাজিত দল স্ব স্ব পদে ইস্তফা দিয়া কংগ্রেসের ভিতরে নূতন দল গঠন করতঃ স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেই শোভন ও গণতন্ত্রসম্মত কাজ হইত।

কংগ্রেসে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক কিনা একথা সুভাষচন্দ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না এবং এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী কি অভিমত দেন তাহার প্রতীক্ষায় আছেন। এই ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা না করিলেও মহাত্মাজির মতের উপর তাঁহার যে এখনও এতটা নির্ভরশীলতা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পক্ষসমর্থকগণ কি করিতেছেন? কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় উঁহারা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের ন্যায় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে সমস্ত অশিষ্ট উক্তি করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। উঁহাদের এই মনোভাব সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী এবং হিটলার-গন্ধী। উঁহাদের আচরণ দ্বারা বাঙ্গলার মাথা হেঁট হইতেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গলার চূড়ান্ত রকম অধঃপতন প্রমাণিত করিতেছে। উঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, কংগ্রেসে স্বমত প্রতিষ্ঠার উহা পন্থা নহে।

বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এতদিন আমাদের মনে একটা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, বাঙ্গলার কংগ্রেসের একটা বড় অংশ যেরূপ

মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে উঁহারা দেশের শাসন-ভার হাতে পাইলে বাঙ্গলায় মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মত সর্ব্বজনমান্য নেতার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইত, মৌলানা আজাদ বাঙ্গলা হইতে নির্ব্বাসিত হইতেন, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ রাজদ্রোহের অপরাধে দ্বীপান্তরে যাইতেন, কিরণ শঙ্কর নজরবন্দী হইতেন এবং আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তি যাহারা এখনও মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী তাহারা শূলে চড়িত। ভগবান মৌলবী ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দীনের ন্যায় ব্যক্তির হাতে আমাদের ভাগ্যচক্র সঁপিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন বলিতে হইবে।

ঋণ সালিশী বোর্ড ও হাইকোর্ট

কোন মহাজন খাতকের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু করিলে ঋণ সালিশী বোর্ডসমূহ নোটীশ দিয়া হাইকোর্টকে এই মামলার বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতে পারেন কিনা তৎসম্বন্ধে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে একটী গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কলিকাতার নরসিংহদাস তনসুখ দাস নামক একটী কোম্পানীর সহিত জলপাইগুড়ির ছোগমল ও অন্য এক ব্যক্তির মামলায় এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' এই মামলার মোটামুটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠকবর্গের স্মরণার্থ এখানে তাহার পুণরুল্লেখ করিতেছি। নরসিংহদাস তনসুখদাস কোম্পানী জলপাইগুড়ির ছোগমল ও অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাওনা টাকার জন্য নালিশ করিবার পর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাদীদের বিরুদ্ধে ৫২ হাজার টাকা ডিক্রী হয় এবং বিবাদীগণ তাহা কিস্তিবন্দী মতে পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিবাদীগণ কিস্তীমতে টাকা পরিশোধ না করাতে উভয় পক্ষের নিযুক্ত রিসিভারের মারফতে বিবাদীদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই বিবাদীগণ জলপাইগুড়ির একটী ঋণশালিশী বোর্ডে তাহাদের ঋণ সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আবেদন করে এবং উক্ত ঋণশালিশী বোর্ড ঋণশালিশী আইনের ৩৪ ধারা মতে মামলা স্থগিত রাখিবার জন্য হাইকোর্টের উপর নোটীশ জারী করেন। এই নোটীশের বৈধতা সম্বন্ধে মামলা উঠিলে হাইকোর্টের জজ প্যাংক্রিজ রায় দেন যে ঋণশালিশী বোর্ডের নোটীশ পাওয়ার পর হাইকোর্টের পক্ষে বাদীর পাওনা টাকা আদায়ের সম্বন্ধে কোন আদেশ জারী করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু নরসিংহদাস তনসুখদাস কোম্পানী উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জজ প্যাংক্রিজের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করে। প্রথমে এই আপীলের বিচার ভার প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যারল্ড ডার্ব্বিশায়ার, বিচারপতি লর্ট উইলিয়ামস এবং বিচারপতি নাসিম আলীর দ্বারা গঠিত একটী স্পেশিয়াল বেঞ্চের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পরে উহার বিচারভার প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি লর্ট উইলিয়ামস, বিচারপতি নাসিম আলী, বিচারপতি বার্টলে ও বিচারপতি মিত্রের দ্বারা গঠিত একটী ফুল বেঞ্চের উপর অর্পিত হয়। গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে মাননীয় বিচারপতিগণ এই আপীলের বিচার করিয়া সকলেই একবাক্যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে কলিকাতা হাইকোর্টের কোন ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া আইন প্রণয়নে বাঙ্গলা সরকারের কোন অধিকার নাই এবং ঋণসালিশী আইনের ৩৪ ধারা ও অন্যান্য ধারাতে যে সমস্ত দেওয়ানী আদালতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে হাইকোর্ট তাহার আমলে পড়ে না। হাইকোর্টকে এই ভাবে ঋণসালিশী বোর্ডের প্রভাব হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করাতে কলিকাতাস্থ মহাজনগণ যাহারা হাইকোর্টের আদিম দেওয়ানী বিভাগে খাতকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়া থাকেন তাঁহারা ঋণ সালিশী বোর্ডের খাম-খেয়ালী ও পক্ষপাতিত্ব হইতে সহজেই রক্ষা পাইলেন। কিন্তু উহা দ্বারা সমস্যার আংশিকভাবে মাত্র সমাধান হইল। ঋণ-সালিশী আইনে সালিশী বোর্ডের আপীলকারী অফিসারগণকে প্রিভি-কাউন্সিলের সমান ক্ষমতা দেওয়াতে দেশের মহাজন সমাজ দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারাদালত হাইকোর্টের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অথচ আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া দেশের লোককে হাইকোর্টের নিকট বিচারপ্রার্থী হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে বর্ত্তমানে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহার ফলে দেশের লোক সালিশী বোর্ডের আপীল-কারী অফিসারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিবার ক্ষমতা পাইল কি না তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই বিষয়ে আইনজ্ঞগণ কি বলেন তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েসনে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক

কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিং এসোসিয়েশনে ২১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪টী বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সদস্য থাকার দরুণ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক সমূহ পদে পদে যে অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা আমরা গত ২১শে নবেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত আরও অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে না পারিবে ততদিন বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসার এই অসুবিধা বিদূরিত হইবে না। সুখের বিষয় যে খুব ধীরে ধীরে হইলেও বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ এসোসিয়েশনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম যে সম্প্রতি নাথ ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যেখানে অসীম প্রতিপত্তিশালী একচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ন্যায় ব্যাঙ্কের মনোনীত সদস্যসংখ্যা খুব বেশী সেখানে একটী বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পক্ষে এই ধরণের পদাধিকার লাভ করা বাস্তবিকই খুব প্রশংসার কথা। বাঙ্গলা দেশের আর কোন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ইতিপূর্ব্বে এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা এজন্য নাথ ব্যাঙ্ককে অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি নাথ ব্যাঙ্ক তাহার নূতন ক্ষমতা ক্লিয়ারিং এসোসিয়েশনে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সমূহের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে প্রয়োগ করিবে।

ন্যাশন্যাল চেম্বারের নূতন সভাপতি

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, পি এইচ ডি'কে সভাপতি নির্ব্বাচন করাতে আমরা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ লাহার স্বর্গগত পিতা রাজা হৃষিকেশ লাহা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং একাদিক্রমে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত উহার সভাপতি ছিলেন। ডাঃ লাহাও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চেম্বারকে বরাবর বিশ্বস্তভাবে সেবা

করিয়া আসিতেছেন। কাজেই চেম্বার তাঁহাকে সভাপতিপদে মনোনীত করিয়া লাহা পরিবারের নিকট চেম্বারের ঋণ কতকাংশে শোধ করিল। কিন্তু চেম্বারের সহিত লাহা পরিবারের সম্পর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া যোগ্যতার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও চেম্বারের নির্ব্বাচন সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। ডাঃ লাহা কেবল কমলার বরপুত্র নহেন—পাণ্ডিত্য, চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রভৃতি সকল দিক হইতেই তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তি। যে কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি একজন গৌরবের পাত্র। তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া চেম্বার কেবল যোগ্যতারই সমাদর করিল না—নিজেও গৌরবান্বিত হইল।

শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ

বিগত ১৯৩১ সালে প্রথমে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ধার্য্য আমদানী শুল্ক এবং তৎপর ১৯৩২ সালে বিদেশীর প্রতিযোগীতা হইতে ভারতীয় শর্করা শিল্পের সংরক্ষণের জন্য ধার্য্য রক্ষণশুল্কের ফলে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শর্করা শিল্পের কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমানে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী শর্করার উপর প্রতি হাজারে ৯।০ আনা করিয়া রক্ষণশুল্ক এবং ভারতীয় চিনির কলে উৎপাদিত চিনির উপর প্রতি হন্দরে ২ টাকা করিয়া উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য রহিয়াছে। কাজেই ভারতীয় শর্করা শিল্প বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ প্রতি হন্দরে ৭।০ আনা রক্ষণশুল্কের সুবিধা ভোগ করিতেছে। ১৯৩২ সালে প্রথম যখন ভারতীয় শর্করা শিল্পের জন্য রক্ষণশুল্ক ধার্য্য হয় সেই সময়ে উহার মেয়াদ ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৩৭ সালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত টেরিফ বোর্ড যে রিপোর্ট দেন তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াতে গত বৎসর এই শুল্কের মেয়াদ এক বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি শর্করা শিল্পের জন্য নিযুক্ত টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট এবং এই রিপোর্ট সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে টেরিফ বোর্ড আগামী ৮ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শর্করা শিল্পকে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতি হন্দরে ৭।০ আনা করিয়া রক্ষণ শুল্কের সুবিধা প্রদান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং শর্করা শিল্পের উপর ধার্য্য উৎপাদন শুল্কের পরিমাণ বেশী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ রক্ষণশুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার পক্ষেই মত দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে ভারতীয় শর্করা শিল্পকে বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে দুই বৎসরকাল পর্য্যন্ত প্রতি হন্দরে ৭।০ আনার পরিবর্ত্তে ৬৸০ আনা হারে রক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমান শুল্কের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এই বিষয়ে পুনরায় টেরিফ বোর্ডের মারফতে তদন্ত করাইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে। চিনি দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অত্যা-বশ্যকীয় জিনিষের অন্যতম। কাজেই উহার উপর অত্যধিক হারে রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য থাকা উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে রক্ষণশুল্কের পরিমান প্রতি হন্দরে আট আনা হ্রাস করাতে দেশের লোক এখন অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চিনি ক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতীয় শর্করা শিল্পের সহিত বর্ত্তমানে চিনির কলের শেয়ার হোল্ডার আখ বিক্রেতা কৃষক, কলের কুলী, কর্ম্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ার, চিনি বিক্রেতা ইত্যাদি হিসাবে কোটী কোটী লোকের স্বার্থ জড়িত হইয়া আছে। রক্ষণশুল্কের পরিমান হ্রাস করার ফলে ভারতের বাজারে পুনরায় জাভা চিনির আমদানী হইয়া ভারতীয় শর্করা শিল্পকে যদি বিপন্ন করিয়া তোলে তাহা হইলে উহা অত্যন্ত মারাত্মক বিষয় হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ভারতীয় চিনির কলে প্রস্তুত চিনির পড়তা এবং ভারতীয় বন্দরে জাভা হইতে আমদানী চিনির পড়তা বিবেচনা করিয়াই টেরিফ বোর্ড শর্করা শিল্পকে উপরোক্তরূপ রক্ষণশুল্কের সুবিধা দিবার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু ভারত সরকারের অভিমত এই যে ভারতীয় চিনির পড়তা সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ড যে হিসাব দিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আরও কম এবং জাভা হইতে আমদানী চিনির পড়তা সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ড যে হিসাব দিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আরও বেশী। এই দুই পক্ষের প্রদত্ত হিসাবের মধ্যে কাহার হিসাব ঠিক তাহা নির্দ্ধারণ করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই একথা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি। আশা করা যায় যে ভারতীয় চিনির কলের মালিকদের তরফ হইতে এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা হইবে।

কাগজ শিল্পের সংরক্ষণ

ভারতবর্ষে কাগজের ব্যবহার দিন দিন বাড়িতেছে এবং দেশে শিক্ষা বিস্তার ও সংবাদ পত্রের প্রসারের ফলে উহা আরও বাড়িবে আশা করা যায়। কিন্তু এদেশে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া গেলেও কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশে ব্যবহৃত কাগজের প্রায় ষোল আনা বিদেশ হইতে আনিতে হইত। এজন্য ভারতে কাগজ শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯২৫ সাল হইতে ভারতে বিদেশাগত কাগজের উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমানে এদেশে বিদেশাগত কাগজের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১১ পাই এবং কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী কাঠের মণ্ডের উপর প্রতি টনে ৫৬।০ আনা হিসাবে রক্ষণশুল্ক ধার্য্য আছে। এই শুল্কের মেয়াদ ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে শেষ হইবে বলিয়া কথা থাকায় কাগজ শিল্পের সংরক্ষণের বিষয়ে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটী টেরিফ বোর্ড গঠিত হয়। সম্প্রতি বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে পরামর্শ দেন যে আগামী ৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১১ পাই হিসাবে এবং কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী কাঠের মণ্ডের উপর প্রতি টনে ৩৫ টাকা হিসাবে রক্ষণশুল্ক ধার্য্য করা হউক। কিন্তু শর্করা শিল্পের ন্যায় কাগজ শিল্পের ব্যাপারেও ভারত সরকার টেরিফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে এখন হইতে বিদেশী কাগজের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১১ পাইয়ের পরিবর্ত্তে ৯ পাই রক্ষণ শুল্ক ধরা হইবে এবং উহার মেয়াদ ৭ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৩ বৎসর ধার্য্য করা হইবে। অধিকন্তু ভারত সরকার কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী কাঠের মণ্ডের উপর রক্ষণশুল্ক একেবারে বাতিল করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কাগজের উপর রক্ষণশুল্ক এই ভাবে হ্রাস করিবার ফলে দেশে কাগজের মূল্য কিছু কমিবে বটে। কিন্তু এই ভাবে শুল্ক হ্রাসের ফলে টিটাগড় প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠ ও ইউরোপীয় পরিচালিত কাগজের কলসমূহ উহার ধাক্কা সামলাইতে সমর্থ হইলেও ভারতবর্ষে ইদানীং ভারতবাসীর চেষ্টা ও অর্থে যে সমস্ত কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাবে শুল্ক হ্রাসের ফলে বর্ত্তমানে ভারতবাসীর পরিচালনাধীনে যে কয়েকটী কাগজের কল স্থাপিত হইবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে তাহাও পরিত্যক্ত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদের সন্দেহ হয় যে ভারতের ইউরোপীয় পরিচালিত কাগজের কলগুলিকে ভারতীয় কাগজের কলের আসন্ন প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ এবং ভারতের বাজারে বিদেশী কাগজের বিক্রয়ের সুবিধার উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতীয় কাগজ শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা হইতে এইভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে। তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর এই শুল্কের হার আরও কমা বিচিত্র নয়।

ব্যবস্থা পরিষদে ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি

গত ২০শে মার্চ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ভিতর যে নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ তাহা ৫৯—৪৭ ভোটে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ পরিষদে এই চুক্তি অনুমোদনের প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বাগাড়ম্বর দেখাইতে ক্রুটী করেন নাই। ইউরোপীয় সদস্যগণ এবং স্যার আব্দুল হালিম গজনবী ও স্যার জিয়াউদ্দীন আমেদ প্রমুখ কতিপয় ভারতীয় সদস্য উহার সমর্থনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অধিকাংশের ভোটে চুক্তিটী না-মঞ্জুর হইয়াছে। নূতন চুক্তির সর্ত্তাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে উহার বিরুদ্ধে দেশের লোক যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে তাহাতে পরিষদের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত দ্বারা দেশের জনমতেরই জয় সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। একথা আজ কাহারও অবিদিত নাই যে ভারতবর্ষকে নামে ফিস্‌ক্যাল অটোনমি বা আর্থিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইলেও ভারত সরকারের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি এখনও বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের স্বার্থানুকূলেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত স্বার্থ সাধনের জন্য ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষের ঘাড়ে অটোয়া চুক্তির বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক উহা বাতিল হওয়ার পরও নানা অজুহাতে উহা এ পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইয়াছে। এক্ষণে নূতন ইঙ্গ-ভারত চুক্তির নামে ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ ধরণেরই একটা ব্যবস্থা পুনরায় কায়েমী করিয়া লইতে চান। এই চুক্তির আলোচনা আরম্ভ করার সময়ে গভর্ণমেণ্ট স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, মিঃ জি, ডি, বিরলা, মিঃ কস্তুরীভাই লালভাই প্রমুখ কয়েকজনকে বে-সরকারী পরামর্শদাতা নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু চূড়ান্তভাবে চুক্তির সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণকালে তাঁহারা কোন বিষয়েই উপরোক্ত ব্যক্তিদের নির্দ্দেশ ও পরামর্শ কার্য্যতঃ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী ল্যাঙ্কাশায়ারের অনুকূলে নানারূপ আটঘাট বাঁধিয়া তাহারা এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন যাহাতে কোন দিক দিয়াই ভারতের বিহিত স্বার্থ রক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থায় ঐ নূতন চুক্তি অনুমোদনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ প্রকৃত সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় নূতন বাণিজ্য চুক্তির মত দেশের স্বার্থ হানিকর একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া পরিষদের কংগ্রেস দল মুস্‌লিম লীগের সদস্যদের কোন সমর্থন পান নাই। মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্না বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নূতন চুক্তির বিরুদ্ধে অনেক কিছু মন্তব্য করিলেও ভোটাভুটির সময়ে তিনি দলবল নিয়া নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহাদের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও বাণিজ্য চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়া কঠিন হয় নাই সত্য—কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি আক্রোশ বশতঃ মুস্‌লিম লীগ যে দেশের এই স্বার্থবিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করিলেন তাহা সকল দিক দিয়াই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।

ব্যবস্থা পরিষদে বাণিজ্যচুক্তি অনুমোদনের প্রস্তাব পেশ করিয়া সরকার পক্ষ হইতে স্যার জাফরুল্লা খাঁ এই চুক্তির সাপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই চুক্তিটি গ্রহণ করা হইলে তাহা ভারতের পক্ষে সমূহ কল্যাণকর হইবে—এরূপ ঘোষণা করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি এই চুক্তির জন্য যে তাঁবেদারি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে উহার সাফাই গাহিবার চেষ্টা স্বাভাবিক হইলেও তাঁহার প্রদত্ত যুক্তির সারবত্তা বিশেষ কিছুই ছিল না। নূতন বাণিজ্যচুক্তির সর্ত্তাবলী পাঠ করিয়া আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতে চাই যে, উহা দ্বারা ভারতবর্ষের বাজারে বেশী পরিমাণ ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র বিক্রীত হওয়ারই সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসলে ইংলণ্ডে অধিকতর পরিমাণ ভারতীয় পণ্যের কাটতির ব্যবস্থা তেমন কিছুই করা হয় নাই।

নূতন চুক্তিতে বিলাতী বস্ত্রের কাটতি বাড়াইবার পক্ষে আবশ্যক বিধান অবলম্বন করিয়া প্রকারান্তরে দেশীয় কাপড়ের কলগুলির চরম অনিষ্ট সাধনেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর তাহারই সাফাই স্বরূপ সজোরে ঘোষনা করা হইয়াছে যে নূতন চুক্তি বলবৎ হইলে ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের অধিকতর সুবিধা হইবে এবং তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ভারতের কৃষকদের কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ বর্ত্তমান চুক্তিতে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতীয় তূলা ক্রয় সম্বন্ধে ও ইংলণ্ডের বাজারে অন্যান্য ভারতীয় কৃষিপণ্যকে শুল্ক সুবিধা প্রদান বিষয়ে যে সমস্ত বিধান করা হইয়াছে তাহা এ বিষয়ে খুব সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কাঁচা তুলার কথাই বিশেষভাবে বিবেচনা করা যাউক। নূতন চুক্তিতে ইংলণ্ড যাহাতে ভারতে প্রতি বৎসরে ৩৫ কোটি গজ হইতে ৫০ কোটি গজ পর্য্যন্ত বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য শুল্ক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই সুবিধার বিনিময়ে যদি ইংলণ্ডকে বর্ত্তমানের তুলনায় কম পক্ষে দ্বিগুণ পরিমাণ তূলা ক্রয় করিতে বাধ্য করা হইত তবে হয়ত তাহাতে দুই পক্ষে কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হইত। কিন্তু চুক্তিতে ইংলণ্ডের উপর সে বিষয়ে আবশ্যকানুরূপ কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নাই। এই মাত্র স্থির হইয়াছে যে ইংলণ্ড ১৯৩৯ সালে ৫ লক্ষ গাঁইট, ১৯৪০ সালে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট ও তৎপর প্রত্যেক বৎসর ৬ লক্ষ গাঁইট পরিমাণ ভারতীয় তূলা ক্রয় করিবে। বলা হইয়াছে ইংলণ্ড যদি ১৯৩৯ সালে কিংবা ১৯৪০ সালে ৪ লক্ষ গাঁইটের কম এবং তৎপরবর্ত্তী কোনও বৎসরে সাড়ে চারি লক্ষ গাঁইটের কম পরিমাণ ভারতীয় তূলা ক্রয় করে তবে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আমদানীকৃত বস্ত্রের উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে এই ব্যবস্থা দ্বারা বেশী পরিমাণ ভারতীয় তূলা কাটতির কোন সুবিধা হইবার কথা নহে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কল গুলির নিমিত্ত প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে প্রভূত পরিমাণ তূলা আমদানী করা প্রয়োজন হয়। নানাদিক দিয়া সুবিধাজনক বলিয়া ইংলণ্ড ঐ তূলার কতকপরিমাণ ভারত হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকে। তূলা ক্রয় সম্বন্ধে কোন সর্ত্ত না থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড নিজের গরজে ভারত হইতে ১৯৩৬ সালে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার বেল, ১৯৩৭ সালে ৫ লক্ষ ৩২ হাজার বেল এবং ১৯৩৮ সালে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার বেল তূলা ক্রয় করিয়াছে। সে হিসাবে বর্ত্তমান চুক্তিতে ইংলণ্ড সাড়ে চারি লক্ষ গাঁইট তূলা ক্রয় করিবে বলিয়া নাম মাত্র যে রফা করা হইয়াছে তাহা কোনদিক দিয়াই আশানুরূপ নহে। বর্ত্তমানে ভারতীয় তূলা বিক্রয়ের পক্ষে নানারূপ অসুবিধা দেখা যাওয়ায় এদেশের তূলা চাষীরা চরম দুঃখ দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় তূলা চাষীদের উপকারার্থ বেসরকারী প্রতিনিধিরা দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডকে বাৎসরিক সাড়ে ছয় লক্ষ গাঁইট তূলা ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে অধিকন্তু ঐ ক্রয়ের পরিমাণ ক্রমে বাড়াইয়া দশ লক্ষ গাঁইট করার কথা থাকিবে। ইংলণ্ডের কাপড়ের কলগুলিতে ২০ নম্বর ও তাহার কম নম্বরের সূতা প্রস্তুতের জন্য সাধারণতঃই ৯ লক্ষ গাঁইট পরিমাণ ছোট আঁশযুক্ত তূলা প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বেসরকারী প্রতিনিধিগণ যে দাবী

(১০৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বীমা ব্যবসায়ের মারফতে জীবিকার সংস্থান

বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত বেকার ব্যক্তিগণ ব্যবসা বাণিজ্যের মারফতে কি ভাবে জীবিকা সংস্থানের উপায় করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের তরফ হইতে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট চিন্তানায়কগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। এই সব বক্তৃতার মধ্যে গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানীর স্বনামখ্যাত মিঃ এ সি সেন বীমা বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে চাকুরী ও স্বাধীন ব্যবসা হিসাবে মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের যত প্রকার পন্থা রহিয়াছে তাহার মধ্যে বীমা ব্যবসায়ের মারফতে জীবিকা নির্ব্বাহের মত এরূপ মহৎ, এরূপ জনহিতকর, এরূপ উচ্চাদর্শসম্পন্ন আর কোন পন্থা হইতে পারে না। বীমা ব্যবসায় যে কত পরিবার, কত অনাথা ও বিধবা এবং অপোগণ্ড শিশুকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত অসহায় যুবকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, কত দরিদ্র ব্যক্তিকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া এই ব্যবসা সমাজের যে মহান হিতসাধন করিতেছে তাহারও মূল্য কম নহে। এই ব্যবসায়ের সহিত যিনি যে ভাবেই সংশ্লিষ্ট থাকুন না কেন তিনি যে একজন সমাজসেবক তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ সেন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"গত ৪০ বৎসরের মধ্যে আমি আমার নিজের আফিসের মারফতে বাঙ্গলা ও অপরাপর প্রদেশে বীমার দাবী হিসাবে ৩ কোটী টাকার মত প্রদান করিয়াছি। এই টাকা কিভাবে বহু পরিবারকে সর্ব্বস্বান্ত অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে, কি ভাবে উহা অগণিত বালক বালিকার শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে, কি ভাবে উহা চূড়ান্ত রকম দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে আশার আলোক সঞ্চার করিয়াছে তাহা আমি জানি। সুখের বিষয় যে দেশ এখন বীমা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ও জনহিতকর আদর্শ উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি হইতে সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হিসাবে যদি কোন মহান পন্থা গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বীমা ব্যবসায়কেই সর্ব্বাগ্রে বাছিয়া লইতে হইবে।

কেবল আদর্শবাদের দিক দিয়াই আমরা একথা বলিতেছি না। উপার্জ্জনের দিক হইতেও বীমা ব্যবসা জীবিকা নির্ব্বাহের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মিঃ সেন বলিয়াছেন যে একমাত্র তাঁহার আফিসেই মাসে সোয়াশত টাকা হইতে চারশত টাকা আয় করেন এরূপ একশতের মত বীমাকর্ম্মী রহিয়াছেন। মাসে ৮।৯ শত টাকা আয় করেন এরূপ বীমাকর্ম্মীও তাঁহার আফিসে আছেন। যদি এক মাত্র এম্পায়ারের বাঙ্গলা দেশস্থ এজেন্সী আফিসেই এতগুলি বীমাকর্ম্মী এরূপভাবে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের সমস্ত বীমাকোম্পানী এবং বীমাকোম্পানীর শাখা ও এজেন্সী আফিসে মাসে সোয়াশত টাকা হইতে ৮।৯ শত টাকা আয় করেন এরূপ বীমাকর্ম্মী, আফিসের পদস্থ কর্ম্মচারী, বীমার ডাক্তার ও একচুয়ারি হিসাবে অন্ততঃ ৫ হাজার লোক রহিয়াছেন বলা যায়। আমরা বাঙ্গলা দেশে এরূপ কোন ব্যবসা বা চাকুরীপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কথা জানিনা যাহাতে এতগুলি লোক এরূপ ভাবে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন। অদূর-ভবিষ্যতে এই ব্যবসায়ের মারফতে ক্রমেই আরও অধিক সংখ্যক লোক ভদ্রভাবে জীবিকা সংস্থানের পথ করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু বর্ত্তমানের এই দারুণ প্রতিযোগিতার মধ্যে বীমা ব্যবসায়ের মারফতেও মোটামুটিরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহের পথ করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। এই সম্পর্কে মিঃ সেন দেশের বেকার যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া প্রথমে উহার গোড়াপত্তন করিবার জন্য যে কাজ করিতে হয় তাহা বিরক্তিজনক বটে। কিন্তু এই ধরণের কাজে ভয় পাইলে চলিবে না। বিশেষতঃ প্রথম প্রথম মাথা ঠিক রাখিয়া যথাসম্ভব কম ব্যয়ে কাজ চালাইতে হইবে। তারপর ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হইতে থাকিবে এরূপ ধারণা রাখা উচিত নহে। কাজ করিতে গেলে ভুল হইবেই—কিন্তু ভুলের জন্য বিব্রত হইবে না। ভুল করিয়া তাহা কি ভাবে সংশোধন করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যবসায় মাত্রেই উত্থান পতন আছে। অল্প সাফল্যে উল্লসিত এবং অল্প ব্যর্থতায় নিরুৎসাহ হইবে না। ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে তজ্জন্য অসীম ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক।" মিঃ সেনের এই সব উক্তি অপেক্ষা সারগর্ভ উক্তি আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা বলিতেছেন তাঁহার এই সব উপদেশের মূল্য আরও অধিক। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমানে বীমা ব্যবসায়েও প্রতিযোগিতা এত কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে উহাতে সাফল্যলাভ করা সহজ নহে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষিত যুবক মিঃ সেনের এই সব উপদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়া যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ২।৩ বৎসর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিতে পারেন তাহা হইলে কেবল বীমা ব্যবসায়ে নহে যে কোন প্রকার ব্যবসায়ে সাফল্য সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি। অন্ততঃ ৬০।৭০ টাকা বেতনের কেরাণী অপেক্ষা যে তিনি উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশের বেকার যুবকদের মধ্যে যাহারা ৩০।৪০ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত এবং এই বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ৬০।৭০ টাকায় পরিণত হইতে অন্ততঃ দশ বৎসর সময় লাগিবে জানিয়াও যাহারা আফিসে বসিয়া নানা অপমানজনক অবস্থার মধ্যে প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত নহেন তাঁহারাই মিঃ সেনের ন্যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপরোক্ত ধরণের উপদেশবাণীকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে স্বাধীন উপজীবিকাতে প্রথমে যে বৎসর দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় তাহার সামর্থ্য অনেকের নাই। কাহারও কাহারও পক্ষে উহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে উহা সত্য নহে। বিশেষতঃ যাহারা ৩০।৪০ টাকা বেতনের চাকুরীর সন্ধানে বৎসরের পর বৎসর অলস জীবন কাটাইয়া দিতেছেন তাঁহারা কি জীবনবীমার মত কোন একটা ব্যবসা নির্ব্বাচন করিয়া দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করতঃ নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে পারেন না? বস্তুতঃ দেশে জীবিকা নির্ব্বাহের এখনও অগণিত ব্যবস্থা পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের অবাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা উহা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু কোন পন্থা ধরিয়া তাহাতে সামান্যরূপ সফলতা অর্জ্জন করিতেও চরিত্রের যে দৃঢ়তা, যে শ্রমশক্তি, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন তাহা আমাদের মধ্যে নাই। এই জন্যই আমরা জীবন-সংগ্রামে হটিয়া যাইতেছি। মিঃ সেন বাঙ্গালী চরিত্রের এই গলদের প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার এই উপদেশবাণীকে উপেক্ষা করিবেন তাঁহাদের কোন ব্যবসায়ে দূরে থাকুক কেরাণীগিরিতেও কোন উন্নতির আশা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

হক মন্ত্রীমণ্ডলের দুই বৎসর

মৌলবী ফজলুল হক বাঙ্গলা দেশের শাসনভার হাতে পাইবার অব্যবহিত পরে একথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বাঙ্গলার কৃষকের ডাল ভাতের সমস্যার সমাধান করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার পর দুই বৎসর কাল অতীত হইল। দুই বৎসরের মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের লোকের 'ডালভাতের' সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর একথা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে তদনুযায়ী কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের পক্ষে দুই বৎসর সময় কম নহে। হক গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কতদূর কি করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে।

মৌলবী ফজলুল হক এবং মন্ত্রীসভায় তাঁহার অন্যতম প্রধান সহকর্ম্মী খাজা নাজিমুদ্দীন মুসলীম লীগের প্রধান পাণ্ডা। লীগ সর্ব্ব ব্যাপারেই একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া থাকে। কাজেই প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং খাজা নাজিমুদ্দীন লীগের আদর্শ অর্থাৎ বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ লক্ষ্য রাখিয়া দেশের শাসনভার পরিচালনা করিতেছেন উহা বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য হক মন্ত্রীমণ্ডল গত দুই বৎসরে কতদূর কাজ করিয়াছেন ?

গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই মাত্র দেখিতে পাইয়াছি যে (১) প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করিয়া বাংলার কৃষককে আবওয়াব ও নজরানা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে (২) সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ এবং প্রমোশনের ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং (৩) ঋণসালিশীর নামে মহাজন সমাজকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। এই সব ব্যবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায় উপকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা কতটুকু এবং এই ধরনের সাহায্যের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের 'ডাল ভাতের' সমস্যার কতদূর সমাধান হইবে ?

প্রথমতঃ প্রজাস্বত্ব আইনের কথাই উল্লেখ করিতেছি। নূতন সংশোধন আইনে প্রজাকে নজরানা ও আবওয়াব হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ; কিন্তু প্রজার দেয় খাজনার পরিমান হ্রাস করা হয় নাই। এই আইন পাশ হইবার পরেও প্রজার খাজানা কমাইবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু খাজানা কমাইলে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করিতে হয়। উহা মন্ত্রীসভার শ্বেতাঙ্গ সমর্থক-গণ বরদাস্ত করিতে রাজী নহেন। অধিকন্তু খাসমহালে খাজনা কমাইলে গবর্ণমেণ্টের আয়হ্রাস হেতু গবর্ণমেণ্ট অচল হয়। কাজেই হক-মন্ত্রীমণ্ডল এই দিকে অগ্রসর না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু যদিই বা হক-মন্ত্রীমণ্ডল কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ হ্রাস করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে কৃষক কতদূর উপকৃত হইবে ? বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে অধিকাংশ কৃষক পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ যেরূপ কম তাহাতে জমিতে উৎপন্ন ফসল দ্বারা তাহার খাইখোরাকই চলে না। এই অবস্থায় যাহার বৎসরে দেয় খাজনার পরিমাণ ১০ টাকা তাহার খাজনা কমাইয়া ৫ টাকায় নির্দ্ধারিত করিলে তাহার কতটুকু উপকার হইবে ? বাঙ্গলায় জমির অভাব যে প্রকার বেশী এবং কৃষকদের মধ্যে জনসংখ্যা যে প্রকার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে কৃষকের খাজনা সম্পূর্ণভাবে মকুব করিয়া দিলেও সে বাঁচিবে কিনা সন্দেহ।

চাকুরীতে মুসলমান সম্প্রদায়কে বর্ত্তমানে যে ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে তাহাতে মুসলান কৃষকের স্বার্থ খুব বেশী নিহিত নাই। থাকিলেও সরকারী চাকুরীতে বৎসরে কয়জন লোক নিযুক্ত হয় ? চাকুরীর সকলগুলি মুসলমানকে দেওয়া সম্ভবপর নহে। অনুন্নত হিন্দুগণকে হাতে রাখিতে হইলে তাহাদিগকে অনেক চাকুরী দিতে হইবে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকেও চাকুরী হইতে একেবারে বঞ্চিত করা যাইবে না। এই অবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে যে প্রকার দ্রুতগতিতে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে তাহাতে আর বড় জোর ৫ বৎসরের মধ্যে হিন্দুদের মত মুসলমানদের ভিতরও বেকার সমস্যা অতি তীব্র আকারে দেখা দিবে। তখন মুসলমান বেকারগণও হিন্দু বেকারদের সহিত মিলিত হইয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিবে। হক-মন্ত্রীমণ্ডল যদি মনে করিয়া থাকেন যে গুটীকয়েক মুসলমানকে চাকুরী দিয়া তাঁহাদের মুসলীম প্রীতির প্রমাণ দিবেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহাদের কিছুমাত্র দূরদর্শিতা নাই।

বঙ্গীয় ঋণ-সালিশী আইনের অপপ্রয়োগে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া এবং বর্ত্তমানের তুলনায় আরও কড়াকড়ি ভাবে দাদনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নে উদ্যত হইয়া হক-মন্ত্রীমণ্ডল বাঙ্গলার কৃষকের—তথা মুসলমান কৃষকের যতটা উপকার করিয়াছেন তাহার তুলনায় অপকার করিয়াছেন অনেক বেশী। এই ধরণের হাতুড়ে আইনের ফলে বর্ত্তমানে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে প্রয়োজনের সময়ে কৃষক ২।১ মণ ধান পর্য্যন্ত কর্জ্জ পাইবে না। হক গবর্ণমেণ্ট যদি মহাজন সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কৃষি-ঋণ প্রদানের জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে কিছু বলার ছিল। কিন্তু সেই দিকে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা অনেক মৌখিক সহানুভূতি জানাইলেও কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। বাঙ্গলার কৃষক যদি বীজশস্য, হালের গরু, নূতন জমি প্রভৃতি ক্রয়, ফসলের প্রতীক্ষায় ২।১ মাসের খাইখোরাকীর সংস্থান অথবা রোগের চিকিৎসার জন্য ১০।২০ টাকাও ধার করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও ভয়াবহভাবে কৃষকের জোত জমি অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষক বা অকৃষকের হাতে চলিয়া যাইবে। উহাতে সমষ্টিগত ভাবে কৃষক সমাজের যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হইবে তাহা হক্-মন্ত্রীমণ্ডলী হয়ত ধারনাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এক কথায়—হক্-মন্ত্রীমণ্ডলী গত দুই বৎসরে মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলমান কৃষকের নাম লইয়া যতটা কাজ করিয়াছেন তাহার ফলে তাহারা কিছু উপকৃত হইয়াছে বটে—কিন্তু মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা ও ক্রমবর্দ্ধমান অভাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে যতটা সাহায্যের প্রয়োজন হক্-মন্ত্রীমণ্ডলী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাহার দশ ভাগের একভাগ সাহায্যও করেন নাই। ভবিষ্যতে যে তাঁহারা সেরূপ সাহায্যেও অগ্রসর হইবেন বা হইতে সাহস পাইবেন সেই আশাও নাই।

আবার—বলি মুসলমান কৃষকের দেয় খাজানা হ্রাস, মন্ত্রীবর্গের অনুগৃহীত কতিপয় মুসলমানকে চাকুরী দান অথবা দাদনী ব্যবসার উচ্ছেদের দ্বারা মুসলমান সমাজের ডালভাতের সমস্যার সমাধান হইবে না। যে জমিতে বর্ত্তমানে ৫ মণ ধান বা পাট জন্মিতেছে তাহাতে যদি বাঙ্গলা সরকার ১০ মণ ধান বা পাট জন্মাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং এই ধান ও পাট কৃষক যাহাতে ন্যায্য মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে পারে তাহার যদি ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলেই কৃষকের ডালভাতের সমস্যার সমাধান হইবে। তাহা হইলে ঋণসালিশী

বোর্ডে না গিয়া কৃষক নিজেই মহাজনের সহিত বুঝাপড়া করিবে এবং জমিদারের খাজনা এক পয়সাও বাকী রাখিবে না। আর তাহা হইলেই কৃষক দুই বেলা সুখে স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। কিন্তু এই দিকে বাঙ্গলা সরকার কিছুতেই অগ্রসর হইতেছেন না। বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৫ কোটী মণ করিয়া পাট জন্মিতেছে এবং উহার প্রতি মণের জন্য তিন টাকা হিসাবে কম মূল্য পাওয়ার দরুণ বাঙ্গলার কৃষক বৎসরে ১৫ কোটী টাকা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু যে গবর্ণমেণ্ট কৃষককে বৎসরে ৬০।৭০ লক্ষ টাকার নজরানা হইতে রেহাই দিয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন সেই গবর্ণমেণ্টই গত দুই বৎসরের মধ্যে কৃষককে পাটের জন্য ৩০ কোটী টাকা ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটী অঙ্গুলী হেলনও করেন নাই। কেন করেন নাই তাহাও নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। হক্-মন্ত্রীমণ্ডল শ্বেতাঙ্গ চটকল-ওয়ালাদের বিরাগভাজন হইয়া নিজেদের কবর খুঁড়িতে রাজী নহেন। জমিদার ও মহাজন বধ করিয়া প্রজার যতটা হিতসাধন সম্ভবপর ততদূর অগ্রসর হইতে তাঁহাদের উৎসাহের সীমা নাই। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের শোষণনীতিতে বাধা দেওয়া তাঁহাদের কল্পনার অতীত। অথচ বাঙ্গলার জমিদার ও মহাজন মিলিয়া প্রজাকে যতটা শোষণ করিত মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ বণিক বাঙ্গলার প্রজাকে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক শোষণ করিতেছে।

ইহার পরেও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে যদি মুসলমান সমাজ তাঁহাদের নিজের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে বলিব যে তাঁহারা 'আহাম্মকের স্বর্গে' বাস করিতেছেন। বাঙ্গলার কৃষকের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ চাকুরী, প্রজা স্বত্ব আইন বা মহাজনী ব্যবসার মধ্যে নিহিত নহে। চাকুরী খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়াই বাঙ্গলার কৃষক যে মহাজন ও জমিদারের অনাচার বন্ধ করিয়া দিতে পারে তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। হক মন্ত্রীমণ্ডল মধ্যে না পড়িলে এতদিনে বাঙ্গলার কৃষকের অধিকাংশ ঋণভারের বহুলাংশ হইতে মুক্ত হইত এবং মহাজনের সহিতও তাহার এত বিরোধ উপস্থিত হইত না। প্রজাস্বত্ব আইন পাশ না হইলেও বাঙ্গলার জমিদার বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী টাকা কৃষকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিত না। যে সময়ে বাঙ্গলার কৃষক এবং বিশেষভাবে মুসলমান কৃষক আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে হক মন্ত্রীমণ্ডল তাহাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছেন। উহাতে শ্বেতাঙ্গ শোষণকারীদেরই আয়ু কিছুদিনের জন্য বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার কৃষক যেদিন চাকুরীর মোহ এবং জমিদার ও মহাজনের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সব চেয়ে বড় শোষণকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিনের বেশী দেরী নাই। তখনই বাঙ্গলায় যাহারা মুসলমানের স্বার্থের নাম লইয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকের শোষণনীতির প্রশ্রয় দিতেছেন তাহাদের অগ্নি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইবে। সেই দিনের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইতেছেন কি ?

পুস্তক-পরিচয়

সাম এস্প্যাক্টস্ অব্ লাইফ এসিওরেন্স (Some Aspects of Life Assurance)। বীমা বিষয়ক ইংরাজী পুস্তক। মিঃ এন, জি, সমাদ্দার প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক "পাটলিপুত্র" বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত। দাম চৌদ্দ আনা।

বর্ত্তমানে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। একদিকে যেমন বহুসংখ্যক বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইতেছে তেমনই উহাদের দ্রুত কার্য্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বহু লোক বীমা ব্যবসায়ের সহিত নানাভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। ফলে বীমার যাবতীয় তত্ত্ব ও খুঁটিনাটি বিষয় জানিবার জন্য অনেকেই আজ বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই অবস্থায় গত ১৯৩৭ সালে মিঃ এন, জি, সমাদ্দার তাঁহার "সাম এস্প্যাক্টস্ অব্ লাইফ্ এসিওরেন্স" নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করার পর হইতে সর্ব্বত্রই উহার প্রকৃত সমাদর দেখা যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে এই পুস্তকখানির কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়া বর্ত্তমানে উহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম যে আকারে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছিল সে তুলনায় এক্ষণে ইহার কলেবর বাড়িয়াছে—বিষয়বস্তুর পরিধিও বিস্তৃত হইয়াছে। নূতন সংস্করণে এই পুস্তকখানিতে মোট ১১টি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। আর ইহাতে বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় স্থান পাইয়াছে। বীমা কোম্পানী নির্ব্বাচনের প্রণালী, বীমা কোম্পানীর মজুত তহবিল, বীমা কোম্পানীর বোনাস, বীমা কোম্পানীর ভেলুয়েসন, প্রভৃতি অনেক বিষয় গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। একটি অধ্যায়ে বীমাবিষয়ক নানারূপ সংখ্যা বিবরণ সম্বলিত হইয়াছে। অধিকন্তু একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নূতন বীমা আইনের জরুরী ধারাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। অভিজ্ঞ লেখক সরলভাষায় অতীব নৈপুণ্যের সহিত সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কম আয়াসে বীমা বিষয়ে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব জানিয়া লওয়ার খুবই সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তকটির উত্তরোত্তর আরও বহুল প্রচার হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রাশিয়ার লোকসংখ্যা

১৯৩৮ সালের লোক গণনায় রাশিয়ার মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটি ১ লক্ষ ২৬ হাজার।

বিদেশে শিল্প ব্যবসা শিক্ষায় বৃত্তি

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট বিদেশে শিল্প ব্যবসায় শিক্ষা লাভের জন্য যুক্তপ্রদেশের কতিপয় সংখ্যক উপযুক্ত গুণসম্পন্ন যুবককে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৯ জন বৃত্তিপ্রার্থী যুবকের আবেদন পরীক্ষা করিয়া দুই জনকে দীর্ঘকালের জন্য ও আট জনকে অল্পকালের জন্য বৃত্তি দেওয়া স্থির হইয়াছে। ভারত সরকারের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনারের সহিত আলোচনা করিয়া ঐ সমস্ত ছাত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে।

তুলার নূতন রকম ব্যবহার

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তুলার নূতন রকম ব্যবহার সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই পশম প্যাক করিবার কাজে, তুলার গাঁইট বাঁধিবার কাজে এবং পাকা অবস্থায় ফল সংরক্ষণের কাজে কার্পাস তুলার সূতা দ্বারা প্রস্তুত থলের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বাড়ীর দেওয়াল ও ছাদ নির্ম্মাণের মাল মসলার সহিত তুলা ব্যবহার করাও সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। প্রকাশ নিউ অর্লিন্সএর একটি কাপড়ের কলে কার্পাস তুলা হইতে এমন এক প্রকারের থলে প্রস্তুত হইয়াছে যাহা পাটের থলের তুলনায় দ্বিগুণ হইতে পাঁচগুণ বেশী টেকসই। অথচ উহা প্রস্তুত করিতে পাটের থলের তুলনায় অধিক খরচ পড়ে মাত্র ১০ সেণ্টস্ (১ সেণ্টের মূল্য প্রায় অর্দ্ধ পেনির সমান)।

পাট ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান

গত ২৪শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ ও নিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে শ্রীযুত যদুনাথ রায় পাট ব্যবসায় সম্বন্ধে দ্বারভাঙ্গা হলে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন—বাঙ্গলার সবচেয়ে বেশী অর্থকরী পণ্য হইতেছে পাট। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাট ব্যবসায় ও পাটকল পরিচালনায় শিক্ষিত বাঙ্গালী বেকারদের বিশেষ কোন স্থান হয় না। পাট চাষী হইতে পাটের রপ্তানীকারক বা পাটকল-ওয়ালাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে একমাত্র কেরাণীর কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজে শিক্ষিত বাঙ্গালী বড় একটা দেখা যায় না। সমগ্র বাঙ্গলা এবং কিছুটা বিহার ও আসামের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাট ফসলের বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। উহা কৃষকদের পক্ষে সম্বৎসরের জন্য অর্থাগমের একটি প্রধান সম্বল। সাধারণ বৎসরে পাট হইতে বাঙ্গলার কৃষকদের ২৫ হইতে ৩০ কোটি টাকা আয় হয়। পাট ভাল হওয়ার উপর দেশের লোকের আর্থিক সঙ্গতি নির্ভর করে। পাট গভর্ণমেণ্টেরও আয়েব একটি প্রধান অবলম্বন। পাটের দাম অতিরিক্তরূপ চড়া থাকিলে পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অধিকতর কার্য্যকরী করিয়া পাট উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ হ্রাস করা এবং পাটচাষীদিগকে ঐ সব উন্নত প্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় মাড়ওয়ারীদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীরা পাট ব্যবসায়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে নাই। ইহার কারণ মাড়ওয়ারীরা অধিকতর মিতব্যয়ী, কষ্টসহিষ্ণু ও উদ্যমশীল। নিজ সম্প্রদায়ের নিকট তাহারা প্রয়োজনের সময় সাহায্য পায়। বাঙ্গালীরা ততটা উদ্যমশীল নহেন এবং সেইজন্য তাহারা জমিদারী, নিরাপদ সিকিউরিটী ও লগ্নি কারবার প্রভৃতি সরল ও নির্ঝঞ্ঝাট উপায়ে টাকা খাটান। পাটকলগুলিতে পরিচালনার কাজ ও জিনিষপত্র প্রস্তুতের কাজে বহু লোক নিযুক্ত হয়। বড় বড় পদগুলিতে ইউরোপীয়গণ অধিষ্ঠিত। ভারতীয়েরা কেবল কেরাণী হিসাবে নিয়োজিত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা ২০ জনেরও কম। বাকী সমস্তই বিহার উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের লোক। বাঙ্গালীর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ার কারণ পারিপার্শ্বিকতা। কুলিনিবাসগুলি যে কায়দায় প্রস্তুত তাহাতে আব্রুর বালাই নাই এবং নানাজাতির শ্রমিককে একত্র বাস করিতে হয়—আমার দৃঢ় ধারণা যে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ দিলে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত পাটকলে দায়িত্বশীল পদে কাজ করিতে পারে। এক্ষণে অনেকক্ষেত্রে বিদেশ হইতে উপযুক্ত লোক আনিয়া নিয়োগ করা হয়। আমার মতে দেশের গভর্ণমেণ্ট ও পাটকলওয়ালাদের সমবেত চেষ্টায় কোন কেন্দ্রস্থলে ডাণ্ডির অনুকরণে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে বাঙ্গালী যুবকেরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া পাটকলে কাজ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।

নারিকেলের ছোবড়া হইতে শিল্প প্রস্তুত

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প-বিভাগ এ প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে প্রচারক দল প্রেরণ করিয়া সাধারণকে নারিকেলের ছোবড়া হইতে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। গত তিন মাসে চারিটি শিল্প শিক্ষা প্রদানকারী দল খুলনা জেলার নোওয়াপাড়া, হাওড়া জিলার বাসুদেবপুর, নোয়াখালি জিলার মতিগঞ্জ ও বাখরগঞ্জ জিলার কীর্ত্তিপাশা নামক স্থানে

কাজ করিয়াছে এবং অনেক ছাত্রকে নারিকেল খোসা ভিজাইয়া রাখিবার, ও তাহা হইতে ছোঁবড়া পৃথক করার প্রণালী, তাহা হইতে সূতা প্রস্তুত ও বয়ন প্রথা এবং ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি রং করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ৬২ জন ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, ২৭ জন ছাত্র শিক্ষাধীন আছে ও ২৯ জন ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। ১৩ জন শিক্ষা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কুটীর শিল্প হিসাবে ১৩টি নারিকেল ছোঁবড়ার বয়ন প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

গত ২৫শে মার্চ্চ বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় আগামী বৎসরের জন্য উক্ত চেম্বারের নিম্নরূপ কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এন এন লাহা; ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট—মিঃ এ সি সেন ও কুমার প্রমথ নাথ রায়; কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ সত্যচরণ লাহা; সদস্য—স্যার হরিশঙ্কর পাল, মিঃ এন আর সরকার, মিঃ এস সি মিত্র, মিঃ সাধন চন্দ্র রায়; কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক, মিঃ অরুণ প্রকাশ বড়াল, মিঃ ডি এন সেন, ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত, মিঃ জীবন কৃষ্ণ মিত্র, মিঃ এস সি রায়, মিঃ আই বি সেন, মিঃ নিতাই চরণ পাল, মিঃ বিনোদ গোপাল মুখার্জ্জি, মিঃ জে সি সেন, মিঃ অমর কৃষ্ণ ঘোষ, মিঃ রাখাল চন্দ্র দত্ত, মিঃ জি বসু, মিঃ সুধীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী ও মিঃ জে এন লাহিড়ী।

ইংলণ্ডের দোকান কর্ম্মচারীদের সংখ্যা

ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে ২০ লক্ষ লোক দোকান কর্ম্মচারীরূপে কাজ করিতেছে। উহাদের মধ্যে এক অষ্টমাংশ লোক সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়া থাকে। এক চতুর্থাংশ লোক দোকানের মালিকদের সহিত স্বেচ্ছাকৃত চুক্তি অনুসারে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করে। আট ভাগের পাঁচ ভাগ লোক ছোট ছোট দোকানে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা এমনকি তদতিরিক্ত সময় কাজ করিয়া থাকে। আসলে ২০ লক্ষ দোকান কর্ম্মচারীদের মধ্যে ১২ লক্ষ অত্যধিক সময় কাজ করিতে হয়। তবে বর্ত্তমানে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক বালক কর্ম্মচারীদের কাজের সময় নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের পাট শিল্প

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির প্রকাশিত বিবরণ (১২নং বুলেটিন) হইতে জানা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের পাটকলগুলির ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলায় ৪ লক্ষ ৮২ হাজার গাঁইট অধিক পাটের জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে মোট ১০ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত এবং বৎসরের শেষে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট পরিমাণ তাহা মজুদ ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে পাটকলগুলিতে মোট ১৫ লক্ষ ৪২ হাজার গাঁইট পাটের জিনিষ প্রস্তুত হয়। বৎসরের শেষে পাটকলগুলিতে ১১ লক্ষ ২০ হাজার গাঁইট পাটজাত দ্রব্য মজুদ থাকে। আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে সমস্ত পৃথিবীতে মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ গাঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ১ কোটি ২৩ লক্ষ গাঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুন ভারতবর্ষের পাটকলগুলিতে ৩৮ লক্ষ গাঁইট আলগা পাট এবং ১০ লক্ষ গাঁইট পাটজাত দ্রব্য মজুদ ছিল।

শর্করা শুল্কের উপর সংরক্ষণ শুল্ক হ্রাস

ভারত গবর্ণমেণ্ট শর্করা, কাগজ প্রস্তুতের মণ্ড ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড্-এর উপর রক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তে প্রকাশ যে ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল ভারতের শর্করা শুল্ক সংরক্ষণ নিমিত্ত বর্ত্তমানে যে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে তাহার চেয়ে প্রতি হন্দরে গবর্ণমেণ্ট আট আনা কম সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিবেন। কাগজ শিল্প সম্বন্ধেও সংরক্ষণ শুল্ক বহাল রাখা প্রয়োজন বলিয়া টেরিফ বোর্ড যে প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহার সহিত একমত হইয়াছেন। তথ্য—সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে পারেন না। কাগজ প্রস্তুতের মণ্ডের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের উপর প্রতি হন্দরে ॥৵০ আনা হিসাবে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করা হইবে।

১৯৩৯—৪০ সালে প্রদেশ সমূহের বাজেট

ভারতের ১১টি প্রদেশের ১৯৩৯—৪০ সালের বাজেটের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

বাংলা

	(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)
বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	৭৮,০২
রাজস্বের আয়	১৩,৭৭,৭৬
ঐ ব্যয়	১৪,৬৪,৫৬
ঐ ঘাটতি	—৮৬,৮০
বৎসরান্তে তহবিল	৮৫,৩৯
প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স	
(১) আয়কর ধার্য্য যোগ্য পেশা, চাকুরী ও বাণিজ্যের উপর (২) কুকুর দৌড়ের বাজীর উপর	১২ লক্ষ টাকা

বিহার

	(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)
বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	৫৯,৭৬
রাজস্বের আয়	৫,৩৮,৪২
ঐ ব্যয়	৫,৩৭,৬৭
ঐ উদ্বৃত্ত	+৭৫
বৎসরান্তে তহবিল	৬৯,৫১
প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স	×

বোম্বাই

	(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)
বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	৫৪,৭১
রাজস্বের আয়	১২,৫৫,১৭
ঐ ব্যয়	১২,৮৩,৬৩
ঐ ঘাটতি	—২৮,৪৬
বৎসরান্তে নগদ তহবিল	১৭,০৩
প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—	
(১) সহর অঞ্চলের যানবাহনের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি	২ লক্ষ টাকা

(২) বিদ্যুৎ ট্যাক্স বৃদ্ধি	১৭ লক্ষ টাকা
(৩) মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর ট্যাক্স	১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা
(৪) পেট্রল, মিলের কাপড়, রেশম, কৃত্রিম রেশম ও সূতার বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স	৩৫ লক্ষ টাকা
(৫) শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগীতার উপর ট্যাক্স	৫ লক্ষ টাকা
	১,৮৬,০০,০০০৲

মান্দ্রাজ

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	৫৫,১০
রাজস্বের আয়	১৬,২৩,৪৫
ঐ ব্যয়	১৬,৪০,৭২
ঐ ঘাটতি	—১৭,২৭
বৎসরান্তে নগদ তহবিল	৪৩,৭৭

প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—

(১) পেট্রোলের উপর ট্যাক্স (২) বিদ্যুতের উপর ট্যাক্স	১৫·১২ লক্ষ
(৩) দেশীয় মদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি	১০ লক্ষ
(৪) তামাক বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স (৫) প্রমোদ কর (৬) দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপর কর	১৭·২৭ লক্ষ
	৪২,৩৯,০০০৲

সংযুক্তপ্রদেশ

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	৫৬·৬৩
রাজস্বের আয়	১৬,৩১,৪৫
ঐ ব্যয়	১৩,৬৯,৩৮
ঐ ঘাটতি	—৩৭,৯৩

প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—

(১) আড়াই হাজার টাকা মাহিয়ানার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে ট্যাক্স (২) পেট্রোলের উপর ট্যাক্স	৩৮ লক্ষ

পাঞ্জাব

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	১,২১,৭৬
রাজস্বের আয়	১১,৬৬,৬৬
ঐ ব্যয়	১১,৯৬,১৩
ঐ ঘাটতি	—২৯,৪৭
বৎসরান্তে নগদ তহবিল	—৭১,৪৫

প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—

(১) পেট্রোলের উপর ট্যাক্স	৬,৫০,০০০
(২) দেশীয় মদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি	...

মধ্য প্রদেশ ও বেরার

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	২৫,৬৮
রাজস্বের আয়	৪,৮৪,৭৪
রাজস্বের ব্যয়	৪,৮৩,৪৮
ঐ উদ্বৃত্ত	+১,২৬
বৎসরান্তে নগদ তহবিল	২১,৯১

প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—

(১) ষ্ট্যাম্প কর বৃদ্ধি	৪½ লক্ষ টাকা

(২) তামাক বিক্রয়ের উপর কর	৩ লক্ষ টাকা
(৩) পেট্রোলের উপর ট্যাক্স	১২ „ „
(৪) মোটর গাড়ীর উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি	৬৪ „ „

সিন্ধু

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

বৎসরের প্রথমে নগদ তহবিল	১৮,৯৮
রাজস্বের আয়	৩,৮৩,২৩
ঐ ব্যয়	৩,৭৬,৩৫
ঐ উদ্বৃত্ত	+৬,৮৮
বৎসরান্তে তহবিল	১৩,৬৩
প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স	×

উড়িষ্যা

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

রাজস্বের আয়	১,৮৪,৩২
ঐ ব্যয়	২,০২,৬৭
ঐ ঘাটতি	—১৮,৩৫

প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—

উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ

(সহস্র টাকার সমষ্টিতে)

আয়	১,৯৩,২৮
ব্যয়	১,৮৬,৪২
স্থিতি	৬৮৬
প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স :—	×
পেট্রোল বিক্রয়ের উপর	—

বরোদায় মাছের চাষ

বরোদা রাজ্যে বর্ত্তমানে মাছের চাষ ও মাছের ব্যবসায় সম্পর্কে সরকারী

ভাবে নানারূপ উন্নতিজনক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ব্যাপকভাবে মাছের চাষ চালাইবার সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালিত হইতেছে ও তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা অনুসারে মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণাগার প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে বিভিন্ন দিকে মাছের চালান দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত বৎসর সরকারী পরিচালনায় পার্ল ফিসারি ওয়ার্কসএর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের সামরিক ব্যয় ররাদ্দ

ফরাসী সরকার ১৯৩৯ সালের জন্য মোট ৩ হাজার ৮০০ কোটি ফ্রাঙ্ক অথবা ২১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সামরিক ব্যয় বরাদ্দ ধরিয়াছেন। গত ১৯৩৮ সালে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল সে তুলনায় এবার ১ হাজার ২০০ কোটি ফ্রাঙ্ক অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	জানুয়ারী (টন)	ফেব্রুয়ারী (টন)
আসাম	২৩,৩৬৭	২৪,০০২
বেলুচিস্থান	৮২২	১,৪৩১
বাঙ্গলা (রাণীগঞ্জ)	৬,৪৫,৭১৮	৬,৪৯,৬৪০
বিহার—(রাণীগঞ্জ)	৭৭,৮৮৫	৯৬,৬০০
ঝরিয়া	৮,২৫,৯২৬	৯,২৫,১৭৫
বোখারো	১,৪১,৮৬৮	১,৫৬,২৭০
গিরিধি	৫৬,০৯৪	৫৪,৪১১
জয়ন্তী	৩,৪৮৮	৩,৩৭৯
ডালটনগঞ্জ	৫১৩	৬,৫৮
কারানপুরা	৫৫,২২৩	৫৫,০৮৭
উড়িষ্যা (সম্বলপুর)	৫,০৫৪	৫,২৪৯
মধ্যপ্রদেশ—পেঞ্চভেলী	১,২৪,৫১৫	১,৩১,৩১১
চান্দা	২৭,৩১৯	২৫,৫৫২
ইয়টমল	১,৫১৪	১,৯৮৮
বেলুচি	৭৪৮	৪৫৫
পাঞ্জাব	১৬,২৭০	১৮,২৩৫
মোট	২০,০৬,৫২৪	২১,৪৯,৪৪৩

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়ের কর্ম্মসংস্থান

গত ২৮শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ ও নিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ জি এল মেটা দারভাঙ্গা হলে জাহাজী ব্যবসার সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন—বাঙ্গালা প্রদেশের জন্য কোন শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইলে তাহাতে জাহাজ নির্ম্মাণের শিল্পও অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কেননা বাঙ্গালাদেশে জাহাজী ব্যবসায় চালাইবার ও তাহাতে দেশে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে ১৫ হাজার মাইল ব্যাপিয়া জলপথ রহিয়াছে। এই জলপথ যে কেবল দেশের ভূমির জলসিঞ্চনের সাহায্য করে তাহা নহে মাল চলাচল ও লোক যাতায়াতের পক্ষেও উহা বিশেষভাবে সহায়ক। এই চলাচল কার্য্যের সুবিধার জন্য ব্যাপকভাবে জাহাজী ব্যবসা গড়িয়া তোলার সুযোগ সম্ভাবনা খুবই দেখা যাইতেছে। এবিষয়ে এ প্রদেশ বাসীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

'ডাফারিণ' জাহাজে ভারতীয়দিগকে নৌবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১১ বৎসর পূর্ব্বে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই পরিকল্পনা অনুসারে এক্ষণে প্রতিবৎসর কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রকে নৌবিদ্যায় শিক্ষানবীশ হিসাবে লওয়া হইতেছে। এপর্য্যন্ত মোট ৪২২ জন ছাত্র ঐরূপ শিক্ষানবীশিতে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২৬০ জন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। যে সব ছাত্র শিক্ষানবিশি সমাপ্ত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৭৩ জন সমুদ্রগামী জাহাজে অফিসাররে কাজ পাইয়াছে, ৬৯ জন বর্ত্তমানে জাহাজে চাকুরীর শিক্ষানবিশী করিতেছে, ২৫ জন ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জাহাজে কার্য্য করিতে হইলে প্রকৃত কার্য্যক্ষমতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইলে দেশীয় জাহাজ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়া বেশী সংখ্যায় লোকের চাকুরী সংস্থান হইতে পারে।

সামরিক ব্যয়

সম্প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহের এক প্রশ্নের উত্তরে কমণ্ডার ইন চীফ্ জানান যে ওয়াজির স্থানে সামরিক সঙ্ঘর্ষ চালাইবার ফলে ১৯৩৬ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারত সরকারের ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। ঐ সঙ্ঘর্ষের দরুণ ৩০৩ জন হত ও ৯০০ জন আহত হয়।

রেলের ইঞ্জিন ক্রয়

জয়পুর রাজ্যের সরকারী রেল পথে ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডের হান্সলেট ইঞ্জিন (লীড্‌স) কোম্পানীকে ছয়টি রেলের ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই ইঞ্জিন নির্ম্মাণের জন্য কোম্পানী অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করিয়াছেন। ছয়টি ইঞ্জিনের দাম পড়িবে ৪০ হাজার পাউণ্ড।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩৯ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেসনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—রায় বাহাদুর ডি, ডি, ঠক্কর, রায় বাহাদুর এ, সি, ব্যানার্জ্জি, মিঃ এস, সি, ঘোষ, মিঃ রামশরণ দাস, মিঃ এনড্রো ফরকোহার, মিঃ নরেন্দ্র সিং সিংহী, মিঃ এন, এইচ, ওঝা, মিঃ বি, এন, মণ্ডল, মিঃ পি, বসু, মিঃ বি, সি, দত্ত, মিঃ এম, পি, গান্ধী, মিঃ পি, সি, মুখার্জ্জি।

বাঙ্গলায় নারী নিগ্রহ

গত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলা প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান নারীর বিরুদ্ধে কতগুলি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে হিন্দু মুসলমান এই সম্প্রদায়ের কতজন অপরাধী জড়িত ছিল সে বিষয়ে সম্প্রতি বাঙ্গলার স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিবরণ উপস্থিত করেন। নিম্নে ঐ বিবরণটি উদ্ধৃত হইল :—

	নিগৃহীতা নারী		অপরাধী	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
১৯৩৪-	৩৯৪	৪২৫	৪৭৭	১০২৬
১৯৩৫-	৩৭৫	৪৪০	৪৩৯	৯৬৩
১৯৩৬-	৪২৮	৪২৫	৫২৭	৯০৭
১৯৩৭-	৩৯৩	৪৮৪	৫১২	৯৫৩
১৯৩৮-	৪৮২	৫১৫	৫৬৫	১২৭৬

পাটের ন্যূনতম মুল্য সম্পর্কে বিল

গত ২৯শে মার্চ্চ কৃষক প্রজাদলের সদস্য মৌলবী আবু হুসেন সরকার বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পাটের মূল্য মণপ্রতি ন্যূনপক্ষে দশ টাকা হারে নির্দ্ধারণের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। কোয়ালিসন দল এই বিলের বিরোধীতা করেন ও উহা ৫৫—৮৮ ভোট অগ্রাহ্য হইয়া যায়। কংগ্রেসদল, কৃষক প্রজাদল ও স্বতন্ত্র তপশীলভুক্তদল এই বিলটি সমর্থন করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে সমবায় সমিতি

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষি সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে। ১৯৩৩—৩৪ সালে ঐ সমিতিগুলির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ৯২ লক্ষ টাকা। ১৯৩৪—৩৫ সালে তাহা বাড়িয়া ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৩৫—৩৬ সালে তাহা দাঁড়ায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬—৩৭ সালে তাহা ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭—৩৮ সালে তাহা ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ভারত হইতে তামাকের রপ্তানী

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যগত অন্য দেশসমূহে তামাকের রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৩—৩৪ সালে ভারতবর্ষ ঐ সমস্ত দেশে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৭৩ পাউণ্ড তামাক রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৩৭—৩৮ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮০৯ পাউণ্ড। মূল্যের দিক দিয়া এই বাড়তির পরিমাণ ১ কোটি ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৯৩ টাকা হইতে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৬২ হাজার ১৯৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে গত কয়েক বৎসরে মাদ্রাজ, সিন্ধু ও বোম্বাইয়ের তামাক রপ্তানীর পরিমাণই সমধিক বাড়িয়াছে। ১৯৩৩—৩৪ সালে মাদ্রাজ প্রদেশ ৬৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮৫ টাকার মোট ২ কোটি ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৩৪ পাউণ্ড তামাক রপ্তানী করিয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৩৭—৩৮ সালে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪২ টাকা মূল্যের মোট ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৪৮ পাউণ্ড। বোম্বাই প্রদেশ ১৯৩৩—৩৪ সালে ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা মূল্যের মোট ৫৬ লক্ষ ১৪ হাজার পাউণ্ড তামাক রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৩৭—৩৮ সালে তাহার রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মূল্যের মোট ৭১ লক্ষ ৮৮ হাজার পাউণ্ড। ১৯৩৩—৩৪ সালে সিন্ধু প্রদেশ ১ হাজার ৩৮৫ টাকা মূল্যের মোট ১৪ হাজার ৩৯২ পাউণ্ড তামাক রপ্তানী করিয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৩৭—৩৮ সালে সিন্ধু প্রদেশ ১ হাজার ৬৫৩ টাকা মূল্যের মোট ১৮ হাজার ১০১ পাউণ্ড তামাক রপ্তানী করিয়াছে।

ভারতে মৃত্যুকর

সম্প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ সচিব স্যার জেমস গ্রীগ জানান মৃত্যুকর ধার্য্য করা সম্পর্কে কেন্দ্রিয় সরকার যে প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছিলেন এক্ষণে তাঁহারা তাহা পরিহার করিয়াছেন। কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ হইতে স্যার এলেন লয়েড আসাম সিন্ধু ও উড়িষ্যা প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়াছিলেন। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট মৃত্যুকর ধার্য্যের প্রস্তাব সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশের সরকার বর্ত্তমানে এ সম্পর্কে কোন মতামত দিতে অসম্মত হন। বোম্বাই ও বিহার প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। মধ্য প্রদেশ সরকার এখনকার মত প্রস্তাবটী স্থগিত রাখিতে বলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেও এবিষয়ে আইন প্রণয়ন সমর্থন করেন নাই।

বেকার সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

কলিকাতায় বেকার যুবকদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য এবং তাহাদের কর্ম্মনিয়োগ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ দেব জীবন বানার্জ্জি কর্পোরেশনের বিবেচনার জন্য একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। এই পরিকল্পনাতে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র (সভাপতি), কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে নির্ব্বাচিত ৬ জন কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক চেম্বার অব্ কমার্স হইতে একজন প্রতিনিধি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি এবং যে সমস্ত রেল কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতায়, তাহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া কমিটী গঠন করিয়া তাহার উপর বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা করার ভার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় এই প্রস্তাবটি আলোচিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবটি যথাযথ বিবেচনা করিবার জন্য ৭ জন ব্যক্তিকে লইয়া একটী
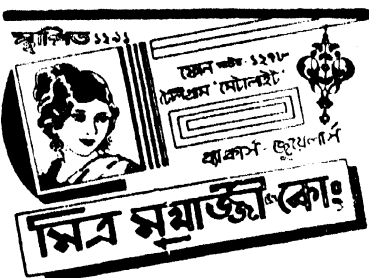
কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গিয়া মিঃ দেবজীবন ব্যানার্জ্জি বলেন—কলিকাতা সহরে মোট বেকারের সংখ্যা ৬০ হাজার হইবে। এ সহরে ৩৯ হাজার ৩৪৪টি অবাঙ্গালী পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বেকারদের অনেকের কর্ম্ম-সংস্থান হইতে পারে। অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান সমূহ, রেল কোম্পানী সমূহ, পাটকল সমূহ এবং কর্পোরেশন মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে বেকার সমস্যা যত জটিলই হউক তাহার সমাধান খুবই সম্ভবপর।

নূতন বীমা আইন

এসোসিয়েটেড প্রেসের দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, নূতন বীমা আইন আগামী ১লা জুলাই হইতে প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

দেশীয় বস্ত্র শিল্পের সঙ্কট

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কলমালিক-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ কে এম ডি থেকারসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির আসন্ন সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—বোম্বাই সরকারের ট্যাক্সনীতি বোম্বাইয়ের কাপড়গুলিকে অতিরিক্ত পরিমাণে ভারগ্রস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি কাপড়ের কলগুলিতে যে মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাতে উহাদের কার্য্য পরিচালনার ব্যয় শতকরা সাড়ে বার ভাগ পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই সরকার বর্ত্তমানে জমিবাড়ীর উপর যে ট্যাক্স বসাইতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতে বোম্বাই সহরের কাপড়ের কলের মালিকদিগকে ৭ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। তাহা ছাড়া কাপড় বিক্রয়ের উপর যে ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতেও কলে বস্ত্র উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কেন্দ্রিয় সরকার তুলার আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ হারে নির্দ্ধারিত করায় উহাতেও কাপড়ের কলগুলির উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়াছে। ইতিমধ্যে দেশে নানাকারণে সর্ব্ব-সাধারণের আর্থিক দুর্দ্দশা খুবই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। কাজেই নূতন ট্যাক্সভারের ফলে দেশীয় কাপড়ের কলগুলির দুর্দ্দশা অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আসন্ন সঙ্কটে প্রতিকারের নিমিত্ত প্রাদেশিক সরকার সমূহের পক্ষে বস্ত্রশিল্পের সমর্থ ও উন্নতি সম্পর্কে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও সরকারী প্রচেষ্টা বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

তুরস্কে চা উৎপাদনের প্রচেষ্টা

সম্প্রতি তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী একটি জিলায় উপযুক্ত সংখ্যক চা-বাগিচা স্থাপনে যত্নপর হইয়াছেন। তাঁহারা চা-উৎপাদনকারী-দিগকে নানাভাবে সহায়তা করিবেন। প্রথম দফায় পাঁচ সহস্র একর পরিমিত জমি ব্যাপিয়া চায়ের চাষ করিবার জন্য সরকারী তহবিল হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা স্থির হইয়াছে।

(ব্যবস্থা পরিষদে ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তি)

উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা পূরণ করার পক্ষে ইংলণ্ডের দিক হইতে অসুবিধা কিছুই ছিল না। কিন্তু তথাপি যে ইংলণ্ডের সহিত কেবল মাত্র সাড়ে চারি লক্ষ গাঁইট পরিমাণ তুলার রফা হইয়াছে তাহাতে কি বাণিজ্য চুক্তির ব্যর্থতাই প্রতিপন্ন হয় না? বর্ত্তমানে ইংলণ্ড যেস্থলে ভারতবর্ষ হইতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতি বৎসর গড়ে ৫ লক্ষ গাঁইটের মত তুলা ক্রয় করিতেছে সেই স্থলে মাত্র সাড়ে চারি লক্ষ গাঁইট তুলা ক্রয়ের রফা করিয়া ইংলণ্ডকে ভারতের বাজারে বস্ত্র আমদানীর অতিরিক্তরূপ সুবিধা দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বর্ত্তমানে দেশে অধিক সংখ্যায় কাপড়ের কল গড়িয়া উঠায় গড়ে ভারতের উৎপন্ন তুলার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগই দেশীয় কলে ব্যবহৃত হইতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকে বেশী পরিমাণ সুবিধা দেওয়ার ফলে আজ যদি দেশের কাপড়কলগুলি বিপন্ন হয় তবে দেশে ভারতীয় তুলা কাটতির এই সুবিধাও নষ্ট হইবে। কাজেই নূতন বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতের তুলা-চাষী কৃষকদের কোন উপকার না হইয়া তাহাদের ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হইবে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ নূতন চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যে কৌশল অবলম্বন করিতেছেন তাহার নিন্দা করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গত ১৯৩২ সালে ভারত সরকারের তরফ হইতে যখন অটোয়াতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয় সেই সময়ে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি না লইয়া তাঁহারা কোন চুক্তি বলবৎ করিবেন না। কার্য্যতঃও তাঁহারা অটোয়া চুক্তি ব্যবস্থা পরিষদের মারফতে পাশ করাইয়া তৎপর তাহা দেশের উপর বলবৎ করেন। ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে ব্যবস্থা পরিষদ যখন অটোয়া চুক্তি বাতিল করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সময়েও গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট এখন যদি ব্যবস্থা পরিষদের মতের বিরুদ্ধে দেশের উপর নূতন বাণিজ্যচুক্তি চাপাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধেই অপরাধী হইবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহারা সোজাসুজি কিছু না করিয়া ভারতবাসীকে নূতন চুক্তি গ্রহণ করাইবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন চুক্তির সমস্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভারতীয় শুল্ক ব্যবস্থার এক সংশোধন প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন। উহা লইয়া ব্যবস্থা পরিষদ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা যদি এই সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থা অর্থাৎ অটোয়া চুক্তিকেই সমর্থন করা হইবে। অধিকন্তু উহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প রক্ষাশুল্কের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। কারণ বস্ত্রশিল্প বর্ত্তমানে যে রক্ষাশুল্কের সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার মেয়াদ ৩১শে মার্চ্চ তারিখে অতীত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাবে প্রচলিত রক্ষণশুল্ক বলবৎ রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থা পরিষদের পক্ষে নূতন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন তবে কার্য্যতঃ নূতন বাণিজ্য চুক্তিকে সমর্থন করা হইবে। বর্ত্তমান সপ্তাহে পরিষদে এই প্রস্তাব লইয়া আলোচনা উঠিবে। পরিষদ এই উভয় সঙ্কট হইতে কি ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের কৌশল জাল ছিন্ন করেন তাহা আমরা অধীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইনসিউরেন্স কোং

১৯৩৭-৩৮ সালের কার্য্য-বিবরণী

আমরা ৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানীটী প্রথমে একটী প্রভিডেণ্ট কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্টরীকৃত হয় এবং অতঃপর গত ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে উহা উচ্চতর জীবনবীমার কাজ আরম্ভ করে। সুখের বিষয় যে অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যপ্রসারের দিক হইতে কোম্পানীটি উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য সময় ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল এবং উহার মধ্যে কোম্পানী হইতে ১২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার পলিসি প্রদত্ত হইয়াছে। একটী নূতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে এই পরিমাণ কাজ করিতে সমর্থ হওয়া একটা প্রশংসার কথা।

আলোচ্য সময়ে ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইলের জীবনবীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ ৬০ হাজার ২৬৮ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪৪৬০ টাকা আয় লইয়া মোট ৬৪ হাজার ৭৪১ টাকা আয় হয়। উহার মধ্যে আফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৩৫ হাজার ৭৪৬ টাকা ব্যয় হয় এবং অর্গেনাইজেশন বাবদ প্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে ৫ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর উপর পলিসি গ্রাহকদের দাবীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার ৫৩৯ টাকা। কোম্পানীর আয় হইতে এই সব ব্যয়ের সংস্থান করিয়া যে ২০ হাজার ৪৫৫ টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। আলোচ্য সময়ের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৬৮৫ টাকা উহার শেষে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩ হাজার ১৪০ টাকা। এই সময়ে কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ৫৯ ভাগের মত কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে। অনধিক ৩ বৎসর বয়সের একটি নূতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে এই ব্যয়ের হার বেশী নহে।
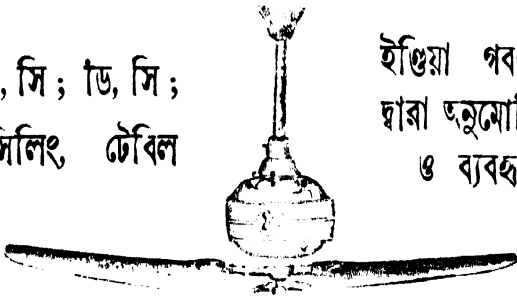
ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল বর্ত্তমানে উহার প্রভিডেণ্ট শাখার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রথম দুই বৎসরে কোম্পানীর এই বিভাগে যে কাজ হয় তাহার অনেক দায় ও সম্পত্তি কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। এজন্য ব্যালান্স সীট হইতে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগের দায় ও সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। তবে কোম্পানী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে উহার বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৭৯ টাকা এবং উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৩১৯ টাকা আদায় করিয়া কার্য্য চালান হইতেছে। সুতরাং প্রয়োজন হইলে কোম্পানী উহার বিক্রীত মূলধন হইতে ৩ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে। নূতন বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে মূলধনের দিক হইতে এরূপ শক্তিশালী কোম্পানী বেশী দেখা যায় না। কোম্পানী সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, উহার মোট স্থিতের মধ্যে কোম্পানীর কাগজ ও পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেটে ৯০ হাজার টাকার মত দাদন করা রহিয়াছে। সুতরাং কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উহার আর্থিক বনিয়াদ বেশ ভালরূপেই গড়িয়া তুলিতেছেন।

মেসার্স রাহা ব্রাদার্স ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইলের পরিচালক। কোম্পানীর মানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন, কে, সরকার বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি। ইদানীং উহারা কোম্পানীর কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে অনেকগুলি শাখা অফিস স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে বর্ত্তমানে কিছু ব্যয়বাহুল্য হইলেও ভবিষ্যতে কোম্পানী বিশেষ লাভবান হইবে আশা করা যায়। আমরা ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সম্প্রতি আমরা করাচীর এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই নূতন ব্যাঙ্কটি অভিনব ধরণের কতকগুলি স্কীম নিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত স্কীম সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটির অনুপম বৈশিষ্টের পরিচায়ক। শিল্প ব্যবসায়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের নানারূপ পরিকল্পনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশে ঐ ধরণের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সে হিসাবে আমরা এই ব্যাঙ্কটির উন্নতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

আলোচ্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৫০ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন ধরণের প্রদত্ত ক্যাশ সার্টিফিকেট বাবদ ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৪২ টাকা লইয়া এই ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৯৪২ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে, ব্যাঙ্কে ও এজেণ্টদের নিকট ২০ হাজার ২৫৫ টাকা জামীনে প্রদত্ত ঋণ ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০৭ টাকা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ৪ হাজার ৭৪৮ টাকা, অর্গেনাইজেসন ব্যয়ের হিসাবে ১৫ হাজার টাকা। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৬ হাজার ৩২৭ টাকা ও অন্যান্য দফায় আরও ৬ হাজার ৯৩৩ টাকা আয় হয়। কিন্তু নানাদিকে ব্যাঙ্কের খরচ হয় ২৭ হাজার ৯২ টাকা। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে মোট ১৩ হাজার ৮৩১ টাকা। আমরা অবগত হইলাম নূতন সংশোধিত কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্ক উহার ডোনেসান সার্টিফিকেট স্কীমের কাজ বন্ধ করিতে এবং ঐ বাবদ আদায়ীকৃত টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য হওয়াতেই ব্যাঙ্কের এই ক্ষতি হইয়াছে। নতুবা ব্যাঙ্কের কার্য্য সাধারণভাবে ভালরূপেই অগ্রসর হইয়াছে।

গত ৪ঠা মার্চ্চ এসিয়াটিক ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ এন, এন, গুহ চৌধুরী ঐ ব্যাঙ্কের বাঙ্গলা, বিহার ও আসামের প্রভিন্সিয়াল ম্যানেজাররূপে কার্য্য করিতেছেন। মিঃ গুহ চৌধুরীর কর্ম্মকুশলতায় এতদঞ্চলে এসিয়াটিক ব্যাঙ্কের কার্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতাস্থিত হেড অফিসটি পরিদর্শন করেন। এই

ব্যাঙ্কের উন্নত কার্য্য ধারার পরিচয় পাইয়া তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং ব্যাঙ্কটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ অভিমত প্রদান করেন—আমি নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হেড অফিসটি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আমোদিত হইয়াছি। ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল আমাকে আফিসের বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যান। সামান্য ধরণের একটি ছোটখাট ব্যাঙ্ক হইতে নাথ ব্যাঙ্ক আজ একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে—উহার কার্য্যধারা বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্যরূপ সম্প্রসারিত হইয়াছে। আমার খুবই আশা আছে বর্ত্তমান কৃতি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পরিচালনাধীনে এই ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর আরও সাফল্য লাভ করিয়া দেশের একটি বিশেষ অগ্রগণ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশের যে কয়েকজন নীরব অনাড়ম্বর কর্ম্মী নিজেদের কার্য্যদক্ষতায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে দেশবাসীর প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন, মিঃ দালাল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তরোত্তর আরও নৈপুণ্য ও কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিবেন ইহাই আমি কামনা করিতেছি।

এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম অল ইণ্ডিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট এবং বর্ত্তমানে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা মিঃ সি ই গিবন এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসর মিঃ জে সি মুখার্জ্জি ডিরেক্টররূপে ঐ কোম্পানীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই যুক্ত রহিয়াছেন। এক্ষণে মিঃ গিবনের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উহাতে যোগদান করায় সাধারণের নিকট 'এসিয়া মিউচুয়ালের' জনপ্রিয়তা অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্‌স্ কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত কর্ম্মী মিঃ বি, পি, বানার্জ্জি বি-এ, নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী পদে যোগদান করিবার পর হইতে উক্ত কোম্পানীর বাংলা দেশে বীমা ব্যবসায়ের কার্য্য দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। মিঃ বানার্জ্জি ইতিপূর্ব্বে ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ার মধ্যপ্রদেশ ও জলপাইগুড়ি শাখার ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী থাকিয়া বহুকাল দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার বহুবৎসরের অভিজ্ঞতা, সুনাম ও দক্ষতা নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়াকে উত্তোরত্তর উন্নতির পথে পরিচালিত করিবে।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ জি, এল, মেটা সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ মেটা এই সম্মানজনক পদ লাভ করায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানীর কলিকাতা শাখার কর্ম্মচারীবৃন্দ গত ২৭শে মার্চ্চ এক সভার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় নওরোজ কাগজের সম্পাদক মিঃ ই, ফল কাঙ্গা, জলপুত্র জাহাজের ক্যাপটেন এণ্ডার্সন, কলিকাতা শাখার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মিঃ এ, সি, চাটার্জ্জি, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ এস, আর, ধাড্ডা প্রভৃতি অনেকে মিঃ মেটার বহুমুখী গুণের প্রশংসা করেন। মিঃ জি এল মেটা একটি সুন্দর বক্তৃতা তাঁহার সময়োচিত জবাব প্রদান করেন। অতঃপর জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়।

ন্যাশনেল সেফ্ ডিপজিট এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ্ লিঃ

গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ৯নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে ন্যাশনেল সেফ্ ডিপজিট এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ লিমিটেডের আফিস ভবন উদ্বোধন করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ডি, পি, খৈতান সমবেত ব্যক্তিবর্গকে অভিনন্দন প্রদান করেন। উক্ত কোম্পানীর নির্ম্মিত সিন্ধুকে জনসাধারণ সামান্য ব্যয়ে উইল, দলিলপত্র, অলঙ্কার, সোণা রূপা ও অন্যান্য ধরণের মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিতে পারিবে। এই কোম্পানীর সিন্ধুকে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি দুরন্ত দস্যুরাও সরাইয়া নিতে পারিবে না। যেরূপ নিরাপদ ব্যবস্থায় এ সমস্ত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, অধিকন্তু বন্যা, বোমা এমন কি ভূমিকম্পেও উহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহারা উহাতে জিনিষপত্র রাখিতে চান তাহাদিগকে দৈনিক তিন পয়সা হইতে ৮ পয়সা মাত্র চার্জ্জ দিতে হইবে। গ্রাহকেরা যে কোনদিন যতবার ইচ্ছা তাহাদের জিনিষপত্র জমা দিতে ও উঠাইয়া নিতে পারিবেন। জনসাধারণ এই কোম্পানীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিলে ব্যক্তিগত প্রহরী রাখার এবং দ্রব্যাদির নিরাপত্তার জন্য বীমা করার খরচ হইতে রেহাই পাইবেন। সংরক্ষিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সকল রকমে তাহারা নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন।

ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ সমরেশ চক্রবর্ত্তী ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর দিল্লী শাখার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গলার স্বর্গীয় বিশিষ্ট নেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র। তিনি গত কতিপয় বৎসর যাবৎ ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত যুক্ত থাকিয়া বীমা ব্যবসায়ে কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ

গত ২৭শে মার্চ্চ বোম্বাইয়ে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর নূতন ভবনের উদ্বোধন করা হয়। কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ চিদাম্বরম চেটিয়ার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মোট ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বাড়িটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। কোম্পানী ইতিমধ্যে মাদ্রাজ (হেড অফিস), বেঙ্গালোর ও কলিকাতায় তিনটি অফিস বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাদের নির্ম্মাণ কার্য্যে যথাক্রমে ৮ লক্ষ টাকা, ৩ লক্ষ টাকা এবং ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড্ কমার্শিয়াল সার্ভিস্ লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এই কোম্পানীটি রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। তাহা ১০ টাকা মূল্যের ১০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। ডাঃ পি এম কৃষ্ণ স্বামী, ডি, এস-সি, মিঃ জে ডি জমসন্ধকার মিঃ এন জি বুধি, ডাঃ আর্থার আর এস রায় পি, এইচ্-ডি, মিঃ এ এইচ্ এ তসেন উহার পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। প্রকৃত সুযোগ ও সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ছোট বড় ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করাই এই কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্য। এদেশে বর্ত্তমানে মশারী, মাছ ধরার জাল, তারের জাল প্রভৃতি ধরণের জিনিষের খুব চাহিদা রহিয়াছে কিন্তু তাহা দেশে বিশেষ কিছুই প্রস্তুত হয় না ফলে প্রতি বৎসর এই জিনিষ বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে মশারী বুনিবার মাত্র একটি বয়ন কল রহিয়াছে। এই অবস্থায় কোম্পানী যথাসম্ভব সত্বর মশারী বুনার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য একটি কল স্থাপন করিবেন। এজন্য ৩০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। এদেশে রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারের কার্য্য আরম্ভ হইলেও এখন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে নূতন কারখানা গড়িয়া তোলার সুযোগ সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। কোম্পানী সেদিকেও তাহাদের চেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়োজিত করিবেন। ডাঃ পি, এম, কৃষ্ণস্বামী ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিসের ঠিকানা:—৬নং স্যার ফিরোজসা মেটা রোড—বোম্বাই।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল ফেডারেশন ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাজেন্দ্রভূষণ বক্সি। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা।

ডাব্লিউ ইভানস্ এণ্ড্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ ইভানস্। জেনারেল মার্চেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

উরমুল প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ টি, এস্ ম্যাডষ্টোন। রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতির নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা। অনুমোদিত মূলধন —১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবার্ব্বন এগ্রিকালচার ডেয়রীএণ্ড্ ফিসারিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—মিঃ জে, এন দে। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৭৫ বি বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মত ও পথ

প্রাদেশিক সরকার সমূহের আর্থিক অবস্থা

নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিয়া 'ক্যাপিটেল' পত্র গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই দুই বৎসরের কার্য্যক্রম বিবেচনা করিলে বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীসভা নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিয়াছেন তাহা পরিমাপ করা যায়। তাহা ছাড়া সম্প্রতি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অর্থসচিব যে সরকারী বাজেটসমূহ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব বাজেটে ১৯৩৭-৩৮ সালের প্রকৃত আয়-ব্যয়, ১৯৩৮-৩৯ সালের আয় ব্যয়ের সংশোধিত বরাদ্দ এবং ১৯৩৯-৪০ সালের অনুমিত আয় ব্যয় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ছয়টি প্রাদেশিক সরকার এই বৎসর উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করিয়াছেন আর পাঁচটি প্রাদেশিক সরকার ঘাটতি বাজেট পেশ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সমস্ত প্রদেশের সরকারী বাজেটে উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহাদের প্রদর্শিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উদ্বৃত্ত আবার প্রকৃত অবস্থার নহে। কেননা ঋণ গ্রহণের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া ও নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিয়াই মুখ্যতঃ এই উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু ঘাটতি বাজেটগুলির মধ্যে সিন্ধু প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অপর তিনটী প্রাদেশিক সরকারের প্রদর্শিত ঘাটতির পরিমাণ আসলে খুব বেশী বলিয়াই মনে হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গলা সরকারের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিবগণ অদূর ভবিষ্যতে নূতন ট্যাক্স বসাইবার আভাষ প্রদান করিয়াছেন। যদিও তাহারা ঐরূপ আভাষ দিতে গিয়া তাহারা কেবল সম্পত্তিপন্নদের উপরই করভার বাড়ান হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তথাপি তাহাদের পরিকল্পিত ট্যাক্সনীতি নানাকারণে ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মনেই আশঙ্কার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। জাতি গঠনমূলক কার্য্যের জন্য বেশী পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইতেছে। অথচ অর্থনীতিবিদের মতে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভবপর উপায়গুলি খুবই সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের বাজেটে আয়ের সহিত ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা স্বভাবতঃই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন

কলিকাতার '[illegible]' নামক মাসিক পত্র গত চৈত্র সংখ্যায় বাঙ্গলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের আফিসে বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটীর দ্বিতীয় সভার অধিবেশনে বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ শক্তির শিল্পকার্য্যে প্রয়োগ করা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে পল্লীশিল্পের উৎকর্ষ ও বিস্তার সাধনকল্পে এবং গুরুভার রাসায়নিক দ্রব্য নির্ম্মাণ এবং ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে ও বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হয়। কতিপয় সভ্য এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যদি বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস হয় তবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু একথাও বলা হইয়াছে যে বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ স্থানে জলপ্রপাত না থাকায় জল হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কথাই উঠিতে পারে না, সুতরাং গ্রিড্ পদ্ধতিতে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে তাপ-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইবে। বাঙ্গলার শিল্প বিস্তার সম্পর্কে বিদ্যুৎশক্তির সুলভতাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। সুতরাং বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচ কত হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং খরচের সুবিধার বিবেচনায়ই এতৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে। বাঙ্গলাদেশ স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে কিংবা বিহার গভর্ণমেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে এবং কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সহিত যৌথভাবে কয়লা হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন এবং সকল প্রকার প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থে তাহা বিতরণ সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে এই প্রশ্ন সভায় উত্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে যে ব্যয় সংক্ষেপ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবিষয়ে একটি প্রস্তাব রচনা করা হয় এবং কমিটীর পরবর্ত্তী অধিবেশনের পূর্ব্বে অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট প্রদানের ভার একটি সব কমিটীর উপর অর্পিত হয়। গারো পাহাড় অঞ্চলে যে জলপ্রপাত আছে তাহা হইতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা ময়মনসিংহ এমন কি ঢাকা জেলায়ও সরবরাহ করা যাইতে পারে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য নদী-সম্ভূত বিদ্যুৎ প্রবাহ ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগাম অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব। রানীগঞ্জে কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া তাহা পশ্চিমবঙ্গে সরবরাহ করা যায়। উত্তর বঙ্গে যে সকল পার্ব্বত্য নদী আছে, তাহা হইতেও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন পূর্ব্বক শিল্প কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দক্ষিণ বাঙ্গ বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে অধিক ব্যয় পড়িবে। বিহার গভর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই বিদ্যুৎশক্তি শিল্পকার্য্যে প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আশা করি বাঙ্গলা সরকারও এ বিষয়ে যথোচিত বিবেচনা করিবেন।

মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিল

গত ২৫শে মার্চ্চ বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বঙ্গীয় মহাজন বিল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নূতন মহাজনী আইনের খসড়া উপস্থাপিত হওয়ার পর হইতে এপ্রদেশবাসীরা উহার সম্বন্ধে নানারূপ উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে। সম্প্রতি পরিষদের নির্ব্বাচিত কমিটী ঐ খসড়াটি বিবেচনা করিয়া যেভাবে উহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাতে লোকের উদ্বেগ আশঙ্কা প্রশমিত না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। কৃষিঋণ সমস্যা সম্পর্কে ভালরূপ তদন্ত ও গবেষণা পরিচালনা না করিয়া কৃষকদের ঋণভার লঘু হইবার আশায় তাহারা কতকগুলি সহজ পন্থা অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে মহাজনী বিলের সংশোধিত খসড়ার পরিকল্পিত বিধি ব্যবস্থাগুলি আরও বিপ্লবী ও জবরদস্তি মূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় যদি বিলটিকে আইনে পরিণত করা হয় তবে কৃষকদের বিশেষ কোন উপকার সাধনের পরিবর্ত্তে উহা শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের চরম অনিষ্টের পথই প্রশস্ত করিবে। বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এক্টের বিধান অনুযায়ী দেশে ঋণ সালিশী বোর্ড সমূহ স্থাপিত হইয়া যেভাবে ঋণ মোচনের কার্য্য চালাইতেছে তাহাতে ইতি মধ্যেই পল্লী অঞ্চলের মহাজনী প্রথা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। মফঃস্বলে কৃষকদের পক্ষে সময়মত প্রয়োজনানুরূপ ঋণ পাওয়ার প্রধান অবলম্বন হইতেছে মহাজন। বর্ত্তমানে ত বটেই অদূর ভবিষ্যতেও কৃষি কার্য্যের জন্য টাকার প্রয়োজন হইলে কৃষকদিগকে মহাজনের উপরই অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের আইন প্রণেতাদের অনেকে সেই খাঁটী সত্য কথাটা বুঝিয়াও বুঝিতে চান না। আর সেই জন্যই তাহারা মহাজনী প্রথাকে ধ্বংস করিয়া পল্লী অঞ্চলের কৃষিঋণ প্রদান ব্যবস্থার ভিত্তি শিথিল করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কৃষকদের প্রতি কথায় কথায় যাহারা দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারা যে কেমন করিয়া এইরূপ একটি বিলের সমর্থক হইতে পারেন তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৩১শে মার্চ্চ

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় বিনিময় বাজারে একটা অনিশ্চিতভাব সৃষ্টি হইতেছে। ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়ে তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সেজন্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বিনিময় অনেক পরিমাণ পূর্ব্বকার হারে স্থির থাকিলেও শেষ দিকে ঐ বিষয়ে একটা ক্রমিক মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। পাউণ্ডের সহিত টাকার বাটার হার প্রথমতঃ ছিল ১শি ৫$\frac{২৯}{৩২}$ পেনি। পরে ১শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পেনী হারে বিনিময় বাজারে বেচাকিনা হইয়াছে। বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা বেশী কিছুই দেখা যাইতেছে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ১৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অপর দিকে ঐ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। অধিকন্তু আলোচ্য মাসে ভারতবর্ষ ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ প্রভৃতি ধনরত্ন রপ্তানী করিয়াছে। মালপত্র ও ধনসম্পদ মিলাইয়া আমদানী ও রপ্তানী হিসাবে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য এই সামান্য পরিমাণ অনুকূল আধিক্য টাকার বিনিময় হার চড়াহারে বজায় থাকার পক্ষে সহায়ক নহে। ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হওয়ায় লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলি ডিস্‌কাউণ্ট হার চড়াইয়া দিতেছে। গত ২৪শে মার্চ্চ লণ্ডনে ডিস্‌কাউণ্ট হার ছিল শতকরা $\frac{৩}{৪}$—$\frac{২৫}{৩২}$পাউণ্ড (৩ মাসের কারবারে) এক্ষণে তাহা বাড়িয়া $\frac{৭}{৮}$—$\frac{২৯}{৩২}$ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার শতকরা ২ টাকা হারে বজায় ছিল। অদ্য তাহা ২।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। বিনিময় বাজারে মন্দা দেখা যাওয়া সত্ত্বেও কল টাকার সুদের হারের এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এসপ্তাহে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল পরিশোধ বাবদ বেশী টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বেশী থাকায় টাকার সুদের হার নামিয়া যায় নাই।

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার শতকরা ৭ পাই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গত ২৮শে মার্চ্চ ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন এবং ৯৯৸৬ পাই দরের শতকরা ৪৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল শতকরা ২৷৵১০ পাই। এ সপ্তাহে তাহা কমিয়া ২৷৵৩ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ৪ঠা এপ্রিলের মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ৬ই এপ্রিল ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চল্‌তি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ১৮১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহে দেওয়া হয় ১৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৫ হাজার পাউণ্ডের ষ্টার্লীং বিল খরিদ করেন। এসপ্তাহে তাঁহাদের নিকট ২ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ডের ষ্টার্লিং বিল বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হয়। প্রতি টাকায় ১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$পেণী দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি, এ, ৩ মাস	„	১ শি ৬$\frac{১}{১৬}$ পে
ডি, এ, ৪ মাস	„	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডি, এ, ৬ মাস	„	১ শি ৬$\frac{৫}{৩২}$ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১০
মার্ক	„	৮৭
গিলডার	„	৬৫$\frac{৭}{৮}$
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৲
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩১শে মার্চ্চ

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সকল দিক দিয়াই খুব নিরুৎসাহ ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্য চেকোশ্লোভেকিয়া ও মেমেল অধিকার করিয়া লওয়ার পর হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে পুনরায় একটা ঘনঘটা লক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার প্রতি হিটলারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। এদিকে সিনর মুসোলিনী আবার তাঁহার ২৬শে মার্চ্চ তারিখের বক্তৃতায় টিউনিস ও জিবুতি প্রভৃতি সম্পর্কে ইটালীর দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। অবস্থার এই গতি লক্ষ্য করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রশক্তি দুর্য্যোগ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সকল দেশেই সামরিক আয়োজনের তোড়জোড় চলিয়াছে। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এম দালাদিয়ার এক জোড়ালো বক্তৃতায় টিউনিস ও জিবুতি প্রভৃতি সম্পর্কে ইটালীর দাবী বিবেচনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে হিটলার বা মুসোলিনীর আর কোন রাজ্যাভিমান তাঁহারা সমর্থন করিবেন না বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় হিটলার ও মুসোলিনী তাঁহাদের নূতন দাবী দাওয়া ছাড়িয়া না দিয়া যদি তাহা কার্য্যতঃ পূরণ করিতে সচেষ্ট হন তবে ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করিবার পর এক্ষণে জার্ম্মানী ও ইটালী কিরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করে তাহাই দেখিবার বিষয়। ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা থাকায় দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে একটা অনিশ্চিয়তার ভাব খুবই সুস্পষ্ট। উহার প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারেও মন্দা চলিতেছে। বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। বিভিন্ন শেয়ারের মূল্যের হারও নামিয়া যাইতেছে। ইউরোপে শান্তির আবহাওয়া পুনঃস্থাপিত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই মন্দা সম্পূর্ণ কাটিবে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর কাগজ

ইউরোপে সমরাতঙ্কের ভাব বর্ত্তমান থাকার দরুণ গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দা চলিতেছে। অবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল হইয়া উঠায় এসপ্তাহে, বিশেষভাবে অন্য তাহা বেশী দূর নামিয়া গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে একবার দাম কিছু বাড়িবার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বাড়তি দরে অনেকে কাগজ বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক প্রদর্শন করায় শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিক্রিয়াও দাম নামিয়া যায়। অদ্য বাজারে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৩॥৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এসপ্তাহে পূর্ব্বাপর বিশেষ মন্দা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি বার্ড কোম্পানী ও হাইল্‌জার্স কোম্পানীর পরিচালনাধীনে কতিপয় কয়লা কোম্পানীর যে কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক নহে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীদের কয়লার খনির শেয়ার বিষয়ে ক্রমেই একটু বেশী পরিমাণে আস্থাহীনতা লক্ষিত হইতেছে। কাজকর্ম্মের উৎসাহ মোটেই নাই বেচাকিনাও হইতেছে কম। অদ্য বাজারে বেঙ্গল ২৯৯ টাকা, ভুলনবারি ৬৵ আনা, জয়ন্তী ১॥৵ আনা ও সাউথ কারানপুরা ৪৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে খুবই নিরুৎসাহ ভাবে দেখা গিয়াছে। কাঁচা পাটের বাজার দর এ সপ্তাহে খুব চড়া রহিয়াছে কিন্তু পাট কলের শেয়ার বাজারে ঐ চড়তি দরের কোন শুভ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় নাই। পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া এতদিন গুজব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ঐরূপ অর্ডার না পাওয়ায় বাজারে অনেকটা হতাশের ভাব স্পষ্ট হইতেছে। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৪॥৵ আনা ও কামারহাটি ৪৯১ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল শেয়ার মূল্য এ সপ্তাহে নিম্ন দেখা গিয়াছে। বাহিরের শেয়ার বাজার সমূহ হইতে কোন উৎসাহ-ব্যঞ্জক সংবাদ পাওয়া যাইতেছেনা। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ লভ্যাংশের হারও আশানুরূপ হইবে না বলিয়াই অনেকের ধারণা। এই অবস্থায় বাজারে একটা মন্দার ভাব খুবই সুস্পষ্ট। অদ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৭॥৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)	৯৮॥৴৬
৩৲ „ কোম্পানীর কাগজ	৮৬॥৵০
৩৲ „ ঋণ (১৯৫১-৫৪)	১০০৵০
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৯৪৸৴০,৯৪।৴০,৯৪॥৶৬,৯৪৸০,৯৪।৶০,৯৪৵০, ৯৪৶০,৯৪।০,৯৫॥০,৯৫।৵,৯৫৵,৯৫৴০,৯৫॥৴,৯৫৴,৯৫।৴০,৯৫৵,৯৫৴,৯৪৸৶, ৯৪৸৴০,৯৫৶৬পাই,৯৪৸০,৯৪৴০,৯৪৸০,৯৪৸৵০,৯৪৸৶০,৯৪॥৵০

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)	১১০৲,১১০/০,১১০৵০,১১০
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৩৯-৪৪)	১০০৸/০
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	১১৪৲,১১৩৸৵,১১৩৸৶,১১৪৲,১১৸৵৬,১১৪৫৬

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ)	১৪৬৲,১৪৪৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি)	৩৬৪৲,৩৬৬৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১১॥০,১১২৲,১১১॥০,১১২॥০,১১১॥০,১১১।০,১১২।০

কয়লার খনি

ভুলান বারারি	৫৸৵,৬৵,৬৲,৬।০
বোকারো ওরামগড	১৪৲
ঝরিয়া (প্রেফ)	১০৮৲
চরুলিয়া	১।৵,১॥০
দেউলী	৬৲,৬৵,৬।৵,৬৶,৬।৶
ইকুইটেবল	৩২॥৶০
হরিলাদী	১১৸০.১১॥০
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল	১॥/
নিউ তেত্রিয়া	১॥০,১॥৵০
নর্থ দামুদা	৪৵,৪।০
রাণীগঞ্জ	২৯৲
সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল	॥৵০
সেণ্ডা	৭।০,৭॥০,৭৸০,৭॥০,৭॥৵০.৭৸০
সাউথ কারাণপুরা	৪৲,৪/০
টালচর	১৲,১৵,১।০
ইউনিয়ন	২৫।০
ওয়েষ্ট জামুরিয়া	২৮।৵,২৮॥৵,২৮॥০২৮।/,২৮।৵

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল	৩৸০,৩৸৵,৩।৶,৩॥০,৩॥৵,৩॥৶,৩॥৵,৩৸০
ডানবার (প্রেফ)	১৭১৲
কেশোরাম (অর্ডি)	৫৸০,৫৸/০,৫৸৵০,৬।০,৫৸০,৫৸/

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেনারেস ইলেকট্রিক	১৩৶,১৩।০,১৩॥০
বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি)	১৭/০,১৭৵০,১৭।৵০
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)	১৩৸৵০,১৪৲,১৩॥০,১৩॥/০,১৩॥৵০,১৩৸৵০
কটক ইলেকট্রিক	৮।৵,৮॥০
আপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্রিক	১০৸০,১১৲

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এণ্ড কোং (৬৲ সুদের প্রেফ)	১২৭৲,১২৫॥০
ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং	২০৸০,২০॥৵০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৮৵,২৭৸৵,২৮৵,২৭৸/০.২৭৸৵,২৮৶,২৮৵০, ২৮।৵০,২৮৲,২৮।০,২৮॥০.২৭৸/০,২৭৸০,২৯৶,২৮।৵০,২৮৵০,২৮।০,২৮॥০ ২৮।৵০,২৮/০;২৮।৶০,২৮।০,২৮৵০,২৮।৵০,২৮৶০,২৮।৶০,২৮।০,২৮॥০, ২৮॥/০,২৮৸/০,২৮৸৵০,২৮॥০,২৮।৵০,২৮।/০,২৮।৶০
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস (অর্ডি)	৩৬০৲,৩৬২৲,৩৫৮৲,৩৬০৲
ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি)	১০৸৵,১১৵,১১।৵,১১/,১০৸৶,১১/,১১/,১১।৶, ১১।৵,১১॥৵.১১॥০,১১৸০,১০॥/,১০৸/,১১॥৶,১১।৵,১১।/,১১।৶,১১॥০,১১৸০, ১১।৵,১১॥০,১১।৶,১১॥০,১১৸০,১১।৵
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৩৸০,৯৪৸০,৯৪৲,৯৩।০,৯৩৸০,৯৪৸০

পাট কল

আগরপাড়া (প্রেফ)	১২৯৲,১৩০৲
এ্যালবিয়ন (অর্ডি)	১৯২৲,১৭৮৲
এ্যালায়ান্স (প্রেফ)	১০৪৲,১০৭৲,১০৮/
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অর্ডি)	৩২৮৲
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া (প্রেফ)	১৪৯৲
অকল্যাণ্ড (প্রেফ)	১২৮৲
বালী (অর্ডি)	১৯২৲,১৯১৲
বরানগর (অর্ডি)	১৫০৲,১৪৮৲,১৫০॥০,১৫০৲,১৪৮॥০,১৪৮৲,১৪৯৲,১৫০
বজবজ	২৫৫৲
সিভিয়ট	১৬২৲,১৬৪৲,১৬৫৲
ক্লাইভ (অর্ডি)	২৬৲,২৬।০,২৬৵০,২৬।০,২৫৸৶,২৫৸৵০
ডালহৌউসী (অর্ডি)	৩১০৲,৩১২৲,৩০৯৲
ডালহৌউসী (প্রেফ)	১৪৪৲
ডেল্টা	৩৪৭॥০
হাওড়া	৫৫।/,৫৫॥০,৫৫॥৵,৫৬৵,৫৫/,৫৫৵,৫৫।৵,৫৫৲,৫৫।০,৫৫।৵ ৫৫॥০,৫৫৵,৫৫/,৫৫।/,৫৫।০,৫৫।৵,৫৫॥৶,৫৫।০,৫৫।৵
হুকুমচাঁদ (অর্ডি)	৬।৵,৬॥৵,৬৶,৬।৶
কামারহাটী (অর্ডি)	৫০০৲,৪৯৫৲,৪৯১৲,৪০৩৲
কাঁকনাড়া	৩৭৭৲,৩৭৫৲
কাঁকনাড়া (প্রেফ)	১৩২৲

খরদহ (প্রেফ)	১৩০৷৷০
কিনিসন (অর্ডি)	৫২৫৲,৫২৪৲
লোথিয়ান	২০৮৲
ন্যাশনাল	২১৵০,২১৷৵০
নিউসেণ্ট্রাল	২৯০৲
নদীয়া	৪১৷৷০,৪২৲
প্রেসিডেন্সী	৩৷৷৴০,৩৷৷০,৩৷৷/০,৩৷৷৴০
রিলায়ান্স (প্রেফ)	১৫৫৲
সুরা	৯৷০,৯৷৷০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (অর্ডি)	২৬০৲,২৫৮৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (প্রেফ)	১২৪৲,১২৫৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫৷৷৴০,৫৸৴০,৫৷৷৵০,৫৷৷৴০,৫৷৷০.৫৷৷/০,৫৸০,৬৲, ৫৸৵০,৫৸০,৬৲,৬/০,৬৵০,৫৸/০,৬৲,৬৷০,৫৸৴০.৫৸৵০, ৫৸৴০.৬৴০,৬৸৴০
কনসোলিডেটেড টিন	৫৷৷৵০,৫৸৵০,৫৷৷৵০,৫৸৴০,৬৲ ৫৸/০,৬/০,৫৸৵০,৫৸/০,৬/০
ইণ্ডিয়ান কপার	২/০,২৲,২৵০,২৲,২/০,২৴০,২/০, ২৴০,২৲,২/০,২৴০,২৲,২/০

চিনির কল

বলরামপুর	৮৵০,৭৸৵০
বুল্যাণ্ড	১০৸৵০,১১৵০
রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার (অর্ডি)	৬৸০,৭৲,৭৵০

চা বাগান

ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৬৷৷০
নাক্স্‌র নদী	৪৷৴০,৪৷৷/০
পাত্র কোলা (প্রেফ)	১৩২৲,১৩৪৲
কুসিমবিং (প্রেফ)	৯৯৲
তুকভার	৯৷০,৯৷৷০,৯৸০

বিবিধ

বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সিপ	৯৮৲
বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম	৩৷৵০,৩৷৷০
বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি)	২৸/০,২৸৵০,২৸/০,২৸৴
কলিকাতা ট্রামওয়েজ) অর্ডি)	১৭৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি)	৯১৲,৯২৲
ইণ্ডিয়ান রবার ম্যান্থ	২১৷৷০,২১৷০
ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাকটস	২২৲,২২৷০,২১৷৷০
মেদনীপুর জমিদারী	৭০৷৷০,৭২৲,৭০,৭১৲
ন্যাশনাল সেফ্ ডিপজিট	২৷৷৵০
ওরিয়েন পেপার (প্রেফ)	৮৪৲,৮৫৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি)	২৪৲
শ্রীগোপাল পেপার	৫৷০
টিটাগড় পেপার ('বি' অর্ডি)	১৩৲

কাঁচা রেশমের মুল্য

কাঁচা রেশমের দাম বৃদ্ধি পাইলে আমেরিকার খরিদ্দারেরা সাধারণ রেশম খরিদ না করিয়া কৃত্রিম রেশম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এজন্য জাপান সরকার কাঁচা রেশমের দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু নানাদিক দিয়া অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে সাধারণ রেশমের দাম চড়াহারেই বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কেননা ইটালীর রেশম উৎপাদনকারীরা সম্প্রতি রেশমের দাম চড়া রাখা সম্বন্ধে জাপানের সহিত একটা চুক্তি করিবার চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে ইটালীতে রেশম প্রস্তুতের শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। প্রতি বৎসর ঐ দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ রেশম ঐ দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানীও হইত। কিন্তু জাপানের প্রতিযোগিতায় রেশমের দাম পড়িয়া যাওয়ায় ইটালীতে রেশম শিল্পের বাজারে মন্দা সূচিত হয়। বর্ত্তমানে রেশমের দাম পুনরায় চড়াহারে বলবৎ হওয়ায় ঐ দেশে পুনরায় রেশম শিল্পের ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় কাঁচা রেশমের দাম যাহাতে চড়াহারে বলবৎ থাকে সেজন্য ইটালী জাপানের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা ১লা এপ্রিল

এসপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের অপ্রত্যাশিত উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৪শে মার্চ্চ যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে দরের হার ছিল সর্ব্বোচ্চে ৪৪৷৵ আনা ও সর্ব্বনিম্ন ৪৪৵ আনা। ২৫শে তারিখ তাহা যথাক্রমে ৪৫॥৵ আনা ও ৪৫৲ টাকা হয়। তারপর এই দরের হার ক্রমে বাড়িয়া গিয়া গত ৩০শে মার্চ্চ উর্দ্ধে ৪৮৸৵ আনা ও নিম্নে ৪৭৷৵ আনা পর্য্যন্ত উঠে। বর্ত্তমানে দরের হার সামান্য একটু পড়িয়া গেলেও বাজারের তেজী ভাব মোটামুটি বলবৎ আছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৭শে মার্চ্চ	৪৬৷৵	৪৫৷৵	৪৬৷০
২৮শে „	৪৬৸৵	৪৫৸৵	৪৬॥৵
২৯শে „	৪৭৸৵	৪৬॥০	৪৭৸৵
৩০শে „	৪৮৸৵	৪৭৷৵	৪৭৸০
৩১শে „	৪৮॥৵	৪৭৸০	৪৭৸৵
১লা এপ্রিল	৪৮৶০	৪৭॥৵	৪৭॥৶০

ফাটকা বাজারে এসপ্তাহে দরের হার বৃদ্ধি হওয়ার মূলে বাহ্যতঃ বাজারের নানারূপ জল্পনা কল্পনাই নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ মফঃস্বল হইতে পাটের আমদানী ক্রমেই বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকায় পাটের চাহিদার তুলনায় বর্ত্তমানে পাটের যোগান কম হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। এবৎসর গত ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মফঃস্বল হইতে মোট ৮১ লক্ষ ৩৬ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ের পাটের আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮১ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল। সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় গত ২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৯২ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। অথচ পূর্ব্ব বৎসর ঐ সপ্তাহে পাট আমদানী হইয়াছিল ১ লক্ষ ২৭ হাজার বেল। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে মফঃস্বলে এবারের পাট আর বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে বাজারে ডেইজী ও তোষা শ্রেণীর পাটের খুব চাহিদা পরিলক্ষিত হইতেছে অথচ তাহাদের যোগানও তেমন দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ নূতন মরশুমের যে পাট বুনা আরম্ভ হইয়াছে নানাকারণে তাহার সম্বন্ধেও ব্যবসায়ীরা এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী আশান্বিত নহেন। কাজেই বাজারে চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান কম দাঁড়াইবে বলিয়া একটা যে জল্পনা চলিতেছে তাহা সম্যকভাবে না হইলেও কতক পরিমাণে অবান্তর বলিয়াই আমাদের ধারণা। মফঃস্বলের দরিদ্র পাটচাষীদের অনেকেই এবারের পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। পাটের বর্ত্তমান চড়ামূল্য তাহাদের বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছে না। বর্ত্তমানে পাটের যোগান কম হওয়ার নামে চটকলওয়ালারা পাটের দর বাড়াইয়া দিতেছেন। এই চড়া মূল্য দেখিয়া কৃষকেরা বেশী পরিমাণ জমিতে নূতন পাটের চাষ করিবে এবং ফলে শেষ পর্য্যন্ত আগামী মরশুমে কম দামে পাট কিনিবার সুবিধা হইবে—পাটকলওয়ালাদের বর্ত্তমান কার্য্যনীতির মূলে এইরূপ একটা দুরভিসন্ধি থাকাও বিচিত্র নহে। এ বৎসর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকারীভাবে জোর প্রচারকার্য্য এখনও তেমন কিছু আরম্ভ করা হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে নূতন পাট বুনার পক্ষে এখন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অসুবিধা কিছু দেখা যাইতেছে সত্য, কিন্তু এই অসুবিধা শীঘ্র কাটিয়া যাইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এই অবস্থায় বর্ত্তমান চড়ামূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষকেরা এবার অতিরিক্ত পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত না করে তাহা দেখা প্রয়োজন।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করে নাই কিন্তু ফাটকা বাজারে দরের হার চড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে এই বাজারেও দামের হার বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। গতকল্য ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

ফাটকা বাজারের সঙ্গে পাকা বেল বিভাগেও এসপ্তাহে দামের হার চড়া দেখা গিয়াছে। গতকল্য বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দাম প্রতি বেল ৪৭৷০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে চট ও থলের বাজারে দামের অনেকটা উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৪শে মার্চ্চ ৯ পোর্টার চটের দাম ৮৸৵ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১১৴৬ পাই ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৴৬ পাই ও ১১৷৵ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে তূলার বাজারে কতকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তূলা রপ্তানী সম্পর্কে যে সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে তৎসম্পর্কে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া এই সপ্তাহে কোন সংবাদ না আসাই তূলার মূল্যের উন্নতির অন্যতম কারণ। এজন্য ফাট্‌কাওয়ালাগণও বহুল পরিমাণে কারবার করিয়াছে। বাজারে গুজবে যে ইউরোপের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য সত্ত্বেও বরোচ এপ্রিল—মের দর ১৫০৲ টাকায় স্থির থাকিবে।

আমেরিকার রপ্তানীর সাহায্য বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এ সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী নহেন। কারণ কাহারও কাহারও মতে এই ব্যবস্থায় বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে না। চাষীদিগকে ঋণ দেওয়া অপেক্ষা অনেকে এককালীন বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছেন। এদিকে আমেরিকায় চাষের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং বেসরকারী ভাবে জানা গিয়াছে যে আগামী ফসলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে বরোচ এপ্রিল-মে ১৫৬৷৴০, জুলাই-আগষ্ট ১৫৬৷৴০ ওমরা মে ১৪১॥০, জুলাই ১৪২৲ বেঙ্গল মে ১১৫৸০ এবং জুলাই ১১৬৷০ আনায় কারবার হইয়াছে।

বিদেশের বাজার ও আমেরিকার ফার্ম্ম বিলের সংবাদে মূল্যের কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। তথাপি বাজারের অনিশ্চিতকর অবস্থায় নির্ভয়ের সহিত কেহই কারবার করিতে পারিতেছে না। বিক্রয়ের দিকেই লোকের আগ্রহ অধিক বুঝা যায়। লিভারপুলের বাজারে মিড্‌লিং স্পট ৫·১৮ পেনী এবং নিউ ইয়র্কের বাজার ৭·৯৬ পেনীতে বন্ধ হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হয় :—

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা মার্চ্চ	বেঙ্গল মার্চ্চ
২৪শে মার্চ্চ	১৫৩৸৵	১৪০৷০	১১৪৸০
২৬শে „	১৫৪৷৵	১৪১॥০	১১৫৸০
২৭শে „	১৫৬৲	১৪২৷০	১১৬৸০
২৮শে „	১৫৫॥০	১৪২৷৵	১১৬৸০

২৯শে মার্চ	১৫২৬৵	১৪০।৵	১১৫।৵
৩০শে "	১৫৩০॥	১৪০৸০	১১৫।০
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৬৫৲	১৪৭৸০	১২৪৸৵
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৪৩॥০	২৩৫৲	২০৮॥০

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির ব্যাপারই বাজারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। চুক্তিতে তূলা সম্পর্কীয় ধারা বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। সূতার বাজারেরও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ভারতের বাজারেও কোন কারবার হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মালের কোনই কারবার হয় নাই। বিলাতী কাপড়ের উপর শুল্ক হ্রাস, কলমজুরগণের বেতন বৃদ্ধি, খুচরা কাপড় বিক্রয়ের উপর শুল্ক ধার্য্য তদুপরি অস্থাবর সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব ইত্যাদির দরুণ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে।

বিলাতী সূতা—যদিও বিলাতী সূতার উপর শুল্ক হ্রাস হইবার প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোন কারবার হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী সপ্তাহে যদি চুক্তি বলবৎ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে অগ্রিম কারবার হইবে।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—ভারতীয় সূতার মূল্য পড়িয়া যাওয়ার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী সূতার বিশেষ কোন কারবার হয় নাই। তবে মূল্যেরও কোন অবনতি হয় নাই। ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ফলাফলের উপরই মোটের উপর সূতার বাজারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই শ্রেণীর সূতার মজুদ মালের পরিমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও মাল আনিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের জন্য মার্সেরাইজ সূতার কতকটা চাহিদা দেখা যায় এবং ইহার উন্নতির ও সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। জাপানী ও সাংহাই এর তাঁতিগণ উচ্চমূল্য দাবী করায় আলোচ্য সপ্তাহে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে ইটালীর সিণ্ডিকেট মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন করে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন স্থান হইতে এই শ্রেণীর সূতার চাহিদা খুব কম দেখা গিয়াছে। সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীগণের হাতে যথেষ্ট মজুদ মাল থাকাই ইহার প্রধান কারণ। ইটালীয় সূতা বিস্তর পরিমাণে আমদানী হইয়াছে এবং ইহার সামান্য অংশই এখন পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কলগুলি হইতেও এই শ্রেণীর সূতার চাহিদা খুব কম দেখা যাইতেছে। এই শ্রেণীর জাপানী সূতার দর ক্রমশঃ নিম্নদিকে যাইতেছে। তাঁতিগণ চড়া মূল্য দাবী করায় এই শ্রেণীর সূতার অগ্রিম কারবার হয় নাই। বাজারের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

কাপড়

উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা তদুপরি প্রস্তাবিত ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আশঙ্কা এবম্বিধ কারণে আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে বিশেষরূপ মন্দা গিয়াছে। একদিকে জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ ক্রয়শক্তির অভাব অপরদিকে বিলাতী কাপড়ের উপর শুল্ক হ্রাস এবং অন্যান্য কারণে বোম্বাইয়ের কাপড়ের বাজারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অনিশ্চিতকর অবস্থায় বাজারে কোনরূপ কারবার হওয়া সম্ভবপর নয়। বিদেশী তূলার উপর শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় সরু কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির যে আশঙ্কা ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাহা প্রমাণিত হয় নাই। বরঞ্চ মূল্যের অনেকটা অবনতি দেখা গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজার ৯ পাঃ কোরা লংক্লথ (৩৭"×৩৭½") প্রতি পাউণ্ডে দুই পাই হ্রাস পাইয়া প্রতি পাঃ ॥১১ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ৯ পাউণ্ডের কোরা মার্কিনের মূল্যও হ্রাস পাইয়া ॥৭ পাই প্রতি পাউণ্ড ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকতা ১লা এপ্রিল

রেড়ীর খৈল—বাজারের অবস্থা চড়া দেখা যাইতেছে। মিলের দর প্রতি মণ ২।৵০ আনা হইতে ২॥/০ আনা এবং বাজার বিক্রেতাগণ প্রতি ২ মণী বস্তার জন্য ৫।৵০ আনা হইতে ৫॥৵০ আনা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। তদুপরি বস্তার মূল্য চারি আনা ধরা হইয়া থাকে। স্থানীয় ক্রেতাগণ অধিকাংশ মাল খরিদ করিয়া নিতেছে।

সরিষার খৈল :—বাজারের অবস্থা তেজী। নগদ মূল্যে মিলের দর প্রতিমণ ১॥৵০ হইতে ১৸০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। অপর দিকে বিক্রেতার দর ২ মনী বস্তার ৩৸৵০ আনা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। (বস্তার মূল্য ।০ আনা অতিরিক্ত) স্থানীয় খরিদ্দারগণ ক্রয় সম্পর্কে খুবই আগ্রহান্বিত দেখা যায়।

চায়ের বাজার

লণ্ডন, ৩০শে মার্চ্চ

ভারতীয় চা

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে লণ্ডনের বাজারে ৫ শত বাক্স ভারতীয় চা নীলাম বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার চায়েরই বিশেষ চাহিদা গিয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে পিকো এবং অরেঞ্জ পিকো শ্রেণীর উপরই বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছে।

সিংহলীয় চা

গত ২৮শে মার্চ্চের লণ্ডনের নীলামে ২৭ হাজার ৯ শত বাক্স এই শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। চাহিদা মোটামুটি সন্তোষজনক।

লণ্ডনের বর্ত্তমান সপ্তাহের নীলামে বিভিন্ন শ্রেণীর চায়ের দর নিম্নরূপ গিয়াছে—

	গত সপ্তাহ		বর্ত্তমান সপ্তাহ		
উত্তর ভারতীয় চা	১২,৬২	পেঃ	১২,৫৬	পেঃ	পাউণ্ড
দক্ষিণ ভারতীয় চা	১৪,৭৫	"	১৪,২৯	"	"
সিংহল চা	১৫,৭০	"	১৬,৬৬	"	"
যাভা চা	১৬,৩১	"	১৬,৩২	"	"
সুমাত্রা চা	১০,৫৩	"	১০,৫৯	"	"

ফেব্রুয়ারী মাসের রপ্তানী

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত হইতে মোট ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ কোটি ১৩ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ৩১শে মার্চ্চ

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ভাব বজায় থাকা সত্বেও এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরের হার অনেকটা গত সপ্তাহের হারেই স্থির ছিল। লণ্ডনের বাজারে গত ২৫শে মার্চ্চ প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোণার দাম ছিল ৭ পাঃ ৮ শি ৫ পেনী।

৩৭শে তারিখ তাহা সামান্য বাড়িয়া ৭ পাঃ ৮ শিঃ ৫½ পেনী হয়। ২৮শে মার্চ্চ বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ২৯শে তারিখ তাহা পুনরায় ৭ পাঃ ৮ শিঃ ৫ পেনীতে নামিয়া যায়। ৩০শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৭ পাঃ ৮ শিঃ ৬½ পেনী। অদ্য ১লা এপ্রিল বাজারে ঐ হারেই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৫শে মার্চ্চ প্রতি ভরি সোণার দাম ছিল ৩৬৸৶৯ পাই। ২৭শে তারিখ তাহা ৩৬৸৶৬ পাই হয়। ২৭শে মার্চ্চ তাহা ৩৬৸৶৯ পাই দাঁড়ায়। ৩০শে তাহা হয় ৩৭ টাকা। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৪শে মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোণার দাম ৩৬৸৵৩ পাই, বড়ালবার ৩৬৸৴৩ পাই ও গিনি ২৩৸৹ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৸৴৬ পাই ও ২৩৷৹৴৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

গত ২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বোম্বাই হইতে ৮০ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দামের হার সামান্য কম বেশী পরিমাণে গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। গত ২৫শে মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০ পেনী। ২৭শে তারিখ তাহা ১৯১৫/১৬ পেনী হয়। ২৮শে তারিখ তাহা ১৯১৩/১৬ পেনী দাঁড়ায়। ২৯শে মার্চ্চ তাহা ১৯⅞ পেনী হয়। অদ্য তাহা বাড়িয়া ১৯১৫/১৬ পেনী হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ২৫শে মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৷৷৴০ আনা। ২৭শে তারিখ তাহা ৫২৷৵০ পাই দাঁড়ায়। ২৮শে মার্চ্চ তাহা ৫২৷৶০ আনা হয়। ৩০শে তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৫২৷৶০ আনা। অদ্য তাহা ৫২৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ২৪শে মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২৷৷৵০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২৸৵০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৫২৷৵০ আনা ও ৫২৷৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা ১লা এপ্রিল

বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় চিনির বাজারে কতকটা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। আড়তদারগণ মজুদ মাল বিক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহশীল এবং খরিদের দিকে লোকের আগ্রহ কম দেখা গিয়াছে। স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির মজুদের পরিমাণ ১০ সহস্র বস্তা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বোম্বাই

জাভা হইতে বহুল পরিমাণে চিনির আমদানী হওয়া সত্ত্বেও বাজারের দর প্রায় স্থিরই আছে। মফঃস্বলের চাহিদা সন্তোষজনক। বাজারের অবস্থা উন্নতির দিকে।

করাচী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজার ৭ হাজার বস্তা জাভা চিনি বিক্রয় হওয়ার পর বাজার কতকটা নিম্নাভিমুখী দেখা গিয়াছে।

এই সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন মিলের চিনির দর নিম্নোক্তরূপ গিয়াছে :—

	মূল্য প্রতিমণ
রোটাস	১০৸
লোহাট	১০৷৶
সমস্তিপুর	১০৸
পার্সা	১০৷৶
তামকোহি	১০৷৷
চম্পারণ	১০৸
রায়াম	১০৸
হাতোয়া (২নং)	১০৷৶
ঐ গুড়া	১০৷৷৵
জাভা এপ্রিল	১১৷৶৮
জাভা জুন-জুলাই	১১৷৶৬
ঐ সেপ্টেম্বর	১১৷০

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

রেঙ্গুণের বাজার—

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত রেঙ্গুন হইতে ভারতে মোট ৬০৫, ৭৬৭ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের এই সময়ে উহার পরিমান ছিল মোট ৩৭৮, ১১৭ টন। আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের বাজার তেজী রহিয়াছে :—

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বলবৎ ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের বাজার নিম্নরূপ গিয়াছে।

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২৷০-২৷৴০
ওড়াশাল	২৴১০-২৴১৫
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২৴১০-২৷৵১০
মাঝারি (পাঃ ধান্য)	২৶১০-২৲১০
দাদশাল	২৷৵০-২৷৶০
চিনি আতপ	২৷৷৶০-২৸০
পূবা পাটনাই	২৵১০-২৵১৫
রূপশাল	২৷৵১০-২৶০
সাধারণ পাটনাই	২৶০-২৷০
দেউলী পাটনাই	২৵১০-২৶০
কাটারী ভোগ	২৷৷৵১০-২৷৷৶০
হামাই	২৷৷৴০-২৷৷৵০
হোগলা	২৷১০-২৷৴০
চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৶০-৪৷০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৶০-৪৷০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸৵০-৩৸৵১০
„ „ „ (ঢেকী)	৩৸০
নূঃ কাটারী ভোগ	৫৷০
„ কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲-৪৷৷০
কাটারী ভোগ „	৫৷০

তৈলের দর

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

নারিকেল তৈল

	মূল্য
কোচিন (রেডি) টিন	৯৸০
পিনাঙ্গ (রেডি) টিন	৯৷৷০

বিবিধ

	প্রতি মণ
সরিষার তৈল (ঘানি)	১৬৲
রেড়ির তৈল	১০৷৷০
তিসির তৈল	১১৲
বাদাম	৯৲

ধাতু দ্রব্যের বাজার

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭২৷৷০
তামার বাট	৬৬৷৷৵০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৫৷৷০
ঐ দেশীয়	১৩৷৵০
এ্যাণ্টিমণি বিলাতী	১১২৷৶০
ঐ (চীন বা জাপান)	৪০৶০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০৪৷৷০
ঐ চাদর	১২৫৷০
পিতলের চাদর	৪৪৷৷০
পিতলের ছড়	৪৪৷০
তামার চাদর	৫৯৸০
তামার ছড়	৬৮৷০
সীসার চাদর	২৭৸০
দস্তার টালি আমদানী	১৪৷৶০
ঐ দেশীয়	১১৷৶০
দস্তার চাদর	৩২৷৷০
এ্যালুমিনিয়াম বাট	৭৮৷০
ঐ চাদর	১৪২৷৷০
নিকেল চাদর	১৬৫৷০

লবণের দর

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

	(জাহাজ হইতে)	প্রতি ১০০ মণের দর
হাম্বুর্গ ভ্যাকা	৬০০০	৫৩৲
ঐ গুড়া	১৬০০০	৪৯৲
খুরসীদ গুড়া	৮৪৬০০	৪০৲
	[গভর্ণমেণ্ট গোলা হইতে]	
ওখা গুড়া	৪০০০	৩৬৲
এডেন গুড়া	৮০০	
খুরসীদ গুড়া	২০০০	৩৫৲

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১২৸০,১৩৷৷০,১৪৷৷০
জিরা	১৬৲,১৮৲,২০৲
মরিচ	১৩৸০,১৪৲,১৪৷৷০
ধনে	৫৲,৫৷৷০,৬৲
লঙ্কা	১২৲,১৪৲,১৬৷৷০
সরিষা	৫৲,৫৷৷০,৬৲
মেথী	৪৷৷০,৫৲,৬৲
কালজিরা	৭৲,৮৲,৮৷৷০,
পোস্তদানা	৯৷০,১০৲,১১৲
দেশী সুপারী	১১৸০,১৩৷৷০,১৬৲
জাহাজ কাটা সুপারী	৮৸০,১১৲,১২৲,
ঐ গোঃ সুপারী	৮৸০,৯৷৷০,১০৲
পিলাং কেশুয়া	৫৶০,৫৷৷০৲
পাল কেশুয়া	৫৸৵০,৬৲
জাভা কেশুয়া	৬৲,৬৷৷০,৭৲
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৲,৬৷০,৬৷৷০
ছোট এলাচ	৩৲,৩৸০,৫৲ সের
বড় এলাচ	৩৩৲,৩৬৲
দারুচিনি	২৪৲,২৫৲
লবঙ্গ	৫১৲,৫৩৲
মৌরী	৭৲,৮৲
গুটী খয়ের	১৫৲,১৬৲,১৮৲
কাগজী বাদাম	৪৫৲
জ্যৈষ্ঠ মধু	১১৲,১২৲,১৩৲
কিসমিস	১৩৲,১৪৲
হিং	৩৷৷০,৪৷৷০,৫৷৷০ সের
কর্পূর	৩৷৷৶০,৩৸০ সের
সাবান বাগমারী	৭৷৷০,৮৷৷০,১০৲
মধু	১৩৲,১৩৷৷০

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার কতকটা সন্তোষজনক পরিবর্ত্তনে চামড়ার বাজারের অবস্থার বর্ত্তমান সপ্তাহে একটু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডন হইতে মিঃ হাড্‌সন বিলাত ও রাশিয়ার সহিত একটা বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে মস্কো যাইতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাজারে কতকটা আশার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে গরুর চামড়ার মূল্যের কতকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে।

ছাগলের চামড়া

আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নোক্তরূপ ছাগলের চামড়ার কারবার হইয়াছে :

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৩৮,৩৮০	৫৫৲-৭০৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৩৮,৩০০	৬৫৲-৮৫৲
লবণাক্ত	৪১,৮০০	৬০৲-১১০৲

গরুর চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
আগ্রা আর্সেনিক	২০০০	৮৲ হিঃ
দ্বারভাঙ্গা-রাঁচি-গয়া আর্সেনিক	১১৭০০	৬৷০-৭৷৷০ হিঃ
বেনারস—গোরক্ষপুর সাধারণ	৫০০	৫৷০ হিঃ
নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ	১,১৮০	৫৷৷-৫৸৶
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম লবণাক্ত	৮০০	৪৷০ হিঃ

স্থানীয় বাজারে মজুদ চামড়ার পরিমাণ এইরূপ :—

ছাগলের চামড়া

পাটনা ১৬৪,৫০০ টুকরা, ঢাকা-দিনাজপুর ১০২০০০ টুকরা লবণাক্ত ১৬,১০০ টুকরা।

গরুর চামড়া

ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৬,২০০ টুকরা, আগ্রা-আর্সেনিক ৬৭০০ টুকরা; দ্বারভাঙ্গা-বেনারস-গয়া-রাঁচি ২১০০ টুকরা; নেপাল-দার্জ্জিলিং ৫৬০০ টুকরা; মহিষের চামড়া ৮৮০০ টুকরা।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল, সোমবার ১৯৩৯ | ৪৬শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের ভবিষ্যৎ

পাটের চাষ সম্বন্ধে মফঃস্বল হইতে যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে তাহাতে দেখা যায় যে এখন পর্য্যন্ত গত বৎসরের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে পাটের চাষ হয় নাই। বৃষ্টি না হওয়াই উহার কারণ। মফঃস্বলে উপযুক্তমত বৃষ্টি হওয়া মাত্র পুরাদমে পাটের চাষ আরম্ভ হইবে আশা করা যায়। বর্ত্তমান বৎসরে যে পাট জন্মিয়াছে তন্মধ্যে গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৮৩ লক্ষ ৮২ হাজার বেল পাট কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানী হইয়াছে। ব্যবসায়ী মহলের ধারণা যে আগামী জুলাই মাসে নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইবার সময় পর্য্যন্ত পাটের আমদানী ৯০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরে মফঃস্বল হইতে পাটের আমদানী এইরূপ কম হওয়ার ফলে এবং এখন পর্য্যন্ত পাটের চাষের অনুকূলভাবে বৃষ্টি না হওয়াতে কলিকাতায় পাটের বাজার বেশ একটু চড়িয়াছে। এই সুযোগে কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন যে আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় অধিক পরিমাণ পাটের দরকার হইবে। কিন্তু ইহা স্বার্থান্বেষীদের প্রচারকার্য্য মাত্র। বর্ত্তমান বৎসরে চটকলওয়ালাদের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইলেও উহাদের হাতে মজুদ থলে ও চটের পরিমাণ খুব বেশী রহিয়াছে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু থলের অর্ডার না পাইলে মজুদ থলে ও চটের পরিমাণ আরও বেশী হইত। অদূর ভবিষ্যতে যে নূতন কোন অর্ডার পাওয়া যাইবে তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কাজেই আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় বেশী পাটের প্রয়োজন হইবে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। এই অবস্থায় গত বৎসরের তুলনায় আগামী মরশুমে যদি সম-পরিমাণ পাটও বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় তাহা হইলেও গত বৎসর পাটের মরশুমের প্রারম্ভে পাটের যে প্রকার দর ছিল আগামী মরশুমে দর তাহা অপেক্ষা কমিয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। ইহার উপর যদি বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় অধিক জমিতে পাটের চাষ হয় এবং গত বৎসরের ন্যায় এবার যদি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ফসলের কোন ক্ষতি না হয় তাহা হইলে পাটচাষীর কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই মারাত্মক আশঙ্কা দেখিয়াও বাঙ্গলা সরকার এবার পাট চাষ কমাইবার পক্ষে কোন আন্দোলনই করিতেছেন না। অবশ্য সরকারী প্রচার কার্য্যের ফলে পাটের চাষ কমিবে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এবার কেন যে প্রচারকার্য্য হইতে পর্য্যন্ত বিরত রহিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই রহস্যময়। ইহার পশ্চাতে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের সমর্থক শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের কোন প্রভাব রহিয়াছে কি?

পাটচাষে লাভ-ক্ষতি

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতি (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ) সম্প্রতি তুলা ও ইক্ষুর উৎপাদন খরচা সম্বন্ধে তদন্তকালে আনুষঙ্গিকভাবে রাজসাহী ও বগুড়া জেলার ছয়টি গ্রামের ৮ কিত্তা জমিতে পাটের চাষের লাভালাভ সম্বন্ধে একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির সিদ্ধান্ত এই যে প্রতি একর জমিতে ১২·৪৬ মণ (তিন বৎসরের গড়পরতা হিসাব) পাট হয় এবং প্রতি মণ ৪।৴১১ পাই হিসাবে কৃষক এই পাটের জন্য ৫৭॥/৬ পাই মূল্য পায়। অথচ এই পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকের খরচা হয় ৩২৵৮ পাই। কাজেই প্রতি একর জমিতে পাটের চাষের জন্য কৃষকের লাভ হয় ২৫।৵১০ পাই এবং প্রতি

মণে লাভ হয় ২/১ পাই। কৃষি গবেষণা সমিতি কৃষকের খাই খোরাকী, মজুরীর হার, বীজশস্যের মূল্য ইত্যাদি কি হারে ধরিয়া পাটের উৎপাদন ব্যয় উপরোক্তভাবে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু উঁহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক এবং পাটের জন্য কৃষক প্রতি মণে ৪।৵১১ পাই মূল্য পায় এরূপ ধরিয়া লইলেও কি বর্ত্তমান মূল্য অনুযায়ী পাটের চাষ লাভজনক—একথা বলা চলে? গত ১৯২৯ সালে মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক একর জমি ক্রয় করিতে কৃষকের ৫ শত টাকা হইতে এক হাজার টাকা প্রদান করিতে হইত। শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হিসাবে এই টাকার সুদই দাঁড়ায় বৎসরে ৩০ হইতে ৬০ টাকা। উহার উপর জমিদারের খাজানা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাটের চাষ করিয়া কৃষক যদি প্রতি একর জমি হইতে ২৫।৵১০ পাইয়ের বেশী লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার উপায় কি? ইদানীং পাটের ন্যায্য মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য দেশে বিশেষভাবে আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কিনা জানিনা কেন্দ্রীয় জুট কমিটী পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পাটের চাষ হইবার আয়োজন হইতেছে বলিয়া দেশবাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছেন। বর্ত্তমানে কৃষি গবেষণা সমিতির তরফ হইতে পাটের চাষ লাভজনক হইতেছে বলিয়া প্রমাণ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহাও পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের ভাগ্যচক্র লইয়া খেলা করিবার ক্ষমতা হাতে লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোয়ালিশনী দল আইন প্রণয়ণের ব্যাপারে একটু অত্যধিক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। উঁহাদের সম্মুখে জমিদার, মহাজন, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় সমস্তই কাবু হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিবার ফলে কোয়ালিশনী ঘোড়া এখন ইউরোপীয়দের স্বার্থের উপর হোচট খাইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রস্তাবিত বঙ্গীয় মহাজনী আইন হইতে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ব্যবসা প্রতিষ্টান প্রভৃতি কাহাকেও রেহাই না দিবার সঙ্কল্প করার ফলে ইউরোপীয় দল উঁহাদের লাগাম কষিয়াছেন এবং দলের সওয়ারগন আমতা আমতা করিয়া বলিতেছেন যে ইউরোপীয়দের আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শেষ পর্য্যন্ত উহাতে একটু সুফল হইতে পারে এবং কোয়ালিশনী দলের আইন প্রণয়নে অত্যুগ্র উৎসাহ একটু মন্দীভূত হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্য দিয়া উহা অপেক্ষাও বড় সুফল আমরা প্রত্যাশা করিতেছি। উহা হইতে কোয়ালিশনী দলের ক্ষমতার দৌড় কত এবং পাটের ন্যায় যে সমস্ত ব্যাপারে ইউরোপীয়দের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত সেই সব ব্যাপারে উঁহারা দেশের কতটা হিতসাধন করিতে পারিবেন তৎসম্বন্ধে দলের নির্ব্বাচকগন ওয়াকিবহাল হইতে পারেন। এজন্য মহাজনী আইনের শেষ পর্য্যন্ত কি পরিণতি ঘটে তাহা দেখিতে আমরা ঔৎসুক্যভরে অপেক্ষা করিতেছি।

মন্ত্রীদের বেতনের হার

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীগণ বেতন, ভাতা, রাহাখরচ ইত্যাদি হিসাবে বৎসরে কত টাকা গ্রহণ করেন তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের প্রত্যেক মন্ত্রী বৎসরে ৪৫ হাজার ৭৫৫ টাকা এবং বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্ত্রী বৎসরে ৩৭ হাজার ৫০৮ টাকা করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস শাসিত ও কংগ্রেসী প্রভাব-পুষ্ট প্রদেশ সমূহের মন্ত্রীগণ বৎসরে ৯ হাজার ৪৪৩ টাকা হইতে ১৪ হাজার ৫০ টাকা করিয়া বেতন, ভাতা, রাহাখরচ ইত্যাদিতে গ্রহণ করিতেছেন। এই একটী মাত্র ব্যাপার হইতে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী প্রদেশসমূহের মন্ত্রীমণ্ডলের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই হিসাব হইতে একথা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মন্ত্রীগণ মন্ত্রীত্বকে জনসেবার একটা পন্থা বলিয়া মনে করিয়া যথাসম্ভব অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতেছেন। পক্ষান্তরে অকংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রীবর্গ মন্ত্রীত্বকে একটা অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদিগকে অত্যধিক হারে বেতন দিবার উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া প্রায় সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীদের বেতনের পরিমাণ যে প্রকার উচ্চ হারে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা এই দরিদ্র দেশের পক্ষে দুর্ব্বহ। মন্ত্রীগণ যদি একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বল্প বেতনে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে অন্য সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীদের বেতনের হার হ্রাস করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই জন্যই কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীবেতনের হার অত্যন্ত কম করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে এই নীতি অনুসৃত হয় নাই। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসে ৬২২ টাকা, পোল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মাসিক ১৫৬০ টাকা বেতন পান, কানাডার মন্ত্রীগণ মাসে ৩৩৭৫ টাকা বেতনে সন্তুষ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী মাসে ৩৮৮৮ টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমেরিকার মত দেশের মন্ত্রীগণের বেতন মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা অপেক্ষাও কম। ঐ সব দেশের অধিকাংশই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের তুলনায় বহুগুণ সমৃদ্ধ। এই সব দেশের মন্ত্রীগণকে যে প্রকার বিপুল দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে হয় তাহার তুলনায় ভারতীয় মন্ত্রীদের কাজ ছেলেখেলা মাত্র। উহা সত্বেও বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মন্ত্রীগণ বৎসরে ৩৭ হাজার ৫ শত টাকা হইতে ৪৭ হাজার ৭ শত টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেছেন। জনসেবার উহাই কি আদর্শ?

খাজানা না দিবার মনোভাব

বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ স্থানে প্রজা সাধারণের মধ্যে ভূম্যধিকারীগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য খাজানা না দিবার একটা মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্য গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব কম নহে। গত দুই বৎসর ধরিয়া গবর্ণমেন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দেশের অন্য সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থের উপরে প্রজার স্বার্থরক্ষাই যে তাঁহাদের কাম্য একথা বহুবার ঘোষণা করিতেছেন। অধিকন্তু ঋণসালিশী বোর্ড সমূহ যে ভাবে মহাজনগণকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করা কোন কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। উহার ফলে দেশের নিরক্ষর প্রজাসাধারণের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের আমলে তাহাদিগকে কোনও প্রকার দেনাই শোধ করিতে হইবে না। এই ব্যাপারে মোল্লা মৌলবীগণ এবং তথাকথিত কৃষক কর্ম্মী সমূহও ইন্ধন জোগাইতেছে। ফলে সর্ব্বত্রই ভূম্যধিকারীর খাজনা বন্ধের একটা মনোভাব দেখা যাইতেছে। প্রজাসাধারণ যদি এই ভাবে খাজানা না দেয় তাহা হইলে বাঙ্গলার কোন ভূম্যধিকারীই সরকারী রাজস্ব দাখিল করিতে সমর্থ হইবেন না এবং খাস মহালেও গবর্ণমেন্টের পক্ষে খাজানা আদায় করা অসম্ভব হইবে। বাঙ্গলা সরকারের আয়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ভূমি রাজস্ব বাবদ আসিয়া থাকে। এই আয় বন্ধ হইলে বাঙ্গলা

সরকারকে দেউলিয়া হইতে হইবে। এই অবস্থায় কৃষকের উপরোক্ত প্রকার মনোভাব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংও একটু বিচলিত হইয়াছেন এবং বাঙ্গলার একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী কৃষকগণকে এই প্রকার মনোভাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি সুন্দরবনের ভূম্যধিকারী সভার সভাপতি ডাঃ এস সি লাহাও প্রজাসাধারণের উপরোক্তপ্রকার মনোভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া উহার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার কার্য্যের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রজাগণ যখন দেখিতে পাইতেছে যে খাজানা না দিলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভূম্যধিকারীগণ তাহাদের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতে সমর্থ হইতেছেন না তখন খাজানা দেওয়া উচিত—একথা বলিলেই যে তাহারা খাজানা পরিশোধে সম্মত হইবে সেই আশা কম। তবে তাহাদিগকে যদি একথা দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দেওয়া হয় যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিলেই খাজানা দিতে হয় এবং রুষিয়ার ন্যায় সমাজতন্ত্রবাদী দেশেও প্রজাকে উচ্চহারে খাজানা (যদিও এই খাজানা টাকার হিসাবে গ্রহন না করিয়া ফসলের একটা অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়) দিতে হইতেছে তাহা হইলে কিছু সুফল হইতে পারে। কিন্তু প্রজা সমাজের সর্ব্বস্তরে যে বিষ সংক্রমিত হইয়াছে তাহাতে এই ধরণের প্রচার কার্য্যেও সুফল পাইতে অনেক সময় লাগিবে।

নূতন বীমা আইন

নূতন বীমা আইন কোন তারিখ হইতে বলবৎ হইবে তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা এতদিন পরে অবসান হইল। গত ১লা এপ্রিল তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১লা জুলাই হইতে দেশের উপর নূতন বীমা আইন বলবৎ হইবে। নূতন বীমা আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক বিগত ১৯৩৪ সালে শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ৫ বৎসরকাল ধরিয়া এই আইন সম্বন্ধে দেশে তুমুল বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে। উহার ফলে নূতন আইন বলবৎ করিবার পূর্ব্বেই পুনরায় উহাকে সংশোধন করিয়া আর একটী আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। ভারতবর্ষে আইন প্রণয়ণের ইতিহাসে উহা এক অভিনব ব্যাপার। যাহা হউক এতদিন পরে নূতন আইনটী দেশে বলবৎ হওয়ার উপক্রম হইল। এই আইনে বীমা কোম্পানী সমূহের উপর অনেক কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থের দিক হইতে অনেক নূতন বিধান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বীমা ব্যবসায়ে বীমা কোম্পানীর পরিচালক ও অংশীদারের সহিত বীমাকারীর স্বার্থের মূলতঃ কোন সংঘর্ষ আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা বীমা কোম্পানীর পক্ষে হিতকর তাহা পলিসি গ্রাহকের পক্ষেও মঙ্গলদায়ক। দুঃখের বিষয় যে নূতন আইনে বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা বিষয়ক অনেকগুলি বিধানের বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানী সমূহের পরিচালকদের তরফ হইতে যে আপত্তি হয় তাহা হইতে সাধারণের মনে বীমা কোম্পানী ও বীমাকারী এই উভয়ের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহ যদি নূতন আইনটীর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা লক্ষ্য করিয়া বিশ্বস্তভাবে উহাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তাহা হইলে সাধারণের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইবে। নূতন আইনটী কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পর উহা যদি বীমা কোম্পানীর অথবা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে অহিত-জনক বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে উহার পুনরায় সংশোধনের প্রস্তাবে বীমাকারীদের তরফ হইতে কোন আপত্তিই হইবে না।

ভারতে বিদেশী মূলধন

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস পক্ষের তরফ হইতে একটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাবের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে এবং আগামী ১২ই এপ্রিল তারিখে এই প্রস্তাব লইয়া আলোচনা উঠিবে আশা করা যাইতেছে। প্রস্তাবটীতে ভারতে বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত কোম্পানী বা ব্যবসাপ্রতিষ্টানের মূলধনের অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে না এবং যে সমস্ত কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবোর্ডে ভারতীয়দের মধ্য হইতে অধিকাংশ সদস্য গ্রহণ করা হইবে না সেই সব কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বড়লাটকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সমস্যাটী ভারতবর্ষে নূতন নহে। বিগত ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষে সংরক্ষণনীতি বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্সটারনেল ক্যাপিটেল কমিটি নামে যে কমিটী বসে তাহাতে ভারতবাসীর তরফ হইতে দাবী জানান হইয়াছিল যে ভারতে বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের মূলধনের অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য ভারতবাসীর মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। উহার ফলে ভারতে সংরক্ষণনীতি বলবৎ হইবার পর বিদেশীর মূলধনে বহু সংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও উহার কোন বিরাম দেখা যাইতেছে না। এই ব্যবস্থায় ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্য ভারভবাসী যে স্বার্থত্যাগ করিতেছে কেবল তাহার সুফলেরই অধিকাংশ বিদেশীগণ ভোগ করিতেছে না ভারতে বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেশলাই সাবান প্রভৃতির কারখানাসমূহ ভারতবাসীর পরিচালিত অনুরূপ কারখানা সমূহকে অবৈধ প্রতিযোগিতা দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দল উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রস্তাব পাশ হইলে বড়লাট যে তাহা মানিয়া লইবেন তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইলে ভারত শাসন আইনের ১১১ ধারা মতে কোন বৃটীশ কোম্পানীর উপর উপরোক্ত প্রকার সর্ত্ত জারী করিবার পক্ষে ভারত সরকার অথবা কোন প্রাদেশিক সরকারের কোন অধিকারই থাকিবে না। সুতরাং পরিষদের কংগ্রেসী দলের উপরোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা কোন উৎসাহবোধ করিতেছি না। ভারতবাসী যদি বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল অথবা ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূলে সংশোধন করিতে পারে তাহা হইলেই বিদেশী মূলধনের মারফতে ভারতবর্ষের শোষণের পথ বন্ধ হইবে। কিন্তু বিদেশীগণ এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন খাটাইয়া বৎসরে কমপক্ষে ৪০ কোটী টাকা লাভ করিতেছে। তাহারা এই বিপুল পরিমাণ লাভের পন্থা পরিত্যাগ করিতে সহজে রাজী হইবে কি ?

চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষ হইতে সব চেয়ে অধিক টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে চায়ের স্থান তৃতীয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৪৪ কোটী টাকা মূল্যের পাট ও পাটজাত জিনিষ, ৩৮ কোটী টাকা মূল্যের তুলা ও কাপড় এবং তাহার পরেই ২৪ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা মূল্যের চা-বিদেশে রপ্তানী হয়। চা শিল্পে ভারতবাসীর কোটী কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং এই শিল্পের মারফতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থান হইতেছে। এক কথায় ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষেত্রে চায়ের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। বিশেষতঃ আসাম ও বাঙ্গলা দেশেই ভারতে উৎপন্ন চায়ের বেশীর ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য চা-শিল্পের সহিত বাঙ্গলা দেশ ও আসামের স্বার্থ আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইদানীং নানা দিক দিয়া ভারতীয় চা শিল্পে মন্দা সূচিত হইতেছে। সম্প্রতি ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গত জানুয়ারী মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ঐ মাসে ভারতবর্ষ হইতে চায়ের রপ্তানী গত ডিসেম্বরের তুলনায় ১ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া ২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে কোন মাসে ভারতবর্ষ হইতে এত কম পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম হইতে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দশ মাসের হিসাব হইতেও চা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সান্ত্বনা লাভ করা যায় না। কেননা এই দশ মাসে গত বৎসর দশ মাসের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে চায়ের রপ্তানী দেড় কোটী পাউণ্ড বেশী হইলেও এবার দশ মাসে চা রপ্তানী বাবদ ভারতবর্ষ গত বৎসরের তুলনায় ১ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছে। অর্থাৎ গত বৎসর বিদেশের বাজারে ভারতীয় চা যে দরে বিক্রয় হইয়াছিল এবার তাহা সেরূপ দরে বিক্রয় হইতেছে না।

ভারতীয় চায়ের মূল্যহ্রাস এবং ইদানীং উহার রপ্তানী হ্রাসের প্রধান কারণ মজুদ চায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিদেশের বাজারে অভারতীয় চায়ের প্রতিযোগিতা এবং আমেরিকাতে চায়ের কাটতি হ্রাস। লণ্ডনের টি ব্রোকার্স এসোসিয়েশন সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পৃথিবীর বিভিন্ন চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহে ১৮ কোটী ৯৪ লক্ষ পাউণ্ড চা মজুদ ছিল। ১৮৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ কোটী ৬৭ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু বর্ত্তমান ১৯৩৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১ কোটী ৫ লক্ষ পাউণ্ড। এই ভাবে মজুদ চায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চায়ের বাজারে যে অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই।

বিদেশের বাজারেও ভারতীয় চা বর্ত্তমানে তেমনভাবে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় চায়ের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার ইংলণ্ড। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে ৩৩ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল তাহার মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ডেই ২৮ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হয়। কিন্তু গত ১৯৩৭ সালে যে স্থলে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ২৫ কোটী ৭৯ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৩৮ সালে ২৪ কোটী ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বর্ত্তমানে ভারতীয় চায়ের তুলনায় সিংহলের চা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ ১৯৩৭ সালের তুলনায় ভারতীয় চা ১ কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড কম ব্যবহার করিয়াছে এবং এই বৎসরে ইংলণ্ডের লোক সিংহলের চা ২ কোটী ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড বেশী ব্যবহার করিয়াছে। ইংলণ্ডে গত বৎসর হইতে ভারতীয় চায়ের উপর আমদানী শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে ৪ পেনী হইতে ৬ পেনীতে নির্দ্ধারিত করা উহার কারণ হইতে পারে না। কেননা কেবল ভারতীয় চায়ের উপরই এই ভাবে শুল্ক বৃদ্ধি হয় নাই—বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সিংহল প্রভৃতি চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহ হইতে রপ্তানী চায়ের উপরও এই শুল্ক সমভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

আমেরিকার বাজারে চায়ের কাটতি হ্রাসও ভারতীয় চায়ের বাজারে মন্দার অন্যতম কারণ। গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৯ কোটী ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড চা আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে উহা কমিয়া ৮ কোটি ১৩ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় চায়ের রপ্তানী ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাও উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় চায়ের রপ্তানী ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। ভারতীয় চা ইংলণ্ড ঘুরিয়া তৎপর উহা আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয় একথা স্মরণ রাখিলে বলা চলে যে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে অনেক কম পরিমাণে 'ভারতীয় চা' কাটতি হইয়াছে। বিদেশের বাজারে ভারতীয় চায়ের এই প্রকার পশ্চাদপসারণ শুভলক্ষণ নহে। বিশেষতঃ বৃটীশ গবর্ণমেন্টের আগামী বাজেটে আমদানী চায়ের উপর পুনরায় শুল্কের হার বৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা নাই এরূপ বলা যায় না। তারপর যদি ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহা হইলেও ইংলণ্ডে চায়ের রপ্তানী কমিয়া গিয়া ভারতীয় চায়ের বাজারে অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। মোটের উপর বর্ত্তমানে মজুদ চা, চায়ের রপ্তানী ও অন্যান্য দিকে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে চা শিল্পের অবস্থা খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না।

প্রসঙ্গতঃ আমরা বলিতে চাই যে ভারতীয় চা শিল্পকে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার সমস্যা শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে চায়ের প্রচলন বৃদ্ধির সমস্যার সহিত জড়িত। এদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় চায়ের ব্যবহার কিছুই প্রচলন হয় নাই। তবে ভারতীয় টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের প্রচার কার্য্যের ফলে ইদানীং ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে চায়ের প্রচলন অনেক বেশী হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য যে প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার ফলে চায়ের ব্যবহার আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। কিন্তু যে স্থলে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৪৩ কোটী পাউণ্ডের মত চা উৎপন্ন হয় সেই স্থলে এদেশে এখনও ৯ কোটী পাউণ্ডের বেশী চা ব্যবহৃত হইতেছে না। অথচ এদেশে উৎপন্ন চায়ের বেশীর ভাগই দেশের ভিতরে ব্যবহৃত হইতে পারে। উহা হইতে ভারতবর্ষের বাজারে ভারতীয় চায়ের পক্ষে প্রচার কার্য্য আরও জোরের সহিত চালাইবার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

জাহাজী ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

ভারতবর্ষের জাহাজী ব্যবসায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের বর্ত্তমান বৎসরের সভাপতি এবং সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ জি, এল, মেটা যত অধিক প্রচারকার্য্য করিয়াছেন তেমন আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় বাঙ্গলা দেশে জাহাজী ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং এই ব্যবসায়ের মারফতে কত বিভিন্ন প্রকার দায়িত্বপূর্ণ পদে বাঙ্গালী যুবকদের অন্নসংস্থানের পথ রহিয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তজ্জন্যই বাঙ্গলা দেশ বিশেষভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিবে। বাঙ্গলা দেশে ইদানীং সংবাদপত্রাদিতে জাহাজী ব্যবসা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা সুরু হইয়াছে। কিন্তু জাহাজ পরিচালনা, জাহাজের কল কব্জার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, জাহাজ হইতে বেতারবার্ত্তা প্রেরণ, জাহাজ নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের ব্যবহারিক জ্ঞান একপ্রকার কিছুই নাই বলিলে চলে। অতীতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প এবং দেশবিদেশে পণ্য সম্ভার লইয়া জাহাজযোগে যাতায়াতের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের যে কর্ম্মপ্রবণতা ছিল তাহা আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত। আধুনিককালে বাঙ্গলায় জাহাজী ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে যে সব চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে তৎসম্বন্ধেও দেশবাসী অজ্ঞ। ভবিষ্যতে বাঙ্গলার এই ব্যবসার কিরূপ প্রসার হইতে পারে তাহাও বাঙ্গালী কল্পনার মধ্যে আনিতে পারে না। এই কারণে সংবাদপত্রে জাহাজী ব্যবসা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহা বাঙ্গালী যুবকগণ একটা কেতাবী ব্যাপার বলিয়া মনে করে—দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের সহিত এই ব্যবসায়ের যে ঘনিষ্ট যোগ রহিয়াছে তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। মিঃ মেটার বক্তৃতায় জাহাজী ব্যবসা সম্পর্কে বাঙ্গলা দেশের এই নির্ব্বিকার ভাব বহুলাংশে বিদূরিত হইবে আশা করা যায়।

মিঃ মেটার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে বাঙ্গলা দেশের অভ্যন্তরে বার মাস জাহাজ চলিতে পারে এরূপ নদীপথের দৈর্ঘ্য ১৫ হাজার মাইল। বাঙ্গলার উপকূল হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ও ব্রহ্মদেশের উপকূলবর্ত্তী বন্দরে বৎসর বৎসর যে মালপত্রের আদান-প্রদান হয় তাহার পরিমাণ বিপুল। তারপর বাঙ্গলার বন্দর সমূহ হইতে ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশেও বিপুল পরিমাণ মাল ও বহুসংখ্যক যাত্রী জাহাজযোগে পারাপার হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কি দেশের অভ্যন্তরস্থ নদীপথ সমূহে, কি উপকূল বাণিজ্যে এবং কি ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্যে কোথাও বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই। একমাত্র দেশের অভ্যন্তরস্থ নদীপথে ২১টি বাঙ্গালী জাহাজ কোম্পানী মালপত্র ও যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে। কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর তুলনায় উহাদের স্থান অতি নগণ্য। মিঃ মেটা বলেন যে বাঙ্গালী যদি জাহাজী ব্যবসায়ে তাহার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে তাহা হইলে জলপথে যাত্রী ও মাল প্রেরণের সুব্যবস্থা হইয়া কেবল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যেরই উন্নতি ঘটিবে না—উহার ফলে জাহাজের কাপ্তেন ও তাঁহার অধীনস্থ অফিসার সমূহ, জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার, জাহাজ হইতে বেতারবার্ত্তা প্রেরক ইত্যাদি হিসাবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর উচ্চ বেতনের চাকুরী জুটিতে পারে। অধিকন্তু বাঙ্গালী যদি তাহার নিজের জাহাজবহর সৃষ্টি করিতে পারে তাহা হইলে বিদেশী কর্ত্তৃক জলপথে বাঙ্গলা দেশ আক্রমিত হইলে বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব জাহাজের সাহায্যে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেও সমর্থ হইবে।

কিন্তু মাত্র এই সব কথা বলিলেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান ব্যাপারে জাহাজী ব্যবসার সম্ভাবনার কথা বলা শেষ হয় না। জাহাজী ব্যবসা যেমন জলের উপরে জাহাজের মধ্যে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সেইরূপ স্থলভাগেও উহা জীবিকা সংস্থানের বহু সুযোগ আনিয়া দেয়। উহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে জাহাজ প্রস্তুত শিল্পের কথা উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের অতীত সাফল্য সম্বন্ধে মিঃ মেটা অনেক তথ্য সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে জাহাজ প্রস্তুত হইত, মোগল রাজত্বের আমলে চট্টগ্রাম জাহাজ নির্ম্মাণের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল, কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান আলেকজাণ্ড্রিয়ার তুলনায় ঢাকাতে প্রস্তুত জাহাজ অধিকতর সস্তা বলিয়া বাঙ্গলা হইতে জাহাজ কিনিয়া লইয়া যাইতেন, ১৮০০ সালের সম সময়ে কলিকাতা বন্দরে ৩০ হাজার টনের ভারতীয় জাহাজ মালপত্র লইয়া সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত—এই সব কথা বর্ত্তমানে স্বপ্নের মত বলিয়া মনে হয়। আজ বিদেশী বাষ্পচালিত জাহাজের প্রতিযোগিতায় এবং ইংলণ্ডের বন্দর সমূহে ভারতীয় জাহাজের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করিবার ফলে বাঙ্গলার অন্য বহুবিধ শিল্পের ন্যায় জাহাজী শিল্পও বিনষ্ট হইয়াছে। অথচ জাহাজ প্রস্তুতের উপযোগী ইস্পাত, কাঠ প্রভৃতি জিনিষ বাঙ্গলার আশপাশে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে বাঙ্গলা দেশ এখনও জাহাজ প্রস্তুত শিল্পের একটী আদর্শ স্থান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাঙ্গলায় যদি এই শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা হইলে ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি প্রভৃতি কত লোকের যে কাজের সংস্থান হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গলায় জাহাজী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইলে স্থলভাগে জাহাজী আফিস, শুল্ক বিভাগের আফিস, পোর্ট কমিশনারের আফিস, জাহাজী বীমার আফিস প্রভৃতিতে এবং সার্ভেয়ার, দালাল, পাইলট ইত্যাদি হিসাবেও দায়িত্বপূর্ণ পদে অগণিত বাঙ্গালীর কর্ম্ম সংস্থানের পথ হইতে পারে।

মিঃ মেটা জাহাজী ব্যবসা ও এই ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবসা ও শিল্পে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কতদিনে সফল হইবে এবং কোন দিন তাহা সফল হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন। এই ব্যাপারে বিদেশী জাহাজী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধাচরণ বাঙ্গলার অগ্রগতির মধ্যে প্রধান বিঘ্ন। জাহাজী ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যে শিক্ষাদীক্ষা ও মূলধনের প্রয়োজন তাহাও বাঙ্গলা দেশের এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়ার আশাও সুদূরপরাহত। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে জাহাজী ব্যবসায়ে বাঙ্গালীকে যদি তাহার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে পর্ব্বত প্রমান বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী যদি মনশ্চক্ষে জাহাজী ব্যবসায়ের বিরাট রূপ কল্পনা করিতে পারে তাহা হইলে একদিন না একদিন এই বাধা অতিক্রান্ত হইবেই। মিঃ মেটার বক্তৃতা বাঙ্গালীর মনে এই কল্পনাকেই জাগ্রত করিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবে।

বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলন

সম্প্রতি বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের গত ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা অনেক বিষয়েই নিরাশ হইয়াছি। কেননা এই বিবরণীতে কোন কোন দিক দিয়া সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও উহা হইতে সমগ্রভাবে দেশের সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কে কোন বিশেষ অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় না। একদিকে আর্থিক মন্দা ও অপরদিকে সমবায় বিভাগ পরিচালনার বহুবিধ ত্রুটী-বিচ্যুতির দরুণ গত কতিপয় বৎসরে বাঙ্গলায় সমবায় সমিতিগুলির নানারূপ দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহাতে এপ্রদেশে সমবায়ের প্রসার এবং উন্নতিও বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট সমবায় সমিতি সমূহের বিহিত উন্নতির জন্য কার্য্যকরি বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত এপ্রদেশের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে একটা নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হইবে এরূপ আশাই সকলে করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মামুলি ধরণের কতকগুলি মন্তব্য এবং বৈচিত্রহীন বিবরণ ছাড়া বর্ত্তমান রিপোর্টে এমন বিশেষ কিছু নাই যাহা কোনদিক দিয়া প্রকৃত ভরসার উদ্রেক করিতে পারে।

বাঙ্গলার ন্যায় কৃষি প্রধান ও দরিদ্র দেশে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে। দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকে যত অধিকতর সংখ্যায় উহাদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবে দেশের আর্থিক উন্নতি ততই সহজ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ২৫।২৬ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় একটি সরকারী সমবায় বিভাগ পরিচালিত হইয়া আসিলেও উহার মারফতে এপর্য্যন্ত এপ্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই হইতেছে না। অধিকন্তু যে মুষ্টিমেয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের পরিচালনা বিষয়েও নানারূপ গলদ খুবই সুস্পষ্ট। গত কতিপয় বৎসর আর্থিক দুর্দ্দশার জন্য আবার নূতন সমিতি রেজেষ্ট্রী করণের কাজ অনেকটা বন্ধ রাখা হইয়াছিল। এই অবস্থায় আলোচ্য বৎসরের রিপোর্টে নূতন সমিতির সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা অনেকটা সুখের বিষয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে বাঙ্গলায় সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৫২৯টি। আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২৪ হাজার ২২১টি দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে সমবায় সমিতি সমূহের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৫৮। সেই স্থলে আলোচ্য বর্ষে তাহা ৮ লক্ষ ৬১ হাজার ১৩৬ দাঁড়াইয়াছে। সমবায় বিভাগের রিপোর্টে এই বৃদ্ধির কথাটা খুব জোরে প্রচার করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের আয়তন ও লোক সংখ্যার দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই সংখ্যক সমবায় সমিতি ও উহাদের সদস্য সংখ্যা সামান্য বলিয়াই মনে হইবে। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ফলে আজ পর্য্যন্ত এপ্রদেশে হাজার করা মাত্র ১৫·৬ জন লোক সমবায় সমিতির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে ইহা কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক নহে।

এ প্রদেশের সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি তাহাদের প্রদত্ত ঋণের আসল ও সুদের টাকা আদায় করিতে না পারায় তাহাদের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আর উহাতে সমবায়ের অগ্রগতিও বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। কৃষকদের সঙ্গতি বুঝিয়া ফসল উৎপাদনের জন্য ও অন্য আয়বৃদ্ধি—কর কার্য্যের জন্য টাকা ধার দেওয়াই ঋণ প্রদান বিষয়ে সমবায় সমিতি সমূহের অবলম্বনীয় নীতি হওয়া উচিৎ। কিন্তু এপ্রদেশের সমিতিগুলি দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সেই নীতি রক্ষা করিয়া চলে নাই। অতীতে যথারীতি প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন বিচার না করিয়াই উহারা কৃষকদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা ধার দিয়াছে। ফলে বহু কৃষক বাজে কাজে অনেক টাকা ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দিনে গৃহীত ঋণের আসল দূরে থাকুক অনেক স্থলে তাহারা সুদের টাকাও রীতিমত পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। আর প্রদত্ত ঋণের টাকা এইভাবে আটক পড়িয়া যাওয়ায় প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিও স্বাভাবিকভাবে তৎসঙ্গে সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সমবায় বিভাগ গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাপ্তব্য ঋণ আদায় করিবার দিকে বিশেষ নজর দিয়া সমিতিগুলির অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার চেষ্টাই করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা সত্তেও এখন পর্য্যন্ত সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির বিপদ কাটিবার লক্ষণ বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেননা এখন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত সমিতির প্রদত্ত ঋণের টাকা বহুলাংশেই অনাদায়ী থাকিয়া যাইতেছে। এই দুরবস্থার জন্য সমবায় সমিতিগুলি এক্ষণে প্রথমতঃ নূতনভাবে ঋণ প্রদানের কার্য্য অনেক পরিমাণে স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমবায় সমিতিতে যে সকল লোক টাকা আমানত রাখিয়াছে, সমবায় সমিতিগুলি তাহাদের টাকাও প্রতিশ্রুতি মত পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। অনেক স্থলে নিয়মিতভাবে আমানতী টাকার সুদ প্রদানও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার প্রতিকার নিমিত্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সমবায় বিভাগ হইতে আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্যদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও তাহাদের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। স্থির হইয়াছে এই তদন্তের ফল দৃষ্টে সমবায় বিভাগ প্রথমতঃ কৃষকদের সঙ্গতি বিচার করিয়া প্রাপ্তব্য ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিবেন এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষকদিগকে দীর্ঘ দিনের কিস্তিবন্দীহারে ঐ ঋণ পরিশোধের সুযোগ দিবেন। সমবায় সমিতিগুলি বর্ত্তমানে যে স্থলে পুরাতন ঋণ আদায় করিতে না পারিয়া একটা অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সে স্থলে নূতন ভাবে তাহাদিগকে কার্য্য আরম্ভ করার সুযোগ দেওয়াই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান আর্থিক অসচ্ছলতা যে আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমবায় বিভাগ তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত কি পন্থা অবলম্বন করিবেন বর্ত্তমান রিপোর্ট হইতে তাহা কিছু বুঝা যাইতেছে না। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির হাতে বর্ত্তমানে উপযুক্ত পরিমাণে কার্য্যকরী মূলধন নাই। সে কারণে তাহাদের পক্ষে নূতন ঋণ প্রদানের কার্য্য চালান কঠিন হইতেছে। অধিকন্তু তাহারা আমানতকারীদের টাকাও পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় যদি আজ তাহাদিগকে পূর্ব্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা বহুলাংশে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং বাকী অংশ যদি দীর্ঘদিনের কিস্তিবন্দীহারে গ্রহণ করিতে হয় তবে তাহারা বর্ত্তমানে কার্য্য চালাইবার জন্য ও

আমানতকারীদের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ অর্থ কোথায় পাইবে তাহার বিবেচ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহে দেশের অনেক স্বল্প আয়-বিশিষ্ট গৃহস্থ এমন কি দুস্থ বিধবার অর্থ আমানত রহিয়াছে। আজ যদি কোনরূপে আমানতী টাকা মারা যায় তবে একদিকে যেমন উহাদের ভয়ানক ক্ষতি হইবে তেমনই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উপরও লোকের আস্থা একেবারে লোপ পাইবে। কাজেই কোন অবস্থায়ই আমানতকারীদের ন্যায্য দাবী বাতিল করিবার কিংবা তাহাদের পাওনা হ্রাস করিবার কোন প্রস্তাবই সঙ্গত হইবে না। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে আমানতকারীদের পাওনা মিটাইতে পারে এবং নূতন ভাবে ঋণ প্রদানের কার্য্য চালাইতে পারে তজ্জন্য তাহাদের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি আসল ও সুদের টাকার জন্য জামীন থাকিয়া প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নামে উপযুক্ত পরিমাণ টাকার ডিবেঞ্চার বাহির করিবার ব্যবস্থা করেন তবেই এ বিষয়ে একটা উপায় হইতে পারে। আমাদের মতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেকার সঞ্চিত ঋণভার মোচন, নূতন জমি ক্রয় ও হস্তস্থিত জমির উন্নতি বিধান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কৃষকদের দীর্ঘ মিয়াদী নূতন ঋণের প্রয়োজন। আর তাহা কেবল জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতেই সরবরাহ করা সম্ভবপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ছোটখাট ধরণের ৫টি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়াইবার দিকে যেমন কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। তেমনই চলতি ব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্যধারা প্রয়োজনানুরূপ প্রসারিত করা সম্বন্ধেও আগ্রহ তৎপরতার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইতেছে। এদিকে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরি মূলধন কম বলিয়া কৃষকদের নূতন ঋণের দাবী তাহারা বড় কিছুই মিটাইতে পারিতেছে না। সমবায় বিভাগের বর্ত্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায় আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট কৃষকদের তরফ হইতে ১৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৮৩ টাকার ঋণের জন্য মোট ৩ হাজার ৬২৩টি আবেদন আসিয়াছিল। ঐ আবেদনগুলির মধ্যে মাত্র ১ হাজার ১৩৮টি আবেদন গৃহীত হয় এবং তৎবাবদ ৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার ঋণ দেওয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ঋণ প্রদান করা হয় মাত্র ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৬৮ টাকা। যে প্রদেশে বর্ত্তমানে কৃষি-ঋণের বোঝা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সেই প্রদেশে বাৎসরিক এই সামান্য পরিমাণ নূতন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থায় কি সুফল আশা করা যাইতে পারে?

বাঙ্গলার সমবায় সমিতি সমূহের একটি বিশেষ গলদ এই যে মূলতঃ কেবল টাকা দাদনের কার্য্যেই উহাদের অধিকাংশেরই কাজ সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলায় কৃষকদের হাতে কৃষিকার্য্য চালাইবার উপযোগী মূলধনের যেরূপ অভাব এবং মূলধনের এই অভাবের সুযোগে দেশের মহাজনশ্রেণী অতীতে টাকা কর্জ্জ দিয়া যেরূপ চড়া সুদ আদায় করিয়াছে তাহাতে সমবায় সমিতির মারফতে অল্প সুদে কৃষিঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাই কেবল সমবায় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নহে। এদেশে কৃষকদের হস্তস্থিত জমির পরিমাণ যেরূপ কম এবং নানাবিষয়ে অব্যবস্থা চলিতে থাকার দরুণ তাহাদের আয়ের সংস্থান যেরূপ সীমাবদ্ধ তাহাতে কেবলমাত্র অল্পসুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সমবায় আন্দোলন লোকের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হইয়া উঠিবে না। কাজেই প্রয়োজনমত ঋণ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় সমিতিগুলিকে আজ কৃষকের আয়বৃদ্ধিকর যাবতীয় সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচব্যবস্থা, উন্নত ফসলের বীজ সরবরাহ, প্রয়োজনানুরূপ যন্ত্রপাতির যোগান এবং অপরদিকে উৎপন্ন ফসল লাভজনকভাবে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি দ্বারা কৃষকের আয় বাড়ান যাইতে পারে। দেশের সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যধারা যদি সেবিষয়ে প্রসারিত করা হয় তবে একদিকে যেমন কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে অপরদিকে তেমনই সমবায় সমিতিগুলির পক্ষেও তাহাদের প্রদত্ত ঋণের টাকা সহজে আদায় করার সুবিধা হইবে। এদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত অগ্রগতি সাধন করিতে হইলে এখন হইতে সেইরূপ দূরদর্শীতা নিয়া তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে যে একটী নূতন সমবায় আইন পাশ করাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফলপ্রদ হয় তাহা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পৃথিবীতে এলুমিনিয়ামের উৎপাদন

লণ্ডনের এলুমিনিয়াম ইনফরমেশন বুরো হইতে প্রকাশিত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৮ সালে পৃথিবীতে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন (Long Ton) পরিমাণ এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৭০০ টন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইয়াছিল। সে হিসাবে এবার এলুমিনিয়ামের উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বেশী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, জাপান ও রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্যরূপ বেশী পরিমাণ এলুমিনিয়াম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে রাশিয়া ৪৬ হাজার টন এলুমিনিয়াম ব্যবহার করিয়াছিল; ১৯৩৮ সালে রাশিয়া ৪৮ হাজার টন এলুমিনিয়াম উৎপাদন করে। তাহা ছাড়া বিদেশ হইতেও এলুমিনিয়াম আমদানী করে ১০ হাজার টন। কাজেই ১৯৩৮ সালে ঐ দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য এলুমিনিয়ামের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮ হাজার টন। ১৯৩৮ সালে কানাডায় একদিকে তামা, সীসা ও দস্তা প্রভৃতি ও অপরদিকে এলুমিনিয়ামের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কানাডা ১৯৩৭ সালে যে স্থলে ৪৩ হাজার ৩০৫ টন এলুমিনিয়াম রপ্তানী করিয়াছিল ১৯৩৮ সালে সেই স্থলে রপ্তানী করে ৫৭ হাজার ৭৯০ টন। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডই ছিল কানাডাজাত এলুমিনিয়ামের বড় খরিদ্দার। পৃথিবীর বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণের দিক দিয়া এলুমিনিয়াম বর্ত্তমানে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। এলুমিনিয়াম ব্যবহার ও উৎপাদনের দিক দিয়া জার্ম্মানী বর্ত্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংলণ্ড ও কানাডায়ই এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইয়া থাকে। একত্রে এই দুই দেশে উৎপন্ন এলুমিনিয়ামের পরিমাণ ৭৯ হাজার টন।

কৃত্রিম রেশম

সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নিলোন (Nylon) নামক একপ্রকার কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যাইতেছে অল্প সময়ের মধ্যে এই রেশম বাজারে বাহির হইবে। আমেরিকায় ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে কৃত্রিম রেশম সূতা প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই বৃহদাকার কারখানায় চাহিদামত অধিক পরিমাণে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন করা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের আমদানী

গত ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ চা আমদানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশ	১৯৩৭	১৯৩৮
হল্যাণ্ড	২,০০,০০০ পাউণ্ড	১১,০০০ পাউণ্ড
ইংলণ্ড	৯৪,১৩,০০০ „	২৬,৭১,০০০ „
বৃটিশ ভারত	১,০১,২৪,০০০ „	২,২১,৭৩,০০০ „
সিংহল	১,৯৯,৯৭,০০০ „	২,২১,৪৫,০০০ „
চীন	৭৪,০২,০০০ „	৬৫,০৬,০০০ „
নেদারল্যাণ্ড	১,৮৭,৯৪,০০০ „	২,০৬,৩৯,০০০ „
জাপান	২,৮৭,৪৬,০০০ „	১,৭০,৮৬,০০০ „
অন্যান্য দেশ	১,৪১,০০০ „	১,৪১,০০০ „
	মোট ৯,৪৮,১৭,০০০ „	৮,১৩,৭২,০০০ „

নূতন ধরণের তুলা

নিজাম গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সম্প্রতি হায়দারাবাদ রাজ্যে এক নূতন ধরণের তুলা প্রচলিত হইয়াছে। গাওরাণি ৬ নম্বর নামে পরিচিত এই শ্রেণীর তুলা অনেক বিষয়েই খুব উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইতেছে। প্রথমতঃ একর প্রতি উহার উৎপাদন বেশী এবং উহা দ্বারা বেশী অর্থাগম হয় বলিয়া কৃষকেরা অধিকতর পরিমাণে ঐ তুলার চাষেই যত্নপর হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই তুলা সাধারণ শ্রেণীর তুলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচ্ছন্ন ও ভাল সূতা উৎপাদনের উপযুক্ত বলিয়া কাপড়ের কলসমূহেও উহার সমাদর বাড়িয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে হায়দারাবাদ সরকারের নিকট হইতে বীজের যোগান পাইয়া ৪০ হাজার একর জমিতে এই তুলার চাষ করা হয়। তাহাতে মোট ৪ হাজার ৬০০ বেল তুলা উৎপন্ন হয় এবং ফলে সাধারণ তুলা বিক্রয় করিয়া যে অর্থাগম হইত সে তুলনায় এই নূতন ধরণের তুলা ব্যবসায়ীদের লক্ষাধিক টাকার বেশী আয় হইয়াছে। এই ফল দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালের মরশুমে ২ লক্ষ একর জমিতে গাওরাণি তুলা চাষের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বৃষ্টির জন্য আশানুরূপ জমিতে ঐ তুলার চাষ করা সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি ঐ মরশুমে কমপক্ষে ১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে ও ফলে ১০ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ আগামী মরশুমে যাহাতে ৩ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে গাওরাণি ৬ নম্বর তুলার চাষ হয় তজ্জন্য কৃষকদিগকে ঋণ হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ বীজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে সমবায়ের উন্নতি

মাদ্রাজ প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি একটি কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। স্যর টি, ভিজিয়ারাঘবাচারিয়া ও মিঃ টি, এ, রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার যথাক্রমে উক্ত কমিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটীকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে :—(১) সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন ও পরিচালনার বর্ত্তমান প্রণালী পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন কিনা? প্রয়োজন হইলে তাহা কিভাবে সাধিত হওয়া সম্ভব? (২) সমবায় সমিতি ও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মারফতে অধিকতর তৎপরতার সহিত কি ভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা হইতে পারে? (৩) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ কতদিনের মিয়াদে ঋণ দিবে তাহা নিরূপণ (৪) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের প্রদত্ত অনাদায়ী টাকা কি ভাবে আদায় করা যায় এবং ঋণের টাকার পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্কের হাতে জমি বাড়ী আসিলে তাহার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? (৫) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সহরের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে শিল্প বাণিজ্যে টাকা দাদন করা সঙ্গত কি না? সঙ্গত হইলে

তাহা কি ভাবে কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করা চলে? (৬) প্রাথমিক সমিতি-গুলির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে আড়ৎ বা গুদাম প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গতি ও সম্ভাবনা কিরূপ? (৭) প্রদত্ত ঋণের বদলে কি প্রকার বন্ধক ও জামীন গ্রহণ সঙ্গত? (৮) সমবায় প্রথায় পণ্য উৎপাদন সমিতি ও পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপনে সুবিধাজনক উপায় কি? (৯) সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্য পরীক্ষার সুব্যবস্থা কি হইতে পারে? (১০) সমবায় বিভাগে কৃষিবিভাগ ও শিল্প বিভাগের কার্য্যধারার ভিতর সমন্বয় সাধন করার উপায় কি? (১১) সর্ব্বসাধারণের ভিতর সমবায় শিক্ষা প্রচলনের সুবিধাজনক উপায় কি হইতে পারে? (১২) কৃষক ও শিল্পী কারিগরদের ভিতর সঞ্চয়ের রীতি কি ভাবে অধিক প্রচলন করা যায়?

ভারতে রাই ও সরিষার চাষ

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালের ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে রাই ও সরিষার চাষ করা হইয়াছে নিম্নে তৎসম্পর্কে দ্বিতীয় সরকারী বরাদ্দ উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৩৮-৩৯ (একর)	১৯৩৭-৩৮ (একর)
যুক্তপ্রদেশ	১,৯১,০০০	২,৬৬,০০০
পাঞ্জাব	৫,০৮,০০০	৭,৫৮,০০০
বাঙ্গলা	৭,৮৭,০০০	৭,৭০,০০০
বিহার	৪,৯৮,০০০	৫,১৮,০০০
আসাম	৪,০৭,০০০	৩,৯৭,০০০
সিন্ধু	১,২২,০০০	১,৪৮,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৬৮,০০০	৫৭,০০০
বোম্বাই	১৭,০০০	২১,০০০
উড়িষ্যা	২৬,০০০	২৫,০০০
দিল্লী	২,০০০	৪,০০০
আলওয়ার	২০,০০০	৪৫,০০০
বরোদা	১৩,০০০	১৯,০০০
হায়দারাবাদ	৮,০০০	৯,০০০
মোট	২৬,৬৭,০০০	৩০,৩৭,০০০

শিল্পে সরকারী সাহায্য

শিল্পে সরকারী সাহায্য (State Aid to Industries Act) আইন অনুযায়ী প্রতি বৎসর বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ শিল্প ব্যবসায়ের জন্য সাহায্যপ্রার্থীদের আবেদন বিবেচনা করিয়া থাকেন। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ঐরূপ সাহায্যের জন্য মোট ২৮টি আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর আবেদন পাওয়া গিয়াছিল ৪২৪টি। আলোচ্য বর্ষে বোর্ড অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টি আবেদন পরীক্ষা করেন। ইহার ভিতর ১৮টি আবেদনপত্র মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং ১৩টি আবেদন বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে রেশম, নিব, কলম, তাঁত, চামড়ার জিনিষ, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি শিল্প উৎপাদনের জন্য শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন অনুসারে ১৭ হাজার ৭৫০ টাকা ঋণ দান করা হইয়াছে। সাবানের কারখানা এবং জুতা তৈয়ারীর ব্যবসায়ের জন্য দুইজন আবেদনকারীকে মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

পাঞ্জাবের সেচ ব্যবস্থা

গত ২রা এপ্রিল ত্রিমু নামক স্থানে এমার্সন বাঁধের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চৌদ্দ মাস পূর্ব্বে পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার হারবার্ট এমার্সন ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে ঝঙ্গ, মুজাফরগর ও মুলতান জিলায় প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমিতে সর্ব্বকালের নিমিত্ত ও ৪ লক্ষ ৫২ হাজার একর জমিতে সাময়িকভাবে জল সিঞ্চন সম্ভব হইবে। যে সমস্ত অঞ্চলের জমি এতাবৎ ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার অনেক স্থানে এখন হইতে ফসল উৎপাদন সহজ হইবে। এমার্সন বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে পাঞ্জাবের অন্যান্য বাঁধের ন্যায় ইহাতে 'কংক্রিট'কেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। স্রোতজল বাঁধিয়া রাখিতে ইটের গাঁথনিই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে। এই বাঁধটির নির্ম্মাণ কার্য্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

ভারতে তিষির চাষ

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে দ্বিতীয় সরকারী বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৩৮-৩৯ (একর)	১৯৩৭-৩৮ (একর)
মধ্যপ্রদেশ	১৪,০৭,০০০	১৩,৩৯,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৩,০৯,০০০	২,৯৬,০০০
বিহার	৫,৬৮,০০০	৫,৮৭,০০০
বোম্বাই	১,১৫,০০০	১,০৮,০০০
বাঙ্গলা	১,৫৬,০০০	১,৩৭,০০০
পাঞ্জাব	২৭,০০০	৩০,০০০
উড়িষ্যা	৮,০০০	৮,০০০
হায়দরাবাদ	৪,৩৮,০০০	৪,৪৮,০০০
কোটা (রাজপুতনা)	১,০১,০০০	১,০৭,০০০
ভূপাল	৬৮,০০০	৫২,০০০
মোট	৩১,৯৭,০০০	৩১,১২,০০০

বড়লাট কর্তৃক অনুমোদিত আইন

'গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত সাতটি আইন সম্প্রতি বড়লাট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে—ডিসলিউসন অব্ মুস্লিম ম্যারেজেজ্ এ্যাক্ট (The Dissolution of moslem marriage Act), ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ ওয়েইট এ্যাক্ট (The Standards of weight Act), ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট সিপিং এ্যাক্ট (Indian merchant shipping Act), ইন্সিওরেন্স এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট (Insurance Amendment Act), ইণ্ডিয়ান পেটেণ্টস্ এণ্ড ডিজাইনস্ এ্যাক্ট (Indian Patents and Designs Act) ওয়ার্কম্যানস্ কম্পেনসেসন এ্যাক্ট (Workmen's Compensation Act), কটন গিনিং এণ্ড্ প্রেসিং ফ্যাক্টরিজ এ্যাক্ট (Cotton Ginning and Pressing Factories Act)।

মন্ত্রীদের মাহিয়ানা ও ভাতা

সম্প্রতি পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াত খাঁ এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করেন যে পাঞ্জাবের মন্ত্রীরা সরকারী তহবিল হইতে মাহিয়ানা ও ভাতা গ্রহণ করিতেছেন তাহা কংগ্রেসী প্রদেশ সমূহের মন্ত্রীদের গৃহীত টাকার তুলনায় কম। ইহার প্রতিবাদে লক্ষ্ণৌয়ের কংগ্রেস পার্টির আফিস হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন প্রদেশের গড়ে প্রত্যেক মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী সরকারী তহবিল হইতে বেতন ও ভাতা প্রভৃতিতে কি পরিমাণ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রকৃত হিসাব দিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। এই বিবৃতিতে প্রদত্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	প্রতিমন্ত্রী কর্ত্তৃক গৃহীত টাকা	প্রতি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী কর্ত্তৃক গৃহীত টাকা
পাঞ্জাব	৪৫,৭৫৫৲	৫,৬২৫৲
বাঙ্গলা	৩৭,৫০৮৲	—
যুক্তপ্রদেশ	১২,৩৮৩৲	৪,৭৪৫৲
মাদ্রাজ	১৩,৪৫০৲	৬,৮৫০৲
বিহার	১৪,০৫০৲	৪,৮০০৲
সিন্ধু	১৩,৪৫০৲	৪,২৬৬৲
উড়িষ্যা	১০,৭৭৫৲	৩,৭৩৩৲
মধ্যপ্রদেশ	৯,৪৩৩৲	—
আসাম	১১,৬৪৪৲	—

বৃটিশ সরকারের আর্থিক অবস্থা

গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে নানাদিক দিয়া বৃটিশ সরকারের মোট রাজস্ব বাবদ আয় হইয়াছে ৯২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। অপর দিকে তাহাদিগের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার পাউণ্ড। ফলে আলোচ্য বর্ষে মোট ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ড ঘাটতি হইয়াছে।

ভারত সরকারের দপ্তর

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে আগামী ২২শে এপ্রিল দিল্লীতে ভারত সরকারের দপ্তর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং ২৪শে এপ্রিল হইতে হইতে তাহা সিমলাতে খোলা হইবে।

শর্করা শিল্পে ভারতীয়ের কর্ম্ম সংস্থান

গত ৩০শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সরবরাহ ও নিয়োগ বোর্ডের উদ্যোগে মিঃ ডি পি খৈতান শর্করা শিল্পে ভারতীয়ের কর্ম্মসংস্থান সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণের বর্ত্তমান বেকার সমস্যার প্রতিকারের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যে অধিকতর আত্মনিয়োগ করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলিয়া আমি মনে করি না। বর্ত্তমানে জীবন ধারণের যে সংগ্রাম মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা একদিক দিয়া দেখিতে গেলে খুবই কল্যাণকর বলা চলে। জগতের উন্নতিশীল জাতিসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও কৃতকার্য্যতার মূলে জীবন সংগ্রামের প্রেরণাই দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই একজন আশাবাদী হিসাবে বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশা আমাদিগকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইবে বলিয়াই আমি মনে করি। গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষে শিল্পের দিক দিয়া যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, এই স্থানে তুলা জন্মিতে পারে, কিন্তু বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। ইক্ষু জন্মিতে পারে কিন্তু চিনি প্রস্তুত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে ভিন্ন দেশের প্রস্তুত চিনির উপর নির্ভর করিতে হইত। কেবলমাত্র জাভা হইতে চিনি ক্রয়ের জন্যই ১৫ কোটি টাকা দিতে হইত। বর্ত্তমানে বাহির হইতে চিনি ক্রয় করিবার কোন আবশ্যকতা ত নাইই অধিকন্তু অতিরিক্ত কিছু চিনি প্রস্তুতও সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে এই শিল্পে ২০ কোটি টাকা নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কৃষকদের দুরবস্থা অনেকটা দূর হইয়াছে। বাংলাদেশে ১২টি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগতের অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার কম। দেশবাসীর দারিদ্র্যই ইহার কারণ। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে চিনির চাহিদা বর্দ্ধিত হইবে। আর তাহাতে চিনি শিল্পের আরও প্রসারও অবশ্যই সাধিত হইবে। চিনি শিল্পে বহু শিক্ষিত যুবক আবশ্যক। চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের

প্রয়োজন। চিনির কারখানার সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে উহার রাসায়নিক বিভাগ ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে শত শত যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

ভুমি রাজস্ব সম্পর্কে কৃষকদের দাবী

গত ২২শে মার্চ্চ বঙ্গীয় কৃষক সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুত বঙ্কিম মুখার্জ্জি, শ্রীযুত রেবতী বর্ম্মণ ও আবদুল্লা রসুল বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কৃষক সভার পক্ষ হইতে বলা হয়—জমির মালিক অতীতে কৃষকই ছিল এ সম্পর্কে বহু নজীর রহিয়াছে। বর্ত্তমানে খাজনা নির্দ্ধারণের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। কৃষকদের প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে কর ধার্য্য করা এবং নূনাতম কত টাকা আয় হইলে কর ধার্য্য হইতে পারে তাহা নূতন করিয়া স্থির হওয়া প্রয়োজন। বর্গাদারেরা যাহাতে দখলী স্বত্ব পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ প্রয়োজন। মাত্র ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার বা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করিয়া কৃষকের স্থায়ী উন্নতি করা সম্ভবপর নয়। ঐজন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতির উপর একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট যদি একটি জাতিগঠন মূলক কার্য্যক্রম গ্রহণ করেন তাহা হইলে জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা ঐ কাজে নিযুক্ত হইতে পারে এবং তাহাতে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ভূমিহীন কৃষকদের সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ বলেন যে, যে সমস্ত জমি পতিত হইয়া আছে, তাহা উদ্ধার করিয়া যৌথ চাষাবাদের ভিত্তিতে ফার্ম্ম গঠন করিতে হইবে এবং ঐ সকল ফার্ম্ম ভূমিহীন কৃষকদের পরিচালনাধীনে পরিচালিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট যন্ত্রপাতি ও গোমহিষাদি দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

ভারতে বেতারের প্রসার

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রকাশ, গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই ১১ মাসে বেতার যন্ত্রের জন্য মোট ৬৫ হাজার ২৪৭টি লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। যদি বেতারের প্রসার অনুরূপ হারে বাড়িতে থাকে তবে মার্চ্চ মাস লইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট লাইসেন্সের পরিমাণ ৭১ হাজার দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে বেতার যন্ত্রের জন্য মোট ৫৫ হাজার লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছিল। সে তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ভিক্ষুক বালকের বাসোপনিবেশ

বোম্বাই সরকার বোম্বাই সহরের ভিক্ষুক বালক ও বালিকাদের জন্য একটি বাসোপনিবেশ তৈয়ারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহের নানারূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত ৩রা এপ্রিল একটি বোম্বাই সহরে একটি ভিক্ষুক দিবস পরিপালিত হইয়াছে। ঐ দিন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষুক উপনিবেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

ভারতের সিমেণ্ট শিল্প

সম্প্রতি ডালমিয়া নগরে ভারতের সিমেণ্ট শিল্প সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া বলেন—রোটাসে নূতন সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের সঙ্গে ভারতে সিমেণ্ট শিল্পের দ্রুত উন্নতির পথ প্রশস্ত হইল বলা চলে। এই কারখানায় প্রভূত পরিমাণে সিমেণ্ট তৈয়ার হওয়ার ফলে ভারতে সিমেণ্টের দাম কমান সম্ভবপর হইবে আর তাহাতে সিমেণ্ট ব্যবহারকারীদের বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। সিমেণ্ট শিল্পে অতি উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া যে রব উঠিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার ভিত্তি বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। অন্ততঃ-পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে কোন অতি উৎপাদন দেখা যাওয়ার আশঙ্কা নাই বলা চলে। কেননা বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরই এদেশে সিমেণ্টের ব্যবহার বাড়িতেছে, তাহা ছাড়া সুখের বিষয় এই যে ডালমিয়া সিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড ভারতের বাহিরে তৈয়ারী সিমেণ্ট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে। করাচী সিমেণ্ট কারখানার প্রস্তুত সিমেণ্ট ব্রহ্মদেশে চালান করা হইতেছে। নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর বেশী পরিমাণ সিমেণ্ট তৈয়ার আরম্ভ করা হইলে আরব, পারস্য ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে সিমেণ্ট রপ্তানী করা যাইবে। ঐরূপ রপ্তানী বাণিজ্য গড়িয়া তোলার সুবিধা থাকায় ভারতের সিমেণ্ট শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডে সুতা ও বস্ত্রের উৎপাদন

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে কার্পাস সুতা ও বস্ত্রের অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডে মোট ১৩৫ কোটি পাউণ্ড কার্পাস সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেইস্থলে ১০৫ কোটি

পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডে ৩৬০ কোটি গজ কার্পাস বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেইস্থলে ২৭০ কোটি গজ বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের তুলনায় ইংলণ্ড হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ড বিদেশে ১৯২ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ গজ বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেই স্থলে মাত্র ১৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে।

ভারতের বন-ভূমি

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ১ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত বনভূমি রহিয়াছে। উহার মধ্যে ৭১ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত বনভূমি সংরক্ষিত আছে। বনভূমি হইতে বৎসরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পরিমিত সরকারী রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে।

ভূমি রাজস্ব কমিশন

বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন প্রাথমিক সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা যে বিপুল তথ্যাদি সম্বলিত দলিল পত্র ও মৌখিক বিবরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন তৎসমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে সদস্যগণ সম্প্রতি ব্যস্ত আছেন। কমিসনের চেয়ারম্যান স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন; সেক্রেটারী মিঃ কার্টার আগামী ২৯শে এপ্রিল ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। আগামী শরৎকালে কমিসনের সদস্যগণ একত্রিত হইয়া পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে সফরে যাইবেন ও উক্ত দুই প্রদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিবেন তথা হইতে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা পুনরায় আরও অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া জানা যায়। আগামী ডিসেম্বর মাস ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকমাস কমিসনের সভা হইবে। আগামী ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে কমিসনের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের ষ্টেসনারি বিভাগে একমাত্র রেমিংটন টাইপরাইটার মেশিন ক্রয় করা হয় কিনা এই প্রশ্নোত্তরে বাণিজ্য সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ বলেন, যে কোম্পানী আংশিক ভাবেও ভারতবর্ষে টাইপ রাইটারের যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণকার্য্য পরিচালনা করিবে সেই কোম্পানীকেই গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ প্রদান করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। এই নীতি অনুসারেই গবর্ণমেণ্ট রেমিংটন কোম্পানীর টাইপ রাইটার ক্রয় করিয়া থাকেন। আণ্ডার উড ও রয়াল টাইপ রাইটার সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন আছে বলিয়া বাণিজ্য-সচিব বলেন। এতৎ সম্পর্কে অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ জানান হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে টাইপ রাইটারের সমস্ত অংশ ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব নহে।

কঙ্কন উপকূলে জাহাজসমূহের মধ্যে ভাড়া সম্পর্কে অন্যায় প্রতিযোগিতা আছে কিনা, প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট উহা অবগত আছেন। উক্ত কোম্পানীসমূহের নিজেদের মধ্যে এতৎ সম্পর্কে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করে, কিন্তু উহা বিফল হয়। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এতৎসংশ্লিষ্ট কোম্পানী সমূহে জানাইয়াছেন যে তাহারা বাণিজ্য সচিবের নিকট তাহাদের বিষয় সমূহ উপস্থিত করিতে এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতা ও সিদ্ধান্তে রাজী হইতে প্রস্তুত আছে কি না। এতৎসম্পর্কে উক্ত কোম্পানী সমূহ যে উত্তর দিয়াছে উহা বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দিন

আমেদাবাদের কল মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বলাভাই সম্প্রতি উক্ত সমিতির বার্ষিক সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আভাষ দেন। তিনি বলেন আমদানী কৃত তুলার উপর ভারত সরকার কর্ত্তৃক শুল্কবৃদ্ধি, কাপড়ের বিক্রয়ের উপর বোম্বাই সরকারের কর ধার্য্য, শ্রমিক তদন্ত কমিটী কর্ত্তৃক কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ এবং নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি এই সকল ব্যবসা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যত অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছে।

সরকারী রেলওয়ে সমূহের আয়

গত ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহে মোট ৯০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ের তুলনায় উহা ৬৩ লক্ষ টাকা কম এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় উহা দুই কোটি তিন লক্ষ টাকা অধিক।

জমি হস্তান্তর বিষয়ক বিল

ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি সভায় জমি হস্তান্তর বিষয়ক বিলটি পাশ হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিলের ব্যবস্থায় কৃষকের নিকট হইতে অকৃষকদের নিকট স্থায়ীভাবে জমি হস্তান্তরের প্রথা লোপ হইবে। বিলে উল্লিখিত হয় যে, বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে কৃষকের জমি দ্রুতভাবে অকৃষকদের নিকট হস্তান্তরিত হইতেছে। ব্যবসায়ী ও মহাজনকে এই অকৃষক শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। আরও উল্লেখ করা হয় যে এই ভাবে জমি হস্তান্তরিত হওয়া সাধারণের পক্ষে মারাত্মক না হইলেও সাধারণের স্বার্থবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়।

বোর্ড অব কমিউনিকেশন

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ২২ জন সদস্য লইয়া একটি বোর্ড অব কমনিকেশন গঠন করিয়াছেন। রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের রোড ফাণ্ড হইতে যে অর্থ মঞ্জুর হইয়াছে উহা ব্যয় করা সম্পর্কে ১৯৩৯-৪০ সালের কর্ম্ম তালিকা প্রণয়ন করা বিষয়ে উক্ত বোর্ড পরামর্শ দান করিবেন।

হাট বাজার ও ব্যবসায়ী সংক্রান্ত বিল

সম্প্রতি বিহার ব্যবস্থা পরিষদে উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ মামুদ যে মার্কেটস এ্যাণ্ড ডিলার্স বিল উত্থাপন করেন উহা প্রচারার্থ প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। হাট বাজার রেজেষ্ট্রী ও ব্যবসায়ীগণের লাইসেন্স গ্রহণ সম্পর্কে উক্ত বিলে বিধান দেওয়া হইয়াছে। বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের সংবাদাদি সংগ্রহ ও চাষীদিগকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা উক্ত বিলের উদ্দেশ্য।

কলিকাতায় কমার্শিয়াল কলেজ

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানের আধুনিক উন্নত ব্যবস্থার নিমিত্ত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটটি একটি প্রথম শ্রেণীর কমার্শিয়াল কলেজে পরিণত করিবার কর্ম্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এতৎসম্পর্কে মিঃ ডব্লিউ, জে, ইউনীকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫ জন।

আসাম কৃষি আয়কর বিল

গত ৬ই এপ্রিল আসাম ব্যবস্থা পরিষদে কৃষি আয়কর বিল ৫৭—২৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। পরিষদের একমাত্র শ্বেতাঙ্গগণ বিলটি সম্পর্কে কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তন্মধ্যে কতিপয় সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় ও অন্যান্য সমস্ত অগ্রাহ্য হয়।
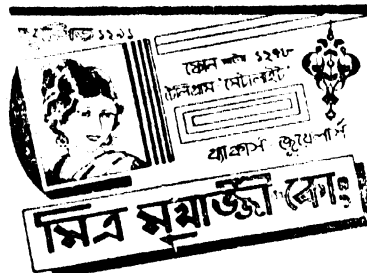
স্যার জেমস্ গ্রীগ

ভারত সরকারের বিদায়ী অর্থ সচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ গত ৬ই এপ্রিল ইংলণ্ডের পথে দিল্লী হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ৮ই এপ্রিল তিনি কার্যভার ত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিবেন।

মাদ্রাজে মৎস্য শিল্পের সম্ভাবনা

মাদ্রাজ সরকার সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য একখানি জেলে জাহাজ ক্রয় করা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের নিকট এতদ্বিষয়ে বহু প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার জন্য এবং এই শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

নিখিল ভারত জমিদার সম্মেলন

ইষ্টারের ছুটীতে লক্ষ্ণৌ-এ নিখিল ভারত জমিদার সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী স্যার কে, জি, এম, ফারোকি, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী প্রমুখ বাঙ্গলার বিশিষ্ট জমিদারগণ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন। স্যার ফারোকি অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব ল্যাণ্ডহোল্ডার্স গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার এই পরিকল্পনায় কৃষকের এবং জমিবিহীন চাষীর আর্থিক সমস্যার সমাধানের এবং তাহাদের দারিদ্র্য ও ঋণভার লাঘবের বিষয়ও উল্লিখিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই উহার উদ্দেশ্য।

যক্ষ্মা নিবারণী আন্দোলন

টিউবার কিউলোসিস এসোসিয়েসন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যক্ষ্মা ব্যাধির বিরুদ্ধে একটা সুসংবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্রাটের যক্ষ্মা নিবারণী তহবিলে যে ৮২ লক্ষ টাকা এপর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা যে যে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং ৫ লক্ষ টাকার উপর এসোসিয়েসনের তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে। এসোসিয়েসন বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রন ও উহার সমতা রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মাত্র ৪২টি ক্লিনিক আছে। বিশেষ কয়েকটি হাঁসপাতালে ২ হাজার ২৫৫টি যক্ষ্মা রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত হাঁসপাতাল ও অন্যান্য স্থান লইয়া প্রায় ৫ শত বেডের ব্যবস্থা আছে মাত্র।

মাদ্রাজ কৃষিঋণ লাঘব আইন

গত ২২শে মার্চ্চ কৃষিঋণ লাঘব আইনটি বলবৎ হইয়াছে; ইতিমধ্যে উক্ত আইনের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ৭২ হাজার ৪৯৪টি মামলা উপস্থিত হয়; এতৎসম্পর্কে ঋণের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৬৮ টাকা। শতকরা ৪৭·৬ পরিমাণ ঋণ হ্রাস করিয়া উক্ত ঋণের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত এস, কে, রায়ের ডি, এস, সি উপাধি লাভ

আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে হিন্দু মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল-এর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার রায় এম, এস, সি মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ১৯২৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রাসায়নশাস্ত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বি এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৩০ সালে এম, এস, সি পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত রায়ের বয়ক্রম মাত্র ৩২ বৎসর।

রাশিয়ায় শিল্পোন্নতি

শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি সোভিয়েট প্রিমিয়ার মোলোটাভ ঘোষণা করিয়াছেন। আগামী ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত উহা শতকরা ৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে নিম্নোক্তরূপে নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যন্ত্রপাতির উৎপাদন শতকরা ২২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। সৈন্যদের জন্য তিন বৎসরের উপযোগী খাদ্য মজুত করা হইবে। নূতন উপায়ে তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপুল পরিমাণ কয়লা মজুদ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে জনসাধারণের ক্রয় শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

জার্ম্মাণীতে রেলের প্রসার

১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ৪ বৎসরে জার্ম্মাণীতে ৩০ কোটি পাউণ্ড ব্যয়ে ৬ হাজার ইঞ্জিন, ১০ হাজার যাত্রী গাড়ী, ১ লক্ষ ১২ হাজার মালগাড়ী এবং ১৭ হাজার ৩ শত অন্যবিধ গাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের ঋণ

আগামী ১২ই জুলাই ভারত সরকার তাঁহাদের শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদের ১৯৩৯-৪৪ সালে পরিশোধনীয় ঋণটি সুদ সহ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। উপরোক্ত তারিখের পর ঐ ঋণের উপর আর কোন সুদ বর্ত্তিবে না।

চেকোশ্লোভকিয়ার স্বর্ণ

চেকোশ্লোভাকিয়ার সঞ্চিত স্বর্ণ জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করা সম্বন্ধে সম্প্রতি চেকোশ্লোভেকিয়া গবর্ণমেণ্ট ও জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের ভিতর আলোচনা হয়। স্থির হইয়াছে চেকোশ্লোভেকিয়ার মজুত স্বর্ণের ৩৯ কোটি চেক্ ক্রাউন অর্থাৎ ২৮ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ স্বর্ণ জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করা হইবে।

ব্রহ্মপুত্র নদের সংস্কার দাবী

ব্রহ্মপুত্র নদের সংস্কার দাবী করিয়া সম্প্রতি প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বাঙ্গলা সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। এই আবেদনপত্রে বাঙ্গলা সরকারকে ব্রহ্মপুত্র নদের ত্রিশ মাইল দীর্ঘ একটি অংশ খনন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত অংশটি নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ২০০ বর্গ মাইল ব্যাপি জনবহুল অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই অঞ্চলে প্রায় ১২ লক্ষ লোকের বাস। ব্রহ্মপুত্র নদের অবনতির ফলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এই অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ উক্ত আবেদনপত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই কার্য্যের জন্য দরকার হইলে চাঁদা দিতে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী আছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠ ও বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তন্মধ্যে বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী অন্যতম। বয়সের দিক দিয়া এই কোম্পানীটি যেমন প্রাচীন তেমনই কার্য্যপ্রণালীর সমুন্নত ধারা ও ব্যবসায়িক আদর্শ নিষ্ঠার দিক দিয়াও উহার শ্রেষ্ঠত্ব আজ সুবিদিত। সকল বিষয়ে বিবেচনা সম্মত নীতি অবলম্বন করিয়া আবশ্যকানুরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য সম্প্রসারিত করাই প্রথম হইতে এই কোম্পানীর পরিচালকদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই কোম্পানী ধীরে ধীরে আজ বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। 'বোম্বে মিউচুয়ালে'র এই কৃতকার্য্যতা ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সততা ও কর্ম্মকুশলতার গৌরবোজ্জল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালে এই কোম্পানী ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১৬ হাজার ১৮৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১৩ হাজার ৮৫২টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন বীমা লইয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৪০ টাকা।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৫১ লক্ষ ৯ হাজার ২৩৫ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৭২ টাকা ও অন্যান্য দফার আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৫৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩১৭ টাকা। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪২২ টাকা, দাবীর মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৭৫ হাজার ৪৭৮ টাকা, প্রত্যার্পণ মূল্য বাবদ ৬০ হাজার ৯৮৩ টাকা, কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৮৪ টাকা ও ক্ষয়পূরণ বাবদ ২৬ হাজার ৩১৭ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাবদ বাকী টাকা জীবন-বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮০৯ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৩৭ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৮৩৬ টাকা, জমি বাড়ীর ক্ষয় পূরণ তহবিল বাবদ ৫৭ হাজার ৯৪৭ টাকা এবং অন্যান্য দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৩২৬ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এই :—কোম্পানীর কাগজ ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ৪৭১ টাকা, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮ হাজার ৫০০ শত টাকা, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট বণ্ড ১ হাজার ৬০ টাকা। ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট বণ্ড ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৭০ টাকা, বোম্বাই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঋণ ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৯৫ টাকা, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঋণ ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৯০ টাকা, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ঋণ ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৫৫ টাকা, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ঋণ ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৫০ টাকা, বারাসত-বসিরহাট রেল কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬০০ টাকা, হরিদ্বার দেরাদুন রেল কোম্পানীর শেয়ার ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৫০ টাকা, অন্ধ্র ভেলী কোম্পানীর শেয়ার ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, টাটা পাওয়ার কোম্পানীর শেয়ার ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৫৮৯ টাকা, বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীর শেয়ার ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা, ষ্টার্লিং ঋণ ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ঋণ ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৯ টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৩৮ টাকা, জমি বাড়ী বন্ধকে ঋণ ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৩৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ লক্ষ ১ হাজার ১৫৮ টাকা। উপরোক্ত হিসাব হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত হইয়াছে। কাজেই দেশের বীমাকারীরা উহাতে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন।

খ্যাতনামা একচুয়ারী মিঃ জি এস ম্যারাথে বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটীর গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চারি বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ ভেলুয়েশনে ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার উপর আজীবন বীমা স্থলে ৫ বৎসর এবং অন্যান্য বীমা স্থলে ৪ বৎসর যোগ করিয়া মৃত্যুহার ধরা হয়। দাদনী তহবিলের প্রাপ্তব্য সুদের হার বরাদ্দ করা হয় শতকরা বার্ষিক ৪।০ আনা। তাহা ছাড়া এই ভেলুয়েশনে লাভ সহ বীমার উপর শতকরা ২১ ভাগ ও লাভ বিহীন বীমার উপর শতকরা ১৬ ভাগ ব্যয়ের হার ধরা হয়। বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরে উহার তহবিল দাদনে গড় পড়তায় শতকরা বার্ষিক সাড়ে পাচ টাকা হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছে এবং উহার কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের হার গড় পড়তা প্রিমিয়ামের শতকরা ১৪.২৩ ভাগ (১৯৩৭) সুতরাং এই ভেলুয়েশনে প্রাপ্তব্য সুদের হার অর্জ্জিত সুদের হার অপেক্ষা কম করিয়া এবং কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যয়ের হার অপেক্ষা বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে। এইভাবে কাড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করা সত্ত্বেও আলোচ্য ভেলুয়েশনে কোম্পানীর মোট ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৮৪ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। উহা হইতে আজীবন পলিসি গ্রাহকগণকে হাজার করা বার্ষিক ২৩ টাকা এবং মেয়াদী পলিসি গ্রাহক গণকে হাজার করা ১৮ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতার ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ মেসার্স দস্তিদার এণ্ড সন্স বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্টস্। এতদঞ্চলে উক্ত চীফ এজেন্সী কোম্পানীর কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীর কার্য্য বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে। আমরা কোম্পানীর আরও উন্নতি কামনা করি।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোং

১৯৩৮ সালের রিপোর্ট

আমরা হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বৎসরে কোম্পানী ৫৭১টী পলিসিতে মোট ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিছু কমিয়াছে। উহার কারণ এই যে নূতন বীমা আইন বলবৎ হইবার সাপক্ষে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ নূতন কাজ সংগ্রহের দিকে তেমন জোর দেন নাই। তবে আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আয় বাড়িয়াছে—অথচ পরিচালনা-ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে।

এই বৎসরের প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭১৬ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ ও বাড়ী ভাড়া বাবদ ৪৪ হাজার ৩৯৫ টাকা আয় হয়। ব্যয়ের দিকে এই বৎসরে পলিসিগ্রাহকদের দাবীজনিত ৯৬ হাজার ৪৪৮ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৪৭৭ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনা-বাবদ ৬৬ হাজার ৬৮২ টাকা ব্যয় হয়। এই বৎসরে কোম্পানীর আয় হইতে সমস্ত ব্যয়ের সংস্থান করিয়া সোয়া লক্ষ টাকার মত জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং বৎসরের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৩৩ টাকা। এই বৎসরে কার্য্য পরিচালনা বাবদ প্রিমিয়ামের আয়ের শতকরা ২৪.৪ ভাগ ব্যয় হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ জীবনবীমা কোম্পানীর তুলনায় এই ব্যয়ের হার কম।

বৎসরের শেষে কোম্পানীর বিভিন্ন তহবিল লইয়া মোট স্থিতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। উহার মধ্যে পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে দাদনে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা দাদন করা আছে। এতদ্ব্যতীত চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এ কোম্পানীর যে সুরম্য ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা নিয়োজিত আছে। উহা ছাড়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর হিসাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে ৫২ হাজার টাকা মজুদ ছিল। এই সব হিসাব হইতে বুঝা যায় যে হিন্দু মিউচুয়ালের সম্পত্তি নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে।

বীমা ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং বীমা বিষয়ে সুলেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল্ হিন্দু মিউচুয়ালের কর্ণধার। তিনি সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উহা শ্রীযুক্ত রায়ের কেবল ব্যক্তিগত সম্মান নহে—হিন্দু মিউচুয়ালের পক্ষেও উহা গৌরবের কথা। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ক্লাইড ফ্যান

বাঙ্গলা দেশ শিল্পের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সমস্ত শিল্পে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মস্তিষ্কের প্রয়োজন এরূপ বহুপ্রকার শিল্পে বাঙ্গলা দেশই অগ্রণী ও পথ প্রদর্শক। এই সম্পর্কে ক্লাইড ফ্যান কোম্পানীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসারের ফলে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহারও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক পাখা বিদেশ হইতেই আমদানী হইত। কিন্তু বিগত ১৯১২ সালে কলিকাতায় ক্লাইড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী স্থাপিত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষেই স্বদেশী বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়। সুখের বিষয় যে, ক্লাইড ফ্যান কোম্পানী যাহার সহিত ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাইড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী যুক্ত হইয়াছে তাঁহাদের প্রদত্ত বৈদ্যুতিক পাখা দিন দিন খুবই জনপ্রিয় হইতেছে। উহার কারণ এই যে, উহাদের প্রদত্ত পাখা যান্ত্রিক উৎকর্ষতা সম্পন্ন, উহাতে বিদ্যুৎশক্তি কম খরচ হয় এবং উহা দেখিতে সুন্দর দীর্ঘকাল-স্থায়ী ও মূল্যের দিক হইতে সুলভ। বৈদ্যুতিক পাখার ন্যায় একটী অপেক্ষাকৃত জটিল শিল্পে বাঙ্গালীর এই সাফল্য বাস্তবিকই আনন্দের কথা। আরও আনন্দের বিষয় যে, ভারতের সর্ব্বত্র কেবল ভারতীয়গণই নহে—ইউরোপীয় অফিসাদিতেও বর্ত্তমানে বহু সংখ্যক ক্লাইড ফ্যান ব্যবহৃত হইতেছে। উহা কোম্পানীর সাফল্যের চূড়ান্ত রকম নিদর্শন। আমরা এই কোম্পানীর আরও বহুমুখীন উন্নতি কামনা করিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমানে ক্লাইড ফ্যানের ন্যায় অনেক দেশী পাখা পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ টাকার পাখা আমদানী হইতেছে। আমরা এই সম্পর্কে ক্লাইড ফ্যান জাতীয় দেশী পাখার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সাতারার ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ আগামী ২৩শে এপ্রিল উক্ত কোম্পানীর রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিবেন। প্রিন্সেস্ গ্রেণ্ড হোটেলে এই অনুষ্ঠান হইবে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

লাহোরের নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৮ সালে ৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৬২৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৪৬২টি প্রস্তাবে কোম্পানী এবার মোট ৬ লক্ষ ১ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ওরিয়েণ্টেল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম ওরিয়েণ্টেল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৮ সালে ৫৩ হাজার ৩৮৮টি পলিসিতে মোট ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৮৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ক্যালক্যাটা সিটী ব্যাঙ্ক

সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গায় কালকাটা সিটী ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। সুপরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত ধরণী ধর উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীযুত ধর একটি সময়োচিত বক্তৃতায় জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষে উন্নত প্রণালীর ব্যাঙ্কিং-এর যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কটির দিকে সহানুভূতির ভাব পোষণ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হেমেন্দ্রনাথ পাল এম-এ, বি-এল উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

মিঃ শচীন্দ্রনাথ সেন ব্যাঙ্কের এই নূতন শাখাটির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং

গত সপ্তাহের "আর্থিক জগতে" ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল কোম্পানীর কার্য্য বিবরণীর সমালোচনা প্রসঙ্গে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এস্, আর রাহার স্থলে অনবধানতা বশতঃ মিঃ এন, কে, সরকার ছাপা হইয়াছিল। আমরা এই ত্রুটীর জন্য দুঃখিত।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

বি ডি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুশীল কুমার রায়। ছাতা নির্ম্মাতা ও সাধারণ ব্যবসায়ী। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭নং তারক প্রামানিক রোড কলিকাতা।

এম ধর কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মতিলাল ধর। আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৪-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে পি দাসগুপ্ত। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নির্ম্মাণ ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মত ও পথ

স্যার জেমস্ গ্রীগের অর্থনীতি

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ তাঁহার কর্মকাল শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। গত ১লা এপ্রিল তারিখের **'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স'** পত্র তাঁহার কার্য্যনীতির আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে বর্ত্তমানে কৃষি-পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। দেশের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত উহা কার্য্যতঃ সম্ভবপর করিয়া তোলার দায়িত্বও গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। কিন্তু এই আবশ্যকীয় বিষয়ে স্যার জেমস গ্রীগ কোন উৎসাহ তৎপরতাই প্রদর্শন করেন নাই। তিনি নানাদিক দিয়া যে সব কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে বরং কৃষি পণ্যের দাম পূর্ব্বের তুলনায় কিছু নামাইয়া দেওয়ারই চেষ্টা ছিল। ভারতের পল্লী অঞ্চলে বিশেষ আর্থিক দুর্দ্দশা দেখা যাওয়ার দরুণ সর্ব্বসাধারণ তাহাদের যাহা কিছু সঞ্চিত স্বর্ণ ছিল তাহা সমস্তই প্রায় বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশের এই স্বর্ণ অতিরিক্ত পরিমাণে বিদেশে চালান গিয়াছে। স্যার জেমস গ্রীগ নির্লিপ্তভাবে এই দুরবস্থা অবলোকন করিয়াছেন—কোন প্রতিবিধানের পথ অবলম্বন করেন নাই। স্বর্ণ রপ্তানীর বিপুল বহর দেখিয়া দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আতঙ্কগ্রস্থ হইয়াছেন। কি অবস্থায় উপনীত হইয়া দেশের জনসাধারণ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করা হইয়াছে কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অনেকবার নির্লজ্জ দম্ভোক্তির সহিত ঐ সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কংগ্রেসী প্রদেশগুলির মন্ত্রীসভা পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হার হ্রাস করিবার জন্য একযোগে ভারত সরকারের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। টাকার মূল্য হ্রাস করিলে দেশের কৃষি-ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইবে অধিকন্তু তাহাতে কৃষি পণ্যের মূল্য বাড়িবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু স্যার জেমস্ গ্রীগ নিজের অধিকতর বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। জগতের প্রায় সমস্ত দেশেই আর্থিক মন্দার প্রতিকারের নিমিত্ত সরকারীভাবে নানারূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ ভারতে তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। গত কতিপয় বৎসর যাবৎ জগতের অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট পাব্লিক ওয়ার্কসের কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়া বেকার সমস্যা সমাধান ও দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন কিন্তু এদেশে তাহা অবলম্বন করা সম্বন্ধে কোন উদ্যোগ উৎসাহ কিছুই দেখান হয় নাই। এই সমস্ত বিষয়ে স্যার জেমস্ গ্রীগের অকর্ম্মণ্য নীতির আলোচনা করিয়া ভারতীয় কৃষকদের প্রতি তাঁহার তথাকথিত দরদ ও সহানুভূতি একান্তভাবে মৌখিক বলিয়াই মনে হয়।

কৃষক বনাম জমিদার

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলা কৃষক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে গিয়ে সভাপতি শ্রীযুত রেবতী বর্ম্মণ এম, এ বলেন—বাঙ্গল দেশে মোট চাষের জমি ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একর। মোট জমির ৮৪'৯ ভাগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; ৭'২ ভাগ অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; বাকী ৭'৯ ভাগ সরকারের খাস মহাল। প্রথোমক্ত জমির জন্য সরকারের প্রাপ্য মাত্র ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে সরকার রাজস্ব পায় ২০ লক্ষ টাকা; আর খাস মহালের আয় ৭০ লক্ষ টাকার কিছু উপর। বাঙ্গলার মোট ভূমি রাজস্ব ৩ কোটি টাকার কিছু উপর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন প্রতি একর জমিতে জমিদার রাজস্ব দিয়া থাকে পনর আনা। কিন্তু জমিদার মোট খাজনা আদায় করে পনর কোটি টাকার মত অর্থাৎ প্রতি একরে ৩ টাকা। জমিদার এবং মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের খাস জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর। ভাগ চাষ বন্দোবস্ত অথবা দিনমজুর খাটাইয়া মালিকেরা এ সকল জমি চাষ করায়। আবাদী জমির পরিমাণ গত বার বৎসর প্রায় একই আছে; অথচ লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে বাড়িয়াছে একশত'র উপর। ১৯৩০ এর পূর্ব্বে ফসলের দাম ২০০ কোটির উপর ছিল। কিন্তু হঠাৎ ফসলের দাম শতকরা ৩০৲।৪০৲ কমিয়া গেলেও এই কয় বছরে জমিদারেরা জমা বৃদ্ধি করিয়াছে শতকরা সাড়ে বার টাকা। ফলে কৃষকের বহু জমি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সেটেলমেণ্টের রিপোর্ট অনুসারে ধরিতে গেলে ফসলের খরচা মোট মূল্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক। অর্থাৎ ১০০ টাকায় ৫০ টাকা। জমিদারের খাস জমির পরিমাণ মোট আবাদী জমি হইতে বাদ দিলে চাষীর জমির ফসলের মোট মূল্য হয় ১১০ কোটি টাকার মত। তার অর্দ্ধেক হইতেছে ফসলের খরচ। অর্থাৎ বাকী ৫০।৬০ কোটি টাকার উপরে জমিদারেরা খাজনা আদায় করে ১৫ কোটি টাকার মত। এই হিসাব হইতে আবার আমরা দেখিতেছি প্রতি চাষীর আয় ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকার উর্দ্ধে কিছুতেই যাইতে পারে না। চাষী যে শুধু খাজনাই দিতেছে তাহা নয়। ২০।৩০ কোটি টাকার মত বাজে আদায় কৃষকের নিকট হইতে জমিদারেরা করিয়া থাকে (?)। জমিদারের খাস জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর; খাস জমির নিট লাভ ১৫ কোটি টাকা। তাহা হইলে বাঙ্গলার জমিদারদের আয় খাজনা বাবদ ১৫ কোটি টাকা, বাজে আদায় বাবদ ২০ কোটি টাকা (?) আর খাস জমি বাবদ ১০ কোটি টাকা। কমপক্ষে এরা মোট আদায় করেন ৪৫ কোটি টাকা। কৃষকের হাতে ফসলের খরচা বাদ দিয়া থাকে ৭০ কোটি টাকা। এর ভিতর হইতে ৪৫ কোটি টাকা জমিদারই আত্মসাৎ করেন। এখন আমাদের মোটেই বুঝিতে কষ্ট হয় না কেন আমাদের কৃষক ঋণগ্রস্থ, কেন কৃষকের জমি ক্রমেই অপর হাতে চলিয়া যাইতেছে, কেন গত ৮ বৎসরে ১০০ কোটি টাকায় জমি বন্ধক ও বিক্রয় হইয়াছে। আজ কৃষকের ঋণ ২০০ কোটি টাকার উপর। অথচ কৃষকের হাতে যে জমি আছে তার মোট বাজার দর আজকালকার দিনে ২০০ কোটি টাকার মতই হইবে। সম্পত্তি ও ঋণ যদি সমান হয় তবে বাঙ্গলার কৃষককে দেউলিয়া ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

তুলা সম্বন্ধে বাণিজ্য চুক্তির রফা

নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গত ১লা এপ্রিল তারিখের 'কমার্স' পত্র লিখিতেছেন—কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহাতে ইংলণ্ডে ভারতীয় তুলার কাটতি সম্বন্ধে চুক্তির রফাগুলি অনেকেই অসন্তোষ জনক বলিয়া বর্ণনা করেন। তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে আশানুরূপ সুব্যবস্থার অভাবই যে বাণিজ্য চুক্তিটি পরিষদে অগ্রাহ্য হইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েসনের মত প্রতিষ্ঠানও বাণিজ্য চুক্তির তুলা সম্পর্কীয় রফাগুলি কোন দিক দিয়া বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক মনে করিতে পারেন নাই। ফলে তাহারাও উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। এই অবস্থায় ইংলণ্ডে ভারতীয় তুলার কাটতি সম্পর্কীয় নূতন চুক্তির বিধি ব্যবস্থাগুলি যদি আরও সন্তোষজনক ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হয় তবে উহা এদেশের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। তুলা কাটতির ভালরূপ সুবিধা হইয়া যদি কৃষকদের উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা থাকে তবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও হয়ত এই চুক্তির বিরোধীতা করিবেন না। আমাদের মতে ইঙ্গ-ভারত চুক্তিটিকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে জাপানের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তুলা রপ্তানীর সর্ত্ত রাখিয়া যেভাবে বস্ত্র আমদানীর রফা হইয়াছিল বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সহিতও বাঁধাধরা নিয়মে সেইরূপ চুক্তি করিতে হইবে। কেবল শুল্ক হারের হ্রাস বৃদ্ধি ও তাহার মারপ্যাচের উপর জোর না দিয়া বাধ্যকরিভাবে ইংলণ্ডের নিকট হইতে সম্ভবপর পরিমাণ তুলা ক্রয়ের সর্ত্ত আদায় করা দরকার। ভারতবর্ষের বাজারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানীর বিনিময়ে ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসরে কমপক্ষে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা ক্রয় করিবার পাকাপাকি সর্ত্ত দিতে হইবে। বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে বেসরকারি প্রতিনিধিরা যে ধরণের ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ প্রদান করিয়াছিলেন অনেকটা সেরূপ ভাবেই উপরোক্ত রফা সন্নিবেশিত করিতে হইবে। বেসরকারি প্রতিনিধিরা এ দেশে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী সর্ব্বোচ্চে ৪০ লক্ষ গজে সীমাবদ্ধ রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন চুক্তিতে সেই স্থলে তাহা ৫০ কোটি গজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়েও চুক্তিটির আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৭ই এপ্রিল

কলিকাতা টাকার বাজারে এসপ্তাহের শেষদিকে কল টাকার বার্ষিক সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে। গত ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বাজারে ২ টাকা সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার পারস্পরিক আদান-প্রদান হইয়াছিল। গতকল্য সেই স্থলে ঐ সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা দাঁড়াইয়াছে। এসপ্তাহে বাজারে টাকার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়াতেই সুদের হার ঐরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এসপ্তাহে বাজারে ট্রেজারী বিল সম্পর্কেও নানারূপ অপ্রত্যাশিতরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। গত দুই সপ্তাহ যাবৎ ইণ্টারমিডিয়েড ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল। আরও কিছুকাল উহা বিক্রয় করা হইবে না বলিয়াই সাধারণের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল। এই অবস্থায় আগামী সপ্তাহে ঐরূপ বিল বিক্রয় করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় স্বভাবতঃই অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া ট্রেজারী বিল সম্পর্কে আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকেই মনে করিতেছিলেন যে ১৯৩৮-৩৯ সালের আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে ট্রেজারী বিলের সুদের হার নামিয়া যাইবে এবং তাহার ফলে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এসপ্তাহের ট্রেজারি বিলের সুদের হার কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় সে বিষয়ে একটা ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে।

গত ৪ঠা এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়ছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। টাকার বাজারে সাধারণভাবে একটা টান অনুভূত হওয়ার ফলেই যে এসপ্তাহে ট্রেজারি বিল ক্রয়ের জন্য কম আবেদন উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৶৬ পাই দরের কতকরা ৯৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারি বিলের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ২৷৴৩ পাই। এসপ্তাহে তাহা ২৷৴৮ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রতি সপ্তাহে ৩ মাসের মিয়াদী মোট দেড় কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আগামী ১১ই এপ্রিলের জন্য সেইস্থলে মাত্র ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় গভর্ণমেণ্ট টাকার বাজারের বর্ত্তমান চড়া অবস্থায় ট্রেজারী বিল বাবদ কম আবেদন পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করিতেছেন আর সেইজন্যই তাঁহারা আগামী সপ্তাহের জন্য ট্রেজারী বিলের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩১শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৭৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে সাময়িক ধার কিছুই দেওয়া হয় নাই। গত সপ্তাহে তাহা দিতে হইয়াছিল ১৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি ২" লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ১৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ষ্টার্লিং বিলের জন্য প্রতি সপ্তাহে টেণ্ডার আহ্বান করার পর হইতে প্রথম দিকে ঐরূপ টেণ্ডার বেশ পাওয়া যাইতেছিল। গত ৮ই মার্চ্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিল খরিদ করেন। ১০ মার্চ্চ তাঁহারা খরিদ করেন মোট ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং। কিন্তু পরে টেণ্ডারের পরিমাণ ক্রমেই বিশেষভাবে হ্রাস পায়। গত ১৫ই মার্চ্চ ৫ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিল পাওয়া যায়। ২৫শে মার্চ্চ পাওয়া যায় মাত্র ২০ হাজার পাউণ্ড। গত ৫ই এপ্রিল যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে টাকায় ১ শি ৫ ৩১/৩২ পেনী হারে কোন আবেদন পাওয়া যায় নাই। ১ শি ৫ ১৫/১৬ পেনী হারে মাত্র ১৫ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর আবেদন পাওয়া গিয়াছিল।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অদূর ভবিষ্যতে উহা বৃদ্ধি পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। লণ্ডনে ব্যাঙ্কের ডিসকাউণ্ট হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

গতকল্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বজায় ছিল :—

ষ্টার্লিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৪ ১৩/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ১৩/৩২ পে
ডি, এ, ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ডি, এ, ৪ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডি, এ, ৬ মাস	,,	১ শি ৬ ৫/৩২ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১০
মার্ক	,,	৮৫৷৶০
গিলডার	,,	৬৫ ১/৪
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৶০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৭ই এপ্রিল

গত সংখ্যা 'আর্থিক জগতে' আমরা কলিকাতার শেয়ার বাজারের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের যে সমালোচনা করিয়াছিলাম তাহাতে বাজারের অবস্থা খুব নিরুৎসাহজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহে গত কল্য পর্য্যন্ত মাত্র যে চারিদিন বাজারে কাজকর্ম্ম হইয়াছে তাহাতে ঐ মন্দার ভাব আরও বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ এ কয়দিন শেয়ারের বিকিকিনি বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পাটকল শেয়ার বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগে দামের হারও উল্লেখযোগ্যরূপ নিম্নে রহিয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই একটা বিশেষ আশঙ্কার ভাব বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে নূতনভাবে ইটালীর রাজ্যাভিযান সুরু হওয়ায় সেই আশঙ্কা আরও কিছুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি ইটালী সরকারের পক্ষ হইতে আলবেনিয়া রাজ্যের সরকারের নিকট আলবেনিয়ায় একটি ইতালীর সামরিক ঘাটি নির্ম্মাণের দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল। আলবেনিয়া সরকার ইটালীর এই দাবী পরিপূরণে অস্বীকৃত হন। ক্ষুদ্র রাজ্য আলবেনিয়ার এই বেয়াদবি সহ্য করিতে না পারিয়া সিনর মুসোলিনী আলবেনিয়া অধিকারের জন্য সামরিক অভিযান সুরু করিয়াছেন। ইতালীর সৈন্য ইতিমধ্যে আলবেনিয়ার কতকগুলি স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত আলবেনিয়া সরকার যদি আপোষ না করেন তবে ঐ রাজ্য ইটালীর করায়ত্ত হইতে বিলম্ব হইবে না। ইটালীর এই আকস্মিক রাজ্যাভিযান সুরু হওয়ার ফলে ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থা বিশেষ জটিল ও অনিশ্চিতকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার জন্য নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে ও লণ্ডন শেয়ার বাজারে পূর্ব্ব হইতেই মন্দার ভাব দেখা যাইতেছিল। এক্ষণে তাহা আরও কিছুগুণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতার জন্য বিদেশের বাজারের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অবসাদ লক্ষিত হইয়াছে। অদ্য ৭ই এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে বাজার বন্ধ থাকিবে। মঙ্গলবার দিবস বাজার খোলার সঙ্গে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিবার বিষয়।

কোম্পানীর কাগজ

সমরাতঙ্কের ভাব বর্ত্তমান থাকার দরুণ গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দা চলিয়া আসিয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পোলাণ্ডকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এসপ্তাহের প্রথমদিকে বাজারে ক্রমে একটা আস্থার ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে। আর তাহাতে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের হার কিছু বৃদ্ধি পায়। গত শুক্রবার ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৩॥/ আনা। গতকল্য তাহা ৯৪।৶ আনা দাঁড়ায়। কিন্তু ইটালীর আলবেনিয়া অভিযানের পর এই দামের হার আরও নামিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহেও কয়লার খনির শেয়ার বাজারে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই আস্থার ভাব পোষণ করিতে পারিতেছেন না। তাহার উপর এক্ষণে বাজারের অন্যান্য বিভাগে অবসাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠাতে কয়লার খনির শেয়ার মূল্য নিম্ন থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী দেখা যাইতেছে। গতকল্য বাজারে বেঙ্গল ৩০২ টাকা, ইরিলাদী ১১৶০ আনা, সামলা ১৵০ আনা ছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ার বিভাগে এ সপ্তাহে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে লোকের বেশ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। আর সেই আগ্রহের ফলে দামও কিছু বাড়িয়াছিল। কাঁচা পাট ও পাটের জিনিষের বাজার চড়া থাকার সঙ্গে পাটকলের শেয়ার সম্বন্ধে লোকের অবস্থার ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এই বিভাগে দামের হার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চড়া থাকিবারই কথা। গতকল্য বাজারে হাওড়া ৫৫৸৵ আনা, কামার হাটী ৫০১॥ আনা, হুগলী ১৬॥ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৩৭ টাকা ও ল্যান্সডাউন ১৬৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবধ কোম্পানীর মধ্যে ইণ্ডিয়াণ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম এ সপ্তাহে নিম্নই রহিয়া গিয়াছে। কোম্পানীর ১৯৩৮-৩৯ সালের লভ্যাংশ সম্বন্ধে বাজারে নানারূপ জনরব শুনা যাইতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সঠিক কিছুই বুঝা যাইতেছে না। নিউ ইয়র্ক বাজারে শেয়ারের অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওযা যাইতেছে তাহাও নিরুৎসাহজনক। কাজেই ইণ্ডিয়ান আয়রণের দামও মন্দা রহিাছে। অদ্য বাজারে তাহা ২৭৸৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)	৯৮।৶,৯৮॥০
৩৲ " কোম্পানীর কাগজ	৮৬/,৮৫৸৵০
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৯৪।৵,৯৪।৬,৯৪।৵৬,৯৪।/,৯৪।৵,৯৪।০,৯৪৲, ৯৪৵,৯৩৸,৯৩॥৵৬,৯৩॥৶,৯৬॥৵,৯৩॥৵৬,৯৩॥/,৯৩॥/৬,৯।০,৯৩।৵,৯৩।৬,৯।/, ৯৪।০,৯৪।৶,৯৪।৵,৯৩।৶৬,৯৪।৬,৯৪।/৬,৯৪।/,৯৪।৵০
৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)	১০৩৸৵,১০৩৮৶,১০৩৸,১০৩॥/,১০৩॥৵
৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)	১০৯॥৵,১০৯॥০,১০৯॥/,১০৯॥/,১০৯৵,১০৯।০, ১০৯।/,১০৯।৶,১০৯॥৶
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩)	১০৪।৬

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের কলিকাতা ইমপ্রূভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯০৬-৬৬)	৯৬৵,৯৬।৵
৩৲ " " পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৩৭-৫২)	৯৮৸৵০

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩০৸
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)	১,৫১৮, ১,৫১০, ১,৫১৮
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১১॥০,১১২৲,১১০৲,১১০॥,১১০৲,১১১৲,১১০৲,১১০॥,১১১॥০ ১১১৲,১১০৲,১১১৲

কয়লার খাদ

এ্যামালগ্যামেটেড	২৩৵,২৩।৵,২৩॥,২২৸৵
বেঙ্গল	৩০০৲,৩০২৲,২৯৮৲
জলগোরা	৩॥৵,৩।৵,৩॥,৩।৵,৩॥
ভুলান বাড়ী	৬৵,৬৶
বোকারো ও রামগড়	৸৵

বরাকর	১২৲,১২।০,১২॥০
বিমো মেইন	১১॥৶,১১॥৴,১১॥৵
ইকুইটেবল	৩০।৵
হরিলাদী	১১।০,১১৴,১১।৴
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল	১॥৴,১॥৵
নিউ বীরভূম	১৫॥০
শিবপুর	১৯৵
সেগুা	৭।৵
সাউথ কারাণপুরা	৪৵
টালচর	৸৵
ইউনিয়ন.	২৫।০,২৫॥৶,২৫৸,২৫॥,২৫৸

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর	॥৶০
কানপুর টেক্সটাইল	৩৸০
কেশোরাম (অর্ডি)	৬৲,৬৵০
কেশোরাম (প্রেফ)	১১৯৲
নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ)	৩৵,৩।০,৩।৵,৩।৶

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)	১৩৸৵,১৩৸০,১৪৲
জব্বলপুর ইলেকট্রিক	১২।৵
সাহজানপুর ইলেকট্রিক	৭।০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (অর্ডি)	২৫৩৲,২৫০৲,২৫৩॥০,২৫৬৲
বার্ণ এণ্ড কোং (৬৲ সুদের প্রেফ)	১২৭৲
ঐ (৭৲ " ")	১৪৮৲,১৪৯৲
ইণ্ডিয়ান গালভানাইজিং	২০।০,২০৶০
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৮।০,২৮।৴,২৮॥৴,২৮৶,২৮৵,২৮।৵,২৮৶, ২৮৴,২৮৴,২৮৲,২৭৸৴,২৮৴,২৭৸৵,২৮৵,২৭॥,২৭।৵,২৭।৶,২৭॥,২৭৸,২৭॥৴, ২৭৸৵,২৭।৴,২৭৶,২৭।৵,২৭॥,২৭।৴,২৭॥৴,২৭৶,২৭।০,২৭॥,২৭।৵, ২৭৸,২৮৲,২৭৸৴,২৮৴,২৮৵,২৭৸,২৭॥৶,২৭৸৶,২৮৲,২৭॥৵,২৭॥৶, ২৭॥৴,২৭৸৴,২৭৸৵,২৭৶
ইণ্ডিয়ান ম্যালিনেষণ কাষ্টিং (অর্ডি)	৬।৵,৬॥৵
কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ)	৭৪৲
ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি)	১১।৵,১১॥৵,১১॥৵,১১।৴,১১।৵,১১।,১১৶,১০৸৵, ১১৲,১১।,১০৸৶,১১৶,১১।০,১১৲১১৶,১১।৶,১১॥,১১।,১১৵,১১।৵,১১।০
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৩৸

পাট কল

আদমজী (অর্ডি)	১০॥৶
আদমজী (প্রেফ)	১২৫৲,১২৬৲
এ্যালায়ান্স (প্রেফ)	১০৬॥০
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অর্ডি)	৩২৫৲
অকল্যাণ্ড (অর্ডি)	১৭২৲,১৭০৲,১৭১৲,১৭২৴
বালী (অর্ডি)	১৮৭৲,১৯০৲,১৯১৲
বরানগর (অর্ডি)	১৪৮৸০,১৪৭৲,১৪৮৲,১৪৯৲,১৫০৲
বেলভেডিয়ার (প্রেফ)	১৪৫৲
ক্লাইভ (অর্ডি)	২৫॥০,২৫৵০,২৪৸৵০,২৪৸৶০,২৫৶,২৫৴,২৫।৴০
ডালহৌউসী (অর্ডি)	৩১২৲,৩০৯॥০
ডেল্টা (অর্ডি)	৩৪৭৲,৩৪৯৲,৩৫০৲,৩৫২৲
ডেল্টা (প্রেফ)	১২০৲,১২০॥০,১২১॥০,১১৯॥০,১২০॥০
গৌরীপুর (প্রেফ)	১৩০৲,১৩১৲
হুগলী (প্রেফ)	১৬৸০
হাওড়া	৫৪৸৵০,৫৫৲,৫৫।৴,৫৪॥৵,৫৪॥৶,৫৪৸৵,৫৫৵,৫৪।৵,৫৪।৶০, ৫৪॥৴০,৫৪॥০,৫৪॥৵০
হাওড়া (৭৲ সুদের প্রেফ)	১৫১॥০
হুকুমচাঁদ (অর্ডি)	৬৵,৬।৵০
ইণ্ডিয়া	২৯৩॥০,২৯০৲
কামারহাটী (অর্ডি)	৪৮৯৲,৪৮৮৲,৪৯১৲,৪৮৮৲,৪৯০৲,৪৮৮৲,৪৯২৲
কাঁকনাড়া	৩৭১৲,৩৭৩৲,৩৬২৲
কেলভিন	৪১৮॥০,৪২০৲,৪২২॥০,৪১০৲,৪২৫৲,৪২২৲
কিনিসন (প্রেফ)	১৫১৲
নৈহাটী (অর্ডি)	৩০৪৲
নৈহাটী (প্রেফ)	১৪৪॥০
ন্যাশনাল	২১।০,২১॥০,২১৴,২১৵,২১।৵,২১৶,২১।৶,২১।৴,২১॥৴০
নদীয়া	৪১।০
ওরিয়েণ্ট	১৭৫৲,১৭৬৲,১৭৪৲
প্রেসিডেন্সী	৩॥৵০,৩॥০,৩॥৵০
রিলায়ান্স (অর্ডি)	৬০॥০,৫৮॥০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (অর্ডি)	২৬০৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫৸৴,৫৸০,৫॥৵০,৫৸৵০,৫॥৴০,৫॥৵০,৫॥৴০,৫৸৴, ৫॥৵,৫৸৶,৫॥৶,৫॥৵,৫৸৶,৫॥০,৫॥৵০,৫॥৶০
কনসোলিডেটেড টিন	৫॥৶০,৫৸০,৬৲,৫॥৵০,৫৸০,৬৲,৫৸৵০

ইণ্ডিয়ান কপার	২৶,২৶৴,২৲,২৶,২৵,২৲,২৵,২৲,২৵,২৶,২৶৴,২৲, ২৵,২৶,২৶৴,২৶,২৲,২৵,২৲
রোডেসিয়া কপার	১।৶,১।৶৴,১।০,১।৶০
টেভয় টীন	১।০

চিনির কল

বস্তী সুগার	১৭২৲
কেরু এ্যাণ্ড কোং (অডি)	১০।০
চম্পায়ন	১১৵০,১১॥০
রিয়াম	১৩।০
সমস্তিপুর	৪॥৵০

চা বাগান

কর্ণফুলি	১০।৵০
পাহাড় ওমিয়া	১৫৯৲
টুকভার	৯৸০

বিবিধ

আসাম সঙ্গ	॥৶০
বেঙ্গল পটারিজ	৫৲,৪৸৵০,৫৶০
বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোল	৩।৶০,৩।৵০,৩।০
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)	২৸৶,২৸,২৸৵,২॥৵,২৸,২॥৶,২॥৶৴,২॥৶
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)	১৪২৲,১৪৩৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অডি)	৯৸৶০,৯॥৵০
ডামলিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৩৵০
মেদনীপুর জমিদারী	৭০৲,৭১৲
মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই	৩৸৵০,৪৲
নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট	৩১৲
টাইড্ ওয়াটার অয়েল	১২।০
টিটাগড় পেপার ('এ' অডি)	১২৸৵০,১২৸০,১২॥০
টিটাগড় পেপার (দ্বিতীয় প্রেফ)	১০৬৲
৪।০ সুদের টিটাগড় পেপার ডিবেঞ্চার	১০২।০

শুল্ক বিভাগের আয়

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগে প্রায় ৭৭॥০ কোটি টাকা আয় হইরাছে। আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৯ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে আলোচ্য বর্ষের কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মদেশ হইতে পেট্রোল ও কেরোসিনের উপর আমদানী শুল্ক আদায়ই এইরূপ আয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

গত সপ্তাহের শেষদিকে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের অপ্রত্যাশিত উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহে সে তুলনায় দরের হার সামান্য পড়িয়া গেলেও বাজারের তেজীভাব মোটামুটি বলবৎ আছে। গত ৩০শে এপ্রিল ফাটকা বাজারে দরের হার ছিল সর্ব্বোচ্চে ৪৮৸৶০ আনা সর্ব্বনিম্নে ৪৭।৵০ আনা। ৩রা এপ্রিল তাহা যথাক্রমে ৪৮।৵০ আনা ও ৪৭।০ আনা হয়। গতকল্য ৬ই এপ্রিল দামের হার দাঁড়ায় উর্দ্ধে ৪৭॥০ ও নিম্নে ৪৭ টাকা। অদ্য গুড্ ফ্রাইডে উপলক্ষে বাজার বন্ধ আছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১লা এপ্রিল	৪৮৶০	৪৭॥৵০	৪৭॥৶০
৩রা „	৪৮।৵০	৪৭।০	৪৭।৵০
৪ঠা „	৪৭॥৵০	৪৬৸৵০	৪৭॥০
৫ই „	৪৮৵০	৪৭।৵০	৪৭।৵০
৬ই „	৪৭॥০	৪৭৲	৪৭।৵০
৭ই „	(বাজার বন্ধ ছিল)		

দুইটি বিশেষ কারণে দুই সপ্তাহ যাবৎ ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার বেশী পরিমাণ চড়া দেখা যাইতেছে। প্রথমটি হইতেছে এই যে মফঃস্বল হইতে পাটের আমদানী বিশেষ কমিয়া আসিতে থাকায় পাটের চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম হইবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন। গত মার্চ্চ মাসে মফঃস্বল হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫ লক্ষ ১৮ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। অথচ গত বৎসর মার্চ্চ মাসে পাটের ঐ আমদানী হইয়াছিল ৮ লক্ষ ১৫ হাজার বেল। এবৎসরের হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালে যেস্থলে মফঃস্বল হইতে মোট ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার বেল পাট আসিয়াছিল সেস্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে পাট আমদানী হইয়াছে ৮৩ লক্ষ ৮২ হাজার বেল। এখনও অবশ্য কিছু পাট আসিবার বাকী আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমদানী যেরূপ হারে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৯০ লক্ষ বেলের বেশী পাট আমদানী হইবে না বলিয়াই অনেকের ধারণা। সেইজন্য চাহিদার তুলনায় যোগানের কিছু টান পড়িতে পারে বলিয়াই জনরব রটিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্তরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ার দরুণ নূতন মরশুমের পাট বুনা সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে এজন্য ব্যবসায়ীরা অনেকে আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই সমস্তের ফলেই বর্ত্তমানে পাটের দাম ও চড়া থাকিতেছে।

কিন্তু পাটের চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান বাস্তবিকই কম দাঁড়াইবে এখনই সেরূপ আশঙ্কার বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এবার শেষ পর্য্যন্ত ৯০ লক্ষ বেলের বেশী পাট মফঃস্বল হইতে আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়াও যদি ধরা যায় তথাপি বর্ত্তমানে তাহা দ্বারা এবারকার চাহিদা মিটাইতে অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। একমাত্র অসুবিধা এই হইতে পারে যে পাটকল গুলিতে ভবিষ্যতের জন্য বেশী পাট মজুত থাকিবে না। কিন্তু পাটকল গুলিতে অতিরিক্ত পাট মজুত রাখিবার বাস্তবিকই তেমন আবশ্যকতা কিছু আছে কি? আগামী মরশুমের পাট ফসল সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে উহা চাহিদার অনুপাতে কম হইবে বলিয়া এখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার আমরা কিছু কারণ দেখি না। ভারতের চটকলগুলি সাধারণতঃ বৎসরে ৫৪ লক্ষ বেল হইতে ৫৫ লক্ষ বেল পাট ব্যবহার করিয়া থাকে। আগামী বৎসর পাটকলগুলির ঐ পরিমাণ পাট ব্যবহার করিবে বলিয়া যদি ধরা যায় এবং রপ্তানী বাবদ আরও ৩৫ লক্ষ বেল পাট প্রয়োজন হইবে বলিয়া যদি ধরা হয় তবে আগামী বৎসর মোট ৯০ লক্ষ বেল পাট দরকার হইবে। কোন আকস্মিক দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে অন্ততঃ পক্ষে ঐ পরিমাণ পাট যে আগামী মরশুমে উৎপন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। একথা সত্য যে উপযুক্ত পরিমাণ বারিপাতের অভাবে এখনও অনেক জমিতে পাট বুনা সম্ভবপর হইতেছে না। কিন্তু এখনও নূতন পাট বুনার যথেষ্ট সময় রহিয়াছে,—শীঘ্র ভালরূপ বৃষ্টি আরম্ভ হইবে সেরূপ আভাষও পাওয়া যাইতেছে। আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটকল ওয়ালারা বেশী কিছু পাট ক্রয় করে নাই। ফলে দরের হারও কিছু নামিয়া গিয়াছে। গতকল্য ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭৯/০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকেরা এসপ্তাহে পাট একেবারেই ক্রয় করে নাই। সপ্তাহের প্রথমদিকে ফার্ষ্ট শ্রেণীর প্রতি বেল পাটের দাম ছিল ৪৮।০ আনা। পরে তাহা ৪৭।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।

থলে ও চট

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের হার কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ৩১শে মার্চ্চ ৯ পোটার চটের দাম ৯।৬ পাই ও ১১ পোটার চটের দাম ১১।৶০ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৯।৬ পাই ও ১১।৵৬ পাই দাঁড়ায়।

জার্ম্মানীর ব্যবসা বাণিজ্য

জার্ম্মানীর বৈদেশিক বাণিজ্যের ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব হইতে জানা যায় যে উক্ত সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। জানুয়ারী মাস অপেক্ষা উহার পরিমাণ দ্বিগুণ। বর্ত্তমান বৃহত্তর জার্ম্মানীর রপ্তানীর পরিমাণ ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড; আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড। খাদ্য সামগ্রীর আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৬ই এপ্রিল

আমেরিকায় তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের গুজব পুনরায় প্রচার হইবার ফলে তুলার বাজারে মন্দার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকাশ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর এবং সংশোধিত আকারে স্মিথ বিলটি গ্রহণের পক্ষপাতী। অতিরিক্ত পরিমাণ মজুদ তুলা থাকিয়া গেলে পরবর্ত্তী বৎসরে তুলার বাজারেউহার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হইতে পারে আশঙ্কায় সরকারী ঋণ অনুসারে মজুদ তুলা কাটতি করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতি-যোগিতামূলক হারে পৃথিবীর তুলার বাজারে পুনরাধিকার করা সম্পর্কে আমেরিকা শক্তিলাভ করিতে পারিবে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই সকল সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে মন্দার ভাব প্রকট হইয়া উঠে। আবার ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপরোক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অগ্রিম কারবারের বিশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও চল্‌তি বাজার দর অপেক্ষাকৃত স্থির আছে।

বোম্বাইএর বাজারে শেষের দিকে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; লিভারপুল হইতে আশানুরূপ সংবাদই উহার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। বাজার বন্ধের সময় বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ১৫৩৶ পর্য্যন্ত উঠে; উহার সর্ব্বনিম্নদর ছিল ১৫২॥৶ আনা। ওমরা মের দর ১৩৯।৶ ও জুলাইয়ের দর ১৩৯৸ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বেঙ্গল যথাক্রমে ১১৩॥৶ ও ১১৪৲ ছিল।

লিভার পুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৪.৯৫ পেনীতে বাজার বন্ধ হয়। নিউইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পট ৮.৫৩ সেণ্ট দাঁড়ায়। জুলাই ও অক্টোবরের দর যথাক্রমে ৭.৮৯ ও ৭.৫৯ সেণ্ট ছিল।

কাপড়

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

তুলার বাজারের অনিশ্চিতকর গতির ফলে আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কারবার যৎসামান্যই হইয়াছে।

বোম্বাইএর ব্যবসায়ীগণ আশা করিতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কাপড়ের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। মিল সমূহে প্রয়োজনানুরূপ কারবার হইতেছে মাত্র। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজারে অতি অল্পই কারবার হইয়াছে।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজার কমবেশী অপরিবর্ত্তিত ছিল।

ভারতীয় সূতার বাজারে কর্ম্মোৎসাহ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু ব্যবসায়ীগণ পূর্ব্বে বেশী দরে সূতা খরিদ করিয়া রাখিয়াছে তাহার জন্য বর্ত্তমানে নিম্ন দরে উহা বিক্রয় করিতে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা করিতেছে। বিদেশী সূতার দর অপেক্ষাকৃত অল্প এবং আকর্ষণযোগ্য সত্ত্বেও উহার বিশেষ কারবার সম্ভব হয় নাই। প্রত্যেক শ্রেণীর সূতার পরিমাণই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অপর দিকে বিভিন্ন চাহিদার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। রপ্তানী বাণিজ্য স্থির ছিল।

বিলাতী সূতা—এই শ্রেণীর সূতার বাজারে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছু নাই। ভারত সরকার সম্প্রতি যে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টার সূতার আমদানী-শুল্ক পরিবর্ত্তনের কোন প্রস্তাব হয় নাই। এরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর সূতার সন্তোষজনক কারবার মোটেই আশা করা যায় না। জাপানী ও ভারতীয় সূতার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রেণীর সূতার বাজারে বহুদিন হইল এরূপ কারবারের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

জাপানী ও সাংহাই সূতা:—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতার বাজারে বিশেষ অনিশ্চয়তার ভাব বলবৎ ছিল। সাংহাইএর মিল সমূহ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে উচ্চ মূল্য দাবী করিতেছে অপর পক্ষে জাপানী

মিল সমূহ অনিশ্চিত দর দাবী করায় আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই। মার্সিরাইজ্ড সূতার বাজারেও মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যত বাজারে অনিশ্চয়তার ফলে ফাটকাওয়ালাগণ খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ করে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদারও কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। মূল্যাল্পতা সত্বেও এরূপ অবস্থার উদ্ভব হওয়া বিশেষ বিস্ময় জনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

কৃত্রিম রেশমী সূতা :—আলোচ্য সপ্তাহেও ইটালীয় সিণ্ডিকেটের দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রের তাঁতিগণ অপেক্ষাকৃত কম দরের সূতা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং চাহিদার পরিমাণেও সন্তোষ জনক ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর ইটালীয় সূতা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্যরূপ অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন কালের হাতে ইটালীয় ও জাপানী সূতার মজুদ পরিমাণ অত্যধিক দাঁড়াইয়াছে বলিয়া এই শ্রেণীর ভাল সূতা সম্পর্কে তাহারা কোন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। জাপানী মিল সমূহ দর হ্রাস করিয়াছে কিন্তু তাহা সত্বেও ভবিষ্যত বাজারের অনিশ্চিয়তার ফলে অগ্রিম কারবার বিশেষ সীমাবদ্ধ ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে চিনির বাজারে মন্দার ভাব উল্লিখিত হইয়াছিল কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহের প্রারম্ভে অপ্রত্যাশিত ভাবে চিনির বাজারে কর্ম্ম ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতে থাকে। বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্কের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না আশায় জনৈক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চিনি ক্রয় আরম্ভ করিবার ফলে তাঁহার দেখাদেখি অপরাপর ব্যবসায়ীগণ চিনি ক্রয় সম্পর্কে আগ্রহশীল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য প্রতি মণে তিন আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অতঃপর টেরিফ বোর্ডের সুপারিস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াও সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মোটের উপর চাহিদার অভাবে অদূর ভবিষ্যতে চিনির বাজারে মন্দার সূচনা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতের সুদূর গ্রামাঞ্চল সমূহে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে যদিও মূল্য বৃদ্ধির আশা করা যায়; তবে কলিকাতা বন্দরে বা উহার নিকটবর্ত্তী জিলা সমূহে আশানুরূপ ভারতীয় চিনির আমদানী হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমানে বিদেশী চিনির উপর সংরক্ষণ শুল্কের হার প্রতি মণে আট আনা হ্রাস করিবার সিদ্ধান্তে বাজারে সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। অপর দিকে বর্ত্তমানে মজুদ ভারতীয় চিনি প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বলিয়া অনুমিত হইতেছে বলিয়া চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই উহার মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। তবে বিদেশী চিনির আমদানীর উপর উহা নির্ভর করিতেছে। ভারতীয় চিনির মূল্য ইহা দ্বারাই কার্য্যতঃ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং উহা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা মূলক দরের উর্দ্ধে যাইতে পারিবে না।

জাভা চিনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে স্থানীয় জাভা চিনির বাজার স্থির ছিল। ইংলণ্ডে সংরক্ষণ শুল্ক সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই জাতীয় চিনির বাজারে সোৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং বিক্রেতাগণ জাভা চিনি আশানুরূপ দরে বিক্রয় করিতে থাকে। নববর্ষের পূর্ব্বে অগ্রিম কারবার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে বাজার স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে।

ধান ও চাউল

রেঙ্গুণের বাজার—

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চালের বাজার তেজী ছিল। গত ১লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৪৮ হাজার ৪১৫ টন চাউল ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমান ৪১ হাজার ৬৬৩ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বলবৎ ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের বাজার নিম্নরূপ ছিল।

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২।১০-২।/১০
ওড়াশাল	২৵১০-২৶/০
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২৵১০-২৶/০
মাঝারি (পাঃ ধান্য)	২।০-২।/০
দাদশাল	২।৵১০-২।৶/১০
চিনি আতপ	২৷৶/০-২৸০
পরা পাটনাই	২৵১০-২৶/০
রূপশাল	২।৵১০-২।৶/০
সাধারণ পাটনাই	২৶/১০-২।০
দেউলী পাটনাই	২৵১৫-২৶/০
কাটারী ভোগ	২৷৶/০-২৸০
হামাই	২৷/০-২৷৵০
হোগলা	২।/০-২।/১০
চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৶/০-৪।০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৶/০-৪।০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸৶/০-৪৲
" " " (ঢেকী)	৩৸/০
নং কাটারী ভোগ	৫৵০-৫।০
" কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲
জটা বাঁশফুল (ঢেকী)	৫৲
দাদখানী "	৪।৵০
গুজি এলাচী "	৪।০
টাবাফপুল "	৪৵০

গত ১লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার বাজার হইতে মোট ১১ হাজার ৯২৬ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমান ৪ হাজার ৪৩৯ টন ছিল।

তিসির বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে তিসির বাজারে দরের কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। তিসির বীজের আমদানী প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে। রপ্তানীকারকগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেনা কারণ ইংলণ্ডের বাজারে তৈল উৎপাদকগণের মধ্যে তিসি ভাঙ্গাইবার চাহিদা কম। সরু বীজের মূল্য প্রতিমণ ৪৸৵৬, মোটা বীজের মূল্য ৪৸/০ ছিল। ১৯৩৯ সালের মে ও সেপ্টেম্বর মাসের দর যথাক্রমে ৫৲ পাই ও ৫৵০ ছিল।

গত ১ লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় ২ হাজার ৩৫২ টন বোম্বাইয়ে ৬,৩৩২ টন ও ভিজাগাপাটিমে ১ হাজার ৬৬২ টন তিসি আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ যথাক্রমে ২ হাজার ১৫ টন, ৭ হাজার ২৬৯ টন ও ৭০১ টন ছিল।

কয়লার বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

ঝরিয়া ফিল্ড	টাকা	প্রতি টন
ফার্ষ্ট ক্লাস ষ্টীম কয়লা	৪৲-৪॥০	„
ষ্টীম রুবল, বিবি রুবল	৪৲-৪॥০	„
ফার্ষ্ট ক্লাস ডাষ্ট	৪৲-৪॥০	„
„ „ স্মিথি	৬৲	„
গুড সেকেণ্ড ক্লাশ ষ্টীম কয়লা	২৲	„
„ „ „ ষ্টীম রুবল	২৲	„
„ „ „ বি, বি, রুবল	১৸০	„
„ „ „ ডাষ্ট	১॥০	„
„ „ „ স্মিথি	৫॥০	„
সেকেণ্ড ক্লাশ ষ্টীম কয়লা	৪৲-৭।০	„
১নং পোড়া কয়লা	২৸০-৩৲	„
১॥নং „ „	১৸০-২॥৵০	„
২নং „ „	১॥০-১৸০	„
বীজ কোক	৮৲	„
হার্ড „ ১নং	৬॥০	„
„ „ ২নং	৬॥০	„
„ রুবল	৫৲	„
„ বীজ	২৸০	„
দানি কোক ১নং	।০	„
„ „ ২নং	॥০	„
„ „ ৩নং	১৲	„
রাণীগঞ্জ ফিল্ড		„
ফার্ষ্ট ক্লাস ষ্টীম	৪৲-৪॥০	„
ষ্টীম রুবল, বি বি রুবল	৪৲-৪॥০	„
„ ডাষ্ট	৪৲-৪॥০	„
„ স্মিথি	৬৲	„
গুড সেকেণ্ড ক্লাশ ষ্টীম	২॥৵০	„
„ „ „ ষ্টীম রুবল	২॥৵০	„
„ „ „ বি বি রুবল	২॥৵০	„
„ „ „ ডাষ্ট	২॥৵০	„
সেকেণ্ড ক্লাস ষ্টীম	২৲	„
„ „ ষ্টীম রুবল, বি বি রুবল	২৲	„
„ „ ডাষ্ট	২৲	„
„ „ ষ্টোনী ষ্টীম	১।০	„

তৈলের দর

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

নারিকেল তৈল

	মূল্য
কোচিন (রেডি) টিন	৯৸০
পিনাঙ্গ (রেডি) টিন	৯॥০

বিবিধ

	প্রতি মণ
সরিষার তৈল (ঘানি)	১৬৲
রেড়ির তৈল	১০॥০
তিসির তৈল	১১৲
বাদাম	৯৲

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরুর চামড়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর চামড়ার উল্লেখযোগ্য কারবার হয়। ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের যে মূল্য বলবৎ ছিল তাহা অপেক্ষা চারি আনা মূল্য বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার চামড়ার বাজারে আমদানী হ্রাস পাইবার দরুণ মজুদ চামড়ার পরিমাণও স্বভাবতঃ হ্রাসের দিকে। ছাগলের চামড়ার বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
পাটনা	৩২,০০০	৫৫৲-৭৫৲
ঢাকা-দিনাজপুর	৩৮,৩০০	৬৫৲-৮৫৲
লবণাক্ত	৩৯,৫০০	৬০৲-১১৫৲

গরুর চামড়া

শ্রেণী	টুকরা	মূল্য
আগ্রা আর্সেনিক	৩০০	৮৬ ছিঃ
দ্বারভাঙ্গা-রাঁচি-গয়া	৭০০০	৬৵০-৭৲ ছিঃ
রাঁচি সাধারণ	২,৫০০	৫।৵০
নেপাল-দার্জ্জিলিং	৩০,৫০	৪॥-৪৬
দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া	১১,৮০০	৩॥-৪৴
ঢাকা—দিনাজপুর—আসাম	৪,১০০	৩॥-৪৵০
লবণাক্ত	২,৬৫০	৬৫৲-৭৫৲

(প্রতি ঝুড়ি)

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে মজুদ গরুর ও ছাগলের চামড়ার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল।

মজুদ ছাগলের চামড়া :—পাটনা, ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ১৯ হাজার, লবণাক্ত ১৮ হাজার ৪ শত টুকরা।

গরুর চামড়া :—ঢাকা-দিনাজপুর ২ হাজার ৯ শত, আগ্রা আর্সেনিক ৭ হাজার ৭ শত দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস গয়া-রাঁচি ৮ হাজার ১ শত, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া ১০ হাজার ৯ শত, রাঁচি সাধারণ ২ হাজার, নেপাল-দার্জ্জিলিং ৫ হাজার ৪ শত, দার্জ্জিলিং-আসাম ৭ হাজার ২ শত, বেনারেস গোরক্ষপুর সাধারণ ৪ হাজার ৮ শত ও লবণাক্ত ৭ হাজার ৭ শত টুকরা। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ১১ হাজার টুকরা ছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা ৭ই এপ্রিল

রেড়ীর খৈল—এই সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের মিলের দর ২।৷০ টাকা হইতে ২৷৷৵০ আনা গিয়াছে। আড়তদারগণ ২ মণী বস্তার ৫৷৷০ আনা হইতে ৫৸০ আনা পর্য্যন্ত দর দিতেছে। কৃষিকার্য্যের জন্য এই শ্রেণীর খৈলের এই সপ্তাহে খুব চাহিদা ছিল। বাজার তেজী।

সরিষার খৈল:—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের মিলের দর প্রতি মণ ১৷৷৶০ আনা হইতে ১৸০ আনা গিয়াছে। বিক্রেতাগণ ২ মণী বস্তা ৩৸৵০ আনা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত কারবার করিয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিয়াছে। এই সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের কোন রপ্তানীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ৭ই এপ্রিল

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার বেচাকিনা হইয়াছে কম। দামের হার অনেকটা পূর্ব্ব সপ্তাহের হারেই বলবৎ আছে। গত ৩রা এপ্রিল লণ্ডনে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম দাঁড়ায় ৭ পা ৮শি ৫ পেনী। ৪ঠা তারিখ তাহা ৭ পা ৮শি ৫½ পেনী হয়। ৫ই এপ্রিল তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী। ৬ই তারিখ বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৩রা এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭ টাকা। ৪ঠা তারিখ তাহা ৩৭৲৯ পাই হয়। ৫ই এপ্রিল তাহা দাঁড়ায় ৩৭৴০ আনা। ৬ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ ছিল।

কলিকাতার বাজারে গত ৩১শে মার্চ্চ প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৶৬ পাই, বড়ালবার ৩৬৸৴৬ পাই ও গিনি ২৩৷৷৶৬ পাই ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৵৬ পাই, ৩৬৸৴৬ পাই ও ২৩৸০ দাঁড়াইয়াছিল।

রূপা

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দাম সামান্য গণ্ডির ভিতর উঠানামা করিয়াছে। গত ৩১শে মার্চ্চ লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ১৯⅞ পেনী। ৩রা এপ্রিল বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। ৬ই এপ্রিল তাহা সামান্য বাড়িয়া ২০ পেনী দাঁড়াইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৩১শে মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৷৷০ আনা। ৩রা এপ্রিল তাহা সামান্য বাড়িয়া ৫২৷৷৵০ আনা হয়। ৪ঠা তারিখ তাহা দাঁড়ায় ৫২৷৷৴০ আনা। ৫ই এপ্রিল তাহা ৫২৷৷৶০ আনা দাঁড়ায়। ৬ই তারিখ তাহা আবার ৫২৷৷৵ আনায় নামিয়া আসে।

কলিকাতার বাজারে গত ৩১শে মার্চ্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ৫২।৵ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫২৷৷৵ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৫২৷৷০ আনা ও ৫২৸০ আনা দাঁড়ায়।

লৌহ এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

জয়েষ্ট বে-মার্কা

(৫ × ৩) ইঞ্চি, (৬ × ৩) ”	৬৸০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫ × ৩) ইঞ্চি, (৬ × ৩) ”, (৭ × ৪) ”, (৮ × ৪) ”	৭।৵০ হন্দর
(৯ × ৪) ”, (১০ × ৫) ”	৭৸০ ”
(১২ × ৫) ”	৭৸৵০ ”

টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টী)—

(২ × ২ × ।০) ইঞ্চি আদৎ	৯৲ হন্দর
(২৷৷০ × ২৷৷০ × ।০) ইঞ্চি কাটাই	৯।০ ”

টাটা মার্কা দেওয়া এঙ্গেল

(১ × ১ × ।০) ইঞ্চি নাং (৩ × ৩ × ।০) ইঞ্চি	৬৷৷৵০ হন্দর
(৩৷৷০ × ৩৷৷০।৵০) নাং (৪ × ৪ × ৷৷০) ইঞ্চি	৮৸০ হন্দর

গ্যালভানাইজ ঢেউ টীন

টাটা—২৪ গেজ	৬ হইতে ১০ ফুট	১১৵০	হন্দর
বি:—২৪ গেজ	”	১২।০	”
আর পি ২৪ গেজ	”	১৩৷৷০	”
টাটা—২২ গেজ	”	১২৷৷০	”
বি—২২ গেজ	”	১২৸০	”
গ্যালভানাইজ কাঁটা তার—		১২৸০	”
৯০ পা: প্রতি বাণ্ডিল			১১৷৷০
৯৫ পা: ঐ			১২৲

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১২৸০,১৩৷৷০,১৪৷৷০
জিরা	১৬৲,১৮৲,২০৲
মরিচ	১৩৸০,১৪৲,১৪৷৷০
ধনে	৫৲,৫৷৷০,৬৲
লঙ্কা	১২৲,১৪৲,১৬৷৷০
সরিষা	৫৲,৫৷৷০,৬৲
মেথী	৪৷৷০,৫৲,৬৲
কালজিরা	৭৲,৮৲,৮৷৷০,
পোস্তদানা	৯।০,১০৲,১১৲
দেশী সুপারী	১১৸০,১৩৷৷০,১৬৲
জাহাজ কাটা সুপারী	৮৸০,১১৲,১২৲,
ঐ গো: সুপারী	৮৸০,৯৷৷০,১০৲
পিলাং কেশুয়া	৫৵০,৫৷৷০
পাল কেশুয়া	৫৸৴০,৬৲
জাভা কেশুয়া	৬৲,৬৷৷০,৭৲
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৲,৬।০,৬৷৷০
ছোট এলাচ	৩৲,৩৸০,৫৲ সের
বড় এলাচ	৩৩৲,৩৬৲
দারুচিনি	২৪৲,২৫৲
লবঙ্গ	৫১৲,৫৩৲
মৌরী	৭৲,৮৲
গুটী খয়ের	১৫৲,১৬৲,১৮৲

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল, সোমবার ১৯৩৯ | ৪৭শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

লোন আফিস সমূহের রক্ষাবিধান

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বাঙ্গলা দেশের লোন আফিস সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব কালে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম, এল, সি, লোন আফিস সমূহের গলদ সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে দেশে কোন দ্বিমত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু লোন আফিসগুলি যে সমস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছে এখন তাহার বিচার করিয়া কোন লাভ নাই। এই সব লোন আফিসে বাঙ্গলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ৮ কোটী টাকার মত অর্থ নিয়োজিত হইয়াছিল। উহাদিগকে কি ভাবে রক্ষা করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজকে এই পরিমাণ টাকা ক্ষতির হাত হইতে বাঁচান যায় তাহাই বর্ত্তমানের প্রধান সমস্যা। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন যে কয়েকটী করিয়া লোন আফিস একত্রীভূত হইয়া যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইতে পারে তাহা হইলে উহারা বঙ্গীয় ঋণসালিশী আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে সমর্থ হইবে। আমরা শ্রীযুক্ত দত্তের এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইলেই যদি লোন আফিসগুলির বিপদ কাটিয়া যায় তাহা হইলে অনেক লোন আফিস অন্য লোন আফিসের সহিত একত্রীভূত না হইয়াও উহার আমানতী টাকার কতকাংশকে মূলধনে পরিণত করিয়া রাতারাতি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে। কেননা লোন আফিস সমূহে যাহারা টাকা আমানত করিয়াছিল তাহারা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কিছুই পায় নাই। বর্ত্তমানে এই সব আমানতকারী যদি বুঝিতে পারে যে লোন আফিস তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইলেই তাহারা আমানতী টাকা ফিরিয়া পাইবে এবং ভবিষ্যতে লোন আফিসের শেয়ারে লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে তাহা হইলে তাহারা বিনা আপত্তিতে নিজ নিজ আমানতী টাকার কতকাংশকে লোন আফিসের শেয়ারে রূপান্তরিত করিতে রাজী হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে লোন আফিস তালিকাভুক্ত, ব্যাঙ্কে পরিণত হইলেই কি উহা উহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইবে? প্রথমতঃ—একাধিক লোন আফিস একত্রীভূত হইয়াই হউক অথবা আমানতী টাকার কতকাংশকে শেয়ারে রূপান্তরিত করিয়াই হউক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইলে বাঙ্গলা সরকার যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেও ঋণসালিশী আইনের আমলে ফেলিয়া এই আইনের সংশোধন করিবেন না তাহার নিশ্চয়তা কি? বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে মহাজনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে আইন প্রণয়ণ করিতেছেন তাহার আমল হইতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেও বাদ দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং লোন আফিসগুলি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইলেই উহা ঋণ শালিসা আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে সেরূপ আশা কি আছে? দ্বিতীয়তঃ—লোন আফিস গুলি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হইবার পর উহাদিগকে যদি ঋণ শালিসী আইন অথবা মহাজনী আইনের আমলে ফেলা নাও হয় তাহা হইলেও কি উহারা খাতকের নিকট হইতে উহাদের প্রাপ্য টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতে পারিবে? পারিলেও লোন আফিসগুলিকে সেরূপ ক্ষমতা দেওয়া বাঞ্ছনীয় কি? খাতকের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নীলাম করিয়া লোন আফিসগুলিকে যদি তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য অব্যাহত অধিকার দেওয়া হয় এবং খাতকের অন্য

সমস্ত শ্রেণীর মহাজনের প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যবস্থা যদি ঋণ সালিশী আইন ও মহাজনী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাহা হইলে উহা কি একদেশদর্শী এবং লোন আফিস ছাড়া অন্য শ্রেণীর মহাজনের উপর অবিচারমূলক হইবে না? এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে লোন আফিস-গুলিকে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত করা উহাদিগকে রক্ষা করিবার পন্থা নহে। দাদনী ব্যবসা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত আইন প্রচলিত হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক লোন আফিসের পাওনার পরিমাণ সাব্যস্ত করিয়া তদনুসারে যদি আমানত কারীদের নিকট উহার দেনার পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেই লোন আফিসগুলি রক্ষা পাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় আমানতকারীগণকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু লোন আফিসগুলি যদি দেউলিয়া হয় তাহা হইলে আমানতকারীদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে। সেরূপ অবস্থায় প্রত্যেক আমানতকারী লোনআফিসের নিকট উহার পাওনা টাকার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ যদি লোন আফিসের শেয়ারে রূপান্তরিত করে তাহা হইলে তাহাদের আপত্তির কারণ হইতে পারে না। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে আমানতকারী যাহাতে তাহার প্রাপ্য বাকী শতকরা ৫০।৬০ টাকা একসঙ্গে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি বিভিন্ন লোন আফিসকে এক একটি জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কে পরিণত করেন এবং ডিবেঞ্চার যোগে টাকা সংগ্রহ করিয়া আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকার এই শতকরা ৫০।৬০ ভাগ একসঙ্গে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেই লোন আফিসগুলি রক্ষা পাইতে পারে এবং আমানতকারী ও খাতক সকলের প্রতি সুবিচার হয়। আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গলা সরকার যাহাতে এই শ্রেণীর কোন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করেন তজ্জন্য তাঁহাদের উপর চাপ দেওয়াই লোন-আফিস সমূহের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ড বিভিন্ন সওদাগরী আফিসে চাকুরীর জন্য যে সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবককে সুপারিশ করিয়া পাঠাইতেছেন তাহার মধ্যে কোন মুসলমান যুবককে সুপারিশ করা হয় নাই বলিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের কার্য্যকরী সমিতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উঁহাদের এই প্রতিবাদের কোন হেতু নাই। সওদাগরী আফিসে কাহাকেও চাকুরী দিবার কোন ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ডের নাই। এই সব আফিসে কোন চাকুরী খালি হইলে তজ্জন্য তাহারা চাকুরীপ্রার্থী মনোনয়নের জন্য এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ডকে নির্দ্দেশ দেন। এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া বোর্ড যতগুলি চাকুরী খালি হয় তাহা অপেক্ষা বেশী সংখ্যক চাকুরী-প্রার্থীকে মনোনয়ন করিয়া পাঠান। সওদাগরী আফিসসমূহ উহা-দের মধ্য হইতে যাহাকে খুসী তাহাকে চাকুরীতে বহাল করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে যাহাতে কোনও প্রকার আশ্রিতবাৎসল্য বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ না আসে তজ্জন্য বোর্ড—যাহাদের যোগ্যতা সব চেয়ে বেশী তাহাদিগকেই মনোনয়ন করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। এই অবস্থায় কোন মুসলমান চাকুরীপ্রার্থী যদি বাছাইয়ের সময়ে মনোনয়নযোগ্য প্রার্থীদের সমশ্রেণীর যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে না পারে তাহা হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে তাহাকে মনোনয়ন করা সম্ভবপর নহে। মুসল-মানদের মধ্যে এরূপভাবে মনোনীত হইবার যোগ্য প্রার্থী নাই—একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত মুসলমান ছাত্র একটু প্রতিভার পরিচয় দেয় তাহাদের প্রায় সকলেই সরকারী চাকুরী পাইয়া থাকে। কাজেই সওদাগরী আফিসে চাকুরীর জন্য যে সমস্ত মুসলমান যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ডের শরণাপন্ন হয় তাহারা মুসলমান ছাত্রের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। উহারা হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলমানগণ যদি সওদাগরী আফিসসমূহেও একটা নির্দ্দিষ্টহারে চাকুরীর দাবী করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে আফিসের বড় সাহেবদের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই সব আফিস হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ডের উপর যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান পদপ্রার্থী মনোনয়নের জন্য নির্দ্দেশ আসে তাহা হইলে বোর্ডের পক্ষে মুসলমানদের নাম সুপারিশ করিয়া পাঠাইতে কোন আপত্তিই হইবে না।

উন্নত ধরণের গুড় প্রস্তুত

সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়া ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক চিনির কল স্থাপিত হওয়ার ফলে চিনির মারফতে প্রতি বৎসর দেশ হইতে ১৫ কোটী টাকা বাহির হইয়া যাওয়ার পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং চিনির কলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের পথ হইয়াছে বটে। কিন্তু চিনির কল স্থাপিত হওয়ার দরুণ আর এক দিয়া দেশের ক্ষতিও হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের আখচাষী কৃষকগণ তাহার জমিতে উৎপন্ন আখ মাড়াইয়া তাহা হইতে নিজেই গুড় চিনি প্রস্তুত করিত এবং উহারা কলমালিকদের মুঠার মধ্যে ছিল না। এখন কল হওয়াতে কৃষক নিজে গুড় চিনি প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার ঝঞ্চাটে না গিয়া চিনির কলে একসঙ্গে সমস্ত আখ বিক্রয় করিয়া দিতেছে। উহার একটী কারণও আছে। তাহা হইতেছে এই যে গুড় প্রস্তুতের উন্নততর পদ্ধতি না জানার ফলে কৃষক যে গুড় প্রস্তুত করিত তাহা ধূলিবালি মিশ্রিত ও বিবর্ণ থাকার দরুণ চিনির অনুপাতে উহার মূল্য অনেক কম ছিল। বড়ই সুখের বিষয় যে কৃষকগণকে যাহাতে চিনির কলের মালিকদের দিকে তাকাইয়া থাকিতে না হয় তজ্জন্য সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কৃষকগণকে উন্নততর প্রণালীতে গুড় প্রস্তুতের কাজ শিক্ষা দিতেছেন। প্রায় ৫ শত কর্ম্মীর সাহায্যে সংযুক্ত প্রদেশের ৪৬টী আখ উৎপাদনের কেন্দ্রে কৃষকগণকে উন্নত শ্রেণীর গুড় প্রস্তুত কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উহাদের কাজের ফলে বর্ত্তমান বৎসরে কৃষকগণ চিনির মূল্যের অনুপাতে গুড়ের যেরূপ মূল্য হওয়া উচিত তদনুপাতে গড়ে শতকরা এক টাকা বেশী মূল্য পাইতেছে। এজন্য এখন অনেক কৃষক কলে আখ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেরাই আখ হইতে গুড় প্রস্তুত করিতেছে। মোটের উপর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার ফলে এবার সংযুক্ত প্রদেশের আখচাষী কৃষকগণ অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা বেশী পাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইতিমধ্যে কি ভাবে গুড় প্যাক করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায় তৎসম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে গুড় বিক্রয় করিয়া কৃষকের আয় আরও বাড়িবে।

বাঙ্গলা দেশের বহু স্থানে আখের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলায় চিনির কল এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গলায় আখের কোন সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত না থাকা হেতু যেখানে কল আছে সেখানেও কৃষক আখ বেচিয়া উহার উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে উন্নততর ধরণের গুড় প্রস্তুতের জন্য কৃষকদিগকে শিক্ষাদান করিবার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। আমরা এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট যদি কতকগুলি আপাততঃ মনোরম ব্যাপারে অর্থব্যয় করিয়া কৃষকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে না চাহেন তাহা হইলে এই ধরণের ছোটখাট ব্যাপারের মধ্য দিয়া কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের সতর্ক বাণী

সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল ভারতে কাটাইয়া কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়দের অন্যতম নেতা স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল গত ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বদেশে রওনা হইয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি

বাঙ্গলার হক মন্ত্রীমণ্ডল খুব সুচারুভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া একটা সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে হক মন্ত্রীমণ্ডল ইউরোপীয়দের পকেটে কোনও প্রকারে হাত দেন নাই। উহাদের ঘোড়দৌড়ের উপর কোন ট্যাক্স বসে নাই অথবা পাটের ন্যায্য মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। কাজেই স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল যে কৃতজ্ঞতারূপে হক মন্ত্রীমণ্ডলকে তারিফ করিবেন তাহার মধ্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু এহেন ব্যক্তিও হক মন্ত্রীমণ্ডলের সকল কাজ সমর্থন করিতে পারেন নাই। মহাজনী ব্যবসার সমাধির জন্য বর্ত্তমানে যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলকে এই ভাবে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া কাজ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঋণদাতা যদি ন্যায্য ব্যবহার না পায় তাহা হইলে সে ঋণ দেওয়া বন্ধ করিবে এবং উহার ফলে—যাহাদিগকে সময় সময় অপরিহার্য্য হিসাবে ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তাহাদের দুরবস্থা ঘটিবে। বাঙ্গলা দেশের সংবাদপত্রসমূহ এবং জননায়কগণ বরাবর এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সব কথায় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বন্ধু ও মুরুব্বি স্থানীয় স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের ন্যায় একজন ব্যক্তির কথায় তাঁহাদের এই বিষয়ে একটু চৈতন্য হইবে কি?

ইঙ্গ-ভারত চুক্তির ভিতরের কথা

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার যে বেসরকারী পরামর্শ কমিটী গঠন করেন তাহার কোন সদস্য গত দুই বৎসরের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া ভিতরে ভিতরে কত কাণ্ড হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের সভায় উক্ত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ভিতরের কথা কিছু কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারত সরকারের বেসরকারী প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেই তাঁহাদিগকে একথা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে ল্যাঙ্কাশায়ারকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন বাণিজ্য চুক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি আরও বলেন যে এই বিষয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদল ল্যাঙ্কাশায়ারকে পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট করিতে রাজী না হওয়ার দরুণই বাজেটে ঘাটতি নিবারণের অজুহাত লইয়া ভারতে আমদানী বিদেশী তূলার উপর আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি করতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারকে শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ শুল্কহ্রাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের ন্যায় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে সকল দিক না ভাবিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। কাজেই ইঙ্গভারত বাণিজ্য চুক্তির মধ্যদিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারকে পূর্ণভাবে সাহায্য করা সম্ভবপর নহে দেখিয়াই যে ভারতে আমদানী বিদেশী তূলার উপর শুল্কবৃদ্ধি করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। উহার আর একটী প্রমান এই যে বিদেশী তূলার উপর শুল্কবৃদ্ধির পূর্ব্বে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রিগ এই বিষয়ে বাণিজ্যসচিব স্যার মহম্মদ জাফর উল্লাকে পর্য্যন্ত বিন্দুবিসর্গ কিছু জানান নাই। এই সব দেখিয়া বেচারা জাফরউল্লার ও বাণিজ্য চুক্তির অন্যান্য সমর্থকদের প্রতি সত্যসত্যই আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হইতেছে।

বস্ত্র-শিল্পের দুরবস্থা

ভারতবর্ষে বিদেশী তূলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া এবং ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে ল্যাঙ্কাশায়ারজাত বস্ত্রের উপর শুল্কের হার কমাইয়া দিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে যে আঘাত করা হইয়াছে ইতিমধ্যেই তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কানপুরের সংবাদে প্রকাশ যে বর্ত্তমানে কাপড়ের মূল্য হ্রাস হওয়া সত্বেও বাজারে উহার চাহিদা দেখা যাইতেছে না এবং এজন্য কাপড়ের কল সমূহে মজুদ মাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থার মধ্যে কানপুরের নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিল সপ্তাহে তিন দিন মাত্র কলে কাজ চালাইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই কলে রাত্রিবেলার কাজ হয় না। কানপুরের যে সমস্ত কাপড়ের কলে এতদিন ধরিয়া রাত্রিকালে কাজ হইতেছিল সেই সব কলের পরিচালকগণও রাত্রির কাজ বন্ধ করিয়া দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে কানপুরের কাপড়ের কল গুলিতে ১০ হাজার শ্রমিক বেকার হইবে। যদিও নানা কারণে বর্ত্তমানে কানপুরের বস্ত্র শিল্পই সব চেয়ে অধিক 'কাবু' হইয়া পড়িয়াছে তথাপি অদূর ভবিষ্যতে কানপুরের এই দুর্গতি অল্পবিস্তর ভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলেই ব্যাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কাপড়ের কল সমূহে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত ১৯২৯-৩০ সালে এদেশের সমস্ত কাপড়ের কলে ২৪১ কোটি ৯১ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়—সেই স্থলে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের কাপড়ের কল সমূহে ৪০৮ কোটি ৪৪ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান ১৯৩৮-৩৯ সালেরও মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে কাপড়ের কল গুলিতে গত বৎসর এই ৯ মাসের তুলনায় ২১ কোটী ৯০ লক্ষ গজ বেশী কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে চতুর্দ্দিক হইতে যেভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক—উহা হ্রাসের দিকে চলিবে বলিয়াই মনে হয়।

রেল বিভাগের আয়

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে (১৯৩৮-৩৯ সাল) তাহাতে ভারত সরকারের রেল বিভাগে মোট ৯৫ কোটী টাকা আয় হইবে বলিয়া গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিবার কালে অনুমান করা হইয়াছিল। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চলতি ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে ভারত সরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী এই হিসাব সংশোধন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে ১৯৩৮-৩৯ সালে রেল বিভাগের আয় হইবে ৯৪ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত সপ্তাহে রেল বিভাগের উক্ত বৎসরে আয় সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে উক্ত বৎসরে সরকারী রেলপথ সমূহ ৯৪ কোটী ১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ এই বৎসরের বাজেটে অনুমিত আয়ের তুলনায় ৯৯ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ৬৪ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় এই আয় ৮৩ লক্ষ টাকা কম। উহা হইতে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইল যে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে রেল বিভাগে অনেক মন্দা গিয়াছে। চলতি বৎসরে রেল বিভাগে কিরূপ আয় হয় তৎসম্বন্ধে এখনও কোন হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। তবে উহা যে গত বৎসরের তুলনায় ভাল হইবে না তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

জাতিগঠনে অর্থের সংস্থান

ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে দেশে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিল্পের প্রসার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাজের দায়িত্ব আরও বিশেষভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন। বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে দেশ হইতে মাদক দ্রব্যের উচ্ছেদের জন্য যে প্রশংসনীয় উদ্যম আরম্ভ করিয়াছেন তাহার ফলে উহাদের আবগারি বিভাগে আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইবে। এই ক্ষতি পূরণের জন্যও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে শুল্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ, লবণ বিভাগ প্রভৃতির মারফতে গবর্ণমেন্টের বৎসর বৎসর যে মোটা টাকা আয় হয় তাহা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়া তাহার অধিকাংশ সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহকে মাত্র ভূমি-রাজস্ব বিভাগ, আবগারি বিভাগ, ষ্টাম্প বিভাগ এবং রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ন্যায় কতিপয় স্বল্প আয়বিশিষ্ট বিভাগের আয় লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সব বিভাগে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের যে আয় হয় তদ্দ্বারা ব্যাপকভাবে জাতিগঠন-মূলক কাজে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। এজন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে দেশবাসীর উপর নূতন অনেক ট্যাক্স বসাইতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই সব ট্যাক্স হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের যে আয়বৃদ্ধি হইতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় তাহাতে দেশের উপর আর নূতন ট্যাক্স বসাইবারও বেশী সুযোগ নাই। কাজেই প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের পক্ষে জাতিগঠনমূলক কাজে ব্যাপকভাবে হাত দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অনেকে ভারত সরকারকে সামরিক ব্যয় কমাইয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত টাকা দ্বারা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে জাতিগঠন-মূলক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে দাবী জানাইতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগ ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগেরই একটা অঙ্গস্বরূপ এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে উহা যাহাতে ইংলণ্ডকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে তদ্রূপ মনোভাব লইয়াই উহা সৃষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে যখন আর একটি মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তখন ভারত সরকার দেশে জাতিগঠন-মূলক কাজের জন্য সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাতে সম্মতি দিবেন সেরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র।

যাহা হউক এই সম্পর্কে সম্প্রতি 'ক্যাপিটাল' পত্রে জনৈক সংবাদদাতা গবর্ণমেন্টের সমক্ষে আর একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব মত কাজ করিলে সামরিক ব্যয় না কমাইয়াও ভারত সরকার জাতি গঠনমূলক কাজের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। পত্র প্রেরকের প্রস্তাব এই যে বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশে প্রচলিত নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে যে স্বর্ণ রহিয়াছে তাহার মূল্য স্বর্ণের পূর্ব্বেকার বাজারমূল্য অনুযায়ী ধরা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে স্বর্ণের মূল্য যে প্রকার চড়িয়াছে তদনুযায়ী যদি এই স্বর্ণের মূল্য ধরা হয় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য আরও ৩১ কোটী টাকা বেশী হইবে। পত্রপ্রেরক বলেন যে গবর্ণমেন্ট যদি এই ৩১ কোটী টাকা দেশের জাতি গঠনমূলক কাজে ব্যয় করেন তাহা হইলে এই সমস্যার অনেকদূর সমাধান হইতে পারে।

গবর্ণমেন্ট কি ভাবে এই ৩১ কোটী টাকা ব্যবহার করিবেন তৎসম্বন্ধে পত্রপ্রেরক বিস্তৃতভাবে কিছু বলেন নাই। তবে জাতি গঠনমূলক কাজের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের কতকাংশ বিক্রয় করিয়া দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে মনে হয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য আরও ৩১ কোটী টাকা বেশী বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ এই ৩১ কোটী টাকার স্বর্ণের জামীনে ৩১ কোটী টাকার নোট বাহির করিয়া তদ্দ্বারা দেশের জাতি-গঠনমূলক কাজে সাহায্য করিবারই তিনি পক্ষপাতী। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে স্যার ডেনিয়েল হামিলটন এবং করাচীর স্যার মন্টেগু ওয়েভ এই ধরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের নজীরও রহিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের সুবিধার্থ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য এই ভাবে বাজার মূল্যের অনুপাতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমেত ১৮টী বিভিন্ন দেশও এই ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বাজার মূল্যের অনুপাতে বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা জনহিতকর কাজের অর্থের সংস্থান করিয়াছেন।

ভারত সরকারও অনায়াসে এই ব্যাপারের কাজ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ভারত সরকারের ১৮৯ কোটী টাকার মত নোট আছে। উহা ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৪৪ কোটী টাকার স্বর্ণ (স্বর্ণের বর্ত্তমান মূল্য অনুযায়ী ৭৫ কোটী টাকার), ৫৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটী (পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ঋণপত্র) ও ৭১ কোটী টাকার রৌপ্যমুদ্রা রহিয়াছে। ১৮৯ কোটী টাকার নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে এত অধিক পরিমান সম্পত্তি হাতে রাখিবার কোন প্রয়োজনই নাই। কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ কোন কারণে দেশের লোক যদি নোট সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে তাহা হইলেও এই ১৮৯ কোটী টাকারই নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণ করিবার জন্য যে দেশের লোক দাবী করিবে সেরূপ আশঙ্কার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। বিগত ১৯১৪ সালের শেষে যখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময়ে নোট সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে একটা অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালের আগষ্ট হইতে ১৯১৫ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই অবিশ্বাসের দরুন দেশের লোক মাত্র ১০ কোটী টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া তাহার বদলে টাকা গ্রহণ করে। আগামী যুদ্ধে দেশবাসী যদি ১০ কোটী টাকার বদলে ৭০ কোটী টাকারও নোট ভাঙ্গাইয়া লয় তাহা হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার হস্তস্থিত রৌপ্যমুদ্রা দ্বারাই এই দাবী পূরণ করিতে পারিবেন এজন্য স্বর্ণ বা ষ্টার্লিং সিকিউরিটীর উপর হাত দেওয়া কোন প্রয়োজন হইবে না।

সুতরাং নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি মজুদ আছে তাহার বহুলাংশ দেশের জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য অনায়াসে ব্যয় করা যাইতে পারে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩৩ ধারার ৪ উপধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত প্রতি ৮·৪৭৫১২ গ্রেণ স্বর্ণের মূল্য এক টাকা ধরিবার জন্য বিধান রহিয়াছে। কিন্তু জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য অর্থের সংস্থান করা গবর্ণমেন্টের যদি অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বড়লাট এই ধারা সংশোধন করিয়া বর্ত্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী স্বর্ণের মূল্য সাব্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই দিক দিয়া যে অসুবিধা রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করা একেবারেই কঠিন

গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যে বীমা কোম্পানী

মধ্যবিত্ত সমাজের যে সমস্ত ব্যক্তি কার্য্যব্যপদেশে আজীবন সহরে কাটাইতে বাধ্য হন তাঁহাদিগের অধিকাংশকেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। উহাদের মধ্যে অনেকেই সারা জীবনে বাড়ী ভাড়ার জন্য যে টাকা ব্যয় করেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকায় উহাদের নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী এক এক খানা বাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে যে মোটা টাকা ব্যয় হয় তাহা একসঙ্গে প্রদান করিতে পারেন না। এই জন্য নিজস্ব একখানা বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও উহারা জীবন ভরিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই কাটাইয়া যাইতে বাধ্য হন। পাশ্চাত্য দেশ গুলিতে বিল্ডিং সোসাইটীসমূহ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণে কি ভাবে সাহায্য করে তৎসম্বন্ধে 'আর্থিক জগতে' আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই ব্যাপারে ঐ সব দেশের বীমা কোম্পানী সমূহও কম সাহায্য করিতেছে না। দুঃখের বিষয় যে এদেশে বাড়ী নির্ম্মানের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসায়ও কিছুই প্রসার হয় নাই এবং বীমা কোম্পানী সমূহও তাহাদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বীমা কোম্পানী সমূহ মধ্যবিত্ত সমাজের গৃহ নির্ম্মাণ সমস্যার কি ভাবে সমাধান করিতে পারে তৎ সম্বন্ধেই দু'এক কথার উল্লেখ করিতেছি।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের বীমা কোম্পানীসমূহ বাড়ী নির্ম্মাণ অথবা ক্রয়ের জন্য 'হাউস পারচেজ পলিসি' নামে এক প্রকার বিশেষ ধরণের পলিসি বাহির করিয়া থাকে। আমাদের দেশের বীমা কোম্পানী সমূহ ১০।১৫ বা ২০ বৎসর অন্তে পলিসির টাকা প্রদানের সর্ত্তে যে সমস্ত এণ্ডাউমেণ্ট পলিসি প্রদান করে উহা তাহারই অনুরূপ। তবে হাউস পারচেজ পলিসি সাধারণ এণ্ডাউমেণ্ট পলিসির অনুরূপ হইলেও উহার প্রিমিয়ামের হার বেশী হইয়া থাকে। উহার কারণ এই যে উক্ত পলিসি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ অথবা পুরাতন বাড়ী ক্রয়ের জন্য বীমাকারীর যে টাকার প্রয়োজন হয় বীমা কোম্পানী তাহার অধিকাংশ টাকা বীমা কারীকে প্রদান করিয়া থাকে। এই টাকার জন্য যে সুদ হয় তাহা সাধারণ এণ্ডাউমেণ্ট পলিসিতে দেয় প্রিমিয়ামের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি হাউস পারচেজ পলিসি গ্রহণ করিয়া দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বাড়ী ক্রয় করেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের একটি বীমা কোম্পানী তাহাকে তখন তখনই ৮ হাজার টাকা প্রদান করিবে। শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে এই ৮ হাজার টাকার বৎসরে সুদ হইবে ৪৮০ টাকা। কাজেই ১০ হাজার টাকার একটি এণ্ডাউমেণ্ট পলিসি গ্রহণ করিতে বৎসরে যদি ৬০০ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয় তাহা হইলে এই ধরণের একটি হাউস পারচেজ পলিসি গ্রহণ করিতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ দাঁড়াইবে বৎসরে ১০৮০ টাকা। এই ব্যবস্থায় বীমাকারীকে মাসে ৯০ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হইবে। এই ভাবে বীমা করিয়া নিজস্ব বাড়ী অর্জ্জন করিলে বীমাকারীর প্রতি মাসে বাড়ী ভাড়া বাবদ ৫০।৬০ টাকা ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং তাহাকে প্রিমিয়ামের জন্য বাড়ী ভাড়ার অতিরিক্ত মাসে ৩০।৪০ টাকা দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় পর বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অথবা উহার পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে পলিসির দশ হাজার টাকা হইতে বাড়ীর জন্য গৃহীত ৮ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ হইবে এবং পলিসি গ্রাহক বা তাহার ওয়ারিশ বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে বাকী দুই হাজার টাকা নগদ পাইবেন। যাহারা কার্য্যব্যপদেশে বরাবর সহরে বাস করিতেছেন এবং সহরে ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যাহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অন্নসংস্থানের সম্ভাবনা নাই তাঁহারা যদি মাসে বাড়ী ভাড়ার অতিরিক্ত ৩০।৪০ টাকা দিয়া ১০।১৫ বৎসর অন্তে একটী নিজস্ব বাড়ীর মালিক হইতে পারেন তাহা হইলে উহা যে তাহাদের পক্ষে খুব সুবিধার কথা উহা বলাই বাহুল্য।

এই ভাবে টাকা দাদনে বীমা কোম্পানীকেও কোন ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয় না। কারণ বীমা কোম্পানী বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য পলিসির টাকা হইতে যে টাকা অগ্রিম হিসাবে প্রদান করে তাহার জন্য পলিসি এবং বাড়ী বীমা কোম্পানীর নিকট বন্ধক থাকে। বীমাকারী যদি পলিসির মেয়াদ অন্ত হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম দিয়া যায়, তাহা হইলে পলিসির টাকা হইতেই বীমাকোম্পানীর প্রদত্ত টাকা পরিশোধ হয়। বীমাকারীর যদি অকালে মৃত্যু হয় তাহা হইলেও পলিসির টাকা হইতেই বীমা কোম্পানী তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। এই টাকার জন্য যে সুদ হয় তাহাও বীমাকারীর নিকট হইতে বীমা কোম্পানী যে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম আদায় করে তাহা হইতে আদায় হইয়া থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বীমা কোম্পানী যে বাড়ীর বন্ধক মূলে টাকা দিয়া থাকে বৎসরের পর বৎসর তাহার মূল্যাপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় বীমাকারী যদি কিছুদিন প্রিমিয়াম দিয়া তৎপর বীমাপত্র বাতিল করিয়া দেয় তাহা হইলে বীমা কোম্পানীর পক্ষে সাকুল্য টাকা আদায় করিবার উপায় কি? কিন্তু এজন্যও বীমা কোম্পানীর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। কারণ বীমা কোম্পানী বাড়ীর মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত টাকা ধার দিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে বীমাকারী প্রিমিয়াম বন্ধ করিলে বাড়ী বিক্রয় করিয়া বীমাকোম্পানী উহার মূল্যের শতকরা ৮০ টাকাও যদি আদায় করিতে পারে তাহা হইলেও উহার ক্ষতির কোন কারণ নাই। আর ৫।৬ বৎসর পরে যদি বীমাকারী প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করে তাহা হইলে বীমাকারীর প্রাপ্য পলিসির প্রত্যর্পণ মূল্য হইতে বাড়ীর মূল্যাপকর্ষজনিত ক্ষতি অনায়াসে পোষাইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় টাকা দাদন করিলে বীমাকোম্পানীর প্রাপ্য সুদ ও আসলের সম্পূর্ণ অংশ আদায় সম্বন্ধে কোন প্রকার আশঙ্কারই কারণ হইতে পারে না। তবে বীমাকারী যদি ৪।৫ বৎসর বীমার প্রিমিয়াম চালাইয়া তৎপর আর উহা প্রদান করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য বীমাকোম্পানীর কিছু ব্যয় হইতে পারে। বীমা-কারীকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিবার পর এই বাড়ী নূতন

(১১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যাপার নহে। আসল অসুবিধা হইতেছে জাতি গঠনমূলক কাজে গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে অনিচ্ছা। অদূর ভবিষ্যতে বাট্টার হার স্থির রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যের জন্যও গবর্ণমেণ্ট শ' দেড়শত কোটী টাকা ব্যয় করিতে পারেন। এই সব কাজে যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্যই নোট ভাঙ্গাইবার নাম লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এত অধিক সম্পত্তি মজুদ রাখা হইয়াছে। এই মজুদ সম্পত্তি জাতি গঠনের কাজে খরচ করিয়া ফেলিয়া গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যের শক্তিকে ক্ষয় করিয়া বসিবেন এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

সাবান শিল্পের সংরক্ষণ

কোন শিল্পের সংরক্ষণ অর্থে আমরা সাধারণতঃ বিদেশ হইতে আমদানী অনুরূপ শিল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে উহাকে রক্ষা করাই বুঝি এবং এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশাগত জিনিষের উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য করাই দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের সর্ব্বপ্রধান পন্থা। কিন্তু ভারতীয় সাবান শিল্পের সংরক্ষণের অর্থ বিদেশী সাবানের প্রতিযোগিতা হইতে উহাকে রক্ষা করা নহে—দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের মূলধনে যে সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় সাবানের কারখানাগুলিকে রক্ষা করাই এদেশে সাবান শিল্পের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। এজন্য সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে নিখিল ভারত সাবান শিল্পী সম্মেলনের যে ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে এই বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও সাবানের ব্যবহার কিছুই প্রচলন হয় নাই। যে স্থলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি ব্যক্তি গড়ে বৎসরে ২৫ পাউণ্ড, হল্যাণ্ডে ২৪ পাউণ্ড, দেন্মার্কে ২২ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডে ২০ পাউণ্ড সাবান ব্যবহার করে সেই স্থলে ভারতবর্ষে প্রতিব্যক্তি গড়ে প্রতি বৎসর মাত্র অর্দ্ধ পাউণ্ড সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে গায়ে মাখা ও কাপড় কাচার জন্য মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরে সাবান একটী নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক কালে দেশের দরিদ্রতম জনসাধারণও সাবান ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে এদেশে সাবানের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাবান প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত প্রাণীজ চর্ব্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল আবশ্যক তাহাও এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এজন্য সাজিমাটী প্রভৃতি যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন তাহাও এখন দেশের ভিতরে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং সাবান-শিল্পের প্রসারের পক্ষে ভারতবর্ষ একটী আদর্শ স্থান বলা যাইতে পারে। কিন্তু এদেশে বিগত ১৮৭৯ সালে সর্ব্বপ্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাবানের কারখানা স্থাপিত হইলেও সাবান-শিল্পে দেশবাসী অনেকদিন পর্য্যন্ত তেমন উন্নতি-লাভ করিতে পারে নাই। ফলে গত ১৯২০-২১ সালেও ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ২ কোটী টাকার অধিক মূল্যের সাবান আমদানী হইয়াছিল। সুখের বিষয় যে ইদানীং এই শিল্প সম্বন্ধে দেশের উদাসীনতা বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশে দেশবাসীর অর্থে স্থাপিত এবং দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত প্রায় এক হাজার সাবানের কারখানা চলিতেছে এবং এই সব কারখানায় বৎসরে প্রায় ৩॥ কোটী টাকা মূল্যের সাবান প্রস্তুত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী সাবানের পরিমাণও কমিয়া ২৪॥ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—ভারতবর্ষে উৎপন্ন সাবানের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিদেশী সাবানের আমদানী দিন দিন কমিতেছে। গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৩৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার সাবান আমদানী হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা কমিয়া ২৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকায় এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা ২৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে উহা আরও হ্রাস পাইয়াছে। এই বৎসরে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার সাবান আমদানী হইয়াছে—অথচ গত বৎসর এই ৯ মাসে ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার এবং গত পূর্ব্ব বৎসর এই ৯ মাসে ২০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার সাবান আমদানী হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষে সাবানের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতে বিদেশী সাবানের আমদানী হ্রাসের জন্য ভারতবাসীর সান্ত্বনা লাভ করিবার তেমন কিছু নাই। এদেশে বিদেশ হইতে পূর্ব্বে যে সাবানের আমদানী হইত এবং বর্ত্তমানে যে সাবান আমদানী হইতেছে তাহার বেশীর ভাগই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থাকে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে সাড়ে চব্বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের সাবান আমদানী হয় তাহার মধ্যে পৌণে সতর লক্ষ টাকা মূল্যের সাবানই ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে আবার যে সাবান আমদানী হয় তাহার অধিকাংশ ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত লেভার ব্রাদার্সের সাবানের কারখানা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই কারখানার পরিচালকগণ সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়া কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। উহাদের কারখানায় বর্ত্তমানে প্রত্যেক বৎসর ২০ হাজার টন ওজনের কাপড় কাচা সাবানই প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উহারা গায়ে মাখা সাবান এবং কল কারখানার কাজে ব্যবহৃত সাবানও প্রস্তুত করিতেছেন। যে স্থলে বর্ত্তমানে এদেশের এক সহস্র সাবানের কারখানাতে বৎসরে ৭৫ হাজার টন সাবান প্রস্তুত হইতেছে সেই স্থলে একমাত্র লেভার ব্রাদার্সের বোম্বাইস্থিত কারখানাতেই উহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে অধিকতর পরিমাণে সাবান প্রস্তুত হইতেছে এবং বিদেশ হইতে যে ভারতবর্ষে সাবানের আমদানী বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহার কৃতিত্ব অনেকটা লেভার ব্রাদার্সের। ভারতবাসীর এজন্য সান্ত্বনা লাভ করিবার বিশেষ কিছু নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশীর প্রতিষ্ঠিত সাবানের কারখানা যে দিন দিন ভারতের বাজার দখল করিয়া বসিতেছে তাহাই শেষ কথা নহে। বিদেশী সাবানের কারখানাসমূহ বর্ত্তমানে অবৈধ প্রতিযোগিতা দ্বারা ভারতীয় সাবানের কারখানাগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। লেভার ব্রাদার্সের এই ধরণের প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা কিরূপ বেশী তাহা উহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে গত ১৯৩৭ সালে (১৯৩৮ সালের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই) লেভার ব্রাদার্স এবং উহার অঙ্গীয় বিবিধ কোম্পানীর সমস্ত

প্রকার খরচা বাদে নিট ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে প্রায় পৌনে সাত কোটী টাকা) লাভ হইয়াছিল। উহাদের ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার পরিমাণ ১৬০ কোটী টাকার মত। সাবান শিল্পে উহাদের অভিজ্ঞতাও একশত বৎসর অপেক্ষা বেশী। ভারতবর্ষে সামান্য মাত্র মূলধন সম্বল লইয়া নানা অসুবিধার মধ্যে ভারতবাসীর দ্বারা যে সমস্ত সাবানের কারখানা পরিচালিত হইতেছে উহাদিগকে অবৈধ প্রতিযোগিতা দ্বারা ধ্বংস করার ক্ষমতা লেভার ব্রাদার্সের যথেষ্টই রহিয়াছে। কার্য্যতঃ ও উহারা বর্ত্তমানে ক্রেতাগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া ভারতের বাজারে সাবান বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। অত্রাবস্থায় ভারতবাসীর পরিচালিত সাবানের কারখানাগুলি যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং এদেশে দেশবাসীর চেষ্টায় সাবান শিল্পের প্রসার যে বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিবে তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই।

ব্যাঙ্গালোরের সাবান শিল্পী সম্মেলন ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী সাবানের কারখানার প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় সাবানের কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যতে যাহাতে এদেশে ভারতবাসীর নিকট হইতে শতকরা ৫১ ভাগের কম মূলধন এবং কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে অর্দ্ধেকের কম ভারতবাসী লইয়া বিদেশীদের দ্বারা কোন সাবানের কারখানা স্থাপিত হইতে না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, এই ব্যবস্থা হইলেও লেভার ব্রাদার্সের প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় সাবানের কারখানাগুলি রক্ষা পাইবে না। বর্ত্তমানে কেবল সাবান শিল্পে নহে—অন্যান্য বহুবিধ শিল্পেও ভারতে বিদেশীদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশীয় লোকের প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতা করিতেছে। উহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভারতে বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারখানা সমূহে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য যাহাতে ভারতের বাজারে পড়তা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অধিকন্তু ভারতবাসীর প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি যাহাতে নিজেদের উৎপাদন-ব্যয় কমাইবার এবং উৎকৃষ্টতর জিনিষ প্রস্তুত করিবার সুযোগ পায় তজ্জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্য পড়তা অপেক্ষাও কিছু বেশী হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যাহাতে বিদেশী সাবানের আমদানী বাড়িতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থাতেই ভারতীয় সাবান শিল্প ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী কারখানা সমূহের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু বিদেশী কারখানা সমূহের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ বৃটীশ মূলধনে প্রতিষ্ঠিত কারখানা গুলির বিরুদ্ধে এরূপ কোন কার্য্যনীতি গৃহীত হইবার আশা কোথায়? নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে এই ধরণের কোন ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইলেই তাহা যে বিদেশীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মূলক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী কারখানার প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় লোকের প্রতিষ্ঠিত সাবান শিল্প তথা অন্যবিধ অনেক শিল্পকে সংরক্ষণ করিতে হইলে ভারতবাসীকে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। প্রত্যেক দেশে দেশীয় শিল্পের প্রতি দেশবাসীর আন্তরিক অনুরাগই ঐ শিল্পের সংরক্ষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ—ভারতবর্ষে যেখানে বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহই নাই সেখানে দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতিই দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের একমাত্র অবলম্বন। বাঙ্গলায় ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট ধরণের অনেক প্রকার গায়ে মাখা ও কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত হইতেছে। দেশবাসী যদি এই সব দেশী সাবান ফেলিয়া মিথ্যা আভিজাত্যবোধে অথবা সামান্য ২।১ পয়সা কম মূল্যের জন্য বিদেশী সাবান ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহারা দেশের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের প্রতি বিরুদ্ধাচরনই করিবে। উহাতে কেবল দেশীয় সাবানের কারখানাগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—উহার ফলে সমষ্টিগতভাবে দেশ দরিদ্রতর হইবে এবং দেশের বেকার সমস্যা আরও মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে দেশে অধিকতর পরিমাণে সাবান ব্যবহারের মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে দেশবাসীকে উপরোক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্যবোধ করিতেছি। যেখানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় না সেখানে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবার তবু একটা হেতু থাকিতে পারে। কিন্তু দেশীয় সাবানের কারখানাগুলিতে বর্ত্তমানে যে শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত হইতেছে তাহা বিদেশী সাবানের তুলনায় কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। উহা সত্ত্বেও আমরা যদি বিদেশীর প্রস্তুত সাবান ব্যবহার করিয়া ভারতীয় সাবান শিল্পকে ধ্বংসের ব্যাপারে উহাদিগকে সাহায্য করি তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমাদের বিন্দুমাত্র স্বদেশহিতৈষণা নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রুমানিয়ার তৈল

রুমানিয়া হইতে সহজে বেশী পরিমাণে তৈলের যোগান পাওয়ার জন্য জার্ম্মানী রুমানিয়ার সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চুক্তি হইলে রুমানিয়া যুদ্ধের সময় জার্ম্মানী ও জার্ম্মানীর পক্ষাবলম্বী ইটালী প্রভৃতি দেশকে প্রয়োজনানুরূপ তৈল সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়াই অনেকের ধারনা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে সে ধারনা অমূলক। যদি রুমানিয়া জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং জার্ম্মানী যদি ঐ দেশের তৈলের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা পায় তথাপি রুমানিয়া হইতে জার্ম্মানী ও ইটালী প্রভৃতি দেশের প্রয়োজনানুরূপ তৈলের যোগান পাওয়া সম্ভব পর হইবে না। যুদ্ধের অতিরিক্ত প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণতঃই ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানীর ৭০ লক্ষ টন তৈল আবশ্যক হইয়াছিল। উহার শতকরা ৩৫.৫ ভাগ দেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল। বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছিল ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার টন। ১৯৩৮ সালে রুমানিয়া হইতে মোট ৪৫ লক্ষ ৩ হাজার টন তৈল বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভেকিয়া একত্রে মোট ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টন তৈল গ্রহণ করিয়াছিল। ইটালী, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স যথাক্রমে গ্রহণ করিয়াছিল ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টন, ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টন ও, ২ লক্ষ ৮৯ হাজার টন।

বিভিন্ন দেশে তিষির উৎপাদন

১৯৩৭ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল এবং তাহাতে মোট ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেই স্থলে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ২ লক্ষ ৪ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কানাডায় ১৯৩৮ সালে ২ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল ও ৩৫ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৩৭ সালে ঐ দেশে ২ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে ও শেষ পর্য্যন্ত ১৭ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইয়াছিল। আর্জ্জেণ্টাইনে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৭০ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল এবং তাহাতে ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেই স্থলে ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন তিষি উৎপন্ন হইয়াছে।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্ট জাপানের সহিত নূতন করিয়া বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন কিম্বা পূর্ব্ব চুক্তি সংশোধনের উপযোগীতা সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। এইরূপ বলা হইয়াছে যে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ উক্ত চুক্তি শেষ হইবে এবং বর্ত্তমান বৎসরের ১৫ই মের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের নিকট অভিমত দাখিল করিতে হইবে।

কানপুরে শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

কানপুরে একটি শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সাহায্য করিবার জন্য কানপুরের মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বার সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পোচ্‌কানওয়ালা কমিটী কানপুরে একটি শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বার তাঁহাদের আবেদনে বলিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট যদি শেয়ার অগ্রিম বেচাকিনা সম্বন্ধে আইনানুগ সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন তবেই কানপুরে একটি শেয়ার বাজার স্থাপনের ব্যবস্থা হইতে পারে। প্রকাশ, প্রস্তাবিত ষ্টক এক্সচেঞ্জের মেমরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব্ এসোসিয়েসন এবং নিয়মাবলীর একটি খসড়া ইতিমধ্যে তৈয়ার হইয়াছে।

শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান

কিছুকাল পূর্ব্বে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন (অনুমোদিত) লইয়া যুক্ত প্রদেশে ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্সিং কর্পোরেশন নামক একটী শিল্প সাহায্য কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহার কার্য্য সুরু হইয়াছে। কতগুলি সর্ত্তাধীনে যুক্তপ্রদেশ সরকার পনর বৎসরকাল এই কোম্পানীকে বাৎসরিক অনধিক পনর লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশন কমসুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবে। এইরূপ ভাবে শিল্প উৎপাদন বিষয়ে সাহায্য করা ছাড়া কর্পোরেশন পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য একটি মার্কেটিং কোম্পানীও পরিচালনা করিবে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের কাগজ শিল্প

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সভাপতি মিঃ আর ডাব্লিউ নেলর তাহার বক্তৃতায় বলেন—নূতন নূতন কাগজের কল স্থাপিত হইতে থাকায় বর্ত্তমানে দেশে কাগজের উৎপাদন খুব বাড়িয়াছে এবং একটা প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার ফলে দামের হারও নামিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় দেশে একই ধরণের কাগজ তৈয়ারে সচেষ্ট না হইয়া যদি নূতন কাগজের কলগুলি কেবল

নূতন ধরণের কাগজ তৈয়ারের চেষ্টা করিত তবে নূতন কোম্পানী স্থাপনের একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু নূতন কোম্পানীগুলি যখন সেরূপ উদ্দেশ্য নিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইতেছে না তখন যে পর্য্যন্ত এদেশে আবশ্যকানুরূপ কাগজ কাটতির সুবিধা না বাড়ে সে পর্য্যন্ত উহাদের পক্ষে কাগজ উৎপাদনের কাজ স্থগিত রাখাই সঙ্গত। গত কতিপয় বৎসরে এদেশে কাগজের ব্যবহার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কাগজের ব্যবহার দ্রুত বাড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছেন। যদি তাঁহারা ঐ বিষয়ে কতকপরিমাণেও কৃতকার্য্য হন তবে তাহাতে দেশে কাগজের ব্যবহার অনেকটা বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত পুরাতন ও নূতন সমস্ত কলগুলির পক্ষেই কাগজ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

এদেশে যে কাগজের ব্যবহার বাড়িতেছে তাহা খুবই সুস্পষ্ট। ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত এদেশে কাগজের উৎপাদন ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৬০ হন্দর হইতে ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ২২২ হন্দর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর দিকে আমদানীকৃত কাগজের পরিমাণও বাড়িয়াছে। যে সব কাগজের আমদানীর উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য আছে ১৯৩৩-৩৪ সালে বাহির হইতে সেই ধরণের কাগজ আসিয়াছিল ২ লক্ষ ৬ হাজার ১১৫ হন্দর আর যে সব শ্রেণীর কাগজের উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য নাই সেই সব শ্রেণীর কাগজ আসিয়াছিল ১৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৪৯ হন্দর। ১৯৩৭-৩৮ সালে এই আমদানী যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬০৫ হন্দর ও ২৭ লক্ষ ৩ হাজার ৯০২ হন্দর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাম্রাজ্যগত দেশগুলিতে স্বর্ণের উৎপান

বৃটিশ সাম্রাজ্যগত দেশগুলিতে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে স্বর্ণের উৎপাদন শতকরা ০·৭ ভাগ বাড়িয়া পৃথিবীর মোট উৎপাদিত স্বর্ণের শতকরা ৫৭·৪ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশে উৎপাদন স্বর্ণের পরিমাণ দেওয়া গেল :—

দেশ	১৯৩৭ (আউন্স)	১৯৩৮ (আউন্স)
অষ্ট্রেলিয়া	১৩,৩১,০০০	১৫,৭০,০০০
কানাডা	৪০,৯৬,০০০	৪৬,৮০,০০০
গোল্ড কোষ্ট	৫,৫৯,০০০	৬,৬৮,০০০
ভারতবর্ষ	৩,৩২,০০০	৩,২২,০০০
নিউগিনি	২,১৭,০০০	২,২০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,১৭,৩৫,০০০	১,২১,৫৭,০০০
দক্ষিণ রোডেসিয়া	৮,০৪,০০০	৮,১৪,০০০
অন্যান্য দেশ	৫,৯১,০০০	৬,৪৯,০০০
মোট	১,৯৭,১৫,০০০	২,১০,৮০,০০০

আমেরিকায় পশমের কাটতি

গত ১লা এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মজুদ পশমের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় খুব কম দেখা গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশমবস্ত্র নির্ম্মাণের কলগুলির প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া এই মজুদ পশম অপর্য্যাপ্ত। সেজন্য সম্প্রতি আমেরিকার বাহির হইতে পশমের আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে।

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য

জাপানে অবস্থিত ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেড্ কমিশনার সম্প্রতি ১৯৩৮ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই তিন মাসের জাপ-ভারত বাণিজ্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় আলোচ্য তিন মাসে জাপান হইতে ভারতে মালপত্র আমদানীর পরিমাণ শতকরা ২৬ ভাগ এবং জাপানে ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ২৮·১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালের শেষ তিন মাসের তুলনায় ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসে ভারতবর্ষে জাপানী জিনিষের আমদানী শতকরা ২৩·২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের শেষ তিন মাসে উহা ১৯৩৭ সালের

(গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যে বীমা কোম্পানী)

বীমাকারীকে বিলি করিতে অথবা উহা অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে যে সময় অতিবাহিত হইবে তজ্জন্যও বীমা কোম্পানীর কিছু ক্ষতি হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যাহাদের বীমার পলিসির প্রিমিয়াম চালাইবার সঙ্গতি আছে এরূপ লোক বাছিয়া তৎপর তাহাদিগকে বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য টাকা ধার দেওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ যাহারা নিজে বসবাস করিবার জন্য বাড়ী সংগ্রহ করিতে চাহিবে মাত্র তাহাদিগকেই এই ভাবে সাহায্য করা উচিত। ইংলণ্ডের বীমাকোম্পানীসমূহ এই দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানী সমূহও অনায়াসে এই ধরণের কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বনে কাজ করিতে পারে। উহার ফলে বীমাকারীদের তহবিল কেবল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক পন্থায় দাদন করা হইবে না—উহার দ্বারা বীমাকোম্পানী সমূহ একটী বিশেষ জনহিতকর প্রচেষ্টাতেও অবতীর্ণ হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের একটী প্রবন্ধ অবলম্বনে বীমা কোম্পানী সমূহ দেশের শিল্পোন্নতিতে কি ভাবে মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বীমা তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিয়া উহা অধিকতর লাভজনক ভাবে দাদন করিবার পন্থা হিসাবে গৃহনির্ম্মাণের জন্য টাকা দাদন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়া আমরা মনে করি। বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানী সমূহের হাতে বৎসরের পর বৎসর বীমাকারীদের সঞ্চিত যে তহবিল পুঞ্জীভূত হইতেছে তাহা নিরাপদ ও লাভজনক পন্থায় দাদন করা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের দিকে যদি বীমকোম্পানী সমূহ দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে এই সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে নূতন বীমা আইনের ২৭ ধারা মতে বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটীতে দাদন করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। উহার ফলে বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বেশী পরিমাণ টাকা দাদন করা অসম্ভব বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন কোন বীমা কোম্পানী বীমাকারীদের তহবিল যদৃচ্ছা দাদন, করিতে আরম্ভ করাতেই সাবধানতা হিসাবে উপরোক্ত বিধান রচিত হইয়াছে। বীমা কোম্পানী সমূহ যদি উপরোক্ত প্রণালীতে গৃহনির্ম্মাণের জন্য টাকা দাদনে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তহবিলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বীমা কোম্পানী সমূহের দিক হইতে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে অর্থ বিনিয়োগে যদি আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে উপরোক্ত ২৭ ধারা সংশোধন করিয়া কোম্পানীর কাগজ ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটীতে দাদনযোগ্য টাকার পরিমাণ হ্রাস করিতে অথবা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নিয়োজিত তহবিলকেও উক্ত শতকরা ৫৫ ভাগের অন্তর্ভুক্ত করিতে কাহারও আপত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। বরং ভারতবর্ষের বৃহদাকার বীমা কোম্পানী সমূহ—যাহাদের হাতে বীমাকারীদের কোটী কোটী টাকা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহারা যদি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া বীমা আইনের উপরোক্ত ২৭ ধারা সংশোধনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করে তাহা হইলে তাহারা দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতিই পাইবে। আমরা এই ব্যাপারে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। যদি পৃথক ভাবে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর পক্ষে এই ধরণের কাজে ব্রতী হওয়া অভিপ্রেত বলিয়া মনে না হয় তাহা হইলে ৪।৫টী বীমা কোম্পানী মিলিয়া এক একটী ট্রাষ্ট গঠন করিয়াও এই কাজে অগ্রসর হইতে পারে। এই ধরণের একটী জনহিতকর অথচ লাভজনক কাজ বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নহে।

শেষ তিন মাসের তুলনায় শতকরা ৩৪·৪ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালের শেষ তিন মাসের তুলনায় ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসে জাপানে ভারতীয় মালের রপ্তানী শতকরা ৫৩·৬ ভাগ পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের শেষ তিন মাসে ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসের তুলনায় সেই স্থলে তাহা পুনরায় শতকরা ৭৮·৮ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসে জাপ-ভারত বাণিজ্যে জাপানের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েন ৭৮৷৵ আনার সমান) ১৯৩৮ সালের শেষ তিন মাসে তাহা কমিয়া ১ কোটি ২৭ লক্ষ ইয়েন দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৮ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যে জাপানের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ২৩ লক্ষ ইয়েন। ঐ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে তাহা বাড়িয়া ১৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ইয়েন দাঁড়াইয়াছে। এই উন্নতির পরিমাণ শতকরা ৬৭·৭ ভাগ তবে মূলতঃ উত্তর চীন ও মাঞ্চুকোতে রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়াতেই এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতের শিল্পোন্নতি

সম্প্রতি বিহার ইনষ্টিটিউট অব্ ক্যামিষ্টস্ এর বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি ডাঃ এইচ কে সেন ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের উপযোগী শিল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য এবং ঐ বিষয়ে উপস্থাপিত পরিকল্পনা সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করিবার জন্য দেশে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন আবশ্যক। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটির পক্ষে শীঘ্র ঐরূপ একটি কমিটী গঠনে যত্নবান হওয়া উচিৎ। শিল্পোন্নতি সাধনের পক্ষে কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর সৌহার্দ্দভাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতের জন্য শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা গঠন করিতে সে দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। কৃষিই এদেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। কাজেই এ দেশের শিল্পোন্নতি তথা আর্থিক উন্নতির বিধি ব্যবস্থা করিতে গিয়া আমাদিগকে আজ সহজে শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল উৎপাদনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সেজন্য জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে রাসয়নিক প্রক্রিয়ায় সার প্রস্তুতের উপর জোর দিতে হইবে। অধিকন্তু গোময়, হাড়, ও খৈল প্রভৃতি অল্প মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কাপড়ের কলে কাজের সময় হ্রাস

কানপুরের ভিক্টোরিয়া কটন মিলসের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে আগামী ২৪শে এপ্রিল হইতে ঐ মিলে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন কাযা চালান হইবে। প্রকাশ একদিকে কাপড়ের দাম পড়িয়া যাওয়ায় ও অপর দিকে মজুত কাপড়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেই কর্ত্তৃপক্ষ মিলের কাজ ঐরূপভাবে হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাঙ্গালায় বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা

সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত ঢাকা জিলা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাহার অভিভাষণে বলেন—নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর বাঙ্গলা সরকারের আয় নানাভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কাজেই এই প্রদেশে একটা পরিকল্পনামত বাধ্যকরি ভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার পক্ষে তেমন আর্থিক অসুবিধা বিশেষ কিছুই নাই। বর্ত্তমান সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিনামূল্যে সকল স্তরের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, জর্ম্মানীতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত এবং আমেরিকায় ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলকেই বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে সেইরূপ অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলনের অসুবিধা কি থাকিতে পারে?

আসাম সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ

কিছুকাল পূর্ব্বে আসাম প্রদেশের সরকার একটি ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিটীর রিপোর্ট বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। প্রকাশ কমিটী সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন:—(১) প্রাদেশিক সিভিল সর্ভিসের কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস (২) উহাদের ভাতা ও রাহা খরচ হ্রাস (৩) অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা দেওয়ার রীতি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া (৪) ২৮ বৎসর চাকুরীর পর সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী দিগের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা।

ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ

সম্প্রতি কলিকাতায় একটি ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন সম্পর্কে আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। আমেদাবাদের ডাঃ আক্কেল সরিয়া কলিকাতায় একটি ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য ২ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করিবার পর বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় বিবেচনার জন্য কর্ণেল আর এন চোপ্‌রা, স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী, ডাঃ বি সি রায় মিঃ জে এল বেল, মিঃ পি দাস, অধ্যাপক বি এন ঘোষ, ডাঃ জে সি আইচ, ক্যাপটেন পি দে এবং বি মুখার্জ্জিকে (সেক্রেটারী) লইয়া একটি কমিটী গঠন করেন। ঐ কমিটীর ইতিমধ্যে কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছে। প্রকাশ কমিটী কলিকাতায় ভেষজ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন সম্পর্কে বিস্তারিত একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা একটি প্রশ্নাবলী তৈয়ার করিয়া শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ব্যক্তিদের ভিতর এবং ভেষজ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি-নিধিদের ভিতর প্রচার করিয়াছেন।

ভারতে মাৎগুড়ের উৎপাদন

১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে যুক্তপ্রদেশের চিনির কলগুলিতে গড়ে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬১৬ টন, বিহারে ৮৮ হাজার ১৩৩ টন, বোম্বাইয়ে ১০ হাজার ৪১১ টন, মাদ্রাজে ৮ হাজার ৪৪৪ টন, পাঞ্জাবে ৪ হাজার ৪৫০ টন, দেশীয় রাজ্য সমূহে ২০ হাজার ১৪৭ টন, ব্রহ্মদেশে ৭ হাজার ২৫ টন, উড়িষ্যায় ৯০০ টন, মাৎগুড় উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই সমষ্টিগত ভাবে ভারতের চিনির কলগুলিতে বাৎসরিক মাৎগুড় উৎপন্ন হইয়াছে ৩ লক্ষ ৫ হাজার ১২৬ টন। তাহা ছাড়া গুড় হইতে চিনি উৎপাদনকারী কারখানা সমূহে বৎসরে গড়ে ২২ হাজার ৪৭২ টন এবং খান্দেসারী চিনির কারখানায় ৬৭ হাজার ৫০০ টন মাৎগুড় উৎপাদন হয়। সমস্ত মিলাইয়া ভারতবর্ষে গড়ে বাৎসরিক উৎপন্ন মাৎগুড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৯ টন।

ভারতের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল প্লেনিং কমিটীর প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্ট চেম্বার লিখিতেছেন—এদেশে যদি উপযুক্ত ভাবে গঠিত একটি পঞ্চবার্ষিক শিল্প পরিকল্পনা সজোরে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয়। তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের
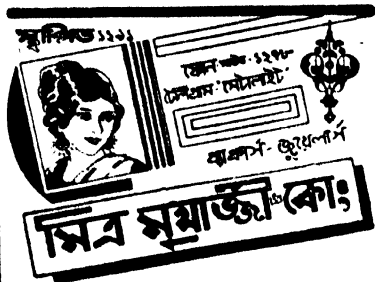
জীবন যাত্রার উন্নতি সাধনে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে। শিল্পের দিক দিয়া এদেশের যথাবিহিত উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রধানতঃ (১) অল্প সুদে মূলধন সরবরাহের সুব্যবস্থা (২) শিক্ষাদিয়া উপযুক্ত শিল্পী কারিগরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার বন্দোবস্ত (৩) পন্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা (৪) উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা এবং (৫) শিল্প পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য মূলধন নিয়োগ করিতে হইলে দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য শিল্প বিষয়ে ভালরূপ গবেষণা ও তৎলব্ধ ফল শিল্পের প্রয়োজনে নিয়োগ করা সম্পর্কেও ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদেশে যদিও জমির উৎপাদিকা শক্তি লোপ পায় নাই তথাপি লোকের জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য বস্তুর যোগান ক্রমেই কম দেখা যাইতেছে। কৃষকদের ভিতর শিক্ষা প্রচলন করিয়া ও তাহাদিগের ভিতর উন্নত চাষাবাদ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া পরিকল্পনা মত সকল দিক দিয়া কৃষির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্প বিষয়ে অহেতুক আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা হ্রাস করিবার জন্য প্রকৃত সুযোগ ও সম্ভাবনা বিচার করিয়া বড় শিল্প কারখানার স্থান নির্ণয় করিতে হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনা গঠনের পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে ভালরূপ তদন্ত করা দরকার।

ছোট ও মাঝারি শিল্প

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট এদেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে জাপানী পন্যের হার বৃদ্ধি পাওয়ার অজুহাতে তাহা স্থগিত করিয়া রাখা হয়। সম্প্রতি ফেডারেসন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ ডি এন সেন ঐ তদন্ত পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ এস জি সাহা ও মিঃ রাজভাবকার এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কাফির চাষ

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে গড়ে বাৎসরিক ২ লক্ষ একর জমিতে কাফির চাষ হইতেছে এবং তাহাতে গড়ে ২০ হাজার টন কাফি উৎপন্ন হইতেছে। মহীশূর, কুর্গ, নীলগিরি, নাইভুবাতাম, নোলিয়াম পাথি, আন্নামালাই, কন্নদেবম প্রভৃতি অঞ্চলই কাফি উৎপন্নের পক্ষে প্রশস্ত। ঐসব অঞ্চলে কাফি চাষের জন্য এ পর্য্যন্ত বহু অর্থ নিয়োগ করা হইয়াছে। বনভূমিতে কাফির বাগিচা নির্ম্মাণ করিতে প্রতি একরে অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৫০০ টাকা। গত কিছুকাল যাবৎ কাফি উৎপাদনের নিমিত্ত ভারতে নূতন বিদেশী মূলধন কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। ইউরোপীয় মালিকেরা বরং ভারতের কাফি বাগিচার পরিচালনা ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে ভারতের কাফি চাষের মোট জমির এক তৃতীয়াংশ বর্ত্তমানে ভারতীয়দের অধীনে আসিয়াছে। কাফি বাগিচা গুলিতে বর্ত্তমানে এক লক্ষের উপর ভারতীয় মজুর কাজ করিতেছে।

ইংলণ্ডের জাহাজ ব্যবসায়

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ইংলণ্ডের জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে ১ কোটি পাউণ্ড সাহায্য দেওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে জাহাজ নির্ম্মাণ বিষয়ে কিছুকাল যাবৎ যে মন্দা দেখা যাইতেছে তাহাতে জাহাজ ব্যবসায়ের উন্নতির নিমিত্ত ঐরূপ সাহায্য যে খুবই প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসে ইংলণ্ডে মাত্র ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টন পরিমিত বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসের তুলনায় তাহা ৫ লক্ষ টন কম। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের তুলনায় এই কমতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টন। অপরদিকে সমগ্র ভাবে ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশ সমূহে জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ খুবই দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে অন্যান্য দেশে ২১ লক্ষ ৭ হাজার টন পরিমিত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন মাসে সেই স্থলে জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩ হাজার টন।

যুক্ত প্রদেশের দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি

যুক্ত প্রদেশ সরকারের সমবায় বিভাগের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে দুইটি মিল্ক সাপ্লাই ইউনিয়ন ছিল। তাহা ছাড়া লক্ষ্ণৌ, মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ১০টি প্রাথমিক দুগ্ধ সরবরাহ সমিতিও কার্য্য করিয়াছিল। উহারা যথেষ্ট পরিমাণ খাঁটি দুধ ও ঘৃতের যোগান এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের মিল্ক সাপ্লাই ইউনিয়ন গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ৭০ হাজার পাউণ্ড দুধের কারবার করিয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৪০ পাউণ্ড দুধের কারবার করিয়াছে। মফঃস্বলের ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে প্রাথমিক দুগ্ধ সরবরাহ সমিতির মারফত ঐ দুধের যোগান আসিয়াছিল।

যুক্ত প্রদেশ সরকার দুগ্ধ বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রাখিবার জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ মিল্ক সাপ্লাই ইউনিয়নকে সম্প্রতি ২০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত ইউনিয়ন ইতি মধ্যেই ৮ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মহীশূর রাজ্যে সেচকার্য্য

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মহীশূর রাজ্যের সরকার সেচ কার্য্যের জন্য ৮ লক্ষ ৯ হাজার ৯২০ টাকা ব্যয় করেন। উহার মধ্যে জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ২২০ টাকা, এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৫১ টাকা ব্যয় হয়।

সরকারী বীমা বিভাগের শাখা আফিস

বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্র 'টামস্ অব ইণ্ডিয়ার' এক সংবাদে প্রকাশ কলিকাতা ও মাদ্রাজে ভারত সরকারের বীমা বিভাগের দুইটি শাখা অফিস স্থাপিত হইবে। বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশের বীমা ব্যবসায়ের সহিত নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই ঐ দুইটী প্রদেশে অচিরে বীমা বিভাগের শাখা অফিস স্থাপনের আয়োজন হইতেছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-সংস্থানের বিস্তারিত বিবরণ সহ মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য গত ১৯০৫ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট সারা ভারতবর্ষে তদন্ত কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন এরূপ আশা করা গিয়াছিল যে ২৫ বৎসরের মধ্যে ঐরূপ বিস্তারিত তদন্ত শেষ করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু মহাসমরের জন্য, সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ

নীতির জন্য ও অন্যান্য কারণে ঐ তদন্ত কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চালান সম্ভবপর হয় নাই। ফলে ১৯০৫ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই ৩৩ বৎসরে মাত্র ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৪৯ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে তদন্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া বিভাগের অনুমান এই বর্ত্তমানে যে হারে তদন্ত কার্য্য চালান হইতেছে তাহাতে উহা শেষ করিতে আরও ১৩ বৎসর সময় লাগিবে।

যক্ষা নিবারণী তহবিল

গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সম্রাটের যক্ষা নিবারণী তহবিলে মোট ৭৯ লক্ষ ৪ হাজার ৭৬৩ টাকা (নগদ) সংগৃহীত হইয়াছে। কোন প্রদেশ হইতে এপর্য্যন্ত কি পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছে নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল:—আসাম—১ লক্ষ ২ হাজার ১৯২ টাকা, বাঙ্গলা—৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৩২ টাকা, বিহার—১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৯৩ টাকা, বোম্বাই —৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৫৭ টাকা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৯৫ হাজার ৪৩৯ টাকা, দিল্লী ৯৩ হাজার ৯৮২ টাকা, মাদ্রাজ ৫ লক্ষ ১ টাকা, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৫৩ হাজার ৭২৭ টাকা, উড়িষ্যা ৪৪ হাজার ৫৫৩ টাকা পাঞ্জাব ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৫৬ টাকা, সিন্ধু ৫৫ হাজার ৮৯১ টাকা ও যুক্ত প্রদেশ ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৭১ টাকা।

সাবান প্রস্তুত কারকদের সম্মেলন

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অল্ ইণ্ডিয়া সোপ্ মেকার্স কনফারেন্সএর ষষ্ঠ অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এদেশে বিদেশী কোম্পানীসমূহ প্রতিষ্ঠা হইয়া যে ভাবে দেশীয় সাবান শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে উক্ত সম্মিলন তাহাতে আতঙ্ক প্রকাশ করেন। এদেশে বিদেশীয়দের দ্বারা গঠিত যে সব কোম্পানীর মূলধনে ভারতীয়দের অংশ শতকরা ৫১ ভাগের কম এবং পরিচালক বোর্ডে ভারতীয়দের স্থান অর্দ্ধেকের চেয়ে কম সেই সব কোম্পানী যাহাতে এদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত না হইতে পারে তজ্জন্য আইন প্রণয়ন করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া সম্মেলন একটি প্রস্তাব পাশ করেন। অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে যেহেতু এদেশে সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রধানতঃ ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতেই আমদানী হইয়া থাকে সেজন্য বৃটীশ পণ্যের সুবিধাদান মূলক নীতি উঠাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী শুল্ক শত করা ২০ ভাগ হারে ধার্য্য করা সঙ্গত।

নিখিল ভারত ভুম্যধিকারী সম্মেলন

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত ভূম্যধিকারী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঐ সম্মেলনে সমস্ত ভারতের ভূম্যধিকারী সমিতিগুলিকে সংযোগবদ্ধ করিয়া অল্ ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড হোলডার্স ফেডারেশন গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগের স্বার্থবিরোধী বর্ত্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য নিখিল ভারত ভূম্যধিকারী সম্মেলন ২৫ জন সদস্য লইয়া একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত করেন।

তাহা ছাড়া ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ ও মর্য্যাদা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ছয়টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বিহারে এবং অন্যান্য প্রদেশে কৃষির উপর আয়কর ধার্য্যের যে বিধান অবলম্বিত হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

গুড় প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি

গত বৎসর যুক্তপ্রদেশ সরকার ঐ প্রদেশে গুড় প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি সাধনের নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ত্তমানে ৪৬টী জিলায় মোট ৪ হাজার ৫০০ গ্রামে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত কার্য্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উন্নত ধরণের ৩ হাজারেরও বেশী চুল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে; লক্ষ্ণৌ, এটওয়া ও বারাণসীর বিভিন্ন অঞ্চলে আদর্শ গুড় নির্ম্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ৫০০ জন শিক্ষিত কর্ম্মী গ্রামবাসী-দিগকে গুড় নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা দিতেছে। বর্ত্তমানে গুড়ের মূল্য খুব চড়া উহা মণ প্রতি ৫৷৷০ আনা হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। সরকারী পরিকল্পনায় নির্দ্দেশিত উন্নত প্রণালীতে যাহারা গুড় প্রস্তুত করিতেছে তাহারা ঐ গুড় বিক্রয় করিয়া সাধারণ গুড়ের তুলনায় মণ প্রতি আট আনা অতিরিক্ত লাভ করিতেছে। উৎপন্ন গুড় অধিক সময় সংরক্ষিত রাখা সম্বন্ধে সরকারীভাবে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালান হইতেছে।

সংরক্ষণ শুল্কের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের নূতন গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্যের প্রথা সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, দেশের অর্থ দেশে রাখার বৃহত্তর স্বার্থ বজায় রাখার কল্পে অধিক মূল্যে জিনিষ ক্রয় করার কষ্ট স্বীকার করাতেও আনন্দ আছে। তিনি ব্যবসায়ীগণের প্রতি ঋণ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে যেন দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ না করে। প্রয়োজনানুরূপ সময়ের অধিক কালের জন্য যাহাতে সংরক্ষণ শুল্কের দাবী না করা হয় তৎপ্রতি তিনি ব্যবসায়ীগণকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন।

বিমানযোগে ডাক চলাচলের প্রসার

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিমানযোগে ডাক চলাচলের প্রসার ও উন্নতি বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট, ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ ও অন্যান্য বিদেশী এয়ার-কোম্পানী সমূহ বিগত ১৯২৭ সাল হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় ৩০ বার প্রচেষ্টা করিয়াছে।

মেসার্স ষ্ট্যাক এ্যাণ্ড লিটে কোম্পানী ১৯২৭ সালে বিমান যোগে লাহোর ও দিল্লীতে দুইটি ডাক বহন করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী করাচি পোষ্ট অফিস উক্ত ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেয়। নয়াদিল্লীতে রয়াল এয়ার ফোর্সের কুচকাওয়াজ উপলক্ষে উক্ত সালের ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী রিসালপুর, কোহাট, পেশোয়া, লাহোর ও আম্বলা হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে উক্ত স্থান সমূহে বিমান যোগে ডাক বহন করা হয়। ১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এয়ার সার্ভে কোম্পানী রেঙ্গুন হইতে পোনাঙ্গ পর্য্যন্ত একটি ডাক বহন করে।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ডাকবাহী বিমানের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের সংগঠন হয় এবং উক্ত কোম্পানী দিল্লী করাচি লাইনে ডাক বহন করিতে থাকে।

১৯৩০ সালের শেষ ভাগে রয়েল ডাচ এয়ার কোম্পানী ভারতবর্ষের উপর দিয়া হল্যাণ্ড ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে একটি পাক্ষিক মেল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত সময়ে একটি ফরাসী কোম্পানীতে এইরূপ মার্সিলিস সাইগন লাইন স্থাপন করে। উক্ত কোম্পানীদ্বয় ভারতের প্রবেশ 'পথে ডাক বিলি করে কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীন ডাক বহন করিতে উক্ত কোম্পানীদ্বয়কে অনুমতি দেওয়া হয় না। ১৯৩২ সালে সিদ্ধান্ত করা হয় যে যে সকল দেশে বৃটিশ এয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কেবলমাত্র সেই সকল

দেশে উক্ত কোম্পানীদ্বয় ভারতের বৈদেশিক ডাক বহন করিতে সমর্থ হইবে।

১৯৩১ সালের মে মাসে ইংলণ্ড উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি পার্শেল সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হয়। উক্ত সালের জুলাই মাসে এয়ার মেল পোষ্ট কার্ড সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হয়। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই সার্ভিস অভিনব বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সার্ভিসে প্রেরণের জন্য চারি আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প যুক্ত পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইত এবং উহাতে সবুজ লেবেল মুদ্রিত ছিল।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের কায়রো-মোম্বাসা সার্ভিস দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং ২০শে জানুয়ারী করাচি হইতে সর্ব্বপ্রথম বিমানযোগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ডাক প্রেরণ করা হয়।

১৯৩২ সালে টাটা সন্স লিমিটেড লণ্ডন-করাচি সার্ভিসের সহিত সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে করাচি, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যে বিমানযোগে ডাক বহনের একটি ফেরী সার্ভিসের প্রবর্ত্তন করে। এতৎসম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত উক্ত কোম্পানী দশ বৎসরের জন্য একটি চুক্তি করে। দিল্লী ফ্লাইং ক্লাব দিল্লী করাচির মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ ডাক বহন করিত ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ৭ই জুলাই হইতে ইণ্ডিয়ান ট্রান্স-কণ্টি-নেণ্টাল এয়ার ওয়েজ নামক একটি নূতন কোম্পানী ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের সহযোগিতায় করাচি ও কলিকাতার মধ্যে ডাক বহনের ব্যবস্থা করে। এই কোম্পানী ১লা অক্টোবর হইতে আকিয়াব হইয়া রেঙ্গুন পর্য্যন্ত এবং ১৫ই ডিসেম্বর হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত ডাক বহন করিতে থাকে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ লিমিটেড ১৯৩৩ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে দৈনিক ডাক চলাচল ও কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে সাপ্তাহিক ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করে।

১৯৩৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উক্ত কোম্পানী কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সার্ভিসের প্রবর্ত্তন করে। শেষ পর্য্যন্ত এই সার্ভিস বন্ধ হইয়া যায়।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার সার্ভিস লাহোর-করাচি লাইন স্থাপন করে। উহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল পরে অর্দ্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত করা হয়।

১৯৩৫-৩৬ সালে বিমানযোগে ডাক চলাচল ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ সালের শেষভাগে টাটা সন্স লিমিটেড বোম্বাই-ত্রিবান্দ্রাম সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩৬-৩৭ সালে সিঙ্গাপুর-অষ্ট্রেলিয়া সার্ভিস সপ্তাহে দুইবার ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করে এবং খারতুম-কানো লাইনের প্রসার সাধন করা হয়। এতদ্ব্যতীত পেনাং ও হংকং এর মধ্যেও সাপ্তাহিক এয়ার মেল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৭ সালে নবেম্বর মাসে বোম্বাই ও দিল্লীর মধ্যে অপর একটি এয়ার মেল সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৩৮ সালে বোম্বাই ও কাথিওয়ারের মধ্যে অপর একটি লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের প্রাচ্য দেশগামী মেল সার্ভিসের সহিত এম্পায়ার এয়ার মেল স্কীম প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ ফেরী সার্ভিসের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকায় স্বর্ণ-আমদানীর পরিমাণ

গত মার্চ্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার বিভিন্ন দেশ হইতে ৩৬ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ-আমদানী হইয়াছে। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের মতে বিগত সেপ্টেম্বর মাসের চেকোশ্লোভেকিয়া সংক্রান্ত সঙ্কটের পর বিভিন্ন দেশ হইতে স্বর্ণ-আমদানীর এই পরিমাণ সর্ব্বাধিক।

উপরোক্ত স্বর্ণের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ২০ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের, হল্যাণ্ড হইতে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের, বেলজিয়াম হইতে ৩০ কোটী ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের, সুইজারল্যাণ্ড হইতে ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের এবং জাপান হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ-আমদানী হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

ইন্সিওরেন্স হেরাল্ড—অষ্টম বার্ষিক সংখ্যা। সম্পাদক—মিঃ আশুতোষ ব্যানার্জ্জি। এই সংখ্যার মূল্য চারি আনা (সডাক বার্ষিক ছয় টাকা)। আফিস, ২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা।

সম্প্রতি আমরা ইন্সিওরেন্স হেরাল্ড নামক বীমা বিষয়ক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের অষ্টম বার্ষিক সংখ্যাটি সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত কতিপয় বৎসর যাবৎ এই পত্রখানি এদেশের লোকের ভিতর বীমার বাণী প্রচারে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। সে হিসাবে দেশ বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কৃতী বীমা ব্যবসায়ী উহার সম্পাদককে শুভেচ্ছা ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ প্রকার শুভেচ্ছা ব্যতীত বর্ত্তমান সংখ্যাটিতে বীমা বিষয়ক কতকগুলি উপাদেয় রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মিঃ টি ডি দেশাই একটি প্রবন্ধে নূতন বীমা আইনের কতকগুলি গলদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কোর সরকারের বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মথুস্বামী আয়ারের 'ষ্ট্রে থটস্ অন সসিয়েল ইন্সিওরেন্স' নামক একটি লেখাও উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র রচনায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের বীমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রন মূলক আইনের বিধি ব্যবস্থাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রগ্রেস্ অব ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স নামক অধ্যায়ে কয়েকটি দেশীয় বীমা কোম্পানীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। আমরা ইন্সিওরেন্স হেরাল্ডের এই সুদৃশ্য ও বৈশিষ্টপূর্ণ বার্ষিক সংখ্যাটি দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জির কর্ম্মকুশলতায় এই পত্রটী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই আমাদের বাসনা।

সংযুক্ত প্রদেশের কাঁচশিল্প

সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে সংযুক্ত প্রদেশে কাঁচশিল্পের উন্নতি সাধন সম্পর্কে এ্যাডভাইসরি কমিটির প্রথম সভার অধিবেশন হয়। শিল্প বিজ্ঞানের ডিরেক্টরগণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন কাঁচ শিল্প সংযুক্ত প্রদেশের ৫টি প্রধান শিল্পের অন্যতম। এই শিল্পের উন্নতি সাধন কল্পে বাজেটে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংযুক্ত প্রাদেশিক সরকারের কাঁচশিল্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ আসেকজেণ্ডার নাডেল কাঁচশিল্পের উন্নতি বিধান কল্পে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর হইতেই উক্ত পরিকল্পনানুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং উহা ১৯৪৩ সালে সমাপ্ত হইবে।

মালবারে লবণ প্রস্তুতের প্রচেষ্টা

সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলক ভাবে লবণ প্রস্তুতের জন্য উত্তর মালবারস্থ চিয়াকাল তালুকে কয়েক একর জমি সংগ্রহের অনুমতি দান করিয়াছেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

গত ১৯৩১ সালে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটির কার্য্য আরম্ভ হয় ও ঐ ধরণের কার্য্যে অল্পকালের মধ্যেই উহার যথেষ্ট কৃত-কার্য্যতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপর ১৯৩৬ সালে কোম্পানীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে একটি জীবন বীমা বিভাগ খোলেন। খুব সুখের বিষয় এই জীবন বীমা বিভাগ খোলার পর কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের সুপরিচালনার গুণে এই কোম্পানী অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গলার একটি তরুণ উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের যে কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা ঐ প্রকার অগ্রগতিরই পরিচায়ক।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসে কোম্পানী দেড় লক্ষ টাকা পরিমাণ জীবন বীমার কাজ করেন। কাজেই সমস্ত নিয়া মোট পনর মাসে কোম্পানীর মোট কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ ২৮ হাজার ৫২৮ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৩০ হাজার ৯৮৭ টাকা আয় হয়। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৩ হাজার ৬১৯ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৬৯ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২৬ হাজার ১২৩ টাকা ব্যয় করেন। বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১৩৫ টাকা, বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ২ হাজার ৩০৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১৪ হাজার ৯৫৯ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ২ হাজার ৩০৯ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৬ হাজার ৫২৫ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ২৯ হাজার ২৩২ টাকা, আসবাবপত্র ২ হাজার ৮৩৫ টাকা, পলিসি বন্ধকে ঋণ ৫২৭ টাকা, অর্গানাইজেশন বাবদ অগ্রিম ব্যয় ১৫ হাজার ৭০০ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ১ হাজার ৯০০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ হাজার ১৭৮ টাকা। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদ মূলক বিধি ব্যবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। মিঃ ডি ডি রায়, মিঃ এইচ সি দাসগুপ্ত, মিঃ এ কে সেন, মিঃ আর এ চৌধুরী ও মিঃ আর এন রায় ডিরেক্টররূপে এই কোম্পানীর সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতায় এই নূতন বাঙ্গালী বীমা প্রতিষ্ঠানটি উত্তোরত্তর আরও বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। কলিকাতায় ৩নং হেয়ার ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

নিউ ইন্সিওরেন্স লিঃ

সম্প্রতি নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৯৩ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৫ হাজার ৯৭২ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছিল। ব্যয়ের দিক দিয়া কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১৪ হাজার ১৫০ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩৭৯ টাকা ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৮৭ হাজার ৩১২ টাকা খরচ করেন। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। উহার ফলে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়া বৎসরের শেষে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৩৬ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪১০ টাকা। উহার মধ্যে সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। কার্য্যারম্ভ করিবার চারি বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানী যে উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা খুবই প্রশংসনীয়। আমরা উহার উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতায় ১০২।১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের কলিকাতা শাখা অবস্থিত। ঐ শাখার ম্যানেজার মিঃ এস, বি, সেনগুপ্তের কর্ম্মকুশলতায় বাঙ্গলায় উক্ত কোম্পানীর কার্য্য ভালরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে।

পিপলস্ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

লাহোরের পিপলস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য জমি ক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানটি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ বাটীর বিপরীত দিকে অবস্থিত। ঐখানে পিপলস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতার আফিস ভবন নির্ম্মিত হইবে।

সরস্বতী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্ম্মী মিঃ বি এল সোন্ধি লাহোরের সরস্বতী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১লা এপ্রিল হইতে শ্রী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতার চীফ এজেন্সী আফিস ১৬ নং ম্যাঙ্গো লেনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এরিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এরিয়ান লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের কলিকাতাস্থ চীফ এজেন্সি আফিস ১৩ নং গভর্ণমেন্ট প্লেস (?) হাউস হইতে পি ৩৩ মিশন রোডে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।
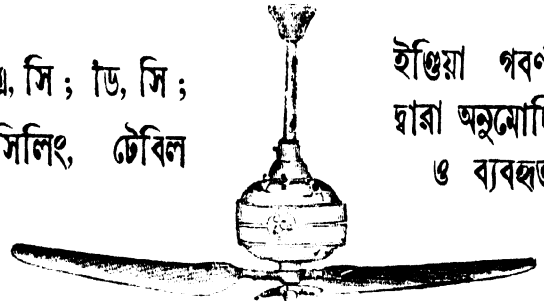
নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা নিউ এসিয়াটিক লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। মাত্র চারি বৎসর পূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্সের সুদক্ষ পরিচালনায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা উল্লেখযোগ্য দ্রুত উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী মোট ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ২ হাজার ৯৭৪টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৩০৯টি প্রস্তাবে কোম্পানী মোট ৩৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করেন।

এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ১৩ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪ হাজার ১০৭ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫২৭ টাকা। ঐ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২৭ হাজার ৮৩৩ টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাদ ১২০ টাকা কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৪৬ টাকা ও মোটর যান ও আসবাব পত্রের ক্ষয়পূরণ বাবদ ৯০৩ টাকা ব্যয় করেন। বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ১২৩ টাকা, বৎসর শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪২৫ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮ টাকা, ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২১ হাজার ২৯০ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—পলিসি বন্ধকে ঋণ ৩ হাজার ১৫২ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৭১ টাকা, কেশোরাম কটন মিলসের প্রেফারেন্স শেয়ার ৪ হাজার ৪৩৯ টাকা, ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিমিটেডের প্রেফারেন্স শেয়ার ১০ হাজার টাকা, হাষ্টিংস্ মিলস্ লিমিটেডের প্রেফারেন্স শেয়ার ১১ হাজার ৯০০ টাকা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ২৩ হাজার ৪২৬ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪১ হাজার ৩২৪ টাকা। উক্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় কোম্পানীর সম্পত্তি নিরাপদ মূলক বিধি ব্যবস্থায়ই সংরক্ষিত রহিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতায় ৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে নিউ এসিয়াটিক লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার আফিস অবস্থিত।

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন এসিওরেন্স কোং লিং

মিঃ কে এম মুখার্জ্জি প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই এপ্রিল বুধবার উদয়পুরের ডিপুটী অফিসার কুমার পি, সি, দেব বর্ম্মণের সভাপতিত্বে ত্রিপুর ষ্টেটের উদয়পুরে গিরিশ ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানান্তে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

সেণ্টিনেল এসিওরেন্স কোং লিঃ

সেণ্টিনেল এসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেঠ কল্যাণভাই জাভেরির পিতা শেঠ সাসাভাই ভাদিলাল জাভেরি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ গত ১১ই এপ্রিল সেণ্টিনেল এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার আফিস বন্ধ ছিল।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

ন্যাশনেল কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে কে সেন। ব্যবসা কাপড়ের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—চট্টগ্রাম।

প্রভিন্সিয়াল ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতির্ম্ময় রায়। জেনারেল মার্চেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস চাঁদপুর, জিলা—ত্রিপুরা।

সুবার্বন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্, এস্, কোলে। প্রভিডেণ্ট বীমার ব্যবসায়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কমার্সিয়াল বিল্ডিংস্ কলিকাতা।

কর্পোরেটেড ল্যাণ্ড ট্যাষ্ট লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস—মেসার্স এষ্টেট্স ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোং। বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ৯নং ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা।

জেনারেল ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুবোধ চন্দ্র গুপ্ত। লোহা ও ধাতু দ্রব্যের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ৮৪ এ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

ফজলী ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস্ ফজলি। ম্যানেজিং এজেন্সীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন—১৮ হাজার টাকা।

দত্তস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ সন্তোষ দত্ত। এজেন্সীর ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২২নং চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ স্কেলস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জে এইচ্ সমারভাইল্। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ৮নং এসপ্লানেড্ রো ইষ্ট কলিকাতা।

আর্টস্ কম্বাইন লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস ফজলি। ফিল্ম নির্ম্মাণের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

আসাম বেঙ্গল রাইস মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রোহিনী কুমার চক্রবর্ত্তী ব্যবসা চাউলের কল ও তৈলের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস বল্লা, পোঃ—খোয়াই। ত্রিপুরা রাজ্য।

দত্তস্ কাজোরা কোল্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কানাইলাল দত্ত। ব্যবসা কয়লার খনি পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৯৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামচন্দ্র সিংহ রায় এণ্ড্ কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অজিৎ কুমার সিংহ রায়। জেনারেল মার্চেণ্টস্। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

আর্য্য ঔষধালয় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মজুমদার। ব্যবসা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নির্ম্মাণ ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা রেজিষ্টার্ড আফিস চাঁদপুর জিঃ ত্রিপুরা।

মত ও পথ

শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের সমস্যা

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মূলধন সরবরাহ সম্বন্ধে যে অবস্থা দেখা যাইতেছে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া ডাঃ আর এন বাগচি দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইণ্ডিয়া' নামক মাসিক পত্রের 'এপ্রিল' সংখ্যায় লিখিতেছেন—এদেশের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ও যৌথ ব্যাঙ্ক সমূহ আদর্শ ও কার্য্যনীতির দিক দিয়া বৃটিশ ব্যাঙ্ক সমূহেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। সেজন্য উহারা বৃটিশ ব্যাঙ্ক গুলির মত দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ের মিয়াদে মূলধন সরবরাহ করিতে অভ্যস্থ নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ আক্ষেপের কথা এই যে বৃটিশ ব্যাঙ্ক সমূহ যে স্থলে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজন আবশ্যকীয় অর্থ নিয়োগ করিয়া আসিয়াছে সেই স্থলে উহারা সে বিষয়ে তেমন কিছুই তৎপরতা দেখায় নাই। ইংলণ্ডে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও পরিচালকদিগকে অল্প মিয়াদী কম সুদের ধারের জন্য ভাবিতে হয় না। তাহাদের একমাত্র সমস্যা হইতেছে কার্য্য আরম্ভ ও সম্প্রসারণের উপযোগী প্রাথমিক মূলধনের সংস্থান। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাথমিক মূলধন ও কার্য্যকরি মূলধন এ দুয়েরই অভাব রহিয়াছে। ভারতে শিল্প কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সময় যে শেয়ার মূলধন সংগৃহীত হয় অনেক সময় তাহার প্রায় সমস্তই কারখানা স্থাপনে ব্যয়িত হইয়া যায়। পরে চলতি খরচ নির্ব্বাহের জন্য ধারে টাকা সংগ্রহ করিতে তাহাদিগকে খুবই অসুবিধায় পড়িতে হয়। চলতি খরচ নির্ব্বাহের জন্য অল্প স্বল্প মিয়াদী ধার পাওয়ার উপযুক্ত ব্যাঙ্ক প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে সেরূপ ব্যঙ্ক প্রতিষ্ঠানের খুবই অভাব রহিয়াছে। বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রয়োজনানুরূপ ধার পাওয়ার অসুবিধা হেতু এমন অনেক কোম্পানী কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে যাহাদের চলতি প্রয়োজনের চেয়ে দশ হইতে পনর গুণ টাকা যন্ত্রপাতি ও বাড়ী প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশের কয়েকটি কয়লার খনির মালিক এমন অর্থাভাবে পড়িয়াছিল যে তাহাদিগকে কারবার রক্ষার জন্য শতকরা ৩৬ টাকা হইতে শতকরা ৮৪ টাকা সুদ দেওয়ার সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল। অল্প মিয়াদী ধারের অভাবে দেশী শিল্পোন্নতির একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল দেশেই শেয়ার বিক্রয় করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মিয়াদী মূলধন সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের প্রধান অসুবিধা এই যে অন্যান্য দেশে সেস্থলে শেয়ার বাজার ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তিতায় শেয়ার বিক্রয়ের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এদেশে সেস্থলে সেরূপ সুব্যবস্থা এখনও কিছুই হইতেছে না।

যন্ত্রশিল্প ও ভারত

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী তাঁহার অভিভাষনে এদেশে যন্ত্রশিল্পের স্বপক্ষে লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—ভারতবর্ষের লোক শতকরা ৯০ জনই নিরক্ষর। সেই জন্য দেশে শিল্প যাহা আছে তাহা সবই কুটির শিল্প। এতদিন যন্ত্র শিল্পজাত সমস্ত জিনিষই বিদেশ হইতে আসিতেছিল। এই সকল জিনিষের ব্যবহার অল্পবিস্তর সকলেই আমরা করি, কিন্তু উহা এদেশে প্রস্তুত না হওয়ায় বহু কোটি টাকা বৎসর বৎসর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এমন কি লবন, চিনি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষও এতাবৎ কাল বিদেশ হইতেই আসিত। রেলে চড়ি সকলে, কিন্তু রেল গাড়ীর মাল মসল্লা ইঞ্জিন সব আসে বিদেশ হইতে। সুখের বিষয় রেল লাইনগুলি আজকাল টাটা কোম্পানী তৈয়ার করিতেছে। কত লক্ষ টাকার মূল্যের মোটর গাড়ী বিদেশ হইতে আসিতেছে? সেইরূপ আরও অগণিত যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আসিতেছে। সেগুলি যন্ত্রভিন্ন হয় না। মোটর গাড়ী ইঞ্জিন, জাহাজ, বিমানপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি কুটির শিল্প হইতে পারে না? যে সকল জিনিষ হাতে হয় না হইবার নহে তাহা যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিতেই হইবে। নহিলে আমরা কেবল কাঁচা মাল রপ্তানী ও তৈয়ারি জিনিষ আমদানী করিয়া পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম থাকিয়া যাইব। অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে দেশের ছেলেদের দলে দলে ইউরোপ আমেরিকায় পাঠাইয়া যন্ত্র শিল্পে বিশেষজ্ঞ করিয়া আনিতে হইবে ও তাহাদিগকে কল কারখানা প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিতে হইবে। টাকা এখন সস্তা, অতি অল্প সুদে ব্যাঙ্কে এখন টাকা পাওয়া যায়। এখনইত কলকারখানা স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ। প্রধান অভাব যন্ত্রশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞের। তাহাদিগকে প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে ভাড়া করিয়াও আনিতে হইবে। কৃষি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চালিত হইবে, হস্তশিল্পও ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবে ও বড় বড় কলকারখানার যন্ত্র শিল্পজাত সকল প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। তবেই দেশ বড় হইবে। প্রাচীন যুগে ভারত শুধু আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন শাস্ত্রের বিকাশের স্থান ছিল তাহা নহে লহা লৌহ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করিতেছে। আজ ভারতের বড় বড় কারখানা হইতে হাজার হাজার টন লৌহ ও ইস্পাত শুধু ভারতের অভাবই মোচন করিতেছে তাহা নহে সুদূর জাপান ও আমেরিকাতেও উহা রপ্তানী হইতেছে। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট আগে বহু লক্ষ টন ভারতে আমদানী হইত। এখন ভারতে প্রচুর সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছে। এখন দেশে শত কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। চিনির কলও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিয়াশলাই, সাবান, কাঁচ, পোর্সিলেন, পেন্সিল, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্ব, এসিড, এল্‌কোহল, ঔষধ, ভ্যাক্‌সিন্, সিরাম, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, পাম্প টেলিফোন যন্ত্র, থার্ম্মোমিটার, লবণ, আলকাতরাজাত দ্রব্য, কাগজ, রবার টায়ার, ওয়াটার প্রুফ, কালি, গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতি চন্দ্ব জিনিষ দেশে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা আমাদের অভাবের তুলনায় খুবই কম।

ঋণ শালিশী বোর্ড

গত ২০শে চৈত্র তারিখের "দেশের বাণী" পত্র ঋণ সালিসী বোর্ডের সম্পর্কে লিখিতেছেন :—

"ঋণগ্রস্থ কৃষকগণের ঋণ মীমাংসার ভার ঋণ শালিশী বোর্ডের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। শালিশী বোর্ডের সদস্যগণের কার্য্য প্রণালীর উপরই শালিশী আইনের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শালিশী বোর্ডে এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারীগণের তাবেদারী করিয়া সরকারী নমিনেশান প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোসামোদের সাহায্যে যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন, জন-কল্যান সাধনের দায়িত্ব তাঁহারা বহন করিতে পারেন না। এ জিলায় ঋণ শালিশী বোর্ডের কল্যাণে অনেকস্থলে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসাক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা সর্ব্বহারা কৃষকের অবস্থায় ব্যথিত হইয়া সভাসমিতিতে বুক চাপড়াইয়া চক্ষের পানী ফেলিয়াছেন তাঁহারাই শালিশী বোর্ডের সভ্য ও চেয়ারম্যানের গদীতে বসিয়া সর্ব্বহারাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। ঋণের মীমাংসা করিয়া দেওয়া অপেক্ষা মোকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই ইঁহারা অধিক তৎপর। ইহার পশ্চাতে ব্যবসা বুদ্ধি লুক্কায়িত আছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শালিশী বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যের এক জন করিয়া "ফেউ" আছে। ইহাদের অনেকে আবার শালিশী বোর্ডের মোহরার সনদ প্রাপ্ত হইয়াছে। মোকদ্দমাকারীদের দরখাস্ত লিখিয়া দেওয়া ও মোকদ্দমা দায়েরের সাহায্য করাই ইহাদের প্রধান কাজ। এই শ্রেণীর 'ফেউ' মোহরারগণের কার্য্যকলাপে সর্ব্বহারাগণ সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। শালিশী বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মহাজনের দেনা আর দিতে হইবে না এই প্রলোভনে কৃষকগণ প্রয়োজনে অ-প্রয়োজনে, আইন সম্মতভাবে এবং বে-আইনী ভাবেও অর্থ ব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ করেনা। শালিশী বোর্ডে মোকদ্দমাগুলি মাসের মাস অমীমাংসীত থাকিয়া খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরক্ষর কৃষকগণ মহাজনকে ঠকাইবার মিথ্যা প্রলোভনে বরাবর খরচ যোগাইয়া আসিতেছে। কিছুদিন খরচ যোগাইবার পর যদিবা কোন খাতক এই মিথ্যা প্রলোভন ও ব্যবসার ফাক ফন্দি বুঝিতে পারে, তখন সে এমনিভাবে ফাঁদে আট্‌কা পড়িয়া যায় যে তাহার আর পাছ নামিয়া আসিবার সাধ্য থাকে না। তখন তাহাকে দায়ে ঠেকিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও খরচ যোগাইতে হয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার বেশ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। এসপ্তাহে সে চাহিদা আরও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার কোনদিন ২৷৹ আনার নিম্নে যায় নাই বরং ২৸৹ আনা সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার কিছু কিছু আদান প্রদান হইয়াছে। বৎসরের এই সময়ে সাধারণতঃ টাকার বাজারে একটা স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এবৎসর এখনও বাজারে সেরূপ কোন স্বচ্ছলতা দেখা যাইতেছে না—ইহা অনেকটা বিস্ময়ের বিষয়। এবৎসর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকা তেমন কিছু নিয়োজিত হইতেছে না বাঙ্গলা প্রদেশের মফঃস্বলে পাটক্রয় বাবদ সে টাকা অগ্রিম প্রেরিত হইয়াছিল এবারের মরশুমে পাট শেষ হইয়া যাওয়ায় তাহাও এক্ষনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছে। তবে ইহা সত্য যে বোম্বাই অঞ্চলে সম্প্রতি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা কিছু বেশী নিয়োজিত হইয়াছে। তুলা ব্যবসায়ে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। অধিকন্তু বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ বাবদও কতক পরিমাণ টাকা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এসমস্ত ছাড়া অন্য একটি কারণও টাকার বাজার চড়া থাকিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে। তাহা হইতেছে ট্রেজারি বিলের উচ্চ সুদের হার। আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারি বিলের সুদের হার হ্রাস না করিয়া তাহা চড়া হারে বলবৎ রাখিতেছেন। উহাতে সম্ভবতঃই ব্যবসায়ীরা তাহাদের অতিরিক্ত তহবিল কম সুদে ব্যাঙ্কে মজুত না রাখিয়া বেশী সুদের জন্য ট্রেজারি বিলেই নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠার বিলম্ব হইতেছে।

গত ১১ই এপ্রিল ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারি বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৵৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৵৬ পাই দরের শতকরা ৯০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারি বিলের সুদের হার ধার্য্য হইয়াছিল শতকরা বার্ষিক ২।৵৮ পাই, এ সপ্তাহে তাহা ২।৵১১ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবারের জন্য তিন মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারি বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২১শে এপ্রিল ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। আগামী ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯৷৵৯ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারি বিলের টেণ্ডার বিক্রয় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৭ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতের চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৭৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। এ সপ্তাহে ৫০ হাজার টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্কের ও গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ১৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৩ লক্ষ ১৬ হাজার দাড়াইয়াছে। এ সপ্তাহে টাকার বাজার চড়া ভাব বলবৎ থাকার সঙ্গে বিনিময় বাজারেরও হালচালেও চড়া দেখা গিয়াছে। বাজারে অধিক সংখ্যক বিল উপস্থাপিত হইয়াছিল। তবে বিকিকিনি তেমন কিছু হয় নাই। অদ্য বাজার নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

ষ্টার্লিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি, এ, ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ডি, এ, ৪ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডি, এ, ৬ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩১০
মার্ক	,,	৮৬ ৫/৮
গিলডার	,,	৬৫ ৩/৪
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮৷৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৪ই এপ্রিল

ইষ্টার উপলক্ষে গত ১০ই এপ্রিল কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। অদ্য ১৪ই এপ্রিলও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বাজার বন্ধ আছে। এ সপ্তাহে এ পর্য্যন্ত মাত্র যে তিন দিন বাজারে কাজকর্ম্ম হইয়াছে এবং তাহাতে সকলদিক দিয়াই পূর্ব্বাপর একটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপের অবস্থা বিশেষ জটিল মনে হইতেছিল। এক্ষণে ইটালী আলবেনিয়া অধিকার করিয়া লওয়া ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হের হিটলার চেকোশ্লোভেকিয়া অধিকার করিয়া লওয়ার পর হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফ্যাসিষ্ট শক্তিবৃন্দের রাজ্যাভিযান নীতির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ফ্যাসিষ্ট শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে পোলাণ্ডকে সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট একত্রে মিলিয়া গ্রীস ও রুমানিয়াকেও অভয় প্রদান করিয়াছেন। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জার্ম্মানী বা ইটালী নূতন কোন দিকে পা বাড়াইলেই একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় জগতের ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে বর্ত্তমানে একটা সমরাতঙ্কের ভাব খুবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেকারণে ব্যবসায়ীরা যা হয় করিয়া কোনদিকে বড় একটা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না বলিয়া কাজকর্ম্মে বিশেষ মন্দা দেখা যাইতেছে। আর তাহাতে লণ্ডন ও আমেরিকার শেয়ার বাজারের সঙ্গে কলিকাতার শেয়ার বাজারেও খুব অবসাদের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্কা অন্ততঃ কতক পরিমাণে কাটিয়া না গেলে কিংবা স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে আশা ভরসার বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে শীঘ্র বাজারের মন্দা বিদূরিত হওয়ার কোন আশা তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না।

কোম্পানীর কাগজ

গত ৬ই এপ্রিল বাজারে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৪॥৴ আনা। ইটালী আলবেনিয়া দখল করিয়া লওয়ার পর ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে নূতন জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বিশেষ একটা অবসাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠে। ফলে গত ১১ই তারিখ ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৩।৶ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। গতকল্য পর্য্যন্তও বাজারে ঐরূপ মন্দার ভাবই বলবৎ দেখা গিয়াছিল। গতকল্য ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৩।৴ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০২॥৵ আনা ও টাকার সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১৩৵ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বাজারে এসপ্তাহে বিশেষ নিরুৎসাহ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই লোকের আস্থাহীনতা দেখা যাইতেছিল এক্ষণে বাজারের অন্যান্য বিভাগে মন্দা চলিতে থাকায় ফলে এই বিভাগে দামের হার খুব নিম্ন দাঁড়াইয়াছে। গতকল্য বাজারে বেঙ্গল ২৯৪ টাকা হইতে ২৯৭ টাকা, ভালগুড়া ৩।৵ আনা, হরিলাদী ১০৸৵ আনা ও মুণ্ডলপুর ৭৵ আনা ছিল।

পাটকল

গত কয়েক সপ্তাহ বাজারের অন্যান্য বিভাগে মন্দার ভাব থাকিলেও পাট কলের শেয়ার বিভাগে দামের হার মোটামুটিরূপ চড়া দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এ সপ্তাহে পাট কলের শেয়ার দাম কতকটা নামিয়া গিয়াছে। নূতন পাটের থলের অর্ডার পাওয়া যাইতেছে না। অধিকন্তু সমরাতঙ্কের জন্য সকল দিক দিয়া একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। কাজেই কোন দিক দিয়াই আশা ভরসা কিছু দেখা যাইতেছে না। গত কল্য বাজারে হাওড়া ৫৪।০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩২৩।০ আনা ও গৌরীপুর (প্রেফ) ১৩২ টাকা ছিল।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দাম এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কোম্পানীর মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ সম্বন্ধে এতদিন নানারূপ গুজব চলিতেছিল। এক্ষণে কোম্পানী কোন মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন না বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে আর তাহাতে দামের হারও বিশেষভাবে নামিয়া গিয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৭৸৴০ আনা ছিল। গতকল্য তাহা দাঁড়ায় ২৫।০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ দিবস শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল যে কয়েক দিবস বিকিকিনি হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)	৯৭॥০
৩৲ „ কোম্পানীর কাগজ	৮৫৸৵০
৩৲ „ ঋণ (১৯৫১-৫৪)	৯৯॥০
৩৲ „ নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	৯৭৲,৯৬৸৶,৯৬৸৵,৯৭৲
৩৲ „ সুদের ইউ, পি, ঋণ (১৯৫২)	৯৮৸৵
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৯৪।৵৬,৯৪।০,৯৪॥৴,৯৪।৶,৯৪॥০,৯৩৸৵,৯৩।৶
৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)	১০৯।৶
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩)	১০৪।৴,১০৪।০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)	১,৫১০৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১০৯॥০,১১০৲,১০৯৲,১১১৲

কয়লার খান

বেঙ্গল	৩০০৲,৩০২৲
ব্রাবিয়া	১০৵,১০।৵
হরিলাদী	১০৸৶
নাজিরা	৭।৵,৭॥৵
সমেলী	১৵

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর	১০।০
ডানবার (অডি)	১৬৪৲
মুইর মিলস (প্রেফ)	৬৪॥০

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অডি)	৭৲,৭।০,৬৸০
ঐ (প্রেফ)	১৸০
ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং	১৮।৵
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৭।৵,২৭॥৵,২৭॥৶,২৭॥৴,২৭॥৵,২৭৸৵,২৭৸৶,২৭॥৵,২৭৸০,২৮৲,২৭॥০
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস (ডেফ)	২৪৫॥
ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি)	১১।৶,১১৸,১১৸৴,১১৸৵,১১॥৴,১১৸,১১।৴,১১।৶,১১॥৵,১১।৴
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৩৸,৯২॥,৯৩॥,৯৩॥

পাট কল

আগর পাড়া	১৬॥,১৬৸,১৭৲
এ্যালবিয়ন	১৯০৲
এ্যালায়ান্স (অডি)	২২৫৲,২২৭॥
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অডি)	৩৩৩৲,৩৩৭৲

অকল্যাণ্ড (অডি)	১৭৮৲
বালী (অডি)	১৯১৲,২০১৲,২০০৲,২০২৲,২০১॥,২০৩৲,২০৪৲
বরানগর (অডি)	১৫২॥০,১৫৫৲,১৫৬৲,১৫৭৲,১৫৩৲,১৫৮৲
বেলভেডিয়ার	৩৪৬৲
চাঁপদানী	১৫৫৲
হুগলী (প্রেফ)	১৬॥০
হাওড়া	৫৫॥,৫৫৷৶,৫৫৸৶,৫৫৸৵,৫৫॥৶,৫৫৷/,৫৫৷৵,৫৫৷৶,৫৫৲
কামারহাটী (অডি)	৫০১॥
কিনিসন (প্রেফ)	১৫৩৲,১৫৪৲
ল্যান্সডাউন	১৬৩৲
৪॥ নৈহাটী জুট ডিবেঃ	(১৯৩৭-৪৭-৫২) ১০৩॥
ন্যাশনাল	২১৸৵০,২২৲,২২৷০,২২৶,২২৸
নিউসেণ্ট াল (প্রেফ)	১৩৮৲,১৩৯৲
নদীয়া	৪৪॥
ওরিয়েণ্ট	১৮৩৲
প্রেসিডেন্সী	৩॥৵,৩৸,৩॥৶,৩৸/,৩॥৵

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫৸০,৬৲,৫৸৵০,৫॥৵০,৫৸০,৫৸৵০,৫৸০,৫॥৵০,৫॥৶০,৫॥৶০
কনসোলিডেটেড টিন	৫॥৵০
ইণ্ডিয়ান কপার	২/,২৲,২৵০,২৲
টেভয় টীন	১৷০

চিনির কল

দেওরিয়া সুগার	১০৵০
৫॥০ সুদের রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার (প্রথম মর্টগেজ) ডিবেঃ (১৯৩৬—৪৬—৬৬)	১০৩॥০

চা বাগান

বাঁসবাটিয়া	১১৷০॥০,১১
কোদালা	১২৸০,১৩৲
নিউ ডুয়ার্স	১৭৲
নিউ টেরাই	১০৷০
তেজপুর	৫৷০
চিলকা	১০৲,১০৷০

বিবিধ

আসাম সজ	॥৵০,৸০
বামার লরি	২৪৮॥০,২৫০
বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রল	৩৷০,৩৷৵০
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)	২৸৵০,২॥০,২॥৵০,
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)	১৪০৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অডি)	৯৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৯১৲
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৩/০
হুমায়ুণ প্রপার্টি (প্রেফ)	৮॥০
ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অডি)	৯৪৲
ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টস	২১৸০
মূলা ওয়েল	১৷৵০
টিটাগড় পেপার ('এ' অডি)	১২৷০,১২॥০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল

পূর্ব্ব দুই সপ্তাহের মত এসপ্তাহেও কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের বেশ তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। এসপ্তাহে ১০ই এপ্রিল ইষ্টার মনডে উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল। অদ্যও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বাজার বন্ধ আছে। কাজেই এপর্য্যন্ত তিন দিন মাত্র বাজারে রীতিমত কাজ হইয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৪৭॥০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ৪৭ টাকায় দাঁড়ায়। গত ১১ই তারিখ বাজার খোলার দিন তাহা হয় যথাক্রমে ৪৮৷০ আনা ও ৪৭৷০ আনা। গতকল্য পর্য্যন্ত বাজারে ঐ চড়াভাব সম্পূর্ণ বলবৎ দেখা গিয়াছে। নিম্নে এসপ্তাহের ফাটকা বাজারের দর উদ্ধৃত করা হইল :

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১১ই এপ্রিল	৪৮৷০	৪৭৷০	৪৭৸৵০
১২ই "	৪৮৵০	৪৭॥৵০	৪৭৸০
১৩ই "	৪৮৷০	৪৭৸০	৪৭৸৵০

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকার ফলে ফাটকা বাজারে দরের হার খুব চড়া থাকিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন দেশের সমরায়োজনের জন্য নূতন পাটের থলের অর্ডার আসিতে পারে এইরূপ জনরব কিছুদিন খুবই প্রচলিত ছিল। আর তাহাতে দামের হারও বাড়িয়াছিল। কিন্তু পরে নূতন অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যখন সকলের ভিতর হতাশার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিকে এ বৎসরের পাটের কম যোগান এবং অপর দিকে আগামী ফসলের মন্দার সম্ভাবনা নিয়া জল্পনা কল্পনা সুরু হইল। আর নানারূপ আশঙ্কা সৃষ্টির ভিতর পাটের দামও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে বাজারে ঐরূপ অবস্থাই বলবৎ দেখা যাইতেছে।

কিন্তু পাটের যোগান কম হওয়ার নামে আগামী ফসল ভাল হইবে না বলিয়া পাটের দর চড়া রাখিবার জন্য বর্ত্তমানে বাজারে যে বেশী পরিমাণ আশঙ্কা জাগাইয়া তোলা হইয়াছে তাহার মূলে চটকলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট কারসাজি রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ বলা যায় এবৎসর পাটের যোগান ৯০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না বলিয়া অনুমিত হইলেও উহা যে বর্ত্তমানের সম্ভবপর চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। বেশী পরিমাণ পাটের থালের জন্য নূতন অর্ডার আসিলে হয়ত এবিষয়ে কিছু টানাটানি পড়িতে পারে। কিন্তু সেরূপ অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবিকই তেমন বেশী কিছু আছে কি? দ্বিতীয়তঃ নূতন মরশুমের পাটের কথা ধরা যাউক। নূতন পাট বুনার সময় আসা সত্ত্বেও বৃষ্টি না হওয়ায় গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত জমিতে পাট বুনার কিছু অসুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এখনই আগামী ফসল ভাল

ভারত সরকারের বাজেট সংশোধন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে অর্থ সাহায্যের দাবী সমূহ সম্পর্কে যে সকল সংশোধন গৃহীত হইয়াছিল সম্প্রতি তৎসম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। রেলওয়ে এবং শাসন বিভাগের খাতে যথাক্রমে ৭০৩৲ টাকা সংশোধন ও ৫০০৲ টাকা হ্রাস করায় প্রস্তাব স্বীকৃত হইয়াছে। ফিনান্স বিলের একটি সংশোধন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার ফলে ডাক ও তার বিভাগের অনুমিত আয় ২ লক্ষ টাকা হ্রাস করিয়া উহা ১১ কোটি ৬২ লক্ষ এক হাজার বরাদ্দ করা হইয়াছে। রেলওয়ে ও শাসন বিভাগের খাতে উভয় বিভাগের জন্য তিনটি করিয়া অর্থ সাহায্যের দাবী করা হইয়াছিল। পরিষদে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হয়। বড় লাট উক্ত দাবী মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ মঞ্জুরীয় দাবীর পরিমাণ রেলওয়ের ১ কোটি ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং শাসন বিভাগের খাতে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।
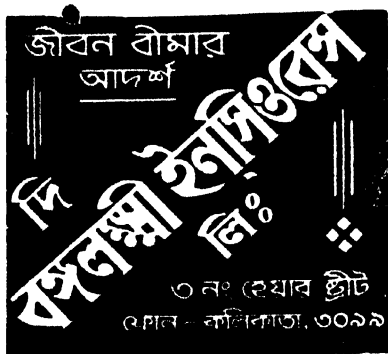
হইবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। পাট বুনার সময় এখনও যায় নাই। শীঘ্রই ভালরূপ বৃষ্টি হইলে এবং শেষ পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণ পাট হওয়ার আশা আছে—গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমরা ঐরূপ ভরসার কথাই প্রকাশ করিয়াছি। সুখের বিষয় এক্ষণে কার্য্যতঃ তাহাই প্রতিফলিত হইতে চলিয়াছে। এ সপ্তাহে পাট উৎপাদনকারী অধিকাংশ জিলাতেই কমবেশী পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ফলে প্রায় স্থলেই নীচু ভূমিতে পাট বুনা একরূপ শেষ হইয়াছে এবং এক্ষণে উঁচু ভূমিতে পাট বুনার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কাজেই নূতন মরশুমে পাট ফসল ভাল হইবে না বলিয়া আশঙ্কাগ্রস্ত হওয়ার এখন তেমন কোন কারণ আর দেখা যাইতেছে না। এবার গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচার কার্য্য প্রায় কিছুই চালান হইতেছে না। এই অবস্থায় কৃষকেরা নূতন মরশুমে বর্ত্তমান চড়াদামে প্রলোভিত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণ জমিতে পাট না করে তাহাই দেখিবার বিষয়। গত ৮ই এপ্রিল তারিখে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহা পাঠে জানা জানা যায় ঐ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নরূপ পরিমাণ পাটের চাষ হইয়াছে :—নারায়ণগঞ্জে ১০ আনা, চাঁদপুরে ১১ আনা, হাজীগঞ্জ ৮ আনা, চৌমুহনী ৮ আনা, আশুগঞ্জ ৭ আনা, আখাউড়া, নিখাসী – দামপড়া ৪॥০ আনা সরিষাবাড়ী ৬ আনা, ময়মনসিংহ ৬ আনা এলাসিন ৩ আনা, সিরাজগঞ্জ ৬ আনা ও ভাঙ্গুরা ৬ আনা।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে চটকলওয়ালারা সামান্য পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতিমণ ৭৮০ আনা। এসপ্তাহেও বাজারে দামের হার ঐরূপ হারেই বলবৎ আছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা তেমন কিছু পাট ক্রয় করে নাই তবে দামের হার তেজী আছে। গতকল্য বাজারে প্রতি বেল ফার্ষ্ট পাটের দাম ৪৭৸০ আনা ছিল।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজার এসপ্তাহে মোটামুটি মন্দা দেখা গিয়াছে। তবে গত ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় গত মার্চ্চ মাসে আমেরিকায় ১০ লক্ষ গজ পরিমাণ বেশী পাটের কাটতি হওয়ায় বাজারে কতকটা ভরসার সৃষ্টি হইতেছে। গত ৬ই এপ্রিল বাজারে ৯ পোটার চটের দাম ৯।৬ পাই ও ১১ পোটার চটের দাম ১১।৵৬ পাই ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৯।০ আনা ও ১১।৴৬ পাই দাঁড়ায়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

আমেরিকার তুলা ফসলের রপ্তানী বাণিজ্য সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের অনিশ্চয়তার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে মন্দার ভাব পরিদৃষ্ট হয়। বিগত কয়েক দিনের মধ্যে তুলার বাজারের আরও অবনতি ঘটিয়াছে। ফার্ম্ম বিল সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

জাতীয় দিবসের বন্ধের পর বোম্বাইএর বাজার খুলিবার সময় তেজী ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা বজায় ছিল না।

নিউইয়র্ক ও লিভারপুলের বাজারে উপরোক্ত অবস্থার জন্য আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে মন্দার ভাব ছিল। শেষের দিকে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৫·৯৫ পেনীর স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে উহা ৪·৯৪ পেনী দাঁড়াইয়াছে। নিউ-ইয়র্কের বাজারে মিডলিং স্পষ্ট ৮·৭৪ মোট ছিল এবং অক্টোবরের দর ৭·৪৯ ছিল।

বোম্বাইএর বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	এপ্রিল-মে	মার্চ্চ	মার্চ্চ
১১ই এপ্রিল	১৫১।০	১৩৮৸৵০	১১৩।৵০
১২ই „	১৫১॥৵০	১৩৯॥৵০	১১৩॥০
১৩ই „	১৫১।০	১৩৯।০	১১৬৸০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৪৫৸০	২৩২৸০	২০০৲

কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে বাজারে উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া ব্যবসায়ীগণ আশা করিয়াছিলেন কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক ছিল বলিয়াই জানা আছে। কানপুরের নিউ ভিক্টোরিয়া মিল সপ্তাহে তিন দিন মাত্র কাজ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বোম্বাইএর ফিনিক্স মিল ধর্ম্মঘটের সুবিধা গ্রহণ করিয়া সাময়িক ভাবে মিলের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছে। এমতাবস্থায় নূতন কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন আগ্রহই দেখা যাইতেছে না। অপর দিকে বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল সমূহের সহিত কড়াকড়ি ভাবে কারবার করা সুবিধা জনক বলিয়া স্থানীয় বাজারের কারবার সামান্যই সম্ভব হইতেছে।

জাপানী কাপড়ের বাজারে বর্ত্তমানে প্রয়োজনানুরূপ কারবার হইয়াছে মাত্র। জাপানী কাপড়ের মূল্য হ্রাসের দিকে জন্য অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ কোনই আগ্রহান্বিত নহে।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। দরের উঠা-নামা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। অধিকাংশ কেন্দ্র হইতেই মন্দার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মিল সমূহের এবং ব্যবসায়ীগণের হাতে অধিক পরিমাণ সূতা মজুদ থাকার ফলে উত্তর ভারতের বাজার হইতেও কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। কতিপয় মিল অত্যন্ত কম দরে সূতা বিক্রয় করিবার ফলে বাজারে উহা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দক্ষিণ ভারতের সূতার বাজারে মূল্য হ্রাস না পাইলেও বাজারের অবস্থা বিশেষ নৈরাশ্যজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। মজুদ সূতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার জন্য এবং কারবার নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বোম্বাই সূতার বাজারেও কোন উল্লেখযোগ্য কারবার সম্ভব হয় নাই। ব্যবসায়ীগণের হাতে ও মিল সমূহে মজুদ সূতার পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; অপর পক্ষে কারবারের কোন প্রকার উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

বিলাতী সূতা—আলোচ্য সপ্তাহেও এই শ্রেণীর সূতার বাজারের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত ছিল। জাপানী ও ভারতীয় সূতার তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে বিলাতী সূতার কারবার এক প্রকার অচল হইয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কোন নূতন অগ্রিম কারবার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই দুই শ্রেণীর সূতার বাজারে দরের দ্রুত উঠানামা পরিদৃষ্ট হয়; তবে বাজার বন্ধের দিকে উহা স্থির ছিল। বাজারে জাপানী ও সাংহাই সূতার মজুদ পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। এতদ্ব্যতীত আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্সিরাইজ সূতার বাজারে কিছু উন্নতি দেখা যায় কিন্তু দাম আরও হ্রাস পাইয়াছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে এই শ্রেণীর সূতার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে।

কৃত্রিম রেশমীসূতা:—ইটালীয় সিণ্ডিকেটের এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে সরকারী মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে কতিপয় কেন্দ্রের চাহিদা দেখা যায় এবং সামান্য অগ্রিম কারবারও সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া চলতি কারবার এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কে জাপানী সূতার মূল্য হ্রাস পাইবে গুজব রটিবার ফলে সূতার বাজারে বিশেষ ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই জন্য জাপানী তাঁতিগণের সহিত নূতন কারবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; কারণ ব্যবসায়ীগণের ধারণা এই যে ভবিষ্যতে জাপানী তাঁতিগণ এই শ্রেণীর সূতার দর আরও কমাইয়া দিতে পারে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজারে চড়াভাব বলবৎ ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের বাজার নিম্নরূপ ছিল:—

ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২।১০-২।/০
ওড়াশাল	২৵১০-২৵১৫
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২॥০
মাঝারি (পাঃ ধান্য)	২।১০-২।/১০
দাদশাল	২।৵০-২।৶০
চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৶০-৪।০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৶০-৪।০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৩৸৶০-৪৲
" " " (ঢেকী)	৩৸/০
নঃ কাটারী ভোগ	৫/০
" কামিনী আতপ চাউল (ঢেকী)	৪৲
জট বাঁশকুল (ঢেকী)	৪৸৵০
দাদখানী "	৪।৵০
গুজি এলাহী "	৪।০
টাবাফপুল "	৪৵০

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। প্রতি একশত ঝুড়ি ওজনের বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল:—

থানানটো		মূল্য
		প্রতি একশত ঝুড়ি
মে		২২৭৲
জুন		২২৯৲
জুলাই		২৩১৲
আগষ্ট		২৩২৲
চল্‌তি দর		২২৫৲
আতপ		
মোটা	২১৭৲	২২২৲
সরু	২২৫৲	২২৭৲
টেবিয়ান	২৩৭৲	২৪০৲
সিদ্ধ		
লম্বা	২৫০৲	২৫৫৲

মিলচর	২৩৭৲	২৪২৲
সম্পূর্ণ সিদ্ধ	২২০৲	২২৫৲
ভাজা	১৭০৲	১৭৫৲
ধান		
নাসিন শ্রেণী		৯৪৲—৯৬৲
মাঝারি		৯৪৲—৯৬৲

গত ৮ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৭৭ হাজার ৪ শত ৬৩ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার ৪ শত ৪২ টন।

গত ৮ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার বাজার হইতে মোট ৩ হাজার ৫৭৮ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমান ৪ হাজার ৮২৩ টন ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বর্ষশেষ হওয়ার জন্য স্থানীয় চিনির বাজারে কোন কারবার হয় নাই এবং বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দা গিয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী চিনি মজুদ করিয়াছে তাহাদের আশা এই যে ভবিষ্যতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে বাজারে কারবার মন্দা হইলেই চিনির মূল্য হ্রাস পায় নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা বন্দরে যদি অধিক পরিমাণ বিদেশী চিনি আমদানী না হয় তাহা হইলে চিনির মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আশা করা যায়। স্থানীয় বাজারে ২৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

মতিপুর ১১।/০, রোটাস আর, এ, ১১৸৫, তামকোহি ১১৵০, জপহা ১১৵৬, পারশা ১১৵০।

ভারতীয় চিনির কলসমূহের পক্ষে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত চিনি সুদূর পল্লী অঞ্চলের বাজারে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে কারণ কার্য্যতঃ বিভিন্ন বন্দরের চাহিদা বিদেশী চিনি দ্বারাই মিটান হইয়া থাকে। মজুদ ভারতীয় চিনি এইভাবে বিক্রয় হইয়া গেলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে অদূর ভবিষ্যতেই বিবাহ উৎসবের হিড়িক লাগিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় চিনির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কানপুর

আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজারে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার অভাবে কারবার হ্রাস পায়। ফলে প্রতি মণে প্রায় ১ আনা করিয়া মূল্য হ্রাস পায়। প্রকাশ ১৯৪০ সালের জানুয়ারী ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে গোলা সুগার ৯৸০ দরে বিক্রীত হইয়াছে।

জাভা চিনি

আলোচ্য সপ্তাহে জাভা চিনির বাজার তেজী ছিল। চলতি দর প্রতিমনে এক আনা এবং ভবিষ্যতে কারবার সম্পর্কে দর প্রতি মণে দুই আনা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে চিনির বাজারে উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া ব্যবসায়ীগণের দৃঢ় ধারনা।

চায়ের বাজার

লণ্ডন, ৩০শে মার্চ্চ

গত ৩০শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে লণ্ডনের বাজারে চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে। মূল্যের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল। সম্প্রতি সাধারণ শ্রেণীর চায়ের মূল্য নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উহার চড়াভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সামান্য টি পি ব্রোকেন শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় এবং উহার দরও ভাল যায়। ইউরোপের বাজারের উপযোগী পাতা চায়ের দর যথেষ্ট চড়া ছিল। দক্ষিণ ভারতের চায়েরও চাহিদা ছিল; এবং উহার মূল্যও চড়া গিয়াছে। বাজার বন্ধের দিকে রপ্তানীযোগ্য চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৪ই এপ্রিল

এসপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় সোনার দরের বেশী কিছু তারতম্য ঘটে নাই। ডলারের সঙ্গে পাউণ্ডের বিনিময় হার অনেকটা চড়া হারে স্থির থাকায় সোনার দর কম উঠানামা করিয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী। গত ১১ই এপ্রিল তাহা ঐ হারেই বলবৎ দেখা যায়। ১২ই তারিখ তাহা সামান্য বাড়িয়া ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী হয়। ১৩ই এপ্রিল তাহা আবার ৭ পা ৮ শি ৬ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য ১৪ই তারিখ ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৬ই এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৩৭৴ আনা, ১১ই তারিখ তাহা বলবৎ থাকে। ১১ই এপ্রিল দামের হার দাঁড়ায় ৩৭৴৯ পাই। ১৩ই তারিখ তাহা ঐ হারেই বলবৎ থাকে।

কলিকাতার বাজারে গত ৬ই এপ্রিল প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৩৬৸৵৬ পাই, বড়ালবার ৩৬৸৴৬ পাই ও গিনি ২৩৸ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸৴, ৩৬৸৵ ও ২৩৸৴৯ পাই দাঁড়ায়।

রূপা

এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে রূপার দরের হার পূর্ব্ব হারেই বলবৎ ছিল। তবে বোম্বাইয়ের বাজারে দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিন্তু বাড়িয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০ পেনী। অদ্য ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বাজারেই সমভাবে বলবৎ রহিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ৬ই এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২॥৵ আনা। গত ১১ই তারিখ তাহা ৫২॥৴ আনা হয়। ১২ই এপ্রিল তাহা ৫২৸৴ আনা পর্য্যন্ত উঠে। গতকল্য তাহা দাঁড়ায় ৫২৸ আনা।

কলিকাতার বাজারে গত ৬ই এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২॥০ আনা ও ঐ খুচরা দর ছিল ৫২৸০ আনা। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৫২৸ আনা ও ৫৩ টাকা দাঁড়ায়।

খৈলের বাজার

কলিকাতা ১৩ই এপ্রিল

রেড়ীর খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলের দর ২৵০ আনা হইতে ২॥০ আনা গিয়াছে। বাজারে এই শ্রেণীর দুই মণী বস্তা ৫।০ আনা হইতে ৫॥০ আনা দরে বিক্রয় হয়। বর্ত্তমানে বাজারে মজুদ খৈলের পরিমাণ খুব সীমাবদ্ধ।

সরিষার খৈল :—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজার চড়া গিয়াছে। মিলের দর প্রতি মণ ১॥৵০ আনা হইতে ১৸৫ আনা। আড়তদারগণ দুই মণী বস্তা ৩৸৵০ আনা হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত দরে কারবার করিতেছে (নূতন 'কে' চিহ্নিত প্রতি বস্তার জন্য চারি আনা মূল্যসহ) স্থানীয় ক্রেতাগণের এই শ্রেণী খৈল সম্পর্কে চাহিদা আশানুরূপ।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড } কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল, সোমবার ১৯৩৯ { ৪৮শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার নূতন গবর্ণর

বাঙ্গলার অস্থায়ী গবর্ণর স্যার রবার্ট রীড ছুটী লইয়া স্বদেশে যাইতেছেন। তৎস্থলে আগামী ১১ই জুন তারিখ হইতে বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার জন উডহেড্‌কে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণরের পদে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্যার জন উডহেড যখন বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে একজন জনপ্রিয় রাজকর্ম্মচারী হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার অর্থসচিব হিসাবে তিনি বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের তুষ্টিবিধানের জন্য বেপরোয়া ভাবে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দিকে একটু বেশী ঝোঁক দেখাইয়া অনেকের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। যদিও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রাদেশিক লাটগণ মন্ত্রীদের কাজে পারতপক্ষে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর ইতিহাস বিশ্রুত ঘোষণার পর লাটদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে তথাপি স্যার জন উডহেড বাঙ্গলার লাটের গদিতে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রীবর্গের অমিতব্যয়িতা কি ভাবে সহ্য করেন তাহা একটা দেখিবার বিষয়। বর্ত্তমান অবস্থায় স্যার জন উডহেডকে হয় তাহার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মপন্থার পদে পদে ব্যতিক্রম দেখিয়াও তাহা নীরবে সহ্য করিতে হইবে—না হয় মন্ত্রীবর্গকে তাঁহাদের অমিতব্যয়িতার পরিমাণ কমাইতে হইবে। একজন গবর্ণর হিসাবে স্যার জন উডহেডকে বোধ হয় বাঙ্গলা দেশের অনেকেই পছন্দ করিবেন। কিন্তু সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের ব্যাপারে তিনি যে প্রকার রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন এবং মন্ত্রীবর্গ যে প্রকার অমিতব্যয়ী তাহাতে মন্ত্রীবর্গের সহিত তিনি বনিবনাও করিয়া চলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ আছে।

ফাটকা বাজারে পাটের দর

গত ১৫ই এপ্রিল শনিবার তারিখে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর প্রতি বেল ৪৯৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৪৯॥০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছিল। ১৭ই তারিখ সোমবারে ফাটকার দর ৫০ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়া ৫১৷৵০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। গত শুক্রবারে এই দর ৫৩॥৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত দশ বৎসরে মধ্যে আর কোন দিন ফাটকা বাজারে পাটের দর এইরূপ ভাবে ৫০ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই। বর্ত্তমান সময়ে মফঃস্বল হইতে কলিকাতার পাটের আমদানী খুব কমিয়া গিয়াছে। উহাতে বাজারে ধারনা জন্মিয়াছে যে মফঃস্বলে আর গত বৎসরের উৎপন্ন পাট কিছুই অবশিষ্ট নাই। এদিকে মফঃস্বলে এখন পর্য্যন্ত প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ এবার পাট ফসলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে অনেকের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। চটকলসমূহ ইউরোপ হইতে যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় থলে সরবরাহ করিবার জন্য আর একটা মোটা অর্ডার পাইবে এই ধারণাও অনেকের মনে রহিয়াছে। এই সব কারণেই ফাটকা বাজারে পাটের দর এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাটের এই দরবৃদ্ধিতে বাঙ্গলা দেশের কোন সান্ত্বনার কারণ নাই। কেননা যাহারা গলদঘর্ম্ম হইয়া পাট উৎপাদন করিয়াছিল তাহাদের হাতে এখন আর এক তোলা পাটও অবশিষ্ট নাই। পাটের মরশুমের সময়ে যদি এই ভাবে পাটের দর বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলেই কৃষক উহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হইত। ঐ সময়ে পাটের দর বর্ত্তমানের ন্যায় চড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলেও অনেকটা যে চড়িত তাহাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঐ সময়ে বাঙ্গলা সরকার চটকলসমূহের উপর অর্ডিনান্স জারী করিয়া পাটের বাজার নামাইয়া দেন। অতঃপর কৃষক যাহাতে পাট

ধরিয়া রাখিতে পারে তৎপক্ষে বাঙ্গলা সরকার একটী অঙ্গুলীহেলনও করেন নাই। ফলে এবারও কৃষক প্রতারিত হইল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই বাঙ্গলার পাটচাষী এই ভাবে প্রতারিত হইতেছে। কিন্তু এবার উহা আরও বিশেষভাবে দুঃখজনক ব্যাপার—এই জন্য যে পাটের উচ্চতর মূল্য পাইবার পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের অনাচার ও উপেক্ষার ফলে কৃষক এবারও নামমাত্র মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই হতভাগ্যদের লইয়া আর কতদিন খেলা করিবেন ?

বোম্বাইয়ে ঋণসালিশী আইন

বাঙ্গলা দেশের ন্যায় বোম্বাইয়েও ঋণগ্রস্ত কৃষকগণকে রক্ষা করিবার জন্য একটী ঋণসালিশী আইন প্রণীত হইতেছে এবং গত ১১ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে এই আইনের খসড়া বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। বিলটী মূলতঃ বাঙ্গলা দেশের ঋণসালিশী আইনেরই অনুরূপ। তবে বোম্বাইয়ের আইনে বাঙ্গলা দেশের মত ঋণসালিশী বোর্ডগুলিকে চূড়ান্ত রকম স্বাধীনতা প্রদত্ত হয় নাই। কেননা এই আইনে বিধান রহিয়াছে যে সালিশী বোর্ডের নিষ্পত্তি আদালতের সমর্থনসাপেক্ষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ বোম্বাইয়ের আইনে যে সমস্ত 'কৃষক' প্রকৃত প্রস্তাবে জমি চাষ করে মাত্র তাহাদিগকেই এই আইনের সুবিধা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় মন্ত্রীগণকে পর্য্যন্ত এই আইনের সুবিধা গ্রহণ করিয়া মহাজনগণকে ফাঁকি দিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং কৃষিঋণের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের তুলনায় বোম্বাই সরকার যে অধিকতর আইনানুবর্ত্তিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আইনটীর রচনা হইতে উহাও বুঝা যায় যে বোম্বাই সরকার উহা দেশের ভিতরে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবেন। একথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে এই জন্য যে বাঙ্গলা সরকার ঋণসালিশী আইন পাশ করিয়া দেশের মহাজন শ্রেণীর উপর যতটা অবিচার না করিয়াছেন উহার অপপ্রয়োগ নিবারণে কোন চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা মহাজন শ্রেণীর উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অবিচার করিতেছেন। এই সেই দিনও মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি আর সেন এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে ঋণ সম্বন্ধে নিষ্পত্তির ব্যাপারে সালিশী বোর্ড সমূহ অসম্ভবরূপ দেরী করিতেছে এবং খাতকগণ সালিশী বোর্ডগুলিকে ঋণ-মীমাংসার একটা সহায় হিসাবে গ্রহণ না করিয়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করিবার একটা উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। ন্যায় বিচারের প্রতি বাঙ্গলা সরকারের যদি শ্রদ্ধা থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা অনেক পূর্ব্বেই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন। যাহা হউক বোম্বাইয়ের ঋণসালিশী আইনের নামে এই ধরণের অনাচার হইবে না উহাই আমরা প্রত্যাশা করিতেছি।

দোকান কর্ম্মচারী সম্পর্কিত আইন

বোম্বাই সরকারের আর একটী আইনও বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। বাঙ্গলাদেশে এবং বিশেষতঃ কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের দোকান, রেস্তোরা, হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতিতে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদের কাজের সময়ের কোন একটা সীমারেখা নাই। কলকারখানার পরিচালকগণ উহাদের নিযুক্ত মজুরগণকে সপ্তাহে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত খাটাইতে পারেন না। কিন্তু দোকানাদিতে যে সমস্ত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি কাজ করিয়া থাকে তাহাদের কাজের সময় সম্বন্ধে আইনতঃ কোন বাধ্যবাধকতা না থাকার দরুণ অনেক সময়েই এই সব ব্যক্তিকে মালিকগণ সারা সপ্তাহ ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করাইয়া থাকেন। উহাদের ছুটী, বেতন পাওয়ার সময়, দুর্ঘটনার ফলে কেহ নিহত বা আহত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ইত্যাদিরও কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আইন প্রনয়ণের জন্য দেশে ইদানীং একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশই এই আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু বাঙ্গলায় বেসরকারী মহল হইতে এই বিষয়ে আইন প্রণয়ণের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা চাপা পড়িয়া আছে। পক্ষান্তরে বোম্বাই সরকার স্বয়ং এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ণে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে যে আইনের খসড়া পেশ হইয়াছে তাহাতে দোকান কর্ম্মচারীদের সপ্তাহের কাজের সময় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে ছয়দিন পরে একদিন ছুটি দেওয়া ও রাত্রি ৯ টার মধ্যে দোকান বন্ধ করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। অধিকন্তু নূতন বিলে কোন দোকানে শিশুদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা অথবা অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীদের দ্বারা রাত্রিতে কাজ করান নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যখন এই আইন প্রণয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন তখন উহা যে ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক যথারীতি পাশ হইয়া দেশের উপর জারী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার ফলে বোম্বাইয়ের দোকানসমূহে নিযুক্ত দুই লক্ষের মত কর্ম্মচারী অনেকটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে। বাঙ্গলা সরকার কি এই বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সৎদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন না ? বাঙ্গলায় যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইল বোম্বাই তাহার সুফল ভোগ করিতে চলিয়াছে—অথচ বাঙ্গলায় এই বিষয়ে কোন সাড়াশব্দ নাই। উহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থের সংস্থান

ভারতবর্ষের বড় বড় সহরগুলিতে বিল্ডিং সোসাইটী এবং বীমা কোম্পানীর সাহায্যে মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিগণ কি ভাবে নিজস্ব গৃহের মালিক হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্রের প্ল্যানিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ সাপ্লিমেণ্টে জনৈক লেখক এই বিষয়ে দেশবাসীর সমক্ষে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গৃহনির্ম্মাণের ব্যবসার উন্নতি হইলে উহার প্রভাবে দেশের লৌহ শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প এবং ইষ্টক শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি ঘটিবে। এজন্য তিনি উক্ত কাজে এই সব শিল্পেরও সহযোগিতা চাহিয়াছেন। তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব এই যে গৃহনির্ম্মাণের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাহায্যের জন্য ৪ কি ৫ কোটী টাকা মূলধন লইয়া "বিল্ডিং ক্রেডিট কর্পোরেশন লিঃ" নামে একটি কোম্পানী গঠিত হউক এবং উহার মূলধন হিসাবে ১১টি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকে ২০ লক্ষ টাকা করিয়া ২ কোটী টাকা, এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর ১ কোটী টাকা, ভারত-বর্ষের ১০।১২টি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বীমা কোম্পানী মিলিয়া ১॥ কোটী টাকা এবং লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাসমূহ মিলিয়া বাকী টাকা প্রদান করেন। দেশের জনসাধারণকেও এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার মূলধন সরবরাহে আহ্বান করিবার জন্য উক্ত প্রবন্ধ লেখক প্রস্তাব করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এই ধরণের একটি কর্পোরেশন গঠিত হইলে তাহা বিভিন্ন সহরের দাবীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না এবং উহা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যে ধরণের বিল্ডিং কর্পোরেশনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বিভিন্ন সহরের প্রয়োজন অনুযায়ী অপেক্ষা-কৃত ছোট আকারে বিভিন্ন সহরে তদনুরূপ ধরণের পৃথক পৃথক বিল্ডিং কর্পোরেশনও স্থাপিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কলিকাতায় যদি এক কোটী টাকা মূলধন লইয়া এই ধরণের কোন কর্পোরেশন গঠিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার, বাঙ্গলায় যে সমস্ত বড় বড় বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছেন তাহারা এবং যে সমস্ত ইস্পাত, সিমেণ্ট ও ইষ্টক কোম্পানী বাঙ্গলায় বেশী পরিমাণে মালপত্র বিক্রয় করেন তাঁহারা মিলিয়া অনায়াসে এই মূলধন সরবরাহ করিতে পারেন। মোটের উপর কলিকাতায় একটি বৃহদা-কার বিল্ডিং সোসাইটীর পক্ষে লাভজনক পন্থায় কাজ চালাইবার

বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে এজন্য মূলধনেরও কোন অভাব নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট, বীমা কোম্পানী অথবা ইস্পাত, সিমেণ্ট ও ইষ্টক কোম্পানী যাহাদিগের হাতে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে পারেন সেরূপ ব্যক্তি খুব কমই এই ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতেছেন। বাঙ্গলা দেশে যাহাদের টাকা আছে, প্রতিপত্তি আছে এবং ব্যবসায়ে দক্ষতার সুনাম রহিয়াছে তাঁহারা আর কতদিন নিজের ও দেশের উপর তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন?

বোম্বে মিউচুয়ালের সৎসাহস

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটী লিঃ ভারতবর্ষের বৃহদাকার ও নিরাপদ বীমা কোম্পানীসমূহের অন্যতম। সম্প্রতি এই বীমা কোম্পানীর ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৫ বৎসর কাল সময়ের ভেলুয়েশনফল প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে এই ভেলুয়েশনের ফলে বোম্বে মিউচুয়ালের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী হারে বোনাস দিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের বোনাসের পরিমাণ কিছু কমাইয়া উহা আজীবন পলিসিতে হাজার করা বার্ষিক ২৩ টাকা এবং মেয়াদী পলিসিতে হাজার করা বার্ষিক ১৮ টাকায় পরিণত করিয়াছেন। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে যত গলদ প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে বোনাসের প্রতিযোগিতা একটি মারত্মক গলদ। ইতিপূর্ব্বে বীমা কোম্পানীসমূহ কে কাহার অপেক্ষা অধিক হারে বোনাস দিবে তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া অনেকে কোম্পানীর আর্থিক ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে। নূতন বীমা আইনে বীমা কারীর তহবিল দাদন সম্পর্কে যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে এখনও যদি এই ভাবে বোনাসের প্রতিযোগিতা চলে তাহা হইলে অনেক কোম্পানীর পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হইবে। এরূপ অবস্থায় বোম্বে মিউচুয়াল যে তাঁহাদের বোনাসের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন উহা তাঁহাদের পক্ষে খুবই দূরদর্শিতা ও সৎসাহসের পরিচয় হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ওরিয়েণ্টাল এবং হিন্দুস্থানও এই ধরণের সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বোম্বে মিউচুয়ালও এখন উহাদের সহিত যোগদান করিলেন। উহার ফলে এখন ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বীমাকোম্পানীসমূহও নিজেদের দেয় বোনাসের হার হ্রাস করিতে সাহস পাইবেন আশা করা হয়।

অংশীদারদের প্রতি সতর্কবাণী

বোম্বাইয়ের অংশীদার সমিতির (Shareholders' Association) সভাপতি অধ্যাপক এস, আর, ডেভার বোম্বাই প্রদেশে যাহারা নূতন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি সময়োচিত সাবধানবানী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন নূতন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের কালে প্রত্যেক ব্যক্তির উক্ত কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস, মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এবং কোম্পানীর সহিত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেণ্টদের কোন চুক্তির বিষয় উল্লেখ থাকিলে এই সব চুক্তির সর্ত্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া তৎপর শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা উচিত। অধ্যাপক ডেভার বলেন—"আমি এরূপ অনেক কোম্পানীর বিষয় অবগত আছি যাহার ডিরেক্টরদের মধ্যে দেশের খ্যতনামা ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি থাকিলেও কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস আইনসম্মতভাবে এবং অংশীদারদের স্বার্থের অনুকূলে রচিত হয় নাই। জনসাধারণ এই বিষয় লক্ষ্য না করিয়া মাত্র ডিরেক্টরদের নাম দেখিয়াই অন্ধের মত এই সব কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করিয়াছে এবং পরিশেষে প্রতারিত হইয়াছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত অনেক ব্যক্তি এই সব কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ যাহাতে জনসাধারণকে প্রতারণা করিতে পারে তজ্জন্য সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অথচ এইসব ডিরেক্টর নামের আশায় অথবা ডিরেক্টর হিসাবে প্রাপ্য ফি'র প্রলোভনে কোম্পানীর ডিরেক্টরপদ গ্রহণ করিয়াছেন একথা বলা যায় না। যাহা হউক কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে বড় বড় লোকের নাম দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া শেয়ারক্রয়েচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে অথবা নিজে সমর্থ না হইলে জানাশুনা লোকের দ্বারা কোম্পানীর কাগজপত্র পরীক্ষা করাইয়া তৎপর কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন—উহাই আমার অনুরোধ।" অধ্যাপক ডেভার বোম্বাই অঞ্চলের অধিবাসীগনকে লক্ষ্য করিয়া যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন বাঙ্গলা দেশে তাহার প্রয়োজন আরও বেশী। কেননা এই প্রদেশে যত অনভিজ্ঞ ও মতলববাজ ব্যক্তি কোম্পানী ফাঁদিয়া বসে এবং এই প্রদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ কোম্পানীর ডিরেক্টরপদ গ্রহণে যে প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন ভারতের আর কোন প্রদেশে সেরূপ দেখা যায় কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা দেশে যাহারা যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে ইচ্ছুক তাঁহারা যদি অধ্যাপক ডেভারের উপদেশ মানিয়া চলেন তাহা হইলে তাঁহারা অনেক ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন।

আগামী যুদ্ধে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে বড়লাট সফরে বাহির হইবার পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মুসলীমলীগ দলের নেতা মিঃ জিন্না এবং ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ বাসকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত সলা-পরামর্শ করিয়াছিলেন। বড়লাটের সহিত উঁহাদের কি বিষয়ে পরামর্শ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সঠিক কোন বিবরণ জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ যে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে সৈন্য ও রসদ দিয়া কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তদ্বিষয়েই বড়লাট আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। আরও প্রকাশ যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং বাড়ীভাড়া কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে তদ্বিষয়েও বড়লাট বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করেন। বড়লাট দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মে মাসের মাঝামাঝি পুনরায় এই বিষয়ে নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিগত ১৯১৪ সালে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময় হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীগণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হারে চড়াইয়া দিয়াছিল এবং উহার ফলে দেশবাসীর অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। আগামী মহাযুদ্ধের সুযোগেও যাহাতে ব্যবসায়ী সমাজ জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্য ও জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া দিয়া দেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিতে না পারে তজ্জন্য নাকি বড়লাট খুব আগ্রহান্বিত। এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই বিষয়ে যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইবে তাহার মূল আদর্শের সহিত দেশবাসী সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখে যে সরকারী বৎসর (১৯৩৮-৩৯ সাল) শেষ হইয়া গেল তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে পণ্য দ্রব্য আমদানী সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে মোট ১৬৯ কোটী ২১ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৫১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে। কাজেই গত বৎসর ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৭ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গত বৎসর বিদেশ হইতে ভারতে সমষ্টিগত ভাবে যত টাকা মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান সম্পত্তি আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই গত বৎসর পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ রৌপ্য মিলিয়া ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ২৯ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে।

১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় এই হিসাব এক দিয়া কতকটা উন্নতির পরিচায়ক। কারণ উক্ত বৎসর ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৭২ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৮৯ কোটী ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। কাজেই ঐ বৎসরে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা। গত বৎসরে এই আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা। কাজেই গত বৎসরে ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য উভয়েরই পরিমাণ হ্রাস পাইলেও আমদানীর পরিমাণ যে হারে কমিয়াছে রপ্তানীর পরিমাণ সেই হারে কমে নাই। দ্বিতীয়তঃ গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বিদেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষের আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ১৪ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছিল। সেই স্থলে গত বৎসর এই দফায় রপ্তানীর আধিক্য হইয়াছে ১১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে নিট যত বেশী টাকা মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য বিদেশে বাহির হইয়া গিয়াছিল গত বৎসর তত বেশী টাকার স্বর্ণ রৌপ্য বিদেশে চলিয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্যের দফায় রপ্তানীর আধিক্য বৃদ্ধি এবং স্বর্ণ রৌপ্যের দফায় রপ্তানীর আধিক্য হ্রাস এই দুইটীই শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিক দিয়া ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের শোচনীয় অবনতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী মিলিয়া মোট বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৬২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা—কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী ও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী এই উভয়ই হ্রাস পাওয়াতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩২১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া এবং উহা পাইকারী ও খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা সংস্থান করে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে পণ্য দ্রব্য রপ্তানীর উপর ভারতীয় কৃষক সমাজের এবং চা শিল্প, চট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির ভাগ্য নির্ভর করে। আমদানীর ন্যায় ভারতীয় পণ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানীর দ্বারাও দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এক বৎসরের মধ্যে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ৪১ কোটী অপেক্ষাও বেশী হ্রাস পাওয়াতে গত বৎসরে ভারতীয় কৃষক সমাজ, ভারতীয় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আমদানী ও রপ্তানীকারকগণ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের গড়পরতা বার্ষিক মূল্য ছিল বৎসরে ৬০৪ কোটী টাকা। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে গড়ে ২৫১ কোটী টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইত এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ৩৫৩ কোটী টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গত বৎসর আমদানী ও রপ্তানীর সমষ্টিগত মূল্য মাত্র ৩২১ কোটী পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ গত ১৯২৯-৩০ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর যত টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইত বর্ত্তমানে আমদানী ও রপ্তানী উভয়ে মিলিয়া ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও ৩২ কোটী টাকা কম হইতেছে। উহার ফলে যাহারা বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

গত বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ রৌপ্য আমদানী এবং রপ্তানীর সমষ্টিগত ফলস্বরূপ ভারতের রপ্তানীর আধিক্য হ্রাস। গত বৎসর পণ্য-দ্রব্যের দফায় ভারতের রপ্তানীর আধিক্য কিছু বেশী হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্যের দফায় এই আধিক্য হ্রাস পাইয়াছে। ফলে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে যে স্থলে পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণরৌপ্য মিলিয়া ভারতের রপ্তানীর আধিক্য ছিল ৩০ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা সেই স্থলে গত বৎসর এই আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৯ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর বিদেশে গৃহীত ঋণের সুদ, ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, অবসরপ্রাপ্ত অথবা বিদায়-ভোগী শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদের পেন্সন বেতন ভাতা, ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের লাভ, বিদেশে ছাত্র পড়াইবার ব্যয় ইত্যাদিতে ৬০।৭০ কোটী টাকা করিয়া বিদেশে পাঠাইতে হয়। বহির্ব্বাণিজ্যে রপ্তানীর যে আধিক্য হইয়া থাকে তাহা দ্বারাই এই দায় মিটান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রায় একশত কোটী টাকা বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইত। এই রপ্তানীর আধিক্য দ্বারা ভারতের উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর দায় মিটাইয়াও ভারতবর্ষের যে টাকা পাওনা থাকিত তাহার বদলে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে ১৫।২০ কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ আমদানী হইত। গত ১৯২৯ সালে মন্দা আরম্ভ হইবার পর হইতে পণ্যদ্রব্যের দফায় ভারতের রপ্তানীর আধিক্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বৎসর বৎসর বিপুল পরিমান টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইতে আরম্ভ হওয়ায় কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপরোক্ত বার্ষিক দায় মিটাইতে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে একদিকে পণ্যদ্রব্যের দফায় রপ্তানীর আধিক্য এবং স্বর্ণ রপ্তানী—এই উভয়ই বহুল পরিমানে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে গত বৎসর

বাঙ্গলায় তামাকের চাষ

ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য ভারত সরকারের অধীনে যে এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসার নিযুক্ত আছেন তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে তামাক বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। এই রিপোর্টে ভারতে তামাকের ব্যবহার, তামাকের চাষ, তামাক বিক্রয় ও রপ্তানী সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিষয়টী বাঙ্গলা দেশের স্বার্থের সহিত বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া আমরা এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও মাখা তামাক, সিগার, সিগারেট, বিড়ি, নস্য, দোক্তা জরদা, সূর্ত্তি, কিমাম প্রভৃতি বহুবিধ আকারে তামাকের ব্যবহার হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে উহার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে এখনও উপযুক্ত পরিমাণ তামাকের চাষ হয় না। বাঙ্গলায় গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটী ৯৪ লক্ষ একর অপেক্ষা কিছু বেশী জমিতে চাষাবাদ হয়। উহার মধ্যে ধানেরই চাষ হয় ২ কোটী ২০ লক্ষ একর জমিতে। বাকী জমির মধ্যে ২১ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে পাট, ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে ফল ও শাক-সব্জী, ৭ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে সরিষা ও রাই এবং ৩ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছিল। উহার মধ্যে আবার একমাত্র রংপুর জেলাতেই ২লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। অন্যান্য জেলার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় ২১ হাজার একর, ময়মনসিংহে ১৫ হাজার একর, দিনাজপুরে ১৩ হাজার একর এবং ঢাকাতে ১১ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। বাকী জেলাগুলিতে যে পরিমাণ জমিতে তামাকের চাষ হয় তাহা অতি সামান্য ছিল। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় প্রত্যেক বৎসর ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ও বিদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ টাকার তামাক নানা আকারে আমদানী হইয়া থাকে। অথচ বাঙ্গলার জমি যে প্রকার উর্ব্বর তাহাতে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলা দেশ যে কেবল তামাকের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে এরূপ নহে—বাঙ্গলা হইতে প্রত্যেক বৎসর বিদেশে বহুল পরিমাণ টাকার তামাক রপ্তানী হইতে পারে। বর্ত্তমানেও অবশ্য বাঙ্গলার তামাক কিছু কিছু ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং রংপুর কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকগণ পাটের পরেই তামাককে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থকরী ফসল বলিয়া মনে করে। কিন্তু বাঙ্গলার প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থাগম কিছুই নহে। উপযুক্তরূপ চেষ্টা হইলে বাঙ্গলার সকল জেলাতেই অধিকতর পরিমাণে তামাকের চাষ হইয়া কৃষকের সমূহ আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে।

বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে যে তামাকের চাষ হয় তাহার অধিকাংশই অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। উহার ফলনও বেশী নহে। একমাত্র রংপুর জেলাতে যে তামাকের চাষ হয় তাহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধরণের। কিন্তু উহাও সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী নহে। রংপুরের তামাক প্রধানতঃ সিগার প্রস্তুত এবং মাখাতামাক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশে সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী ভার্জ্জিনিয়া শ্রেণীর উৎকৃষ্ট তামাক উৎপাদন করা যায় উহা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে কৃষকগণকে উৎসাহদানের ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। কৃষক সমাজ সাধারণতঃ অত্যন্ত রক্ষণশীল। উহারা গতানুগতিক পন্থা সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এজন্য বাঙ্গলা সরকার কৃষি বিভাগের মারফতে সামান্য কিছু প্রচার কার্য্য করিয়া যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে সুফল পাওয়ার আশা কম। গবর্ণমেণ্ট যদি এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রথমে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে উন্নত ধরণের তামাকের বীজ সরবরাহ করিতে হইবে এবং তাহাতেও যদি ফল না হয় তাহা হইলে প্রথম ২।১ বৎসর প্রতি একর জমিতে তামাকের চাষের জন্য কৃষকগণকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে অর্থ সাহায্য দিতে হইবে। উন্নত ধরনের বীজ দ্বারা উন্নত শ্রেণীর তামাকের চাষ করিয়া ২।১ বৎসর পরে কৃষক যদি দেখিতে পায় যে—জমিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইতেছে এবং বাজারে উহা অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে তাহা হইলে কোনও প্রকার প্রচারকার্য্য বা সাহায্য ব্যতিরেকেও কৃষক স্বেচ্ছায় তামাকের চাষ করিতে রাজী হইবে। ফ্রান্সে বর্ত্তমানে প্রত্যেক একর জমিতে দুই হাজার পাউণ্ড এবং জাপানে ১৬ শত পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হইতেছে। ইটালী, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডাতেও প্রত্যেক একর জমিতে এক হাজার পাউণ্ডের মত তামাক উৎপন্ন হইতেছে। বাঙ্গলাদেশে যদি প্রতি একর জমিতে দশ মণ (৮২২ পাউণ্ড) তামাকও জন্মান যায় তাহা হইলে উহা হইতে কৃষকের দুইশত টাকার অধিক আয় হইতে পারে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য প্রতি মণ ৮০ টাকা। সেই স্থলে প্রতি মণের মূল্য ২০ টাকা হিসাবে ধরিয়াই উপরোক্ত প্রকার আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় এমন কোন ফসল উৎপন্ন হয় না যাহাতে কৃষক এক একর জমি চাষ করিয়া বৎসরে দুইশত টাকা আয়ের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা পাইতে পারে। তামাকের চাষের ব্যাপারে বাঙ্গলায় একটা বিশেষ সুবিধা এই যে দেশের অভ্যন্তরে তামাকের বিপুল চাহিদা রহিয়াছে এবং বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে সিগারেটের কারখানা স্থাপিত হওয়াতে উন্নত শ্রেণীর তামাক বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছে। পাট বা অন্য কোন ফসল বিক্রয় সম্বন্ধে অনুরূপ সুবিধা নাই। মার্কেটিং এডভাইসার তাঁহার রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রত্যেক বৎসর ১০০ কোটী পাউণ্ড ওজনের তামাক ব্যবহৃত হইতেছে এবং এদেশে স্থাপিত ২২টী সিগারেটের কারখানায় বৎসরে ৬ কোটী টাকা মূল্যের ৭৫০ কোটী সিগারেট প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে প্রত্যেক বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সিগার, ১৭ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের চুরুট, ৭॥ কোটী টাকা মূল্যের বিড়ি, ৯ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের মাখা তামাক, ৩ কোটী টাকা মূল্যের দোক্তা এবং দেড় কোটী টাকা মূল্যের নস্য প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে

(১১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোট রপ্তানীর আধিক্য গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনাতেও কমিয়া ২৯ কোটী ১৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। যেস্থলে ভারতের বার্ষিক দায়ের পরিমাণ ৬০।৭০ কোটী টাকা সেই স্থলে রপ্তানীর আধিক্য যদি ৩০ কোটী টাকাও না হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের তরফ হইতে বৎসর বৎসর বিদেশে ৩০ কোটী টাকার মত ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় কি আছে? অবশ্য বর্ত্তমানে ভারত সরকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কোনও প্রকারে এই দায় মিটাইয়া চলিতেছেন। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যের গতি যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যে আর বেশী দিন ঋণ গ্রহণ না করিয়া ভারতের বার্ষিক দায় মিটাইতে সমর্থ হইবেন তাহা মনে হয় না।

গত বৎসরে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বানিজ্যের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে জাপানের সহিত ভারতবর্ষের যে বাণিজ্যচুক্তি বলবৎ হয় আগামী ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে জাপানের সহিত বাণিজ্যচুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তৎস্থলে আর একটী চুক্তির সর্ত্ত স্থির করিবার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যেই তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ যে এই বিষয়ে দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের অভিমত কি তাহা জানিয়া ভারত সরকারকে জানাইবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট-সমূহের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গতবার জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যচুক্তির সর্ত্ত স্থির করিতে সুদীর্ঘ নয় মাস কাল লাগিয়াছিল। এই জন্যই এবার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্ণ হইতেই এই বিষয়ে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করা হইয়াছে।

জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যচুক্তির সমস্যার নানা দিক দিয়াই খুব বেশী গুরুত্ব রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে বিদেশে যে সমস্ত মালপত্র রপ্তানী হয় জাপান তাহার একজন বড় খরিদ্দার। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে ১৮১ কোটী টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে ইংলণ্ড ৫৯ কোটী ৬২ লক্ষ টাকার, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ১৮ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার এবং জাপান ১৮ কোটী ১২ লক্ষ টাকার মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের পরেই আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপানকে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জাপান প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটী শক্তিশালী দেশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ভারতবর্ষের সহিত উহার ঘনিষ্ট যোগ রহিয়াছে। এই উভয় দেশের মধ্যে যদি বাণিজ্যগত সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ ভারতীয় তুলার জাপানই সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। জাপান যদি বর্ত্তমানে এই তুলা ক্রয় বন্ধ করে তাহা হইলে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে তুলা চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিবে। সুতরাং নানা দিক বিবেচনা করিয়া জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যচুক্তির ব্যাপারে ভারতবাসীর দিক হইতে কোনও প্রকার গোঁড়ামীর পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

বিগত ১৯৩৪ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখ হইতে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্রথম বাণিজ্যচুক্তি বলবৎ হয় তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে জাপানে তুলা রপ্তানী এবং জাপান হইতে ভারতবর্ষে কার্পাসজাত বস্ত্র আমদানী এই দুইটী বিষয়ই উহার আওতার মধ্যে ফেলা হইয়াছিল। এজন্য অনেকে এই চুক্তিকে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি না বলিয়া জাপ-ভারত তুলাচুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাহউক তিন বৎসরের কিছু অধিককাল পর্য্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকার সময়ে উহার অনেক গলদ ধরা পড়ে। প্রথমতঃ এই চুক্তির মধ্যে জাপান হইতে ভারতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইলেও টুকরা কাপড় সম্বন্ধে এই চুক্তিতে কোন সর্ত্ত ছিল না। জাপান এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে উক্ত তিন বৎসরে বিস্তর পরিমাণ টুকরা কাপড় আমদানী করে। দ্বিতীয়তঃ এই চুক্তিতে কৃত্রিম রেশম সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ না থাকাতে জাপানী কৃত্রিম রেশমও ভারতের বাজারে বিপুল পরিমাণে আমদানী হয়। তৃতীয়তঃ বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে এই সময়ে জাপান বস্ত্র দ্বারা সার্ট প্রভৃতি নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ার করিয়া তাহা ভারতের বাজারে অত্যধিক পরিমাণে আমদানী করিতে থাকে। চতুর্থতঃ এই সময়ে জাপান আফগানিস্থান নেপাল প্রভৃতি দেশে বস্ত্র রপ্তানী করিয়া তাহা সীমান্তবর্ত্তী স্থানের মধ্য দিয়া ভারতের বাজারে আমদানী করিতে আরম্ভ করে। এই সব কারণে জাপানের সহিত ভারতবর্ষের প্রথম বাণিজ্য চুক্তিতে জাপান হইতে ভারতে আমদানীযোগ্য বস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সাড়ে বত্রিশ কোটী গজ হইতে চল্লিশ কোটী গজের মধ্যে নির্দ্ধারিত থাকিলেও এই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে জাপান হইতে অনেক বেশী পরিমাণ বস্ত্র ভারতের বাজারে আমদানী হয় এবং উহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে জাপানের সহিত ভারতবর্ষের যে দ্বিতীয় বাণিজ্যচুক্তি বলবৎ হয় তাহাতে ভারতের বাজারে জাপানের আমদানীযোগ্য বস্ত্র এবং জাপানের বাজারে ভারতের রপ্তানীযোগ্য তুলার পরিমাণ মূলতঃ পূর্ব্বহারে বজায় রাখা হইলেও এই চুক্তির মধ্যে জাপান হইতে এদেশে টুকরা কাপড়ের আমদানীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বৎসরে ৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার গজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানের সহিত ভারতবর্ষের যে বাণিজ্যচুক্তি বলবৎ আছে ভারতবাসীর স্বার্থের দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে আরও কতকগুলি আপত্তির কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ এখন যে চুক্তি বলবৎ আছে তাহার মধ্যে জাপান হইতে ভারতে কৃত্রিম রেশমের আমদানী সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নাই। উহার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও রেশম শিল্প উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অবশ্য গত ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার এদেশে কৃত্রিম রেশমের টুকরা কাপড়ের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং বিদেশাগত কৃত্রিম রেশমের উপর শুল্কের হার বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজারে জাপানই যখন সবচেয়ে অধিক পরিমানে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র আমদানী করে এবং উহা যখন ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও রেশম শিল্প উভয়েরই ক্ষতি করিতেছে তখন জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তির মধ্য দিয়াই এই বিষয়ে একটা বুঝাপড়া করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ জাপান তৈয়ারী পোষাক হিসাবে এবং ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তী অন্য দেশের মধ্য দিয়া ভারতের বাজারে যে বস্ত্র আমদানী করিতেছে তৎসম্বন্ধেও জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে একটা বুঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। নচেৎ ভারতের বাজারে জাপানী বস্ত্রের আমদানীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। তৃতীয়তঃ জাপানের সহিত ভারতবর্ষের প্রথম বাণিজ্য চুক্তিতে জাপান হইতে ভারতের বাজারে আমদানীযোগ্য বস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরিমান সাড়ে বত্রিশ কোটী গজ হইতে চল্লিশ কোটী গজ বলিয়া যখন নির্দ্ধারিত হয় সেই সময়ে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং জাপান হইতে ঐ সময়ে ব্রহ্মদেশে প্রতি বৎসর ৭ কোটী গজ কাপড় আমদানী হইত। জাপানের সহিত দ্বিতীয় বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন কালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তজ্জন্য ভারতের বাজারে জাপান হইতে আমদানীযোগ্য বস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উহা ৭ কোটী গজ না কমাইয়া মাত্র ৪ কোটী ২০ লক্ষ গজ কমান হয়। এই ব্যবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষকে জাপান হইতে প্রথম চুক্তির সময়ের তুলনায় ২ কোটী ৮০ লক্ষ গজ বেশী বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইতেছে। উহা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে

অবিচারমূলক হইয়াছে, এবং এজন্য জাপান অপেক্ষা ভারত সরকারের দোষই বেশী। ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অব্যাহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ দেশে এখন পর্য্যন্ত বস্ত্রশিল্পের কোনও প্রসার হয় নাই। কাজেই ঐ দেশে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র আমদানী করা বর্ত্তমানে খুব সহজ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারতের বাজারে জাপানকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমানে বস্ত্র আমদানী করিতে সুযোগ দিয়া এবং ব্রহ্মদেশের বাজারে জাপানী বস্ত্রের আমদানী সঙ্কুচিত করিয়া ভারত সরকার এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। উহাতে জাপানও সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশের বস্ত্রের বাজারও অধিকতরভাবে ল্যাঙ্কাশায়ারের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং জাপানের সহিত নূতন বানিজ্যচুক্তি সম্পাদন কালে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি করিয়া জাপানকে যাহাতে ব্রহ্মদেশে বিক্রয়যোগ্য কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া না হয় তজ্জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিগনকে বিশেষ সজাগ থাকিতে হইবে।

জাপান হইতে আগত বহুবিধ সস্তা শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের বাজারে আমদানী হইয়া ভারতের কাচশিল্প, পাদুকাশিল্প, পশম-শিল্প, ছাতানির্ম্মাণশিল্প প্রভৃতি শিল্পের ক্ষতি করিতেছে বলিয়া এই সম্বন্ধে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মধ্য দিয়া একটা বুঝাপড়া করিবার জন্য অনেকে দাবী করিতেছেন। ভারতবর্ষের উপকূল বাণিজ্যে জাপানী জাহাজ সমূহ প্রতিযোগিতা করিতেছে বলিয়া এই বিষয়েও একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য দাবী রহিয়াছে। কিন্তু আমরা এই শ্রেণীর দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারি না। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে জাপানী জাহাজের তুলনায় বৃটিশ জাহাজের প্রতিযোগিতাতেই ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী-গুলি অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে জাহাজ চালান সম্পর্কে জাপানের উপর যদি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় তাহা হইলে উহাতে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর কোন লাভ হইবে না—উহাতে ভারতের উপকূল বাণিজ্যে বৃটীশ জাহাজগুলিরই আধিপত্য আরও বর্দ্ধিত হইবে। ভারতের ছোটখাট শিল্প সম্বন্ধেও এই ধরণের কথা বলা চলে। জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় ছোটখাট শিল্পগুলিকে রক্ষা করিলেও এই সব শিল্প যে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? আমাদের মনে হয় যে ভারতীয় ছোটখাট শিল্প এবং ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার উন্নতিবিধান করিতে হইলে তজ্জন্য ভারতীয় সংরক্ষণ নীতির সাহায্য গ্রহণ করা এবং উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে আইন পাশ করাই যুক্তিযুক্ত কাজ হইবে। তাহা না করিয়া এই সব ক্ষেত্রে মাত্র যদি জাপানের অধিকার সঙ্কুচিত করা হয় তাহা হইলে উহাতে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশেরই সুবিধা হইবে এবং ভারতবাসী উহার কোন সুবিধাই ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহারা ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কথা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় ছোটখাট শিল্প ও ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা অজ্ঞাত-সারে ভারতীয় বাণিজ্যে ইংলণ্ডের সুবিধা সৃষ্টির পক্ষে সহায়তা করিতেছেন কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির মধ্যে বাঙ্গলা দেশের একটী বিশেষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী চুক্তির আলোচনাকালে এই বিষয়ের প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করা নাই। বাঙ্গলা দেশ হইতে যে পাট বিদেশে রপ্তানী হয় জাপান তাহার একজন বড় খরিদ্দার না হইলেও ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা হইতে জাপানে ৫৮ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপান বাঙ্গলা হইতে মাত্র পৌণে উনত্রিশ লক্ষ টাকার পাট ক্রয় করিয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা হইতে জাপানে পাটজাত থলে রপ্তানীর পরিমাণও ৬৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা হইতে ১১ লক্ষ ৭ হাজার টাকায় নামিয়া গিয়াছে। জাপান বাঙ্গলা হইতে পাটজাত চট একপ্রকার কিছুই ক্রয় করে না। এরূপ অবস্থায় জাপান বাঙ্গলা হইতে প্রতি বৎসর যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট এবং পাটজাত থলে ও চট ক্রয় করে তজ্জন্য জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তিতে ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ভারত সরকার এই বাণিজ্যচুক্তির আলোচনার কালে মাত্র তুলাচাষীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পাটচাষীর স্বার্থে যদি উপেক্ষা করেন তবে তাহা নিতান্ত একদেশদর্শী হইবে।

উপসংহারে আমরা জাপানের বাণিজ্য প্রতিনিধিগণকে লক্ষ্য করিয়া ২।১ কথা বলিতে চাই। প্রত্যেক দেশের পক্ষেই বিদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ঐ দেশের অধিবাসীদের সহানুভূতি ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। আজ যে ভারতীয় বাণিজ্যে ইংলণ্ডের এত অধঃপতন ঘটিয়াছে এবং শাসনতন্ত্রগত সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের অনুকূলে প্রয়োগ করিয়াও যে ইংলণ্ড ভারতের বাজার হাতে রাখিতে সমর্থ হইতেছে না, ইংরাজদের প্রতি ভারতবাসীর মজ্জাগত বিদ্বেষই তাহার প্রধান কারণ। এই ব্যাপার হইতে জাপানের শিক্ষালাভ করা উচিত। জাপান যদি ভারতবাসীর সদিচ্ছা ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে পারে তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতে উহার বাণিজ্যের পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় জাপানের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পপ্রচেষ্টা যাহাতে কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের দাবী পেশ করাই জাপানের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। নূতন বাণিজ্যচুক্তির আলোচনাকালে ভারতবাসীর মনে যদি এই ধারনার সৃষ্টি হয় যে, জাপান ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের শত্রু তাহা হইলে উহাতে চরমে জাপানেরই ক্ষতি হইবে। জাপানের প্রতিনিধিগণ ভারতবাসীর মনে যেন এরূপ ধারণার সৃষ্টি না করেন—উহাই আমাদের অনুরোধ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জাপানে কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি

সম্প্রতি জাপানে কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে জাপান যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামালের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উক্ত পরিকল্পনায় চীন দেশের অধিকৃত অঞ্চল সমূহ হইতে আবশ্যকীয় কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাযা হইলে ইস্পাত ও ঢালাই লোহার যোগান বর্ত্তমানের তুলনায় একশত গুণ ও লোহার যোগান দেড়শত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে যে বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে ম্যাগ্নেসিয়ামের যোগান ১ হাজার গুণ এবং সুরাসার বারশত গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

রপ্তানি মালের বীমার হার বৃদ্ধি

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জটিলতা দেখা যাওয়ার ফলে বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে ইউরোপে রপ্তানীযোগ্য মালের বীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা যাওয়ার দরুণ গত সেপ্টেম্বর মাসে ঐরূপ প্রিমিয়ামের হার চারি আনা নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমানে উহা পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া ২ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। ফলে এখন পর্য্যন্ত এই প্রিমিয়ামের হার শতকরা মোট ৮ শত গুণ বাড়িয়াছে।

বিদেশে সংবাদ প্রেরণের মাশুল

সরকারী ডাক ও তার বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ গত ১৫ই এপ্রিল হইতে ভারত হইতে এডেন, অষ্ট্রেলিয়া, বোর্ণিও, বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, জিব্রাল্টার, ইংলণ্ড, আয়র্লাণ্ড, হংকং, আয়ার, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা, মরিসাস, নিউজিল্যাণ্ড, রোডেসিয়া, ষ্ট্রেট সেটল্‌মেণ্ট, টাঙ্গানিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তার সংবাদ প্রেরণের মাশুল প্রতি শব্দে দুই আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

রবার শিল্পের নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৩৪ সালের ইণ্ডিয়ান রবার কণ্ট্রোল এ্যাক্টের একটি সংশোধক বিল উপস্থিত করা হয়। কিছু সময় আলোচনার পর উহা পরিষদের একটি নির্ব্বাচিত কমিটিতে প্রেরণ করা হইয়াছে। পরিষদে এই বিলটির উদ্দেশ্য বিবৃত করিতে গিয়া স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ বলেন—১৯৩৪ সালে রবারের উৎপাদন ও রপ্তানি বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের ভিতর একটি চুক্তি হয়। ঐ চুক্তির পরিকল্পিত মেয়াদ গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিটি এই চুক্তির একটি সংশোধিত খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই খসড়ায় চুক্তিটিকে আরও পাঁচ বৎসর কালের জন্য বলবৎ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। রবার শিল্প সম্বন্ধে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক চুক্তিটির নানাদিক দিয়া সুফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। এই অবস্থায় ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান রাবার কণ্ট্রোল এ্যাক্টটিকে সংশোধন করিয়া উহাকে সংশোধিত নূতন চুক্তির অনুযায়ী করিয়া লওয়ার জন্য বর্ত্তমান বিলটি উপস্থিত করিয়াছেন।

(বাংলায় তামাকের চাষ)

উন্নততর ধরণের তামাকের চাষের প্রবর্ত্তন এবং প্রসার সম্পর্কে এই সব তথ্যতালিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

অবশ্য বাঙ্গলায় উন্নততর শ্রেণীর তামাকের চাষের প্রবর্ত্তন করা একটা সহজ ব্যাপার নহে। ভারত সরকারের মার্কেটিং এডভাইসার এই সম্বন্ধে বলেন যে "কৃষিজাত সমস্ত পণ্য দ্রব্যের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর তামাক উৎপাদন—বিশেষতঃ সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী তামাক উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ।" তারপর জমিতে তামাক উৎপাদন করিয়া তৎপর উহার বর্ণ ও সৌরভ বজায় রাখিয়া উহাকে শুষ্ক করা—যাহাকে curing বলা হয়—তাহা একটি অতি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তামাকের চাষ ও উহা শুকান সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা সমিতি যে সমস্ত গবেষণা করিতেছেন বাঙ্গলা সরকার যদি তাহার ফলাফল কৃষক সমাজের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে যদি দেশের স্থানে স্থানে তামাক শুকাইবার জন্য conditioning factories স্থাপিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার কৃষক সাফল্যের সহিত উহার সুবিধা গ্রহণ করিবে না উহা মনে করা ভুল।

বাঙ্গলা হইতে পাট রপ্তানি

গত মার্চ্চ মাসে বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে মোট ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৮৮ গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউণ্ড) আলগা পাট রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে ৩ লক্ষ ৮৮২ গাঁইট এবং চট্টগ্রাম হইতে ২৮ হাজার ৬ গাঁইট পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬০১ গাঁইট ও ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০২ গাঁইট আলগা পাট রপ্তানি হইয়াছিল।

সাইবেরিয়ায় কয়লা উৎপাদন

রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল পূর্ব্বে অনেক পরিমাণে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং উহা অপরাধীদের নির্ব্বাসন ভূমি ছিল। বর্ত্তমানে বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় উহার অনেক স্থলই লাভজনক শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বলশেভিক রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে সাইবেরিয়ায় গড়ে বৎসরে ৭ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদিত হইত। বর্ত্তমানে সেই স্থলে সাইবেরিয়ার খনি সমূহে বৎসরে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইতেছে।

ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ

কৃষি পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারত সরকারের উপদেষ্টা দেড় বৎসর পূর্ব্বে ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার পর হইতে এদেশে ঘৃতের ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে অনেকটা সুব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে ঘৃতের বিশুদ্ধতা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হইতেছে। গত দেড় বৎসরে প্রথম শ্রেণীর মার্কাযুক্ত ঘৃত ৫৩ হাজারে উপস্থাপিত হইয়াছে। এদেশে যেরূপ বেশী পরিমাণ ঘৃত বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাতে শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই এরূপ ঘৃতের পরিমাণ যে এখনও বিস্তর রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ১৭ই এপ্রিল দিল্লীতে যে একটি মার্কেটিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ঘৃতের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে ব্যাপক কার্য্যনীতি অবলম্বনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

আগামী ১লা মে তারিখ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী বিলটি বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে। প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত এই বিলটি সম্পর্কে মোট ১ হাজার ৪০০টি সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই সব সংশোধন প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মহোদয়ের বিবেচনাধীন আছে।

সরকারী রেলপথের আয়

১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট ৯৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের প্রকৃত আয়ের তুলনায় এবারের এই

আয় ৮৩ লক্ষ টাকা কম। তবে ১৯৩৬-৩৭ সালের প্রকৃত তুলনায় তাহা ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা বেশী।

শুল্কবিভাগের আয়

আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক সহ দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক মিলাইয়া গত মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের মোট ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঐরূপ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে শুল্ক বিভাগের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে মোট ৫৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে শুল্কবিভাগের মোট আয় ৫৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এবৎসর আমদানী শুল্ক বাবদ ৩৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, আবগারী শুল্ক বাবদ ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, এবং দেশের অভ্যন্তরে আদায়ী শুল্ক ও বিবিধ শুল্ক বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসর কৃত্রিম রেশম সুতা, কাঁচা রেশম, রবারের টায়ার, কাগজ, ষ্টেসনারী জিনিষ, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব, টিন, খেলনা, খেলার সামগ্রী, চা, ফিল্ম, জুতা, পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট, বেতার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির আমদানী শুল্ক ও পাটের রপ্তানী শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় এবৎসর চিনি, তামাক, সুপারী, যন্ত্রপাতি, কার্পাস সুতা, কার্পাস বস্ত্র, মসলা ও লোহা ও ইস্পাত ছাড়া অন্য ধাতুর আমদানী শুল্ক এবং চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতির উৎপাদন শুল্ক বাবদ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে ধান চাউলের আমদানী

সম্প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা বলেন যে গত ২রা মার্চ্চের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণেলে ভারতে ১৯৩৮-৩৯ সালের ধান্য চাষের যে শেষ পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বৎসরে ধান্যের উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩০ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ কম হইবে বলিয়া জানা যায়। তিনি আরও জানান যে ব্রহ্মদেশ হইতে ধান চাউল আমদানী করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

পেট্রোলের উপর কর

আগামী ১৯শে এপ্রিল হইতে পাঞ্জাব মোটর স্পিরিট এ্যাক্ট বলবৎ হইবে। এই আইন দ্বারা খুচরাভাবে বিক্রীত প্রতি গ্যালন পেট্রোলের উপর এক আনা তিন পাই হিসাবে বিক্রয় কর আদায়ের ব্যবস্থা হইবে। একটি সরকারী ইস্তাহারে খুচরা পেট্রোলের বিক্রেতাদিগকে এই বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে বিক্রেতাদিগকে লাইসেন্স লইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ

অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের (All India village industries Assocation) সম্পাদক শ্রীযুক্ত জে, সি, কুমারাপ্পা এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে আগামী ৭ই মে চম্পারণ জেলার বেত্তিয়ার নিকটস্থ বৃন্দাবন গ্রামের গান্ধী সেবা সঙ্ঘে অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

জার্ম্মানীতে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

প্রকাশ, জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলার জার্ম্মানীতে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আরম্ভ করা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যেই অনেক মদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে মদ্য উৎপাদন বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেসব দোকানে ও হোটেলে মদ্য মজুদ রহিয়াছে তাহাদিগকে বর্ত্তমান মজুদ মদ্য বিক্রয় করিয়া দিতে ও নূতন মদ্য খরিদ না করিতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কিছুকাল এইসব নিষেধাজ্ঞার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তৎপর ব্যাপকভাবে সর্ব্বশ্রেণীর মাদক দ্রব্য নিবারণের

ব্যবস্থা করা হইবে। এতদিন আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া সাধারণ লোকে উপযুক্ত পরিমাণ মাংস, রুটি, মাখন ও ডিম ইত্যাদির অভাব বোধ করিয়াছে। এই অবস্থায় মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন চালাইতে গেলে লোক বিদ্রোহ করিবে এরূপ আশঙ্কা ছিল। কাজেই হিটলার এতদিন খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের কার্য্য আরম্ভ করিতে সাহস পান নাই। তবে হিটলার এক্ষণে দেশে নাৎসী প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে—আর্থিক অবস্থাও উন্নতির দিকে বলা যায়। কাজেই এখন হইতে মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের কাজ সুরু করা হইয়াছে।

পরিভ্রমণকারীদের নিকট হইতে আয়

বিদেশ হইতে পর্য্যটকেরা কোন দেশ ভ্রমণ করিতে আসিলে তাহাতে নানা ভাবে সেই দেশের কিছু আয় হয়। এই প্রকার আয়ের দিকে সভ্য-জগতের উন্নতিশীল দেশগুলির অধিকাংশই আজ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিয়োজিত করিতেছে। বিদেশের ভ্রমণকারীদিগকে নানা ভাবে আকর্ষণ করার জন্য অনেক দেশই আজকাল রীতিমত প্রচার কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রচার কার্য্যের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যথেষ্ট আয় হইতেছে। ফ্রান্স দেশে এই শিল্প যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিদেশী পর্য্যটকদের জন্য সেখানে অনেক আকর্ষণযোগ্য দৃশ্যকেন্দ্র রহিয়াছে। পর্য্যটকদের অবস্থানের জন্য আধুনিক রুচি-সম্মত বহু হোটেলও রহিয়াছে। ফলে প্রতি বৎসর বহু পর্য্যটক ফ্রান্স পরিভ্রমণে আসিতেছে ও তাহাতে ঐ দেশের বাৎসরিক আয় ২০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ফরাসী বাজেট অঙ্কের শতকরা ৪০ ভাগের সমান আয় হইতেছে। সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন রকমের শিল্প ব্যবসায়ের তুলনায় হোটেলের ব্যবসায় বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ যত্নচেষ্টা নিয়োগ করিয়া পরিভ্রমণ-কারীদিগকে আকর্ষণ করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সিনর মুসোলিনীর শাসনাধীনে ইটালীতে বিদেশী পর্য্যটকদিগকে সকল বিষয়ে সুখ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। পর্য্যটকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য বাহিরে জোর প্রচার কার্য্যও চালান হইতেছে। ফলে ঐ বিদেশী পর্য্যটকদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর ইটালীর যথেষ্ট আয় হইতেছে।

সৈন্য বিভাগের জন্য মাল ক্রয়

ভারত সরকারের সৈন্য বিভাগের ব্যবহারের নিমিত্ত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬১০ টাকার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়। পূর্ব্ব বৎসর ঐরূপ ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৯৪ টাকা। আলোচ্য বর্ষে যে সব মাল ক্রয় করা হয় তাহার মধ্যে এদেশজাত মালের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৫১ টাকা। সৈন্য বিভাগে খাদ্যশস্য, ডাল ঘি, চা প্রভৃতি দেশীয় মাল সরবরাহ করিবার জন্য লাহোর, দিল্লী ও কলিকাতায় এজেণ্ট রহিয়াছে।

কাগজ তৈয়ারের বংশমণ্ড

কাগজ নির্ম্মাণের ছয় বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে বাঁশ হইতে পাঁচ হাজার টন পরিমিত মণ্ড প্রস্তুত হইত। এক্ষণে উক্ত মণ্ডের উৎপাদন বাড়িয়া বিশ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ডে শিক্ষাবাবদ ব্যয়

মহাসমরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুলনায় ইংলণ্ডে শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের হার খুব বাড়িয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে সরকারী সাহায্য লইয়া দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩৯-৪০ সালে শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ডেরও উপর দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সালে বোর্ড অব্ এডুকেশনের অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৩১১ পাউণ্ড। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৫ কোটি ২২ লক্ষ ৪২ হাজার ২৬ পাউণ্ড দাঁড়ায়। খরচের পরিমাণ যেরূপ বাড়িয়াছে শিক্ষায়তনের ছাত্র সংখ্যা তত বাড়ে নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৯১৩ সালে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার শিক্ষার্থী ছিল। গত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ৪ লক্ষ ৯০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৯১৩ সালে যেস্থলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ লক্ষ ৮১ হাজার ছিল গত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা ১০ লক্ষ পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

পূর্ব্বের তুলনায় শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু খরচের হার বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে জনপ্রতি খরচের হার ছিল ৪ পা ১৫ শিলিং ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে জনপ্রতি খরচের হার ছিল ১২ পা ১০ শিলিং। ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ১৬ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ও ৩০ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু যথেষ্ট খরচের হার বাড়িবার কারণ এই যে ইতিমধ্যে শিক্ষকদের মাহিয়ানার হারও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ সালে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে মাথাপিছু আদায়ের মধ্যে ৩ পাউণ্ডেরও বেশী অর্থ শিক্ষকদের মাহিয়ানা বাবদ নিয়োজিত হইত। ১৯৩৮ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৯ পা ১৪ শিলিং। ফলে শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগই শিক্ষকেরা মাহিয়ানা বাবদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মিউনিসিপ্যালিটি ও যানবাহন ব্যবস্থা

ভারতের অনেক স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড বর্ত্তমানে তাহাদের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের যানবাহন ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করিবার দিকে দৃষ্টি নিয়োজিত করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দরবার সর্ব্বপ্রথম বাস সার্ভিসের ব্যবসাকে সরকারী পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে এই ব্যবসায়ের সব কিছু আনুসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা ও লাভ লোকসানের দায়িত্ব সমস্তই ত্রিবাঙ্কুর সরকারের হাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর সরকারের এই দৃষ্টান্ত মাদ্রাজ প্রদেশের বহু ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিই অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যত্রও উহার অনুকরণ দেখা যাইতেছে। আগামী ১লা জুলাই হইতে ত্রিচিনপল্লী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মোটর সার্ভিস ব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের অধীনে একটি কোম্পানী স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে মোটর সার্ভিস পরিচালনার কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইবে। দেশের ছোটখাট যানবাহন ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনাধীন হইলে তাহার সুবিধা এই যে উহাদের কোন অহেতুক আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে না। অধিকন্তু সহজে সকল দিকেই উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। তাহা ছাড়া ব্যবসায় যদি লাভ হয় তবে সে লাভ মুষ্টিমেয়ের হাতে না গিয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠানেই নিয়োজিত হইবে।

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বিমানপোত আমদানী

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ১৯৩৯ সালের প্রথম তিন মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের সমরোপকরণ আমদানীর লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছে। আমদানীকৃত সমরোপকরণের মধ্যে যুদ্ধে ব্যবহার্য্য বিমান-

পোতের সংখ্যাই বেশী থাকিবে বলিয়া প্রকাশ। ইতিমধ্যে ঐরূপ যে বিমানপোত আমদানী করা হইয়াছে তাহার মূল্য ১ কোটি পাউণ্ড।

কলিকাতায় নূতন রাস্তা

কলিকাতা কর্পোরেশন সম্প্রতি হরিশ মুখার্জ্জি রোড্‌কে কালী মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত করিবার জন্য ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কালীঘাট রোড্‌ ও হরিশ মুখার্জ্জি রোড্‌কে সংযুক্ত করিয়া ২৫ ফুট প্রশস্ত একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য আরও ৪২ হাজার ৭০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

আমেরিকা ও ভারতের বাণিজ্য

গত ১৯৩৮ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই তিন মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের নিউ ইয়র্কস্থিত ট্রেড্‌ কমিশনারের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পাঠে জানা যায় দুনিয়ার সকল দিক দিয়া একটা রাজনৈতিক জটিলতার ভাব থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য তিন মাসে আমেরিকায় ভারতীয় মালপত্রের কাটতি অনেক পরিমাণ বজায় রহিয়াছে। ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসের সহিত তুলনায় আলোচ্য তিন মাসে ভারত হইতে ৭৪ হাজার ৩৭৭ ডলার পরিমাণ পাটের থলে কম রপ্তানি হইয়াছে। মূল্যের দিক দিয়া মোট আমদানী ২ লক্ষ ১ হাজার ৫৩৫ ডলার হইতে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭২১ ডলার পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যদিও পাটের থলে ইত্যাদির পরিমাণ ৯৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৭২ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৫০ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য তিন মাসে যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের আমদানী কম হইয়াছে তথাপি ভারতবর্ষ হইতে আমদানীকৃত চায়ের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৭ হাজার ৬০৯ পাউণ্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য তিনমাসে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৫২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৮২ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানীজ বেশী খরিদ করিয়াছে। অপরদিকে ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসের সহিত তুলনায় ভারত হইতে ঢালাই লোহা আমদানীর পরিমাণ ২৩ হাজার ৭৫৫ টন পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। যদিও ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ট্রেড্‌ কমিশনারের অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেড কমিশনার বহু ভারতীয় রপ্তানীকারক ও আমেরিকার আমদানীকারকদের ভিতর আবশ্যকীয় যোগসূত্র স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলায় রাস্তাঘাটের প্রসার

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের গত ১৯৩৭ সালের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট পাঠে জানা যায় বাঙ্গলায় আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত ৪ হাজার ৯১ মাইল লম্বা পাকা সড়ক ছিল। উহার মধ্যে ৯৪৯ মাইল সড়ক সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের অধীন এবং বাকী ৩ হাজার ১৪২ মাইল সড়ক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির পরিচালনাধীন। এ বৎসর রাস্তাঘাট বাবদ পূর্ত্ত বিভাগের মারফতে মোট ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার ১৮৭ টাকা ব্যয় করা হয়। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৩০ টাকা সিকিমে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ভারত গভর্ণমেন্টের নির্দ্দেশে ব্যয়িত হয়। বাকী ৩২ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৫৪ টাকা বাঙ্গলা প্রদেশে ব্যয় করা হয়। আলোচ্য বৎসরে ঘোষপাড়া রাস্তার কাজ (ইছাপুর খালের পুলসহ) এবং বারাসত হইতে ২৪ পরগণার সীমান্ত পর্য্যন্ত কলিকাতা—যশোহর রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত কাজগুলি চলিতেছিল—(১) চব্বিশ পরগণা জিলার সীমান্ত কলিকাতা—যশোহর রাস্তার উন্নতি বিধান (২) বর্দ্ধমান হইতে আরামবাগ পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতি বিধান (৩) কুস্তি ব্রিজের সংস্কার (৪) হেষ্টিংস জুট মিলের নিকটে পুরাতন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রসার (৫) সেবক-বগরাকোট রাস্তার উপর করোনেসন ব্রিজ নির্ম্মাণ (৬) ময়মনসিংহ হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার উপর পুল সমূহ নির্ম্মাণ (৭) চট্টগ্রাম হইতে আরাকান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার উপর পুল সমূহ নির্ম্মাণ (৮) সাতক্ষিড়া-নভারণ রাস্তার উপর উন্নতি বিধান (৯) মাগুড়া হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটির উন্নতি বিধান (১০) কুমিল্লা হইতে দাউদকান্দি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার উন্নতি বিধান (১১) পাবনা হইতে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটির উন্নতি বিধান ইত্যাদি।

বাঙ্গলার বনভূমি

বাঙ্গলা সরকারের বনবিভাগের বর্ত্তমান কার্য্যনীতি বিশ্লেষণ করিয়া মন্ত্রী মিঃ প্রসন্নদেব রায়কত লিখিতেছেন—বঙ্গদেশের বনসমূহ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। আমাদের নীতি হইতেছে বর্ত্তমান বনসমূহকে রক্ষা করা এবং যে সকল অরণ্যানি কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে সেখানে পুনরায় বনের প্রতিষ্ঠা করা। বনসমূহ, আবহাওয়ায়, জমির ক্ষয় সাধন, কৃষিকার্য্য ও নদীর গতি প্রভৃতির উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত এবং ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে বঙ্গ প্রদেশ হইতে বড় বড় কাঠ, জ্বালানি কাঠ এবং অন্যান্য অরণ্যজাত দ্রব্যাদি রীতিমত ভাবে সরবরাহ করা হইবে এবং তাহার ফলে গ্রামবাসীগণকে গরু মহিষাদি চরাইবার জন্য যথেষ্ট গোচারণ ভূমির সংস্থান করিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল বন কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, সেখানে যাহাতে আবার অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটি গঠিত হইয়াছে। উন্নত ধরণের পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আমরা কতকগুলি বেসরকারী বনের শাসনভার গ্রহণ করিতেছি। অরণ্যের জীব-জন্তু রক্ষা করার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সরকারী রিজার্ভ বনসমূহে এমন কতকগুলি জায়গা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, যেখানে পশু পক্ষী শিকার করা চলিবে না। আমাদের সিঙ্কোনার চাষ এবং সিঙ্কোনার ফ্যাক্টোরী ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে। আমরা ভবিষ্যতে সেই দিনের আশা করিতেছি যখন এই সকল স্থান হইতেই এই প্রদেশের প্রয়োজনীয় সকল সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ মাল সরবরাহ হইতে পারিবে। আমাদের উৎপাদিত কুইনিন বিদেশী দ্রব্য হইতে কোন অংশে খারাপ নহে; পরন্তু দেশী জিনিষ বলিয়া দামে অনেক সস্তা। আমাদের সিঙ্কোনার চাষ ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে এবং ফ্যাক্টরী সমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রতিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করা হইতেছে।

চীফ্‌ এজেণ্টস এসোসিয়েসন

ভারতের সমস্ত স্থানের বীমা কোম্পানীর চীফ্‌ এজেণ্টগণ মিলিত হইয়া একযোগে একটি অল্-ইণ্ডিয়া চীফ্‌ এজেণ্টস্ এসোসিয়েসন গঠন করা স্থির করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে নূতন বীমা বিলের আলোচনা চলিবার কালে এদেশের চীফ্‌ এজেণ্টগণের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য

ঐরূপ একটি সমিতির প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভূত হইয়াছিল। ঐরূপ একটি সমিতি গঠনের বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য সম্প্রতি আমেদাবাদে মিঃ জে ডি মিডোরের সভাপতিত্বে ভারতীয় চীফ এজেন্টসদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বোম্বাই, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সদস্যরা যোগদান করিয়াছিলেন।

দেশের বিভিন্ন বীমাকোম্পানীর চীফ এজেন্টসদের ভিতর সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করিবার জন্যও তাহাদের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই সম্মেলন একটি অল্-ইণ্ডিয়া চীফ এজেন্টস্ এসোসিয়েসন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চীফ এজেন্টস মিঃ এ সি সেন এই সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

রেলের জন্য মালগাড়ী ক্রয়

১৯৪০-৪১ সালে সরকারী রেলপথের জন্য কি সব মালপত্র ক্রয় করা হইবে তদ্বিষয়ে সম্প্রতি রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির এক সভায় আলোচনা হয়। প্রকাশ কমিটি ২০টি একাবি ইঞ্জীন ক্রয় করার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে কমিটি ১৯৪০-৪১ সাল হইতে তিন বৎসর কালের মধ্যে ৫ হাজার রেলের মালগাড়ী খরিদের জন্য ভারতীয় মালগাড়ী প্রস্তুতকারী কোম্পানীদের সহিত চুক্তিকরার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রমজীবিদের মজুরীর হার

সম্প্রতি জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভেকিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, পেরু, ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে রচিত আইন সমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে ইংলণ্ডে ১৯০৯ সাল ও ১৯১৮ সালের ট্রেড্ বোর্ডস আইন, ১৯২৪ সালের কৃষি মজুর আইন, ১৯৩৪ সালের কয়লা খনির মজুর আইন ও ১৯২৯ সালের মজুরী আইন শ্রমজীবিদের মজুরী কার্য্যের জন্য রচিত হয়। শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে শ্রমিকদের যোগ্যতা বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাদের পরিবারবর্গ ভালভাবে জীবন যাপন করিবার সুবিধা পায়। কাজেই সেদিক দিয়া ঐসকল আইনের খুবই সার্থকতা রহিয়াছে। ভারতবর্ষে শ্রমিক মজুরী নির্দ্ধারণ করা সম্পর্কে যে সব চেষ্টা হইতেছে উক্ত রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিহার ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী বিহার সরকার বিহারের শ্রমজীবিদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৩৮ সালে একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। বিহারের শ্রমজীবিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট মজুরী দাবী করা সম্ভবপর কিনা এই কমিটি তাহাও অনুসন্ধান করিবেন। বোম্বাই কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত এই প্রকার একটি কমিটী শ্রমিকদের (পুরুষ) মজুরী মাসিক নিম্নপক্ষে ২৫ টাকা, নারী শ্রমিকদের মজুরী মাসিক ২১ টাকা ও বালক বালিকাদের মাসিক মজুরী ১৯ টাকা দার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে কানপুরের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করেন তাহারা শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন মজুরীর হার স্থির করিয়া দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।

রেল বনাম মোটর

গত ১৬ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ জে সি সিংহ ভারতের রেল-মোটর সমস্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সিংহ উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের সাহায্য ভারতে রেলপথ সমূহের কার্য্যধারা বর্ণনা করেন। অধিকন্তু মালভাড়া সম্পর্কে রেল ও মোটর কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যনীতির সহিত দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি কতদূর পরিমাণে বিজড়িত রহিয়াছে তাহা বিবৃত করেন। উপসংহারে বক্তা রেল ও মোটরের ভিতর একটা ব্যবসায়িক সমন্বয় সাধন করা, কৃষি ও শিল্পপণ্য চলাচলের ভাড়া হ্রাস করা এবং জলপথে মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

জাভার চিনি ব্যবসায়

গত ফেব্রুয়ারী মাসে জাভা হইতে বাহিরে ৯৭ হাজার ৪৯৯ টন চিনি রপ্তানী হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে চিনি রপ্তানী হইয়াছিল ৯০ হাজার ১৫৮ টন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার ৯৮৯ টন। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে মোট ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টন চিনি রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ এগার মাসে চিনি রপ্তানী হইয়াছিল ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারতে জাভা হইতে মোট ২৮ হাজার টন চিনি আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরের পর আর কোন মাসে এত বেশী পরিমাণ চিনি আমদানী হয় নাই। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে জাভার বিক্রয়যোগ্য মজুত চিনির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টন। মার্চ্চ মাসের শেষে ঐ মজুতের পরিমাণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

জিনিষপত্র বিক্রয়ের উপর কর

জিনিষপত্র বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে বোম্বে সেলস্ ট্যাক্স এ্যাক্ট নামক আইন পাশ হইয়াছে। পেট্রল বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করা সম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানটি আগামী ১লা মে কার্য্যতঃ বলবৎ করা হইবে। ঐ তারিখ হইতে খুচরা পেট্রোল বিক্রয়কারীদিগকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা সাড়ে ছয় ভাগ হারে কর দিতে হইবে। খুচরা ও পাইকারী সকল পেট্রোল বিক্রেতাদিগকেই আইন বলবৎ হওয়ার ছইমাস কাল মধ্যে লাইসেন্স লইতে হইবে।

আসামের কমলা লেবু ও আনারস

কলিকাতার বাজারে আসামের আনারস ও কমলালেবু বিক্রয় সম্পর্কে আসাম সরকার সমবায়ের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় এইরূপ স্থির হইয়াছে যে কলিকাতায় আসাম সরকারের একজন মার্কেটিং অফিসার রাখা হইবে। ঐ অফিসর আসামের ফল ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ফলের যোগান গ্রহণ করিবেন এবং তাহা বিক্রয়ের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। ফল বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা সাড়ে ছয় ভাগ বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত ব্যয়ের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ ফল চালানকারীদের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কলিকাতাস্থিত মার্কেটিং অফিসর চালানকারীদিগকে আট আনা দামের ফল বহনকারী বাক্স সরবরাহ করিবেন।

আসাম সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসর এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রীতিমত ফল চালান দিয়া

লাভবান হইতে হইলে ফলের উৎপাদন কেন্দ্র সমূহে ফলচাষীদের সমিতি গঠিত হওয়া দরকার।

মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা

বিহারে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার ফলে যেসব লোক পূর্ব্বে তাড়ি প্রস্তুত করিয়া তৎলব্ধ অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের খুবই অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। এই অবস্থায় বিহার গবর্ণমেণ্ট ঐ সব লোকদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় বিধানের জন্য মৌমাছি পালনের শিল্প বিশেষভাবে প্রচলিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মৌমাছি পালনে শিল্প শিক্ষা করা সম্বন্ধে সরকারীভাবে ঐ সব লোক দিগকে সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলার আর্থিক দুর্দ্দশা

সম্প্রতি চট্টগ্রামের যাত্রামোহন হলে এক সভায় ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের ভিতর রাজস্ব সম্পর্কিত বিলিব্যবস্থায় বাঙ্গলা আর্থিক দিক বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। উহা দ্বারা খুব কম রাজস্ব দ্বারা বাঙ্গলার ৫ কোটি লোকের অভাব অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা প্রদেশে জাতিগঠন মূলক কার্য্যে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কম। বোম্বাইয়ে জাতিগঠন মূলক কার্য্যে মাথাপিছু ৩ টাকা ব্যয় করা হয় আর বাঙ্গলায় ঐ বাবদ মাথাপিছু ব্যয় হইয়া থাকে মাত্র ৸৶ আনা। মেষ্টনী ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গলা সরকারকে কর ধার্য্য করিয়া ও কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া ১০ কোটী টাকা ঘাটতি পূরণ করিতে হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গলা দেশে এখন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও সেচকার্য্য প্রভৃতি সম্পর্কে উন্নতিমূলক ব্যাপক কার্য্যনীতি অবলম্বনের উপযোগী অর্থ বাঙ্গলা সরকারের হাতে নাই। এইরূপ অপর্য্যাপ্ত রাজস্বের জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ই কষ্টভোগ করিবে এপ্রদেশের মুসলমান সংখ্যার দিক দিয়া গরিষ্ঠ হইলেও উচ্চশিক্ষার দিক দিয়া তাহাদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৪ জন। উন্নত রকমের স্বাধীন ব্যবসায় নিয়োজিত লোকদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী হইতেছে হিন্দু। কাজেই বর্ত্তমান মুসলমানরাই বেশী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। এই দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে হইলে বাঙ্গলার অনুকূলে কেন্দ্রিয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের ভিতর যে রাজস্ব বিলি ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার প্রয়োজনারূপ পরিবর্ত্তন দরকার।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া মেলা

গত ২২শে এপ্রিল হইতে চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে তথায় একটী মেলা ও প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। সোনপুরের মহারাজা উক্ত মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রদর্শনীটির বিশেষত্ব উহাতে অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে ভারতের ছাপাখানার ক্রমোন্নতি প্রদর্শনকারী ছোট বড় বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উক্ত মেলা ও প্রদর্শনী একপক্ষ কাল চলিবে। গত সাত বৎসর যাবৎ চন্দননগরে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎর বহু শুভানুধ্যায়ী ও দর্শক মেলা ও প্রদর্শনী ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের দাবী

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য মিঃ এস সত্যমূর্ত্তি নিম্নলিখিত প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন :—যে হেতু ইঙ্গভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি ভারতের স্বার্থ বিরোধী, বেসরকারী সদস্যদেও সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া উহা সম্পন্ন হইয়াছে এবং কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলেও বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা বলে উহা আইনে পরিণত হইয়াছে, অতএব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতের স্বার্থবিরোধী এই চুক্তি মানিয়া না লইতে, বিলাতী বস্ত্র ক্রয় না করিতে এবং উপযুক্ত সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলন চালাইতে ভারতবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছে।

বাংলায় কাপড়ের কল

সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে বস্ত্র ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের এক সভায় লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী 'বন্দেমাতরম' গাহিয়া ও পুলিশের লাঠি খাইয়া স্বদেশী প্রচার আরম্ভ করে। আর বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালারা বাঙ্গালীর এই দেশ প্রেমের সুযোগ লইয়া ব্যবসা করিয়া অল্পকালের মধ্যে কোটিপতি বনিয়া যাইতে থাকে। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বোম্বাইয়ের অচল মিলগুলি সচল হইল এবং দেশের সর্ব্বত্র মিল গজাইয়া উঠিল। কিন্তু বাঙ্গলার অবস্থা অনেকটা যথা পূর্ব্বং ও তথা পরংই রহিয়া গেল। বাঙ্গলা দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে বাঙ্গালীকে আজ ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং দেশের প্রতি কেন্দ্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রতি বাঙ্গলার বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া কাপড়ের কল স্থাপিত হইতেছে। বিদেশী কলওয়ালাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জাতির দেশপ্রেম দ্বারা বাঙ্গালীকে আজ এই কলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। উপস্থিত বস্ত্র ব্যবসায়িগণকে সম্বোধন করিয়া অধ্যাপক সেন বলেন যে দেশের শিশুশিল্পকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে তাহাদের কর্ত্তব্য বড় কম নাই। প্রায়ই দেখা যায় যে ব্যবসায়ীরা প্রথমে বিদেশজাত দ্রব্যই ক্রেতাগণকে দেখাইয়া থাকে। এই কু-অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে বাঙ্গলার দ্রব্যই বাজারে চালু করিতে হইবে। আর তাহা হইলে বাঙ্গলার শিল্প নবজীবন লাভ করিয়া দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভল্‌কান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা বোম্বাইয়ের ভল্‌কান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৭ সালের একখণ্ড মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। এই বিবরণী পাঠে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট আয় হয় ৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। উহার সহিত দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৭৭ টাকা। খরচের দিক দিয়া কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৮ টাকা কমিশন বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৮২ টাকা, কার্য্যপরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৯৮ টাকা, ম্যানেজিং এজেন্টসের পারিশ্রমিক বাবদ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বিভিন্ন মজুত তহবিলে ন্যস্ত হয়।

আলোচ্য বিবরণীতে গত ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ২৭০ টাকা, বিভিন্ন ধরণের মজুত তহবিল বাবদ ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ১০৯ টাকা এবং অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া ভল্‌কান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭৩ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যেসব সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :— কোম্পানীর কাগজ ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫৯৭ টাকা, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বণ্ড ৮৭ হাজার টাকা, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৬২ টাকা, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের ডিবেঞ্চার ৭৪ হাজার ৯৫৩ টাকা, করাচী পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ১০ হাজার ৩০০ টাকা, ভারত সরকারের ঋণ ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৭৫ টাকা, ভারত সরকারের বণ্ড (১৯৪১) হাজার ৯৫ টাকা, হাওড়া পুলের ঋণ (১৯৫৬-৬৬) ১০ হাজার টাকা, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার ২৫ হাজার ৪০৬ টাকা, বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়ে কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার ২৫ হাজার ৭৭৭ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার শেয়ার ২৫ হাজার ৯৩৮ টাকা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শেয়ার ৩৮ হাজার ৪১২ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৬৭ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল সুসংরক্ষিত রহিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি।

কানারা মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

উদিপির কানারা মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ৮ লক্ষ ৯ হাজার ৮৫০ টাকার বীমা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। নূতন বীমা আইনে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর বর্ষ গণনার নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ায় ঐ কোম্পানী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যকাল শেষ করিয়া এবারের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে এই রিপোর্টে প্রকাশ আলোচ্য তিন মাসে কোম্পানী মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করেন। এবার প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ২২ হাজার ২৯৭ টাকা এবং অন্যান্য দফায় ৯৪৪ টাকা আয় হয়। ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য তিন মাসে মৃত্যুদাবী বাবদ ১ হাজার ৫৮০ টাকা ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৯ হাজার ৯৬৪ টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্য খরচ বাদ বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার ৯৭৯ টাকা। বৎসর শেষে তাহা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৭৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। মাত্র তিন মাসের মধ্যে জীবন বীমা তহবিলের এই বৃদ্ধি খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর তিন বৎসরের ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। একচুয়ারী অধ্যাপক মাধব এই ভেলুয়েসন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই রিপোর্টে আজীবন বীমার উপর প্রতি হাজারে ১৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমার উপর প্রতি হাজারে ১০ টাকা হারে বোনাস দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ৯৭৩ টি পলিসিতে মোট ১২ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর কোম্পানীর নূতন কার্য্যের পরিমাণ উল্লেখ যোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

এসিয়ান এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম এসিয়ান এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৮ সালে মোট ৭৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছেন।

সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আকিয়াব শাখার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উদ্বোধন উৎসবে আকিয়াবের খ্যাতনামা অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, মিষ্টার খাজার্ণ-উ বি-এল (সিনেটার) মহোদয় পৌরহিত্য করেন। উক্ত উৎসব সভায় সহস্রাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারতী বীমা কোম্পানী

সম্প্রতি বারণসীর ভারতী বীমা লিমিটেডের গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ২৷৩ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানীটি কার্য্য সুরু করিয়াছে। সুখের বিষয় এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহার উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আলোচ্য
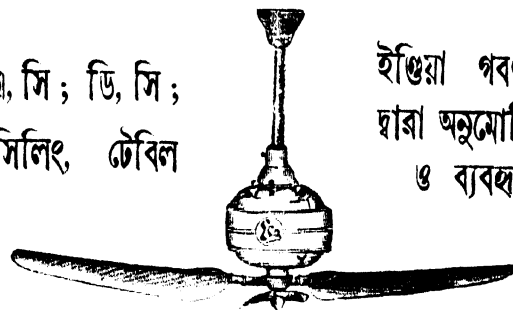
বৎসরে এই কোম্পানী ৩৯০ টি পলিসিতে মোট ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৪১ হাজার ১২২ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৪২ হাজার ৩৯ টাকা আয় হয়। এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ৩৭৫ টাকা, কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৩৭ হাজার ৪২৯ টাকা ব্যয় করেন। অন্যান্য ব্যয় বাদে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২০৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩ হাজার ৫৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য বিবরণীতে গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারতী বীমা লিমিটেডের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৯৭ হাজার ২৮০ টাকা। উহার মধ্যে ৩০ হাজার ৭৩৪ টাকা সরকারী সিকিউরিতে নিয়োজিত রহিয়াছে।

নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

নিউ এসিয়াটিক লাইফ্ এসিউরেন্স কোম্পানী তাঁহাদের প্রথম ভেলুয়েসন রিপোর্ট অনুসারে আজীবন বীমার উপর প্রতি হাজারে ১৫৲ টাকা ও মেয়াদী বীমার উপর প্রতি হারে ১২ টাকা হারে বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন।

নিউ গার্ডিয়ান অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রকাশ নিউ গার্ডিয়ান অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড কোম্পানীর পলিসি-গ্রাহকদের প্রদত্ত টাকার অধিকতর নিরপত্তা বিধানের জন্য একটী ট্রাষ্ট ফণ্ড স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে কোম্পানী প্রাপ্ত প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ১০ ভাগ, রিন্যুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং এককালীন দেয় প্রিমিয়ামের শতকরা ৯২৲ ভাগ ঐ ট্রাষ্টফণ্ডে নিয়োজিত হইবে।

নদার্ন ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

নদার্ন ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ ডি মেটা আনশার আপার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন

১৯৩৯ সালের জন্য প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশনের নিম্নরূপ কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে:—প্রেসিডেণ্ট মিঃ আই বি সেন (ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট), ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট মিঃ সি সি মজুমদার (এসিয়াটিক) সদস্য—মিঃ পি কে মুখার্জ্জি (ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল), মিঃ আর রায় (পিয়ারলেস) মিঃ এস কে কর (এসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়া), মিঃ জে এন বানার্জ্জি (গ্লোরি অব্ দি ইষ্ট), মিঃ ভি রাজাগোপাল (সালেম প্রভিডেণ্ট) সেক্রেটারী এল এম সিংহ (আইডিয়াল প্রভিডেণ্ট)।

কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

গত ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে ব্যবসা পরিচালনা বাবদ কুমারধুবী ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর মোট ২৫ লক্ষ ২০ হাজার ৪০০ টাকা আয় হয়। ঐরূপ আয় হইতে কোম্পানী কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৪২ টাকা ব্যয় করেন। ফলে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৪৯ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। এবৎসর কোম্পানী অংশিদারদিগকে কোন লভ্যাংশ প্রদান করেন নাই।

জেনারেল এসিরেন্স সোসাইটী লিঃ

মিঃ ব্রহ্মদত্ত বি-এস সি, বি-এল এফ্ এস্ এস্ স্থায়ীভাবে আজমীরের জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজারের পদে বৃত হইয়াছেন। জেনারেল ম্যানেজারের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ায় সম্প্রতি জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর কর্ম্মীরা এক সভায় সমবেত হইয়া মিঃ ব্রহ্ম দত্তকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সোসাইটীর চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রামকিশোর উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। সোসাইটীর এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম মাধব রাও মিঃ দত্তের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। মিঃ ব্রহ্ম দত্ত একটি সময়োচিত বক্তৃতায় অভিনন্দনের উত্তর দান করেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর প্রদত্ত লভ্যাংশ

বোখারো এণ্ড রামগড় লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা সাড় সাত টাকা।

সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা পাঁচ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা।

কারাণপুরা ডেভলপমেণ্ট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা এক টাকা চারি আনা।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ—গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা আট টাকা।

ইকুইটেবল কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা এবং সাধারণ শেয়ারের উপর শত করা বার্ষিক ২০৲ টাকা।

ইন্দো-বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম কোং লিঃ—গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে শতকরা ১৫৲ টাকা। ২৮শে এপ্রিল হইতে উক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে।

কুমারধুবী ফায়ার ক্লে এণ্ড সিলিকা ওয়ার্কস লিঃ—গত ১৯৩৮ সালে হিসাবে সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ২০ টাকা ও ফাউণ্ডার্স শেয়ারের উপর শতকরা ৭ টাকা।

রাইডেক টি সিণ্ডিকেট লিঃ—গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে শতকরা ৪০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে।

নিউ সমানবাগ টি কোং লিঃ—গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে প্রতি প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা ৮ টাকা ও সাধারণ শেয়ারে শতকরা ২০ টাকা।

কেলভিন জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১০ টাকা।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ

মিঃ পি আর গুপ্ত এম-এ এফ সি আই আই ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের কণ্ট্রোলার পদে উন্নীত হইয়াছেন।

সহ্যাদ্রি ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি নাসিকের সহ্যাদ্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২১ হাজার ৭২৬ টাকা এবং অন্যান্য দফায় আরও ৯০৫ টাকা কোম্পানীর আয় হয়। ব্যয়ের দিক দিয়া মৃত্যুদাবী বাবদ ১ হাজার টাকা, ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৭ হাজার ৯৩৭ টাকা কোম্পানীর আয় হয়। অন্যান্য খরচ বাবদ বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। ফলে ঐ তহবিলের পরিমাণ ৩ হাজার ৮৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

সহ্যাদ্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৩ হাজার ৩৩৫ টাকা। গত ৩০শে নভেম্বর কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৮১ হাজার ২৯৬ টাকা। উহার মধ্যে ৭৭ হাজার ৯৯৬ টাকা কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া হোসিয়ারি মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুরেশচন্দ্র সিংহ। গেঞ্জি ও মোজার কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৭ এ বেণ্টেল রোড বালীগঞ্জ—কলিকাতা।

বিষ্ণুপুর কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রামানন্দ চাটার্জ্জি। কাপড়ের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—বিষ্ণুপুর জিলা—বাঁকুড়া।

ইষ্টার্ণ সুইয়িং মেশিন কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি আর এলাক। সেলাইয়ের কলের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড—কলিকাতা।

নেলিমারিয়া জুট মিলস্ কোং লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস—মেসার্স ম্যাকলয়েড এণ্ড কোং লিঃ। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা।

গরাধি প্রপার্টিজ ডেভেলপ্মেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডব্লিউ হাচিন্সন। জমিবাড়ি খরিদের ব্যবসা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—টাউয়ার হাউস্—চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা।

মত ও পথ

বাণিজ্যচুক্তি ও গভর্ণমেণ্ট

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি অগ্রাহ্য হওয়ার পর এক্ষণে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ চুক্তি সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া 'ষ্টেস্ম্যান' পত্র গত ১৭ই তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনার ভিতর ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক বাণিজ্য চুক্তি অগ্রাহ্য হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উহা বহাল করিবার জন্য চাপ দিবেন ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। অটোয়া চুক্তি করার সময় গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ঐ চুক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাঁহারা তাহা যথাযথ গ্রহণ করিবেন। তখন এদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সম্পূর্ণভাবে একটা আমলাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট তখন পরিচালিত হইতেছিল। সে অবস্থায়ও গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিয়াছিলেন আজ দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ফেডারেশন প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এখন এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট যদি ব্যবস্থা পরিষদের দাবী অমান্য করেন তবে তাহা কোন রকমেই সমর্থনযোগ্য হইবে না। আমরা মনে করি গভর্ণমেণ্ট যদি ১৯৩২ সালের মত এবারও পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেন তবে পরিষদে চুক্তিটি পাশ হইয়া যাইত। মাত্র সাতটি ভোটের অভাবে গভর্ণমেণ্ট পরাজিত হইয়াছেন। পরিষদের উপর আস্থার ভাব দেখাইয়া ভোটাভোটিতে অগ্রসর হইলে ঐ সাতটি ভোট গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই যোগার করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে পরাজিত হইয়া সার্টিফিকেট ক্ষমতা বলে ইঙ্গ-ভারত চুক্তিটিকে বলবৎ করিতে যাওয়া অসঙ্গত। বর্ত্তমানে যুদ্ধ বাধিবার যে উপক্রম হইয়াছে তাহাতেও ঐরূপ কার্য্য খুব অদূরদর্শী হইবে। ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরদের প্রতি ভারতীয় লোকদের বিক্ষোভ খুবই সুস্পষ্ট। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পক্ষাবলম্বী হইবে। এসময় ভারতবর্ষের সহিত ন্যায়পরায়ণতারভাব অবলম্বন করা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। সেই ন্যায়-পরায়ণতা রক্ষা করিতে গিয়া বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধীয় মনোভাব যদি পরিবর্ত্তন করিতে হয় তবে মর্য্যাদা-বোধের ভ্রান্ত ধারণায় তাহা হইতে বিরত হওয়া সঙ্গত নহে।

আহার্য্য বস্তুতে খাদ্যপ্রাণ

গত ২রা বৈশাখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'শাকসব্জি ও ফলমূল' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি টি এম ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণের দিক দিয়া বিভিন্ন আহার্য্য বস্তুর মূল্য বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—প্রত্যেক ভিটামিনের অভাবে যে সকল স্বতন্ত্র রোগ ও অসুস্থতা জন্মায় এবং যে সকল খাদ্যে ঐ ভিটামিনগুলি আছে অর্থাৎ যাহা খাইলে ঐ সকল অসুস্থতা নিবারিত হয়, একে একে তাহা উল্লেখ করা হইতেছে। ভিটামিন 'এ'—ইহার অভাবে মানুষকে সহজেই নানাবিধ সংক্রামক রোগে ধরে, শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, তেজ ও স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়, মানুষ রাতকানা হয় ও নানাবিধ চোখের রোগ জন্মায়। এই ভিটামিন দুধ ডিম, বৃহৎ মাছের তেল এবং জান্তব যকৃতে যথেষ্ট আছে। তদ্ব্যতীত ইহা বাঁধাকপি, রাঙ্গা আলু, পালংশাক, ভিটামিন 'সি' ইহার অভাবে রক্তের ঘনত্ব কমিয়া গিয়া দেহের রক্তপাতপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয়, দাঁতের গোড়া পানসে হয় এবং গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা হয়। এই ভিটামিন কেবল মাত্র টাটকা শাক-সব্জিতেই প্রচুর থাকে। ইহা টোমাটো, পালং শাক, বাঁধা কপি, ফুলকপি, কলাইশুঁটি, লেটুস শাক, আলু, শাঁক আলু, মূলা, শালগম, পিঁয়াজ প্রভৃতিতে এবং কাঁচা ঘাসে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ফলের মধ্যে কমলা, লেবু ও পাতি লেবুতে এবং কলা, কালোজাম, বেল, শশা, পেয়ারা, আম, লিচু, আনারস পাঁচফল এবং পানিফল প্রভৃতিতে এই ভিটামিন আছে। কিন্তু কেবল ঐ সকল ফল ও তরিতরকারির টাটকা অবস্থাতেই ইহা অবিকৃত থাকে। ভিটামিন 'ডি'—ইহার অভাবে ছেলে-মেয়েদের হাড় এবং দাঁত ভাল করিয়া পুষ্ট হয় না, শরীরের গঠন ভাল হয় না, শরীর শীর্ণ হইয়া রিকেটস্ নামক রোগ জন্মায়, এই ভিটামিন কডলিভার তৈলে ও মুরগীর ডিমের হরিদ্রা অংশে ও দুধে প্রচুর আছে। শালগম, লেটুস শাক, কলাইশুঁটি, টোমাটো এবং কাঁচা ঘাস প্রভৃতিতেও আছে। ভিটামিন 'বি'—উহার অভাবে বেরিবেরি, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্টকাঠিন্য এবং নানাবিধ পেটের দোষ জন্মায়। যাহারা যত কার্বোহাইড্রেট খাইবে তাহাদের পক্ষে ইহা তত অধিক প্রয়োজন। আমরা যেহেতু ভাত খাইয়াই জীবন ধারণ করি সেই হেতু আমাদের ইহা কিছু অধিক মাত্রায় প্রয়োজন এবং ইহার অভাবেই সম্ভবতঃ আমরা নানারূপ পেটের রোগে ভুগিয়া থাকি। এই ভিটামিন চাল, ডাল, যব, গম ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের ভূষিতে থাকে। ছোলা, মুগ, বরবটি প্রভৃতি জলে ভিজাইলে যে অঙ্কুর বা কলি বাহির হয় তাহার মধ্যেও ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ভাতের ফেন, দুধ, ডিম, জান্তব-যকৃত, পালং শাক, শালগম, শিম, বাঁধাকপি, লেটুস্ শাক, কলাইশুঁটি নারিকেলের শাঁস, চীনাবাদাম, আখরোট প্রভৃতির মধ্যে ও কাঁচা ঘাসের মধ্যেও ইহা আছে।

রেল দুর্ঘটনা

কলিকাতা হইতে ৬৬ মাইল দূরবর্ত্তী ই. বি. রেলওয়ের মাজদিয়া ষ্টেসনে সম্প্রতি যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া গত ২০শে এপ্রিল তারিখের 'ক্যাপিটল' পত্রে 'ডিচার' লিখিতেছেন :—বর্ত্তমান রেল সঙ্ঘর্ষের মত ভয়াবহ দুর্ঘটনা ই. বি. রেলওয়েতে বহুদিন ঘটে নাই। এই দুর্ঘটনায় যাহারা নিহত ও আহত হইয়াছেন তাহাদের জন্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণই বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। এই দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটিয়াছে এবং ইহা কতদূর মারাত্মক হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সঠিক বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই,—এ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত একটা তদন্ত কমিটি অবশ্যই বসিবে। ভোর হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অন্ধকারের ভিতর এই দুর্ঘটনা ঘটায় গাড়ীর যাত্রীদের যে আতঙ্কদশায় পৌছিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় যেসব যাত্রী, স্থানীয় গ্রাম্য অধিবাসী, ষ্টেসনের কর্ম্মচারী স্বেচ্ছায় আহতদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের কার্য্য খুবই প্রশংসনীয়। সঙ্ঘর্ষ ঘটিবার চারি ঘণ্টা কাল মধ্যে কাঁচরাপাড়া হইতে একটি রিলিফ ট্রেন মাজদিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। তৎপর অল্পকাল মধ্যে ঈশ্বরদি ও কলিকাতা হইতেও ঐরূপ রিলিফ ট্রেন যায়। যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত এ সমস্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে জিনিষটা আমি বুঝিতে পারিতেছি না তাহা এই যে, রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রাথমিক খবর প্রচারিত হইতে সাধারণতঃ এত বিলম্ব হয় কেন? এই দুর্ঘটনাটি রাত্রি প্রভাত হওয়ার কিছু পূর্ব্বে ৩ টা ২০ মিনিটের সংঘটিত হয়। কিন্তু সকালের দৈনিক কাগজগুলিতে এসম্বন্ধে কোন খবর প্রকাশিত হয় নাই। তৎপর বিশেষ অতিরিক্ত সংখ্যায় ঐখবর প্রকাশ করা হয় সত্য কিন্তু তাহা অনেকটা বিলম্বে। যদি রেল কর্ত্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই তাহা বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা করিতেন এবং ঐ সঙ্গে কখন ভালরূপ খবর দেওয়া সম্ভবপর হইবে তাহাও জানাইয়া দিতেন তবে হয়ত যাত্রীদের আত্মীয় স্বজনকে এরূপ অসহায় ভাবে এতবেশী সময় শিয়ালদহ ষ্টেসনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতে হইত না। রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার সম্বন্ধে অহেতুক দেরী করিয়াছেন—শিয়ালদহ ষ্টেসনের রেল কর্ম্মচারীদের নিকট খোঁজ করিতে গিয়াও দীর্ঘকাল তাহাদের নিকট হইতে কোন খবর পাওয়ার সুবিধা ছিল না। এই অবস্থায় রেল যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন দিগকে দীর্ঘকাল ষ্টেসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীব উদ্বেগ আশঙ্কায় সময় কাটাইতে হইয়াছে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২১শে এপ্রিল

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহেও পূর্ব্বের মত টাকার বিশেষ টান দেখা গিয়াছিল। নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতে টাকার বাজারে প্রায় সমভাবে টাকার বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এসপ্তাহেও টাকার সেইরূপ বেশী পরিমাণ কার্য্যতঃ বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহে বাজারে ২॥০ আনা হইতে ২৸০ আনা পর্য্যন্ত বার্ষিক সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) আদান প্রদান হইয়াছিল। এসপ্তাহে ঐ প্রকার সুদের হারেই কারবার হইয়াছে। টাকার চাহিদা মিটাইবার জন্য কতকগুলি ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে বেশী পরিমাণে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে। তথাপি শেষপর্য্যন্ত বাজারে ঋণ প্রদাতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যাই অধিক ছিল। বাঙ্গলা দেশে এক্ষণে স্থানীয় ভাবে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা বিশেষ কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। বিভিন্ন ফসল ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীরা মফঃস্বলে যে টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন ফিরিয়া আসিতেছে। মফঃস্বলে পাটের যোগান শেষ হইয়া যাওয়ায় পাট খরিদের জন্য টাকা নিয়োজিত রাখিবার প্রয়োজন একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে। যতদূর বুঝা যাইতেছে বোম্বাই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের দিক হইতে টাকার দাবী দাওয়া হ্রাস না পাওয়াতেই টাকার বাজার বর্ত্তমানে চড়া থাকিয়া যাইতেছে। বোম্বাই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা তুলা খরিদের কাজে ইতিমধ্যে বহু টাকা নিয়োগ করিয়াছেন। মজুত তুলায় ঐ টাকা বিশেষভাবে আটক হইয়া রহিয়াছে। নূতন দাবী দাওয়া মিটাইবার জন্যও তাহাদিগকে বিস্তর টাকা তুলিতে হইতেছে। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব আসিতে বিলম্ব হইতেছে।

এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিল খরিদের জন্য আবেদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল। ট্রেজারী বিলের বার্ষিক সুদের হার পূর্ব্বের তুলনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। গত ১৮ই এপ্রিল ৩ মাসের মেয়াদী মোট এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১কোটী ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৬ পাই দরের শতকরা ৯৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের বার্ষিক শতকরা সুদের হার দাঁড়াইয়াছে ২৷৴ ১১ পাই। পূর্ব্ব সপ্তাহেও সুদের হার উহাই ছিল। আগামী ২৫শে এপ্রিলর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

গত ১২ই এপ্রিল হইতে ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৬৪ লক্ষ টাকার ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। আগামী ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯৸৯ পাই দরে তিন মাসের মিয়াদী ইণ্টার মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৪ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৮৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৬০ হাজার টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩৭ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ১৯শে এপ্রিল প্রতি টাকায় ১ শি ৫ ৩১/৩২ পেনী দরে মোট ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ডের ষ্টার্লিং বিল খরিদ করেন। আগামী বুধবারের জন্য ১০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে এসপ্তাহে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। তবে বিনিময় হার মোটামুটি স্থির আছে। বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। সম্প্রতি গত মার্চ্চ মাসের ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানা যায় আলোচ্য মাসে ভারত হইতে বাহিরে মোট ১৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে, আর অপরদিকে বিদেশ হইতে মোট ১৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মালপত্র ও স্বর্ণ প্রভৃতির আমদানী রপ্তানী মিলাইয়া ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণে দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য মাসে সেরূপ রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি, এ, ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি, এ, ৪ মাস	,,	১ শি ৬ ৩/৬৪ পে
ডি, এ, ৬ মাস	,,	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৭
মার্ক	,,	৮৬¼
গিলডার	,,	৬৫¾
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭।০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ২১শে এপ্রিল

কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে সকল দিক দিয়াই একান্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিকিকিনি মোটেই বেশী কিছু হয় নাই। অধিকাংশ শেয়ার বিভাগেই দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কিছুকাল যাবৎ জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে। ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বর্ত্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ভিতর রেষারেষি ও সঙ্কটের ভাব আরও বাড়িয়া যাইতেছে। প্রতি দেশেই সমরায়োজনের তোড়জোড় চলিতেছে। যে কোন সময় যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই অবস্থায় উদ্বেগ আশঙ্কার কালছায়া আজ সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত। ফলে সকল স্থানের শেয়ার বাজারেই একান্ত আমাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। এক্ষণে স্থানীয়ভাবে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় কলিকাতার বাজারে একান্ত মন্দার সূচনা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার নিয়া বাজারে সর্ব্বদাই বেশী জল্পনা কল্পনা চলিয়া থাকে। ঐ শেয়ারের মূল্যের গতি বাজারের অবস্থা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ ঘোষণার সময় উপস্থিত হওয়ায় এসম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ নানারূপ জনরব শুনা যাইতেছিল। সম্প্রতি কোম্পানী কোন লভ্যাংশ প্রদান করিবেন না বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে আর তাহাতে কোম্পানীর শেয়ারের উপর লোকের আস্থা হ্রাস পাওয়ায় উহার দামও খুব পড়িয়া যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারমূল্যের এই পড়তি স্বভাবতঃই বাজারের অন্যান্য বিভাগে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছে। আর তাহাতে দামের হারও সাধারণভাবে হ্রাস পাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

সমরাতঙ্কের জন্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। আর দামের হারও নিম্ন থাকিয়া যাইতেছিল। এসপ্তাহে রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে কোন উন্নতি লক্ষিত না হওয়ায় এবং লণ্ডনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস পাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় এবার কোম্পানীর কাগজের দাম আরও পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়া হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট যে প্রতিশ্রুতির জন্য আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা রক্ষিত হইলে রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা হ্রাস পাইবে এবং তাহাতে কোম্পানীর কাগজের দাম ও বাড়িবে। নতুবা শীঘ্র ঐ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন আশা করা যায় না। অদ্য বাজারে ৩॥ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯২৮৶০ আনা, ৩॥ আনা সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০১॥৵ আনা, ৪ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১০৮৸৴ আনা ও ৫ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১২॥৵ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ার বিভাগে এ সপ্তাহে পূর্ব্বাপর মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই এই বিভাগে নিতান্ত উৎসাহহীনতা লক্ষিত হইতেছিল। এক্ষণে বাজারের অন্যান্য বিভাগে বিশেষ অবসাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠায় কয়লা কোম্পানীর শেয়ারের দামও আরও নামিয়া যাইতেছে। অদ্য বাজারে ভালগুড়া ৩৸০ আনা, জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ১॥৵ আনা ও হরিলাদী ১০। আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

এসপ্তাহের বাজারের অন্যান্য বিভাগের মত পাটকল বিভাগেও দামের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। নূতন পাটের থলের অর্ডার আনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাজারে এখনও গুজব চলিতেছে। কিন্তু এতদিনেও এইরূপ অর্ডার আসিল না দেখিয়া অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। ফলে পাটকলের শেয়ারের দামও নামিয়া যাইতেছে। বাজারের কাঁচা পাটের দাম খুব চড়া কিন্তু উহা হইতে পাট শিল্পের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায় না। অদ্য বাজারে হাওড়া ৫৩। আনা, আগড়পাড়া ১৬৮ আনা ও বালী ১৮৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম যথাক্রমে ২৩৵ আনা ও ২১॥ আনা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ ,, কোম্পানীর কাগজ	৮৫৶০,৮৫
৩৲ ,, ঋণ (১৯৪১)	১০১॥৵০
৩৲ ,, নূতন ঋণ (১৯৬০-৬৫)	৯৬॥৶৬,৯৬৸০,৯৬৸৬
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৯৩॥৬,৯৩॥৵০,৯৩৸০,৯৩॥৴,৯৩৲,৯২৸৶,৯২৸৵ ৯৩৴০,৯২৸৵,৯২॥৶,৯৩৲৬,৯২৸৶,৯২৸৬,৯২॥৶৬,৯২।৵,৯২॥০,৯২।০,৯২॥৵,৯২॥০
৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)	১০৮৸৵,১০৯৵
৪॥০ ,, ,, (১৯৫৫-৬০)	১১৫৲
৫৲ ,, ,, (১৯৩৯-৪৪)	১০০॥৵
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪০-৪৩)	১০৪৲
৫৲ ,, ,, (১৯৪৫-৫৫)	১১৩৵

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৫১)	৯৯৲
৩৲ ,, হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ (১৯৫৫-৬৬)	১০০৸০
৫॥০ ,, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯২৬-৫৬-৮৬)	১১৯॥০

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ)	১৪০৲,১৪১৲
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩১৸০,৩২৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১১০৲,১০৯॥০,১১০॥০,১১০৲,১১১৲,১০৯৲,১১০৲,১০৯॥০ ১১০॥০,১০৯৲,১১০৲

কয়লার খনি

বেঙ্গল	২৯৪৲,২৯৬৲,২৯৫৲,২৯৭৲,২৮৫৲,২৮৬৲,২৮৭॥০,২৮৩৲,৩৮৬॥০

ভালগোরা ৩৷৶০,৩৷৷৴,৩৸০,৩৷৵,৩৷৷০
বরাকর ১১৷০
সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ ১০৵,১০৷৵
ইকুইটেবল ২৯৷৷০,২৯৸০
ঘসিক ও মুশ্লিয়া ২১৷০,২১৷৵
হরিলাদী ১১৲,১১৷০,১০৸৶
মণ্ডলপুর ৬৸৵,৭৵,৭৶
নিউ বীরভূম ১৫৲,১৪৲,১৪৷৷০,১৪৸০
রাণীগঞ্জ ২৯৷০
সাউথ কারানপুরা ৩৷৷৵,৩৸০

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল ৩৸৵
এলগিন মিলস (অর্ডি) ১০৯৲,১১০৲
মইর মিলস (অর্ডি) ২০০৲
মুইর মিলস (প্রেফ) ৬৬৲,৬৭৲,৬৪৲,৬৫৲,৬৫৷৷০
নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ১৸০

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

ভাগলপুর ইলেকট্রিক ৮৵,৮৷৵
৫৲ সুদের সিজুয়া ঝরিয়া পাওয়ার ডিবেঃ (১৯২০-২৪-৪৫) ১০১৲,১০১৷৷

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং (৬৲ সুদের প্রেফ) ১২৪৲,১২৫৲
হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অর্ডি) ৬৷৷৵,৬৸০
ঐ (প্রেফ) ১৸০,১৷৷৵,১৷৷৴
ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল ২৭৵,২৬৷৷,২৭৷৷৶,২৬৷৵,২৬৷৷৴,২৬৸৴,২৬৷, ১৬৷৷৵,২৬৸,২৬৷৷,২৬৴,২৫৷৷,২৫৷৷৴,২৫৷৷৵,২৫৸৴,২৫৷৵,২৫৷৷৴,২৫৸৵,২৫৷৷৶,২৪৵, ২৪৵,২৪৶,২৪৷৶/২৩৸৶,২৩৸৴,২৪৶,২৩৷৷৵,২৩৸৵,২৪৷৷,২৪৷৷৴,২৪৲,২৩৸৵ ২৩৷৷৵,২৩৶,২৩৸,২২৸,২২৸৶,৩৩৲,২৩৷,২২৸৵,২৩৴,২৩৵,২৩৶, ২২৷৴,২২৷৶,২২৷৷৵,২২৷৴০
ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং (প্রেফ) ১৸৶,২৴
সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৪৷৷,৪৷৷৵
ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১১৶,১১৷৴,১১৵,১১৷৵,১১৵,১১৲,১১৵,১০৸৶, ১০৷,১০৸,১০৸৶,১১৷,১০৸,১০৸৶,১১৶,১০৸,১১৲,১০৸৵,১১৶,১০৷৷৵,১০৸৶ ১০৷৷,১০৸,১০৷৷৶
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯২৲,৯৩৲,,৯২৲,৯৩৲,৯২৷৷,৯২৲,৯৩৲,৯৪৲

পাট কল

আগরপাড়া ১৬৴
এ্যালায়ান্স (অর্ডি) ২২০৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (অর্ডি) ৩২৩৷৷,৩১৫৲,৩১৩৲,৩২০৲,৩২২৲,৩২১৲,৩২৩৲
বালী (অর্ডি) ১৮৭৲
বরানগর (অর্ডি) ১৪৬৲,১৪৯৲,১৪৬৲,১৪৯৷৷০
বরানগর (প্রেফ) ৫৯৲
বিরলা ১৫৸৶
চাঁপদানী ১৫০৲
সিভিয়ট ১৬৩৲,১৬২৲
ক্লাইভ (অর্ডি) ২৪৸,২৫৲
ক্রেগ ৷৶
গৌরীপুর (অর্ডি) ৫২৫৲
গৌরীপুর (প্রেফ) ১৩১৲ ১৩২
হুগলী (অর্ডি) ৫০৷, ৫০৸, ৪৭৲
হাওড়া (অর্ডি) ৫৪৸৴,৫৪৷৶,৫৪৷৵,৫৪৷,৫৩৷৵,৫৩৵,৫৩৷৷৵,৫৪৸৵,৫২৸,৫২৲ ৫২৷৷,৫৩৸,৫৩৷৴,৫৩৸৵,৫৩৷৶
ইণ্ডিয়া ২৯০৲,২৯২৲
কামারহাটী (অর্ডি) ৭৭৬৲,৪৮২৷৷,৪৭২৲,৪৭৬৲,৪৭৮৷৷
কাঁকনারা ৩৬০৲
কেলভিন ৪১৫৲
লরেন্স ৩৩০৲
লোথিয়ান ১৮৩৲,১৮৫৲,২০৫
ন্যাশনাল ২১৷,২১৵,২১৷৵
নর্থব্রুক ৩৩৸
ওরিয়েন্ট ১৭৬৲
প্রেসিডেন্সী ৩৷৵,৩৷৴
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৪২৲,২৪০৲
ইউনিয়ন ৩২৫৲
ওয়েভারলী ৸৵,১৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন ৫৷৷৴০,৫৸৴০,৫৸০,৫৷৷৵০,৫৷৷০,৫৷৷৴০,৫৷৷০,৫৷৷৴০,৫৷৶০,৫৷৷০
কনসোলিডেটেড টিন ৫৷৷৴০,৫৸৴০,৫৷৷০,৫৷৶০,৫৷৵০,৫৷৴০,৫৷০,৫৷৴০, ৫৷৶০,৫৷৵০,৫৷৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার ১৸৶০,২৴০,২৲,২৵০,২৲,১৸৶০,২৴০,২৲,৩৵০,১৸৶০,২৴০, ১৸৵০,২৲,১৸৶০,২৴০,১৸৵০,১৸৶০
রোডেসিয়া কপার ১৷৵০,১৵০

চিনির কল

বুল্যাণ্ড ১১৷০
কেরু এ্যাণ্ড কোং (অর্ডি) ৯৸৵০,৯৸০,১০৲,৯৸৵০
কানপুর (অর্ডি) ১৫৲
৫৷৷০ সুদের রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার (প্রথম মর্টগেজ) ডিবেঃ ১০৪৲

চা বাগান

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৬৵০,৬৷৵০
মহীমা (প্রেফ) ১১৲
নাম্বর নদী ৪৷৷৵০,৪৸৵০
নিউ টেরাই ১০৸০
তেজপুর ৫৸৶০
রুকভার ৯৸০

বিবিধ

আলকালি এ্যাণ্ড কেমিকেল (প্রেফ) ১১১৲
আসাম সন্স ৷৷৵০,৸০

বরুয়া টিম্বার	১০।০
বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি)	২।৵০,২॥০২।৵০,২।৵০,২।৵০,২।৵০, ২॥০,২।৵০
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)	১৪১৲,১৪০৲,১৪১৲,১৪০৲,১৪১।০,১৩৯॥০
ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট	৮॥০
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি)	৯॥০,৯৸০,৯।৵,৯॥০,৯॥৵০,৯॥৵০,৯॥৵০,৯৸০,১০৲ ৯॥৵০;৯৸৵০
ডালমিয়া (প্রেফ)	৯১৲
ডানলপ রবার (অর্ডি)	১৫।০
ডানলপ রবার (২য় প্রেফ)	১০০৲
ম্যাকফারলেন এ্যাণ্ড কোং	৪৲ ৪৵
ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি)	৫৸৵ ৬৵
ওরিয়েণ্ট পেপার (প্রেফ)	৮৩৲,৮৩॥০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি)	১৩॥০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ)	১৩১৲
ষ্টার পেপার	৫।০
টিটাগড় পেপার ('বি' অর্ডি)	১২৲
টিটাগড় পেপার (প্রেফার্ড ডেফ)	৩৸৵

পাটের বাজার

কলিকাতা ২১শে এপ্রিল

এসপ্তাহে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দরের অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' আমরা যখন ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৪৮৸ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ৪৭৸০ আনা ছিল। গত ১৭ই এপ্রিল ঐ দরের হার সর্ব্বোচ্চে ৫১৸০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৫০।৵ আনা দাঁড়ায়। ১৮ই তারিখ তাহা যথাক্রমে ৫২৸৵ আনা ও ৫১॥৵ আনা হয়। অদ্য তাহা বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরের হার ৫৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহে ফাটকা বাজারের দরের হার উদ্ধৃত করা হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৫ই এপ্রিল	৪৯৸০	৪৯৲	৪৯॥০
১৭ই ,,	৫১৸০	৫০।৵০	৫১।৵০
১৮ই ,,	৫২৸৵০	৫১॥৵	৫১৸০
১৯শে ,,	৫২॥০	৫১৵০	৫১৸০
২০শে ,,	৫১৸৵০	৫১৵০	৫১৸০
২১শে ,,	৫৩।৵০	৫২।০	৫২৸০

এসপ্তাহে পাটের দর যেরূপ চড়িয়াছে গত কয়েক বৎসরের ভিতর সেরূপ আর দেখা যায় নাই। বর্ত্তমানে পাটের দর চড়িবার প্রধান কারণ হইতেছে প্রথমতঃ এ বৎসরের পাটের যোগান কম পাওয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ আগামী ফসল ভাল হইবেনা বলিয়া বাজারে অনেকের মনেই একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছে। গত ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এবৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে মফঃস্বল হইতে মোট ৮৪ লক্ষ ১৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় মধ্যে পাট আমদানী হইয়াছিল মোট ৮৬ লক্ষ ৯২ হাজার বেল। বর্ত্তমানে পাটের দর যেরূপ চড়া তাহাতে পাট বিক্রয় না করিয়া কৃষকেরা পাট মজুদ রাখিয়া দিবে সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কাজেই এবার কম পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেকারণে যোগানও শেষ পর্য্যন্ত ৯০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না তাহা অবশ্যই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীরা স্বভাবতঃই নূতন মরশুমের পাট ফসলের অবস্থা আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার প্রথম দিকে বৃষ্টি না হওয়ায় পাট চাষ রীতিমত আরম্ভ করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। আর সেজন্য নূতন ফসল ভালরূপ হইবে না বলিয়াই তাহাদের মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে। পাটের দর চড়া থাকায় গত কয়েক সপ্তাহ বিদেশী খরিদ্দারেরা পাট বিশেষ কিছু খরিদ করেন নাই। বর্ত্তমানে আগামী মরশুমে কম পাট হইবে বলিয়া একটা ধারণা বিধিবদ্ধ হইতে থাকায় উহারা এক্ষণে আবার পাট খরিদের উপর জোড় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত সপ্তাহের শেষ ভাগ হইতে জার্ম্মানী ও ইটালী পাট ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। ডাণ্ডি হইতেও ডেইজী ও তোষা শ্রেণীর পাটের জন্য ভালরূপ অর্ডার পাওয়া যাইতেছে। ডাণ্ডির পাটকলগুলি বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার অনুযায়ী প্রভূত পরিমাণ থলে নির্ম্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছে। বেশী পরিমাণ মূল্য দিয়াও তাহারা ভাল শ্রেণীর পাট খরিদে প্রস্তুত। অথচ বাজারে ডেইজী ও তোষা শ্রেণীর পাটের যোগান এখন আর তেমন কিছু নাই। এই ভাবে চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় ফলে এসপ্তাহে পাটের দাম স্বভাবতঃই খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

আগামী মরশুমের পাট কম হইবে বলিয়া বাজারে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া বাজার চড়িতেছে। কিন্তু এখনই এইরূপ জল্পনা চালাইবার তেমন কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এতে দুই সপ্তাহে পাট উৎপাদনকারী জেলা সমূহের অধিকাংশ অঞ্চলেই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। এবং আর বৃষ্টিপাত হওয়ার সঙ্গে পাট বুনাও প্রায় শেষ হইয়াছে। ইহা সত্য যে কয়েকটি অঞ্চলের এখনও ভালরূপ বৃষ্টি হয় নাই এবং তাহার ফলে আশানুরূপ পরিমাণে পাট বুনাও সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এখনও বৃষ্টি হইবার আশা আছে এবং বৃষ্টি হইলে ঐ সব

স্থলেও পাট বুনা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আশঙ্কা করিবার একমাত্র বিষয় এই দেখা যাইতেছে যে আগামী মরশুমের পাট বাজারে উপস্থিত হইতে অন্যান্য বারের তুলনায় কিছু দেরী হইতে পারে।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে পাটকলওয়ালারা বেশী কিছু পাট খরিদ করেন নাই। বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১০ টাকা ও ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাটের দর প্রতিমণ ৪৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারদের দিক হইতে পাটের ভালরূপ দাবী দাওয়া দেখা গিয়াছে। ফলে দামের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারে ফার্ষ্ট পাটের দাম ৫২ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

থলে ও চট

কাঁচা পাটের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে থলে ও চটের দাম এসপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৩ই এপ্রিল বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ৯৷৹ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১১।৵৬ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৯৷৵৬ পাই ও ১১৶৵৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল

আমেরিকায় ফার্ম বিলের অনিশ্চিয়তা এবং ইউরোপের আতঙ্কজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও বোম্বাইএর বাজারে কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয় নাই কারণ বোম্বাই-এর তুলার মূল্য খুব সামান্য উঠানামা করে। আমেরিকার সরকারী ঋণ অনুসারে মজুদ তুলা কাটতি করা সম্পর্কে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। আমেরিকায় রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের জল্পনা কল্পনা কার্য্যকারী হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে মনে হইতেছে না। নানা প্রকার মজুদ তুলা বিদেশের বাজারে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া জানা যায়। এই প্রকার তুলা বিক্রয়ের অসুবিধা বহুবিধ। প্রকাশ, ল্যাঙ্কাশয়ার কটন কর্পোরেশন এই প্রকার তুলা ক্রয়ের একটা লোভনীয় সর্ত্ত উপেক্ষা করিয়াছে। তাহাদের মতে এই প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের কোন তুলা ব্যবসায়ের বিশেষ অসুবিধার কারণ হইবে।

প্রকাশ আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে বিদেশের সহিত ভাল কারবার হইয়াছে। অগ্রিম কারবারও আশানুরূপ বলিয়া জানাগিয়াছে। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ১৫২৸০ আনায় দাঁড়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৫১৷৷০ আনা ছিল। এপ্রিল—মের দর ১৫২৷০ আনা এবং ১৯৪০ সালের এপ্রিল—মের দর ১৫১৸০ আনা গিয়াছে। বেঙ্গল-মের দর ১১৪৷০ আনা এবং ওমরা ১৪১৷০ আনা ছিল।

বিদেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত তেজিছিল। লিভারপুলের বাজারে মিডলিং স্পট ৫·০৮ পেনীতে বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৪·৮৪ পেনী ছিল। নিউ ইয়র্কের বাজারে মিডলিংস্পট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ৮·৭৪ সেণ্টের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ৮·৯৩ গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে খুচরা বাজারে নিম্নরূপ বিকি কিনি হইয়াছে :—

	বোরোচ	ওমরা	বেঙ্গল
তারিখ	এপ্রিল-মে	মে	মে
এপ্রিল ১৪	১৫১৸০	১৩৯৸০	১১৩৷০
" ১৫	১৫১৷৷৵০	৩১৯৸৵০	১১১৩৷০
" ১৭	১৫২৷৷৵০	১৪১৲	১১৩৸০
" ১৮	১৫২৷৷৵০	১৪০৸৵০	১১৩৸০
" ১৯	১৫২৸৵০	১৪১৷০	১১৪৷০
" ২০	১৫৪৵০	১৪১৸০	১১৪৸৵
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৬৩৷০	১৪৬৷৷৵০	১২৩৷০
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২৩৫৸০	২২৪৸০	১৯৫৷০

সূতা

ইউরোপের আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি হইবার ফলে সূতার বাজারে একটা নিরুৎসাহভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এই বাজারে উল্লেখযোগ্য মোটেই কোন কারবার হয় নাই। সূতার মূল্য কম বেশী অপরিবর্ত্তিত থাকা সত্ত্বেও কারবার অতিশয় নিয়ন্ত্রিতভাবে চলিতে থাকে। বাজারে আতঙ্কের ভাব এখনও বলবৎ আছে। বাজারের ভবিষ্যত গতি সম্পর্কে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণ উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করিয়া আছে। বর্ত্তমানে অবস্থায় তাহারা নূতন কোন কারবার করিতে মোটেই আগ্রহশীল নহে। বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ নিতান্ত অসন্তোষজনক। রপ্তানী বাণিজ্যের কোন উন্নতি হয় নাই; বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ীগণের পক্ষে যে সূতা কাটতি করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ইহা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিলাতী সূতা—এই শ্রেণীর বাজার সম্পর্কে উল্লেখ করিবার ন্যায় কোন বিষয় নাই। পূর্ব্বাপর উহা এক অবস্থাতেই চলিতেছে। সাংহাই এবং জাপানী সূতার মূল্যাল্পতা হেতু বিলাতী সূতার বাজারে কারবার একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অগ্রিম কারবারও সম্ভব হয় নাই।

জাপানী ও সাংহাই সূতা—জাপানী এবং সাংহাই উভয় শ্রেণীর সূতার বাজার কার্য্যতঃ অপরিবর্ত্তিত ছিল। বাজার বন্ধের সময় একটা অনিশ্চিতভাব আত্ম প্রকাশ করে। এই সকল সূতার বাজারে কোন নূতন কারবার হয় নাই মার্সিরাইজ সূতার আমদানী ও উহার মজুদ পরিমান বৃদ্ধি পাইবার জন্য কিছু মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে জাপানী তাঁতিগণ বেশী দর দাবী করায় কোন কাজ হয় নাই।

কৃত্রিম রেশমীসূতা—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর সূতা সম্পর্কে ইটালীয় সিণ্ডিকেটের মূল্য অপরিবর্ত্তিত ছিল। তাঁতে ব্যবহারোপযোগী নিম্ন দরণের সূতার চাহিদা মোটামুটি ভাল ছিল তবে ভাল দরণের সূতার উল্লেখযোগ্য কারবার সম্ভব হয় নাই। বাজার বন্ধের দিকে জাপানী সূতার মূল্য হ্রাস পায়।

কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই। ইঙ্গ ভারত বাণিজ্য চুক্তির অনিশ্চয়তা এবং অপর দিকে যুদ্ধের আশঙ্কায় মাল প্রেরণ সম্পর্কে বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বাজারের কোন উন্নতি সম্ভব হয় না। ভারতীয় মিল সমূহ মূল্য হ্রাস করিয়া কারবার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

বিলাতি কাপড়ের বাজারেও খুব সামান্য কারবার হইয়াছে। ভবিষ্যত অবস্থা অনিশ্চিত বলিয়া অগ্রিম কারবার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা পরিচালনাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ীগণ জাপানী কাপড় সম্পর্কেও তেমন আগ্রহশীল নহে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল

কলিকাতার বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের বাজার নিম্নরূপ গিয়াছে :—

চাউল (নূতন)	প্রতি মণ
রূপশাল (কল)	৪৷৵০
রূপশাল (ঢেকী)	৪৷/০
গোসাবা ২৩ নং পাটনাই	৪৵১০-৪৶০
" " " (ঢেকী)	৪৲-৪৷৷০
দাদখানী	৪৷৵০
ধান (নূতন)	প্রতি মণ
সাদা মোটা	২৷/-০-২৷/১০
ওড়াশাল	২৶/১০-২৷০
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্য)	২৷৷০-২৷৷৬
নঃ কাটারী ভোগ	২৸৬-২৸/০
চিনি আতপ	২৷৷/১০-২৷৷৵১০

গত ১৫ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৭৬০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে ; পূববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২৩৩ টন ছিল।

রেঙ্গুনের বাজার—

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার তেজী গিয়াছে। প্রতি ১শত ঝুড়ি থানানটো শ্রেণীর চাউলের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মের দর ২৩০৲ জুন, ২৩২৲ জুলাই ২৩৩৲ এবং আগষ্টের দর ২৩৪৲ ছিল। চলতি দর ২২৮৲ গিয়াছে। মোটা আতপ প্রতি এক শত ঝুড়ির মূল্য ২২২৲-২২৫৲ সরু ২২৭৲-২৩০৲ সুগন্ধি ২৩৭-২৪০৲ মাগুালো ২৬৫৲-২৭৫৲ এবং ভাঙ্গা ১৭৫৲ ১৮০৲ পর্য্যন্ত ছিল।

গত ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ৬৯ হাজার ৪৩১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ওই সময় উহার পরিমাণ ৪১ হাজার ৬২৯ টন ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল

বাঙ্গলা নববর্ষের আরম্ভ জন্য আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজার অত্যন্ত মন্দা গিয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ গত বৎসরের হিসাব নিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কারবার করিতে স্বভাবতঃই আগ্রহশীল ছিল না। তবে চিনির মূল্য চড়া গিয়াছে। শীঘ্রই চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্থানীয় বাজারে ১৬ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে অনুমিত হয়।

সম্প্রতি ইউনিয়ন সুগার সিণ্ডিকেট যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন সদস্য শ্রেণীভুক্ত মিলসমূহের ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চিনির উৎপাদন ও কাটতির নিম্নরূপ পরিমাণ জানা যায়।

মরশুম আরম্ভ হইবার পর ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৭৬ মন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চিনির পরিমাণ ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৬ মন। তন্মধ্যে ডেলিভারী হয় নাই এরূপ চিনির পরিমাণ ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৪৫৯ মন। এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে অগ্রিম কারবারের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৩৮ মন, তন্মধ্যে ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই এরূপ চিনির পরিমাণ ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৪৪ মন। অবিক্রীত চিনির পরিমাণ ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৮১ মণ। বিক্রীত চিনির যে ডেলিভারী দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৮৪ মন।

স্থানীয় চিনির বাজারে জাভা সাদা প্রতিমণ ১১৷/ দেশী সাদা ১১/ হইতে ১১৷০ এবং লাল চিনি ১১/ হইতে ১১৵০ দর গিয়াছে। বাজার তেজী।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ২১শে এপ্রিল

এ সপ্তাহে লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দামের হার অনেকটা গত সপ্তাহের হারেই বলবৎ ছিল। গত ১৪ই এপ্রিল লণ্ডনের প্রতি আউন্স বিশুদ্ধ সোনার দাম ছিল ৭ পা ৮ শি ৬ পেন, ১৫ই তারিখ বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ১৭ই এপ্রিল তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮ শি ৬½ পেনী। ১৮ই তারিখ তাহা আবার ৭ পাউণ্ড ৮ শি ৬পেনী হয়। ১৯শে এপ্রিল বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে। ২০শে এপ্রিল তাহা দাঁড়ায় ৭ পা ৮শি ৬½ পেনী। অদ্য বাজারে ঐ হারই বলবৎ আছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৪ই এপ্রিল প্রতিভরি সোনার দাম ছিল ৩৭ টাকা। ১৫ই তারিখ তাহা সামান্য নামিয়া ৩৬৸৶৯ পাই হয়। ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে, ১৯শে তারিখ তাহা পুনরায় ৩৭ টাকা উঠে ২০শে ও ২১শে এপ্রিল বাজারে ঐ হারই বলবৎ থাকে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৩ই এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার দাম ৩৬৸৶ আনা, বড়ালবার ৩৬৸৵ আনা ও গিনি ২৩৸/৯ পাই ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৩৬৸/৬ পাই, ৩৬৸৬ পাই ও ২৩৸৵৬ পাই দাঁড়াইয়াছে।

রূপা

লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে এ সপ্তাহে দামের হার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। গত ১৪ই এপ্রিল লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০ পেণী। ১৫ইং ১৬ই ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল বাজারে ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ১৯শে এপ্রিল তাহা সামান্য কমিয়া ১৯১৫/১৬ পেনী হয়। ২০শে তারিখ তাহা বাড়িয়া ২০১/১৬ পেনী দাঁড়ায়। অদ্য বাজারে উহা ২০ পেনী দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বাজারে গত ১৪ই এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸০ আনা। ১৫ই তারিখ তাহা সামান্য বাড়িয়া ৫২৸/০ আনা হয়। ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বাজার ঐ হারেই বলবৎ থাকে। ১৯শে তারিখ তাহা ৫২৸৵০ আনা হয়। ২০শে এপ্রিল বাজার ঐ হারেই বলবৎ থাকে। অদ্য তাহা কমিয়া ৫২৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ১৩ই এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫২৸০ আনা ও ঐ খুচরা দর ৫৩ টাকা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ৫২৸৵০ আনা ও ৫৩৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ফোন—কলিকাতা ৪১৫৮

কার্য্যালয়—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১লা মে, সোমবার ১৯৩৯ | ৪৯শ সংখ্যা

বিষয় সূচী

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের বাজারের পরিস্থিতি

ফাটকা বাজারে পাটের মূল্যে ইদানীং কিছুদিনের মধ্যে যে প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে পণ্যদ্রব্যের মূল্যে সেরূপ উঠতি পড়তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথমে গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে ফাটকার দর ছিল ৩৭।৶০আনা। কিন্তু গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে উহা ৬১।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ফাটকা বাজারে অপেক্ষাকৃত কম অর্থসঙ্গতিসম্পন্ন এরূপ বহু ব্যক্তি কাজ করিয়া থাকে যাহারা মূল্য কিছু চড়তির দিকে গেলে পাট ক্রয় করিবার চুক্তি করে এবং সামান্য কিছু লাভে উহা বিক্রয় করিবার সুযোগ ঘটিলেই তাহা তাহারা বিক্রয় করিয়া দেয়। ফাটকার দর ৬১।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিবার পর এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করাতে বর্ত্তমানে দর কিছু নামিয়া গিয়াছে এবং গত শনিবার ৫৭।৶০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু যাহা হউক পাটের মূল্য কিছু কমিয়া গেলেও ইদানীং ৪ মাসের মধ্যে পাটের মূল্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে শীঘ্র আর কোন দিন সেরূপ অবস্থা দেখা যায় নাই। বর্ত্তমানে আবহাওয়ার অবস্থাই পাটের বাজারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতেছে। মফঃস্বলে অনেক স্থানে ভালরূপ পাট বুনা হইলেও পর্য্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে ফসলের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে না। গত বৎসর যে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা এবার যে কেবল সম্পূর্ণভাবে খরচ হইয়া গিয়াছে এরূপ নহে—চটকলগুলির হাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে মজুদ পাট হইতেও কতক পাট নিঃশেষিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এবার যদি ফসল ভাল না হয় তাহা হইলে বাজারে পাটের খুব বেশী টান পড়িবে। বর্ত্তমান সপ্তাহে যদি মফঃস্বলে উপযুক্তরূপ বারিপাতের সংবাদ না আসে তাহা হইলে বাজার আরও চড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চটকলের লাভ

বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত চটকলে কাজ চলিতেছে সেই সব চটকলের লাভ সম্বন্ধে 'ক্যাপিটাল' পত্র সম্প্রতি একটি হিসাব প্রকাশিত করিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে গত ১৯২৮-২৯ সালে বাঙ্গলার ৪৬টী বড় বড় চটকলের লাভ ও ক্ষতি কাটাকাটি হইয়া নিট ৬ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে উক্ত চটকল সমূহে যে পরিমাণ আদায়ী মূলধন খাটিতেছিল উপরোক্ত লাভের পরিমাণ ছিল তাহার শতকরা ৪০·৮ ভাগ। কিন্তু এই লাভের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মাত্র ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে এবং এই বৎসরে চটকলসমূহ উহাদের আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা ১·৪ ভাগের বেশী লাভ করিতে পারে নাই। চটকলসমূহের লাভের পরিমাণ এই প্রকার অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়াতে অনেকে হয়তঃ এরূপ অজুহাতের সৃষ্টি করিবেন যে কাঁচা পাটের মূল্য গত সরকারী বৎসরে যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা উহা আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। চটকল সমূহ যখন বর্ত্তমানে একপ্রকার কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না তখন অনেকে উহাও মনে করিতে পারেন যে চটকলগুলি গত বৎসর পাট চাষী কৃষককে

পাটের জন্য ন্যায্য মূল্য অপেক্ষাও কিছু অধিক মূল্য দিয়াছে। কিন্তু কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ হইতে যদি উহা কর্ত্তৃক মজুরদিগকে প্রদত্ত বেতন এবং কাঁচামাল উৎপাদনকারীদিগকে প্রদত্ত মূল্যের পরিমাণ বিচার করিতে হয় তাহা হইলে উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান অনাবশ্যক কলকব্জা রাখিয়া এবং পরিচালকগণকে অত্যধিক পারিশ্রমিক দিয়া অপব্যয় করিতেছে কিনা তাহাও বিচার করা আবশ্যক। চটকলসমূহের ম্যানেজিং এজেন্টসগণ বর্ত্তমানে যে হারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেছেন এবং কলের ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীগণকে যে প্রকার উচ্চহারে বেতন দেওয়া হইতেছে তাহাতে এখনও যে এই শিল্পে কিছু লাভ দেখানো সম্ভবপর হইতেছে তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। চটকলসমূহের অত্যধিক পরিচালনা ব্যয় এবং বিবিধ প্রকার অপচয় যদি দূরীভূত করা যায় তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে উহারা গত বৎসরও পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বেশ ভালরূপ লাভ করিয়াছে।

ফাঁকা উপদেশ

ঢাকাতে মুসলমান ছাত্রদের একটী সম্মেলনে ঢাকার নবাব বাহাদুর মুসলমান ছাত্রগণকে ব্যবসা ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। নবাব বাহাদুর উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র একজন মুসলমান ছাত্র তাঁহাকে বাধা দেয় এবং ইহার উত্তরে নবাব বাহাদুর বলেন যে কোন গবর্ণমেন্টই চাকুরীপ্রার্থীদের সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সাহেবের পদ দিতে পারে না। সুতরাং "মুসলমান ছাত্রদের উচিত শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা।" নবাব বাহাদুরের উপদেশ খুব সারগর্ভ সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দায়ে পড়িয়াই এই ধরণের উপদেশ দিতেছেন। এতদিন ইসলাম বিপন্ন হওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া এবং চাকুরীর প্রলোভন দেখাইয়া নবাব বাহাদুর ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ মুসলমান সমাজের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর এই কৌশল দ্বারা মুসলমান সমাজ বশ মানিতেছে না। কাজেই ব্যবসা ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা যাহাতে দেশের শিল্পবাণিজ্যে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দখল করিতে পারে তৎপক্ষে গত দুই বৎসরে নবাব বাহাদুর এবং তাহার সহকর্ম্মীগণ কি করিয়াছেন? মুসলমানগণকে যদি বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে দেশ হইতে সর্ব্বাগ্রে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির ভাব দূরীভূত করিতে হইবে এবং পরিচালনা ও মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়কে একজোট হইয়া কাজ করিতে হইবে। নবাব সাহেব বর্ত্তমানে যে মন্ত্রীমণ্ডলের অন্যতম সদস্য হিসাবে কাজ করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা তথা শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে। এরূপ অবস্থায় মুসলমানগণকে শিল্পবাণিজ্যে ব্রতী হইতে উপদেশ দেওয়া একটা ফাঁকা সহানুভূতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব

বাঙ্গলা দেশে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করা হইতেছে না বলিয়া সংবাদ পত্রে অবিরত আন্দোলন করার পর ডাঃ নব গোপাল দাস আই সি এস কে বাঙ্গলা সরকার এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেন। তাঁহার ন্যায় একজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজে নিযুক্ত করাতে অনেকের মনে আস্থা হইয়াছিল যে এবার হয়ত বেকার সমস্যার সমাধানে কিছু কাজ হইবে। অবশ্য ডাঃ দাস তাঁহার যাদুদণ্ড স্পর্শে ২।৪ মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত বেকার যুবকের কাজের সংস্থান করিয়া দিবেন উহা কেহ মনে করে নাই। তবে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গলা সরকারের সমক্ষে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটী কার্য্যকরী পরিকল্পনা দাখিল করিতে পারিবেন এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করিয়া ২।৪ মাসে না হউক ২।৪ বৎসরের মধ্যে বাংলা সরকার দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা কতকাংশ হ্রাস করিতে পারিবেন এই ভরসা অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ দাসকে কিরূপ কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, তিনি বেকারদের নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টির সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারকে কোন উপদেশ দিতে পারিবেন কি না, এই বিষয়ে কিরূপ নীতি ধরিয়া তিনি কাজ করিবেন ইত্যাদি বিষয়ে বারবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও বাঙ্গলা সরকার এত দিন কোন কিছু প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী প্রশ্নের উত্তরে শিল্পবিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর এরূপ জানাইয়াছেন যে ভারত সরকার, বাঙ্গলা সরকার, রেল বিভাগ, ষ্টিমার কোম্পানী, সওদাগরী অফিস ইত্যাদিতে চাকুরীর কিরূপ সুবিধা রহিয়াছে, এই সব চাকুরী পাইতে হইলে কিরূপ যোগ্যতা দরকার ইত্যাদি বিষয়ে বেকার সম্পর্কে উপদেশ দেওয়াই ডাঃ দাসের কাজ হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দেশে বেকারদের জন্য নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া সম্বন্ধে ডাঃ দাসের উপর কোন ভার দেওয়া হইবে না। এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতির কথা শুনিয়া দেশের বেকারদের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সূচনা হইবে সন্দেহ নাই। কারণ দেশে বেকারের সংখ্যা এত বেশী যে মাত্র বর্ত্তমানের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করিতে গেলে এই সমস্যার সহস্র ভাগের এক ভাগেরও সমাধান হইবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এমপ্লয়মেণ্ট অফিসারকে যদি একটী পোষ্টাফিসে পরিণত করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইলে এই পদে একজন আই, সি, এসকে নিযুক্ত করিয়া বেকারদিগকে পরিহাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল? বাঙ্গলা সরকার দেশের জীবনমরণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কি প্রকার খামখেয়ালীভাবে কাজ করিতেছেন এমপ্লয়মেণ্ট অফিসারের ব্যাপারে তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ডিম চালান দিবার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে ডিমের ব্যবসা সম্বন্ধে ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসার যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এরূপ জানান হইয়াছে যে, ডিম চালান দিবার সময় প্যাকিং করিবার দোষে উহার মধ্যে প্রায় একচতুর্থাংশ ডিম ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সোয়া পাঁচ কোটী টাকা মূল্যের ডিম বিক্রয় হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ডিম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে প্রত্যেক বৎসর কি ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা সহজেই

অনুমেয়। এই ক্ষতি নিবারণার্থ সম্প্রতি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইসরের চেষ্টায় ডিম রাখিবার জন্য একটি নূতন ধরণের ঝুড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ঝুড়ির এক একটিতে ৩০০ করিয়া ডিম রাখা যায় এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সব ঝুড়িতে ডিম চালান দিলে শতকরা একটীর বেশী ডিম নষ্ট হয় না। এই ধরণের প্রত্যেকটী ঝুড়ির মূল্য বার আনা এবং এক একটি ঝুড়িতে ১৫ বার ডিম পাঠান চলে। বর্ত্তমানে যে ধরণের ঝুড়িতে ডিম চালান হয় তাহার প্রত্যেকটির মূল্য তিন আনার মত বটে—কিন্তু উহার দ্বারা এক বারের বেশী ডিম চালান দেওয়া যায় না। সুতরাং নবাবিস্কৃত ঝুড়ি মূল্যের দিক দিয়াও অপেক্ষাকৃত সস্তা। বাঙ্গলা দেশে যাহারা ডিম চালান দিবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন আমরা এই বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

রেলের আয় হ্রাস

গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে যে নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম দশ দিনে ভারতবর্ষের সরকারী রেলপথ সমূহের ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত বৎসর ও গত পূর্ব্ব বৎসর এই দশ দিনে উহা অপেক্ষা আরও ১২ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। এবার বৎসরের প্রথম হইতেই রেল বিভাগের আয় যে প্রকার কম দেখা যাইতেছে তাহা নিতান্ত আশঙ্কার বিষয়। প্রত্যেক দেশে রেলপথ সমূহের আয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতির একটী প্রধান মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সেই হিসাবে এবার ভারতবর্ষে গত বৎসরের তুলনাতেও আর্থিক মন্দা চলিতেছে বুঝা যায়। বৎসরের প্রথম সপ্তাহেই রেলবিভাগের আয় যেরূপ কম দেখা যাইতেছে সারা বৎসর ধরিয়া যদি সেইরূপ কম পরিমাণ আয় হয় তাহা হইলে চলতি বৎসরে রেলবিভাগে বিপুল পরিমাণ টাকা ঘাটতি হইবে। উহার ফলে বাঙ্গলা সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে আয়কর বাবদ কম টাকা পাইবেন। রেলের এই ভাবে আয় হ্রাসের ফলে সরকারী রেলপথ সমূহে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়া এবং রেলপথ সমূহ হইতে বহু লোকের চাকুরী যাওয়াও বিচিত্র নয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেট

গত মঙ্গলবার বৃটিশ পার্লামেণ্টে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জন সাইমন ইংলণ্ডের চলতি সরকারী বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগে মোট ৯২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া প্রথমে বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। কিন্তু পরে সামরিক বিভাগের ব্যয় ৫৮ কোটি পাউণ্ড হইতে বাড়াইয়া ৬৩ কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ করা হয়। কাজেই সামরিক অসামরিক সমস্ত বিভাগে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এবার প্রায় এক শত কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইবে। এই টাকার মধ্যে রাজস্ব হিসাবে ৯৪ কোটি ২৬ লক্ষ পাউণ্ড আদায় হইবে বলিয়া অর্থ-সচিব আশা করিতেছেন এবং বাকী টাকা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এবার ইংলণ্ডে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে তাহার মধ্যে তামাকের উপর আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি ভারতবর্ষের স্বার্থের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ইদানীং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে বহুল পরিমাণ তামাক রপ্তানী হইতেছিল। কিন্তু এখন আমদানীশুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই রপ্তানীতে ভাটা পড়িবে বলিয়া মনে হয়।

ইংলণ্ডের বাজেট হইতে উক্ত দেশের সহিত আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য কি প্রকার বেশী তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। বাঙ্গলা দেশের আয়তন ৭৭ হাজার ৫২১ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৫ কোটি। আর ইংলণ্ডের আয়তন ৯৪ হাজার ২৮১ বর্গমাইল এবং উহার লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৭০ লক্ষ। সুতরাং আয়তন ও জনসংখ্যার দিক হইতে বাঙ্গলা দেশ এবং ইংলণ্ডের পার্থক্য খুব বেশী নহে। কিন্তু যে স্থলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট হইতে বৎসরে এক হাজার কোটী টাকার মত রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া জাতির প্রয়োজনে তাহা ব্যয় করিতে সমর্থ হইতেছেন সেইস্থলে বাঙ্গলা সরকার দেশের লোকের নিকট হইতে বৎসর ১২।১৩ কোটি টাকা আদায় করিতেই গলদ-ঘর্ম্ম হইতেছেন। বর্ত্তমান হিসাব অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীদের তুলনায় ইংলণ্ডের অধিবাসীদের ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা প্রায় ৮০।৮৫ গুণ বেশী। ইহা হইতে অনুমান করা কঠিন নহে যে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থাও বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের তুলনায় অনুরূপভাবে বেশী উন্নত।

কলকারখানায় স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম

কলকারখানায় নিযুক্ত মজুরদিগকে মালিকগণ যাহাতে অত্যধিক খাটাইতে না পারেন তজ্জন্য পৃথিবীর সভ্যদেশ মাত্রেই মজুরগণকে সপ্তাহে সর্ব্বোচ্চ কত ঘন্টা খাটান যাইবে তাহা আইনের সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা মানবতার দিক হইতে যেমন সমর্থনযোগ্য—মালিকদের স্বার্থের দিক হইতেও তেমন প্রয়োজনীয়। কেননা কলকারখানায় চিমনীর ধোঁয়া, চুল্লীর উত্তাপ এবং অবিশ্রান্ত কোলাহল ও গগনবিদারী শব্দের মধ্যে যদি শ্রমিককে অত্যধিক কাজ করান হয় তাহা হইলে দিন দিন তাহার স্নায়ু সমূহ অবশ হইয়া পড়ে এবং তাহার কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে। উহাতে মালিকদেরই বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে।

কলকারখানার মজুরদের সম্বন্ধে যাহা সত্য আফিস নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও তাঁদের সহকারিদের সম্বন্ধেও তাহা কতকাংশে সত্য—যদিও উহাদের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আইন প্রনয়ণের তেমন কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক মালিকদের স্বার্থের জন্যই যে মজুরদিগকে একটু বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই সম্বন্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে একটু অভিনব ধরণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সব দেশের অনেক কলকারখানার মালিক শ্রমিকগণকে ক্রমাগত ৬।৭ ঘন্টা না খাটাইয়া অপরাহ্নকালে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম দিয়া থাকেন; ঐ সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে চা অথবা অনুরূপ অন্য কোন খাদ্য বা পানীয় বিতরণ করা হয়। সাধারনতঃ দেখা যায় ক্রমাগত ৪।৫ ঘন্টা কাজ করিবার পর শ্রমিকগণ অবসাদগ্রস্ত এবং কাজ করিতে অনেকটা অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে তাহাদিগকে ৫।১০ মিনিট বিশ্রাম দিয়া যদি তাহাদের সামান্য কিছু পানীয় ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী ২।৩ ঘন্টা তাহারা অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতে সমর্থ হয়, এবং উহার ফলে ৫।১০ মিনিটকাল কার্য্যবিরতির জন্য মালিকদের যাহা ক্ষতি হয় তাহা অপেক্ষা তাহাদের লাভই হয় বেশী।

বিভিন্ন দেশে এই নূতন নিয়মের সাফল্য দেখিয়া বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলেও কলকারখানায় এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং উহা যাহাতে ভারতের সমস্ত কলকারখানায় প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসন্ বোর্ড চেষ্টা করিতেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে চায়ের কাটতির প্রসারের উদ্দেশ্য লইয়াই টি মার্কেট বোর্ড এই আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কলকারখানার বিরক্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য তাহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া শরীর ও মনের অবসাদকে দূরীভূত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে টী মার্কেট বোর্ডের এই প্রচেষ্টায় সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন আশা করা যায়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডের কলকারখানাতে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিয়া তথাকার নূতন কারখানা আইনের সংশোধন করা হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষিতে বাঙ্গলা

ভারতবর্ষে বহুবিধ কৃষিজাত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ধান, গম, ইক্ষু, চা, তুলা, পাট, তিসি, সরিষা, তিল, রেড়ী, চীনা বাদাম প্রভৃতিই প্রধান। এই সব ফসলের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে কোন্ ফসল কিরূপ পরিমাণ জমিতে চাষ হইয়া থাকে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় এই সব ফসলের ফলন কিরূপ তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের আবাদী জমির মধ্যে সব চেয়ে অধিক পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। উহার পরেই সবচেয়ে অধিক পরিমাণ জমিতে গম এবং তৎপর সবচেয়ে অধিক পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হয়। ধানের চাষের ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতে মোটমাট ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হয়। উহার মধ্যে বাঙ্গলায় ২ কোটী ২২ লক্ষ ১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হয়। উহার পরেই মাদ্রাজে ১ কোটি ১ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হয়। এই বৎসরে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যে এক কোটি একর জমিতে ধানের চাষ হয় নাই। ধানের ন্যায় পাটের চাষের ব্যাপারেও বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বোচ্চে। গত ১৯৩৮ সালে সমগ্র ভারতে যে ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হয় তাহার মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা দেশেই ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। উহার পরে বিহারে সবচেয়ে অধিক জমিতে পাটের চাষ হয় এবং ১৯৩৮ সালে বিহারে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হয়। কিন্তু ধান ও পাটের ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বোচ্চে হইলেও অন্যান্য ফসলের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ অনেক পেছনে অবস্থিত। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ ১৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হয়। উহার মধ্যে পাঞ্জাবে ৯৯ লক্ষ ৪৫ হাজার, সংযুক্ত প্রদেশে ৭৮ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার এবং বোম্বাইয়ে ১৮ লক্ষ ২৭ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হয়। কিন্তু এই বৎসরে বাঙ্গলায় মাত্র ১ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হয়। ইক্ষুর চাষে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলার স্থান চতুর্থ। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতে ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। উহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশে ২১ লক্ষ ২৭ হাজার, পাঞ্জাবে ৫ লক্ষ ১২ হাজার, বিহারে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার এবং বাঙ্গলায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। চায়ের ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান দ্বিতীয়। ১৯৩৭ সালে সমগ্র ভারতে ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত একর জমিতে চায়ের চাষ হয়। উহার মধ্যে আসামে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭ শত একর এবং বাঙ্গলায় ২ লক্ষ ২ হাজার ২ শত একর জমিতে চায়ের চাষ হয়। কিন্তু তুলার ব্যাপারে বাঙ্গলার স্থান অনেক পিছনে বর্ত্তমান। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ২ কোটী ৫৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হয়। উহার মধ্যে বাঙ্গলায় মাত্র ৫৮ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হয়। অথচ এই বৎসরে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৪০ লক্ষ ৪৭ হাজার, বোম্বাইয়ে ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার, হায়দ্রাবাদে ৩৫ লক্ষ ৬৩ হাজার, পাঞ্জাবে ৩১ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং মাদ্রাজে ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হয়। তিসির চাষে বাঙ্গলার স্থান আরও নগণ্য। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৮ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল। উহার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার একর, সংযুক্ত প্রদেশে ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার বিহারে ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার একর এবং হায়দ্রাবাদে ৪ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হয়। কিন্তু এই বৎসরে বাঙ্গলায় মাত্র ১ লক্ষ ৩৭ হাজর একর জমিতে তিসির চায হয়। সরিষার চাষে বাঙ্গলার স্থান তিসির তুলনায় অনেক উচ্চে। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতে ৫৪ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছিল। উহার মধ্যে সংযুক্তপ্রদেশে ২৫ লক্ষ ৮৯ হাজার একর এবং উহার পরেই বাঙ্গলায় ৭ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে এই বৎসরে পাঞ্জাবে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার একর, বিহারে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার একর, আসামে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার একর এবং সিন্ধুতে ২লক্ষ ১৪ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে অধিক জমিতে তিলের চাষ হইয়া থাকে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র ভারতে ৪৪ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হয়—উহার মধ্যে সংযুক্তপ্রদেশে ১৩ লক্ষ ২১ হাজার একর, মাদ্রাজে ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার একর, হায়দ্রাবাদে ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার একর এবং বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজ্যগুলিতে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হয়। এই বৎসরে বাঙ্গলায় ২ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। ঐ বৎসরে ভারতবর্ষে ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে রেড়ী এবং ৮৭ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে চীনা বাদাম চাষ হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় এই দুইটি ফসলের চাষ এত কম হয় যে সরকারী বিবরণে এই দুইটি ফসলের চাষ সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের কোন বিবরণ দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদেই সব চেয়ে অধিত জমিতে রেড়ীর চাষ হয় এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে মাদ্রাজে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার একর এবং হায়দ্রাবাদে ৫ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে রেড়ীর চাষ হইয়াছিল। চীনা বাদামের চাষে মাদ্রাজের স্থান সর্ব্বোচ্চ। আলোচ্য বৎসরে মাদ্রাজে ৪৬ লক্ষ ৫৮ হাজার একর, বোম্বাইয়ে ১২ লক্ষ ১৪ হাজার একর, বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজ্যসমূহে ১০ লক্ষ ২২ হাজার একর এবং হায়দ্রাবাদে ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল। কফির চাষ প্রধানত মহীশূররাজ্য এবং রবারের চাষ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সীমাবদ্ধ। বাঙ্গলায় এই দুইটি ফসলের চাষ হয় না।

বাঙ্গলা দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে উর্ব্বরা দেশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি একরে গড়পরতায় উৎপন্ন কতিপয় ফসলের হিসাব দেখিলে এই ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। কুর্গে প্রতি একর ধানের জমি হইতে ১৪৪৯ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ১০৭১ পাউণ্ড, বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজ্যগুলিতে ১০৩৭ পাউণ্ড এবং বোম্বাইয়ে ১০৩১ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি একর ধানের জমিতে গড়ে ৯৯৯ পাউণ্ড চাউল পাওয়া যায়। অন্যান্য ফসল সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়পরতায় প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ এইরূপ—গম—খয়ারপুর ৯০৬ পাউণ্ড, উড়িষ্যা ৮৯৬, বিহার ৮৮৩, পাঞ্জাব ৮৩৯, সংযুক্তপ্রদেশ ৭৯৭, বাঙ্গলা ৬২৬; ইক্ষুগুড়—মাদ্রাজ ৬৩৭৭ পাউণ্ড, বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজ্যসমূহ ৫৭৩৭, বোম্বাই ৫৩৪৬, সিন্ধু ৪৮০০, হায়দ্রাবাদ ৪৪৮০, উড়িষ্যা ৪১৫১, বাঙ্গলা ৩৭৩১; তুলা—আসাম ২১৩ পাউণ্ড, পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহ ১৭৫, আজমীড় মাড়ওয়ার ১৬২, বাঙ্গলা ১৫৯; সরিষা—বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজ্যসমূহ ৫৩৯, বিহার ৫০৬, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৪৬০, বাঙ্গলা ৪৫৬ পাউণ্ড।

বাঙ্গলায় বিভিন্ন ফসলের ফলন সম্বন্ধে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই প্রদেশে তিসি এবং তিলের ফলন ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত অঞ্চল অপেক্ষা বেশী। এই দুইটী ফসল যাহাতে বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত হয় এবং এই প্রদেশে ধান, গম, ইক্ষু প্রভৃতির ফলন যাহাতে বৃদ্ধি করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক।

স্বর্ণের ভবিষ্যৎ

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খনি হইতে উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত স্বর্ণ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর একে একে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার ফলে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে অধিক পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ রাখিবার প্রয়োজনীয়তাও বহুলাংশে অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ অলঙ্কার হিসাবে এবং বিবিধ প্রকার শিল্পদ্রব্যে যে পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার করিত, বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুণ তাহাও এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্য যে কোন পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে এই সব অবস্থা ঘটিলে উহার বাজারমূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইত। কিন্তু স্বর্ণের বেলায় উহার বিপরীত ফল ঘটিয়াছে। কারণ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক, উহা দেড়গুণের অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বর্ণের এই চড়া মূল্য কতদিন পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা অনেকের পক্ষেই একটা সমস্যার বিষয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে স্বর্ণের উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। গত ১৯৩২ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশের খনি হইতে মোট ২ কোটী ৪২ লক্ষ ১ হাজার আউন্স (এক আউন্স ২·৪৩ ভরির সমান) বিশুদ্ধ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল। গত ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার আউন্স। এই কয় বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান দেশগুলির সকলগুলিতেই স্বর্ণের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। গত ১৯৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১ কোটী ১৫ লক্ষ ৫৯ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে উক্ত দেশে ১ কোটী ২১ লক্ষ ৬১ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েট রুষিয়ায় স্বর্ণের উৎপাদন ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার আউন্স হইতে ৫০ লক্ষ আউন্সে, কানাডায় ৩০ লক্ষ ৪৪ হাজার আউন্স হইতে ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার আউন্সে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২২ লক্ষ ১৯ হাজার আউন্স হইতে ৪২ লক্ষ ৪৪ হাজার আউন্সে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষেরও সঞ্চিত বহু স্বর্ণ জগতের বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছে এবং গত ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরেই এই ভাবে বিক্রীত স্বর্ণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৬৩ লক্ষ ৬৩ হাজার আউন্স। সুতরাং গত কয় বৎসরে পৃথিবীতে স্বর্ণের জোগান কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

উহা সত্ত্বেও যে স্বর্ণের বাজার-মূল্য হ্রাস পাইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রমেই অধিক পরিমাণে স্বর্ণসংগ্রহ। স্বর্ণমান ত্যাগ করিলেও স্বর্ণের মোহ কেহই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিক দেনা মিটাইবার এখনও স্বর্ণ ই একমাত্র পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। গত ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট রুষিয়া ও স্পেন বাদে অন্য সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ ছিল, ১৯৩৮ সালের শেষে তাহার পরিমাণ প্রায় পৌণে চার কোটী আউন্স বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে সমগ্র পৃথিবীর খনিসমূহ হইতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে তাহার সাকুল্য অংশ অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে গিয়া জমা হইয়াছে। সুতরাং খনিসমূহে যে নূতন স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে,সাধারণ লোকের মধ্যে তাহা ছড়াইয়া পড়িতেছে না। স্বর্ণের মূল্য হ্রাস না পাওয়ার উহা একটী শক্তিশালী কারণ। স্বর্ণের মূল্য হ্রাস না পাইবার আর একটী কারণ এই যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলে এখনও স্বর্ণকেই সঞ্চয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করে। পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের এবং বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, তাহা তাহারা এখন কোম্পানীর কাগজ কি কলকারখানার বা খনির শেয়ারে দাদন করিতে সাহস পাইতেছে না। কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এইসব সিকিউরিটীর বাজার মূল্য কি দাঁড়াইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য ইউরোপের প্রায় সকল দেশের অধিবাসিগণই উহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে এবং তাহা ইউরোপে না রাখিয়া নিরাপদ দেশ হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করিতেছে। কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সঞ্চিত স্বর্ণ নিরাপদ ভাবে সংরক্ষিত করা যাইবে কিনা এবং বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট সাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করতঃ তথায় যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলান করিবেন কিনা তদ্বিষয়েও অনেকের মনে গভীর আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আতঙ্কের জন্য গত ৫ মাসের মধ্যে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক শত কোটী ডলার অপেক্ষাও বেশী মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। এক কথায় বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশে স্বর্ণ ক্রয় করাই সঞ্চয়ের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং যেহেতু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কোন বে-সরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বর্ণ মজুদ করা বে-আইনী, সেই জন্য আমেরিকার গবর্ণমেণ্টই এখন কার্য্যতঃ পৃথিবীর স্বর্ণের একমাত্র ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলিতে পারে তাহাই বর্ত্তমানের সমস্যা। ১৯৩৮ সালের শেষে সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিতে মোট যত স্বর্ণ মজুদ ছিল তাহার শতকরা ৬০ ভাগ (৪৩ কোটী ১০ লক্ষ আউন্স) স্বর্ণই আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ হইয়াছে এবং এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আমেরিকায় স্বর্ণ রপ্তানীর কোন বিরাম দেখা যাইতেছে না। এই স্বর্ণ লইয়া আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট একটু বিব্রত হইয়াছেন। কারণ স্বর্ণ হিসাবে তাঁহাদের হাতে যে বিপুল সম্পদ মজুদ হইতেছে, তাহা হইতে তাঁহাদের কিছুই আয় হইতেছে না। ব্যক্তির ন্যায় জাতির পক্ষেও উহা একটা ক্ষতির কথা। বিশেষতঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বর্ণ হাতে মজুদ হওয়ার দরুণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইনফ্লেশন অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের তুলনায় দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিয়া দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে নানা বিপর্য্যয় ঘটিবারও একটা আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই কারণে কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী বন্ধ করিয়া দিবেন।

যদি এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে উহার বহুদূরপ্রসারী ও অনর্থকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। দুই বৎসর পূর্ব্বেও এই ধরণের একটা গুজব রটিয়াছিল এবং উহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর বাজারে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইয়া বিশ্ববাণিজ্যে মন্দার সূচনা করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও পুনরায় স্বর্ণ সম্বন্ধে এই ধরণের একটা আতঙ্ক (gold scare) আত্ম প্রকাশ করিতেছে। উহার শেষ পরিণতি কি হয় বলা যায় না।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার বাণিজ্য

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের বেশী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান হয়, তাহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেশ। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ৫১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার, ব্রহ্মদেশ হইতে ২৫ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার, জাপান হইতে ২২ কোটী ২২ লক্ষ টাকার, জার্ম্মানী হইতে ১৫ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ১২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হয়। সুতরাং আমদানীর দিক হইতে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থান পঞ্চম। পক্ষান্তরে উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ৫৯ কোটী ৬২ লক্ষ টাকার, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৮ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার, জাপানে ১৮ কোটী ১২ লক্ষ টাকার, ব্রহ্মদেশে ১০ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকার এবং জার্ম্মানীতে ৯ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হয়। সুতরাং রপ্তানীর দিক হইতে ভারতীয় বাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু পৃথিবীর উপরোক্ত যে ৫টী দেশের সহিত ভারতবর্ষের বেশী টাকার মালপত্রের আদান-প্রদান হয়, তাহার মধ্যে ইদানীং জাপান, জার্ম্মানী ও ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মালপত্র ক্রয় করিতেছে, তাহার তুলনায় অনেক বেশী টাকার মালপত্র ভারতবর্ষে বিক্রয় করিতেছে। ইংলণ্ড পূর্ব্বে বরাবরই ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার মালপত্র ক্রয় করিত, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক বেশী টাকার মালপত্র বিক্রয় করিত। মাত্র গত ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে বিক্রয়ের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বেশী টাকার মালপত্র ক্রয় করিতেছে। তবে বর্ত্তমানে ভারতের বাজারে কাপড় আমদানীর ব্যাপারে ইংলণ্ড যে প্রকার সুবিধা করিয়া লইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ বেশী হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। ইতিমধ্যেই তাহার কতকটা লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে। কারণ গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল—সেই-স্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ইংলণ্ড ভারতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৭ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার বেশী মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্য বরাবরই ভারতবর্ষে যত টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিয়াছে, তাহার তুলনায় বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিতেছে। এই দিক দিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের গুরুত্ব অন্য সকল দেশের তুলনায় বেশী।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যে আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উক্ত দেশ হইতে আমদানী কোন শিল্পদ্রব্য ভারতের বাজারে ভারতীয় শিল্পের সহিত কোনও প্রকার প্রতিযোগিতা করিতেছে না। বরং উক্ত দেশ হইতে আমদানী মালপত্র ভারতীয় শিল্পের সহায়তাই করিতেছে। পক্ষান্তরে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত মালপত্র ক্রয় করিতেছে, তাহার ফলে ভারতীয় কৃষক সমাজের বিশেষ সুবিধা হইতেছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে ২ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মোটরযান, ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলা, ১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকব্জা এবং ১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের খনিজ তৈল আমদানী হয়। এই বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এক কোটী টাকার অধিক মূল্যের আর কোন জিনিষ আমদানী হয় নাই। ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই। কাজেই আমেরিকা হইতে মোটরযান আমদানীর ফলে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয় নাই। এই বৎসরে আমেরিকা হইতে কলকব্জা আমদানীর ফলে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিরই সহায়তা করিয়াছে। আমেরিকা হইতে যে তুলা আমদানী হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম আঁশ বিশিষ্ট বলিয়া উহার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে মিহি কাপড় বুনার পক্ষেই সুবিধা হইয়াছে। খনিজ তৈলের মধ্যে যুক্তরাজ্য হইতে লুব্রিকেটিং অয়েলই সবচেয়ে বেশী টাকার আমদানী হইয়া থাকে। সুতরাং যুক্তরাজ্য হইতে এই জিনিষের আমদানীও ভারতীয় শিল্পের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে মালপত্র রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে পাট ও পাটজাত জিনিষই প্রধান। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যে ১৮ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে একমাত্র চটই রপ্তানী হয় ৮ কোটী ২৬ লক্ষ টাকার। এতদ্ব্যতীত উক্ত বৎসরে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকার পাট এবং ২৪ লক্ষ টাকার থলেও ক্রয় করে। সুতরাং পাট ও পাটজাত জিনিষ মিলিয়া এই বৎসরে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ১০ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটী ১৩ লক্ষ টাকার ফল ও সবজী এবং ১ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকার চামড়াও ক্রয় করে। সুতরাং আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সব জিনিষ ক্রয় করে তাহার মধ্যে ভারতীয় কৃষক সমাজের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, (১) ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের খরিদ্দারদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে ইংলণ্ডের পরই আমেরিকার স্থান সর্ব্বোচ্চে, (২) আমেরিকা বরাবর ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিতেছে, তাহার তুলনায় বরাবরই ভারতবর্ষ হইতে অনেক বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিতেছে, (৩) আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত মালপত্র আমদানী হইতেছে তাহার কোনটী ভারতীয় কোন শিল্পের ক্ষতি করিতেছে না এবং (৪) ভারতবর্ষ

হইতে আমেরিকা যে শ্রেণীর মালপত্র ক্রয় করিতেছে, তাহার ফলে ভারতীয় কৃষকগণের বিশেষ উপকার হইতেছে। সুতরাং সকল দিক দিয়াই আমেরিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ভারতের স্বার্থের অনুকূল পথে ধাবিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ যত বেশী বৃদ্ধি পায়, ততই ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

দুঃখের বিষয় যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তৎপক্ষে সরকারী ভাবে আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে উক্ত দেশে ভারত সরকারের কোন বাণিজ্য প্রতিনিধি পর্য্যন্ত ছিলেন না। তবে সম্প্রতি গত বৎসর জুলাই মাস হইতে নিউইয়র্কে ভারত সরকারের একজন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ট্রেড কমিশনার) নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ট্রেড কমিশনার আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের অধিকতর কাটতির জন্য চেষ্টা করিলেও আমেরিকার সহিত একটী বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা এই বিষয়ে যতদূর সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার কিছুই ট্রেড কমিশনারের দ্বারা আশা করা যায় না। ইদানীং কয়েক বৎসর যাবৎ আমেরিকার সহিত একটী বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশবাসী দাবীও জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে সচেতন নহেন। ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর ১৭।১৮ কোটী টাকা মূল্যের কলকব্জা এবং ৮।৯ কোটী টাকা মূল্যের মোটরযান আমদানী হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর জিনিষের বেশীর ভাগই ইংলণ্ড হইতে আমদানী হয়। অথচ ভারতবর্ষ যদি ভারতের বাজারে এই দুই শ্রেণীর জিনিষ আমদানী করিবার পক্ষে আমেরিকার যুক্তরাজ্যকে সুবিধা করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহার বদলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষ হইতে চা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি জিনিষ আরও অনেক বেশী পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে। ভারত সরকারের নিউইয়র্কস্থিত ট্রেড কমিশনারের ত্রৈমাসিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষ হইতে ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড এবং অন্যান্য দেশ হইতে ১ কোটী ৯৪ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করিয়াছে। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটী ৮ লক্ষ পাউণ্ড অপরিশোধিত ম্যাঙ্গানিজ ক্রয় করিয়াছে— কিন্তু বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়াছে ১৪ কোটী ২৮ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং আমেরিকাতে ভারতবর্ষের পক্ষে এই সব জিনিষ আরও বহুল পরিমাণে বিক্রয় করিবার কিরূপ সুবিধা রহিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমেরিকা প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণ টাকার শণ, বীজশস্য তৈলবীজ, কাঁচা রেশম, ইক্ষু, চিনি, তামাক, কাঠ প্রভৃতি জিনিষও ক্রয় করিয়া থাকে। বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ অধিকতর পরিমাণে মোটরযান ও কলকব্জা আমদানীর প্রতিশ্রুতি দিলে আমেরিকার বাজারে এই সব জিনিষেরও অধিকতর পরিমাণে কাটতির ব্যবস্থা হইতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী পরিমাণে মোটরবাস ও কলকব্জা ক্রয় করিলে ভারতীয় কৃষকদের পক্ষে তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের অধিকতর সুবিধা হইবে বটে— কিন্তু উহাতে ইংলণ্ডের সমূহ ক্ষতি হইবে। কারণ এই দুইটী জিনিষের ব্যাপারে ইংলণ্ড এখন প্রায় একচেটিয়াভাবে ভারতের বাজারে আধিপত্য করিতেছে। ভারতবর্ষের সুবিধার জন্য এই দুই শ্রেণীর জিনিষের বাজার আমেরিকার হাতে তুলিয়া দিতে ইংলণ্ড রাজী হইবে, উহা আশা করা দুরাশা মাত্র। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের একটী বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইত। ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য বরাবরই ইংলণ্ডের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। ভবিষ্যতেও যে এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এজন্য ভারতের রপ্তানীর আধিক্য যদি একেবারে শূন্যে পর্য্যবসিত হয় এবং ভারতবর্ষের হোমচার্জ্জ ইত্যাদি পরিশোধের জন্য যদি বৎসর বৎসর ভারতবর্ষের তরফ হইতে ইংলণ্ডে ৪০।৫০ কোটী টাকা করিয়া ঋণও গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের বশম্বদ ভৃত্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটুও বিচলিত হইবেন না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের উহাই মনে হইতেছে।

চা বিক্রয় বন্ধের আদেশ

কচ্ছ দেশে শিশুদের পানোপযোগী দুধের পরিমাণ যথোপযুক্ত নাই বলিয়া কচ্ছ সরকার রাজ্যের চায়ের দোকানগুলিকে চা তৈয়ার ও চা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন হোটেলরক্ষক এই আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

গত ২৩শে এপ্রিল কলিকাতার মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভায় উত্থাপিত সংশোধিত বঙ্গীয় মহাজন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। মিঃ সিন্ধুরাজ ঢাড্ডার সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—(১) কলিকাতার নাগরিকদের এই সভা সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও বর্ত্তমানে পরিষদে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত বঙ্গীয় মহাজনী বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই বিলটি আইনে পরিণত করা হইলে উহা এপ্রদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করিবে বলিয়াই এই সভার বিশ্বাস। (২) এই সভা বর্ত্তমান বিলের পরিকল্পিত বিধানসমূহকে অত্যধিক কড়া ও অসঙ্গত ধরণের বলিয়া মনে করেন। সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে উহা প্রত্যাহার করিতে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য-সংক্রান্ত উহার বিধিব্যবস্থা এবং সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, হিসাবপত্র প্রভৃতি বিষয়ে উহার বিধিব্যবস্থা আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

চীনদেশে জাপানী কাপড়ের কল

১৯৩৭ সালে চীনদেশে ৯টি কাপড়ের কল ছিল। পরে এসমস্ত চীনাসৈন্যরা ধ্বংস করিয়া ফেলে। সম্প্রতি জাপানীরা চীনের কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করার সঙ্গে আবার উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে যত্নবান হইয়াছে পূর্ব্বে ঐ সমস্ত কলে ৯ লক্ষ টাকু চলিত। এক্ষণে উহাদিগকে পুনর্গঠিত করিয়া ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকু চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বের মত ৯ লক্ষ টাকু চালাইবার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টিত করিতেছেন।

আগামী কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান

কংগ্রেসের আগামী বিহার অধিবেশনের জন্য পাটনা সহরের অন্তর্গত ফুলওয়ারী নামক স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পাটনা হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে এই স্থানটী অবস্থিত। গত আইন অমান্য আন্দোলনের ৪২ জন রাজনৈতিক বন্দী এই স্থানের বন্দীশালায় থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে হিসাবে ঐ স্থানটী বিশেষ স্মরণীয়। বর্ত্তমানে এই স্থানটী বিহার সরকারের পল্লীউন্নয়ন বিভাগের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পাটনা রেলজংসন ও দানাপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উপর ঐ স্থানটী অবস্থিত।

আগামী কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য ১৭ জন সদস্য নিয়া সাময়িকভাবে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ কমিটীতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ এ, এম, সিংহ, মিঃ জে, এল, চৌধুরী এবং বিপিনবিহারী বর্ম্মা প্রমুখ ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বাজেট

গত ২৫শে এপ্রিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার স্যার জন সাইমন হাউস অব কমন্সে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নূতন বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। এই বরাদ্দে আগামী বৎসরের মোট ব্যয় ১২৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। আর রাজস্ব বাবদ মোট আয় ধরা হয় ৯৪ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। সরকারীভাবে ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড কর্জ্জ করিয়া ঘাটতি পূরণ করা হইবে। ঋণলব্ধ সমস্ত অর্থই দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়িত হইবে। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত বাজেটে আরও ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হইতে পারে।

এবারের বাজেট বরাদ্দে আয়করের উপর ধার্য্য পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কর বৃদ্ধি করা হয় নাই। মোটরযানের উপর করের পরিমাণ প্রতি অশ্বশক্তি হিসাবে ১০ হইতে শিলিং বৃদ্ধি করিয়া ২৫ শিলিং করা হইয়াছে। সার ট্যাক্স সম্পর্কে এইরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছে যে, ৮ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত আয়ের উপর শতকরা আরও অতিরিক্ত দশভাগ হারে কর ধার্য্য করা হইবে। আর আট হাজারের অধিক আয়ের উপর শতকরা আরও অতিরিক্ত দশভাগ হারে কর ধার্য্য করা হইবে। তামাকের উপর করও প্রতি পাউণ্ডে দুই শিলিং করিয়া বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে এগার শিলিং ধার্য্য করা হইয়াছে। চিনির উপর শুল্কও প্রতি পাউণ্ডে এক ফার্দ্দিং হিসাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ছোট ছোট শিল্প

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও তথ্য সরবরাহ বোর্ডের উদ্যোগে গত ২৪শে তারিখ মিঃ এন, এন, রক্ষিত ছোট ছোট শিল্প বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভারতের শিল্প সাধনায় বাঙ্গলার দান তাহার রাজনৈতিক দানেরই অনুরূপ। বর্ত্তমান শতাব্দীর গত সিকি অংশে বাঙ্গলায় ছোট শিল্প বিষয়ে বাঙ্গলা অনেক বিষয়ে অন্য প্রদেশবাসীদের পথপ্রদর্শন করিয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্প রহিয়াছে তাহাকে ২ ভাগে বিভক্ত করা যায়, (১) ছোট শিল্প কারখানা—যেখানে বিদ্যুৎ সাহায্যে যন্ত্রাদি পরিচালিত হয়। উহারা সহরের অভ্যন্তরে ও সহরতলিতে অবস্থিত। (২) কুটীর শিল্প—যেখানে খুব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই হয় না। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই ভদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় ও বিদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতার ভিতর স্বল্পতম মুনাফা রাখিয়াই এই সব প্রতিষ্ঠান ব্যবসা চালাইয়া আসিয়াছে। ছোট ছোট শিল্পদ্বারা বাঙ্গলার বেকার সমস্যার সমাধান অনেক পরিমাণ

হইতে পারে। বাঙ্গালী যে পরিমাণ দ্রব্য ব্যবহার করে সে পরিমাণ দ্রব্য সে উৎপাদন করে না। ফলে তাহাদের অর্থ বহুল পরিমাণে অবাঙ্গালী উৎপাদকগণের হস্তে চলিয়া যাইতেছে। অর্থ বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পথ বন্ধ করিতে হইলে বাঙ্গালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যথাসম্ভব এ প্রদেশেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

বাঙ্গলাদেশে শিল্প প্রসারের সুবিধা

গত ২৬শে এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপয়েণ্টমেণ্টস বোর্ড-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সম্পর্কিত ধারাবাহিক বক্তৃতার শেষ বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র "বাঙ্গলা দেশে শিল্প প্রসারের সুবিধা" সম্পর্কে বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সাধারণ ক্রটী হইতেছে এই যে পুথিগত উচ্চ বিদ্যা অর্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে কিন্তু এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পন্থা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সময়োচিত পরামর্শ দান করিতে পারে। এই দিকে তাহাদিগের কিরূপ শিক্ষালাভ ও ট্রেণিংএর প্রয়োজন তাহার নির্দ্দেশ দিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। পুথিগত বিদ্যার্জ্জন শেষ হইবার পর শিক্ষিত যুবকদের সম্মুখে যখন জীবিকার্জ্জনের সমস্যা দেখা দেয় তখন অনেকে ইহা উপলব্ধি করে যে, তাহাদের বহু পূর্ব্বেই এইদিকে মনঃসংযোগ করিয়া সেইরূপ ভাবে চেষ্টা ও যত্ন নিয়োজিত করা উচিত ছিল। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে মিঃ মিত্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, উহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বিহীন এবং জনগণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে অনুপযোগী। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে সমাজ জীবনের উপযোগী কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে আজ সমাজের এই আর্থিক দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে এবং শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই বেকারত্বের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই যে, উহা পরিকল্পিত জীবনযাত্রার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তবে সুখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে যুবকগণকে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুনির্দ্দেশ দিবার উদ্দেশ্য লইয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের এই প্রচেষ্টা সুশৃঙ্খল এবং ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন কারণ বর্ত্তমানযুগে আর্থিক উন্নতির স্থির সঙ্কল্প ও জীবিকা উপার্জ্জনের সুদৃঢ় পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক। জীবিকানির্ব্বাহের সুনির্দ্দিষ্ট উপায় সম্বন্ধে যুবকগণকে অবহিত করিবার এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তাহাদের বৃথা সময়, শক্তি ও অর্থ অপচয় যাহাতে না হইতে পারে তাহার সহায়তা করা হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে সামাজিক অবস্থার ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে উচ্চ শিক্ষালাভের মোহ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং যুবকগণ যাহাতে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োগ করিতে সক্ষম হয়, তাহার নির্দ্দেশ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বাঙ্গলাদেশে যে সকল শিল্পের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা কোন প্রকারেই নগণ্য নহে। তুলা ও বয়নশিল্প, শর্করা শিল্প প্রভৃতি মাঝারি শিল্পের এখনও বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতঃপর মিঃ মিত্র বলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সম্পর্কে যে সকল শিল্প প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলাদেশের সাফল্য সামান্য নহে তবে ইহা সত্য যে, তাহার মধ্যে কতিপয় স্থলে অবাঙ্গালীর মূলধন নিয়োজিত আছে। তবে সংখ্যা বিবরণ দৃষ্টে দেখা যাইবে যে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টা সম্পর্কে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশের স্থান উপেক্ষণীয় নহে। মিঃ মিত্র বলেন, বাঙ্গলা দেশ শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করিয়াছে বটে কিন্তু উহাদ্বারা তাহার নিজস্ব ধন সম্পদ্ বৃদ্ধির যতটা সহায়তা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। বাঙ্গলা দেশ যাহাতে একদিন তাহার এই প্রচেষ্টায় সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। যুবকগণকে এইরূপ ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতে সক্ষম হয়। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া যুবকগণের হৃদয়ে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিতে হইবে। ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে হইবে না। ভাবপ্রবণতা নিন্দনীয় নহে। তবে ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে পরিপক্ক অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক বিদ্যা, স্থির বিচার বুদ্ধি ও একাগ্রতা ইত্যাদি গুণাবলীর একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহারে মিঃ মিত্র বলেন যে, তিনি প্রথম হইতেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্টস্ বোর্ডের কার্য্যকলাপ অতিশয় আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য উক্ত বোর্ড যে কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সন্তোষলাভ করিয়াছেন। মিঃ মিত্র এতদ্‌সম্পর্কে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ ডি, কে, সান্যালের চেষ্টা ও যত্নের প্রশংসা করেন।

দোকান কর্ম্মচারী সম্পর্কিত বিল

সম্প্রতি বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে দোকান কর্ম্মচারীদের কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত বিলের উদ্দেশ্য এই যে, কোন দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, অথবা থিয়েটারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী প্রত্যহ ১০ ঘটিকার বেশী কাজ করিতে পারিবে না। রাত্রি ৯টার পর সমস্ত দোকান পাট বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং ফেরিওয়ালাও উক্ত সময়ের পর রাস্তায় জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে না। রেস্তোরাঁ, হোটেল ও থিয়েটার-গুলি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা রাখা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা মঞ্জুর করা যাইতে পারে। প্রত্যেক দোকান কর্ম্মচারী বৎসরে অন্ততঃ ৫২ দিন ছুটি পাইবে। ইহার জন্য বেতন কর্ত্তন করা যাইবে না। অফিসের কাজে কেরাণীগণ দৈনিক সাড়ে আট ঘণ্টা বা প্রতিমাসে ২২০ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করিতে পারিবে না। বৎসরে ১২০ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ মঞ্জুর যাইতে পারে। উক্ত বিলে ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকদের কার্য্যে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ১৭ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক-বালিকাদের পক্ষে প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

জগতের বিভিন্ন দেশে সিনেমার সংখ্যা

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৯৭ হাজার ৩৪৪টী সিনেমা হাউস আছে। উহাদের সংখ্যা মহাদেশ হিসাবে ইউরোপে ৬৬ হাজার ৮৭৬, আমেরিকায় ২২ হাজার ৪৫৬, আফ্রিকা নিকট প্রাচ্যে ৬৭৬, সুদূর প্রাচ্যে ৫ হাজার ২৪৪। বিভিন্ন দেশের সিনেমা হাউসের সংখ্যা এইরূপ :— আফগানিস্থান ১ হাজার, বেলজিয়াম ১ হাজার ২৪৬, ব্রেজিল ১ হাজার ২৪৬, বুলগেরিয়া ১০০, মিশর ১০১, ইংলণ্ড ৫ হাজার ১৫০, জার্ম্মানী ৫ হাজার ৩০২, ভারতবর্ষ ৯০০, মরোক্কো ৫৯, অষ্ট্রেলিয়া ১ হাজার ৪৮৩, ইটালী ৪ হাজার ৮০০, জাপান ২ হাজার ৩, ফ্রান্স ৪ হাজার ৮০০, যুক্তরাষ্ট্র ১৮ হাজার ২০০।

পার্লামেণ্টের সভ্যদের বেতন

জগতের বিভিন্ন দেশে পার্লামেণ্টের সদস্যরা প্রত্যেক বৎসর নিম্নরূপ বেতন পাইয়া থাকেন :—ইংলণ্ড ৬০০ পাউণ্ড, কানাডা ৮০০ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ৮৫০ পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০০ পাউণ্ড, দক্ষিণ রোডেসিয়া ৩০০ পাউণ্ড নিউজিল্যাণ্ড ৪৫০ পাউণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ২ হাজার পাউণ্ড, ফ্রান্স ৫০০ পাউণ্ড, নেদারল্যাণ্ড ৪২০, ইটালী ২৪০ পাউণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ৩০ শিলিং (প্রতি দিন), জাপান ১৭৫ পাউণ্ড, বেলজিয়াম ৩০০ পাউণ্ড, সুইডেন ১৫০ পাউণ্ড, নরওয়ে ৩০০ পাউণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ১ পাউণ্ড (প্রতি দিন), ডেনমার্ক ২৫০ পাউণ্ড। জার্ম্মানীতে পার্লামেণ্টের সভ্যদিগকে কোন বেতন দেওয়া হয় না।

শ্রমিকদের সম্পর্কে আইন

মাদ্রাজ সরকার আগামী আগষ্ট মাসে ঐ প্রদেশের শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি আইন জারী করিবেন। ঐ আইনে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ভিতর বেকার বীমা প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে। কলের মালিকেরা এবং শ্রমিকেরা যাহাতে বেকার বীমা তহবিলে টাকা নিয়োগ করে আইনে তদ্বিষয়ে কতকটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইবে। ঐ আইন দ্বারা শ্রমিকদের কর্ম্ম সংস্থান বিষয়ে সাহায্যের জন্ম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ গঠন করা হইবে। তাহাছাড়া শ্রমিক বিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্ম্মঘটের প্রতিবিধানার্থ সালিশী বোর্ড গঠন করা হইবে।

সিগারেটের ব্যবহার

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরাই জগতে অধিক পরিমাণে ধূম্রপায়ী। ঐ দেশে মাথাপিছু লোকে বৎসরে ১ হাজার ৪৫ টি সিগারেট ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে লোকে মাথাপিছু বৎসরে সিগারেট ব্যবহার করে ৯৪৬টি। ইংলণ্ডের পরেই যথাক্রমে মেক্সিকো, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের স্থান। আমেরিকার তুলনায় ইংলণ্ডে সিগারেটের দাম দ্বিগুণ পরিমাণ বেশী।

লাক্ষা শিল্প নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ বিহার সরকার ঐ প্রদেশে লাক্ষা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিবেন। ঐ বিলে লাক্ষা প্রস্তুত ও ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে।

মোটা মাহিয়ানার হিসাব

মেট্রোগোল্ড্ইন মেয়ার ফিল্ম কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ লুইস বি মেয়ার ১৯৩৭ সালে মাহিয়ানা বাবদ যে টাকা পাইয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ত্তা তত বেতন পান নাই। ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালে তিনি মাহিয়ানা বাবদ মোট ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩ শত পাউণ্ড পাইয়াছেন। উচ্চ বেতনভোগী (বার্ষিক) হিসাবে মিঃ লুইস বি মেয়ারের পরেই নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম :—(১) মিঃ জি রবার্ট রুবিন (লুইস কর্পোরেশন এবং মেট্রোগোল্ড্ইন মেয়ারের পরিচালক) ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০০ পাউণ্ড (২) এল এম সেঙ্ক (লুইস কর্পোরেশনের সভাপতি)—১ লক্ষ ৮ হাজার ৩২০ পাউণ্ড (৩) উইলিয়াম বি হার্ষ্ট (সংবাদপত্র পরিচালক)—১ লক্ষ পাউণ্ড (৪) ফ্রেডারিক মার্চ্চ (প্রসিদ্ধ অভিনেতা)—৯৬ হাজার ৯৩৭ পাউণ্ড (৫) গ্রেটা গার্কো ৯৪ হাজার ৫০০ পাউণ্ড (৬) টমাস জে ওয়াটসন ইণ্টার ন্যাশনেল মোশন কর্পোরেশনের সভাপতি—৮৩ হাজার ৮৭৯ পাউণ্ড (৭) ইউজেন জি গ্রেস বেথেলহেম ষ্টীল কর্পোরেশনের সভাপতি—৭৮ হাজার ৯১৭ পাউণ্ড (৮) ডেভিড বার্ণষ্টিন লুইস কর্পোরেশনের পরিচালক—৭৬ হাজার ৫৬৩ পাউণ্ড। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ চেম্বারলেন, প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল বৎসরে যথাক্রমে ১০ হাজার পাউণ্ড, ১৫ পাউণ্ড, ১০ হাজার পাউণ্ড এবং ১৮ হাজার পাউণ্ড বেতন পান।

চামড়া শিল্প

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও তথ্য সরবরাহ বোর্ডের উদ্যোগে বেঙ্গল টেনিং ইনষ্টিটিউটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর বি এম দাস চামড়া শিল্প ও জীবিকার সংস্থান বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—পূর্ব্বে দেশের সাধারণ চামার ও মুচিরা যে চামড়া শিল্প গড়িয়া তুলিত একণে সে শিল্পের এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। চামড়া হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করার যে সব প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ফলে পূর্ব্বের অনাড়ম্বর চামড়া শিল্প বর্ত্তমানে এক বৈচিত্র্যময় সমুন্নত শিল্পে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে ঐ শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা সুযোগ অনেক বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে যে পর্য্যাপ্ত কাঁচা চামড়া রহিয়াছে তাহাকে উন্নত প্রক্রিয়ায় পাকা চামড়ায় পরিণত করা এবং তাহা হইতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া চামড়া শিল্পকে উন্নত করা এখন প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা করিতে পারিলে দেশের অর্থ সম্পদ বাড়িবে। অধিকন্তু শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হইতে পারে। পাদুকা নির্ম্মাণের আধুনিক কারখানা চালাইতে হইলে উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি, নূতন নূতন ডিজাইন তৈয়ারের যোগ্যতা ও কল চালাইবার ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দেশের যুবকেরা যদি ঐ সমস্ত শিক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত হয় এবং দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় যদি প্রয়োজনানুরূপ অর্থ নিয়োগ করিয়া উপযুক্তসংখ্যক কারখানা স্থাপনে যত্নপর হন তবে চামড়া শিল্প দ্বারা ভারতবর্ষ বিশেষভাবে লাভবান হইতে পারে। যাহারা চামড়া শিল্প ও পাদুকা শিল্পের কাজ চালাইয়া আসিয়াছে সাধারণতঃ উহারা যেমন নিরক্ষর তেমনই দরিদ্র। তাহা ছাড়া উচ্চবর্ণের লোকে উহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ফলে দেশের চামার ও মুচিরা যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদের শিল্প উন্নত করিতে পারে নাই। আধুনিক রুচি অনুযায়ী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ও সামর্থ্যের উহাদের মধ্যে একান্ত অভাব। কাজেই তাহাদের তৈয়ারী প্রাচীন ধরণের চামড়ার জিনিষপত্র এখন আর আধুনিক রুচির খরিদ্দারদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ফলে, হয় আজ তাহারা জাত ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, না হয় উহা ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন দ্বারা জীবনোপায় বিধানের চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান দুনিয়ায় চামড়া হইতে উন্নত ধরণের দ্রব্যসম্ভারের উত্তরোত্তর যেরূপ বেশী কাটতি ও প্রচলন দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ

গত ২১শে এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও তথ্য সরবরাহ বোর্ডের উদ্যোগে বাঙ্গলা দেশের যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত এন কে মজুমদার দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী হলে কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—কলিকাতার অতীত ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, চাকুরীর তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক

বেশী লোক প্রতিপালিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের লোক এখানে আসিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্য দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। ছাত্রগণ বাস্তবিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনুরক্ত হইলে প্রথমে তাহারা অর্থাভাব বোধ করিতে পারে কিন্তু তাহারা যদি ব্যবসা সুরু করিবার সঙ্কল্প নিয়া কলিকাতার বাজার পর্য্যবেক্ষণ করে তবে তাহারা ৩০০ শত টাকা হইতে পাচশত টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া কোন একটা নির্ব্বাচিত ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা পাইতেছে তাহা ঐ বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। অনেকে বলেন, জীবিকার্জ্জনের জন্য কৃষিকার্য্যের প্রতিই এখন সকলের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা ঐ পেশা অবলম্বন করিয়া লাভবান হইতে পারিবে না। শিক্ষিত যুবকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেশী। কিন্তু কৃষকের ব্যয়ের হার খুব কম। সুতরাং কৃষিকার্য্য তাহাদের পক্ষে অনুকূল নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যদি আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে অনুপ্রেরিত হয় তবে কলিকাতা বন্দরের বহুমুখী ক্ষেত্র যে তাহাদিগকে এবিষয়ে প্রকৃত সুযোগ সুবিধা দেখাইয়া দিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতার বহির্ব্বাণিজ্য

গত মার্চ্চ মাসে কলিকাতার বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় ঐ মাসে বিদেশ হইতে কলিকাতায় পূর্ব্ব মাসের তুলনায় বেশী পরিমাণ মালপত্র আমদানী হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় বিদেশ হইতে ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসে সেস্থলে ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অপরদিকে ফেব্রুয়ারী মাসে সেস্থলে কলিকাতা হইতে ৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসে সেস্থলে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

রেলের আয় হ্রাস

গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এই দশ দিনে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহা গত বৎসরের এই সময়ের মোট আয়ের তুলনায় ৬ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত আয়ের তুলনায় ১২ লক্ষ টাকা কম।

ইউরোপ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হইয়া উঠায় ইউরোপ হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় রপ্তানী হইতেছে। ইংলণ্ডের বন্দর সমূহ হইতে ঐ স্বর্ণ নিউইয়র্কগামী জাহাজে আমেরিকায় প্রেরিত হইতেছে। গত ২১শে তারিখ ২ কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ঐরূপভাবে আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছে। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক চেকোস্লোভেকিয়া অধিকৃত হওয়ার পাচ সপ্তাহে ইউরোপ হইতে আমেরিকায় স্বর্ণরপ্তানী ১১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের কাঁচ শিল্প

যুক্তপ্রদেশের কাঁচ শিল্পের উন্নতিসম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ সরকারকে সময়োচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সম্প্রতি একটী কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

শর্করা শিল্প সম্পর্কে গবেষণা

গত ১৯৩৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈদেশিক বৃত্তি লইয়া গবেষণার জন্য মরিসাসে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শর্করা প্রস্তুত সম্পর্কে একটি নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা পরিস্কৃত মাৎগুড় হইতে শতকরা ৯০ ভাগ চিনি আহরণ করা যাইবে। এই প্রক্রিয়া প্রসিদ্ধ বেটলির প্রক্রিয়ারই সংশোধিত আকার। শ্রীযুক্ত রায় বর্ত্তমানে ইউনিয়ন ফ্ল্যাক সুগার এষ্টেট এবং মরিসাস রেডুল কলেজে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইউনিয়ন ফ্ল্যাক সুগার এষ্টেটের শর্করা শিল্প বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রায়ের এই আবিষ্কার সম্পর্কে বলেন—এই সংশোধিত প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় চিনির কল সমূহের বিশেষতঃ যে সব কলে ঝোলা গুড়ের সুব্যবহারের ব্যবস্থা নাই সেখানে প্রভূত উপকার দর্শিবে।

ভারতীয় তুলার কাটতি

দেশ	১৯৩৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৬ মাস	১৯৩৮ সালের জুলাই পর্য্যন্ত ৬ মাস
ইংলণ্ড	১,৫৭,০০০ গাঁইট	১,৪৮,০০০ গাঁইট
জার্ম্মাণী	৮৩,০০০ „	৬৫,০০০ „
ফ্রান্স	১,০৭,০০০ „	১,০০,০০০ „
ইটালী	৩৫,০০০ „	২৯,০০০ „
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫,০০০ „	১৫,০০০ „
বেলজিয়াম	৬৩,০০০ „	৫৬,০০০ „
ইউরোপের অন্যান্য দেশ	৫২,০০০ „	৪৯,০০০ „
ইউরোপ মোট	৫,০২,০০০ „	৪,৬২,০০০ „
ভারতবর্ষ	১৫,৪১,০০০ „	১৫,১৫,০০০ „
জাপান	৫,০৬,০০০ „	৬,৫১,০০০ „
চীন	৫০,০০০ „	৩০,০০০ „
এসিয়া মোট	২০,৯৭,০০০ „	২১,৯৭,০০০ „
যুক্তরাষ্ট্র	১৯,০০০ „	৩০,০০০ „
কানাডা	১,০০০ „	১,০০০ „
আমেরিকা মোট	২০,০০০ „	৩১,০০০ „
জগতের অন্যান্য দেশ	৩৪,০০০ „	১০,০০০ „
জগতে মোট	২৬,৫৩,০০০ „	২৬,৯৯,০০০ „

জগতে জীবন বীমার প্রসার

গত ১৯৩৬ সালের শেষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট চলতি জীবন বীমার পরিমাণ ছিল ১৬ হাজার ৪ শত কোটি ডলার। ১৯২৪ সালে জগতে মোট চলতি জীবন বীমার পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৬ শত কোটি ডলার। কাজেই ১৯২৪ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত জগতে চলতি জীবন বীমার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। ১৯৩৬ সালে মোট চলতি বীমার মধ্যে ইউরোপের চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৬২৯ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ সমস্ত জগতের চলতি বীমার শতকরা ২২ ভাগ। ইউরোপের চলতি বীমার মধ্যে ইংলণ্ডের অংশ ছিল ১ হাজার ৬২৯ কোটি ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ডলার।

সমস্ত জগতের মোট চলতি বীমার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ১৮৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ডলার। আলাদা ভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৪৬৬ কোটি ৭২ লক্ষ ডলার অর্থাৎ সমস্ত জগতে শতকরা ৬৪ ভাগ। ১৯০০ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বীমার পরিমাণ ১২ গুণ, কানাডায় ২৪ গুণ এবং ইংলণ্ডে ও সুইডেনে ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানে ১৯০৫ সালে চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার। ১৯৩৬ সালে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার ডলার দাঁড়াইয়াছে। ১৯০৫ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ গুণের চেয়েও বেশী।

কাগজ তৈয়ার সম্পর্কে সরকারী সাহায্য

বোম্বাই সরকার ঐ প্রদেশে কাগজ শিল্পের উদ্যোক্তাদিগকে নানাভাবে সাহায্য প্রদানে সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি কানারা অঞ্চলের বনভূমি হইতে বাঁশের যোগান নিয়া কাগজের মণ্ড তথা কাগজ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে যে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, বোম্বাই সরকার প্রতি টন আট আনা হারে সুবিধাজনক রয়েলটির সর্ত্তে তাহাদিগকে বাঁশ সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সরকার সামান্য খাজনায় ঐ কোম্পানীর উদ্যোক্তাদিগকে কারখানার জমিও দিবেন। তাহাছাড়া সরকার কোম্পানীর দশভাগ শেয়ারও ক্রয় করিবেন। কর্ণাটক্রায়ণ নামক স্থানে বংশমণ্ড প্রস্তুতের অন্য একটি কোম্পানী যে কারখানা স্থাপন করিয়াছে বোম্বাই সরকার তাহাদিগকে গঙ্গাউলী নদীর প্রান্তবর্ত্তী বনভূমি ২৫ বৎসরের জন্য লিজ দিতে সম্মত হইয়াছেন। উহাদের শেয়ার খরিদ করিয়া ও অন্যভাবে কোম্পানীটিকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন।

ফলের শ্রেণী বিভাগ

বেলুচিস্থানে ফলের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে নানা প্রকার উন্নত বিধি ব্যবস্থা করিয়া অনেক দিক দিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস হইতে কোয়েটায় ফলের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করা হয়। এপর্য্যন্ত মোট ১ হাজার ৯২৫ আঙ্গুর যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ না করিয়া ফল চালান দিয়া যে মূল্য পাওয়া যায়, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সে তুলনায় ফলের শতকরা ২১ ভাগ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া উপযুক্তরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়া ৪১১ বাক্স পীচফল চালান দিয়া শতকরা ৬০ ভাগ বেশী লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বেলুচিস্থানের সরকারী কৃষি বিভাগ উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ফলের ঐপ্রকার শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ভাবে যত্নপর হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দোকান কর্ম্মচারীদের সম্মেলন

আগামী ৭ই মে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে দোকান কর্ম্মচারীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। উক্ত সম্মেলনে দোকান কর্ম্মচারীদের অবস্থার উন্নতির সাধন বিষয়ে আলোচনা হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিমিটেড

৮ম বৎসরের কার্য্যবিবরনী

বাংলা দেশে এত অধিক সংখ্যক প্রভিডেণ্ট কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এবং নুতন বীমা আইনের জন্য আরও অনেক প্রভিডেণ্ট কোম্পানী ফেল পড়িবে বলিয়া এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে যে প্রভিডেণ্ট কোম্পানী বলিলেই অনেকের মনে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে। কিন্তু ১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিমিটেড এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং উহার আর্থিক বনিয়াদ এরূপ সুদৃঢ় যে প্রভিডেণ্ট কোম্পানী হইলেও নিরাপত্তার দিক হইতে যে কোন বিশ্বাসভাজন বীমা কোম্পানীর সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে।

আমরা সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্য বিবরনী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর ৮ম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী। আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়াই কোম্পানীর উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯৩৭। ৩৮ সালের তুলনায় এই বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৩॥ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে। যে সময়ে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই আশঙ্কাগ্রস্ত সেই সময়ে নূতন কাজের পরিমাণ এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া বাস্তবিকই কোম্পানীর প্রতি সাধারণের আস্থার পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয় দাঁড়াইয়াছে ৪৭ হাজার ১৭৬ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহা ৬২৭০ টাকা বেশী। এই বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ১ হাজার ৮৩৯ টাকা এবং বিবিধ দফার আয় ৯৭ টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ হাজার ১৮৯ টাকা। উহার মধ্যে এই বৎসরে কোম্পানীর উপর পলিসিগ্রাহকদের তরফ হইতে ৫ হাজার ৬২৭ টাকা দাবী হয়, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২৫৫ টাকা প্রদত্ত হয়, আফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৩৭ হাজার ৮০১টাকা ব্যয় হয় এবং আসবাব পত্রের ঘাটতি বাবদ ২৮২ টাকা ব্যয় ধরা হয়। এই সমস্ত ব্যয় বাদে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার ৭৭ টাকা—বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ হাজার ২২৩ টাকা। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইণ্ডিয়া মিউচুয়েলের কার্য্যপরিচালনার ব্যয় কিছু বেশী মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল অপেক্ষাকৃত নূতন কোম্পানী এবং উদ্ধতর বীমা কোম্পানীর তুলনায় প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর ব্যয়ের হার প্রথম অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। কারণ উহাদের প্রদত্ত পলিসির গড়পরতা মূল্য এবং প্রতি পলিসিতে গড়পরতায় প্রাপ্ত প্রিমিয়মের পরিমাণ উদ্ধতর বীমা কোম্পানীর তুলনায় অনেক কম।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়ালের দাদননীতিও সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ভাবে পরিচালিত হইতেছে। গত ৩১ শে মার্চ্চ তারিখের শেষে জীবনবীমা তহবিল লইয়া কোম্পানীর মোট স্থিতের পরিমাণ ছিল ৪১ হাজার ৬৪২ টাকা। উহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজ, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারেই ৩০ হাজার ২৯০ টাকা দাদন করা আছে। বাকী টাকা কোম্পানীর প্রদত্ত পলিসির বন্ধকে, হস্তস্থিত নগদ তহবিলে এবং কোম্পানীর আসবাবপত্র প্রভৃতিতে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে একথা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে কোম্পানীর প্রত্যেকটী পয়সা নিরাপদভাবে সংরক্ষিত আছে এবং ভারতীয় বীমা আইন জারী হইবার পরে উক্ত আইন অনুসারে কোম্পানীকে যে ৫ হাজার টাকা জমা দিতে হইবে তাহার ৫ গুণ টাকা জমা দিবার মত কোম্পানীর সামর্থ্য রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী যে একটী নিরাপদ বীমা প্রতিষ্ঠান তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই এবং উহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। বীমাকারীগণ উহাতে নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন। বর্ত্তমানের এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ইণ্ডিয়া মিউচুয়ালের কর্তৃপক্ষ যে উহাকে এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তজ্জন্য আমরা উহার পরিচালকবর্গকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভলকান ইন্সিওরেন্স কোং

১৮শ বার্ষিক রিপোর্ট

গত সপ্তাহের "আর্থিক জগতে" বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ ভলকান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্টের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এজন্য আমরা ভলকানের পরিচালকগণের নিকট আন্তরিকভাবে ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

ভারতবাসী বর্ত্তমানে জীবনবীমা ব্যবসায়ে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও এবং ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া সুপ্রতিষ্ঠ বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীগুলি একে একে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেও অগ্নিবীমা, জাহাজবীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতির ব্যবসায়ে ভারতবাসী এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সুখের বিষয় যে বোম্বাইয়ে কতিপয় ভারতীয় বীমা কোম্পানী এই সব বিষয়েও সফলতার সহিত বীমা ব্যবসায় চালাইতেছে এবং দিন দিন উহারা উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বে অনেকের মনে এরূপ আশঙ্কা ছিল যে, অগ্নিবীমা, জাহাজবীমা, দুর্ঘটনা বীমা সম্পর্কে হঠাৎ বড় রকম দাবী উপস্থিত হইলে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহার চোট সামলাইতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু করাচীর অগ্নিকাণ্ড, কোয়েটার ভূমিকম্প প্রভৃতির সময়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়া দিয়া সাধারণের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের ভলকান ইনসিওরেন্স কোম্পানী ভারতবাসীর পরিচালিত 'জেনারেল' ইনসিওরেন্স কোম্পানী সমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কোম্পানী। উহারা অগ্নিবীমা, জাহাজবীমা, দুর্ঘটনা বীমা এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ

বীমার কাজ করিয়া থাকেন। আমরা গত ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল সময়ের জন্য উক্ত কোম্পানীর যে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট ১৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৭০১ টাকা আয় হয় এবং রি-ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম, ডিসকাউণ্ট ইত্যাদি বাদ দিয়া নিট প্রিমিয়ামের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৭৬ টাকা। এই বৎসরে হস্তস্থিত তহবিল দাদন করিয়া কোম্পানীর নিট ৭৪ হাজার ৪৯০ টাকা এবং বাড়ীভাড়া বাবদ নিট ৬ হাজার ১ শত টাকা আয় হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর মজুদ তহবিলে ন্যস্ত ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৬০ টাকা লইয়া এই বৎসরে কোম্পানীর হাতে মোট জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৭৭ টাকা।

ব্যয়ের দিকে দাবী পূরণ বাবদ এই বৎসরে কোম্পানীর মোট ব্যয় হয় ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩০৬ টাকা। কিন্তু রি-ইনসিওরেন্স বাবদ এই বৎসর কোম্পানী ৫ লক্ষ ২০ হাজার ২৬৭ টাকা পাওয়াতে এই দফায় কোম্পানীর নিট ব্যয় হয় ২লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৮ টাকা। কমিশনের দফায় এই বৎসরে কোম্পানীর নিট ব্যয় হয় ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৮২ টাকা। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে বিজ্ঞাপন, বাড়ীভাড়া, বেতন ইত্যাদিতে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৯৮ টাকা এবং ম্যানেজিং এজেণ্টদের পারিশ্রমিক হিসাবে ২৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই সব ব্যয় সঙ্কলান করিয়া ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। (কোম্পানীর প্রাপ্য নিট প্রিমিয়ামের শতকরা ৪০ ভাগ) ভবিষ্যতের দাবী পূরণের জন্য এবং ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত মজুদ হিসাবে মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বাকী ২৬ হাজার ৪৫৭ টাকা লাভের হিসাবে জমা দেওয়া হয়।

ভলকানের এই হিসাব হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় কোম্পানী বিবিধ বিবেচনাসঙ্গত উপায়ে এবং সতর্কতার সহিত বিবিধ শ্রেণীর বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন এবং উহাদের উপর যে দাবী হইবে তাহা পূরণের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিতেছেন। সুতরাং উহা যে একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুখের বিষয় যে ভালক্যানের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে একটী ব্রাঞ্চ অফিস স্থাপন করিয়া এতদঞ্চলেও 'জেনারেল' বীমার কাজ চালাইতেছেন। উক্ত ব্রাঞ্চের কর্ণধার মিঃ এইচ, ডি,বাসুদেবের কার্য্য পরিচালনার গুণে এই ব্রাঞ্চটী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভলকানের কার্য্যের আরও দ্রুত প্রসার কামনা করি।

নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম নেপিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত মার্চ্চ (১৯৩৯) পর্য্যন্ত এক বৎসরে ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

কোঠারী অয়েল মিলস্

গত ২৬শে এপ্রিল কলিকাতায় ১১৩নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে কোঠারী অয়েলস্ মিলের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় কর্পোরেটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন বসু চৌধুরী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মিঃ ডি এন বসু তাহার বক্তৃতায় এই মিলের উদ্যোক্তাদের কার্য্যতৎপরতার প্রশংসা করেন ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন। তৎপর সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন ও বর্ত্তমান তৈলের কলের চীফ ম্যানেজার মিঃ এস এম কোঠারীর শ্রমশীলতা ও সততার প্রশংসা করেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন।

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ২২শে এপ্রিল শনিবার কলিকাতায় প্রিন্সেস রেষ্টোরেণ্টে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের কর্ম্মকর্ত্তাদের উদ্যোগে উক্ত কোম্পানীর রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ উৎসব সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্যার মন্মথনাথ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—কতিপয় কর্ম্মোৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় গত ১৯১৩ সালে সাঁতারায় বর্ত্তমান কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই কোম্পানীটি ক্রমাগতভাবে প্রকৃত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯২৩ সালে তৃতীয় ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৫ সালের ভেলুয়েশন পর্য্যন্ত কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৫ সালের ভেলুয়েশনে মোট উদ্বৃত্ত দেখা যায় ৯ লক্ষ টাকা। ঐ সময় মধ্যে কোম্পানী যে বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাও খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত প্রণালী অনুসরণ করিয়াই কোম্পানীর পক্ষে ঐরূপ সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভবপর হইয়াছে। কোম্পানীর রিপোর্ট হইতে জানা যায়, কোম্পানী এপর্য্যন্ত ৬ কোটী টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। কোম্পানী এপর্য্যন্ত যে দাবী পরিশোধ করিয়াছেন তাঁহার পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকা। বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকারও বেশী দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ প্রায় ১ কোটী টাকায় পৌঁছিয়াছে। সকল বিষয়ে ঐরূপ সাফল্য প্রদর্শন করিয়া কোম্পানী আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষ উৎসব উপলক্ষে কোম্পানী পলিসি গ্রাহকদিগকে জুবিলী বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন—ইহা খুবই আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয়।

উপসংহারে স্যার মন্মথনাথ ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চীফ এজেণ্ট মিঃ এস সি দাসের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করেন।

বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী

প্রেসিডেন্সী কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন জি চাটার্জ্জি, আফিস—১এ ভান্সিটার্ট রো—ডালহৌসী স্কোয়ার সাউথ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

শ্রীশিবাজী গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি ডি কুণ্ড। কাচ ও কাচের জিনিষ তৈয়ার। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৯ নবীন কুণ্ড লেন—কলিকাতা।

বেঙ্গল সাপ্লায়ার্স এণ্ড হেলথ বিল্ডার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন এন বানার্জ্জি। উপনিবেশ স্থাপন ও সেনাটোরিয়াম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৪নং রসা রোড, কলিকাতা।

কঙ্গো ষ্টীল ফার্নিচার লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর ঘোষ। ব্যবসা—ষ্টীল ও কাঠের আসবাব তৈয়ার ও বিক্রয়। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২।২ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর—কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া এনামেল্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি, সি, ঘোষ। ব্যবসা—লৌহ ও এনামেলের জিনিষ তৈয়ার। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বরিশাল কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এন, দত্ত। ব্যবসা—কাপড়ের কল পরিচালনা। অনুমোদিত মূলধন—৮ লক্ষ টাকা।

মত ও পথ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

গত ২৭শে এপ্রিল তারিখের 'ক্যাপিটাল' পত্রিকায় 'ডিচার' লিখিতেছেন—

পল্লী পুনর্গঠন সম্পর্কে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট যে উদ্যোগ করিয়াছে, তাহা ব্যক্তিগতভাবে আমি অতিশয় প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য কার্য্যপ্রচেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করি। ইনিষ্টিটিউটের উদ্যোগে প্রায় ৫ শত স্বেচ্ছাসেবক আগামী গ্রীষ্মের ছুটীতে তাহাদের স্ব-স্ব গ্রামে নিরক্ষর প্রাপ্ত-বয়স্কদিগকে শিক্ষা দানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল যুবক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছে, যদি তাহারা আন্তরিকতার সহিত তাহা পালন করে, তবে জনসাধারণের মধ্যে যে একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িবে, তাহা সুনিশ্চিতভাবে আশা করা যাইতে পারে। তাহাদের এই কার্য্যে অজ্ঞ ও নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে একটা নূতন প্রেরণা জাগিবে, তাহাদের আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধ জন্মিবে। ইহার ফলে তাহারা বহুদিন ধরিয়া যে গতানুগতিক জীবিকাযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। শিক্ষালাভের স্বাভাবিক সুফল এই যে, শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বাস্থ্যজ্ঞান লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে। সম্পদলাভের দ্বারা মানসিক বৃত্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার ফল সুদূরপ্রসারী। আজ এই পাঁচ শত মাত্র যুবক যে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার ফলে যে অদূর ভবিষ্যতে দেশে একটা ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তাহাদের এই প্রচেষ্টার ফলে হয়ত বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে এবং পল্লী অঞ্চলের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে; ভারতবর্ষের বহুদিনের সুখসম্পদ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

শ্বেতসার

গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় শ্বেতসার শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণবন্ধু নাথ এম-এস-সি লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার দিনে এই শ্বেতসার বস্ত্র, চর্ম্ম কাগজ প্রভৃতি শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অতি আবশ্যকীয় পদার্থ ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কাপড়ে মাড় দিতে, কাগজের মসৃণতা বৃদ্ধি করিতে, ধৌত বস্ত্রের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে, বিস্কুট, মোণ্ডা প্রভৃতি রসনা-তৃপ্তিকর পদার্থ তৈয়ারী করিতে শ্বেতসারের স্থান অদ্বিতীয়।

ইহা জলে গুলিয়া উত্তাপ দিলে একপ্রকার আটালু পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই আটালু শ্বেতসার দ্বারা কার্পাস তুলাকে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও মসৃন করা হয় এবং তাহাতে বয়ন কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়।

ভারতবর্ষে নানা কার্য্যের জন্য যে পরিমাণে শ্বেতসারের প্রয়োজন হয় তাহা নিম্নলিখিত গত তিন বৎসরের হিসাবে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

সন—	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬
হন্দর—	৫,৫৫,৬৩৫	৬,০৬,২৯৪	৬,৫৭,৪৩৪
টাকা—	৩২,৯৫,২৫২	৩৮, ৭৯,৭১৪	৪১,১২,৬০৬

যে পরিমাণ শ্বেতসার ভারতে আমদানী হয় তাঁহার শতকরা ৭০ ভাগ যায় বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে, ৩০ ভাগ যায় অন্যান্য উপকরণের জন্য।

কিন্তু আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতে শ্বেতসারের উৎকৃষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও এক কণা শ্বেতসারও ভারতে তৈয়ার হইতেছে না।

আমেরিকা, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড ও জার্ম্মানী হইতেই ভারতে শ্বেতসার আমদানী হইয়া থাকে। ভূট্টা-হইতে প্রস্তুত শ্বেতসারের চাহিদাই এই দেশে বেশী। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ দেশের উৎকৃষ্ট ভূট্টা বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে, তাহাই আবার শ্বেতসার আকারে এখানে আমদানী হওয়ায় ভারতের বহু অর্থ বিদেশ শুষিয়া লইতেছে। অথচ ভাল রাসায়নিক ও অর্থশালী ব্যক্তি আমাদের দেশে যথেষ্ট আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই দরিদ্র ভারতে শ্বেতসারের কারখানা খুলিয়া বিদেশের শোষণের হাত হইতে দেশকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারেন।

বাংলার লুপ্ত প্রায় কাগজ শিল্প

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখের "আনন্দ বাজার" পত্রিকায় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার লুপ্ত প্রায় কাগজ শিল্প সম্পর্কে লিখিতেছেন :—

বিদেশী কলকারখানা জাত পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার যে সকল শিল্প বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কুটীর জাত কাগজ শিল্প তাহার অন্যতম। এককালে বাঙ্গালার সমৃদ্ধ কাগজ শিল্প বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের তৎকালীন সমস্ত কাগজের চাহিদা [বর্ত্তমান অপেক্ষা বহুলাংশে কম হইলেও] মিটাইত; এমন কি উনবিংশ শতকের শেষদিকে অন্যূন এক লক্ষ লোক এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল। বিদেশী ও দেশীয় কারখানা জাত কাগজের অসীম প্রতিযোগীতায় এই 'কাগজী' পরিবারগুলি বর্ত্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ যে কয়েকটি পল্লী কেন্দ্রে অদ্যাপি অল্পবিস্তর কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথায় এই শিল্পের উপরই সম্পূর্ণভাবে কোনো 'কাগজী' পরিবার নির্ভর করে না। কৃষিকার্য্যের অবকাশে বৎসরের কয়েক মাস কাগজ প্রস্তুত করে মাত্র। হুগলী জেলার অন্তর্গত কল্সা, চাকা, শাবাজার, দশঘড়া, নীলা, পাণ্ডুয়া, মৈরাম, আমতা, শাবাজার গঙ্গাসাগর, কাটিপাড়া ও দেউলপুর কেন্দ্রে; হাওড়া জেলার মৈনান গ্রামে; ঢাকা জেলার আড়িগল ও মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে; পাবনা জেলার কেন্দাপাড়ায়; মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে ও চট্টগ্রাম জেলার পাতিয়া কাগজী পাড়ায় এখনও সামান্য পরিমাণ হস্তনির্ম্মিত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে প্রাচীন পদ্ধতিতে হস্তনির্ম্মিত কাগজ তৈয়ার হইয়া থাকে তাহা প্রায় সমস্ত কেন্দ্রেই একরূপ। পুরাতন পরিত্যক্ত কাগজের টুকরাগুলিকে প্রথমে শতকরা এক হইতে দুই ভাগ তীব্রতা সম্পন্ন কষ্টিক সোডার আরকে ভিজান হয়, পরে পাট বা পুরাণ ন্যাকড়া প্রভৃতিকে চূণের গোলায় ভিজাইয়া এই কাগজের টুকরাগুলির সহিত মিশান হয়। এই মিশ্রিত পদার্থকে পরে ঢেঁকি বা অনুরূপ পেষণ যন্ত্রে ফেলিয়া মণ্ডে পরিণত করা হয়। ইহার পর মণ্ডকে উত্তমরূপে জলে ধুইয়া উহার সহিত জলে দ্রবীভূত রঞ্জন ও ফটকিরি মিশান হয়। এই তরল মণ্ড হইতে, বাঁশের ছাকুনি দিয়া কাগজের মণ্ড তুলিয়া লওয়া হয় ও এরারুট বা চালের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া কোনো মসৃণ আস্তরণের উপর পাতলা করিয়া বিস্তৃত করিয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। শুকাইবার সময় একখণ্ড মসৃণ পাথর দিয়া ঘষিয়া কাগজের উপরিভাগ মোলায়েম করা হইয়া থাকে। ফট্‌কিরি ব্যবহৃত হইলেও এইভাবে প্রস্তুত কাগজের রং বিশেষ পরিষ্কার হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুঁতে মিশাইয়া কাগজের রং ফিকা নীল করা হয়।

টিটাগড় প্রভৃতি কেন্দ্রে প্রস্তুত কারখানা জাত কাগজে বাঙ্গালার অধি-কাংশ চাহিদা মিটাইলেও হস্তনির্ম্মিত কাগজের যে চাহিদা অদ্যাবধি বর্ত্তমান, তাহা বাঙ্গালার বিভিন্ন পল্লীকেন্দ্রগুলি মিটাইতে পারে না। বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ ইতালী ও ইংল্যাণ্ড হইতে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকার হস্তনির্ম্মিত কাগজ বাঙ্গালাদেশে আমদানী হয়।

বাঙ্গলার কৃষকের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা সুবিদিত। প্রধান জীবিকা কৃষিকার্য্যের অবকাশে বৎসরে যে কয়েক মাস সময় তাহাকে বাধ্যতামূলক অলসতায় কাটাইতে হয়, সেই সময় অন্য কোন উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া এই আর্থিক অনটন লাঘব করিবার কথা সকল কৃষক-হিতৈষীই বলিয়া থাকেন। উপজীবিকা হিসাবে গান্ধীজী সূতা কাটা ও খদ্দর বয়নের উপর জোর দিয়াছেন। কুটীরজাত কাগজ-শিল্পে একদা এই দেশে বহু প্রসারিত ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল। কারখানাজাত কাগজের প্রতিযোগীতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমান আবেষ্টনীর উপযোগী পরিবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গলার হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ-শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিলে, সর্ব্বাধিক জটিল জাতীয় সমস্যা, কৃষকের দারিদ্র্য সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৮শে এপ্রিল

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ টাকার বাজারে ক্রমাগত টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দুই দিন একটা অবসাদের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩-৩॥০ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ২-২॥০ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করে। সুখের বিষয় যে গত বুধবার হইতে পুনরায় টাকার দাবী দাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে উক্ত সুদের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে টাকার বাজারে এই নিষ্ক্রিয়ভাব কতক পরিমাণে ট্রেজারি বিলের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গত মঙ্গলবার এক কোটী টাকার ট্রেজারি বিলের টেণ্ডারের আবেদনের পরিমাণ মোট ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৮ই তারিখে উক্ত আবেদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং গত ১১ তারিখের আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল এক কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ফলে আলোচ্য সপ্তাহের ট্রেজারি বিলের সুদের হার হ্রাস পাইয়া ২।৶০ আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ২।৶১১ পাই ছিল এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহেও এই হারই বলবৎ ছিল।

আগামী ২রা মে পুনরায় ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আবেদন গ্রহণ করা হইবে। আলোচ্য সপ্তাহে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ৯০ লক্ষ টাকা তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের আবেদন আহ্বান করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৯৯।৵০ দরের সমস্ত এবং ৯৯।৵৯ পাই দরের শতকরা ৯৭ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। এবং সুদের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা বার্ষিক ২॥১০ পাই অর্থাৎ সরকারী ট্রেজারী বিলের সুদের হার অপেক্ষা তিন আনা দশ পাই অধিক দাঁড়াইয়াছে।

গত ২১শে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য সময়ে ভারতে চল্‌তি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৭৯ কোটি ৮১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ১৮২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে সাময়িক ভাবে ৩৭ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সপ্তাহে গভর্ণমেণ্ট ও বিবিধ ব্যাঙ্ক সমূহের আমনতী টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে মোট ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ও ৪০ হাজার টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে প্রতি টাকায় ১ শিঃ ৫৬১/৬৪ পেন্স দরে মোট ৬০ হাজার পাউণ্ডের ষ্টার্লিং খরিদ করেন। আগামী মঙ্গলবার মোট ৫ লক্ষ পাউণ্ডের ষ্টার্লিং খরিদের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থাও মন্দা গিয়াছে। তবে বিনিময় হার মোটামুটি স্থিরই আছে।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি, এ, ৩ মাস	„	১ শি ৬১/১৬ পে
ডি, এ, ৪ মাস	„	১ শি ৬৩/৩২ পে
ডি, এ, ৬ মাস	„	১ শি ৬৩/১৬ পে
ফ্রাঙ্ক	(প্রতি ১০০ টাকায়)	১৩০৭
মার্ক	„	৮৬॥০
গিলডার	„	৬৫৲
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	২৮৭
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৭৮॥০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সামান্যই বিকিকিনি হইয়াছে। গত সপ্তাহের প্রথমদিকে বিদেশের শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় না; ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থায় জটিলতার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেটে বহু প্রকার ট্যাক্স বৃদ্ধি ঘোষণার সম্ভাবনা থাকায় লণ্ডনের বাজার স্বভাবতঃই উক্ত বাজেট সম্পর্কে অপেক্ষা করিতেছিল। যাহা হউক সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেট ঘোষিত হইয়াছে এবং উহাতে অস্বাভাবিকরূপ কোন ট্যাক্স বৃদ্ধির উল্লেখ নাই; এজন্য লণ্ডনের বাজারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। কোন কোন শিল্প দ্রব্যের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধিপায় বটে কিন্তু হের হিটলারের 'রাইখষ্ট্যাগ বক্তৃতা আসন্ন জন্য উহা বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য সপ্তাহের শেষের কয়েকদিন বোম্বাইএর শেয়ার বাজারে মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। এই সকল অবস্থায় স্থানীয় শেয়ার বাজারের কোন উন্নতি সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রকার শেয়ারে মূল্যের সামান্য উঠা নামা হয় মাত্র। বাজার বন্ধের দিকে মন্দার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং সকলেই হের হিটলারের বক্তৃতার অপেক্ষা করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বাজারে উন্নতির পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীলের শেয়ারের মূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ হয় নাই। অল্প সময়ের জন্য উহার মূল্য ২৩৮০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় কিন্তু উপযুক্ত চাহিদার অভাবে পুনরায় উহা ২২৮৵০ পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। বাজার বন্ধের সময় উহার মূল্যের পড়তি ভাব বজায় ছিল।

কোম্পানীর কাগজ

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থায় জটিলতাহেতু কোম্পানীর কাগজের বিভাগে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মন্দার ভাবই বজায় আছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রথম দিকে ৩॥ সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ৯৩৵০ পর্য্যন্ত উঠে কিন্তু উহা পুনরায় ৯২।৵০ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। দীর্ঘদিনের মেয়াদী কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে বিক্রেতার সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। মোটের উপর দিন দিন ইউরোপের রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার ফলেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। অদ্য ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০১।০, ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৯৩৵০, ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১০৮৷৵০ ও ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১৩৸০ দাঁড়ায়। ৫৲ সুদের (১৯৩৯-৪৪) ঋণের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১০৪৲ দাঁড়ায়।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগের শেয়ার মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয় এই যে কয়লার খনির শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণের যে আগ্রহ ছিল সম্প্রতি তাহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইকুইটেবল, ২৮৸০ ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৪॥০ ও বেঙ্গল ২৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। এই মূল্যেও বিক্রেতার অভাব দৃষ্ট হয়।

পাট কল

কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটকলের শেয়ার বাজারে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে; তবে থলের বাজারে সামান্য কারবার বৃদ্ধি পাইবার ফলে বাজার বন্ধের দিকে পাটকলের শেয়ার মূল্যের নিম্নগতি কতকটা রুদ্ধ হয়। বর্ত্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীর যে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের আয় ব্যয়ের তুলনায় উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও শেয়ার মূল্যের বর্ত্তমান হার সমর্থন সম্পর্কে উৎসাহের বিষয় কিছু নাই। মূল্যের উচ্চহারের ফলে পাটকল সমূহের পক্ষে আশানুরূপ লাভে মজুদ মাল বিক্রয় করিবার সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু মজুদ মালের পরিমাণ হ্রাস করিবার সমস্যা সমাধানের বাহিরে বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং পাটকলের শেয়ার মূল্যের উচ্চ হার বজায় রাখা অসম্ভব। হাওড়া ৫৩।৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় উহা ৫২৸৵০ আনায় নামিয়া যায়।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে অদ্য ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার বাজার মন্দা গিয়াছে। অল্প সময়ের জন্য উহা ২৩৸ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু উহা পুনরায় ২২৸৵ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার মূল্য ১১৵ আনায় উঠে এবং বাজার বন্ধের সময় উহা ১০৸৵ দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১)	১০১॥৶
৩৲ „ নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)	৯৬৸০,৯৬।৶
৩৲ „ ইউ, পি ঋণ (১৯৫২)	৯৮।৵,৯৮॥
৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ	৯২।৵৬,৯২৸৴,৯২॥৶,৯২॥৴,৯২।৶,৯২৸৵, ৯২॥৶,৯২॥৵,৯২৸৵,৯২॥৶,৯২॥৴,৯২॥৶৬,৯২॥০,৯২।৶৬,৯৩৶৬,৯২৸,৯২৸৶, ৯৩৶,৯২৸৶,৯৩৵,৯২৸৶,৯২৸৵,৯৩৲,৯২॥৵,৯২৸,৯২৸৴,৯৩৴,৯২॥৶
৩॥ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)	১০১৸৴,১০১৸৶,১০১॥৵,১০১।৵,১০১৴
৪৲ „ „ (১৯৬০-৭০)	১০৮॥৶,১০৯৲,১০৮৸৵,১০৮॥৴
৪॥০ „ „ (১৯৫৫-৬০)	১১৪৶
৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)	১১২॥৵,১১২।৵,১১২।৶,

ডিবেঞ্চার

৩। সুদের মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯৬৬-৭৬)	১০০।,১০০॥
৩৲ সুদের কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯১৫-৪৫)	১০৩॥
৩॥০ „ কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৩৫-৬৫)	১০১॥

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)	১,৫১৩, ১,৫০৩৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১০৮৲,১০৯৲,১০৭৸৵,১০৭৸৲,১০৭৲,১০৯৲,১০৭॥,১০৮॥, ১০৯৲,১০৮৲,১০৭॥,১০৮॥,১০৯৲,১০৮৲,১০৯৲,১০৭॥,১০৮॥,১০৯॥

কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড্	২০॥
ভালগোরা	৩৷৶৹,৩॥৴,৩॥৵,৩৸৹
বোকারো ও রামগড়	১৩৷
বরাকর	১১৴,১১৷৴,১১৲
দেমো মেইন	১১॥
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	২০৲,২০৷৹
ইকুইটেবল	২৯৷৹,২৯॥৹,২৮৸৵,২৯৲
হরিলাদী	১০॥,১০৷৵,১০॥৵,১০৷৹
জয়ন্তী সেণ্ট্রাল	১৷,১॥,১॥৶
মুগুমপুর	৬॥৵,৬৷৵,৬॥৵
নিউ বীরভূম	১৪৷৹,১৪॥৹
পেঞ্চভেলী	২৯৸৹
সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল	॥৹,॥৵,৷৶,॥৹,॥৵
সাউথ কারাণপুরা	৪৲,৩৸৵,৪৲
টালচর	৸৹,৸৵৹
ইউনিয়ন	২৫॥,২৪৸
ওয়েষ্ট জামুরিয়া	২৬৲

কাপড়ের কল

বেনারেস কটন	১৵
কাণপুর টেক্সটাইল	৩৸৵,৩৸,৩৸৵,৩৸
ডানবার (প্রেফ)	১৬৮৲
নিউ ভিক্টোরিয়া (অডি)	॥৶,৸৹,॥৵,৸,॥৵,৸

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

আজমীঢ় ইলেকট্রিক	১০॥৵
বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)	১৩॥৵,১৩৸৵,১৩৷,১৩॥
ঢাকা ইলেকট্রিক	১৮৷৹,১৮॥৹,১৮॥৶৹
পাটনা ইলেকট্রিক	১৫৲
রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকট্রিক	২২৲,২২৷৹

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোঃ (৬৲ সুদের প্রেফ)	১২৫৲
বার্ণ এ্যাণ্ড কোঃ (৭৲ সুদের প্রেফ)	১৪৭৲, ১৪৭৸৹,১৪৮৸৹,১৪৬৲
হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ষ্টীল (অডি)	৬৷৹,৬॥৹
ইণ্ডিয়ান গ্যালভাইনিজিং	১৮॥৹
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল	২৩৲,২৩৴৹,২৩৷৴৹,২৩৵,২৩৷৵৹,২৩৷৹,২৩৲, ২২৸৴৹,২২৸৹,২২৸৵,২২৸৴,২২৸৵,২৩৲,২৩৷,২৩৷৵,২৩॥৵,২৩৷৶,২৩॥৶,২৩৲, ২৩৵,২৩৷,২৩৷৴,২৩॥৴,২৩৷৵,২৩॥৵,২৩৷৶,২৩৶,২৩৷,২৩॥,২॥৵,২৩৵,২৩৷৴, ২৩৶,২৩৷৶,২৩৷৵,২৩॥৵,২৩৷৴,২৩॥৴,২৩॥,২৩৸,২৩॥,২৩৸,২৪৲,২৪৴,২৩৸৵, ২৩॥৵,২৩৸৴,২৩॥৶
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডাড ওয়াগণ (প্রেফ)	১২৭৲,১২৮৲
মার্শলস্	১॥৹
ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল	৩৷৹
ষ্টীল কর্পোরেশন (অডি)	১০৸,১১৲,১০৷,১০৸,১০৸৴,১০৸৵,১০৸৴,১১৴,১১৵, ১০৸৵,১০৸৶,১১৶,১১৲,১১৷,১১৲,১১৵,১১৷৵,১১৴,১১৷৴,১১৶,১১৲,১১৸,
ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)	৯৩৲,৯১॥,৯৩৷,৯১॥,৯২॥,

পাটকল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান (অডি)	৩২১৲,৩২৩৲,৩১১৲,৩১১॥,৩১১৲
অকল্যাণ্ড (অডি)	১৬০৲
বালী (অডি)	১৮৯৲,১৯০৲,১৮৩৲,১৮০৲
বরানগর (অডি)	১৪৬৲,১৪৭৲,১৪৯॥,১৪৮৲,১৪৫,১৪৬॥,১৪৭॥,১৪৪৸,১৪৫৲
বেলভেডিয়ার	৩৩৮৲,৩৪০৲,৩৪২,
ক্লাইভ (অডি)	২৫৴,,২৫৶,২৪৸৵,২৫৵,২৪৸,২৪॥৶,২৫৲,২৪॥৵,
ডালহৌসী	৩০৫৲
হাওড়া (অডি)	৫৩॥৶,৫৩৷৵,৫২৸,৫৩৲,৫৩৶,৫৩৷৶,৫৩৸,৫৪৵,৫৩৷,৫৩৷৴, ৫২॥৵,৫২৶,৫২॥৶,৫২৴,৫২॥৴,৫২৷,৫১৸,৫১॥৵,৫১॥৴,৫১৸৵,৫১৸,৫২৲,৫২॥৴, ৫[illegible]৴,৫২॥৶,৫৩৶,৫২৷৶,৫২৷৵,
কামারহাটী (অডি)	৪৭৬৲,৪৭৩৲.৪৬৭৲,৪৬৮৲,৪৭০॥,৪৭২॥,৪৭০৲,৪৭৫৲, ৪৭১৲
কাঁকনাড়া	৩৬১৲
ন্যাশনাল	২১৸,২১৷,২১॥,২০৸৵,২১৵,২০৸৴,২০৸৵,২১৵,
নদীয়া	৪১৷,৪১৸,৪০৲,৪[illegible]৷,৪০৸
ওরিয়েণ্ট	১৭৪৲
প্রেসিডেন্সী	৩॥,৩৷৶,৩॥৴
ইউনিয়ন	৩৩০৲

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন	৫॥৴,৫॥,৫৸,৫॥,৫॥৴,৫॥,৫৸৴,৫॥৴,৫৸৴,৫॥৵,৫৸৵,৫॥,৫॥৴,
কনসোলিডেটেড্ টীন	৫॥৵,৫৷৵,৫৷৴,৫৷৵,৫॥৵,৫৷৶,৫৷৴,৫॥৴,৫৷৵,৫॥,৫৸,
ইণ্ডিয়ান কপার	১৸৶,২৴,২৲,১৸৶,১৸৵,২৲,১৸৶,২৴,১৸৶,২৲,১৸৶,২৴,২৲ ১৸৶,১৸৵,২৲,১৸৵,২৴,১৸৵
টেভয় টীন	১৴,১৶,

চিনির কল

বুল্যাণ্ড	১১৷,
৫॥৹ সুদের কেরু এ্যাণ্ড কোঃ ডিবেঃ	(১৯৩৮-৫৩) ১০৫৲,১০৫॥,
মহা স্বস্তিকা (অডি)	৯৪॥,৭৲
৫৲ সুদের মহা স্বস্তিকা সুগার ডিবেঃ	(১৯৩৬-৫১) ৯৮॥,

চা বাগান

দৌড়া চেরা	৯৲,৯৷,
হাপজান পর্ব্বত	॥৴,
জুটলীবাড়ী	১২৸,১৩৲
কোভালা	১২৸,১৩৲
নাহর নদী	৪৸,৫৲
তিরিহান্না (অডি)	৸৶,১৴,
তুমসঙ্গ (প্রেফ)	১০০৲

বিবিধ

আলকালি কেমিকেল	১১২৲
আসাম সজ্ঞ	॥৵৹
বামারলরী	২৪৫৲,২৪৬॥
বেঙ্গল আসামষ্টীম শিপ	২০১॥
বার্ডস ইনভেষ্টমেণ্ট (প্রেফ)	৯৭৲
বি, আই, কর্পোরেশন (অডি)	২॥৴৹,২৷৵৹,২৷৶৹,২॥৴৹,২৷৵৹,২॥,২॥৴ ২৷৵
বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)	১৩৭॥
ডালমিয়া সিমেণ্ট (অডি)	১০৷৴,১০৵,১০৲,১০৷,১০৲,১০৷৹,১০৵,১০৷৵
ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)	৯৪৲,৯৩৲,৯৪৲,৯৩,৯৪৲,৯৩৲,৯৪৲,
ডানলপ রবার (অডি)	১৫৲
" " (২য় প্রেফ)	৯৭৲,৯৮৲
ফিরপো লিঃ	১০৷৴,১০॥৴
গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল	১৮০৲
ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অডি)	৯১৲
ওরিয়েণ্ট পেপার (অডি)	৫৷,৫৸,
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অডি)	২২॥
টিটাগড় পেপার ('এ' অডি)	১১॥৴,[illegible]১২৵,১১৸
" " ('বি' অডি,)	১২৵,
" " প্রেফার্ড ডেফ	৩॥৵,৩৸
" " প্রথম (প্রেফ)	১৬১৲
" " দ্বিতীয় (প্রেফ)	১০৫৲

পাটের বাজার

কলিকাতা ২৯শে এপ্রিল

বর্ত্তমান সপ্তাহে পাটের বাজার হঠাৎ যে ভাবে চড়িয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে কেহ প্রত্যাশা করে নাই। গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের দর হঠাৎ চড়িয়া গিয়া প্রতি বেল ৫২৮/ আনায় পরিণত হইয়াছিল। ইহার উপর বর্ত্তমান সপ্তাহে দর যে আরও ৮ টাকার বেশী বৃদ্ধি পাইবে তাহা অনেকেরই ধারণার অতীত ছিল। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পাটের দর এই প্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে চড়িলেও বাজারে ক্রেতার কোন অভাব হয় নাই। বর্ত্তমানে বাজারে মালের অত্যন্ত অভাব অনুভূত হইতেছে। এদিকে মফঃস্বল হইতে এই পর্য্যন্ত ফসলের যে সংবাদ আসিতেছে তাহা সন্তোষজনক নহে। এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ এবার যে কোন কম জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে। বর্ত্তমান বৎসরে প্রতি একরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ কম হইবে বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। গত সপ্তাহে পাটজাত থলে ও চটের মূল্য কম থাকার দরুণ পাটের মূল্য যতটা চড়া উচিত ছিল ততটা চড়ে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সপ্তাহে এরূপ গুজব রটে যে চটকলসমূহ উহাদের কাজের সময় কমাইয়া দিবে। উহার ফলে থলে ও চটের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পাটের বাজারও খুব গরম হইয়া পড়ে। যদিও নানা গুজবের ফলে বর্ত্তমানে দর অনেক পড়িয়া গিয়াছে তথাপি বাজারের মনোভাব পাটের উচ্চতর মূল্যের পক্ষে রহিয়াছে। এই অবস্থায় মফঃস্বল হইতে যদি অনুকূল আবহাওয়ার সংবাদ না আসে তাহা হইলে বর্ত্তমান সপ্তাহে মূল্য পুনরায় চড়া বিচিত্র নয়।

আলগা পাটের বাজারে বর্ত্তমানে মালের খুব অভাব ঘটিয়াছে এবং বেলারগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় মাল সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতেছেন। বর্ত্তমানে পাটের এরূপভাবে দর বাড়িয়া যাইতেছে যে চটকল সমূহ তাহাদের হস্তস্থিত মজুদ মালের কতকাংশ এখন বিক্রয় করিয়া দিয়া আগামী মরশুমে কম মূল্যে পাট ক্রয় করতঃ মজুদ মালের পরিমাণ বৃদ্ধি করা লাভজনক মনে করিতেছেন। বর্ত্তমান সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাট প্রতিমণ ৯৮ আনা মূল্যে এবং ইণ্ডিয়ানজাত বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মন ৮৮ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে বর্ত্তমান সপ্তাহে বিদেশ হইতে অনেক মালের জন্য অর্ডার আসিয়াছে। কিন্তু মালের অভাবে বেলারগণ বেশী পরিমাণ পাট সরবরাহ করিবার মত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে সাহস পাইতেছেন না। এই সপ্তাহে ফাষ্ট শ্রেণীর বেলবন্দী পাট প্রতি বেল ...৶০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে ফাটকা বাজারে দর পড়িয়া যাওয়াতে উহার মূল্য দাঁড়ায় ৬০॥০ আনা। ফাটকা বাজারে পাটের দর সম্বন্ধে অন্যত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য আমরা আলোচনা করিলাম। বর্ত্তমান সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের দর কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে দেখান হইল—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৪শে এপ্রিল	৫৭॥৵	৫৫৲	৫৭॥৵০
২৫শে "	৬১৵০	৫৮।০	৫৮॥০
২৬শে "	৬১।০	৫৮৸০	৬১।০
২৭শে "	৬০৸৵০	৫৯৲	৫৯৵০
২৮শে "	৫৯।০	৫৮॥০	৫৮৸০
২৯শে "	৫৭॥০	৫৬।৵০	৫৭।৶০

গত ২২ এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও উহার আশপাশের চটকল সমূহে ৮০ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে দর একটু চড়ার দিকে যায়। চটকল সমূহ কাজের সময় কমাইয়া দিবে এই গুজবেই দর কিছু চড়িয়াছিল। সপ্তাহের শেষে ৯ পোর্টার চটের দর ১০৶০ আনা এবং ১১ পোর্টার চটের দর ১০৵৬ পাইয়ের কাছাকাছি ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

বর্ত্তমানে স্থানীয় চিনির বাজারে চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমের মরশুমের সময় বাঙ্গলা দেশে স্বভাবতঃই চিনির চাহিদা হ্রাস পাইয়া থাকে। ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জটিলতার জন্য বিগত দুইদিন হইল আড়তদারগণকে বিদেশী চিনির মজুদ পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ভারতীয় চিনির বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বিগত দুই দিনের তুলনায় ভারতীয় চিনির মূল্য প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে চাহিদার বিশেষ অভাব দেখা যায়। যে সকল ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা কেবলমাত্র ফাটকাওয়ালাদের মধ্যে। স্থানীয় বাজারে ভারতীয় চিনির মজুদ পরিমাণ ১০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। প্রতি মণ চাম্পারণের মূল্য ১১॥৵, জপাহা ১১।৶০, পুরসা ১১৵৬ পাই ছিল।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

আগামী ১৫ই মে উত্তর ভারতীয় চায়ের ১৩৩৯-৪০ সালের প্রথম নীলাম বিক্রয় হইবে। উক্ত নীলামে প্রধানতঃ উত্তম শ্রেণীর দার্জ্জিলিং শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তূলার বাজারে চড়াভাব আত্ম-প্রকাশ করে কিন্তু তাহার পরেই মূল্য এত দ্রুত হ্রাস পায় যে, শেষের দিকে কিছু উন্নতি দেখা দেওয়ার ফলে মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইলেও যে পরিমাণ হ্রাস পায় তাহার তুলনায় উহা মোটেই উৎসাহজনক নহে। বিদেশের বাজারের প্রতিকূল অবস্থার সংবাদে বোম্বাইএর বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের গুজব পুনরায় বলবৎ হইবার ফলে বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মোটের উপর তূলার বাজারের অবস্থা অনেকটা অনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়।

বোম্বাইয়ের বাজারে শ্রেষ্ঠ ধরণের বোরোচ জুলাই আগষ্টের দর সপ্তাহের প্রথম দিকে ১৫৬৷০ আনা ছিল। সোমবার উহা ১৫১৶০ পর্য্যন্ত হ্রাস পায় এবং বাজার বন্ধের সময় ১৫২॥৶০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বোরোচ এপ্রিল-মে (১৯৪০) ১৫১॥৶০ হইতে ১৪৭।৶০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। বেঙ্গল মের
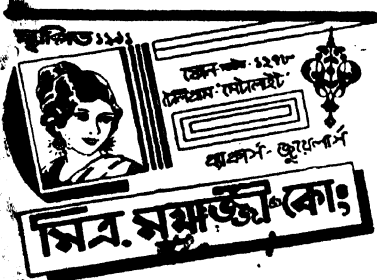
দর ১১৩॥০ আনা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দর ১১৪।০ ছিল। জুলাই ১১৪৲ ও ডিসেম্বর—জানুয়ারী ১১২॥০ আনা ছিল। ওমরা মের দর ১৪০॥০ দাঁড়ায়; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১৪১।০ ছিল। ডিসেম্বরের দর—১৩৩।০ গিয়াছে। সম্প্রতি তুলা ফসল সম্পর্কে যে বিবরণ (১৯৩৮-৩৯ এপ্রিল) প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় তুলা চাষের পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ এবং উৎপন্ন তুলার পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এর তুলার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে।

তারিখ	বোরোচ এপ্রিল-মে	ওমরা মে	বেঙ্গল মে
এপ্রিল ২১	১৫৫৲	১৪২।৴	১১৫৲
„ ২২	১৫৫॥৴	১৪৩।	১১৫॥৴
„ ২৪	১৫৩।৴	১৪০৶	১১৩৶
„ ২৫	১৫১৶	১৩৯৷	১১৩।
„ ২৬	১৫২৶	১৪০॥	১১৩॥
„ ২৭	১৫৩॥	১৪০৸৴	১১৪৲
এক বৎসর পূর্ব্বে	১৬৪॥	১৪৭॥৴	১২৪॥
দুই বৎসর পূর্ব্বে	২২৯৲	২১৯৲	১৮৮৲

কাপড়

সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে কাপড়ের বাজারের একই রূপ মন্দার ভাব উল্লেখ করিতে হইতেছে ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে অতি সামান্য কারবার হইয়াছে এবং তাহাও বর্ত্তমান প্রয়োজনের অধিক নহে। ইহা ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ নাই। ব্যবসায়ীগণের মধ্যে মাল কাটতি করিয়া দিবার দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইবার ফলে মূল্য আরও হ্রাস পায়। বিগত কয়েক মাস যাবৎ ক্রমাগত মূল্য হ্রাসের ফলে ক্রেতাগণের মধ্যে অগ্রিম কারবার সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে না। ল্যাঙ্কাশায়ার কাপড়ের বাজারে খুব সামান্য কারবার হইয়াছে। জাপানী কাপড়ের বাজারেও বিশেষ কোন কারবার হয় নাই।

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	১৪৸০,১৭৲,১৮৲
জিরা	১৫॥০,১৭৲,২০৲
মরিচ	১৩৸০,১৪৲,১৪॥০
ধনে	৫॥০,৬॥০,৭৲
লঙ্কা	১৩॥০,১৬৲,১৭৲
সরিষা	৫৲,৫॥০,৬৲
মেথী	৪॥০,৫৲,৬৲
কালজিরা	৭৲,৮৲,৮॥০,
পোস্তদানা	৯।০,১০৲,১১৲
দেশী সুপারী	১১৸০,১৩॥০,১৬৲
জাহাজ কাটা সুপারী	১১৲,১১॥০
ঐ গোঃ সুপারী	৮৸০,৯॥০,১০৲
পিলাং কেশুয়া	৫৵০,৫॥০
পার্ল কেশুয়া	৫৸৴০,৬৲
জাভা কেশুয়া	৬৲,৬॥০,৭৲
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৫৲,৬।০,৬॥০
ছোট এলাচ	৩৲,৩৸০,৫৲ সের
বড় এলাচ	৩৩৲,৩৬৲
দারুচিনি	২৪৲,২৫৲

কয়লার বাজার

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল

	টাকা	প্রতি টন
ঝরিয়া ফিল্ড		
ফাষ্ট ক্লাস ষ্টীম কয়লা	৪৲-৪॥০	„
ষ্টীম রুবল, বিবি রুবল	৪৲-৪॥০	„
ফাষ্ট ক্লাস ডাষ্ট	৪৲-৪॥০	„
„ „ স্মিথি	৬৲	„
গুড সেকেণ্ড ক্লাশ ষ্টীম কয়লা	২৲	„
„ „ „ ষ্টীম রুবল	২৲	„
„ „ „ বি, বি, রুবল	১৸০	„
„ „ „ ডাষ্ট	২॥০	„
„ „ „ স্মিথি	৫॥০	„
সেকেণ্ড ক্লাশ ষ্টীম কয়লা	৪৲-৪।০	„
১নং পোড়া কয়লা	২৸০-৩৲	„
১॥নং „ „	১৸০-২॥৵০	„
২নং „ „	১॥০-১৸০	„
বীজ কোক	৮৲	„
হার্ড „ ১নং	৬॥০	„
„ „ ২নং	৬॥০	„
„ রুবল	৫৲	„
„ ব্রীজ	২৸০	„
দানি কোক ১নং	।০	„
„ „ ২নং	॥০	„
„ „ ৩নং	১৲	„
রাণীগঞ্জ ফিল্ড		„
ফাষ্ট ক্লাস ষ্টীম	৪৲-৪॥০	„
ষ্টীম রুবল, বি বি রুবল	৪৲-৪॥০	„
„ ডাষ্ট	৪৲-৪॥০	„
„ স্মিথি	৬৲	„
গুড সেকেণ্ড ক্লাশ ষ্টীম	২॥৵০	„
„ „ „ ষ্টীম রুবল	২॥৵০	„
„ „ „ বি বি রুবল	২॥৵০	„
„ „ „ ডাষ্ট	২॥৵০	„
সেকেণ্ড ক্লাস ষ্টীম	২৲	„
„ „ ষ্টীম রুবল, বি বি রুবল	২৲	„
„ „ ডাষ্ট	২৲	„
„ „ ষ্টোনী ষ্টীম	১।০	„

তৈলের বাজার

	প্রতি ম
সরিষার তৈল (ঘানি)	১৯
রেড়ির তৈল	১১
তিসির তৈল	১২
বাদাম	৯॥

লৌহ এবং ঢেউ টীন

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রি

জয়েষ্ট বে-মার্কা

(৫ × ৩) ইঞ্চি (৬ × ৩) „	৬৸০ হন্দর

জয়েষ্ট টাটা মার্কা দেওয়া—

(৫ × ৩) ইঞ্চি (৬ × ৩) „ (৭ × ৪) „ (৮ × ৪) „	৭॥৵০ হন্দ
(৯ × ৪) „ (১০ × ৫) „	৭৸০ „
(১২ × ৫) „	৭৸৵০ „

টাটা মার্কা দেওয়া বরগা (টী)—

(২ × ২ × ।০) ইঞ্চি আদৎ	৯৲ হন্দ
(২॥০ × ২॥০ × ।০) ইঞ্চি কাটাই	৯।০ „